যোগসমন্বয়

(উত্তরার্ধ)

The Synthesis of Yoga

(Parts III - IV)

শ্রীঅরবিন্দ
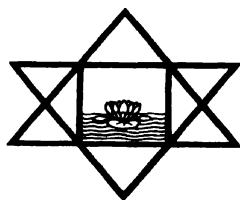
শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি

কলিকাতা : পণ্ডিচেরী—২

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী—২

অনুবাদক : শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রক : অল ইণ্ডিয়া প্রেস
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী—১

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

অধ্যায়		পৃষ্ঠাঙ্ক

তৃতীয় খণ্ড

ভাগবত প্রেমের যোগ

১ অধ্যায়

প্রেম ও ত্রিমার্গ

সংকল্প, জ্ঞান ও প্রেম—ইহারাই মানবপ্রকৃতিতে ও মানবের জীবনে তিনটি দিব্য সামর্থ্য, এবং ইহারাই তিনটি পথ দেখায় যা দিয়ে মানবের অন্তঃপুরুষ ওঠে ভগবানের দিকে। সুতরাং, আমরা যেমন পূর্ব্বে দেখেছি, পূর্ণযোগের ভিত্তি হওয়া চাই ইহাদের অখণ্ডতা, এই সকল তিনটিতেই ভগবানের সহিত মিলন।

ক্রিয়াই জীবনের প্রথম সামর্থ্য। প্রকৃতি শুরু করে শক্তি ও ইহার বিভিন্ন কর্ম দিয়ে যেগুলি মানবের মাঝে একবার সচেতন হ'লে হ'য়ে ওঠে সংকল্প ও ইহার বিভিন্ন সিদ্ধি; সুতরাং তার ক্রিয়াকে ভগবদ্-অভিমুখী করলেই মানবের জীবন দিব্য হ'তে শুরু করে সর্বোত্তম ও সুনিশ্চিতভাবে। ইহাই প্রথম প্রবেশের দুয়ার, দীক্ষার সূত্রপাত। যখন তার অন্তঃস্থ সংকল্পকে এক করা হয় ভাগবত সংকল্পের সহিত এবং সত্তার সমগ্র ক্রিয়া ভগবান থেকে উৎসারিত হ'য়ে চালিত হয় ভগবানের দিকে, তখন কর্মের মধ্যে মিলন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। কিন্তু কর্মের চরিতার্থতা সাধিত হয় জ্ঞানে, গীতায় বলা হ'য়েছে,—কর্মের সকল সমগ্রতার পূর্ণ পরিণতি হয় জ্ঞানে, "সর্বম্ কর্মাখিলম্ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। যে সর্বব্যাপী চিন্ময় পুরুষ থেকে আমাদের সংকল্প ও কর্মের উদ্ভব, যাঁর কাছ থেকে ইহারা তাদের সামর্থ্য পায় এবং যাঁর মধ্যে ইহাদের ক্রিয়া-শক্তির লীলা সার্থক হয় তাঁর সহিত আমরা এক হই সংকল্প ও কর্মের মধ্যে মিলনের দ্বারা। আর এই মিলনের মুকুট হ'ল প্রেম; কারণ প্রেম হ'ল সেই পুরুষের সহিত সচেতন মিলনের আনন্দ যাঁর মধ্যে আমরা জীবন ধারণ করি, কর্ম করি ও বিচরণ করি, যাঁর দ্বারা আমাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং একমাত্র যাঁর জন্যই আমরা শেষে শিক্ষা করি কর্ম করতে ও হ'তে। তাহাই আমাদের সামর্থ্যগুলির ত্রিত্ব, ভগবানের মধ্যে সকল তিনটিরই মিলন আর ইহাতেই আমরা উপনীত হই যখন আমরা শুরু করি কর্ম থেকে আমাদের প্রবেশের পথ ও সংযোগের ধারা হিসাবে।

ভগবানের মধ্যে সতত বাস করার ভিত্তি হ'ল জ্ঞান। কারণ চেতনাই সকল জীবনধারণ ও সত্তার ভিত্তি এবং জ্ঞান হ'ল চেতনার ক্রিয়া অর্থাৎ সেই

আলো যার দ্বারা ইহা নিজেকে ও নিজের বিভিন্ন সদ্‌বস্তুকে জানে, আবার ইহা সেই সামর্থ্য যার দ্বারা আমরা ক্রিয়া থেকে শুরু ক'রে মননের বিভিন্ন আন্তর ফলগুলি ধারণ ক'রে আমাদের চিন্ময় সত্তার দৃঢ় উপচয়ের মধ্যে কর্ম করতে সমর্থ হই যতক্ষণ না ইহা মিলনের দ্বারা নিজেকে সিদ্ধ করে ভাগবত সত্তার আনন্ত্যের মধ্যে। ভগবান আমাদের দেখা দেন বহু বিভাবে আর ইহার প্রতিটির জন্য জ্ঞানই চাবিকাঠি যাতে আমরা জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করি ও তাঁকে অধিগত করি তাঁর সত্তার প্রতি ভাবে, "সর্বভাবেন"[১] এবং আমরা তাঁকে গ্রহণ করি আমাদের মধ্যে এবং তিনি আমাদের অধিগত করেন আমাদের প্রতি ভাবে।

জ্ঞানের অভাবে আমরা তাঁর মধ্যে বাস করি অন্ধের মতো সেই প্রকৃতির সামর্থ্যের অন্ধতা নিয়ে যে নিজের কর্মে আগ্রহী কিন্তু নিজের উৎস ও অধিকর্ত্তা সম্বন্ধে বিস্মৃত এবং সেজন্য আমরা আমাদের সত্তার প্রকৃত ও পূর্ণ আনন্দ থেকে অদিব্যভাবে বঞ্চিত। আমরা যা জানি তার সহিত সচেতন একত্বে যে জ্ঞান উপনীত হয়--কারণ একমাত্র তাদাত্ম্যের দ্বারাই সম্পূর্ণ ও প্রকৃত জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব--তার দ্বারা বিভাজনের নিরাময় হয় এবং আমাদের সকল সংকীর্ণতা, ও বৈষম্য ও দুর্বলতা ও অসন্তোষের কারণ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু কর্ম বিনা জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না; কারণ সত্তার মধ্যস্থ সংকল্পও ভগবান,--শুধু যে সত্তা বা তার আত্ম-বিৎ নীরব অস্তিত্বই ভগবান তা নয়--আর যদি কর্মের পরিণতি হয় জ্ঞানে, তাহ'লে জ্ঞানেরও চরিতার্থতা সাধিত হয় কর্মে। আবার এখানেও প্রেমই জ্ঞানের মুকুট: কারণ প্রেম মিলনের আনন্দ, আর ঐক্যকে মিলনের হর্ষ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া চাই, যাতে তার নিজের আনন্দের সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। বস্তুতঃ পূর্ণ জ্ঞানের ফল হ'ল পূর্ণ প্রেম, সম্যক্ জ্ঞান থেকে আসে প্রেমের পরিপূর্ণ ও বহুল ঐশ্বর্য। গীতা বলে, "যে আমাকে পুরুষোত্তম ব'লে জানে"--শুধু অক্ষর একত্বের বিভাবে নয়, ভগবানের বহুপুরুষময় ক্ষর বিভাবেও, আবার এই দুই বিভাবেরই ঊর্ধ্বে উত্তম পুরুষ-রূপেও, যার মধ্যে এই দুই বিভাবই দিব্যভাবে বিধৃত--"সে-ই প্রেমের দ্বারা আমাকে সর্বভাবে চায় কারণ তার আছে সম্যক্ জ্ঞান"। ইহাই আমাদের সামর্থ্যগুলির ত্রিত্ব, ভগবানের মধ্যে সকল তিনটিরই মিলন আর ইহাতেই আমরা উপনীত হই যখন আমরা শুরু করি জ্ঞান থেকে।

প্রেম সমগ্র সত্তার কিরীট এবং ইহার সার্থকতাসাধনের উপায়, ইহার

১ গীতা

দ্বারা সত্তা উত্তরণ করে সকল তীব্রতায় ও সকল পরিপূর্ণতায়এবং চরম আত্ম-প্রাপ্তির রভসে। কারণ যদিও পরম সত্তার স্বরূপই চেতনা এবং সেজন্য চেতনার দ্বারা অর্থাৎ ইহার সম্বন্ধে যে সম্যক্ জ্ঞান তাদাত্ম্যের মধ্যে পূর্ণ হয় তার দ্বারা আমরা ইহার সহিত এক হই, তবু চেতনার স্বরূপ হ'ল আনন্দ, আর আনন্দের শিখরের চাবিকাঠি ও রহস্য হ'ল প্রেম। এবং যদিও সংকল্প চিন্ময় সত্তার সেই সামর্থ্য যার দ্বারা ইহা নিজেকে সার্থক করে এবং সংকল্পের মধ্যে মিলনের দ্বারা আমরা পরম সত্তার সহিত এক হই ইহার বিশিষ্ট অনন্ত সামর্থ্যে, তবু সেই সামর্থ্যের সকল কর্মই শুরু হয় আনন্দ থেকে, আনন্দের মধ্যেই তাদের বাস এবং আনন্দই তাদের লক্ষ্য ও পরিণতি; আনন্দের সম্যক্ ব্যাপ্তি লাভের উপায় হ'ল সত্তার স্বরূপ এবং ইহার চেতনাব সামর্থ্য যা সব ব্যক্ত করে সেই সব কিছুতে সত্তার প্রেম। প্রেমই দিব্য আত্মানন্দের সামর্থ্য ও প্রচণ্ড আবেগ, আর প্রেম না থাকলে আমরা পেতে পারি ইহার আনন্ত্যের নিবিষ্ট শান্তি, আনন্দের তন্ময় নীরবতা কিন্তু পাই না ইহার ঐশ্বর্য্য ও পূর্ণতার একান্ত গভীরতা। বিভাজনের দুঃখ থেকে প্রেম আমাদের নিয়ে যায় পূর্ণ মিলনের আনন্দে কিন্তু মিলনসাধনের যে হর্ষ অন্তঃপুরুষের মহত্তম আবিষ্কার এবং যার জন্য বিশ্বজীবন এক দীর্ঘ প্রস্তুতি সেই হর্ষ আমরা হারাই না। সুতরাং প্রেমের দ্বারা ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ার অথ নিজেকে প্রস্তুত করা সম্ভবপর মহত্তম আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্য।

সার্থক প্রেম জ্ঞানকে বাদ দেয় না, বরং ইহা নিজেই জ্ঞান আনে; জ্ঞান যতই সম্পূর্ণ হয়, প্রেমের ভব্যার্থ ততই সমৃদ্ধ হয়। গীতাতে ভগবান বলেছেন, "ভক্তির দ্বারাই মানব আমাকে জানতে পারে আমার ব্যাপ্তিতে ও মহত্ত্বে এবং সত্তার তত্ত্বসমূহের মধ্যে আমি যেমন সেইভাবে, "তত্ত্বতঃ" এবং এইভাবে "তত্ত্বতঃ" আমাকে জেনে সে আমার মধ্যে প্রবেশ করে।" জ্ঞানবিহীন প্রেম অত্যুগ্র ও তীব্র, কিন্তু অন্ধ, অমার্জিত ও প্রায়শঃই এক বিপজ্জনক বিষয়, এক বিশাল সামর্থ্য, কিন্তু আবার এক অন্তরায়; যে প্রেমের জ্ঞান সীমিত সে তার ব্যগ্রতায় এবং প্রায়ই তার ব্যগ্রতার বশেই সংকীর্ণ হ'য়ে পড়ে; কিন্তু যে প্রেমে পূর্ণ জ্ঞান আসে তার ফল অনন্ত এবং একান্ত মিলন। দিব্যকর্মের সহিত এই প্রেমের অসঙ্গতি নেই, বরং ইহা নিজেই দিব্যকর্মে প্রবৃত্ত হয় হর্ষের সহিত; কারণ ইহা ভগবানকে ভালবাসে এবং তাঁর সমগ্র সত্তায় এবং সেহেতু সকল সত্তাসমূহের মধ্যে তাঁর সহিত এক, এবং সেজন্য জগতের জন্য কর্ম করার অর্থ ভগবানের প্রতি নিজের প্রেমকে অনুভব ও সার্থক

করা বহু বিচিত্রভাবে। ইহাই আমাদের সামর্থ্যগুলির ত্রিত্ব, ভগবানের মধ্যে সকল তিনটিরই মিলন, আর ইহাতেই আমরা উপনীত হই যখন আমরা যাত্রা শুরু করি ভক্তির পথ দিয়ে, প্রেমকে পথের দেবদূত ক'রে, আর এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে আমরা যেন সর্বপ্রেমাস্পদের সত্তার দিব্য আনন্দের রভসের মধ্যে পাই আমাদের সার্থকতা, ইহার নিশ্চিন্ত আবাস, ও আনন্দময় ধাম ও ইহার বিশ্ববিকিরণের কেন্দ্র।

সুতরাং যখন এই তিন সামর্থ্যের মিলনের মধ্যেই আমাদের সিদ্ধির ভিত্তি নিহিত, তখন ভগবানের মধ্যে অখণ্ড আত্ম-সার্থকতার সাধকের কর্তব্য হ'ল,—এই তিনটি পথের পথিকদের মধ্যে আমরা প্রায়শঃই যে ভ্রান্ত ধারণা ও পারস্পরিক অপবাদ প্রচার দেখি তা থেকে দূরে থাকা অথবা তার নিজের যদি আদৌ ঐ সব মনোভাব থাকে তা পরিহার করা। প্রায়ই দেখা যায় যে জ্ঞান-সম্প্রদায়ের সাধকরা তাদের অত্যুচ্চ শিখর থেকে ভক্তিমার্গকে ঘৃণা না করলেও হীন চক্ষে দেখে যেন ইহা এক নিকৃষ্ট, অজ্ঞানময় বিষয়, আর উচ্চসত্যের জন্য যারা এখনো যোগ্য নয় শুধু তাদেরই উপযোগী ইহা। একথা সত্য যে জ্ঞানবিহীন ভক্তি প্রায়ই এক অপক্ব, অমার্জিত, অন্ধ ও বিপজ্জনক বিষয়, আর একরকম সততই তার প্রমাণ পাওয়া যায় ধার্মিকদের প্রমাদ, অপরাধ ও নির্বুদ্ধিতা থেকে। কিন্তু ইহার কারণ এই যে তাদের ভক্তি তার নিজস্ব পথ, নিজের আসল তত্ত্ব পায়নি এবং সেজন্য ইহা বাস্তবিকই সঠিক পথের উপর আসেনি, বরং এই পথের জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে সব উপপথ দিয়ে সঠিক পথে আসা যায় ইহা তারই কোনো একটি পথে রয়েছে; আর এই পর্য্যায়ে ভক্তির মতো জ্ঞানও অপূর্ণ—দাম্ভিক, ভেদপন্থী, অসহিষ্ণু, কোনো একটি মাত্র আত্যন্তিক তত্ত্বের সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ আর সাধারণতঃ এই তত্ত্বটিও গৃহীত হ'য়েছে অতি অপূর্ণভাবে। যখন ভক্ত সেই সামর্থ্য আয়ত্ত করে যা তাকে উন্নত করবে, অর্থাৎ যখন সে বাস্তবিকই প্রেমের সন্ধান পায়, তখন শেষ পর্যন্ত প্রেম জ্ঞানের মতোই সকলভাবে তার শুদ্ধি ও প্রসারতা সাধনে সক্ষম হবে; এই দুই সামর্থ্য সমকক্ষ, তাদের লক্ষ্যও এক যদিও এই লক্ষ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাদের পদ্ধতি বিভিন্ন। দার্শনিক যে দম্ভের বশে ভক্তের তীব্র আবেগকে হীন চক্ষে দেখে সে দম্ভের কারণ, সকল দম্ভের কারণেরই মতো—তার প্রকৃতির কোনো বিশেষ এক উনতা; কারণ ধীশক্তি অতিমাত্রায় আত্যন্তিকভাবে উন্নত হ'লে হৃদয় যা দিতে পারে তা সে পায় না। ধীশক্তি যে সকল প্রকারেই হৃদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তা নয়; যদিও ইহা এমন কতকগুলি দুয়ার খুব শীঘ্র খোলে

যেগুলির কাছে হৃদয় স্বভাবতঃই অপটু ও অক্ষম, তবু ধীশক্তি নিজেরও এমন সব সত্য না পাবার সম্ভাবনা থাকে যেগুলি হৃদয়ের কাছে অতি নিকটবর্তী ও সুলভ। আর ভাবনার পথ গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে উপনীত হ'লে হয়ত ইহা সহজেই লাভ করে ব্যোমচুম্বী উচ্চতা, অত্যুচ্চ শিখর, আকাশতুল্য বিশালতা, কিন্তু ইহা হৃদয়ের সাহায্য বিনা দিব্য সত্তা ও দিব্য আনন্দের অতীব গম্ভীর ও সমৃদ্ধ গহ্বরগুলির ও তাদের মহাসামুদ্রিক গভীর প্রদেশের সন্ধান পেতে অক্ষম।

সাধারণতঃ যে মনে করা হয় ভক্তির পথ নিকৃষ্ট হ'তে বাধ্য তা প্রথমতঃ এই কারণে যে ইহার পাথেয় হ'ল পূজা যা আধ্যাত্মিক অনুভূতির সেই পর্যায়ের অন্তর্গত যেখানে মানবের অন্তঃপুরুষ ও ভগবানের মধ্যে ভেদ থাকে ও ঐক্য পর্য্যাপ্ত নয়; দ্বিতীয়তঃ ইহার মূল তত্ত্বই হ'ল প্রেম, আর প্রেমের অর্থ সর্বদাই দুই---প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ, এবং সেজন্য দ্বৈতভাব থাকে, যদিও একত্বই আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরাকাষ্ঠা; আর তৃতীয় কারণ এই যে ইহার সাধ্য এক পুরুষবিধ ভগবান অথচ নৈর্ব্যক্তিক একমাত্র সদ্‌বস্তু না হলেও ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য সত্য। কিন্তু ভক্তির পথে পূজা শুধু প্রথম পদক্ষেপ। যেখানে বাহ্য পূজা রূপান্তরিত হয় আন্তর আরাধনায়, সেখানে শুরু হয় প্রকৃত ভক্তি; ইহাই গভীর হ'য়ে পরিণত হয় ভাগবত প্রেমে; ঐ প্রেমের ফলে আসে ভগবানের সহিত আমাদের বিভিন্ন সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার হর্ষ; ঘনিষ্ঠতার হর্ষ পরিণত হয় মিলনের আনন্দে। জ্ঞানের মতো প্রেমও আমাদের নিয়ে যায় সর্বশ্রেষ্ঠ একত্বে এবং ঐ একত্বকে করে সম্ভবমতো সর্বাপেক্ষা গভীর ও প্রগাঢ়। এ কথা সত্য যে প্রেম একত্বের মধ্যে ভেদের উপরই সহর্ষে ফিরে আসে আর এই ভেদের দ্বারাই একত্বও আরো সমৃদ্ধ ও মধুর হয়। কিন্তু আমরা এখ"ন বলতে পারি যে মনন অপেক্ষা হৃদয় অধিকতর বিজ্ঞ, অন্ততঃ সেই মনন অপেক্ষা বিজ্ঞ যা ভগবান সম্বন্ধে সব পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবনা দেখে একটিতে একাগ্র হয় আর অন্য যেটি ইহার বিপরীত মনে হয় সেটি বাদ দেয় কিন্তু এই বিপরীতটি আসলে অন্যটির অনুপূরক ও ইহার শ্রেষ্ঠ সার্থকতাসাধনের উপায়। মনের দুর্বলতাই এই যে ইহা ভগবানের যে বিভাবগুলি দেখে সেগুলিকে ইহা নিজেই মননের দ্বারা, ইহার সদর্থক ও নঞর্থক ভাবনার দ্বারা সীমিত করে এবং একটিকে অপরের বিরুদ্ধ দাঁড় করাতে অত্যধিক আগ্রহী হয়।

মনন, বিচার অর্থাৎ যে দার্শনিকসুলভ বৃত্তির দ্বারা মানসিক জ্ঞান ভগবানের দিকে যায় তার ঝোঁক হ'ল মূর্ত অপেক্ষা অমূর্তকে, অন্তরঙ্গ ও সমীপস্থ

বিষয় অপেক্ষা উচ্চ ও দূরবর্ত্তী বিষয়কে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া। ইহার কাছে শুধু 'একম্'-এর স্বরূপের আনন্দে সত্য মহত্তর আর বহুর মধ্যে একম্-এর ও একম্-এর মধ্যে বহুর আনন্দে হয় সত্য হীনতর অথবা শুধু মিথ্যা, নৈর্ব্যক্তিক ও নির্গুণে সত্য মহত্তর, আর পুরুষবিধ ও সগুণে হয় সত্য হীনতর অথবা শুধু মিথ্যা বর্ত্তমান। কিন্তু ভগবান আমাদের ভাবনার বিরুদ্ধতার অতীত, তাঁর বিভাবের মধ্যে আমরা যে সব ন্যায়ের বিরোধ করি তিনি সে সবের অতীত। আমরা দেখেছি যে তিনি আত্যন্তিক ঐক্যের দ্বারা বদ্ধ ও সীমিত নন ; তাঁর একত্ব নিজেকে ফুটিয়ে তোলে অনন্ত বৈচিত্র্যে আর ঐ বৈচিত্র্যের হর্ষের সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ চাবিকাঠি হ'ল প্রেম, আর সেজন্য তাতে ঐক্যের হর্ষ নষ্ট হয় না। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ও জ্ঞানের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতি একত্বকে যেমন পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় তাঁর আত্ম-বিভোর আনন্দের মধ্যে, ইহাকে তেমনই পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় তাঁর নানাবিধ সম্বন্ধের মধ্যে। যদি মননের কাছে মনে হয় নৈর্ব্যক্তিক বিশালতর ও পরতর সত্য আর পুরুষবিধ সংকীর্ণতর অনুভূতি, তবু চিৎ-পুরুষ দেখে যে উভয়ই এক সদ্বস্তুর বিভিন্ন বিভাব আর এই সদ্বস্তুই নিজেকে রূপায়িত করেছেন উভয়ের মধ্যে, আর যদি সদ্বস্তু সম্বন্ধে এমন জ্ঞান থাকে যা মনন লাভ করে অনন্ত নৈর্ব্যক্তিকত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে, তাহ'লে সদ্বস্তু সম্বন্ধে আবার এমন জ্ঞানও আছে যা প্রেম লাভ করে অনন্ত ব্যক্তিসত্ত্বের প্রতি আগ্রহী হ'য়ে। প্রতিটি আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা হ'লে, তাদের পথে একই চরম সত্য লাভ হয়। যেমন গীতা আমাদের বলে,---যেমন জ্ঞানের দ্বারা তেমন ভক্তির দ্বারাও আমরা পুরুষোত্তমের সহিত, পরতমের সহিত ঐক্য লাভ করি ; পুরুষোত্তম নিজের মধ্যে ধারণ করেন নৈর্ব্যক্তিক ও অসংখ্য ব্যক্তিসত্ত্ব, নির্গুণ ও অনন্ত গুণ, শুদ্ধ সৎ, চেতনা, ও আনন্দ এবং ইহাদের বিভিন্ন সম্বন্ধের অসীম লীলা।

অপরপক্ষে, ভক্তের ঝোঁক হ'ল শুধু জ্ঞানের নীরস শুষ্কতাকে ঘৃণা করা। আর একথা সত্য যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির উল্লাসবিহীন দর্শন এমন কিছু যা যেমন স্বচ্ছ তেমন রুক্ষ এবং আমাদের সব তৃপ্তি দিতে অসমর্থ, আর ইহার যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি তখনো মননের অবলম্বন ত্যাগ করে মনের উজানে ওঠেনি, এমনকি তা-ও অত্যধিক মাত্রায় বাস করে আচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে আর ইহা যা পায় তা ভক্তের তীব্র আবেগের কাছে শূন্য মনে হ'লেও ইহা অবশ্য সে শূন্য নয় কিন্তু তাতে থাকে উচ্চ শিখরের সব ত্রুটি। অপর পক্ষে, জ্ঞানের

অভাবে প্রেম নিজেই সম্পূর্ণ নয়। গীতায় তিন প্রকার প্রাথমিক ভক্তির পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে---একরকম যা সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ধারের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হয়, অথাৎ আর্তের ভক্তি, আর এক রকম যা কামনা পূরণের জন্য ভগবানের কাছে যায় তার ইষ্টদাতা হিসাবে. অর্থাৎ অর্থার্থীর ভক্তি, আর একরকম ভক্তি যা ভগবানকে না জেনেও তাঁকে ভালবেসেছে আর এই অজানা ভগবানকে জানবার জন্য ব্যাকুল হয় অর্থাৎ জিজ্ঞাসুর ভক্তি; কিন্তু ইহা সেই ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে যা জানে। স্পষ্টতঃই, যে তীব্র ভালবাসার আবেগ বলে "আমি বুঝি না, শুধু ভালবাসি", আর ভালবেসে জানতে চায় না, সে আবেগ প্রেমের প্রথম আত্ম-প্রকাশ মাত্র, তার অন্তিম আত্ম-প্রকাশ নয়, তার সর্বাপেক্ষা তীব্রতাও নয়। বরং ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন বাড়তে থাকে, তেমন ভগবানে আনন্দ ও তাঁর প্রতি প্রেমও বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। জ্ঞানের ভিত্তি না থাকলে শুধু উল্লাস দৃঢ় হ'তে পারে না; যা আমরা ভালবাসি তার মধ্যে বাস করলেই এই দৃঢ়তা আসে, কিন্তু তার মধ্যে বাস করার অর্থ তার সহিত চেতনায় এক হওয়া, আর চেতনার একত্বই জ্ঞানের সর্বোত্তম অবস্থা। ভগবদ্-জ্ঞান ভগবদ্-প্রেমকে দেয় তার সর্বাপেক্ষা অটল দৃঢ়তা. তার কাছে উন্মুক্ত করে তার অনুভূতির বিশালতম হর্ষ, তাকে উত্তোলন করে তার দৃষ্টির সর্বোচ্চ শিখরসমূহে।

এই দুই সামর্থ্যের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি যদি একপ্রকার অজ্ঞানতা হয়, তাহলে ইহারা উভয়ে যে কর্মমার্গকে ঘৃণার চোখে দেখতে চায় এই ব'লে যে ইহা তাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আরো উন্নত শিখরের নিম্নে সে প্রবৃত্তিও কম অজ্ঞানতা নয়। জ্ঞানের একপ্রকার তীব্রতার মতো, প্রেমেরও এক প্রকার তীব্রতা আছে যার কাছে মনে হয় কর্ম এমন কিছু যা বহির্মুখী ও বিভ্রান্তিকর। কিন্তু কর্ম যে এরূপ বাহির্মুখী ও বিভ্রান্তিকর হয় তা কেবল ততদিন যতদিন আমরা পরতমের সহিত সংকল্প ও চেতনার একত্ব পাই না। একবার তা পাওয়া গেলে কর্ম হ'য়ে ওঠে জ্ঞানের আপন সামর্থ্য ও প্রেমের আপন প্রস্রবণ। যদি জ্ঞান হয় একত্বের আপন অবস্থা, আর প্রেম ইহার আনন্দ, তাহ'লে দিব্য কর্মসমূহও ইহার আলোক ও মাধুর্যের সজীব সামর্থ্য। মানবপ্রেমের অভীপ্সায় যেমন টান থাকে, তেমন প্রেমের টান হ'ল প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে জগৎ ও অন্য সকল থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন করা যখন তারা হৃদয়ের রুদ্ধ বিবাহকুঞ্জে তাদের আত্যন্তিক একত্ব উপভোগ করে। হয়ত ইহা এই পথের এক অনিবার্য টান। কিন্তু তবু যে বিশালতম প্রেম জ্ঞানে সার্থক হয়, তার কাছে জগৎ এই হর্ষ থেকে

ভিন্ন ও ইহার প্রতিকূল কিছু নয়, বরং সে ইহাকে দেখে পরম প্রেমাস্পদের সত্তা ব'লে, সৃষ্টির সকল বিষয়কে দেখে তারই সত্তা ব'লে, আর এই দর্শনে দিব্যকর্মসমূহ লাভ করে তাদের হর্ষ ও তাদের সার্থকতা।

ইহাই সেই জ্ঞান যার মধ্যে পূর্ণযোগের বাস করা চাই। ভগবানের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে মনের বিভিন্ন শক্তি থেকে অর্থাৎ ধীশক্তি, সংকল্প, হৃদয় থেকে, আর মনের মধ্যে সকল কিছুই সীমিত। যাত্রার প্রারম্ভে ও যাত্রাপথে দীর্ঘ দিন ধ'রে সংকীর্ণতা ও আত্যন্তিকতা না থেকে পারে না। কিন্তু আরো বেশী আত্যন্তিক সাধনপন্থার চেয়ে পূর্ণযোগ এই সবকে ব্যবহার ক'রবে আরো শিথিলভাবে; আর অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়িই ইহা বার হ'য়ে আসবে মানসিক রীতির বন্ধন থেকে। জ্ঞানমার্গ বা কর্মমার্গ থেকে যেমন পূর্ণযোগ শুরু হ'তে পারে, তেমন ইহার শুরু হ'তে পারে ভক্তিমার্গ থেকেও। কিন্তু যেখানে তারা মিলিত হয় সেখানেই ইহার সার্থকতার আনন্দের শুরু। প্রেম থেকে ইহা শুরু না করলেও, ইহার প্রেমলাভ অবশ্যম্ভাবী; কারণ প্রেমই কর্মের কিরীট ও জ্ঞানের প্রস্ফুটন।

২ অধ্যায়

ভক্তির বিভিন্ন প্রেরণা

সকল ধর্মই আরম্ভ হয় এমন এক শক্তি বা অস্তিত্বের প্রতীতি নিয়ে যা আমাদের বিভিন্ন সীমিত ও মর্ত্য আত্মা অপেক্ষা মহত্তর ও পরতর, আর থাকে ঐ শক্তির উদ্দেশে পূজার ভাবনা ও ক্রিয়া আর ইহার সংকল্প, ইহার বিভিন্ন বিধান বা দাবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার। কিন্তু এই যে শক্তিকে ধারণা, পূজা ও মান্য করা হয় তার ও পূজকের মধ্যে ধর্ম তার প্রাথমিক অবস্থায় এক অমেয় ব্যবধান স্থাপন করে। যোগের পরাকাষ্ঠায় এই ব্যবধান লুপ্ত হয়; কারণ যোগ হ'ল মিলন। আমরা এই মিলনে আসি জ্ঞানের মাধ্যমে; কারণ ঐ শক্তি সম্বন্ধে আমাদের সব প্রাথমিক অস্পষ্ট ধারণা যেমন স্বচ্ছ, বৃহৎ ও গভীর হয়ে ওঠে, তেমন আমরা ক্রমে বুঝতে পারি যে ইহা আমাদের নিজেদেরই পরতম আত্মা, আমাদের সত্তার প্রভব ও পোষক এবং ইহার দিকেই আমাদের প্রবণতা। কর্মের মাধ্যমেও আমরা মিলনে উপনীত হই কারণ প্রথমে শুধু আনুগত্য থাকলেও আমরা ক্রমে ইহার সংকল্পের সহিত আমাদের সংকল্পকে অভিন্ন করি, কারণ যে অনুপাতে আমাদের সংকল্প ইহার উৎস ও আদর্শ এই শক্তির সহিত এক হয়, সেই অনুপাতে আমাদের শক্তির সুষ্ঠু ও দিব্য হওয়া সম্ভব। আবার পূজার দ্বারাও আমরা ইহার সহিত মিলনে আসি; কারণ এক দূরবর্তী পূজার ভাবনা ও ক্রিয়া ক্রমে উন্নত হ'য়ে পরিণত হয় নিবিড় আরাধনার প্রয়োজনীয়তায় এবং ইহা আবার পরিণত হয় প্রেমের ঘনিষ্ঠতায়, আর প্রেমের পূর্ণতা হ'ল প্রেমাস্পদের সহিত মিলন। পূজার এই বিকাশ থেকেই ভক্তিযোগের আরম্ভ, আর প্রেমাস্পদের সহিত এই মিলনের দ্বারাই ইহা পায় তার সর্বোচ্চ শিখর ও পূর্ণতা।

আমাদের অবর মানবপ্রকৃতির সাধারণ প্রেরণাগুলিকে অবলম্বন করেই আমাদের সত্তার সকল সহজ সংস্কার ও ক্রিয়া শুরু হয়---প্রথমে থাকে মিশ্রিত ও অহমাত্মক বিভিন্ন প্রেরণা, কিন্তু পরে ইহারা শুদ্ধ ও উন্নত হয়, আমাদের বিভিন্ন ক্রিয়া তাদের সাথে যে সব ফল আনে সে সব ছাড়াই প্রেরণাগুলি হ'য়ে ওঠে আমাদের পরা প্রকৃতির এক প্রখর ও বিশেষ প্রয়োজন; সর্বশেষে তারা উন্নত হয়ে পরিণত হয় আমাদের সত্তার এক প্রকার সুস্পষ্ট অবশ্য কর্তব্যে

আর এই কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা উপনীত হই আমাদের অন্তঃস্থ সেই পরম স্বপ্রতিষ্ঠ বিষয়ে যা সকল সময়ই ইহার দিকে আমাদের আকর্ষণ করছিল; প্রথমে ইহা আকর্ষণ করছিল আমাদের অহমাত্মক প্রকৃতির বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে, তারপর এমন কিছুর দ্বারা যা আরো বেশী উচ্চ, বিশাল ও বিশ্বজনীন যতক্ষণ না আমরা সমর্থ হই ইহার আপন সাক্ষাৎ আকর্ষণ অনুভব করতে আর এই আকর্ষণই সর্বাপেক্ষা প্রবল ও অলংঘনীয়। সাধারণ ধর্মীয় পূজার যে রূপান্তর হয় শুদ্ধা ভক্তির যোগে তাতে আমরা এই দেখি যে সাধারণ প্রচলিত ধর্মের সহেতুক ও স্বার্থদুষ্ট পূজা পরিণত হয় অহৈতুক ও স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেমের তত্ত্বে। বস্তুতঃ এই শেষটিই প্রকৃত ভক্তির নিকষ আর ইহা থেকেই বোঝা যায় যে আমরা বাস্তবিকই প্রধান পথে আছি, না এই পথে নিয়ে যায় শুধু এমন এক উপপথের উপর আছি। আমাদের কর্তব্য হ'ল আমাদের দুর্বলতার বিভিন্ন আশ্রয়, অহং-এর বিভিন্ন প্রেরণা, আমাদের অবব প্রকৃতির বিভিন্ন প্রলোভন পরিহার করা, তবেই যদি আমরা পরে যোগ্য হ'তে পারি দিব্য মিলনের জন্য।

মানব প্রথমে অনুভব করে যে এক বা হয়ত অনেকগুলি শক্তি আছে যা তার চেয়ে মহত্তর ও উচ্চতর এবং যার দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে তার জীবন আচ্ছন্ন, প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়; আর সেজন্য সে স্বভাবতঃই ইহা বা ইহাদের প্রতি প্রয়োগ করে ঐ জীবনের নানাবিধ বাধাবিঘ্ন, কামনা ও বিপদের মাঝে প্রাকৃত সত্তার প্রাথমিক অমার্জিত ভাবগুলি--অর্থাৎ ভয় ও স্বার্থ। ধর্মীয় সংস্কারের বিকাশে এই সব প্রবর্তক ভাবগুলির যে বিশাল অবদান আছে তা অনস্বীকার্য, আর বস্তুতঃ মানবের বর্তমান প্রকৃতিতে, ইহা অপেক্ষা কম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; আর এমন কি যখন ধর্ম তার পথে অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছে তখনও আমরা দেখি যে এই সব প্রবর্তক ভাব বর্তমান ও সক্রিয়, তাদের অবদান যথেষ্ট বৃহৎ, আর ধম নিজেই মানুষের উপর তার দাবীর সমর্থনে ইহাদের ন্যায্য বলে ও সাহায্য নেয়। বলা হয় যে ভগবানের ভয়--অথবা ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে বলা যেতে পারে যে বহু ভগবানের ভয়--ধর্মের গোড়ার কথা, কিন্তু ইহা অর্ধসত্য, যদিও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ধর্মের বিকাশের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টায় ইহারই উপর অযথা জোর দিয়েছে, কারণ এই অনুসন্ধান সহানুভূতিসূচক ভাবের বদলে বরং সাধারণতঃ করা হয় ছিদ্রান্বেষী এবং প্রায়শঃই প্রতিকূলভাবে। কিন্তু শুধু ভগবানের ভয়ই গোড়ার কথা নয়, কারণ মানুষ এমনকি অত্যন্ত অসভ্য অবস্থাতেও শুধু ভয়ে কাজ করে না, তার

কাজের প্রেরণা দুটি--ভয় ও কামনা, অপ্রিয় ও অহিতকারী বিষয়ের ভয় এবং প্রিয় ও হিতকর বিষয়ের কামনা; সুতরাং তার কাজের প্রেরণা,--ভয় ও স্বার্থ। যতদিন না সে তার অন্তঃপুরুষের মধ্যে বেশী ক'রে এবং বাহ্য-বিষয়সমূহের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শুধু গৌণভাবে বাস করতে শেখে--ততদিন তার কাছে জীবন মুখ্যতঃ--আর ইহাতেই সে মগ্ন থাকে--বিভিন্ন ক্রিয়া ও ফলের পরম্পরা, এমন সব বিষয় যেগুলি কাম্য, অন্বেষণের এবং ক্রিয়ার দ্বারা লাভ কবার যোগ্য, এবং এমন সব বিষয় যেগুলি ভয়প্রদ ও পরিহার করা কর্তব্য, অথচ যেগুলি ক্রিয়ার ফলে তার উপর এসে পড়তে পারে। আর শুধু যে তারই ক্রিয়ার দ্বারা এই সব বিষয় তার কাছে আসে তা নয়, অপর সকলের ক্রিয়া এবং তার চারিদিকে অবস্থিত প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারাও এই সব তার কাছে আসে। অতএব যখনই তার এই বোধ জাগে যে এই সবের পশ্চাতে এমন এক শক্তি আছে যা ক্রিয়া ও ফলের উপর প্রভাব বিস্তারে ও সে সব নির্ধারণে সক্ষম, তখনই তার ধারণা হয় যে ইহা প্রসাদ ও সন্তাপদাতা এবং তার উপকার বা ক্ষতি, উদ্ধার ও ধ্বংস সাধনে সক্ষম এবং কোনো কোনো অবস্থাতে তা করতেও ইহা ইচ্ছুক।

তার সত্তার অতীব অমার্জিত অংশগুলিতে, ইহার সম্বন্ধে তার যে ধারণা হয় তা এই যে ভগবান তার নিজেরই মতো বিভিন্ন প্রাকৃত অহমাত্মক সংবেগের বিষয়, সন্তুষ্ট হ'লে উপকার করে, আর রুষ্ট হ'লে অপকার করে; তখন উপহারের দ্বারা তার প্রীতিসাধন ও প্রাথনার দ্বারা তাকে অনুনয় বিনয় করার উপায় হ'ল পূজা। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে ও তাঁকে তোষামোদ ক'রে তাঁকে তার পক্ষে পায়। মানসিকতা আরো উন্নত হ'লে তার ধারণা হয় যে জীবনের ক্রিয়ার মূলে আছে দিব্য ন্যায়পরায়ণতার এক ধ্রুব নীতি আর ইহার ব্যাখ্যা সে সর্বদাই দেয় নিজের ভাবনা ও চরিত্র অনুযায়ী, ইহা যেন তার মানুষী ন্যায়পরায়ণতার এক প্রকার বৃহত্তর প্রতিরূপ; সে নৈতিক শুভ ও অশুভের ভাবনা কল্পনা ক'রে মনে করে যে কষ্টভোগ ও বিপত্তি ও সকল অপ্রিয় বিষয় তার সব পাপের শাস্তি আর সুখ ও সৌভাগ্য ও সকল প্রিয় বিষয় তার পুণ্যের পারিতোষিক। তার কাছে ভগবান যেন এক রাজা, বিচারক, আইনপ্রণেতা, ন্যায়কর্তা। কিন্তু তবু সে তাকে একপ্রকার বড় দরের মানুষ মনে ক'রে ভাবে যে যেমন তার নিজের ন্যায় বিচারকে প্রার্থনা ও অনুনয়ের দ্বারা অন্যরূপ করা সম্ভব, তেমন ভগবানের ন্যায়বিচারকেও ঐ একই উপায়ে ভিন্নরূপ করা সম্ভব। তার কাছে ন্যায় বিচারের অর্থ পুরস্কার ও শাস্তি আর

প্রার্থীর প্রতি দয়াবশে শাস্তির বিচারকে লঘু, আবার বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণার দ্বারা পুরস্কারের মাত্রা বৃদ্ধি করা সম্ভব; আর দিব্যসামর্থ্য তুষ্ট হ'লে তার ভক্ত ও অনুরাগীদের উপর সর্বদাই ঐরূপ বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করতে পারে। তাছাড়া, আমাদের মতো ভগবানও ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় সমর্থ, আর ক্রোধ ও প্রতিহিংসাকে নিবৃত্ত করা যায় উপহার ও প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা; ভগবান পক্ষপাতিত্বেও সমর্থ আর তাঁর পক্ষপাতিত্ব পাওয়া যায় উপহার ও প্রার্থনা ও স্তুতির দ্বারা। সুতরাং একমাত্র নৈতিক বিধানের উপর নির্ভর না ক'রে প্রার্থনা ও তুষ্টিসাধন হিসাবে পূজার ব্যবহার এখনো বর্তমান।

এইসব প্রেরণার সাথে, ব্যক্তিগত অনুভবের এক বিকাশ হয়; প্রথম অনুভব আসে সম্ভ্রমমিশ্রিত ভয়ের যা স্বভাবতঃই বোধ করা হয় এমন কোনো বিশাল, শক্তিশালী ও অপরিমেয় বিষয়ের প্রতি যা আমাদের প্রকৃতির অতীত, কারণ ইহার ক্রিয়ার উৎস ও বিস্তার একপ্রকার অজ্ঞেয়; আর একটি হ'ল, যে বিষয় প্রকৃতিতে বা পূর্ণতায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আরাধনার অনুভব। কেননা, মানবপ্রকৃতির গুণসম্পন্ন এক ভগবানের ভাবনা প্রধানতঃ বজায় রেখেও, তবু তার সাথে সাথে, ইহার সহিত মিশ্রিত হ'য়ে অথবা ইহার বৃদ্ধি হিসাবে বিকশিত হয় আমাদের প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সর্বদর্শিতার, সবশক্তিমত্তার ও রহস্যময় পরিপূর্ণতার ধারণা। প্রচলিত ধর্মের দশভাগের নয় ভাগই এই সব প্রেরণার এক বিশৃঙ্খল মিশ্রণ যাতে প্রেরণাগুলি নানাভাবে বিকশিত হ'য়েছে এবং প্রায়শঃই লঘু, সূক্ষ্ম বা রঙীন করা হ'য়েছে; আর অপর দশমাংশ হ'ল মহত্তর আধ্যাত্মিক পুরুষগণ মানবজাতির অপেক্ষাকৃত আদিম ধর্মীয় ভাবনার মধ্যে ভগবান সম্বন্ধে যে সব আরো উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও গভীর ভাবনা আনতে সক্ষম হ'য়েছেন বাকী অংশের মধ্যে সে সবের অনু-প্রবেশের দ্বারা ইহার পরিপ্লাবন। ইহার ফল সাধারণতঃ বেশ অমার্জিত এবং সন্দেহবাদ ও অবিশ্বাসের শরাঘাতের সহজ লক্ষ্য--তবে মানবমনের এই সব শক্তি বিশ্বাস ও ধর্মেরও উপকারে আসে কারণ তারা ধর্মকে বাধ্য করে তার বিভিন্ন ভাবনায় যা অমার্জিত বা মিথ্যা আছে তাকে ক্রমশঃ শুদ্ধ করতে। কিন্তু আমাদের যা দেখা দরকার তা হ'ল পূজার ধর্মীয় সহজ সংস্কারকে শুদ্ধ ও উন্নত করার কাজে এই সব পূর্বতন প্রেরণাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টির বজায় থাকার এবং যে ভক্তিযোগ নিজেই পূজা থেকে আরম্ভ করে তার অন্তর্গত হওয়ার প্রয়োজন কি পরিমাণ। ভাগবত সত্তার ও মানব অন্তঃপুরুষের সহিত ইহার

বিভিন্ন সম্পর্কের কোনো সত্যের কতদূর অনুরূপ ইহারা—তারই উপর উহা নির্ভর করে ; কারণ ভক্তির দ্বারা আমরা পেতে চাই ভগবানের সহিত মিলন, চাই তাঁর সহিত, তাঁর সত্যের সহিত সঠিক সম্পর্ক,—আমাদের অবর প্রকৃতির এবং ইহার বিভিন্ন অহমাত্মক সংবেগ ও অজ্ঞানময় ধারণার কোনো মরীচিকার সহিত নয়।

যে যুক্তিতে সন্দেহাকুল অবিশ্বাস ধর্মকে আক্রমণ করে তা এই যে বস্তুতঃ এই বিশ্বে এমন কোনো চিন্ময় সামর্থ্য বা পুরুষ নেই যা আমাদের অপেক্ষা মহত্তর ও পরতর অথবা আমাদের অস্তিত্বের উপর যার কোনো প্রকার প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ আছে, কিন্তু যোগ এই যুক্তি স্বীকার করতে অক্ষম, কারণ ইহা সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিরোধী এবং যোগ নিজেই অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। দর্শন বা প্রচলিত ধর্মের মতো যোগ কোনো তথ্য বা গোঁড়ামতের বিষয় নয়, ইহা অনুভূতির বিষয়। ইহার অনুভূতি এই যে এক চিন্ময় বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত পুরুষ আছেন যাঁর সহিত আমাদের মিলন সাধন হয় যোগের দ্বারা আর অলখের সহিত মিলনের এই সচেতন অনুভূতি সর্বদাই পুনঃপুনঃ পাওয়া যায় এবং ইহার সত্যতা সর্বদাই প্রমাণ করা যায় ; আবার ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে এবং যে সব দৃশ্যমান দেহের অদৃশ্য মনের সহিত আমাদের দৈনিক কারবার তাদের সম্বন্ধে আমাদের সচেতন অনুভূতি যেমন যথার্থ, তেমনই যথার্থ ঐ চিন্ময় পুরুষ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন অনুভূতি। সচেতন মিলনের দ্বারাই যোগ অগ্রসর হয়, সচেতন সত্তা ইহার যন্ত্র, আর নিশ্চেতনের সহিত কোনো সচেতন মিলন সম্ভব নয়। একথা সত্য যে ইহা মানবচেতনা ছাড়িয়ে যায়, এবং সমাধির মধ্যে অতিচেতন হয়, কিন্তু ইহা আমাদের সচেতন সত্তার বিলোপ নয়, ইহা শুধু তার স্বোত্তরণ, ইহার বর্তমান স্তর ও সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে উজানে যাওয়া।

এ পর্যন্ত সকল যৌগিক অনুভূতি একমত। কিন্তু ধর্ম ও ভক্তিযোগ আরো অগ্রসর হয় ; তারা বলে এই পুরুষের এক ব্যক্তিসত্ত্ব ও মানুষের সাথে তার মানুষী সম্বন্ধ আছে। দুয়েতেই মানুষ ভগবানের দিকে যায় যেমন সে অন্য মানুষের দিকে যায় তার মানবসুলভ ভাব নিয়ে, মানুষী সব ভাবাবেগ নিয়ে, তবে আরো তীব্র ও উন্নত অনুভবের সহিত ; আর শুধু তাই নয়, ভগবানও অনুরূপ ভাবে এই সব ভাবাবেগে সাড়া দেন। আসল প্রশ্ন হ'ল—এইরূপ সাড়া সম্ভবপর কিনা ; কারণ যদি ভগবান নৈর্ব্যক্তিক, অলক্ষণ ও সম্বন্ধ-রহিত হন, তাহ'লে এরূপ কোনো সাড়া সম্ভবপর নয় আর ইহার কাছে মানুষের

ভাবে যাওয়া অর্থহীন; বরং আমাদের কর্তব্য হবে যে সব বিষয়ে আমরা মানুষ বা যে কোনো রকমের প্রাণী সে সব বিষয়ে নিজেদের মনুষ্যত্বরহিত, ব্যক্তিত্বরহিত, লুপ্ত করা; ইহার কাছে যাবার আর কোনো সর্ত্ত নেই, আর কোনো উপায় নেই। আমাদের সহিত বা বিশ্বের মধ্যে কোনো কিছুর সহিত যে নৈর্ব্যক্তিকত্বের কোনো সম্বন্ধ নেই এবং আমাদের মনের গ্রাহ্য কোনো লক্ষণ যার নেই তার জন্য প্রেম, ভয়, প্রার্থনা, স্তুতি, পূজা স্পষ্টতঃই এক অযৌক্তিক মূর্খামি। এই বিবেচনায় ধর্ম ও ভক্তির কথা ওঠেই না। অদ্বৈতবাদীর এই যে রিক্ত ও নিষ্ফল দর্শন তার জন্য সে ধর্মের এক ভিত্তি পাবার জন্য ভগবান ও বিভিন্ন দেবতার ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে তার মনকে মায়ার ভাষায় মোহাচ্ছন্ন রাখতে বাধ্য হয়। জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ও সমাদর হ'ল কেবল তখনই যখন বুদ্ধ অধিষ্ঠিত হলেন পূজার যোগ্য পরম দবতার স্থানে।

যদি পরতম আমাদেব সহিত শুধু নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হয় তাহ'লে ধর্মের যে মানবীয় সজীবতা তা আর থাকে না, আর ভক্তিমার্গের কোনো কাযকারিতা থাকে না অথবা এমনকি ইহা আদৌ সম্ভবপর হয় না। অবশ্য আমরা ইহার প্রতি আমাদের মানবীয় সব ভাবাবেগ প্রয়োগ করতে পারি, কিন্তু তা হ'বে অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত ভাবে, মানবীয় সাড়া পাবার আশা না ক'রে; একমাত্র যে ভাবে ইহা আমাদের কোনো উত্তর দিতে সক্ষম তা হ'ল আমাদের ভাবাবেগগুলি স্তব্ধ ক'রে ও আমাদের উপর ইহার নিজের নৈর্ব্যক্তিক শান্তি ও অপরিবর্তনীয় সমত্ব নিক্ষেপ ক'রে; আর বস্তুতঃ যখন আমরা পরম দেবতার শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকত্বের দিকে অগ্রসর হই তখন ইহাই ঘটে। আমরা ইহাকে এক পরম বিধান হিসাবে মান্য করতে পারি, ইহার শান্ত সত্তার প্রতি আস্পহায় আমাদের অন্তঃপুরুষকে ইহাতে তুলতে পারি, ইহার মধ্যে উপচিত হ'তেও পারি আমাদের ভাবপ্রধান প্রকৃতি পরিহার ক'রে; আমাদের মধ্যকার মানুষী সত্তার তাতে তৃপ্তি আসে না, কিন্তু ইহা অক্ষুব্ধ, স্থির ও স্তব্ধ হয়। কিন্তু ভক্তিযোগ চায়, আর এই বিষয় ইহা ধর্মের সহিত এক মত, যে এই নৈর্ব্যক্তিক আস্পৃহা অপেক্ষা আরো নিবিড় ও প্রীতিপূর্ণ পূজার প্রয়োজন। ইহার লক্ষ্য আমাদের সত্তার নৈর্ব্যক্তিক অংশের সহিত মানবীয় অংশেরও দিব্য সার্থকতা; ইহার লক্ষ্য মানবের ভাবপ্রধান সত্তার দিব্য পরিতৃপ্তি। পরতমের কাছে ইহার দাবী হ'ল—আমাদের প্রেম গ্রহণ কর ও তুমি সাড়া দাও তোমার প্রেম দিয়ে; যেমন আমরা তাঁতে আনন্দ পাই ও তাঁকে খুঁজি, ইহা বিশ্বাস করে যে

তিনিও তেমন আমাদের বিষয়ে আনন্দ পান ও আমাদের খোঁজেন। আর এই দাবীকে যুক্তিহীন ব'লে নিন্দা করা যায় না, কারণ যদি পরম ও বিশ্বাত্মক পুরুষ আমাদের বিষয়ে কোনো আনন্দ না পেতেন তাহ'লে এই যে আমরা জন্মেছি ও বেঁচে আছি তা কিরূপে সম্ভব তা বোঝা দুষ্কর হয়, আর যদি তিনি তাঁর দিকে আমাদের না টানতেন--আর ইহাই আমাদের জন্য ভগবানের অন্বেষণ--তা হ'লে কেন যে আমরা তাঁকে পাবার জন্য আমাদের সাধারণ জীবনের গণ্ডীর বাহিরে আসি তার কোনো কারণ প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় না।

সুতরাং ভক্তিযোগ আদৌ সম্ভব হ'তে হ'লে আমাদের প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে পরম সন্মাত্র এক আচ্ছিন্ন প্রত্যয় নয় বা অস্তিত্বের এক অবস্থা নয়, ইহা এক চিন্ময় পুরুষ; দ্বিতীয়তঃ, তিনি বিশ্বের মধ্যে আমাদের দেখা দেন এবং কোনো এক প্রকারে তিনি ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, আবার ইহার উৎসও তা না হ'লে তাঁর দেখা পাবার জন্য আমাদের যেতে হ'ত বিশ্বজীবনের বাহিরে; তৃতীয়তঃ, আমাদের সহিত তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ এবং সেজন্য তাঁর ব্যক্তিরূপ ধারণে অসমর্থ হওয়া কোনোমতেই চলে না; আর সর্বশেষ, যখন আমরা তাঁর দিকে যাই আমাদের সব মানুষী ভাবাবেগ নিয়ে, আমরা সেই ভাবেই সাড়া পাই। ইহার এই অর্থ নয় যে ভগবানের স্বভাব ঠিক মানবের স্বভাবেরই মতো, যদিও আরো বেশী মাত্রায় অথবা ইহাও নয় যে তাঁর স্বভাব কতকগুলি দোষমুক্ত মানবের স্বভাব আর ভগবান এক বড়দরের মানব আর না হয় এক আদর্শ মানব। আমাদের সাধারণ চেতনায় আমরা যেমন এক সীমিত অহং, ভগবান যে তেমন গুণের দ্বারা সীমিত কোনো অহং তা নয় আর তিনি তা হ'তে পারেন না। কিন্তু অপর পক্ষে, ইহা নিশ্চয় যে ভগবান থেকেই আমাদের মানব চেতনার উৎপত্তি ও প্রকাশ হ'য়েছে, যদিও আমাদের মধ্যে ইহা যে সব রূপ নিয়েছে সেগুলি দিব্য চেতনা থেকে অন্যবিধ হ'তে পারে, আর হ'তে বাধ্য কারণ আমরা অহং-এর দ্বারা সীমিত, এবং তাঁর মতো বিশ্বজনীন নই, আমাদের প্রকৃতির উপরিস্থ নই, আমাদের গুণ ও তাদের ক্রিয়ার চেয়ে মহত্তর নই, তবু আমাদের সব মানুষী ভাবাবেগ ও সংবেগের পিছনে তাঁর এক সত্য থাকতে বাধ্য আর আমাদের সব ভাবাবেগ ও সংবেগ ইহার সীমিত এবং সেজন্য প্রায়ই বিকৃত অথবা এমনকি নিকৃষ্ট রূপ। আমাদের ভাবময় সত্তার মাধ্যমে তাঁর দিকে অগ্রসর হ'য়ে আমরা ঐ সত্যের দিকেই অগ্রসর হই আর ইহা আমাদের কাছে নেমে আসে আমাদের সব

ভাবাবেগের সহিত মিলিত হ'য়ে সে সবকে নিজের দিকে তোলবার জন্য; ইহারই মাধ্যমে আমাদের ভাবময় সত্তা যুক্ত হয় তাঁর সহিত।

দ্বিতীয়তঃ, এই পরতম পুরুষ আবার বিরাট পুরুষও, আর বিশ্বের সহিত আমাদের বিভিন্ন সম্বন্ধগুলি বিভিন্ন উপায় যার সাহায্যে আমরা তাঁর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে যোগ্য হই। যে সব ভাবাবেগ দিয়ে আমরা আমাদের উপর বিশ্ব অস্তিত্বের ক্রিয়ার সম্মুখীন হই, বস্তুতঃ সে সবই চলে তাঁর দিকে, তবে প্রথমে তা হয় অজ্ঞানতার মধ্যে, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে সে সবকে তাঁর দিকে সজ্ঞানে চালনা ক'রেই আমরা তাঁর সহিত আরো অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করি এবং যেমন আমরা ঐক্যের আরো নিকটবর্তী হই, সে সবের মধ্যে যা কিছু মিথ্যা ও অজ্ঞানময় তা খসে পড়ে। উন্নতির যে অবস্থায় আমরা আছি সেই অবস্থানুযায়ী তিনি সে সবেই সাড়া দেন; আমাদের অপূর্ণ অগ্রসরে যদি আমরা কোনো সাড়া বা সাহায্য না পেতাম, তাহ'লে আরো সুষ্ঠু সম্বন্ধগুলি কখনই প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারত না। মানুষরা তাঁর দিকে যে ভাবে এগিয়ে যায়, তিনি তেমন ভাবেই তাদের গ্রহণ করেন এবং দিব্য প্রেম দিয়ে তাদের ভক্তিতে সাড়াও দেন, "তথৈব ভজতে"। সত্তার যে রূপ, যে সব গুণ তারা তাঁর উপর আরোপ করে, সেই রূপ ও সেইসব গুণেরই মাধ্যমে তিনি তাদের বিকাশ সাধনে সাহায্য করেন, তাদের অগ্রগতিতে উৎসাহ দেন অথবা তা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাদের পথ দিয়েই, তা সে পথ সরল বা কুটিল হ'ক, তিনি তাদের টেনে নেন তাঁর দিকে। তাঁর সম্বন্ধে তারা যা দেখে তা-ও এক সত্য কিন্তু এমন সত্য যা তাদের কাছে প্রতিভাত হয় তাদের আপন সত্তা ও চেতনার সংজ্ঞায়, আংশিকভাবে, বিকৃত হ'য়ে, তাদের নিজস্ব পরতর সদ্‌বস্তুর সংজ্ঞায় নয়, যখন আমরা সম্পূর্ণ দেবত্বকে জানতে পারি তখন তিনি যে বিভাব গ্রহণ করেন সে বিভাবে নয়। ধর্মের অপেক্ষাকৃত অমার্জিত বা আদিম উপাদানের সমর্থনে যুক্তি ইহাই আবার ইহাই তাদের স্বল্পস্থায়িত্বের ও লুপ্ত হওয়ার দণ্ডাজ্ঞারও সঙ্গত কারণ। ইহাদের সমর্থন করা যায় এই কারণে যে তাদের পশ্চাতে ভগবানের এক সত্য আছে আর বিকাশমান মানবচেতনার ঐ অবস্থায় ঐ সত্যের দিকে শুধু ঐ ভাবেই যাওয়া এবং আরো অগ্রসর হওয়া সম্ভব; তারা দণ্ডাদিষ্ট এই কারণে যে ভগবানের সহিত এই সব অমার্জিত ধারণায় ও সম্বন্ধে সর্বদাই বজায় থাকার অর্থ হ'ল সেই নিবিড়তর মিলন থেকে বঞ্চিত থাকা যার দিকে এই সব অমার্জিত উপক্রম কতকগুলি প্রাথমিক পদক্ষেপ, তা তারা যতই কমদৃঢ় হ'ক।

আমরা বলেছি যে সমগ্র জীবনই প্রকৃতির যোগ; এখানে এই জড় জগতে জীবনের অর্থ হ'ল প্রকৃতির প্রাথমিক নিশ্চেতনা থেকে বহির্যাত্রা আর তার নিশানা হ'ল যে চিন্ময় ভগবান থেকে তার উৎপত্তি তাঁর সহিত পুনর্মিলিত হওয়া। ধর্মে মানবমন যা প্রকৃতির সংসিদ্ধ যন্ত্র, মানবের মাঝে তার এই নিশানার কথা অবগত হয়, তার আস্পৃহায় সাড়া দেয়। এমন কি সাধারণ প্রচলিত ধর্মও একপ্রকার অজ্ঞানময় ভক্তিযোগ। কিন্তু আমরা যাকে বিশেষ ক'রে যোগ বলি ইহা তা হয় না যতক্ষণ না প্রেরণা কিছু মাত্রায় অতীন্দ্রিয়ভাবে স্বচ্ছ হয়, যতক্ষণ না ইহা দেখে যে মিলনই ইহার উদ্দেশ্য এবং প্রেম মিলনের তত্ত্ব এবং সেজন্য যতক্ষণ না ইহা সচেষ্ট হয় প্রেম উপলব্ধি করতে এবং ইহার পার্থক্যসূচক লক্ষণ বিসর্জন দিতে প্রেমের মধ্যে। যখন ঐ কাজ নিষ্পন্ন হয়, তখন বুঝতে হবে যে যোগ লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে নিঃসংশয়ে এবং তার ফল-প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত। এইভাবে ভক্তির সব প্রেরণাকে প্রথম যেতে হবে ভগবানের দিকে নিবিষ্ট ও প্রবলভাবে এবং তারপর যাতে ইহাদের অতীব স্থূল উপাদানগুলি দূর হয় সেজন্য ইহাদের কর্তব্য নিজেদের রূপান্তরিত করা এবং সর্বশেষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুদ্ধ ও ষোড়শকল প্রেমে। প্রেমের পূর্ণ মিলনের সহিত যা সবের অবস্থান সম্ভব নয়, শেষ পর্যন্ত তাদের সকলেরই বিদায় নিশ্চিত, থাকতে পারে শুধু সেইগুলি যেগুলি নিজেদের রূপায়িত করতে পারে দিব্য প্রেমের প্রকাশে ও দিব্য প্রেমাস্বাদনের উপায়ে। কারণ প্রেমই আমাদের মধ্যে একমাত্র ভাবাবেগ যা সম্পূর্ণ অহৈতুক ও স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারে; প্রেম ব্যতিরেকে প্রেমের অন্য কোনো হেতুর প্রয়োজন নেই। কেন না, আমাদের সকল ভাবা-বেগেরই উৎস হ'ল আনন্দের অন্বেষণ ও তার প্রাপ্তি, অথবা এই অন্বেষণের বিফলতা অথবা যে আনন্দ আমরা পেয়েছি বা আয়ত্ত ক'রব বলে ভেবেছিলাম, তার নিষ্ফলতা; কিন্তু যার দ্বারা আমরা সরাসরি ভাগবত পুরুষের স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দের প্রাপ্তিতে প্রবেশ লাভে সমর্থ হই তা-ই প্রেম। বস্তুতঃ ভাগবত প্রেম নিজেই ঐ প্রাপ্তি, আর ইহা যেন আনন্দের দেহ।

এই সব সত্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় আমরা কিভাবে এই যোগের দিকে অগ্রসর হব এবং এই পথে আমাদের যাত্রা কেমন হবে। অনেক গৌণ প্রশ্ন আসে যেগুলির সম্বন্ধে মানুষের বুদ্ধি ব্যস্ত হয়, কিন্তু যদিও সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের পরে আলোচনা করতে হ'তে পারে, তবু তারা মূলগত প্রশ্ন নয়। ভক্তিযোগ হৃদয়ের ব্যাপার, ইহা বুদ্ধির ব্যাপার নয়। কারণ এই পথে যে জ্ঞান আসে এমনকি তার জন্যও আমরা যাত্রা করি হৃদয় থেকে, বুদ্ধি থেকে নয়।

সুতরাং হৃদয়ের ভক্তির বিভিন্ন প্রেরণা ও তাদের অন্তিম প্রাপ্তি এবং প্রেমের পরম ও অনুপম স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেরণার মধ্যে কোনোরূপে তাদের তিরোধান--এই সবই আমাদের প্রথমে জানা দরকার এবং ইহারাই আসল বিষয়। অনেক দুরূহ প্রশ্ন আছে,--যেমন ভগবানের কি কোনো অতিভৌতিক রূপ বা রূপ-সামর্থ্য আছে যা থেকে বিভিন্ন সকল রূপের উৎপত্তি হয়, না তিনি নিত্য নীরূপ; বর্তমানে আমাদের যেটুকু বলা প্রয়োজন তা এই যে ভক্ত তাঁকে যে নানাবিধ রূপ দেয় তিনি অন্ততঃ সেসব গ্রহণ করেন এবং এইসবের মাধ্যমে তাকে প্রেমের মধ্যে দেখা দেন, তবে তাঁর চিৎ-পুরুষের সহিত আমাদের চিৎ-পুরুষের মিশ্রণই ভক্তির ফলাস্বাদনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সেই রকম কোনো কোনো ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শন ভক্তিকে বাঁধতে চায় এই ধারণায় যে মানবের অন্তঃ-পুরুষ ও ভগবানের মধ্যে এক নিত্য ভেদ বর্তমান, আর তারা বলে যে এই ভেদ না থাকলে প্রেম ও ভক্তিরও থাকা সম্ভব নয়; অথচ যে দর্শনের বিবেচনায় একমাত্র "একম্" ই আছে, সেই দর্শনের কাছে প্রেম ও ভক্তি শুধু অজ্ঞানময় অবস্থার অন্তর্গত, যতদিন অজ্ঞানতা থাকে ততদিন হয়ত ইহারা প্রয়োজনীয় অথবা অন্ততঃ প্রাথমিক চেষ্টা হিসাবে উপকারী, কিন্তু যখন সব ভেদ লুপ্ত হয় তখন তাদের অস্তিত্ব অসম্ভব এবং তখন দরকার তাদের ঊর্দ্ধে উঠে তাদের পরিত্যাগ করা। কিন্তু আমরা অদ্বয় সন্মাত্রের সত্য স্বীকার করতে পারি এই অর্থে যে প্রকৃতির মধ্যে সকল কিছুই ভগবান, যদিও ভগবান প্রকৃতিস্থ সকল কিছুর অতিরিক্ত, আর তখন প্রেম সেই বৃত্তি হয় যার দ্বারা প্রকৃতি ও মানবের মধ্যকার ভগবান অধিগত ও উপভোগ করেন বিশ্বাত্মক ও পরতম ভগবানের আনন্দ। যাই হ'ক না কেন, প্রেমের স্বরূপই এমন যে ইহার দ্বিবিধ চরিতার্থতা থাকতে বাধ্য--একটির দ্বারা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ উপভোগ করে ভেদের মধ্যে তাদের মিলন এবং সেই সবও উপভোগ করে যাতে নানাবিধ মিলনের হর্ষ বৃদ্ধি পায়; আর অন্যটির দ্বারা তারা পরস্পরের মধ্যে নিজেদের ফেলে দিয়ে হ'য়ে ওঠে এক আত্মা। আদি পর্বে ঐ সত্যই যথেষ্ট, কারণ ইহাই প্রেমের স্বরূপ; আর যেহেতু প্রেমই এই যোগের মূল প্রেরণা, সেহেতু প্রেমের সমগ্র স্বরূপ যেমন হবে, যোগসাধনার পরিণতি ও সার্থকতাও তেমন হবে।

৩ অধ্যায়

ভগবন্মুখী ভাবাবেগ

যোগের নীতি হ'ল মানবচেতনার সকল বা কোনো একটি সামর্থ্যকে ভগবানের দিকে ফেরানো যাতে সত্তার ঐ ক্রিয়ার দ্বারা আসতে পারে সংযোগ, সম্বন্ধ, মিলন। ভক্তিযোগে ভাবময় প্রকৃতিকেই সাধন করা হয়। ইহার প্রধান অঙ্গ হ'ল মানব ও ভাগবত পুরুষের মধ্যে কোনো মানবীয় সম্পর্ক অবলম্বন করা আর ইহার সাহায্যে হৃদয়ের ভাবাবেগগুলিকে তাঁর দিকে সর্বদাই তীব্রতর ভাবে প্রবাহিত করা যাতে মানবের অন্তঃপুরুষ তাঁর সহিত যুক্ত হ'য়ে এক হ'য়ে উঠতে পারে ভাগবত প্রেমের প্রচণ্ড অনুরাগে। ভক্ত তার যোগের দ্বারা যা চায় তা শেষ পর্যন্ত একত্বের শুদ্ধ শান্তি অথবা একত্বের সামর্থ্য ও নিষ্কাম সংকল্প নয়, সে চায় মিলনের নিবিড় আনন্দ। যে কোনো ভাব হৃদয়কে এই নিবিড় আনন্দের জন্য প্রস্তুত করতে পারে তাকে-ই যোগ গ্রহণ করে; আর যা কিছু তা থেকে সরিয়ে আনে তা উত্তরোত্তর লোপ পেতে বাধ্য যতই প্রেমের দৃঢ় মিলন আরো ঘনিষ্ঠ ও পূর্ণ হ'তে থাকে।

যে সকল ভাব নিয়ে ধর্ম অগ্রসর হয় ভগবানের পূজা, সেবা ও প্রেমের দিকে, সে সবকেই যোগ স্বীকার করে, তবে শেষ পর্যন্ত সে সবকে তার সঙ্গে না রাখলেও, প্রথমের দিকে ভাবময় প্রকৃতির চেষ্টা হিসাবে সে সব থাকে। কিন্তু একটি ভাব আছে যার সহিত যোগ---অন্ততঃ যেরূপে ভারতে ইহার অনুশীলন হয়---কোনো সংস্রব রাখে না। কতকগুলি ধর্মে, হয়ত বেশীর ভাগ ধর্মেই ভগবানের প্রতি ভয়ের ভাবনার স্থান অতি বৃহৎ, কখনো কখনো ইহারই স্থান বৃহত্তম, আর ভগবদ্-ভীরু লোকই এই সব ধর্মের আদর্শ পূজারী। অবশ্য একপ্রকার ভক্তির সহিত এবং কিছুদূর পর্যন্ত ভয়ের ভাব সম্পূর্ণ সঙ্গত; ইহার পরাকাষ্ঠায় ইহা উন্নত হয় দিব্য সামর্থ্যের, দিব্য ন্যায়পরায়ণতার, দিব্য বিধানের, দিব্য পবিত্রতার পূজায়, সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও বিচারকের প্রতি নৈতিক বাধ্যতায়, ও ভয়মিশ্রিত ভক্তিতে। সুতরাং ইহার প্রেরণা কিছু নীতি-মূলক ও কিছু ধর্মমূলক, ইহা ঠিক ভক্তের প্রেরণা নয়, বরং ইহা কর্মীর প্রেরণা যখন সে তার কর্মে প্রবৃত্ত হয় তার কর্মের দিব্য বিধাতা ও বিচারকের প্রতি ভক্তিবশে। এই ভাব মনে করে যে ভগবান রাজা, ইহা তাঁর সিংহাসনের

মহিমার অতি নিকটে যায় না, তবে যেতে পারে যদি ইহা পবিত্রতার দ্বারা যোগ্য হয় অথবা যদি এমন কোনো মধ্যস্থ তাকে সেখানে নিয়ে যায় যে নিবৃত্ত করবে পাপের প্রতি ভগবানের ক্রোধকে। তবে ভগবানের অতি নিকটে এসেও তার গরীয়ান পূজাস্পদ থেকে ইহা নিজেকে সম্ভ্রমসূচক দূরত্বে রাখে। মায়ের প্রতি শিশুর অথবা প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের ভয়শূন্য বিশ্বাস নিয়ে, অথবা পূর্ণ প্রেমের সহিত একত্বের যে অন্তরঙ্গ বোধ থাকে সে বোধ নিয়ে ইহা ভগবানকে আলিঙ্গন করতে অক্ষম।

কতকগুলি আদিম সাধারণে প্রচলিত ধর্মে ভগবানকে যে কারণে ভয় করা হ'ত সে কারণ ছিল অত্যন্ত অমার্জিত। অনুভব করা হ'ত যে জগতের মধ্যে মানুষের চেয়ে এমন সব মহত্তর শক্তি আছে যাদের স্বভাব ও আচরণ অবোধ্য এবং যারা মনে হ'ত সর্বদাই উদ্যত তার উন্নতির সময় তাকে ধরাশায়ী ক'রতে এবং তাদের অপ্রীতিকর কার্যের জন্য তাকে আঘাত করতে। দেবতাদের সম্বন্ধে ভয়ের উৎপত্তির কারণ ছিল ভগবান সম্বন্ধে মানবের অজ্ঞানতা এবং যে সব বিধানে জগৎ শাসিত হয় সে সব বিধান সম্বন্ধেও তার অজ্ঞানতা। ইহার ধারণায় এই মহত্তর শক্তিগুলি স্বেচ্ছাচারী ও মানুষের মতো রাগদ্বেষসম্পন্ন; কল্পনা করা হ'ত যে ইহারা পৃথিবীর বড় বড় লোকেরই প্রতিমূর্ত্তি, ইহারা খামখেয়ালী, অত্যাচারী, ব্যক্তিগত শত্রুভাবাপন্ন হ'তে পারে, আর ঈর্ষ্যাপরায়ণও হ'তে পারে যদি মানুষের এমন কোনো মহত্ত্ব থাকে যার জন্য সে পার্থিব প্রকৃতির তুচ্ছতা ছাড়িয়ে দিব্য প্রকৃতির অতি সমীপে আসার যোগ্য হয়। এই সব ধারণার মধ্যে কোনো খাঁটি ভক্তির উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল না, শুধু আসতে পারত সেই অনিশ্চিত রকমের ভক্তি (যা আদৌ ভক্তি কিনা সন্দেহ) যা দুর্বলের থাকা সম্ভব সবলের জন্য যাতে সে তার আশ্রয় কিনতে পারে পূজা ও উপহার ও স্তুতির দ্বারা এবং সবল তার অধীনস্থের উপর যে সব বিধান চাপিয়ে পুরস্কার ও শাস্তির দ্বারা তা মানতে বাধ্য করতে পারে সেগুলির অনুবর্তী হ'য়ে, আর না হয় থাকতে পারত সেই দীন ও অতীব নম্র সম্মান ও আরাধনার ভাব যা অনুভব করা হয় এমন মহত্ত্ব, গরিমা, প্রজ্ঞা ও রাজকীয় সামর্থ্যের প্রতি যা জগতের উর্দ্ধে এবং ইহার সব বিধান ও ঘটনার উৎস অথবা অন্ততঃপক্ষে নিয়ামক।

ভক্তিমার্গের প্রাথমিক পর্যায়ের আরো নিকটে আসা সম্ভব হয় যখন দিব্য সামর্থ্যের এই উপাদানটি এই সব অমার্জিত ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে এমন এক দিব্য শাসক, জগৎস্রষ্টা ও বিধাতার ভাবনা

যিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের ঈশ্বর, এবং তার সৃষ্টির সকল বিষয়ের দিশারী ও সাহায্য-দাতা ও পরিত্রাতা। ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে এই বৃহত্তর ও উচ্চতর ভাবনায় পুরানো অসংস্কৃত ভাবনার অনেক উপাদান বহুদিন বর্তমান ছিল এবং এখনো ঐরূপ কিছু উপাদান আছে। এই ভাবনাটিকে সবচেয়ে বড় ক'রে সামনে এনেছিল ইহুদীরা এবং তাদের কাছ থেকেই ইহা ছড়িয়ে পড়েছিল জগতের অধিকাংশ স্থানে। তারা এমন এক সাধু ভগবানে বিশ্বাস করতে পারত যিনি অনুদার, স্বেচ্ছাচারী, ক্রোধপরায়ণ, ঈর্ষ্যান্বিত, প্রায়শঃই নিষ্ঠুর এবং এমনকি অযথা রক্তপিপাসু। এমনকি এখনো কেহ কেহ এমন এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করে যিনি স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি করেছেন——এক চিরন্তন স্বর্গ ও এক চিরন্তন নরক, তাঁর সৃষ্টির দুই মেরু; আর কোনো কোনো ধর্মমতে এমনকি তিনি তাঁর সৃষ্ট সব জীবের জন্য পূর্ব্ব থেকেই শুধু যে পাপ ও দণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করার বিধান করেছেন তা নয়, চিরন্তন নরকবাসেরও ব্যবস্থা করেছেন। তবে শিশুসুলভ ধর্মবিশ্বাসের এই সব আতিশয্য বাদ দিলেও, ভগবান সম্বন্ধে এই যে ভাবনা যে তিনি সর্বশক্তিমান বিচারক, আইনপ্রণেতা, রাজা তা শুধু এককভাবে নিলে ইহা এক অমার্জিত ও অপূর্ণ ভাবনা, কারণ ইহাতে থাকে প্রধান সত্যের বদলে এক অবর ও বাহ্য সত্য এবং ইহার দ্বারা অধিকতর অন্তরঙ্গ সদ্-বস্তুর জন্য আরো উচ্চভাবে অগ্রসর হওয়া নিবারিত হওয়ার সম্ভাবনা আসে। ইহাতে পাপের বোধের গুরুত্ব সম্বন্ধে বড় বেশী বলা হয় এবং সেজন্য জীবের ভয় ও আত্ম-অবিশ্বাস ও দুর্বলতা দীর্ঘস্থায়ী হয় ও বৃদ্ধি পায়। ইহা পুণ্য আচরণ ও পাপ-নিবৃত্তিকে যুক্ত করে পুরস্কার ও দণ্ডের ভাবনার সহিত যদিও এই সব দেওয়া হয় পরবর্তী জীবনে, আর যে উচ্চতর ভাব দ্বারা নৈতিক সত্তা চালিত হওয়া উচিত তার স্থানে ইহা ভয় ও স্বার্থের হীন প্রেরণা-গুলিকেই তাদের কারণ করে। ইহা স্বয়ং ভগবানকে ধর্মজীবনে মানবাত্মার লক্ষ্য না ক'রে লক্ষ্য করে স্বর্গ ও নরককে। মানবমনের মন্থর শিক্ষাব্যাপারে এই সব অমার্জিত বিষয়গুলি তাদের প্রয়োজনীয় কাজ করেছে, কিন্তু যোগীর পক্ষে তারা আদৌ উপযোগী নয়, কারণ যোগী জানে যা কিছু সত্য তাদের আছে তা বরং বিশ্বের বাহ্য বিধানের সহিত বিকাশমান মানবাত্মার বিভিন্ন বাহ্য সম্বন্ধের অন্তর্গত, ভগবানের সহিত মানবাত্মার বিভিন্ন আন্তর সম্বন্ধের অন্তরঙ্গ সত্য তা নয়; অথচ এই সম্বন্ধগুলিই যোগের যথার্থ ক্ষেত্র।

তবু, এই ধারণা থেকে এমন কতকগুলি নতুন ভাবনার উদয় হয় যার সাহায্যে আমরা উপনীত হই ভক্তিযোগের দ্বারপ্রান্তের আরো নিকটে। প্রথমে

উদয় হ'তে পারে ভগবান সম্বন্ধে এই ভাবনা যে তিনিই আমাদের নৈতিক সত্তার উৎস ও বিধান ও লক্ষ্য, আর এই ভাবনা থেকে এই জ্ঞান আসা সম্ভব যে তিনিই আমাদের পরমাত্মা আর ইহার জন্যই আমাদের সক্রিয় প্রকৃতির আস্পৃহা, তিনিই পরম সংকল্প যার সহিত আমাদের সংকল্প এক করা চাই, তিনিই শাশ্বত ঋত ও শুদ্ধতা ও সত্য ও প্রজ্ঞা যার সহিত সামঞ্জস্যে আমাদের প্রকৃতির উপচয় আবশ্যক এবং যাঁর সত্তার দিকে আমাদের সত্তা আকৃষ্ট হয়। এইভাবে আমরা আসি কর্মযোগে আর এই যোগে ভগবানের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তির স্থান আছে কারণ দিব্য সংকল্পই দেখা দেয় আমাদের কর্মের অধীশ্বররূপে যাঁর কথা শোনা, যাঁর দিব্য প্রচোদনা পালন করা আমাদের কর্তব্য এবং যাঁর কাজ করাই আমাদের সক্রিয় জীবন ও সংকল্পের একমাত্র ব্রত। দ্বিতীয়তঃ উদয় হয় দিব্য চিৎ-পুরুষের ভাবনা, এই ভাবনা যে তিনি সকলের পিতা ও তাঁর সকল জীবের উপর প্রসারিত করেন তাঁর করুণামাখা আশ্রয় ও প্রেমের পক্ষ, আর ঐ থেকেই গড়ে ওঠে অন্তঃপুরুষ ও ভগবানের মধ্যে পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক, প্রেমের সম্পর্ক, আর তার পরিণামস্বরূপ সকল মানুষের সহিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। যে ভগবানের প্রকৃতির শান্ত শুদ্ধ আলোয় আমাদের বিকশিত হ'তে হবে, যে অধীশ্বরের দিকে আমরা অগ্রসর হই কর্ম ও সেবার মাধ্যমে, যে পিতা সাড়া দেন সন্তানবৎ শরণার্থী অন্তঃপুরুষের প্রেমে—তাঁর সহিত এই সব বিভিন্ন সম্পর্কগুলি ভক্তিযোগের স্বীকৃত অঙ্গ।

যে মুহূর্তে আমরা এই সব নতুন ভাবনা ও ইহাদের গভীরতর আধ্যাত্মিক অর্থের মধ্যে ভালোভাবে প্রবেশ করি, সে মুহূর্তে ভগবদ্-ভয়ের প্রেরণা অকেজো, অনাবশ্যক ও এমনকি অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। প্রধানতঃ নৈতিক ক্ষেত্রেই ইহার গুরুত্ব যখন জীব শ্রেয়ের জন্যই শ্রেয়ের অনুবর্তী হওয়ার জন্য যথেষ্ট বিকশিত হয় নি, আর তার প্রয়োজন তার উপরিস্থ এমন এক কর্তৃত্বময় পুরুষ যার ক্রোধ অথবা কঠোর নিরুত্তাপ বিচারকে সে ভয় করতে পারে এবং ঐ ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে পুণ্যের প্রতি তার নিষ্ঠা। যখন আমরা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বিকশিত হই তখন এই প্রেরণার আর বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়, ইহা শুধু থাকতে পারে তখনো মনের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি বা পুরণো মানসিকতার রেশ বজায় থাকার দরুণ। তাছাড়া, যোগে যা নৈতিক লক্ষ্য তা পুণ্যের বাহ্য ভাবনার নৈতিক লক্ষ্য হ'তে ভিন্ন। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে নীতিশাস্ত্র উচিত ক্রিয়ার একপ্রকার ব্যবস্থা, কর্মই সবকিছু, আর কিভাবে উচিত কর্ম করা যায় তা-ই সমগ্র প্রশ্ন ও চিন্তার সমগ্র বিষয়। কিন্তু যোগীর কাছে প্রধানতঃ

ক্রিয়ার গুরুত্ব ক্রিয়ার জন্য নয়, বরং ইহার গুরুত্ব এই কারণে যে ভগবানের দিকে অন্তঃপুরুষের উপচয়ের ইহা এক উপায়। এইজন্য ভারতীয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্র ক্রিয়ার গুণের উপর তত জোর দেয় না, যত জোর দেয় যে অন্তঃপুরুষ থেকে ক্রিয়া প্রবাহিত হয় তার গুণের উপর, তার সত্য, নির্ভীকতা, শুদ্ধতা, প্রেম, করুণা, হিতৈষণা, অহিংসার উপর, ইহাদের বহিঃপ্রবাহ হিসাবে বিভিন্ন ক্রিয়ার উপর। প্রাচীন পাশ্চাত্য ভাবনা এই যে মানবপ্রকৃতি স্বভাবতঃই মন্দ আর পুণ্য এমন এক বিষয় যা আমাদের অধঃপতিত প্রকৃতির বিরুদ্ধ হ'লেও তা পালন করা কর্তব্য; প্রাচীন কাল থেকে যোগীদের ভাবনায় অভ্যস্ত ভারতীয় মানসিকতার কাছে এই পাশ্চাত্য ভাবনা অপরিচিত। আমাদের প্রকৃতিতে যেমন উগ্র রাজসিক গুণ ও নিম্নমুখী তামসিক গুণ আছে, তেমন আছে শুদ্ধতর সাত্ত্বিক উপাদান, এই সাত্ত্বিক গুণই ইহার শ্রেষ্ঠ অংশ এবং ইহাকে উদ্দীপিত করাই নীতিশাস্ত্রের কাজ। ইহার দ্বারা আমরা আমাদের অন্তঃস্থ "দৈবী প্রকৃতি" বৃদ্ধি করি এবং বিভিন্ন আসুরিক ও পৈশাচিক উপাদান থেকে নিষ্কৃতি পাই। এই ধারণা অনুযায়ী ভগবদ্-ভীরুর ইহুদীসুলভ সদাচার নৈতিক বিকাশের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হ'ল সাধু ও ভগবদ্-প্রেমিকের শুদ্ধতা, প্রেম, পরোপকারিতা, সত্য, নির্ভীকতা, অহিংসা। এবং আরো ব্যাপকভাবে বলা যায় যে দিব্য প্রকৃতিতে উপচিত হওয়াই নৈতিক সত্তার পরিপূর্ণতা। এই ব্রতসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল এই উপলব্ধি করা যে ভগবান পরতর আত্মা, দিশারী ও উত্তোলনকারী সংকল্প অথবা অধীশ্বর যাঁকে আমরা পূজা ও সেবা করি। তাঁর ভয় নয়, পরন্তু তাঁর প্রতি প্রেম এবং তাঁর সত্তার স্বাধীনতা ও নিত্য শুদ্ধতার প্রতি আস্পৃহাই আমাদের প্রেরণা হওয়া চাই।

অবশ্য, একথা ঠিক যে প্রভু ও ভৃত্যের, এবং এমন কি পিতা ও সন্তানের সম্বন্ধের মধ্যেও ভয় থাকে কিন্তু তা থাকে শুধু মানুষী স্তরে, যখন ঐ সম্বন্ধের ভিতর শাসন ও বশ্যতা ও শাস্তি প্রবল হ'য়ে দেখা দেয়, আর ভালোবাসা নিজেকে অল্পবিস্তর মুছে ফেলে কর্তৃত্বের মুখোসের আড়ালে। প্রভুরূপেও ভগবান কাহাকেও শাস্তি দেন না, ভয় দেখান না, জোর ক'রে মানতে বাধ্য করেন না। মানবের অন্তঃপুরুষকেই আসতে হবে স্বচ্ছন্দভাবে ভগবানের কাছে এবং নিজেকে নিবেদন করতে হবে তাঁর বিজয়ী শক্তির নিকট যাতে তিনি তাকে ধ'রে তুলতে পারেন তাঁর নিজের দিব্য স্তরসমূহে এবং তাকে দিতে পারেন অনন্তের দ্বারা সান্ত প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বের এবং সর্বোত্তমের প্রতি সেবার হর্ষ, আর এই সবেই আসে অহং ও অপরাপ্রকৃতি থেকে মুক্তি। প্রেম এই সম্বন্ধের

চাবিকাঠি, আর ভারতীয় যোগে এই সেবার, "দাস্যম্"-এর অর্থ দিব্য ভগবানের সুখময় সেবা অথবা দিব্য প্রেমাস্পদের প্রতি তীব্র অনুরাগপূর্ণ সেবা। গীতার কথায়, জগদ্-স্বামী তাঁর সেবক, ভক্তের নিকট দাবী করেন যেন সে জীবনে তাঁর যন্ত্র বৈ আর কিছু হয় না; এই দাবী তিনি করেন সখা, দিশারী ও পরতর আত্মা হিসাবে, নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তিনি সকল জগতের প্রভু, তাঁর সৃষ্ট সকল কিছুর বন্ধু, "সর্বলোকমহেশ্বরম্ সুহৃদম্ সর্বভূতানাম্"; বস্তুতঃ এই দুইটি একসাথে থাকতে বাধ্য, আর একটির অভাবে অন্যটির পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। সেইরকম, ভগবান আমাদের সত্তার স্রষ্টা এই যুক্তিতে যে ভগবান স্রষ্টা হিসাবে পিতৃত্বের দাবীতে আমাদের আনুগত্য চান তা নয়, তিনি তা চান সেই প্রেমের পিতৃত্বের দাবীতে যা আমাদের নিয়ে যায় যোগের। ঘনিষ্ঠতর আত্ম-মিলনের দিকে। এই দু'য়েতেই প্রেম আসল চাবিকাঠি আর যেখানে ভয়ের প্রেরণা থাকে সেখানে পরিপূর্ণ প্রেমের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। উদ্দেশ্য হ'ল,--ভগবানের সহিত মানবের অন্তঃপুরুষের ঘনিষ্ঠতা, আর ভয় সর্বদাই স্থাপন করে এক অন্তরায় ও এক দূরত্ব; এমনকি দিব্য সামর্থ্যের প্রতি ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা দূরত্ব ও বিভাজনের নিদর্শন, আর ইহারা অন্তর্হিত হয় প্রেমের মিলনের অন্তরঙ্গতার মধ্যে। তাছাড়া, ভয় অপরাপ্রকৃতির, অবর আত্মার অন্তর্গত, আর পরতর আত্মার দিকে যেতে হ'লে ইহা ত্যাগ করা চাই, তবে যদি আমরা পরে যেতে পারি তাঁর সান্নিধ্যে।

দিব্য পিতৃত্বের এই যে সম্বন্ধ এবং বিশ্বজননী-আত্মা রূপে ভগবানের সহিত আরো যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ--ইহাদের উৎস অন্য এক প্রাথমিক ধর্মীয় প্রেরণা। গীতা বলে--একপ্রকার ভক্ত আছে যে ভগবানের কাছে যায় যেন ভগবান তার অভাব পূরণ করেন, তার মঙ্গল সাধন করেন, তার আন্তর ও বাহ্য সত্তার প্রয়োজন মেটান। শ্রীভগবান বলেন, "আমি ভক্তের কাছে নিয়ে আসি তার মঙ্গলপ্রাপ্তি ও মঙ্গল অধিকার, যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। মানবের জীবন বিভিন্ন অভাব ও প্রয়োজনের জীবন এবং সুতরাং ইহা বিভিন্ন কামনার জীবন, আর এই সব কামনা যে শুধু যে তার শারীর ও প্রাণিক সত্তায় আসে তা নয়, ইহারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক সত্তাতেও আসে। যখন তার জ্ঞান হয় যে জগৎ-শাসক এক মহত্তর সামর্থ্য বিদ্যমান, তখন সে প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর কাছে যায় যেন তিনি তার প্রয়োজন মেটান, তার দুর্গম যাত্রায় সহায় হন, তার সংগ্রামে রক্ষা ও সাহায্য করেন। সাধারণ ধর্মে প্রার্থনার দ্বারা ভগবানের দিকে যে অগ্রসর হওয়া তার মধ্যে যা কিছু অমার্জিত বিষয়ই থাকুক না কেন,----আর

অনেক এরূপ বিষয় আছে, বিশেষতঃ সেই মনোভাবে যাতে কল্পনা করা হয় যে ভগবানকে যেন প্রশংসা, অনুরোধ ও উপহারের দ্বারা তুষ্ট, উৎকোচে বশীভূত ও চাটুবচনে বিভ্রান্ত ক'রে তাঁর সম্মতি বা প্রশ্রয় পাওয়া সম্ভব এবং যে আন্তর ভাব নিয়ে তাঁর দিকে যাওয়া হয় তা প্রায়শঃই তুচ্ছ মনে করা হয়--তবু ভগবানের দিকে এইভাবে ফেরাও আমাদের ধর্মীয় সত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং এক সঠিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রার্থনার দ্বারা যে কোনো ফলপ্রাপ্তি সম্ভব তা প্রায়ই সন্দেহ করা হয় আর মনে করা হয় যে প্রার্থনা এক অযৌক্তিক বিষয় এবং অনাবশ্যক ও নিষ্ফল হ'তে বাধ্য। ইহা সত্য যে বিশ্বজনীন সংকল্প সর্বদাই তার লক্ষ্য সাধন করে এবং অহমাত্মক স্তুতি ও অনুনয়ের দ্বারা ইহাকে তার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করা সম্ভব নয়, যে বিশ্বাতীত নিজেকে বিশ্ব শৃঙ্খলার মধ্যে প্রকাশিত করছেন তার সম্বন্ধেও ইহা সত্য কারণ তিনি সর্বদর্শী হওয়ায় কি বিষয় করা হবে তা তাঁর বৃহত্তর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই জানা থাকতে বাধ্য এবং কোনো মানুষী ভাবনার দ্বারা ঐ জ্ঞানের কোনো নির্দেশ বা উদ্দীপনা লাভের প্রয়োজন থাকে না, আর কোনো জগৎ-শৃঙ্খলার মধ্যে ব্যষ্টির বিভিন্ন কামনার কোনো প্রকৃত নির্ধারণী ক্ষমতা নেই, থাকতে পারেও না। কিন্তু ইহাও ঠিক যে ঐ শৃঙ্খলা বা বিশ্বজনীন সংকল্প সাধন পুরোপুরি যান্ত্রিক বিধানের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না, ইহা নিষ্পন্ন হয় এমন সব সামর্থ্য ও শক্তির দ্বারা যার মধ্যে, অন্ততঃ মানবজীবনের পক্ষে, মানবের সংকল্প, আস্পৃহা ও বিশ্বাসের গুরুত্ব কম নয়। প্রার্থনা ঐ সংকল্প, আস্পৃহা ও শ্রদ্ধার এক বিশেষ রূপ মাত্র। ইহার রূপগুলি প্রায়ই অমার্জিত এবং শুধু যে শিশুসুলভ তা নয়--শুধু এরূপ হওয়া কোনো দোষ নয়,--ইহারা ছেলেমানুষী; কিন্তু তবু ইহার এক প্রকৃত সামর্থ্য ও তাৎপর্য আছে। ইহার সামর্থ্য ও অর্থ হ'ল মানবের সংকল্প, আস্পৃহা ও বিশ্বাসকে দিব্য সংকল্পের সংস্পর্শে আনা যেন এই সংকল্প এমন এক চিন্ময় পুরুষের সংকল্প যাঁর সহিত আমরা বিভিন্ন সচেতন ও সজীব সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হই। কারণ আমাদের সংকল্প ও আস্পৃহা দুইভাবে কাজ করতে সক্ষম--হয় আমাদের আপন ক্ষমতা ও প্রয়াসের দ্বারা কাজ করতে সক্ষম--আর কি হীন, কি মহৎ সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহাকে যে এক বিশিষ্ট ও কার্যকরী বিষয় করা যায় তাতে সন্দেহ নেই,--আর অনেক সাধনপন্থা আছে যারা বলে যে প্রয়োগ করার যোগ্য শক্তি, একমাত্র ইহাই--; আর না হয় ইহা কাজ করতে সক্ষম দিব্য অথবা বিশ্বজনীন সংকল্পের উপর নির্ভর ক'রে ও

ইহার অধীন হ'য়ে। আর এই শেষের পন্থাটিতে আবার ঐ পরম সংকল্প সম্বন্ধে মনে করা যেতে পারে যে তিনি আমাদের আস্পৃহায় অবশ্যই সাড়া দেন তবে প্রায় যন্ত্রের মতো ক্রিয়াশক্তি'র এক প্রকার বিধানের দ্বারা, অথবা অন্ততঃ সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে, আর না হয়, মনে করা যেতে পারে যে তিনি মানবের অন্তঃ-পুরুষের দিব্য আস্পৃহা ও শ্রদ্ধায় সজ্ঞানে সাড়া দেন এবং সজ্ঞানে তার কাছে আনেন প্রার্থিত সাহায্য, দেশনা, আশ্রয় ও সফলতা, "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"।

আমাদের জন্য এই সম্পর্ক রচনায় প্রার্থনা প্রথম সাহায্য করে নিম্ন স্তরে, আর এমনকি তখনো যখন ইহা অনেক কিছু যা নিছক অহং ভাব ও আত্ম-প্রতারণা তার সহিত মিলে থাকে ; কিন্তু পরে আমরা যেতে পারি ইহার পিছনের আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে। তখন যা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রার্থিত বস্তুটির দান নয়, তা হ'ল শুধু ঐ সম্পর্ক, ভগবানের সহিত মানুষের জীবনের সংযোগ, সচেতন আদান প্রদান। আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহে এবং আধ্যাত্মিক ফলের অন্বেষণে এই সচেতন সম্পর্ক এক মহৎ সামর্থ্য; আমাদের নিজেদের সম্পূর্ণ স্বয়ং-নির্ভর সংগ্রাম অপেক্ষা এই সামর্থ্য বহু পরিমাণে মহত্তর এবং ইহা আনয়ন করে পূর্ণতর আধ্যাত্মিক উপচয় ও অনুভূতি। সেজন্য পরিশেষে হয় প্রার্থনার সমাপ্তি হয় সেই মহত্তর বিষয়ের মধ্যে যার জন্য ইহা আমাদের প্রস্তুত করেছিল—বস্তুতঃ যে রূপটিকে আমরা প্রার্থনা বলি তা নিজে সার বিষয় নয় যতক্ষণ বিশ্বাস, সংকল্প, আস্পৃহা থাকে—আর না হয়, প্রার্থনা থাকে শুধু সম্পর্কের হর্ষের নিমিত্ত। তাছাড়া, ইহার কাম্য বিষয়গুলি, "অর্থ" অর্থাৎ যা সব ইহা পেতে চায় ক্রমশঃ শ্রেয়তর হয় যতক্ষণ না আমরা পাই শ্রেষ্ঠ অহৈতুকী ভক্তি, আর এই ভক্তি হ'ল শুদ্ধ ও নিছক দিব্য প্রেমের ভক্তি যার সহিত অন্য কোনো দাবী বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

ভগবানের প্রতি এই মনোভাব থেকে যে সব সম্বন্ধের উদয় হয় তা হ'ল সন্তানের সহিত দিব্য পিতা ও মাতার সম্বন্ধ এবং দিব্য সখার সম্বন্ধ। ভগবানকে এইরূপ ভেবে তাঁর কাছে মানবাত্মা আসে সাহায্যের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, দেশনার জন্য, সফলতার জন্য—অথবা যদি জ্ঞান লক্ষ্য হয় সে আসে দিশারীর কাছে, গুরুর কাছে, আলোকদাতার কাছে কারণ ভগবানই জ্ঞানসূর্য—অথবা সে আসে যন্ত্রণা ও কষ্টভোগের মধ্যে যন্ত্রণার উপশমের জন্য, সান্ত্বনা ও উদ্ধারের জন্য আর এই উদ্ধার হ'তে পারে শুধু কষ্টভোগ থেকে অথবা কষ্টের আলয় এই প্রপঞ্চ থেকে অথবা ইহার সব আন্তর ও আসল কারণ থেকে।[১] আমরা

১ গীতায় যে চার শ্রেণীর ভক্তের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ইহারা তিনটি শ্রেণী—"আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু" অর্থাৎ দুঃখী, স্বার্থান্বেষী ও ভগবদ্-জ্ঞানান্বেষী।

দেখি যে এই বিষয়গুলিতে এক বিশেষ পর্যায় আছে। কারণ পিতার সম্পর্ক সর্বদাই অপেক্ষাকৃত কম ঘনিষ্ঠ, প্রগাঢ়, তীব্র, অন্তরঙ্গ এবং সেজন্য যোগে ইহার ব্যবহার কম কারণ যোগ চায় নিবিড়তম মিলন। দিব্য সখার সম্বন্ধ আরো মধুর ও আরো অন্তরঙ্গ, ইহাতে এমনকি অসমত্বের মধ্যেও সমত্ব ও অন্তরঙ্গতা থাকে আর থাকে পারস্পরিক আত্ম-দানের উপক্রম; ইহার নিবিড়তম পর্যায়ে যখন অন্য দেওয়া ও নেওয়ার সকল ভাবনা দূর হয়, যখন এই সম্বন্ধ অহৈতুকী হ'য়ে ওঠে, থাকে শুধু একমাত্র প্রেমের সর্ব-তৃপ্তিকর প্রেরণা, তখন ইহা পরিণত হয় বিশ্বলীলার মাঝে খেলার সাথীর স্বচ্ছন্দ ও সুখময় সম্পর্কে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরো ঘনিষ্ঠ ও আরো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হ'ল মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক এবং সেজন্য যেখানেই ধর্মের টান অত্যন্ত প্রগাঢ় ও ব্যাকুল এবং মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় অতীব তীব্রভাবে সেখানেই এই সম্পর্কের অবদান অত্যন্ত বেশী, জীব মাতৃ-আত্মার কাছে যায় তার সকল কামনা ও দুঃখের মধ্যে আর ভগবতী জননীরও ইচ্ছা যে তা-ই হ'ক, তবেই তো তিনি ঢেলে দেবেন তার হৃদয়ের প্রেমের ধারা। সে যে তাঁর দিকে যায় তার ইহাও কারণ যে এই প্রেম স্বপ্রতিষ্ঠ আর ইহাই দেখায় আমাদের স্বধাম যার দিকে আমরা ফিরি জগতের মধ্যে আমাদের ঘোরাঘুরি থেকে, ইহাই দেখায় আমাদের বিশ্রামস্থল মাতৃ-বক্ষঃ।

কিন্তু পরম ও শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ হ'ল সেই সম্বন্ধ যা ধর্মের সাধারণ প্রেরণাগুলির মধ্যে কোনোটি থেকেই উদিত হয় না, বরং যা যোগের সার বিষয়, উদিত হয় প্রেমেরই স্বরূপ থেকে; ইহা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের তীব্র অনুরাগ। যেখানেই জীবের কামনা থাকে ভগবানের সহিত তার একান্ত মিলনলাভের সেখানেই দিব্য আকুতির এই রূপটি প্রবেশ করে, এমনকি ইহা সেই সব ধর্মেও আসে যেগুলিতে মনে হয় ইহার প্রয়োজন নেই এবং তাদের সাধারণ বিধানে কোনো স্থান দেওয়া হয় না। এখানে প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হ'ল প্রেম, ভয়ের একমাত্র বিষয় প্রেমের হানি, একমাত্র দুঃখ প্রেমের বিয়োগের দুঃখ; কারণ প্রেমিকের পক্ষে অন্য সকল বিষয়ই হয় অস্তিত্ব-শূন্য, নয় তারা আসে শুধু প্রেমের প্রসঙ্গ হিসাবে অথবা ফল হিসাবে, ইহার উদ্দেশ্য বা সর্ত হিসাবে নয়। বস্তুতঃ সকল প্রেমই স্বরূপতঃ স্বপ্রতিষ্ঠ কারণ ইহা উৎসারিত হয় সত্তার মধ্যস্থ এক গূঢ় একত্ব থেকে এবং দুই জীবের মধ্যে ঐ একত্বের বোধ থেকে অথবা হৃদয়ে একত্বের কামনা থেকে যারা তখনো ভাবতে সক্ষম যে তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন ও বিভক্ত। সুতরাং এইসব অন্য সম্বন্ধগুলিও একমাত্র প্রেমের জন্য

আসতে সক্ষম হয় তাদের সত্তার স্বপ্রতিষ্ঠ অহৈতুক আনন্দে। কিন্তু তবু ইহারা শুরু করে অন্য সব প্রেরণা থেকে এবং শেষের দিকে ইহারা কিছু পরিমাণে তাদের ক্রীড়ার তৃপ্তিও পায় সে সবে। কিন্তু এখানে আদি প্রেম, অন্ত প্রেম এবং সমগ্র লক্ষ্যই প্রেম। অবশ্য পাবার কামনা থাকে, কিন্তু এমনকি ইহাও জয় করা হয় স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেমের পরিপূর্ণতায়, আর ভক্তের শেষ দাবী মাত্র এইটুকু থাকে যে তার ভক্তি যেন শেষ না হয়, তার ভক্তি যেন হ্রাস না পায়। সে স্বর্গ চায় না, বা জন্ম থেকে মুক্তি চায় না, অথবা অন্য কোনো বস্তু চায় না, সে শুধু চায় তার প্রেম যেন নিত্য ও একান্ত হয়।

প্রেম এক তীব্র অনুরাগ, ইহার আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী দুটি--নিত্যতা ও তীব্রতা, আর প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্বন্ধ ব্যাপারে নিত্যতা ও তীব্রতার জন্য আকাঙ্ক্ষা সহজাত ও আত্ম-সম্ভূত। প্রেমের অর্থ পরস্পরকে পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং এখানেই একান্ত হয় পরস্পরকে পাবার দাবী। পাবার কামনাতে থাকে ভেদবোধ, এই কামনা অতিক্রম করে প্রেম চায় একত্ব এবং এইখানেই একত্বের ভাবনা, পরস্পরের মধ্যে দুই অন্তরাত্মার নিমজ্জিত ও এক হওয়ার ভাবনা পায় তার কামনার পরাকাষ্ঠা, এবং তার তৃপ্তির পূর্ণতা। আবার প্রেম হ'ল সৌন্দর্যস্পৃহা, আর এইখানেই এই স্পৃহা চিরতৃপ্ত হয় সর্বসুন্দরের দর্শনে ও স্পর্শে ও হর্ষে। প্রেম আনন্দের শিশু ও অন্বেষু আর এইখানেই ইহা পায় হৃদয়-চেতনা ও সত্তার প্রতি তন্ত্রী--উভয়েরই সম্ভবপর সর্বোত্তম রভস। তাছাড়া, এই সম্বন্ধ এমন যা সবচেয়ে বেশী দাবী করে--যেমন মানুষের মধ্যে--এবং সর্বাপেক্ষা তীব্র হ'য়েও সবচেয়ে কম তৃপ্ত, কারণ একমাত্র ভগবানেই ইহা পেতে পারে তার আসল ও পূর্ণ তৃপ্তি। সুতরাং এইখানেই ভগবানের দিকে মানুষী ভাবাবেগের মোড় ফেরা সবচেয়ে বেশী করে পায় তার পূর্ণ অর্থ এবং আবিষ্কার করে সকল সত্য যার মানুষী প্রতীক হ'ল প্রেম; তখন ইহার সকল মূল সহজাত প্রবৃত্তিগুলি দিব্যভাবাপন্ন, উন্নীত, তৃপ্ত হয় সেই আনন্দের মাঝে যা থেকে আমাদের জীবনের উৎপত্তি হ'য়েছিল এবং যার দিকে ইহা ফিরে আসে একত্বের দ্বারা, আর তা হয় ভাগবত অস্তিত্বের পরমানন্দের মধ্যে যেখানে প্রেম অনপেক্ষ, নিত্য ও অবিমিশ্র।

৪ অধ্যায়

ভক্তি-মার্গ

ভগবানের জন্য জীবের হৃদয়ের আকুতি যেমন ব্যাপ্ত ভক্তি নিজের মধ্যে তেমনই ব্যাপ্ত এবং প্রেম ও কামনা যেমন সোজা গমন করে তাদের লক্ষ্যের দিকে, ভক্তিও তেমন সরল ও ঋজুমুখী। এইজন্য ইহাকে কোনো বিধিসম্মত পদ্ধতির মধ্যে নিবদ্ধ করা চলে না, রাজযোগের মতো কোনো মনস্তাত্ত্বিক বিদ্যার উপর অথবা হঠযোগের মতো কোনো মনোভৌতিক বিদ্যার উপর ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, অথবা জ্ঞানযোগের সাধারণ পদ্ধতির মতো কোনো নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধিগত প্রণালী থেকেও ইহার শুরু সম্ভব নয়। ইহা প্রয়োগ করতে পারে নানাবিধ উপায় বা অবলম্বন, আর মানবের মাঝে শৃঙখলা, প্রণালী ও বিধানের প্রবণতা থাকায় মানব এই সব সহায়কের আশ্রয় গ্রহণকে শৃঙখলা-বদ্ধ করার প্রয়াস করতে পারে; কিন্তু তাদের বিভিন্ন পার্থক্যের বিবরণ দিতে হ'লে আবশ্যক হবে মানবের অগণিত ধর্মসমূহের প্রায় সকলগুলিই কি আন্তর ভাব নিয়ে ভগবানের দিকে যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিকতর অন্তরঙ্গ ভক্তিযোগের মধ্যে কেবল এই চারিটি ভাব বিদ্যমান--ভগবদ্-মুখী অন্তঃপুরুষের কামনা ও তার ভাবাবেগের টান ভগবানের দিকে, প্রেমের ব্যথা ও প্রেমের দিব্য প্রতিদান, অধিগত প্রেমের আনন্দ ও ঐ আনন্দের খেলা, এবং দিব্য প্রেমিকের চিরন্তন উপভোগ যা স্বর্গীয় আনন্দের মর্ম। এই বিষয়গুলি একই সাথে এত সরল আবার এত গভীর যে ইহাদের শৃঙখলাবদ্ধ করা বা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। বড় জোর শুধু এই বলা যায় যে ইহারা সিদ্ধির চারিটি ক্রমিক উপাদান, ধাপ--যদি তাদের ঐরূপ বলা সম্ভব--আর এখানেই ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে তার অবলম্বিত কতকগুলি উপায়, আবার এখানেই আছে ভক্তিসাধনার কতকগুলি দিক ও অনুভূতি। ইহারা যে সাধারণ ধারা অনুসরণ করে মোটামুটি শুধু তা-ই জানা এখন আমাদের প্রয়োজন; তবেই আমরা ইহার পর বিবেচনা ক'রতে যাব কিরূপে ভক্তি মার্গ প্রবেশ করে সমন্বয়ী ও পূর্ণ যোগের মধ্যে, ইহার কি স্থান সেখানে, এবং ইহার তত্ত্বের কিরূপ প্রভাব দিব্য জীবনধারণের অন্যান্য তত্ত্বের উপর।

সকল যোগের অর্থ হ'ল, যে-মানবমন ও মানব অন্তঃপুরুষ এখনো

উপলব্ধিতে দিব্য নয়, তবে তার মধ্যে দিব্য সংবেগ ও আকর্ষণ অনুভব করে তার মোড় ঘোরা সেই বিষয়ের দিকে যার দ্বারা সে পায় তার মহত্তর সত্তা। ভাবাবেগের দিক থেকে নিশ্চয় করে বলা যায় যে এই গতি প্রথম যে রূপ নেয় তা আরাধনার রূপ। সাধারণ ধর্মে এই আরাধনা বাহ্য পূজার রূপ নেয় আর তা থেকে গড়ে ওঠে বিধিসম্মত আনুষ্ঠানিক পূজার এক অতীব বাহ্য আকার। এই উপাদান সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় এইজন্য যে বেশীর ভাগ লোকই বাস করে তাদের স্থূল মনে, স্থূল প্রতীকের সাহায্য বিনা কিছু উপলব্ধি করতে অক্ষম, এবং স্থূল ক্রিয়ার শক্তির সাহায্য ছাড়া তারা যে কিছু অনুভব করছে তা বুঝতে অক্ষম। সাধনার পর্যায় সম্বন্ধে যে তান্ত্রিক ভাবনায় 'পশু'র যূথের পাশবিক বা অন্নময় সত্তার পথই তার সাধন পন্থার সর্বনিম্ন পর্যায় তার অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে নিছক অথবা প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক আরাধনাই এই মার্গের নিম্নতম অংশের প্রথম ধাপ। ইহা স্পষ্ট যে এমনকি আসল ধর্মও---আর যোগ তো ধর্মের অতিরিক্ত কিছু---আরম্ভ হয় কেবল তখনই যখন এই সম্পূর্ণ বাহ্য পূজার পিছনে এমন কিছু থাকে যা মনের মধ্যে বাস্তবিকই অনুভব করা হয়---কিছু অকৃত্রিম প্রপত্তি, ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রম অথবা আধ্যাত্মিক আস্পৃহা, আর বাহ্য পূজা তখন ইহার এক সহায়, এক বহিঃ-প্রকাশ, যেন এমন কিছু যা মাঝে মাঝে অথবা সততই ইহার কথা স্মরণ করিয়ে সাধারণ জীবনের নিবিষ্টতা থেকে মনকে ইহার দিকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। কিন্তু যতদিন ইহা আমাদের শ্রদ্ধা বা পূজার পাত্র পরম দেবতার ভাবনা মাত্র, ততদিন আমরা যোগের গোড়াতেও পৌছই নি। যেহেতু যোগের লক্ষ্য মিলন, সেহেতু ইহার আরম্ভও সর্বদা হওয়া চাই ভগবানের জন্য এষণা, কোনো প্রকার স্পর্শের, সামীপ্যের বা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা। আমাদের মধ্যে এরূপ ভাব এলে, আরাধনা সর্বদাই হ'য়ে ওঠে প্রধানতঃ আন্তর পূজা; আমরা শুরু করি নিজেদের তৈরী করতে ভগবানের মন্দির রূপে, আমাদের সব ভাবনা ও বেদনাকে আস্পৃহা ও এষণার সতত প্রার্থনায়, আমাদের সমস্ত জীবনকে এক বাহ্য সেবা ও পূজায়। এই পরিবর্তন, এই নতুন আত্মিক প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পায়, ভক্তের ধর্মও তেমন হ'য়ে ওঠে এক যোগ, এক বর্দ্ধিষ্ণু সংযোগ ও মিলন। অবশ্য এই জন্য যে বাহ্য পূজাকে বাদ দিতেই হবে তা নয়, তবে ইহা উত্তরোত্তর হয়ে উঠবে আন্তর ভক্তি ও আরাধনার স্থূল প্রকাশ অথবা বহিঃপ্রবাহ, অন্তঃপুরুষের তরঙ্গ নিজেকে বাহিরে প্রকট করছে কথায় ও সাংকেতিক ক্রিয়ায়।

আরাধনা যে গভীরতর ভক্তিযোগের এক অঙ্গে পরিণত হবে, প্রেম-পুষ্পের পাপড়িরূপে যে তাব অর্ঘ্য ও আত্ম-উন্নয়ন নিবেদন ক'রবে সূর্যের দিকে--তার পূর্বে যা দরকার তা হ'ল ইহা গভীর হ'লে তার সহিত আনা চাই আরাধনার পাত্র ভগবানের নিকট উত্তরোত্তর উৎসর্গ। আর এই উৎসর্গের এক অঙ্গ হওয়া চাই আত্ম-শুদ্ধি, যাতে যোগ্য হওয়া চাই দিব্য সংযোগের জন্য, অথবা আমাদের আন্তর সত্তার মন্দিরে ভগবানের প্রবেশের জন্য, অথবা হৃদয়-তীর্থে তার আত্ম-প্রকাশের জন্য। এই শুদ্ধি নৈতিক প্রকারের হ'তে পারে, কিন্তু উচিত ও নির্দোষ কাজের জন্য নীতিনিষ্ঠের যে প্রয়াস ইহা শুধু তা হবে না, অথবা এমনকি যখন আমরা যোগের অবস্থায় পৌছাই তখনো ইহা নিয়ম-নিষ্ঠ ধর্মে প্রকাশিত ভগবদ্-বিধানের প্রতি আনুগত্যও হবে না; পরন্তু ইহা এমন কিছু হবে যার অর্থ যা সব ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে অথবা আমাদের অন্তঃস্থ ভগবান সম্বন্ধে ভাবনার বিরোধী সেই সব কিছুরই অপনয়ন (katharsis)। প্রথমটির বেলায় ইহা অনুভব ও বহিঃকর্মের অভ্যাসে হ'য়ে ওঠে ভগবানের এক অনুকরণ, আর শেষেরটির বেলায় ইহা হয় আমাদের প্রকৃতিতে তাঁর সাদৃশ্যে উপচয়। আনুষ্ঠানিক পূজার সহিত আন্তর আরাধনার যে সম্বন্ধ, বাহ্য নৈতিক জীবনের সহিত ভগবদ্-সাদৃশ্যে উপচয়েরও সেই সম্বন্ধ। ইহার পরিণতি হ'ল ভগবানের সহিত সাদৃশ্যলাভের দ্বারা এক প্রকার মুক্তি,[১] আমাদের অপরা প্রকৃতি থেকে মুক্তি এবং দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তর।

উৎসর্গ পূর্ণ হ'লে ইহা হ'য়ে ওঠে ভগবানের প্রতি আমাদের সকল সত্তার এবং সেজন্য আমাদের সকল ভাবনা ও কর্মেরও নিয়োগ। এখানে এই যোগ তার মধ্যে নেয় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সার উপাদানগুলি, তবে তা নেয় তার আপন ধারায় ও তার আপন বিশেষ ভাবে। ইহা ভগবানের নিকট জীবন ও কর্মের যজ্ঞ, তবে দিব্যসংকল্পের দিকে নিজের সংকল্পকে ফেরানোর চেয়ে বরং ইহা বেশী হয় প্রেমের যজ্ঞ। ভগবানের কাছে ভক্ত নিবেদন করে তার জীবন ও সে যা কিছু সে সব এবং তার যা কিছু আছে সে সব এবং সে যা সব করে সে সবও। এই সমর্পণ বৈরাগ্যের আকার নিতে পারে; ইহা এইরূপ হয় যখন ভক্ত মানুষের সাধারণ জীবন ত্যাগ ক'রে সমস্ত দিন ব্যাপৃত থাকে শুধু প্রার্থনা ও স্তুতি ও পূজায়, অথবা আনন্দ-বিভোর ধ্যানে, ব্যক্তিগত সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ ক'রে সাধু বা ভিক্ষু হয় যার একমাত্র সম্পত্তি হ'ল ভগবান,

১ সাদৃশ্য-মুক্তি

জীবনের সকল কর্মই পরিহার করে, করে শুধু সেই সব কাজ যেগুলি ভগবানের সহিত মিলনের এবং অন্যান্য ভক্তের সহিত সম্মিলনের সহায় অথবা অন্তর্গত, আর না হয় বৈরাগ্যজীবনের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে বড়জোর জনসেবার সেই কার্যগুলি ক'রে যায় যেগুলি মনে হয় প্রেম, করুণা ও মঙ্গলের দিব্য প্রকৃতির বিশিষ্ট বহিঃপ্রবাহ। কিন্তু আরো ব্যাপ্ত আত্মোৎসর্গও আছে যা সকল সর্বাঙ্গীন যোগের সঠিক বিষয়; ইহাতে জীবনের পূর্ণতা ও সমগ্র জগৎকে স্বীকার করা হয় ভগবানের লীলারূপে এবং সেজন্য সমগ্র সত্তা নিবেদিত হয় তাঁর অধিকারে; নিজে যা সে সব এবং নিজের যা আছে সে সব ইহাতে ধারণ করা হয় শুধু ভগবানের সম্পত্তি ব'লে, আমাদের নিজেদের সম্পত্তি ব'লে নয়, এবং সকল কর্ম করা হয় তাঁর কাছে অর্ঘ্যরূপে। ইহার দ্বারা আসে আন্তর ও বাহ্য—এই দুই জীবনেরই সম্পূর্ণ ও সক্রিয় আত্মোৎসর্গ, অখণ্ড আত্মদান।

তাছাড়া আছে ভগবানের প্রতি সব ভাবনারও উৎসর্গ। ইহার প্রারম্ভে ইহা হ'ল আরাধনার বস্তুর উপর মন নিবদ্ধ করার প্রয়াস—কারণ স্বভাবতঃই মানুষের চঞ্চল মন অন্য সব বস্তু নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আর এমনকি উপরের দিকে পাঠানর সময়ও সর্বদাই বিক্ষিপ্ত হয় সংসারের টানে—যাতে পরিশেষে তার অভ্যাসই হয় তাঁকে ভাবা, আর অন্য সব কিছু তখন শুধু গৌণ এবং ভাবা হয় কেবল তাঁর সহিত সম্পর্কে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা করা হয় স্থূল মূর্তির সাহায্যে, অথবা আরো অন্তরঙ্গ ও লক্ষণীয় ভাবে কোনো মন্ত্র বা ভগবানের নামের সাহায্যে যার মাধ্যমে ভাগবত সত্তার উপলব্ধি আসে। ব্যবস্থাপকরা মনে করে যে মনের ভক্তির দ্বারা ভগবদ্-অন্বেষণের তিনটি পর্যায় : প্রথম হ'ল ভগবানের নাম, বিভিন্ন গুণ ও ইহাদের সহিত যুক্ত সব কিছুরই নিরন্তর শ্রবণ, দ্বিতীয় হ'ল ইহাদের বা ভাগবত সত্তা বা ভগবানের ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে সতত মনন, তৃতীয় হ'ল বিষয়ের উপর মনঃস্থির ও মনোনিবেশ করা; ইহার দ্বারা পাওয়া যায় পূর্ণ উপলব্ধি। আবার ইহার সঙ্গের অনুভব বা একাগ্রতা যখন অতীব প্রগাঢ় হয় তখন ইহাদের দ্বারা লাভ হয় সমাধি অর্থাৎ আনন্দবিভোর তন্ময়তা যাতে চেতনা চলে যায় সব বাহ্য বিষয় থেকে। কিন্তু বস্তুতঃ এই সব প্রাসঙ্গিক; একমাত্র সার বিষয় হল আরাধনার পাত্রের উপর মনের ভাবনার প্রগাঢ় অভিনিবেশ। যদিও মনে হয় যে ইহা জ্ঞানযোগের ধ্যানের অনুরূপ তবু আন্তরভাবে ইহা ভিন্নরূপ। ইহার প্রকৃত স্বরূপে ইহা কোনো শান্ত ধ্যান নয়, ইহা আনন্দবিভোর ধ্যান; ইহা ভগবানের সত্তার মধ্যে লীন হ'তে চায়

না, ইহা চায় ভগবানকে নিয়ে আসতে আমাদের নিজেদের মধ্যে, এবং নিজেদের হারিয়ে ফেলতে তাঁর সান্নিধ্যের অথবা অধিকারের গভীর রভসের মধ্যে; আর ইহার আনন্দ ঐক্যের শান্তি নয়, ইহার আনন্দ মিলনের রভস। এক্ষেত্রেও থাকতে পারে সেই বিভক্ত আত্মোৎসর্গ যার পরিণাম হ'ল জীবনের অন্য সকল ভাবনার বিসর্জন এই রভস লাভের জন্য যে রভস পরে নিত্য হয় ওপারের সব লোকে, আর না হয় থাকতে পারে সেই ব্যাপক আত্মোৎসর্গ যাতে সকল ভাবনাই ভগবদ্-পূর্ণ হয়, আর এমনকি জীবনের সব কাজকর্মের মধ্যেও প্রতি ভাবনা তাঁকেই স্মরণ করে। অন্য যোগের মতো, এই যোগেও সাধক ভগবানকে দেখতে পায় সর্বত্র এবং সকল কিছুতে এবং সে ভগবদ্-উপলব্ধি বর্ষণ করে তার সকল আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়ার মধ্যে। কিন্তু এই যোগে সকল কিছুরই অবলম্বন হ'ল ভাবগত মিলনের প্রধান শক্তি; কারণ প্রেমের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয় সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ও সম্পূর্ণ প্রাপ্তি, এবং ভাবনা ও ক্রিয়া হ'য়ে ওঠে চিৎ-পুরুষ ও ইহার বিভিন্ন অঙ্গের অধিকারী ভাগবত প্রেমের বিভিন্ন আকার ও সংকেত।

সাধারণতঃ এই ভাবেই যা প্রথমে হয়ত ভগবান সম্বন্ধে কোনো ভাবনার অস্পষ্ট অনুরাগ থাকে তা ভাগবত প্রেমের রঙ ও লক্ষণ নেয় এবং পরে যোগের পথে নেওয়া হ'লে ইহা রূপান্তরিত হয় ঐ প্রেমের আন্তর সত্যতা ও প্রগাঢ় অনুভূতিতে। কিন্তু আরো অন্তরঙ্গ যোগ আছে যাতে প্রথম থেকেই এই প্রেম থাকে আর যা সিদ্ধিলাভ করে শুধু তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার দ্বারা, অন্য কোনো প্রণালী বা পদ্ধতির সাহায্য বিনাই। বাকী সব আসে, কিন্তু তা আসে ইহার মধ্য থেকে, যেমন পাতা ও ফুল আসে বীজ থেকে; অন্য বিষয়গুলি প্রেমের বিকাশ ও সার্থকতা সাধনের উপায় নয়, বরং যে প্রেম ইতিপূর্বেই অন্তঃপুরুষের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তারই সব বিকিরণ ইহা। এই পথই অন্তঃপুরুষ অনুসরণ করে যখন সে—হয়ত মানুষের সাধারণ জীবনে ব্যস্ত থাকার সময়ই—পরম দেবতার বাঁশী শুনেছে গোপন বনদেশের কাছের আড়ালের পিছনে, সে আর তখন আত্মস্থ থাকে না, কোনো তৃপ্তি বা বিশ্রাম পায় না যতক্ষণ না সে দিব্য মুরলী বাদকের পিছনে ছুটে তাকে ধ'রে নিজের করে নেয়। পার্থিব বিষয় ফেলে যে হৃদয় ও অন্তঃপুরুষ ঘুরে দাঁড়ায় সকল সৌন্দর্য ও আনন্দের উৎসের দিকে তাদের মধ্যে স্বয়ং প্রেমের সামর্থ্য সারতঃ ইহাই। এই অন্বেষণের মধ্যে থাকে প্রেমের সকল রস ও প্রচণ্ড অনুরাগ, সকল ভাব ও অনুভূতি, আর এই প্রেম একাগ্র থাকে কামনার এক পরম বিষয়ে এবং মানুষী প্রেমের পক্ষে

সম্ভবপর তীব্রতার পরাকাষ্ঠা ছাড়িয়ে শতগুণ তীব্র ইহা। সমগ্র জীবনে আলোড়ন আসে, আসে অধরা দর্শনের দীপ্তি, হৃদয়ের কামনার একমাত্র বস্তুর প্রতি অতৃপ্ত আকুতি, এই একমাত্র নিবিষ্টতা থেকে যা কিছু অন্য দিকে টানে সে সবের প্রতি অধৈর্য, তাকে পাবার পথে সব বাধার জন্য তীব্র ব্যথা, একটিমাত্র রূপের মধ্যে সকল সৌন্দর্য ও আনন্দের পূর্ণ দর্শন। আর থাকে প্রেমের বিভিন্ন সকল ভাব, গভীর চিন্তা ও সমাপত্তির হর্ষ, সাক্ষাৎ লাভ ও কৃতার্থতা ও আলিঙ্গনের আনন্দ, বিরহের ব্যথা, প্রেমের কোপ, আকাঙ্ক্ষার অশ্রু, পুনর্মিলনের আরো বেশী আনন্দ। আন্তর চেতনার এই পরম কাব্যের দৃশ্যপট হ'ল হৃদয় কিন্তু এমন হৃদয় যা উত্তরোত্তর এক প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক পরিবর্তন লাভ করে আর হ'য়ে ওঠে চিৎ-পুরুষের আলো-করা বিকাশমান শতদল। আর ইহার চাওয়ার তীব্রতা যেমন মানুষের সাধারণ সব ভাবাবেগের সর্বোচ্চ সামর্থ্যের অতীত, তেমন আনন্দ ও অন্তিম রভস কল্পনাতীত ও বর্ণনাতীত। কারণ ইহা পরম দেবতার সেই আনন্দ যা মানববুদ্ধির অগম্য।

ভারতীয় ভক্তি এই ভাগবত প্রেমকে এমন সব শক্তিশালী রূপ, কবিত্বময় প্রতীক দিয়েছে যেগুলি ততটা প্রতীক নয়, যতটা সত্যের অন্তরঙ্গ প্রকাশ, কেননা এই সত্যকে অন্য রকমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইহা যে মানুষী সম্বন্ধ ব্যবহার করে ও দিব্য ব্যক্তি দেখে তা শুধু সংকেত হিসাবে নয়, ইহার কারণ এই যে মানবের অন্তঃপুরুষের সহিত পরম আনন্দ ও সৌন্দর্যের এমন সব দিব্য সম্বন্ধ আছে যে সবের অপূর্ণ কিন্তু তবু প্রকৃত জাতিরূপ হ'ল বিভিন্ন মানুষী সম্বন্ধ; এবং আরো কারণ এই যে ঐ আনন্দ ও সৌন্দর্য কোনো অগোচর দার্শনিক সত্তার আচ্ছিন্ন প্রত্যয় বা গুণ নয়, বরং পরমপুরুষের স্বকীয় দেহ ও রূপ। ইহা এক জীবন্ত পুরুষ যার জন্য ভক্তের অন্তঃপুরুষ সতৃষ্ণ; কারণ সকল জীবনের উৎস যে কোনো ভাবনা বা প্রতীতি বা অস্তিত্বের অবস্থা তা নয়, ইহা এক বাস্তব পুরুষ। সুতরাং দিব্য প্রেমাস্পদ লাভেই জীবের সকল জীবন পরিতৃপ্ত হয় এবং যে সব সম্বন্ধের দ্বারা সে তাঁকে পায় এবং যাদের মধ্যে সে নিজেকে প্রকাশ করে সে সব সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়; সেজন্যই আবার পরম প্রেমাস্পদকে খোঁজা যায় ঐ সব সম্বন্ধের যে কোনো একটির বা সকলগুলির দ্বারা, যদিও যেগুলি সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় হওয়া সম্ভব সেগুলির দ্বারাই সর্বদা তাঁকে সর্বাপেক্ষা আকুলভাবে সন্ধান করা হয় এবং অধিগত করা হয় গভীরতম রভসের সহিত। তাঁকে চাওয়া হয় অন্তরে হৃদয়ের মধ্যে পেতে এবং সেজন্য

সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে, অন্তঃপুরুষেরই মধ্যে সত্তার আন্তর-সমাহিত একাগ্রতার দ্বারা; কিন্তু তাঁকে আবার দেখা যায় ও ভালোবাসা যায় সর্বত্র, কারণ তিনি তার সত্তা ব্যক্ত করেন সর্বত্রই। অস্তিত্বের সকল সৌন্দর্য ও হর্ষকেই দেখা হয় তাঁরই হর্ষ ও আনন্দ ব'লে; চিৎ-পুরুষ তাঁকে আলিঙ্গন করে সকল সত্তার মধ্যে; আস্বাদিত প্রেমের রভস নিজেকে বাহিরে ঢেলে দেয় বিশ্বজনীন প্রেমে; সকল অস্তিত্ব হ'য়ে ওঠে ইহার আনন্দের বিকিরণ, আর এমনকি আকারেও ইহা রূপান্তরিত হয় এমন কিছুতে যা তার বাহ্য আকার থেকে ভিন্ন। স্বয়ং জগৎকেই অনুভব করা হয় দিব্য আনন্দের খেলা ব'লে, লীলা ব'লে আর যার মধ্যে জগৎ নিজেকে লীন করে তা হ'ল শাশ্বত মিলনানন্দের স্বর্গধাম।

৫ অধ্যায়

দিব্য ব্যক্তিসত্ত্ব

যে সমন্বয়ী যোগে জ্ঞান ও ভক্তিকে শুধু অন্তর্ভুক্ত করা নয়, তাদের মিলিয়ে এক করা হয় তাতে এখনই একটি প্রশ্নের উদয় হয়—এটি হ'ল দিব্য ব্যক্তি-সত্ত্বের দুরূহ ও ক্লান্তিকর প্রশ্ন। আধুনিক ভাবনার প্রবণতা হ'য়েছে ব্যক্তি-সত্ত্বকে ছোট করার দিকে ; অস্তিত্বের জটিল তথ্যরাজির পশ্চাতে ইহা দেখেছে শুধু এক মহতী নৈর্ব্যক্তিক শক্তি, এক দুর্জ্ঞেয় সম্ভূতি, আর তারও কাজ চলে বিভিন্ন নৈর্ব্যক্তিক শক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক বিধানের মাধ্যমে, আর ব্যক্তিসত্ত্ব উপস্থিত হয় এই নৈর্ব্যক্তিক গতির শুধু এক পরবর্তী, গৌণ, আংশিক ও স্বল্পস্থায়ী ঘটনা হিসাবে। যদি স্বীকারও করা যায় যে এই শক্তির চেতনা আছে তাহ'লেও ঐ চেতনা মনে হয় নৈর্ব্যক্তিক, অব্যাকৃত এবং আচ্ছিন্ন গুণ বা ক্রিয়াশক্তি ছাড়া স্বরূপতঃ সর্ববিষয়শূন্য। প্রাচীন ভারতীয় ভাবনার অধিকাংশ ধারাই সোপান শ্রেণীর সম্পূর্ণ অন্য প্রান্ত থেকে শুরু করে উপনীত হ'য়েছে ঐ একই সামান্য সিদ্ধান্তে। ইহাদের ধারণায় এক নৈর্ব্যক্তিক সন্মাত্রই মূল ও সনাতন সত্য ; ব্যক্তিসত্ত্ব শুধু এক ভ্রমাত্মক মায়া, অথবা বড় জোর এক মনের ব্যাপার।

অপর পক্ষে ভক্তিমার্গ অসম্ভব হয় যদি এ কথা স্বীকার না করা যায় যে ভগবানের ব্যক্তিসত্ত্ব এক সদ্‌বস্তু, এক বাস্তব সত্য, ইহা ভ্রমের আশ্রয়স্থল নয়। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ না থাকলে প্রেম সম্ভব হয় না। যদি আমাদের ব্যক্তিসত্ত্ব ভ্রম হয় আর যদি আমাদের আরাধ্য পরম ব্যক্তিসত্ত্বও হয় শুধু ভ্রমের এক প্রধান দিক, আর যদি আমরা তা বিশ্বাস করি, তা হ'লে এখনই প্রেম ও আরাধনার বিনাশ আবশ্যক, অথবা তা শুধু থাকতে পারে হৃদয়ের অযৌক্তিক তীব্র অনুরাগের মধ্যে যা তার প্রবল জীবন-স্পন্দনের দ্বারা অস্বীকার করে যুক্তিবুদ্ধির স্পষ্ট ও শুষ্ক সত্য সমূহ। যা আমাদের মনের ছায়া অথবা এক উজ্জ্বল বিশ্বঘটনা এবং সত্যের দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হয় তাকে ভালোবাসা ও পূজা করা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-প্রতারণার ভিত্তির উপর মুক্তির পথ রচনা সম্ভব নয়। অবশ্য ভক্ত বুদ্ধির এই সব সংশয়কে তার পথে আসতে দেয় না ; সে পায় তার হৃদয়ের দৈব বাণী, আর এইগুলিই তার পক্ষে পর্যাপ্ত। কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের কর্তব্য সনাতন ও চরম সত্য জানা,

শেষ অবধি ছায়ার আনন্দের মধ্যে পড়ে না থাকা। যদি নৈর্ব্যক্তিক একমাত্র স্থায়ী সত্য হয়, তাহ'লে কোনো দৃঢ় সমন্বয় সম্ভবপর হয় না। বড় জোর সে দিব্য ব্যক্তি-সত্ত্বকে নিতে পারে প্রতীক হিসাবে, এক শক্তিশালী ও কার্যকরী কল্পনা হিসাবে, কিন্তু পরিশেষে তার করণীয় হবে ইহাকে অতিক্রম ক'রে ভক্তি ত্যাগ করা একমাত্র চরম জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে। অলক্ষণ সদ্-বস্তুতে উপনীত হ'তে হলে তার করণীয় হবে সত্তাকে রিক্ত করা তার সকল প্রতীক,ইষ্টার্থ, আধেয় ফেলে দিয়ে।

কিন্তু আমরা বলেছি যে আমাদের মন যেমন বোঝে, ব্যক্তিসত্ত্ব ও নৈর্ব্যক্তিকত্ব শুধু ভগবানের বিভিন্ন বিভাব এবং উভয়ই বিদ্যমান তাঁর সত্তার মধ্যে; ইহারা একই বিষয়, কিন্তু আমরা ইহাকে দেখি দুই বিপরীত দিক থেকে এবং তার মধ্যে প্রবেশ করি দুই বিভিন্ন দুয়ার দিয়ে। যখন আমরা চলি ভক্তির টান ও প্রেমের বোধি অনুযায়ী, তখন ধীশক্তি যে সব সংশয়ের দ্বারা আমাদের কষ্ট দিতে চায় অথবা আমাদের অনুসরণ করতে চায় দিব্য মিলনের হর্ষের মধ্যে, সেই সব সংশয় থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে আমাদের কর্তব্য হবে এই বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে দেখা। অবশ্য ঐ হর্ষ থেকে তারা খসে পড়ে, কিন্তু যদি আমরা আক্রান্ত থাকি দার্শনিক মনের অতীব গুরুভারে, তাহ'লে ইহারা আমাদের সঙ্গে যেতে পারে উহার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত। সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব এই সব থেকে নিজেদের মুক্ত করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ, আর তার উপায় হ'ল, বুদ্ধি, যুক্তিনিষ্ঠ দার্শনিক মন সত্যের দিকে যে বিশিষ্ট ধারায় অগ্রসর হয় সে বিষয়ে তাদের সব সীমা উপলব্ধি করা, এবং সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিরও সব সীমা উপলব্ধি করা যে যাত্রা শুরু করে বুদ্ধির মাধ্যমে অগ্রসরের পথ থেকে এই দেখতে যে সর্বোচ্চ ও বিশালতম আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমগ্র অখণ্ডতা হবার প্রয়োজন ইহার নেই। আধ্যাত্মিক বোধি সর্বদাই বিবেকী যুক্তিবুদ্ধি অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতির্ময় দিশারী, আর আধ্যাত্মিক বোধির নির্দেশ আমরা যে শুধু যুক্তিবুদ্ধির মাধ্যমে পাই তা নয়, আমরা তা পাই আমাদের সত্তার অন্যান্য অংশেরও মাধ্যমে, হৃদয় ও প্রাণেরও মাধ্যমে। সুতরাং সম্যক্ জ্ঞান এমন কিছু হবে যা এইসব বিবেচনা ক'রে তাদের বিবিধ সত্যগুলি মিলিয়ে এক করে। ধীশক্তি নিজেই আরো গভীর ভাবে তৃপ্ত হবে যদি ইহা শুধু নিজের তথ্যসমূহেই নিবদ্ধ না থেকে হৃদয় ও প্রাণেরও সত্য গ্রহণ করে এবং তাদের দেয় তাদের একান্ত আধ্যাত্মিক মূল্য।

দার্শনিক বুদ্ধির স্বভাব হ'ল ভাবনার মধ্যে বিচরণ করা এবং এই সবকে তাদের নিজস্ব এমন এক প্রকার আচ্ছিন্ন সত্যতা দেওয়া যা আমাদের জীবন ও ব্যক্তিগত চেতনার সহিত সংশ্লিষ্ট ইহাদের সকল মূর্ত প্রতিরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন। ইহার প্রবৃত্তি হ'ল এই সব প্রতিরূপকে তাদের রিক্ততম ও সর্বাপেক্ষা সাধারণ সংজ্ঞায় পরিণত করা এবং সম্ভব হ'লে এমন কি এই গুলিকেও পরিণত করা কোনো অন্তিম আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ে। শুদ্ধ বুদ্ধির গতি জীবন থেকে দূরে ভিন্নমুখী। বিষয়সমূহের বিচারের কাজে ইহার প্রয়াস হ'ল আমাদের ব্যক্তিভাবনার উপর তাদের প্রভাব থেকে সরে গিয়ে তাদের পশ্চাতে যা কিছু সাধারণ ও নৈর্ব্যক্তিক সত্য আছে তাতে উপনীত হওয়া; এই সত্যকেই সত্তার একমাত্র আসল সত্য ব'লে, অন্ততঃ সদ্-বস্তুর একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী সামর্থ্য ব'লে গণ্য করতেই ইহা প্রবণ। সেজন্য ইহা স্বভাববশতঃই চরম সীমায় একান্ত নৈর্ব্যক্তিকত্বে ও একান্ত আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ে পরিণত হ'তে বাধ্য। এইখানেই প্রাচীন দর্শনসমূহের সমাপ্তি। ইহারা সব কিছুকেই পরিণত করেছিল তিনটি আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ে--সত্তার সৎ, চিৎ ও আনন্দে, আর তাদের প্রবণতা হ'ল এই তিনটির মধ্যে যে দুটিকে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা আচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল মনে হ'ত সে দুটিকে বর্জন করা এবং সকল কিছুকেই নিক্ষেপ করা এক শুদ্ধ অলক্ষণ সন্মাত্রের মধ্যে যা থেকে সত্তার একমাত্র অনন্ত ও কালাতীত তথ্য ছাড়া অন্য সব কিছুই--সকল রূপ, সকল ইষ্টার্থ পরিত্যক্ত হ'য়েছে। কিন্তু বুদ্ধির পক্ষে আরো একটি পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব ছিল, আর তা নেওয়া হ'য়েছিল বৌদ্ধদর্শনে। ইহা দেখল যে এমনকি সন্মাত্রের এই সর্বশেষ তথ্যটিও শুধু এক প্রতিরূপ; উহাকেও বিয়োগ ক'রে ইহা পৌঁছল এক অনন্ত শূন্যে যা হয়ত এক রিক্ততা অথবা এক শাশ্বত অনির্বচনীয়।

আমরা যেমন জানি, হৃদয় ও প্রাণের বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা আচ্ছিন্ন প্রত্যয় নিয়ে থাকতে পারে না; তারা তাদের তৃপ্তি পেতে পারে শুধু সেই সব বিষয়ে যেগুলি মূর্ত অথবা গ্রাহ্য করা যায়; কি ভৌতিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক ভাবে, তাদের লক্ষ্য এমন কিছু নয় যা তারা বুদ্ধিগত বিয়োজনের দ্বারা বিচার ক'রে পেতে চায়; তারা চায় ইহার এক জীবন্ত সম্ভূতি অথবা তাদের লক্ষ্যের এক সচেতন প্রাপ্তি ও হর্ষ। আচ্ছিন্ন মনের অথবা নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্বের তৃপ্তিতে যে তারা সাড়া দেয় তা-ও নয়, তারা সাড়া দেয় আমাদের অন্তঃস্থ এক পুরুষের এক চিন্ময় ব্যক্তির হর্ষে ও সক্রিয়তায়; এই পুরুষ সান্ত বা অনন্ত যাই হ'ন না কেন, তাঁর কাছে তাঁর অস্তিত্বের বিভিন্ন আনন্দ ও সামর্থ্য

এক সদ্-বস্তু। সুতরাং যখন হৃদয় ও প্রাণ ফেরে সর্বোত্তম ও অনন্তের অভিমুখে, তখন তারা কোনো আচ্ছিন্ন অস্তিত্বে বা অনস্তিত্বে, সৎ, কিম্বা নির্বাণে উপনীত হয় না, তারা উপনীত হয় এক সৎপুরুষে, শুধু এক চেতনায় নয়, বরং এক চিন্ময় পুরুষে, চৈতন্য পুরুষে, শুধু যে 'অস্তি'র কেবল এক নৈর্ব্যক্তিক আনন্দে তা নয়, বরং আনন্দের এক অনন্ত "অহমস্মি"তে, এক আনন্দময় পুরুষে; আবার তারা যে তার চেতনা ও আনন্দকে এক অলক্ষণ সন্মাত্রের মধ্যে নিমজ্জিত ও বিলীন করবে তা-ও নয়, বরং তারা দাবী করবে একের মধ্যে সকল তিনটিই পেতে, কারণ অস্তিত্বের আনন্দই তাদের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য, আর চেতনা না থাকলে, আনন্দলাভও সম্ভব নয়। ভারতের প্রগাঢ়তম প্রেম-ধর্মের পরম বিগ্রহের, সর্বানন্দ, সর্বসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য ইহাই।

বুদ্ধিও এই ধারা অনুযায়ী যেতে পারে, কিন্তু তখন আর ইহা শুদ্ধ ধীশক্তি থাকে না; ইহা তার সাহায্যে তার কল্পনাশক্তিকে ডাকে, আর হ'য়ে ওঠে মূর্তি নির্মাতা, প্রতীক ও মূল্যের স্রষ্টা, আধ্যাত্মিক শিল্পী ও কবি। সেজন্য কঠোরতম বুদ্ধিপর দর্শন সগুণ, দিব্য ব্যক্তি স্বীকার করে—শুধু পরম বিশ্ব-প্রতীক হিসাবে; ইহা বলে, ইহাকে ছাড়িয়ে সদ্-বস্তুতে যাও, তুমি শেষে উপনীত হবে নির্গুণে, শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকে। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শন বলে, সগুণই শ্রেষ্ঠ; হয়ত ইহা বলবে, যা নৈর্ব্যক্তিক তা তাঁর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উপাদান, পদার্থ যা থেকে সে ব্যক্ত করে তার সত্তা, চেতনা ও আনন্দের বিভিন্ন সামর্থ্য, সেই সব যা তাঁকে প্রকাশ করে; নৈর্ব্যক্তিক হ'ল শুধু সেই আপতিক অসদর্থক যার মধ্য থেকে তিনি বিকীর্ণ করেন তার ব্যক্তিসত্ত্বের নিত্য সদর্থকের সব কালগত বিকার। স্পষ্টতঃই এখানে দুইটি সহজাত বৃত্তি আছে, অথবা যদি আমরা ধীশক্তির বেলায় এই পদটি প্রয়োগ করতে ইতস্ততঃ করি, তা হ'লে বলা যায় আমাদের সত্তার দুইটি অন্তর্জাত সামর্থ্য আছে যারা একই সদ্বস্তুর সহিত ব্যবহার করে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ধারায়।

এই যে ধীশক্তির সব ভাবনা, ইহার বিচার বিবেচনা, এবং হৃদয় ও জীবনের বিভিন্ন আস্পৃহা ও তাদের আসন্ন ভাবগুলি এই উভয়েরই পশ্চাতে বিভিন্ন সদ্বস্তু আছে আর উহারা এই সদ্বস্তুতে উপনীত হবার উপায়। উভয়েরই সত্যতার সমর্থনে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আছে; যে বিষয়ের জন্য তাদের অন্বেষণ তাদের দিব্য অনপেক্ষ তত্ত্বে উভয়ই উপনীত হয়। কিন্তু তবু প্রত্যেকেরই প্রবণতা হল—যদি ইহাকে অতিমাত্রায় আত্যন্তিকভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়—তার নিজের অন্তর্জাত গুণ ও বিশিষ্ট উপায়ের সব সংকীর্ণতার

দ্বারা ব্যাহত হওয়া। আমাদের পার্থিব জীবনধারায় আমরা ইহাই দেখি; এখানে হৃদয় ও প্রাণকে আত্যন্তিকভাবে অনুসরণ করা হ'লে কোনো জ্যোতির্ময় ফল লাভ হয় না, আবার আত্যন্তিক বুদ্ধিপরায়ণতাও হ'য়ে ওঠে দূরবর্তী, আচ্ছিন্ন ও অশক্ত, অথবা এক নিষ্ফল সমালোচক বা শুষ্ক যন্ত্রকার। তাদের পর্যাপ্ত সামঞ্জস্য ও সমুচিত সমন্বয়সাধন আমাদের মনোবিদ্যা ও আমাদের ক্রিয়ার অন্যতম দুরূহ সমস্যা।

সমন্বয় আনার সামর্থ্য আছে তাদের ঊর্ধ্বে, বোধিতে। কিন্তু এক বোধি আছে যা ধীশক্তির অনুবর্তী, এবং এক বোধি আছে যা হৃদয় ও প্রাণের অনুবর্তী, আর যদি আমরা ইহাদের কোনো একটিকে আত্যন্তিক ভাবে অনুসরণ করি, আমরা পূর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর হব না; অন্যান্য অন্তর্দৃষ্টি সামর্থ্য যা করতে চায়, আমরা শুধু তা-ই করি অর্থাৎ বিষয়গুলিকে আমাদের কাছে আরো অন্তরঙ্গভাবে বাস্তব করি, কিন্তু তবু তা করি পৃথকভাবে। কিন্তু এই যে সত্য যে বোধি নিরপেক্ষভাবে আমাদের সত্তার সকল অংশেরই সহায় হয়---কারণ এমনকি দেহেরও নিজস্ব সব বোধি আছে---তা থেকে বোঝা যায় যে বোধি আত্যন্তিক নয়, বরং ইহা এক অখণ্ড সত্য আবিষ্কর্তা। আমাদের কর্তব্য আমাদের সমগ্র সত্তার বোধিকে পরীক্ষা করা---শুধু যে পৃথকভাবে তার প্রতি অংশে অথবা তাদের বিভিন্ন প্রাপ্তির যোগফলে তা নয়, বরং এই সব অবর করণের উজানে, এমনকি ইহাদের প্রাথমিক আধ্যাত্মিক প্রতিরূপেরও উজানে, বোধির স্বধামে উঠে যা অনন্ত ও অসীম সত্যের স্বধাম, "ঋতস্য স্বে দমে" যেখানে সকল অস্তিত্ব ইহার ঐক্য আবিষ্কার করে। ইহাই প্রাচীন বেদের সেই বাণীর তাৎপর্য---"ঋতেন ঋতম্ অপিহিতং ধ্রুবং * * * দশ শতা সহ তস্থুঃ তদ্ একম্" (ঋগ্বেদ---৫।৬২।১)---"সত্যের দ্বারা আবৃত একটি ধ্রুব সত্য আছে (অর্থাৎ নিত্যসত্যকে আবৃত ক'রে আছে এই অন্য সত্য যার এই সব অবর বোধি আমরা পাই); সেখানে আলোকের দশ শত রশ্মি একত্র অবস্থিত; উহাই একম্।"

আধ্যাত্মিক বোধি সর্বদাই সত্যের সন্ধান পায়; ইহা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জ্যোতির্ময় অগ্রদূত, আর না হয় ইহার উদ্ভাসক আলোক; ইহা তা-ই দেখে যার সন্ধানের জন্য আমাদের সত্তার অন্যান্য সামর্থ্যগুলি প্রয়াসী; বুদ্ধির বিভিন্ন আচ্ছিন্ন প্রতিরূপ এবং হৃদয় ও প্রাণের বিভিন্ন প্রাতিভাসিক প্রতিরূপের যে ধ্রুব সত্য তা-ই ইহা পায়, এই সত্য নিজে দূরবর্তীভাবেও আচ্ছিন্ন নয়, অথবা বাহ্যভাবে মূর্ত নয়, বরং অন্য এমন কিছু যার সম্বন্ধে বলা যায় যে আমাদের

কাছে ইহার যে মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি তার শুধু দুই পক্ষ ইহারা। যখন আমাদের অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন অঙ্গ আর নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে না, বরং উর্ধ্ব থেকে আলোকিত হয়, তখন ইহার বোধি যা উপলব্ধি করে তা এই যে আমাদের সত্তার সমগ্র পেতে চায় সেই এক সদ্‌বস্তু। নৈর্ব্যক্তিক এক সত্য, পুরুষবিধও এক সত্য; ইহারা একই সত্য, তবে দেখা হ'য়েছে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সক্রিয়তার দুই দিক থেকে; ইহাদের কোনোটিই একলা পরম সদ্‌বস্তুর পূর্ণ বিবরণ দেয় না অথচ ইহাদের প্রত্যেকটিরই সাহায্যে আমরা অগ্রসর হতে পারি ইহার দিকে।

এক দিক থেকে দেখলে মনে হবে, যেন এক নৈর্ব্যক্তিক মনন কর্মরত যে তার ক্রিয়ার সুবিধার জন্য সৃষ্টি করেছে এক মিথ্যা চিন্তক, এক নৈর্ব্যক্তিক সামর্থ্য কর্মরত যে সৃষ্টি করে এক মিথ্যা কর্তা, এক নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব কর্মরত যা এমন এক পুরুষবিধ সত্তার মিথ্যা ব্যবহার করে যার সচেতন ব্যক্তিসত্ত্ব ও ব্যক্তিগত আনন্দ আছে। অন্য দিক থেকে দেখলে, এক চিন্তকই নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন চিন্তায় যেগুলি সে না থাকলে থাকতে পারত না, আর আমাদের চিন্তার সামান্য প্রতীতি চিন্তকের প্রকৃতির সামর্থ্যের প্রতীকমাত্র; ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন সংকল্প ও সামর্থ্য ও শক্তির দ্বারা; সৎপুরুষই নিজেকে প্রসারিত করেন তাঁর অস্তিত্ব, চেতনা ও আনন্দের সকল রূপে—অখণ্ড ও আংশিক, সরল, বিপরীত ও বিকৃত, আর এই সব বিষয় সম্বন্ধে আমাদের আচ্ছিন্ন সামান্য প্রতীতি হ'ল তাঁর সত্তার প্রকৃতির ত্রিবিধ সামর্থ্যের শুধু এক বুদ্ধিগত প্রতিরূপ। তখন বিপরীতভাবে মনে হবে যে সকল নৈর্ব্যক্তিকত্ব এক মিথ্যা, আর অস্তিত্ব তার প্রতি গতিতে ও প্রতি কণাতে সেই এক অথচ অগণিত ব্যক্তিসত্ত্বের, অনন্ত পরম দেবতার, আত্ম-বিৎ ও আত্ম-বিকাশমান পুরুষের প্রাণ, চেতনা, সামর্থ্য ও আনন্দ বৈ আর কিছু নয়। দুইটি দৃষ্টিই সত্য, শুধু এই ছাড়া যে মিথ্যার যে ভাবনা আমাদের বুদ্ধিগত প্রণালী থেকে ধার নেওয়া হ'য়েছে তাকে নির্বাসন দিতে হবে, আর প্রত্যেক দৃষ্টিকেই দিতে হবে তার উপযুক্ত যথার্থতা। পূর্ণ যোগের সাধককে এই আলোকে দেখতে হবে যে এই উভয় প্রণালীতেই সে পৌঁছতে পারে সেই একই অভিন্ন সদ্‌বস্তুতে, হয় পরপর, নয় একসাথে—যেন এমন দুইটি সংযুক্ত চাকার উপর যে দুটি চলে সমান্তরাল রেখায় তবে এমন সমান্তরাল রেখা যা বুদ্ধিপর তর্কশাস্ত্র অগ্রাহ্য ক'রে মেশে অনন্তের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধে তাদের আপন আন্তর সত্য অনুযায়ী।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের দেখতে হবে ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্বের দিকে। যখন আমরা ব্যক্তিসত্ত্বের কথা বলি, তখন আমরা প্রথমে ইহার দ্বারা এমন কিছু বুঝি যা সীমিত, বাহ্য ও বিভক্ত, আর পুরুষবিধ ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা হ'য়ে ওঠে এই একই অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। আমাদের কাছে আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বের অর্থ প্রথমে এই যে ইহা এক পৃথক প্রাণী, এক সীমাবদ্ধ মন, দেহ, চরিত্র, আর আমরা যে ব্যক্তি তা ইহাকেই মনে করি, এক স্থির পরিমাণ; কারণ যদিও বস্তুতঃ ইহা সর্বদাই পরিবর্তিত হ'চ্ছে, তবু স্থায়িত্বের এমন যথেষ্ট উপাদান থাকে যাতে এই স্থিরতার ধারণা সম্বন্ধে এক প্রকার ব্যবহারিক সঙ্গত সমর্থন পাওয়া যায়। আমরা মনে করি ভগবান এইরূপ এক ব্যক্তি, শুধু তাঁর দেহ নেই, তিনিও অন্যদের থেকে ভিন্ন এক পৃথক ব্যক্তি, তাঁর মন ও চরিত্র আছে আর ইহারা কতকগুলি গুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রথমে আমাদের অলংকৃত ধারণায় এই দেবতা অতীব অস্থির, চপল ও খেয়ালী, আমাদের মানুষী চরিত্রের এক বড় সংস্করণ; কিন্তু পরে আমরা মনে করি যে ভগবানের ব্যক্তিসত্ত্বের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্থির পরিমাণের এবং আমরা তাঁতে শুধু সেই সব গুণ আরোপ করি যেগুলিকে আমরা মনে করি দিব্য ও আদর্শ, আর অন্য সব গুণ বাদ দেওয়া হয়। এই সংকীর্ণতার দরুণ আমরা বাকী সবের জন্য বাধ্য হ'য়ে এক সয়তানকে দায়ী করি, আর না হয় যা সবকে আমরা অশুভ মনে করি সে সবের জন্য বলি যে মানুষেরই আদি সামর্থ্য আছে তাদের সৃষ্টি করার ও ইহাই তাদের কারণ, আর না হয়, যখন দেখি যে এই যুক্তিও ঠিক চলে না তখন আমরা প্রকৃতি নাম দিয়ে এক শক্তি খাড়া করি এবং যে সব হীন গুণ ও রাশি রাশি কর্মের জন্য ভগবানকে দায়ী করতে চাই না সে সব আরোপ করি এই শক্তিতে আরো উচ্চস্তরে, ভগবানে মন ও চরিত্রের আরোপ আরো কম মানুষী ধরণের হয়ে ওঠে, আমরা মনে করি তিনি এক অনন্ত চিৎ-পুরুষ, তবু এক পৃথক ব্যক্তি, এক চিৎ-পুরুষ আর তিনি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট গুণ বিশিষ্ট। ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্ব, পুরুষবিধ ভগবান সম্বন্ধে এই সব ভাবনা ভাবা হয়, আর বিভিন্ন ধর্মে এই সব ভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এই সব এক আদি নরত্বারোপবাদ যার পরিণতি হ'ল ভগবান সম্বন্ধে এক বুদ্ধিপর ধারণা আর জগৎকে আমরা যেমন দেখি তাতে তার বাস্তবতার সহিত ইহার বৈষম্য অত্যন্ত বেশী। দার্শনিক ও সন্দিগ্ধ মন যে এই সবকে বুদ্ধির যুক্তিতে সহজেই

ধ্বংস করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই--ইহার যুক্তিধারায় পুরুষবিধ ভগবান অস্বীকার করা হয়, স্বীকার করা হয় এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বা সম্ভূতি, অথবা স্বীকার করা হয় এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, বা অনির্বচনীয় অসৎ, আর বলা হয় যে বাকী সব শুধু মায়ার প্রতীক অথবা কালচেতনার প্রাতিভাসিক সত্য। কিন্তু এই সব শুধু একেশ্বরবাদের ভিন্ন রূপ। বহুদেববাদী ধর্মগুলি যারা হয়ত কম উন্নত কিন্তু আরো ব্যাপক এবং বিশ্বজীবনের প্রতি প্রত্যুত্তরে আরো সংবেদনশীল অনুভব করেছে যে বিশ্বের মধ্যে সকল কিছুরই উৎপত্তির কারণ এক দেবতা; সেজন্য তারা ভেবেছিল যে দিব্য ব্যক্তিসত্ত্ব অর্থাৎ দেবতা বর্তমান, আর ইহার সহিত এক অস্পষ্ট বোধ ছিল যে তাদের পশ্চাতে এক অনির্দেশ্য ভগবান বর্তমান, তবে বিভিন্ন পুরুষবিধ দেবতার সহিত তাঁর সব সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। আর ইহাদের অপেক্ষাকৃত জনসাধারণে প্রচলিত বাহ্যরূপগুলিতে এই দেবতারা ছিল অমার্জিত মানুষী ধরণের; কিন্তু যেখানে আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের আন্তর অর্থ আরো স্বচ্ছ হ'য়ে উঠল, সেখানে বিভিন্ন দেবতাদের মনে করা হল একই ভগবানের বিভিন্ন ব্যক্তিসত্ত্বের রূপ--ইহাই প্রাচীন বেদের ঘোষিত বাণী। এই ভগবান হ'তে পারেন এক পরম পুরুষ যিনি নিজেকে প্রকট করেন নানাবিধ দিব্য ব্যক্তিসত্ত্বে, অথবা তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক সন্মাত্র যা মানবমনকে দেখা দেয় এই সব বিভিন্ন রূপে; অথবা, বুদ্ধির দ্বারা ইহাদের মধ্যে কোনো সমন্বয়সাধনের চেষ্টা না ক'রে দুইটি মতকেই এক সাথে স্বীকার করা যায়, কারণ দুইটিই আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সত্য ব'লে উপলব্ধ হ'য়েছিল।

ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে এই সব ধারণাকে আমরা যদি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করি, তাহ'লে আমাদের প্রবণতা অনুযায়ী আমরা বলতে চাইব যে ইহারা কল্পনার সৃষ্টি, অথবা মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক, অন্ততঃপক্ষে যে বিষয়টি আদৌ এই সব নয় বরং সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক তার প্রতি আমাদের সংবেদনশীল ব্যক্তিসত্ত্বের প্রতিক্রিয়া। আমরা বলতে পারি যে বস্তুতঃ উহা (তৎ) আমাদের মানবত্ব ও আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সেজন্য ইহার সহিত সম্পর্কে আসার জন্য আমরা ভিতরের টানে বাধ্য হই এই সব মানবীয় কল্পিতকথা ও এই সব পুরুষবিধ প্রতীক স্থাপন ক'রতে, তবে যদি আমরা ইহাকে আরো নিকটে পাই। কিন্তু আমাদের বিচার করা চাই আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা এবং এক সমগ্র আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে

আমরা দেখতে পাব যে এই সব বিষয় কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা বা প্রতীক নয়, বরং ভাগবত সত্তার স্বরূপেরই বিভিন্ন সত্য, যেগুলি সম্বন্ধে আমাদের চিত্র যতই অপূর্ণ হ'ক না কেন। এমনকি আমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক ভাবনা একান্তই প্রমাদ নয়, ইহা শুধু এক অসম্পূর্ণ ও অগভীর দৃষ্টি যা বহু মানসিক প্রমাদে সমাকীর্ণ। মহত্তর আত্মজ্ঞানে আমরা জানি যে প্রথমে আমাদের সম্বন্ধে যা মনে হয় যে আমরা রূপ, বিভিন্ন সামর্থ্য, ধর্ম, গুণের এক বিশেষ গঠন যার সহিত এক সচেতন "আমি" নিজেকে অভিন্ন বোধ করে তা আমরা মূলতঃ নই। ঐ বিশেষ গঠন হ'ল আমাদের সক্রিয় চেতনার উপরিভাগে আমাদের আংশিক সত্তার শুধু এক সাময়িক ঘটনা, কিন্তু তবু ইহা এক ঘটনা। আমরা দেখি যে অন্তরে এক অনন্ত সত্তা বিদ্যমান যা সকল গুণের, অনন্ত গুণের যোগ্যতাসম্পন্ন, আর এই সব গুণকে মেশানো যায় সম্ভবপর যে কোনো সংখ্যক প্রকারে, আর প্রতি মিশ্রণই আমাদের সত্তার এক প্রকাশ। কারণ এই সব ব্যক্তিসত্ত্ব হ'ল এক ব্যক্তির অর্থাৎ নিজের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সচেতন এক পুরুষের আত্ম-অভিব্যক্তি।

কিন্তু আমরা ইহাও দেখি যে এই পুরুষ যেন অনন্তগুণসম্পন্নও নয়, বরং তার জটিল সত্যতার এমন এক পাদ তার আছে যাতে সে যেন গুণ থেকে সরে দাঁড়িয়ে হয়ে ওঠে এক অনির্দেশ্য চিন্ময় সন্মাত্র, "অনির্দেশ্যম্"। এমন কি মনে হয় চেতনাও প্রত্যাহৃত হয়, আর বাকী থাকে শুধু এক কালাতীত শুদ্ধ সন্মাত্র। আবার এমন কি আমাদের সত্তার এই শুদ্ধ আত্মাকে এক বিশেষ স্তরে মনে হয় যে ইহা নিজের আপন সত্যতা অস্বীকার করে অথবা ইহা এক অনাত্ম,[১] অপ্রতিষ্ঠ অজ্ঞেয় থেকে পুরঃক্ষেপ যার সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা সম্ভব যে ইহা হয় এক নির্ণাম কিছু অথবা শূন্য। আর যখন এইটির উপর আত্যন্তিকভাবে নিবিষ্ট হই এবং ইহা নিজের মধ্যে যা সব প্রত্যাহার করেছে তা ভুলে যাই, কেবল তখনই আমরা বলি যে শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকত্ব বা রিক্ত শূন্যই শ্রেষ্ঠ সত্য। কিন্তু আরো এক সম্যক্ দর্শনে আমরা দেখি যে ব্যক্তি, ও ব্যক্তিসত্ত্ব এবং যা সব ইহা ব্যক্ত করেছে—ইহাই নিজেকে এই ভাবে পরিণত করেছে নিজের অব্যক্ত অনপেক্ষ তত্ত্বে। আর যদি আমরা আমাদের যুক্তিমানসের সহিত আমাদের হৃদয়কেও ঊর্ধ্বে নিয়ে যাই সর্বোত্তমে, তাহ'লে আমরা দেখতে পাব যে আমরা ইহাতে

১ অনাত্ম্যম্ অনিলয়নম—তৈত্তিরীয় উপনিষদ।

উপনীত হ'তে পারি যেমন অনপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকত্বের মাধ্যমে তেমন অনপেক্ষ ব্যক্তিরও মাধ্যমে। কিন্তু এই সব আত্মজ্ঞান হ'ল-- ভগবান তাঁর বিশ্বভাবে যে অনুরূপ সত্য ধারণ করেন তারই শুধু জাতিরূপ আমাদের মধ্যে। এখানেও আমরা তাঁর দেখা পাই ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্বের বিবিধ রূপে,-- গুণের বিভিন্ন ব্যাকৃতিতে যেগুলি আমাদের কাছে নানাভাবে তাঁকে ব্যক্ত করে তাঁর প্রকৃতিতে; অনন্ত গুণে; ভাগবত ব্যক্তিতে যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন অনন্তগুণে; অনপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকত্বে, অনপেক্ষ সন্মাত্রে অথবা অনপেক্ষ অসতে, অথচ ইহা হ'ল--এই যে ভাগবত ব্যক্তি, এই যে চিন্ময়-পুরুষ আমাদের মধ্য দিয়ে, বিশ্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকট করেন সকল সময়ই তাঁরই অব্যক্ত অনপেক্ষ তত্ত্ব।

এমনকি বিশ্বলোকের উপরেও আমরা সর্বদাই ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এই দুই ভাবেই। আমরা চিন্তা, অনুভব ক'রতে পারি ও বলতেও পারি যে ভগবান সত্য, ন্যায়বিচার, নীতিনিষ্ঠা, সামর্থ্য, প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য; আমরা তাঁকে দেখতে পারি বিশ্বশক্তিরূপে অথবা বিশ্বচেতনারূপে। কিন্তু ইহা শুধু অনুভূতির আচ্ছিন্ন প্রণালী। যেমন আমরা নিজেরা শুধু কতকগুলি বিভিন্ন গুণ বা সামর্থ্য নই, অথবা এক মনস্তাত্ত্বিক পরিমাণ নই, বরং এক পুরুষ, এক ব্যক্তি যে ঐভাবে তার প্রকৃতি প্রকাশ করে, তেমন ভগবানও এক ব্যক্তি, এক চিন্ময় পুরুষ যিনি ঐভাবে তাঁর প্রকৃতি প্রকাশ করেন আমাদের কাছে। আর আমরা তাঁর আরাধনা করতে পারি এই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপে--নীতিনিষ্ঠার ভগবান রূপে, প্রেম ও দয়ার ভগবান রূপে, শান্তি ও শুদ্ধতার ভগবান রূপে; কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে দিব্য প্রকৃতিতে অন্যান্য বিষয়ও আছে, আর ব্যক্তিসত্ত্বের যে রূপে আমরা এই ভাবে তাঁর পূজা করছি তার বাহিরে ঐসবকে রেখেছি। অবিচল আধ্যাত্মিক দর্শন ও অনুভূতির সাহস তাঁর দেখা পায় আরো অনেক কঠোর বা করাল রূপে। এই সবের কোনোটিই সমগ্র দেবত্ব নয়; অথচ তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বের এই সব বিভিন্ন রূপ তাঁর নিজের আসল সত্য, আর এই সবেই তিনি আমাদের দেখা দেন এবং আমাদের সহিত ব্যবহারও করেন ব'লে মনে হয়, যেন বাকী সব তাঁর পশ্চাতে সরিয়ে রাখা হ'য়েছে। পৃথক পৃথক ভাবে ইহাদের প্রত্যেকটি তিনি, আবার সব একত্র করেও তিনি। তিনি বিষ্ণু, কৃষ্ণ, কালী; তিনি আমাদের কাছে নিজেকে প্রকট করেন মানবপ্রকৃতিতে-- খৃষ্টের ব্যক্তিসত্ত্বরূপে অথবা বুদ্ধের ব্যক্তিসত্ত্বরূপে। যখন আমরা আমাদের

প্রাথমিক আত্যন্তিক ভাবে একাগ্র-করা দর্শনের উজানে তাকাই, আমরা বিষ্ণুর পশ্চাতে দেখি শিবের সমগ্র ব্যক্তিসত্ত্ব এবং শিবের পশ্চাতে দেখি বিষ্ণুর সমগ্র ব্যক্তিসত্ত্ব। তিনি অনন্তগুণ, আবার অনন্ত ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্ব যা ইহার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। আবার মনে হয় তিনি সরে যান এক শুদ্ধ আধ্যাত্মিক নৈর্ব্যক্তিকত্বের মধ্যে অথবা এমনকি নৈর্ব্যক্তিক আত্মারও সকল ভাবনার উজানে যে জন্য আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন নিরীশ্বর-বাদ অথবা অজ্ঞেয়বাদ সমর্থনযোগ্য হয়; তিনি মানবমনে হ'য়ে ওঠেন "অনির্দেশ্যম্"। কিন্তু এই অজ্ঞেয়ের মধ্য থেকেই চিন্ময় পুরুষ, ভাগবত-ব্যক্তি যিনি নিজেকে এখানে ব্যক্ত করেছেন তখনো বলেন, "ইহাও আমি; এমনকি এখানেও মনের দৃষ্টির উজানে আমি সে-ই, পুরুষোত্তম।"

কারণ বুদ্ধির সব বিভাগ ও বিরোধের উজানে অন্য একটি আলোক আছে, আর সেখানে এক সত্যের দর্শন নিজেকে প্রকট করে যাকে আমরা এই ভাবে বুদ্ধির প্রণালীতে নিজেদের কাছে প্রকাশ করতে চেষ্টা করতে পারি। সেখানে সব কিছুই এই সব সত্যের একমাত্র সত্য; কারণ সেখানে প্রত্যেকটি বাকী সবের মধ্যে বর্তমান ও ন্যায়সঙ্গত। ঐ আলোকের মধ্যে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি মিলিত হ'য়ে এক ও অখণ্ডভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠে; নৈর্ব্যক্তিকের জন্য এষণা ও ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্বের আরাধনার মধ্যে, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের মধ্যে কোনো প্রকৃত বিভাজনের লেশমাত্র থাকে না, শ্রেষ্ঠতা ও হীনতার ছায়ামাত্র থাকে না।

৬ অধ্যায়

ভগবদ্‌-আনন্দ

তাহ'লে ইহাই ভক্তিমার্গ এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও ব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সম্যক্ জ্ঞানের কাছে তার সমর্থনে যুক্তি ইহাই আর আমরা এখন বুঝতে পারি পূর্ণযোগে ইহার রূপ ও স্থান কি হবে। যোগের সার হ'ল মানব-প্রকৃতির মাধ্যমে ভগবানের অমর সত্তা ও চেতনা ও আনন্দের সহিত অন্তঃ-পুরুষের মিলনসাধন, আর ইহার ফল হ'ল আমাদের পক্ষে মনে যা ধারণা করা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় উপলব্ধি করা সম্ভব ততদূর পর্যন্ত সত্তার দিব্য প্রকৃতিতে বিকাশ, তা ইহা যাই হ'ক না কেন। এই ভগবানের যা কিছু আমরা দেখি এবং তাতে একাগ্র শক্তি নিবদ্ধ করি আমরা তা-ই হ'তে পারি অথবা তার সহিত এক প্রকার ঐক্যে অথবা সবচেয়ে কমপক্ষে তার সহিত এক সুর ও তানে বিকশিত হ'তে পারি। এই কথাই প্রাচীন উপনিষদ নিঃসংশয়ভাবে সংক্ষেপে বলেছিল তার মহত্তম সংজ্ঞায়—"যে ইহাকে সৎ ব'লে জানে, সে ঐ সৎ হয়, আর যে জানে যে ইহা অসৎ, সে ঐ অসৎ হয়";—আমরা ভগবানের অন্য যা কিছু দেখি সে সবেরই পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য, আর বলা যায় যে ইহাই পরম দেবতার যুগপৎ স্বরূপ-গত ও ব্যবহারিক সত্য। ইহা আমাদের অতীত এমন কিছু যা বস্তুতঃ আমাদের ভিতরে ইতিপূর্বেই বিদ্যমান, কিন্তু যা এখনো আমরা আমাদের মানবজীবনে হই নাই অথবা শুধু প্রাথমিকভাবে হয়েছি; কিন্তু ইহার যা কিছু আমরা দেখি তা আমরা সৃষ্টি বা প্রকাশ করতে সক্ষম আমাদের সচেতন প্রকৃতি ও সত্তায় এবং তাতে বিকশিত হ'তেও সমর্থ; সুতরাং এই ভাবে আমাদের মধ্যে পৃথকভাবে পরমদেবতাকে সৃষ্টি বা প্রকাশ করা এবং ইহার বিশ্বভাব ও অতিস্থিতিতে বিকশিত হওয়া আমাদের আধ্যাত্মিক নিয়তি। অথবা যদি মনে হয় যে ইহা এত উচ্চ যে আমাদের দুর্বল প্রকৃতির পক্ষে তা সাধন করা অসম্ভব, তাহ'লে অন্ততঃ ইহার সমীপস্থ ও প্রতিবিম্ব হওয়া এবং ইহার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধে আসা এক কাছাকাছি ও সম্ভবপর সিদ্ধি।

যে সমন্বয়ী বা পূর্ণযোগের কথা আমরা বিবেচনা ক'রছি তার লক্ষ্য

হ'ল আমাদের মানব প্রকৃতির প্রতি অংশের মাধ্যমে, পৃথক ভাবে অথবা একসাথে, ভগবানের সত্তা, চেতনা ও আনন্দের সহিত মিলন কিন্তু পরিশেষে এই সবকে সুসমঞ্জস ও একীভূত করা চাই যাতে সমগ্রই রূপান্তরিত হ'তে পারে সত্তার দিব্য প্রকৃতিতে। ইহার চেয়ে কম কিছুতে পূর্ণ দ্রষ্টা তৃপ্তি পায় না, কারণ যা সে দেখে তাকে-ই সে আধ্যাত্মিক ভাবে অধিগত করার জন্য এবং যতদূর সম্ভব তা-ই হওয়ার জন্য সে সচেষ্ট। শুধু তার মধ্যস্থ জ্ঞাতাকে নিয়ে নয়, অথবা শুধু সংকল্প নিয়ে নয়, অথবা শুধু হৃদয় নিয়ে নয়, এই সবকেই সমভাবে নিয়ে এবং তার অন্তঃস্থ সমগ্র মনোময় ও প্রাণময় সত্তা নিয়ে সে পরম দেবতার পানে আস্পৃহা করে এবং সাধনা করে তাদের প্রকৃতিকে রূপান্তরিত ক'রতে তাদের দিব্য প্রতিরূপে। আর যেহেতু ভগবান আমাদের দেখা দেন তাঁর সত্তার বহু ভাবে এবং সবেতেই তিনি আমাদের আকৃষ্ট করেন তাঁর দিকে, এমন কি যখন মনে হয় তিনি আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন তখনো--আর এই দিব্য সম্ভাবনা দেখা এবং বিভিন্ন বাধার খেলা জয় করাই মানব জীবনের সমগ্র রহস্য ও মহত্ত্ব--সেহেতু এই সব ভাবের প্রতিটিরই পরাকাষ্ঠাতে অথবা তাদের একত্বের চাবিকাঠি পেলে তাদের সকলের মিলনে আমরা আস্পৃহা ক'রব তাঁকে খুঁজে বার করতে এবং পেয়ে তাঁকে অধিগত করতে। যেহেতু তিনি নৈর্ব্যক্তিকত্বের মধ্যে সরে যান, সেহেতু আমরা তাঁর নৈর্ব্যক্তিক সত্তা ও আনন্দের সন্ধানে যাব, কিন্তু যেহেতু তিনি আবার আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বের মধ্যে এবং মানবের সহিত ভগবানের বিভিন্ন ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মাধ্যমে আমাদের দেখা দেন, সেহেতু ইহা থেকেও আমরা নিজেদের বঞ্চিত ক'রব না; প্রেম ও আনন্দের লীলা এবং ইহার অনির্বচনীয় মিলন--উভয়কেই আমরা গ্রহণ করব।

জ্ঞানের দ্বারা আমরা ভগবানের সহিত ঐক্য খুঁজি তাঁর চিন্ময় সত্তায়; কর্মের দ্বারাও আমরা ভগবানের সহিত ঐক্য খুঁজি তাঁর চিন্ময় সত্তায়, তবে নিস্পন্দ ভাবে নয়, স্ফুরন্ত ভাবে, দিব্য সংকল্পের সহিত সচেতন মিলনের মাধ্যমে; কিন্তু প্রেমের দ্বারা আমরা তাঁর সহিত ঐক্য খুঁজি তাঁর সত্তার সকল আনন্দে। সেইজন্য প্রেমমার্গ ইহার কতকগুলি প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় যতই সংকীর্ণ মনে হ'ক না কেন, ইহা শেষে যোগের অপর যে কোনো প্রেরণা অপেক্ষা আরো অবশ্যম্ভাবী রূপে সর্ব-ব্যাপক হয়। জ্ঞানমার্গ সহজেই ঝুঁকে পড়ে নৈর্ব্যক্তিক ও পরমার্থসৎ-এর দিকে, অতিশীঘ্রই আত্যন্তিক

হ'য়ে উঠতে পারে। একথা সত্য যে তা করার প্রয়োজন ইহার নেই; কারণ ভগবানের চিন্ময় সত্তা যেমন বিশ্বজনীন ও ব্যষ্টিগত তেমন বিশ্বাতীত ও অনপেক্ষ, এখানেও ঐক্যের অখণ্ড উপলব্ধি থাকতে পারে এবং থাকা উচিতও, আর ইহার দ্বারা আমরা মানবের মধ্যে ভগবানের সহিত ও বিশ্বের মধ্যে ভগবানের সহিত এমন এক আধ্যাত্মিক একত্বে উপনীত হ'তে পারি যা কোনো বিশ্বাতীত মিলনের সহিত কম সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু তবু ইহা যে সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী তা নয়। কারণ আমরা বলতে পারি যে জ্ঞানের উচ্চ নীচ ভেদ আছে, উচ্চ আত্ম-সংবিৎ আছে আবার নিম্ন আত্ম-সংবিৎ আছে, আর জ্ঞানের স্তুপ বাদ দিয়ে জ্ঞানের শিখরের জন্যই সাধনা করা, সর্বাঙ্গীণ পথ অপেক্ষা বর্জনের পথ নির্বাচন করাই শ্রেয়ঃ। অথবা আমরা এক মায়াবাদ আবিষ্কার ক'রে আমাদের মানবভাইদের সহিত ও বিশ্ব-ক্রিয়ার সহিত সকল সম্পর্ক বর্জন করার সমর্থনে যুক্তি দিতে পারি। কর্ম-মার্গ আমাদের নিয়ে যায় বিশ্বাতীতে যাঁর সত্তার সামর্থ্য নিজেকে জগতের মধ্যে ব্যক্ত করে এমন এক সংকল্প রূপে যা আমাদের মধ্যে ও সকলের মধ্যে এক এবং যার সহিত তাদাত্ম্যের দ্বারা আমরা ঐ তাদাত্ম্যের বিভিন্ন অবস্থার হেতু তিনি যে সকলের মধ্যে এক আত্মা এবং বিশ্বের মধ্যে বিশ্বাত্মক আত্মা ও প্রভু এই ভাবে তাঁর সহিত মিলনে আসি। আর মনে হ'তে পারে যে ইহা আমাদের ঐক্য-উপলব্ধির মধ্যে এক প্রকার ব্যাপকতা আনে। কিন্তু তবু ইহাও যে সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী তা নয়। কারণ এই প্রেরণাও সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকত্বের দিকে ঝুঁকতে পারে, আর এমনকি যদি ইহার ফলে বিশ্ব পরম দেবতার ক্রিয়াসমূহে পূর্বের মতোই অংশ নেওয়া হয়, তাহ'লেও এই প্রেরণা তার সত্ত্বে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় হ'তে পারে। একমাত্র যখন আনন্দ এই সবের মধ্যে আসে, কেবল তখনই অখণ্ড মিলনের প্রেরণা সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে।

এই যে এত সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী আনন্দ তা হ'ল ভগবানে আনন্দ তাঁর নিজের জন্য, আর অন্য কিছুর জন্য নয়, তিনি নিজে ছাড়া কোনো কারণ বা লাভের জন্য নয়। ভগবান আমাদের দিতে পারেন এমন কিছুর জন্য অথবা তাঁর মধ্যে কোনো বিশেষ গুণের জন্য যে ইহা ভগবানকে পেতে চায় তা নয়, ইহা তাঁকে পেতে চায় একমাত্র এই কারণে যে তিনি আমাদের আত্মা এবং আমাদের সমগ্র সত্তা এবং আমাদের সব কিছু। ইহা যে অতিস্থিতির আনন্দ আলিঙ্গন করে, তা অতিস্থিতির জন্য

নয়, ইহার কারণ যে তিনি অতিস্থিত (বিশ্বাতীত); বিশ্বময়ের আনন্দ আলিঙ্গন করে বিশ্বভাবের জন্য নয়, তিনি বিশ্বময়,—এই কারণে, জীবের আনন্দ আলিঙ্গন করে জীবের তৃপ্তির জন্য নয়, তিনিই জীব,—এই কারণে। এই সকল পার্থক্য ও বাহ্যরূপের পশ্চাতে যায় এবং তাঁর সত্তায় কম বেশীর হিসাব করে না, বরং ইহা তাঁকে আলিঙ্গন করে যেখানেই তিনি আছেন সেখানেই এবং সেজন্য সর্বত্রই; ইহা তাঁকে সম্পূর্ণ আলিঙ্গন করে যেমন বেশী প্রাতিভাসিকে, তেমন কম প্রাতিভাসিকে, যেমন অসীমের প্রকাশে, তেমন আপতিক সীমায়; সর্বত্রই তাঁর একত্ব ও সম্পূর্ণতার বোধি ও অনুভূতি ইহার থাকে। শুধু তাঁর পারমার্থিক সত্তার জন্য তাঁকে অন্বেষণ করার প্রকৃত অর্থ হ'ল আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য, একান্ত শান্তি লাভের জন্য প্রয়াস করা। অবশ্য তাঁকে একান্তভাবে অধিগত করাই তাঁর সত্তায় এই আনন্দের অনিবার্য লক্ষ্য, কিন্তু তা আসে যখন আমরা তাঁকে নিজের মধ্যে পাই সম্পূর্ণভাবে এবং তিনিও আমাদের নেন তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে, আর ইহাকে কোনো বিশেষ পাদে বা অবস্থায় সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। তাঁকে কোনো আনন্দময় স্বর্গে অন্বেষণ করার অর্থ তাঁকে তাঁর নিজের জন্য অন্বেষণ করা নয়, ইহার অর্থ স্বর্গের আনন্দের জন্য অন্বেষণ করা; যখন আমরা তাঁর সত্তার সকল প্রকৃত আনন্দ পাই তখন স্বর্গও আসে আমাদের মধ্যে, আর যেখানেই তিনি থাকেন ও আমরা থাকি, সেখানেই আমরা পাই তাঁর রাজ্যের হর্ষ। সুতরাং তাঁকে শুধু আমাদের মধ্যে ও আমাদের জন্য অন্বেষণ করারও অর্থ আমাদের নিজে-দিগকে এবং তাঁতে আমাদের হর্ষকে, উভয়কেই সীমিত করা। অখণ্ড আনন্দ তাঁকে যে শুধু আমাদের আপন ব্যষ্টি সত্তার মধ্যে আলিঙ্গন করে তা নয়, ইহা তাঁকে আলিঙ্গন করে সমভাবে সকল মানুষের মাঝে ও সকল প্রাণীর মধ্যে। আর যেহেতু তাঁর মধ্যেই আমরা সকলের সহিত এক, সেহেতু ইহা তাঁকে যে পেতে চায় তা শুধু আমাদের নিজেদের জন্য নয়, ইহা পেতে চায় আমাদের সব মানবভাইদের জন্য। পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে ভক্তিমার্গের অর্থ হ'ল ভগবানে অখণ্ড ও সম্পূর্ণ আনন্দ,—অখণ্ড কেননা ইহা শুদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠিত, এবং সম্পূর্ণ কেননা ইহা সর্ব-গ্রাহী ও সর্বগ্রাসী।

একবার ইহা আমাদের মধ্যে সক্রিয় হ'লে যোগের অন্যান্য মার্গগুলি যেন নিজেদের পরিবর্তিত করে ইহারই বিধানে, এবং ইহার দ্বারাই পায়

তাদের নিজেদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ তাৎপর্য। ভগবানের প্রতি আমাদের সত্তার অখণ্ড ভক্তি জ্ঞানের বিমুখ নয়; এই পথের ভক্ত এমন ভগবদ্-প্রেমী যে আবার ভগবদ্-জ্ঞানীও, কারণ তাঁর সত্তার জ্ঞানের দ্বারাই আসে তাঁর সত্তার সমগ্র আনন্দ; কিন্তু আনন্দেই জ্ঞান নিজেকে সার্থক করে, বিশ্বাতীতের জ্ঞান সার্থক হয় বিশ্বাতীতের আনন্দে, বিশ্বাত্মকের জ্ঞান বিশ্বাত্মক পরম দেবতার আনন্দে, ব্যষ্টি অভিব্যক্তির জ্ঞান ব্যষ্টির মধ্যে ভগবানের আনন্দে, নৈর্ব্যক্তিকের জ্ঞান তাঁর নৈর্ব্যক্তিক সত্তার শুদ্ধ আনন্দে, পুরুষবিধের জ্ঞান তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বের পূর্ণ আনন্দে, তাঁর বিভিন্ন গুণ ও ইহাদের লীলা সার্থক হয় অভিব্যক্তির আনন্দে, নির্গুণের জ্ঞান সার্থক হয় তাঁর অবর্ণ অস্তিত্ব ও অব্যক্ততার আনন্দে।

সেইরকম আবার এই ভগবদ্-প্রেমী হবে ভগবদ্-কর্মী, কিন্তু তা শুধু কর্মের জন্য নয়, অথবা ক্রিয়ায় স্বার্থপর সুখের জন্য নয়, সে ভগবদ্-কর্মী হবে এই জন্য যে এই পথে ভগবান তাঁর সত্তার সামর্থ্য ব্যয় করেন আর আমরা তাঁকে দেখতে পাই তার বিভিন্ন সামর্থ্যের মধ্যে ও ইহাদের নিদর্শনের মধ্যে; আরো এই কারণে যে কর্মের মধ্যে দিব্য সংকল্প হ'ল দেবত্বের সামর্থ্যের আনন্দে তার বহিঃপ্রবাহ, দিব্যশক্তির আনন্দে ভাগবত সত্তার নিঃসরণ। প্রেমাস্পদের সব কর্মে ও ক্রিয়ায় সে অনুভব করবে পরিপূর্ণ হর্ষ, কারণ সে প্রেমাস্পদকে পায় এই সবেরও মধ্যে; সে নিজে সকল কর্মই ক'রবে, কারণ ঐ সব কর্মেরও মাধ্যমে তার সত্তাধীশ তার মধ্যে প্রকাশ করেন তাঁর দিব্য হর্ষ; যখন সে কাজ করে তখন সে অনুভব করে যে তার প্রিয় ও আরাধ্যের সহিত তার একত্ব সে প্রকাশ করছে তার ক্রিয়ায় ও কর্মে; যে সংকল্প অনুযায়ী সে কর্ম করে ও যার সহিত তার সত্তার সকল শক্তি আনন্দময় ভাবে এক হয় তার উল্লাসও সে অনুভব করে। সেইরকম আবার, ভগবদ্-প্রেমী পূর্ণতার জন্য সচেষ্ট হবে, কারণ পূর্ণতাই ভগবানের স্বভাব, আর যতই সে পূর্ণতায় উপচিত হয় ততই সে তার প্রেমাস্পদকে অনুভব করে তার প্রাকৃত সত্তায় ব্যক্ত হ'তে। অথবা ফুল যেমন ফুটে ওঠে সহজ ভাবে, সে-ও তেমন সহজভাবে বিকশিত হবে পূর্ণতায়, কারণ ভগবান তার মধ্যে আছেন ও ভগবদ্-হর্ষের মধ্যেও আছেন, আর যেমন ঐ হর্ষ প্রসারিত হয় তার মধ্যে, তেমন অন্তঃপুরুষ, মন ও প্রাণও স্বাভাবিকভাবেই প্রসারিত হয় তাদের দেবত্বে। সেই সঙ্গে, তার অপূর্ণতার দুঃখ তার থাকবে না কারণ সে ভগবানকে অনুভব করে

সকল কিছুর মধ্যে, প্রতি সসীম বাহ্যরূপের মধ্যে পূর্ণভাবে।

তাছাড়া, জীবনের মাধ্যমে ভগবদ্-অন্বেষণ ও তার সত্তা ও বিশ্ব সত্তার সকল কাজকর্মের মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎলাভ যে তার পূজার অন্তর্গত হবে না তা-ও নয়। তার কাছে সকল প্রকৃতি ও সকল জীবন হবে একই সাথে এক প্রকাশ ও এক রমণীয় নির্দ্দিষ্ট মিলনস্থান। তার কাছে বুদ্ধি-মূলক ও সৌন্দর্যমূলক ও স্ফুরন্ত ক্রিয়াবলী, (প্রাকৃত) বিজ্ঞান, ও দর্শন ও জীবন, মনন ও কলা ও ক্রিয়া গ্রহণ করবে এক দিব্যতর অনুমোদন ও মহত্তর অর্থ। এই সবের জন্য সে সচেষ্ট হবে এই কারণে যে এই সবের মধ্য দিয়ে সে পাবে ভগবানের স্পষ্ট দর্শন এবং তাদের মধ্যে ভগবদ্-আনন্দ। অবশ্য সে তাদের সব বাহ্য রূপে আসক্ত হবে না, কারণ আসক্তি আনন্দের প্রতিবন্ধক; কিন্তু যেহেতু সে পায় ঐ শুদ্ধ, শক্তিশালী এবং অখণ্ড আনন্দ যা সকল কিছু লাভ করে কিন্তু কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় এবং যেহেতু সে ঐ সব বাহ্যরূপে দেখতে পায় প্রেমাস্পদের বিভিন্ন কর্মপ্রণালী ও ক্রিয়া ও সংকেত, সম্ভূতি ও প্রতীক ও মূর্তি, সেহেতু সেসব থেকে সে এমন এক উল্লাস পায় যা সেই সবেরই জন্য সেই সবের প্রয়াসী সাধারণ মনের পক্ষে লাভ করা বা এমনকি স্বপ্নে ভাবাও সম্ভব নয়। এই সব এবং আরো কিছু হ'য়ে ওঠে পূর্ণযোগের পথ ও ইহার সিদ্ধির অংশ।

আনন্দের সাধারণ সামর্থ্য হ'ল প্রেম, আর প্রেমের হর্ষ যে বিশেষ ছাঁচ নেয় তা হ'ল সৌন্দর্যের দর্শন। ভগবদ্-প্রেমী বিশ্বপ্রেমী এবং সে আলিঙ্গন করে সর্বানন্দময়কে ও সর্বসুন্দরকে। বিশ্বপ্রেম তার হৃদয়কে দখল ক'রলে নিশ্চিত বোঝা যায় যে ভগবান তাকে নিয়েছেন তাঁর মধ্যে; আর যখন সে সর্বসুন্দরের দর্শন পায় সর্বত্র আর সকল সময়ই অনুভব করতে পারে তাঁর আলিঙ্গনের আনন্দ, তখন নিশ্চিত বোঝা যায় যে সে-ও ভগবানকে পেয়েছে তার মধ্যে। মিলনই প্রেমের সিদ্ধি, কিন্তু এই দুজনে দুজনকে পাওয়াতেই পাওয়া যায় ইহার তীব্রতার উচ্চতম শিখর ও বৃহত্তম ব্যাপ্তি। ইহাই রভসের মধ্যে একত্বের ভিত্তি।

৭ অধ্যায়

আনন্দ ব্রহ্ম

পূর্ণ সমন্বয়ী যোগে ভক্তিমার্গের রূপ হবে প্রেম ও আনন্দের মাধ্যমে ভগবদ্-অন্বেষণ এবং তার সত্তার সকল ভাবেরই উপর সানন্দ অধিকার। ইহার পরাকাষ্ঠা পাওয়া যাবে প্রেমের অখণ্ড মিলনে ও ভগবানের সহিত অন্তঃপুরুষের ঘনিষ্ঠতার সকল ভাবেরই সম্পূর্ণ উপভোগ। ইহা জ্ঞান থেকে শুরু করতে পারে অথবা শুরু করতে পারে কর্ম থেকে, কিন্তু তাহ'লে ইহা জ্ঞানকে পরিণত ক'রবে প্রেমাস্পদের সত্তার সহিত জ্যোতির্ময় মিলনের হর্ষে, আর কর্মকে পরিণত ক'রবে প্রেমাস্পদের সত্তার সংকল্প ও সামর্থ্যের সহিত আমাদের সত্তার সক্রিয় মিলনের হর্ষে। আর না হয়, ইহা আরম্ভ করতে পারে প্রথমেই প্রেম ও আনন্দ থেকে; তখন ইহা এই অপর দুটি বিষয়কে নিজের মধ্যে নিয়ে তাদের উভয়কেই বিকশিত ক'রবে একত্বের সম্পূর্ণ হর্ষের অঙ্গরূপে।

ভগবানের প্রতি হৃদয়ের যে আকর্ষণ তার আরম্ভ হ'তে পারে নৈর্ব্যক্তিক, অর্থাৎ আমাদের ভাবময় বা আমাদের সৌন্দর্যগ্রাহী সত্তার নিকট অথবা আধ্যাত্মিক সুখ গ্রহণে আমাদের ক্ষমতার কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেকে প্রকট করেছে এমন বিশ্বময় বা বিশ্বাতীত কিছুতে এক নৈর্ব্যক্তিক হর্ষের স্পর্শ। যার সম্বন্ধে আমরা এইভাবে সচেতন হই তা-ই আনন্দ ব্রহ্ম, আনন্দময় অস্তিত্ব। আমরা আরাধনা করি এক নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ ও সৌন্দর্যকে, এমন এক শুদ্ধ ও অনন্ত পূর্ণতাকে যাকে আমরা কোনো নাম বা রূপ দিতে অক্ষম, আর অন্তঃপুরুষ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয় এমন এক আদর্শ ও অনন্ত উপস্থিতি, সামর্থ্য ও অস্তিত্বের প্রতি যা জগতের মধ্যে অথবা ইহা ছাড়িয়ে অবস্থিত এবং যা কোনো প্রকারে আমাদের কাছে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে অথবা আধ্যাত্মিক ভাবে বোধগম্য হয় এবং তারপর উত্তরোত্তর অন্তরঙ্গ ও বাস্তব হয়। উহাই আমাদের কাছে আনন্দময় অস্তিত্বের আহবান, স্পর্শ। তখন সর্বদাই ইহার উপস্থিতির হর্ষ ও সান্নিধ্য লাভ করা, ইহার অচঞ্চল বাস্তবতা সম্বন্ধে বুদ্ধি ও বোধিমূলক মনের তৃপ্তির জন্য ইহা কি তা জানা, আমাদের নিষ্ক্রিয় সত্তাকে এবং যথাসাধ্য

আমাদের সক্রিয় সত্তাকেও, আমাদের আন্তর অমর সত্তাকে এবং এমনকি আমাদের বাহ্য মরসত্তাকেও ইহার সহিত নিটোল সামঞ্জস্যে স্থাপন করা—এই সব হ'য়ে ওঠে আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। আর অনুভব হয় যে ইহার নিকট আমাদের নিজেদের উন্মীলিত করাই একমাত্র সত্যকার সুখ, ইহার মধ্যে বাস করাই একমাত্র প্রকৃত সিদ্ধি।

অনুপাখ্যের স্বরূপ হ'ল এমন এক বিশ্বাতীত আনন্দ যা মনের কল্পনার, ভাষায় প্রকাশের অতীত। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ও বিশ্বের অন্তর্গত সকল কিছুর মধ্যে ইহা নিগূঢ়ভাবে সমাবিষ্ট হ'য়ে আবৃত করে আছেন। ইহার উপস্থিতিকে বলা হয় সত্তার আনন্দের গুহ্য আকাশ, আর ইহার সম্বন্ধে উপনিষদ বলে যে ইহা না থাকলে কেউ এক মুহূর্তের জন্যও শ্বাস নিতে বা জীবনধারণ করতে পারত না। আর এই আধ্যাত্মিক আনন্দ এখানে আমাদের হৃদয়ের মধ্যেও বিদ্যমান। ইহা উপরভাসা মনের বিক্ষোভের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে; এই মন অস্তিত্বের হর্ষের যেসব নানাবিধ মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক রূপ পায় তা শুধু ঐ আনন্দের ক্ষীণ ও দূষিত রূপান্তর। কিন্তু যদি মন একবার ইহার গ্রহণে যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ হ'য়ে ওঠে, আর অস্তিত্বের প্রতি আমাদের বাহ্য প্রতিক্রিয়ার স্থূলতর প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ না থাকে তাহ'লে আমরা ইহার এমন এক প্রতিবিম্ব নিতে সক্ষম হই যা বোধ হয় আমাদের প্রকৃতির অন্তর্গত প্রবলতম অংশেরই রঙ নেবে—হয় পুরোপুরি, না হয় অত্যন্ত বেশী পরিমাণে। ইহা প্রথম দেখা দিতে পারে এমন কোনো বিশ্ব সৌন্দর্যের আকুতিরূপে যা আমরা অনুভব করি প্রকৃতি ও মানব ও আমাদের চারিদিকের সকল কিছুর মধ্যে; অথবা আমরা পেতে পারি এমন কোনো বিশ্বাতীত সৌন্দর্যের বোধি যার শুধু প্রতীক হ'ল এখানকার সব আপতিক সৌন্দর্য। এইভাবে ইহা আসে তাদের কাছে যাদের মধ্যে সৌন্দর্যগ্রাহী সত্তা বিকশিত ও প্রবল, আর যে সব সহজাত প্রবৃত্তি প্রকাশের রূপ পেলে কবি ও শিল্পী নির্মাণ করে সেগুলি প্রবল। অথবা ইহা হ'তে পারে এক ভাগবত প্রেমময় পুরুষের বোধ, আর না হয় বিশ্বের মধ্যে বা পশ্চাতে বা তার অতীতে এমন এক উপকারী ও করুণাময় অনন্ত সান্নিধ্যের বোধ যা আমাদের সাড়া দেয় যখন আমরা তার দিকে ফিরি আমাদের চিৎ-পুরুষের প্রয়োজন নিয়ে। এইভাবে ইহা প্রথম আবির্ভূত হয় যখন ভাবময় সত্তা প্রখরভাবে বিকশিত থাকে। অন্যান্য প্রকারেও আমাদের কাছে ইহার আসা সম্ভব, তবে

সর্বদাই ইহা আসে আনন্দ, সৌন্দর্য, প্রেম বা শান্তির এমন এক সামর্থ্য বা সান্নিধ্য রূপে যা মন স্পর্শ করে অথচ মনের মধ্যে এই সব বিষয় সাধারণতঃ যে সব রূপ নেয় তাদের অতীতে অবস্থিত।

কারণ সকল হর্ষ, সৌন্দর্য, প্রেম, শান্তি, আনন্দই আনন্দব্রহ্মের নিঃসরণ, অর্থাৎ চিৎ-পুরুষ, বুদ্ধি, কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ, নৈতিক আস্পৃহা ও তৃপ্তি, ক্রিয়া, মন, শরীর, এই সকলেরই আনন্দ হ'ল আনন্দব্রহ্মের নিঃসরণ। আর আমাদের সত্তার সকল ভাবের মধ্য দিয়েই ভগবান আমাদের স্পর্শ ক'রে সে সবকে কাজে লাগাতে পারেন চিৎ-পুরুষকে উদ্বুদ্ধ ও মুক্ত করার জন্য। কিন্তু আনন্দব্রহ্মের স্বরূপে উপনীত হ'তে হ'লে ইহার মানসিক গ্রহণ হওয়া চাই সূক্ষ্মভাবাপন্ন, আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন, বিশ্বভাবাপন্ন, এবং যা কিছু মলিন ও গণ্ডি টানে সে সব থেকে নির্মুক্ত। কারণ যখন আমরা ইহার অতীব সমীপস্থ হই অথবা ইহার মধ্যে প্রবেশ করি, তা হয় এমন এক বিশ্বাতীত ও বিশ্বব্যাপী আনন্দের প্রবুদ্ধ আধ্যাত্মিক বোধের দ্বারা যা জগতের সকল বিরোধের মধ্যে অথচ সে সবের পশ্চাতে ও উজানে অবস্থিত এবং যার সহিত আমরা নিজেদের যুক্ত করতে পারি এক বর্ধিষ্ণু বিশ্বব্যাপী ও আধ্যাত্মিক অথবা এক বিশ্বাতীত রভসের মাধ্যমে।

এই যে আনন্ত্য আমরা বুঝতে পারি, তাকে প্রতিফলিত ক'রেই সাধারণতঃ মন তৃপ্ত হয়, আর না হয় তৃপ্ত হয় আমাদের ভিতরে ও বাহিরে ইহার সম্বন্ধে এই বোধ পেয়ে যে ইহা এমন এক অনুভূতি যা পুনঃপুনঃ এলেও তবু অসামান্য রয়ে যায়। যখন ইহা আসে তখন ইহা নিজে নিজেই এত তৃপ্তিকর ও আশ্চর্যজনক মনে হয়, আর আমাদের সাধারণ মন ও যে সক্রিয় জীবন আমাদের যাপন করতে হবে তা-ও ইহার সহিত এত অসঙ্গতিপূর্ণ বোধ হয় যে আমরা মনে করতে পারি যে আরো কিছু আশা করার অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু যোগের আন্তর ভাবই হ'ল অসামান্যকে সাধারণ করা এবং যা আমাদের উর্ধ্বে এবং আমাদের সাধারণ আত্মা অপেক্ষা মহত্তর তাকে পরিণত করা আমাদের নিজস্ব সতত চেতনায়। সুতরাং অনন্তের যে অনুভূতিই আমরা পাই তার নিকট আরো ধীর স্থির ভাবে নিজেদের উন্মীলিত ক'রতে, ইহাকে শুদ্ধ ও তীব্র ক'রতে, ইহাকে আমাদের সতত মনন ও ধ্যানের বিষয় ক'রতে আমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয়, আর ঐসব ক'রে যেতে হবে যতক্ষণ না ইহা হ'য়ে ওঠে সেই মূল সামর্থ্য যা আমাদের মধ্যে সক্রিয়, হ'য়ে ওঠে সেই

পরমদেবতা যাকে আমরা আরাধনা ও আলিঙ্গন করি, আমাদের সমগ্র সত্তা ইহার সহিত একসুরে বাঁধা হয় এবং ইহাকে করা হয় আমাদের সত্তার নিজস্ব আত্মা।

ইহার সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতিকে শুদ্ধ করা চাই যেন ইহার ভিতর মানসিক মিশ্রণ কিছু না থাকে; তা না হ'লে ইহা চলে যায়, আমরা ধরে রাখতে পারি না। আর এই শুদ্ধ করার কাজের এক অংশ হ'ল যে কোনো কারণের বা মনের কোনো উত্তেজক অবস্থার উপর ইহার নির্ভরতার যেন অবসান হয়; ইহার হওয়া চাই নিজেই নিজের কারণ ও স্বপ্রতিষ্ঠিত, অপর সকল আনন্দের উৎস, যা কেবল নিজের জোরেই থাকবে, আর এমন কোনো জাগতিক বা অন্যপ্রকারের প্রতিমূর্তি বা প্রতীকে আসক্ত হবে না যার মধ্য দিয়ে ইহার সহিত আমাদের প্রথম সংযোগ হ'য়েছিল। ইহার সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতিকে সর্বদাই তীব্র ও আরো প্রগাঢ় করা কর্তব্য, নতুবা আমরা শুধু ইহাকে প্রতিফলিত ক'রব অপূর্ণ মনের দর্পণে, আর উন্নয়ন ও রূপান্তরের সেই শিখরে উপনীত হব না যা আমাদের নিয়ে যায় মন ছাড়িয়ে অনুপাখ্য আনন্দের মধ্যে। আমাদের সতত মনন ও ধ্যানের বিষয় হ'য়ে ইহা যা সব আছে সে সবকে পরিণত ক'রবে নিজেতে, নিজেকে প্রকট ক'রবে বিশ্বাত্মক আনন্দব্রহ্ম রূপে এবং সকল অস্তিত্বকে ক'রবে ইহার বহির্বর্ষণ। যদি আমরা ইহার শরণ লই আমাদের সকল আন্তর ক্রিয়া ও বাহ্য ক্রিয়ার অন্তঃপ্রেরণার জন্য, তাহ'লে ইহা হ'য়ে উঠবে ভগবানের সেই হর্ষ যা নিজেকে আমাদের মধ্য দিয়ে ঢেলে দেয় জীবন ও সজীব সকল কিছুর উপর আলোক ও প্রেম ও সামর্থ্যের ধারায়। যখন আমরা ইহাকে চাই অন্তঃপুরুষের আরাধনা ও প্রেমের দ্বারা ইহা নিজেকে প্রকট করে পরম দেবতা রূপে, তার মধ্যে আমরা দেখি ভগবানের মুখমণ্ডল এবং উপলব্ধি করি আমাদের প্রেমিকের আনন্দ। ইহার সহিত আমাদের সমগ্র সত্তাকে এক সুরে বেঁধে আমরা বিকশিত হই ইহার সাদৃশ্যের সুখময় পূর্ণতায়, দিব্য প্রকৃতির এক মানবীয় প্রতিরূপে। আর যখন ইহা সকল প্রকারে হ'য়ে ওঠে আমাদের আত্মার আত্মা, আমরা সত্তায় সার্থকতা পেয়ে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হই।

ব্রহ্ম সর্বদাই নিজেকে প্রকট করেন তিন প্রকারে—আমাদের নিজেদের ভিতরে, আমাদের লোকের ঊর্ধ্বে, আমাদের চারিদিকে বিশ্বের মধ্যে। আমাদের মধ্যে পুরুষের, আন্তর অন্তঃপুরুষের দুইটি কেন্দ্র আছে যার

মধ্য দিয়ে স্পর্শ ক'রে তিনি আমাদের জাগিয়ে তোলেন; এক পুরুষ আছে আমাদের হৃৎ-কমলে যা আমাদের সকল সামর্থ্য উন্মীলিত করে ঊর্ধ্বপানে, অন্য পুরুষ আছে সহস্রদল কমলে যেখান থেকে দর্শনের বিদ্যুৎরশ্মি ও দিব্যশক্তির বহ্নি নেমে আসে মনন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে আর আমাদের মধ্যে খুলে দেয় তৃতীয় নেত্র। আনন্দ অস্তিত্ব আমাদের কাছে আসতে পারে এই দুটি কেন্দ্রের যে কোনোটির মধ্য দিয়ে। যখন হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে তখন আমরা অনুভব করি যে আলোর ফুলের মতো এক দিব্য হর্ষ, প্রেম ও শান্তি আমাদের মধ্যে প্রসারিত হ'য়ে দীপ্ত করে সমগ্র সত্তাকে। তখন তারা নিজেদের যুক্ত করতে পারে তাদের গূঢ় উৎস, আমাদের হৃদি-স্থিত ভগবানের সহিত, এবং তার আরাধনা করতে পারে যেন মন্দিরের ভিতরে; মনন ও সংকল্পকে অধিগত করার জন্য তারা ঊর্ধ্বপানে প্রবাহিত হতে পারে এবং বাহির হ'য়ে উপরে যেতে পারে বিশ্বাতীতের দিকে; মনন, অনুভব ও ক্রিয়ার মধ্যে তারা স্রোতের মতো বাহিরে আসতে পারে আমাদের চারিদিককার সকল কিছুর মধ্যে। কিন্তু যতদিন আমাদের সাধারণ সত্তা কোনো বাধা দেয় অথবা এই দিব্য প্রভাবের প্রত্যুত্তরে বা এই দিব্য অধিকারের যন্ত্রে পুরোপুরি না পরিবর্তিত হয় ততদিন এই অনুভূতি অবিশ্রান্তভাবে না এসে মাঝে মাঝে আসবে এবং আমরা সর্বদাই ফিরে আসতে পারি আমাদের পুরণো মর্ত্য হৃদয়ের মধ্যে; কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা অথবা ভগবানের প্রতি আমাদের তৃষ্ণা ও অনুরাগের বলে, ইহা উত্তরোত্তর পরিবর্তিত হবে যতদিন না এই অসামান্য অনুভূতি হ'য়ে ওঠে আমাদের স্বাভাবিক চেতনা।

যখন উপরের পদ্ম ফুটে ওঠে, তখন সকল মন ভরে যায় দিব্য আলোক, হর্ষ ও সামর্থ্যে, যার পিছনে থাকেন ভগবান, আমাদের সত্তার অধীশ্বর তাঁর রাজাসনের উপরে, আর আমাদের অন্তঃপুরুষ থাকে তাঁর পাশে অথবা ভিতর দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁর রশ্মিজালের মধ্যে; তখন সকল মনন ও সংকল্প হয়ে ওঠে এক উজ্জ্বলতা, সামর্থ্য ও রভস; বিশ্বাতীতের সহিত যোগ রেখে, ইহা নেমে আসতে পারে শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের সব মর্ত্য অঙ্গের দিকে এবং তাদের দ্বারা প্রবাহিত হ'তে পারে বাহিরে জগতের উপরে। যেমন বৈদিক রহস্যবাদীরা জানতেন, এই ঊষাতেও আমাদের জন্য আছে ইহার দিবা রাত্রির পালাবদল, আলো থেকে আমাদের নির্বাসন; কিন্তু এই নতুন অস্তিত্ব ধারণের সামর্থ্য আমাদের যত বৃদ্ধি

পায়, ততই আমরা সমর্থ হই এই জ্যোতির আকর সূর্যের দিকে দীর্ঘ-সময় তাকাতে আর আমাদের আন্তর সত্তায় আমরা হ'য়ে উঠতে পারি ইহার সহিত এক দেহ। এই পরিবর্তন কত দ্রুত আসবে তা কখন কখন নির্ভর করে এইভাবে প্রকাশিত ভগবানের জন্য আমাদের ব্যাকুলতার বেগের উপর এবং আমাদের সাধনশক্তির তীব্রতার উপর; কিন্তু অন্য সময় ইহা বরং অগ্রসর হয় তাঁর সর্বজ্ঞ কর্মধারার ছন্দের নিকট নিষ্ক্রিয় আত্ম-সমর্পণের দ্বারা, আর এই কর্ম সর্বদাই চলে তার নিজের পদ্ধতিতে যা প্রথমে অজ্ঞেয় থাকে। তবে এই শেষোক্তটি ভিত্তি হয় যখন আমাদের প্রেম ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ হয় আর আমাদের সমগ্র সত্তা এমন এক সামর্থ্যের আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে থাকে যা প্রেম ও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

আমাদের চারিদিকে জগতের মধ্যে ভগবান নিজেকে প্রকট করেন যখন আমরা ইহার দিকে তাকাই আনন্দের এমন এক আধ্যাত্মিক কামনা নিয়ে যা তাঁকে পেতে চায় সকল বিষয়ের মধ্যে। প্রায়শঃই রূপের আবরণ হঠাৎ একটু খুলে যায় আর এইভাবে আবরণটি নিজেই পরিণত হয় স্বরূপ প্রকাশে। এক বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক উপস্থিতি, এক বিশ্বব্যাপী শান্তি, এক বিশ্বব্যাপী অনন্ত আনন্দ ব্যক্ত হ'য়েছে, ইহা সর্বগত, সর্বগ্রাহী, সর্ব-ভেদী। এই উপস্থিতির প্রতি আমাদের প্রেম, ইহাতে আমাদের আনন্দ, ইহার সম্বন্ধে আমাদের সতত মনন---এসবের দ্বারা ইহা ফিরে আসে ও আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে; ইহা সেই বিষয়টি হ'য়ে ওঠে যা আমরা দেখি আর বাকী সব শুধু ইহার আবাস, রূপ ও প্রতীক। এমনকি যা সব অত্যন্ত বাহ্য, দেহ, রূপ, শব্দ, যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর সে সবকেই আমরা দেখি এই উপস্থিতি হিসাবে; ইহারা আর ভৌতিক থাকে না, ইহারা পরিণত হয় চিৎ-পুরুষের ধাতুতে। এই রূপান্তরের অর্থ আমাদের নিজেদেরই আন্তর চেতনার রূপান্তর। চারিদিক-ঘিরে-থাকা এই উপস্থিতি আমাদের নেয় নিজের মধ্যে আর আমরা হ'য়ে উঠি ইহার অংশ। আমাদের আপন মন, প্রাণ, দেহ আমাদের কাছে হ'য়ে ওঠে শুধু ইহার আবাস ও মন্দির, ইহার কর্মধারার এক রূপ, ও ইহার আত্ম-প্রকাশের এক যন্ত্র। সব কিছুই এই আনন্দের শুধু অন্তরাত্মা ও দেহ।

এই সেই ভগবান যাকে দেখা যায় আমাদের চারিদিকে ও আমাদের নিজস্ব ভৌতিক লোকের উপর। কিন্তু ঊর্ধ্বেও তিনি নিজেকে প্রকট করতে

সক্ষম। আমরা দেখি বা অনুভব করি যে তিনি যেন এক সমুন্নীত সান্নিধ্য, আনন্দের এক মহান অনন্ত অথবা ইহার মধ্যে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা—আর আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে বা চারিদিকে দেখি না। যতদিন এই দর্শন আমাদের থাকে, ততদিন আমাদের মর্ত্যতা সংযত থাকে ঐ অমরতার দ্বারা; ইহা আলোক, সামর্থ্য ও হর্ষ অনুভব করে ও ইহাতে সাড়া দেয় তার গ্রহণ-সামর্থ্য অনুযায়ী; অথবা ইহা চিৎ-পুরুষের অবতরণ অনুভব করে এবং তার পর কিছু সময়ের জন্য রূপান্তরিত হয়, আর নয় উন্নীত হয় আলোক ও সামর্থ্যের প্রতিফলনের কিছু প্রভার মধ্যে; ইহা হ'য়ে ওঠে আনন্দের আধার। কিন্তু অন্য সময় ইহা ফিরে পড়ে পুরণো মর্ত্যতার মধ্যে আর নিস্তেজ বা তুচ্ছভাবে অবস্থান বা কাজ করে তার সব পার্থিব অভ্যাসের মধ্যে আটক থেকে। সম্পূর্ণ মোক্ষ আসে মানুষী মন ও দেহের মধ্যে দিব্য সামর্থ্যের অবতরণের দ্বারা এবং দিব্য প্রতিমূর্তিতে তাদের আন্তর জীবনের পুনর্গঠনের দ্বারা—ইহাকেই বৈদিক ঋষিরা বলতেন যজ্ঞের দ্বারা পুত্রের জন্ম। বস্তুতঃ নিরন্তর যজ্ঞ বা নিবেদনের দ্বারাই—এই যজ্ঞ আরাধনা ও আস্পৃহার যজ্ঞ, কর্মের যজ্ঞ, মনন ও জ্ঞানের যজ্ঞ, ভগবদ্-অভিমুখী সংকল্পের ঊর্ধ্বগামী অগ্নির যজ্ঞ—এই যজ্ঞের দ্বারাই আমরা নিজেদের গঠন করি এই অনন্তের সত্তায়।

যখন আমরা আনন্দব্রহ্মের এই চেতনাকে দৃঢ়ভাবে অধিগত করি ইহার সকল তিন অভিব্যক্তির মধ্যে—ঊর্ধ্বে, অন্তরে ও চারিদিকে, তখন আমরা পাই ইহার পূর্ণ একত্ব এবং আলিঙ্গন করি সর্বভূতকে ইহার আনন্দ, শান্তি, হর্ষ ও প্রেমের মধ্যে; তখন সকল বিভিন্ন জগৎ হ'য়ে ওঠে এই আত্মার দেহ। কিন্তু এই আনন্দের সমৃদ্ধতম জ্ঞান আমরা পাই না যদি ইহা শুধু হয় আমাদের অনুভব-করা এক নৈর্ব্যক্তিক উপস্থিতি, বিশালতা বা অন্তর্নিবিষ্টতা, যদি আমাদের আরাধনা তত বেশী অন্তরঙ্গ না হয় যত অন্তরঙ্গ হ'লে এই সত্তা ইহার সুবিস্তৃত হর্ষের মধ্য থেকে আমাদের কাছে প্রকট করে ইহার মুখমণ্ডল ও দেহ এবং আমাদের অনুভব করায় বন্ধু ও সখার করস্পর্শ। ইহার নৈর্ব্যক্তিকত্ব হ'ল ব্রহ্মের আনন্দময় মহত্ত্ব কিন্তু তা থেকে আমাদের উপর দৃষ্টিপাত করতে পারে ভাগবত ব্যক্তিসত্ত্বের মাধুর্য ও ঘনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ। কারণ আনন্দ হ'ল আমাদের সত্তার আত্মা ও অধীশ্বরের সান্নিধ্য, আর ইহার বহিঃ-প্রবাহের স্রোত হ'তে পারে তাঁর লীলার বিশুদ্ধ হর্ষ।

৮ অধ্যায়

প্রেমের রহস্য

প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, নৈর্ব্যক্তিকত্বের আরাধনা ঠিক ভক্তিযোগ হবে না ; কারণ যোগের সব প্রচলিত রূপে মনে করা হয় যে নৈর্ব্যক্তিককে চাওয়া যায় শুধু এক সম্পূর্ণ ঐক্যের জন্য যার মধ্যে ভগবান ও আমাদের নিজেদের ব্যক্তি অন্তর্ধান করে, আর আরাধনা করতে বা আরাধনা পেতে কেউ থাকে না ; থাকে শুধু একত্ব ও আনন্ত্যের অনুভূতির আনন্দ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক চেতনার অলৌকিক ব্যাপারকে অত কঠোর তর্ক-শাস্ত্রের বাঁধনে বাঁধা যায় না। যখন আমরা প্রথম অনন্তের সান্নিধ্য অনুভব করি, আমাদের অন্তঃস্থ সান্ত ব্যক্তিসত্ত্বই ইহার স্পর্শ পায় এবং সেজন্য ইহাই ঐ স্পর্শ ও আহ্বানে সাড়া দিতে পারে এক প্রকার আরাধনার ভাবের সহিত। দ্বিতীয়তঃ আমরা অনন্তকে মনে করতে পারি যে ইহা ততটা একত্ব ও আনন্দের এক আধ্যাত্মিক পাদ নয়, অথবা তা-ও যে শুধু সত্তা বিষয়ক ইহার ছাঁচ ও মাধ্যম তা নয়, বরং ইহা আমাদের চেতনার কাছে অনুপাখ্য পরমদেবতার সান্নিধ্য ; এবং তখনও প্রেম ও আরাধনার স্থান থাকে। আর এমনকি যখন আমাদের ব্যক্তিসত্ত্ব ইহার সহিত ঐক্যে লোপ পায় ব'লে মনে হয় তখনো ইহা হ'তে পারে—আর বস্তুতঃ ইহাই সত্য, যে ব্যষ্টি ভগবানই বিশ্বাত্মক বা পরতমের মধ্যে বিগলিত হ'য়ে মিশছে এমন এক মিলনের দ্বারা যার মধ্যে প্রেম ও প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ বিস্মৃত হয় রভসের মিশিয়ে-দেওয়া অনুভূতির মধ্যে, কিন্তু তবু একত্বের মধ্যে সুপ্ত থাকে এবং তার মধ্যে অবচেতনভাবে টিকে থাকে। প্রেমের দ্বারা আত্মার সকল মিলন এই প্রকারেরই হ'তে বাধ্য। এমনকি আমরা এক অর্থে বলতে পারি যে ব্যষ্টি পুরুষ ও ভগবানের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের সকল বিচিত্র অনুভূতির অন্তিম শিখররূপ মিলনের এই হর্ষ পাবার জন্যই এক বহু হ'য়েছেন এই বিশ্বের মধ্যে।

তবু শুধু নৈর্ব্যক্তিক অনন্তের জন্য সাধনার দ্বারাই ভাগবত প্রেমের আরো বিচিত্র ও অতীব অন্তরঙ্গ অনুভূতি লাভ হয় না ; ইহার জন্য আমাদের আরাধ্য পরমদেবতা হওয়া চাই সমীপস্থ ও পুরুষবিধ। যখন

আমরা নৈর্ব্যক্তিকের হৃদয়ে প্রবেশ করি তখন ইহার পক্ষে ব্যক্তিসত্ত্বের সকল সমৃদ্ধি নিজের ভিতরে প্রকাশ করা সম্ভব, আর যে শুধু চেয়েছে একমাত্র অনন্ত উপস্থিতির মধ্যে প্রবেশ ক'রতে অথবা তাকে আলিঙ্গন ক'রতে সে ইহার মধ্যে এমন সব বিষয় আবিষ্কার করতে পারে যার কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি; ভগবানের সত্তার মধ্যে এমন সব বিষয় আছে যা আমাদের পক্ষে অভাবনীয়, গণ্ডি-দেওয়া বুদ্ধির সব ভাবনা বিপর্যস্ত করে। কিন্তু সাধারণতঃ ভক্তিমার্গ শুরু করে অন্য প্রান্ত থেকে; দিব্য ব্যক্তিসত্ত্বের আরাধনা থেকে ইহা আরম্ভ ক'রে ঊর্ধ্বে ওঠে ও তার ফলে প্রসারিত হয় ঐ আরাধনার দ্বারা। ভগবান পুরুষ, তিনি কোনো আচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নন অথবা শুদ্ধ কালাতীত আনন্ত্যের কোনো পাদ নন; আদি ও বিশ্ব অস্তিত্ব তিনি, এই অস্তিত্ব সত্তার চেতনা ও আনন্দ থেকে অচ্ছেদ্য, আর যে অস্তিত্ব তার আপন সত্তা ও আপন আনন্দ সম্বন্ধে সচেতন তাকেই আমরা বলতে পারি দিব্য অনন্ত ব্যক্তি---পুরুষ। তাছাড়া, সকল চেতনার অর্থ সামর্থ্য, শক্তি; যেখানে সত্তার অনন্ত চেতনা আছে, সেখানে সত্তার অনন্ত শক্তিও আছে, আর ঐ শক্তিবলেই বিশ্বে সকল কিছুর অস্তিত্ব। এই পুরুষের দ্বারাই সকল সত্তা থাকে; সকল বিষয় ভগবানেরই বিভিন্ন মুখমণ্ডল; সকল মনন ও ক্রিয়া ও বেদনা ও প্রেম উৎপন্ন হয় তাঁর থেকেই এবং ফিরেও যায় তাঁর কাছে, তিনিই আমাদের সকল ফলের উৎস ও আশ্রয় ও গূঢ় লক্ষ্য। পূর্ণ যোগের ভক্তি উজাড় ক'রে ঢালা হবে, উন্নীত হবে এই পরম দেবতাতেই, এই পুরুষেই। বিশ্বাতীতভাবে ইহা তাঁকে পেতে চাইবে একান্ত মিলনের রভসের মধ্যে; বিশ্বময়ভাবে ইহা তাঁকে পেতে চাইবে বিশ্বজনীন আনন্দ ও প্রেমের সহিত অনন্ত গুণে ও প্রতি বিভাবে ও সকল সত্তার মধ্যে; ব্যষ্টিভাবে ইহা তাঁর সহিত সেই সকল মানুষী সম্বন্ধ স্থাপিত করবে যা মানুষে মানুষে সৃষ্ট হয় প্রেমের দ্বারা।

হৃদয় যাকে পেতে চাইছে, তার পূর্ণ অখণ্ডতাকে গোড়া থেকেই সম্পূর্ণ-ভাবে ধরা সম্ভব না হ'তে পারে; বস্তুতঃ ইহা সম্ভব হয় একমাত্র যদি আমাদের পূর্বতন জীবনধারণের প্রণালীর দ্বারা বুদ্ধি, মানসিক প্রকৃতি, ভাবময় মন পূর্বেই বিকশিত হ'য়েছে বৃহত্ত্বে ও সূক্ষ্মতায়। ধীশক্তির, সৌন্দর্যগ্রাহী ও ভাবময় মনের এবং আমাদের সংকল্প ও সক্রিয় অভিজ্ঞতার অংশগুলিরও প্রসারশীল উৎকর্ষের দ্বারা ইহার দিকে যাওয়াই সাধারণ

জীবনের অভিজ্ঞতার অর্থ। ইহা সাধারণ সত্তাকে প্রসারিত ও মার্জিত করে যাতে ইহা সহজেই উন্মীলিত হ'তে পারে সেই পরম "তৎ"-এর সকল সত্যের দিকে যা ইহাদের প্রস্তুত করছিল তার আত্ম-অভিব্যক্তির দেবালয়ের জন্য। সাধারণতঃ মানব তার সত্তার এই সকল অংশেই সীমিত, আর প্রথমে সে দিব্য সত্যের শুধু ততখানিই ধরতে পারে যা তার নিজের প্রকৃতির ও ইহার অতীত বিকাশ ও অনুষঙ্গের অনেকটা অনুরূপ। সেজন্য ভগবান প্রথমে আমাদের দেখা দেন তার দিব্যগুণাবলী ও প্রকৃতির বিভিন্ন সীমিত সদর্থক বিভাবে; তিনি সাধকের কাছে উপস্থিত হন সে যেসব বিষয় বুঝতে এবং যাতে তার সংকল্প ও হৃদয় সাড়া দিতে অক্ষম সে সবের অনপেক্ষ তত্ত্ব হিসাবে; তিনি প্রকাশ করেন্ তাঁর দেবত্বের কোনো নাম ও দিক। ইহাকেই যোগে বলা হয় ইষ্ট-দেবতা, অর্থাৎ সেই নাম ও রূপ যা আমাদের প্রকৃতি নির্বাচন করে ইহাকে পূজা করার জন্য। যাতে মানুষ এই দেবত্বকে আলিঙ্গন করতে পারে তার প্রতি অংশ দিয়ে, ইহাকে এমন এক রূপে প্রকাশিত করা হয় যা ইহার বিভিন্ন দিক ও গুণের অনুরূপ এবং উপাসকের কাছে হ'য়ে ওঠে ভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ। এই সব হ'ল বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, খৃষ্ট, বুদ্ধের রূপ যা মানবমন ধরে আরাধনার জন্য। এমনকি যে একেশ্বরবাদী নিরাকার পরমদেবতার উপাসনা করে সে-ও তাঁকে দেয় গুণের এমন কোনো রূপ, কোনো মানসিক রূপ অথবা প্রকৃতির রূপ যা দিয়ে সে তাঁর ধারণা করে ও তাঁর দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ভগবানের কোনো জীবন্ত রূপ, যেন কোনো মানসিক দেহ দেখতে পেলে তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া আরো বেশী ঘনিষ্ঠ ও মধুর হয়।

পূর্ণ ভক্তিযোগের পথ হবে ভগবান সম্বন্ধে এই ভাবনাকে বিশ্বভাবাপন্ন করা, তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে ব্যক্তিভাবাপন্ন করা এক বহুল ও সর্ব-গ্রাহী সম্বন্ধের দ্বারা, সমগ্র সত্তার কাছে তাঁকে নিরন্তর উপস্থিত করা, তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সত্তাকে উৎসর্গ করা, নিঃশেষ করা, সমর্পণ করা যাতে তিনি অধিষ্ঠিত হন আমাদের নিকটে ও ভিতরে, আর আমরা বাস করি তাঁর সহিত ও তাঁর ভিতরে। মনন ও দর্শন অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে নিরন্তর তাঁকে চিন্তা করা ও সর্বদা ও সর্বত্র তাঁকে দেখা---ভক্তিমার্গের পক্ষে অত্যাবশ্যক। যখন আমরা স্থূল প্রকৃতির বিষয় সমূহের উপর দৃষ্টিপাত করি, তখন তাদের মধ্যে আমাদের দেখা চাই আমাদের প্রেমের দিব্য বিষয়কে;

যখন আমরা তাকাই মানুষ ও প্রাণীর দিকে, তখন তাঁকেই আমাদের দেখা চাই সে সবের মধ্যে, আর ইহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধে আমাদের দেখা চাই যে আমরা তাঁরই বিভিন্ন রূপের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করছি; যখন আমরা আমাদের এই জড় জগতের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে অন্য সব লোকের সত্তাদের জানি অথবা তাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি, তখনো সেই একই মনন ও দর্শনকে বাস্তব করতে হবে আমাদের মনের কাছে। আমাদের মনের যে সাধারণ অভ্যাস হ'ল শুধু জড়ীয় ও আপতিক রূপের দিকে ও সাধারণ খণ্ডিত সম্বন্ধের দিকে উন্মুক্ত থাকা এবং অন্তঃস্থ গূঢ় পরম দেবতাকে উপেক্ষা করা তাকে দূর ক'রতে হবে এই গভীরতর ও বিপুলতর অবধারণার ও এই মহত্তর সম্বন্ধের প্রতি সর্বগ্রাহী প্রেম ও আনন্দের অবিরাম অভ্যাসের দ্বারা। সকল দেবতার মধ্যে আমাদের দেখা চাই এই একমাত্র ভগবানকে যাঁকে আমরা পূজা করি আমাদের হৃদয় ও আমাদের সকল সত্তা দিয়ে; তাঁরই দিব্যত্বের বিভিন্ন রূপ তারা। এইভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক আলিঙ্গন বিস্তারিত ক'রে আমরা এমন এক স্থানে আসি যেখানে সবই তিনি এবং এই চেতনার আনন্দ আমাদের কাছে হ'য়ে ওঠে আমাদের জগৎ দেখার স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্ন ধারা। ইহাতেই আমরা পাই তাঁর সহিত আমাদের মিলনের বাহ্য বা পরাক্-বৃত্ত বিশ্বভাব।

আন্তরভাবে, প্রেমাস্পদের মূর্তিকে দৃষ্টিগোচর হ'তে হবে আন্তর নেত্রের কাছে, তিনি আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন যেন নিজের নিকেতনে, তাঁর উপস্থিতির মাধুর্য দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের হৃদয়, আমাদের সত্তার শিখর থেকে সখা, প্রভু ও প্রেমিক রূপে নিয়ন্ত্রণ করছেন আমাদের মন ও প্রাণের সকল ক্রিয়াবলী, উপর থেকে তাঁর সহিত আমাদের মিলিত করছেন বিশ্বের মধ্যে। যে হর্ষকে নিবিড় ও স্থায়ী ও অমোঘ করতে হবে তা হ'ল নিরন্তর অন্তর্মিলন। আমাদের সাধারণ নিবিষ্টতা থেকে সরে এসে সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে অবস্থান ক'রে এক অসামান্য সামীপ্য ও আরাধনার মধ্যে এই মিলনকে যে সীমাবদ্ধ করব, তা নয়, অথবা আমাদের সব মানুষী কাজকর্ম ত্যাগ করে যে ইহাকে পেতে চাইব, তা-ও নয়। আমাদের সকল মনন, সংবেগ, বেদনা, ক্রিয়া উপস্থাপিত ক'রতে হবে তাঁরই কাছে তাঁর সম্মতি বা অসম্মতির জন্য, অথবা যদি আমরা তখনো অতদূর না যেতে পারি, সে সব নিবেদন করতে হবে আমাদের আস্পৃহার যজ্ঞে যাতে তিনি ক্রমশঃ বেশী ক'রে আমাদের মধ্যে

অবতরণ ক'রে সে সকলের মধ্যে উপস্থিত হ'তে পারেন আর তাদের পরিব্যাপ্ত করতে পারেন তাঁর সকল সামর্থ্য ও সংকল্প দিয়ে, তাঁর আলো ও জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দ দিয়ে। পরিশেষে আমাদের সকল মনন, বেদনা, সংবেগ, ক্রিয়া শুরু ক'রবে তাঁর কাছ থেকেই উদ্ভূত হ'য়ে পরিবর্তিত হ'তে নিজেদের কোনো দিব্য বীজ ও রূপে; আমাদের সমগ্র আন্তর জীবন-যাত্রায় আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে আমরা এই চেতনায় বিকশিত হব যে আমরা তাঁর সত্তার এক অংশ, যতক্ষণ না আমাদের আরাধ্য ভগবানের অস্তিত্বের ও আমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে আর কোনো বিভাজন না থাকে। সেইরূপ সকল ঘটনার মধ্যেও আমাদের ক্রমশঃ দেখতে হবে যে আমাদের সহিত দিব্য প্রেমিকের আচরণ এইসব এবং সে সবে এমন সুখ পেতে হবে যে শোক ও কষ্টভোগ ও শারীরিক যন্ত্রণাও হ'য়ে ওঠে তাঁর দান এবং আনন্দে পরিবর্তিত হয়, আর ভাগবত সংস্পর্শের বোধের দ্বারা বিনষ্ট হ'য়ে অবশেষে অন্তর্হিত হয় আনন্দের মধ্যে কারণ তাঁর করস্পর্শ অলৌকিক রূপান্তরের রসায়নবিদ্‌। কেউ কেউ জীবন বর্জন করে এই কারণে যে ইহা শোক দুঃখের দ্বারা কলুষিত, কিন্তু ভগবদ্‌-প্রেমীর কাছে শোক দুঃখ হ'য়ে ওঠে তাঁর দেখা পাবার সাধন, তাঁর চাপের ছাপ এবং যখনই তাঁর প্রকৃতির সহিত আমাদের মিলন এত সম্পূর্ণ হয় যে বিশ্বময় আনন্দের এই সব মুখোস আর ইহাকে গোপন রাখতে পারে না, তখনই সে সবের অবসান হয় চিরদিনের জন্য। তারা পরিবর্তিত হয় আনন্দে।

যে সকল সম্পর্কের দ্বারা এই মিলন আসে সে সব এই পথে হ'য়ে ওঠে তীব্র ভাবে ও আনন্দময় ভাবে ব্যক্তিগত। যে সম্পর্ক পরিশেষে সকল সম্পর্ককে ধারণ করে, গ্রহণ করে অথবা এক করে তা হ'ল প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক, কারণ সকল সম্পর্কের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ও আনন্দময়, ইহাই বাকী সবকে নিয়ে যায় তার সব শিখরে অথচ এসবকে ছাড়িয়েও যায়। তিনি গুরু ও দিশারী এবং আমাদের নিয়ে যান জ্ঞানের মাঝে; বিকাশমান আন্তর আলোক ও দর্শনের প্রতি পদক্ষেপে আমরা অনুভব করি তাঁর স্পর্শ যা আমাদের মনের মাটির রূপদাতা শিল্পীর স্পর্শের মতো, অনুভব করি তাঁরই স্বর যা প্রকাশ করে সত্য ও ইহার পদ, অনুভব করি সেই মনন যা তিনি আমাদের দেন ও যাতে আমরা সাড়া দিই, অনুভব করি তাঁর বিজলী-বর্শার ঝলক

যা দূর করে আমাদের অবিদ্যার অন্ধকার। বিশেষতঃ যে পরিমাণে মনের আংশিক আলোগুলি রূপান্তরিত হ'য়ে ওঠে বিজ্ঞানের আলোতে-- কম বা বেশী যে পরিমাণেই তা হ'ক না কেন--আমরা অনুভব করি ইহা যেন আমাদের মানসিকতার রূপান্তর তাঁর মানসিকতায়, আর উত্তরোত্তর তিনিই আমাদের মধ্যে হ'য়ে ওঠেন চিন্তক ও দ্রষ্টা। আমরা আর নিজেদের জন্য চিন্তা করি না বা দেখি না, বরং শুধু তা-ই চিন্তা করি যা তিনি চিন্তা করতে সংকল্প করেন আমাদের জন্য, আমরা শুধু তা-ই দেখি যা তিনি দেখেন আমাদের জন্য। আর তখন গুরু সার্থক হন প্রেমিকের মধ্যে; আমাদের সকল মনোময় সত্তাকে তিনি করায়ত্ত করেন ইহাকে আলিঙ্গন ও অধিগত, ইহাকে উপভোগ ও ব্যবহার করার জন্য।

তিনি অধীশ্বর; কিন্তু যাবার এই পথে সকল দূরত্ব ও পার্থক্য, সকল সম্ভ্রমমিশ্রিত ভয় ও ত্রাস ও নিছক আজ্ঞানুবর্তিতা তিরোহিত হয়, কারণ আমরা তাঁর সহিত এত ঘনিষ্ঠ ও মিলিত হই যে এই সব বিষয় আর থাকতে পারে না, আর আমাদের সত্তার প্রেমিকই ইহাকে তুলে নিয়ে দখল করে ও ইচ্ছামতো ব্যবহার ও কাজ করে। আজ্ঞানুবর্তিতা সেবকের লক্ষণ, কিন্তু এই সম্বন্ধের নিম্নতম পর্যায় উহা, "দাস্য"। পরে আমরা আজ্ঞা পালন করি না, আমরা তাঁর সংকল্পমতো চলি যেমন বাজনার তার সাড়া দেয় বাদকের অঙ্গুলি চালনায়। যন্ত্র হওয়ার অর্থ এই আত্ম-সমর্পণ ও প্রপত্তির উচ্চতর পর্যায়। কিন্তু ইহা জীবন্ত ও প্রেমপূর্ণ যন্ত্র এবং ইহার শেষ অবস্থায় আমাদের সত্তার সমগ্র প্রকৃতি হ'য়ে ওঠে ভগ-বানের দাস, ভগবান যে ইহাকে অধিকার করেছেন এবং ইহা যে সানন্দে ভগবানের আয়ত্ত ও কর্তৃত্বের অধীন হ'য়েছে, তাতেই ইহা উৎফুল্ল। তিনি ইহাকে যা করতে বলেন ইহা সে সবই করে বিনা দ্বিরুক্তিতে ও প্রগাঢ় আনন্দের সহিত, তিনি ইহাকে যা বহন করতে বলেন ইহা সে সবই বহন করে সাগ্রহে ও সানন্দে, কারণ যা সে বহন করে তা প্রেমাস্পদেরই ভার।

তিনি সখা, দুঃখে ও বিপদে তিনি মন্ত্রণাদাতা, সাহায্যদাতা, পরিত্রাতা, শত্রু থেকে আমাদের রক্ষা করেন, যোদ্ধারূপে আমাদের জন্য সংগ্রাম করেন অথবা তাঁরই আড়ালে আমরা যুদ্ধ করি, তিনি সারথি, আমাদের পথের দিশারী। আর এই সম্বন্ধের মধ্যে আমরা অবিলম্বে পাই এক

আরো নিবিড় অন্তরঙ্গতা; তিনি সহচর ও নিত্য সঙ্গী, জীবন-খেলার সাথী। কিন্তু তবু একটা ভেদ থাকে, তা সে যতই মধুর হ'ক, বন্ধুত্ব বড় বেশী ব্যাহত হয় উপকারিতার আগমনে। প্রেমিক আঘাত দিতে পারে, ত্যাগ করতে পারে, ক্রুদ্ধ হ'তে পারে, মনে হয় প্রবঞ্চনা করে, তবু প্রেম থেকেই যায়, আর এমনকি এই সব বিরুদ্ধতার জন্য বৃদ্ধি পায়; এই সবের জন্য পুনর্মিলনের হর্ষ: পাবার হর্ষ বৃদ্ধি পায়; প্রেমিক এই সবের মধ্যেও বন্ধুই থাকেন, আর শেষে আমরা দেখি যে যা সব তিনি করেন সে সব করা হ'য়েছে আমাদের সত্তার প্রেমিক ও সাহায্যদাতার দ্বারা আমাদের অন্তঃপুরুষের পূর্ণতার জন্য, আমাদের মধ্যে তাঁর হর্ষেরও জন্য। এইসব বিপরীত ভাবের জন্য অন্তরঙ্গতা আরো ঘনিষ্ঠ হয়। আবার তিনি আমাদের সত্তার পিতা ও মাতা, ইহার উৎস ও রক্ষক, ইহাকে সস্নেহে পালন করেন ও আমাদের কামনা পূরণ করেন। তিনি আমাদের কামনাজাত সন্তান যাকে আমরা লালন পালন করি। এই সব বিষয়ই প্রেমিক নেয়। ঘনিষ্ঠতা ও একত্বের অবস্থায় তাঁর প্রেম তার মধ্যে রাখে মাতার ও পিতার স্নেহ এবং আমাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা এই প্রেম পাই। সব কিছু এক হ'য়ে যায় ঐ গভীরতম বহুমুখী সম্বন্ধের মধ্যে।

এমনকি গোড়া থেকেই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের এই ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ পাওয়া সম্ভব, তবে ভক্তির যে কতকগুলি পথে কেবলমাত্র রভসই সাধ্য সে সবে এই সম্বন্ধ যেমন আত্যন্তিক হয়, পূর্ণযোগীর কাছে ইহা তত আত্যন্তিক হবে না। গোড়া থেকেই ইহা নিজের মধ্যে নেবে অপর সব সম্বন্ধেরও কিছু কিছু রঙ, কারণ যোগী জ্ঞান ও কর্মও অনুসরণ করে এবং গুরু, সখা ও প্রভুরূপে ভগবানকে পাবার প্রয়োজন তার থাকে। ভগবদ্-প্রেম যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমন তার মধ্যে ভগবদ্-জ্ঞানও প্রসারিত হয়, আর প্রসারিত হয় তার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রায় ভগবদ্-সংকল্পের ক্রিয়া। দিব্য প্রেমিক নিজেকে প্রকট করেন; তিনি জীবনকে অধিগত করেন। কিন্তু তবু মূল সম্বন্ধ হবে প্রেমের সম্বন্ধ যা থেকে সকল কিছু প্রবাহিত হয়, এই প্রেম অত্যুগ্র, পূর্ণ আর খোঁজে চরিতার্থতার শত শত পথ, পরস্পরকে পাবার সকল উপায়, মিলনানন্দের লক্ষ রূপ। মনের সকল পার্থক্য, ইহার সকল অন্তরায় এবং "হ'তে পারে না"'র নিষেধ, যুক্তিবুদ্ধির সকল নিষ্প্রাণ বিশ্লেষণ--এই সবকে উপহাস করে এই

প্রেম, অথবা ইহাদের ব্যবহার করে শুধু মিলনের বিভিন্ন পরীক্ষা ও ক্ষেত্র ও দুয়ার হিসাবে। আমাদের কাছে প্রেম আসতে পারে নানা ভাবে; ইহা আসতে পারে প্রেমিকের সৌন্দর্যের প্রতি জাগরণ রূপে যখন আমরা তাঁর আদর্শ মুখমণ্ডল ও মূর্তি দেখি, জগতের মধ্যে বিষয়সমূহের সহস্র মুখের পশ্চাতে পাই আমাদের কাছে তাঁর নিজের বিভিন্ন রহস্যময় ইঙ্গিত, অনুভব করি হৃদয়ের মন্থর বা আকস্মিক প্রয়োজন, অন্তঃপুরুষের মধ্যে এক অস্পষ্ট তৃষ্ণা অথবা এই বোধ জাগে যে সমীপস্থ কোন একজন আমাদের আকর্ষণ করছেন অথবা আমাদের পিছনে আসছেন সপ্রেমে অথবা আনন্দময়, সৌন্দর্যময় একজন আছেন যাঁকে আমাদের খুঁজে বার করা কর্তব্য।

তাঁকে পাবার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা হ'তে পারে তীব্র এবং আমরা অ-দেখা প্রেমাস্পদের অনুসরণ ক'রতে পারি; তবে ইহাও সম্ভব যে আমরা প্রথমে চাই বা না চাই প্রেমিক নিজেই, তাঁর কথা আমরা না ভাবলেও আমাদের পিছনে পিছনে এসে জগতের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমাদের অধিগত করেন। এমনকি প্রথমে তিনি আসতে পারেন শত্রুরূপেও প্রেমের ক্রোধ নিয়ে, এবং তাঁর সহিত আমাদের সবচেয়ে প্রাথমিক সম্বন্ধগুলি হ'তে পারে যুদ্ধ ও সংগ্রামের। যেখানে প্রথমেই প্রেম ও আকর্ষণ থাকে, সেখানেও ভগবান ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন থাকতে পারে ভুল বোঝা ও দোষারোপ, ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ, প্রেমের বিবাদ ও কলহ, আশা ও নিরাশা এবং বিরহ ও বিচ্ছেদের ব্যথা। তাঁর বিরুদ্ধে আমরা নিক্ষেপ করি হৃদয়ের সকল তীব্র ভাবাবেগ যতক্ষণ না ইহারা শুদ্ধ হ'য়ে পরিণত হয় আনন্দ ও একত্বের অনন্য রভসে। কিন্তু ইহাও একভাবমাত্র; ভাগবতপ্রেমের আনন্দের একান্ত ঐক্য ও শাশ্বত বৈচিত্র্যের সকল কথা বর্ণনা করা মানুষের ভাষার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমাদের পরতর ও অবর অঙ্গগুলি উভয়ই পরিপ্লুত হয় ইহার দ্বারা, যেমন অন্তঃপুরুষ হয়, মন ও প্রাণও তেমন হয়, কম নয়: এমনকি স্থূল দেহও হর্ষের অংশ পায়, স্পর্শ অনুভব করে আর তার সকল প্রত্যঙ্গ, শিরা, স্নায়ু ভরে যায় রভস মদিরার, "অমৃতের" প্রবাহে। প্রেম ও আনন্দই সত্তার শেষ কথা, গুহ্যের গুহ্য, রহস্যের রহস্য।

যদি প্রেম ও আনন্দের পথ এইভাবে বিশ্বভাবাপন্ন, ব্যক্তিভাবাপন্ন হয়, তাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে তার বিভিন্ন তীব্র রূপ দেওয়া হয় আর তাকে

করা হয় সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাহী, সর্বার্থ-সাধক, তাহ'লে তা থেকে লাভ হয় পরম মুক্তি। ইহার সর্বোচ্চ শিখর হ'ল বিশ্বাতীত মিলন। কিন্তু প্রেমের পক্ষে সম্পূর্ণ মিলনই মুক্তি; ইহার কাছে মুক্তির অপর কোনো অর্থ নেই; আর সকল প্রকার মুক্তিই একসাথে ইহার অন্তর্ভূক্ত, যেমন কেহ কেহ চায়, ইহারা যে শেষে তেমন শুধু একটির পর একটি পর পর আসে এবং সেজন্য প্রত্যেকটি থেকে অন্যগুলি বাদ পড়ে তা নয়। আমরা পাই মানবীয় চিৎ-পুরুষের সহিত দিব্য চিৎ-পুরুষের একান্ত মিলন, "সাযুজ্য"; যা সব ভেদের উপর নির্ভরশীল সে সবের আধার ইহার মধ্যে নিজেকে প্রকট করে--কিন্তু এখানে ভেদ একত্বেরই এক রূপ,--অর্থাৎ আমরা পাই সামীপ্য, সংযোগ ও পরস্পর সান্নিধ্যের আনন্দ, "সামীপ্য, সালোক্য"-এর আনন্দ, আর পাই পরস্পরের প্রতিফলনের আনন্দ অর্থাৎ যাহাকে আমরা বলি সাদৃশ্য তার আনন্দ, আর অন্য সব অপরূপ জিনিসও পাই যেগুলির কোনো নাম এখনো ভাষায় নেই। এমন কিছু নেই যা ভগবদ্-প্রেমীর নাগালের বাহিরে বা তাকে দেওয়া হয় না; কারণ সে হ'ল দিব্য প্রেমিকের প্রিয় এবং পরম প্রেমাস্পদের আত্মা।

চতুর্থ খণ্ড

আত্ম-সিদ্ধি যোগ

১ অধ্যায়

পূর্ণযোগের মূলতত্ত্ব

যোগের মূলতত্ত্ব হ'ল আমাদের মানবসত্তার একটি বা সকল সামর্থ্য-গুলিকে ভাগবতসত্তা লাভের উপায়ে পরিণত করা। সাধারণ যোগে সত্তার একটি প্রধান শক্তিকে অথবা ইহার বিভিন্ন শক্তির কোনো সমষ্টিকে উপায়, বাহন, পথ করা হয়। সমন্বয়ী যোগে সকল শক্তিগুলিকেই একত্র মিলিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে রূপান্তরকারী সাধনতন্ত্রের।

হঠযোগে সাধন হ'ল দেহ ও প্রাণ। আসন ও অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহের সকল শক্তিকে নিস্তব্ধ, একত্র, শুদ্ধ, উন্নত ও একাগ্র করা হয় তাদের চরম সীমা পর্যন্ত অথবা সকল সীমা অতিক্রম ক'রে; সেইরূপ প্রাণের শক্তিকেও শুদ্ধ, উন্নত, একাগ্র করা হয় আসন ও প্রাণায়ামের দ্বারা। তারপর শক্তিগুলির এই একাগ্র সমষ্টিকে চালনা করা হয় সেই ভৌতিক কেন্দ্রের দিকে যার মধ্যে দিব্য চেতনা প্রচ্ছন্নভাবে আসীন থাকে মানবদেহের অভ্যন্তরে। প্রাণের শক্তি, প্রকৃতি-শক্তি যা তার সকল গুহ্য শক্তি নিয়ে কুণ্ডলিত হ'য়ে পৃথ্বী-সত্তার সর্বনিম্ন স্নায়ুচক্রে (মূলাধারে) সুপ্ত থাকে---কারণ আমাদের সাধারণ কাজকর্মে শুধু সেই পরিমাণ শক্তি জাগ্রত ক্রিয়ায় বাহির হয় যা মানবজীবনের সীমিত ব্যবহারের পক্ষে পর্যাপ্ত---জাগ্রত হ'য়ে চক্রের পর চক্রের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে এবং ওঠবার সময় ও যাবার পথে আমাদের সত্তার পরপর প্রতি গ্রন্থির সব শক্তিকেও জাগ্রত করে অর্থাৎ স্নায়বিক প্রাণ, ভাবাবেগের হৃদয়, এবং সাধারণ মানসিকতা, বাক্, দৃষ্টি, সংকল্প, উচ্চতর জ্ঞান প্রবুদ্ধ করে যতক্ষণ না ইহা মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে ও ইহার ঊর্ধ্বে দিব্য চেতনার সহিত মিলিত হ'য়ে তার সহিত এক হয়ে যায়।

রাজযোগে যে করণটি নির্বাচিত করা হয় তা মন। আমাদের সাধারণ মানসিকতাকে প্রথম সংযত ও শুদ্ধ ক'রে চালনা করা হয় ভাগবত সত্তার দিকে এবং তারপর আসন ও প্রাণায়ামের সংক্ষিপ্ত প্রণালীর দ্বারা আমাদের সত্তার শারীরিক শক্তি স্তব্ধ ও একাগ্র করা হয়, প্রাণশক্তিকে মুক্ত করা হয় এমন এক ছন্দোময় গতিতে যা নিবৃত্ত হ'তেও সমর্থ এবং

ইহাকে একাগ্র করা হয় ইহার উর্ধ্বাভিমুখী ক্রিয়ার উচ্চতর শক্তিতে, আর মন তার আশ্রয়স্বরূপ দেহ ও প্রাণের এই মহত্তর ক্রিয়া ও একাগ্রতার দ্বারা পুষ্ট ও সবল হ'য়ে নিজেই শুদ্ধ হয় তার সকল চঞ্চলতা ও ভাবাবেগ ও অভ্যাসগত চিন্তা-তরঙ্গ থেকে, এবং বিভ্রম ও বিক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে ও একাগ্রতার সর্বোচ্চ শক্তি পেয়ে সমাহিত হয় সমাপত্তির সমাধিতে। এই শিক্ষার দ্বারা দুইটি বিষয় লাভ হয়——একটি ঐহিক, অন্যটি শাশ্বত। মনঃশক্তির অপর এক একাগ্র ক্রিয়ায় বিকশিত হয় জ্ঞানের অসামান্য সব সামর্থ্য, অমোঘ সংকল্প, গ্রহণের গভীর আলোক, ভাবনা-বিকিরণের শক্তিশালী আলোক, যেগুলি আমাদের সাধারণ মানসিকতার সংকীর্ণ ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ উজানে; ইহা লাভ করে সেই সব যৌগিক বা গুহ্য শক্তি যাদের চারিদিকে অত রহস্যের মাল বোনা হ'য়েছে অথচ এই সব রহস্য সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তবে হয়ত হিতকর। কিন্তু একমাত্র চরম লক্ষ্য এবং একমাত্র সর্ব-প্রধান লাভ হ'ল মন নিস্তব্ধ হ'য়ে একাগ্র সমাধির মধ্যে মগ্ন হ'লে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে দিব্য চেতনার মধ্যে আর অন্তঃপুরুষ মুক্ত হয় ভাগবত সত্তার সহিত যুক্ত হবার জন্য।

ত্রিমার্গ তার যে করণগুলি নির্বাচন ক'রে নেয় তাহ'ল মানুষের মানসিক অন্তরাত্মা-জীবনের তিনটি প্রধান শক্তি। জ্ঞানমার্গ নির্বাচন করে যুক্তিবুদ্ধি ও মানসিক দর্শন এবং ইহা শুদ্ধি, একাগ্রতা ও ভগবদ্-মুখী এষণার এক প্রকার সাধনার দ্বারা তাদের পরিণত করে সর্বাপেক্ষা মহত্তম জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ দর্শনের অর্থাৎ ভগবদ্-জ্ঞান ও ভগবদ্-দর্শনের উপায়ে। ইহার লক্ষ্য হ'ল ভগবানকে দেখা ও জানা ও ভগবান হওয়া। কর্মমার্গ, ক্রিয়া তার করণ হিসাবে নির্বাচন করে কর্মকর্তার সংকল্প; ইহা জীবনকে করে পরমদেবতার নিকট এক যজ্ঞের নিবেদন এবং শুদ্ধি, একাগ্রতা ও দিব্যসংকল্পের নিকট বশ্যতার এক প্রকার সাধনার দ্বারা জীবনকে পরিণত করে বিশ্বের দিব্য অধীশ্বরের সহিত মানবের অন্তঃপুরুষের সংযোগের ও বর্ধিষ্ণু ঐক্যের উপায়ে। ভক্তিমার্গ নির্বাচন করে অন্তঃপুরুষের ভাবময় ও কান্ত শক্তিগুলি এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা, তীব্রতা এষণার অনন্ত প্রচণ্ড অনুরাগের মধ্যে সে সবকে ভগবদ্-মুখী ক'রে তাদের পরিণত করে এক উপায়ে যাতে ভগবানকে পাওয়া যায় ভাগবত সত্তার সহিত ঐক্যের এক বা বহু সম্বন্ধের ভিতর। সকলেরই লক্ষ্য হ'ল তাদের নিজস্ব পথে পরম চিৎ-পুরুষের সহিত মানবীয় অন্তঃপুরুষের মিলন বা ঐক্য।

প্রতি যোগের বেলাতেই যে করণ ব্যবহৃত হয়, যোগের প্রণালীও সেইরূপ হয়; সেজন্য হঠযোগের প্রণালী মনো-ভৌতিক, রাজযোগের প্রণালী মানসিক ও চৈত্য, জ্ঞানমার্গ আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানীয়, ভক্তিমার্গ আধ্যাত্মিক, ভাবময় ও সৌন্দর্যবোধাত্মক, কর্মমার্গ আধ্যাত্মিক ও কর্মের দ্বারা স্ফুরন্ত। প্রতিটির সাধনা করা হয় তার নিজস্ব বিশিষ্ট শক্তির ধারা অনুযায়ী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল শক্তিই এক, সকল শক্তিই বস্তুতঃ অন্তঃপুরুষের শক্তি। প্রাণ, দেহ ও মনের সাধারণ কর্মধারায় এই সত্যটি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকে প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত, বিভাজক ও বিকিরণশীল কর্মের দ্বারা যা আমাদের সকল ব্যাপ্রিয়ার সাধারণ অবস্থা, কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত ঐ সত্য সুস্পষ্ট; কারণ সকল জড়শক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে প্রাণিক, মানসিক, চৈত্য, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং পরিশেষে ইহা বাধ্য হয় একই পরমাশক্তির এই সব বিভিন্ন রূপগুলি মুক্ত ক'রতে; প্রাণিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখে এবং ক্রিয়ায় মুক্ত করে অন্য সকল রূপগুলি, মানসিক শক্তি নিজেকে প্রাণ ও দেহ ও তাদের বিভিন্ন সামর্থ্য ও ব্যাপ্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে ধারণ করে সত্তার অবিকশিত বা শুধু আংশিক বিকশিত চৈত্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি। কিন্তু যখন যোগের দ্বারা এই সব শক্তির যে কোনোটিকে বিক্ষিপ্ত ও বিকিরণশীল ক্রিয়া থেকে নিয়ে তার সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নত ও একাগ্র করা হয় তখন ইহা হ'য়ে ওঠে ব্যক্ত অন্তঃপুরুষ--শক্তি ও প্রকট করে তাদের স্বরূপগত ঐক্য। সেজন্য হঠযোগের প্রণালীতেও শুদ্ধ চৈত্য ও আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়, রাজযোগের প্রণালী চৈত্য উপায়ে লাভ করে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি। ত্রিমার্গ সম্বন্ধে মনে হ'তে পারে যে ইহার যে সাধনধারা ও উদ্দেশ্য তাতে ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক কিন্তু ইহাতেও এমন সব ফল পাওয়া যায় যেগুলি বরং অন্য সব মার্গের বিশিষ্ট ফল, ইচ্ছা না থাকলেও সে সব আসে স্বাভাবিক বিকাশ হিসাবে আর ঐ একই কারণে যে অন্তঃপুরুষ-শক্তি সর্ব-শক্তি এবং যেখানে একটি দিকে ইহা পরাকাষ্ঠা লাভ করে, সেখানে ইহার অন্যান্য সম্ভাবনাগুলিও দেখা দিতে শুরু করে বাস্তব ভাবে অথবা প্রাথমিক যোগ্যতা হিসাবে। এই ঐক্য থেকে তখনই বোঝা যায় যে এক সমন্বয়ী যোগ সম্ভবপর।

তান্ত্রিক সাধনা স্বরূপতঃ এক সমন্বয়। ইহা এই বিশাল বিশ্বজনীন সত্য আয়ত্ত ক'রেছে যে সত্তার দুটি মেরু আছে যাদের স্বরূপগত ঐক্যই অস্তিত্বের রহস্য--ব্রহ্ম ও শক্তি, চিৎ-পুরুষ ও প্রকৃতি, আর প্রকৃতি হ'ল

চিৎ-পুরুষেরই শক্তি, বরং ইহা শক্তিরূপী চিৎ-পুরুষ। মানবের মধ্যকার প্রকৃতিকে তুলে চিৎ-পুরুষের ব্যক্ত শক্তিতে আনাই ইহার পদ্ধতি, আর সমগ্র প্রকৃতিকেই ইহা একত্র তুলে নেয় আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের জন্য। ইহার সাধনতন্ত্রে আছে শক্তিশালী হঠযোগের প্রণালী এবং বিশেষ ক'রে আছে স্নায়বিক কেন্দ্রগুলির (চক্র) উন্মীলন, এবং ইহার মধ্য দিয়ে জাগ্রত শক্তির যাত্রা ব্রহ্মের সহিত তার মিলনের পথে, আর আছে রাজযোগের শুদ্ধি, ধ্যান ও একাগ্রতার সূক্ষ্মতর প্রভাব, সংকল্প-শক্তির উত্তোলন ক্ষমতা, ভক্তির প্রবর্তক শক্তি, জ্ঞানের চাবিকাঠি। কিন্তু এই সব বিশিষ্ট যোগের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে কার্যকরীভাবে একত্র ক'রেই ইহা ক্ষান্ত হয় না। তার সমন্বয়ী প্রবণতার দরুণ ইহা যৌগিক পদ্ধতির ক্ষেত্রকে আরো বিস্তৃত করে দুই দিকে। প্রথমতঃ ইহা মানবীয় গুণের প্রধান উৎসগুলির মধ্যে অনেকগুলিকে---কামনাকে, ক্রিয়াকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ ক'রে সে সবকে সংযমে আনে কঠোরভাবে, আর তা করার প্রথম লক্ষ্য হ'ল ইহার বিভিন্ন প্রেরণাগুলির উপর অন্তঃপুরুষের কর্তৃত্ব স্থাপন এবং অন্তিম উপকারিতা হ'ল এক দিব্যতর আধ্যাত্মিক স্তরে তাদের উন্নয়ন। তাছাড়া বিশিষ্ট সাধন পন্থাগুলির যেমন একমাত্র ব্রত হ'ল মুক্তি সাধন, এই যোগে তেমন নয়; ইহা যে শুধু মুক্তিকেই যোগের উদ্দেশ্য করে তা নয়, ইহার অন্য উদ্দেশ্য হ'ল পরম চিৎ-পুরুষের শক্তিকে বিশ্বজনীন ভাবে উপভোগ করা (ভুক্তি), অথচ অন্যান্য যোগ হয়ত ইহাকে সাধনপথে নেয় প্রসঙ্গক্রমে, আংশিক ভাবে ও আকস্মিক বিষয় হিসাবে, কিন্তু ইহাকে সাধনার প্রেরণা বা উদ্দেশ্য করে না। তান্ত্রিক সাধনা আরো সাহসী ও ব্যাপক।

সমন্বয়ের যে পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করছি তাতে তন্ত্রের অন্য এক সূত্র অনুসরণ করা হয়, আর তা নেওয়া হয়েছে যোগের বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলির সম্বন্ধে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে। তন্ত্রের লক্ষ্যসাধনের জন্য এই সমন্বয় শুরু করে বেদান্তর পদ্ধতি থেকে। তন্ত্রের পদ্ধতিতে শক্তিই সর্বপ্রধান, ইহাই হ'য়ে ওঠে চিৎ-পুরুষকে পাবার চাবিকাঠি; এই সমন্বয়ে চিৎ-পুরুষ, অন্তঃপুরুষ সর্বপ্রধান, ইহাই শক্তিকে তুলে নেবার রহস্য। তন্ত্র পদ্ধতি শুরু করে সর্বনিম্ন থেকে এবং উত্তরণের সোপানকে উপর পানে সাজায় ক্রমানুয়ে শিখর পর্যন্ত; সেজন্য ইহা প্রথম জোর দেয় দেহ ও ইহার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির স্নায়ুমণ্ডলীর (নাড়ীতন্ত্রের) মধ্যে জাগ্রত শক্তির ক্রিয়ার উপর; ছয়টি পদ্মের (ষট্চক্র) উন্মীলনের অর্থ

চিৎ-পুরুষের শক্তির স্তরের উদ্ঘাটন। আমাদের সমন্বয়ের কাছে মানব দেহগত চিৎ-পুরুষ অপেক্ষা বরং আরো বেশী পরিমাণে মনোগত চিৎ-পুরুষ; ইহা ধরে নেয় যে মানবের এই সামর্থ্য আছে যে সে ঐ স্তরেই সাধনা শুরু ক'রে নিজেকে এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তি ও সত্তার নিকট উন্মুক্ত ক'রে তার সত্তাকে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ক'রতে সক্ষম; আবার ঐ উচ্চতর শক্তিকে ঐভাবে অধিগত ও সক্রিয় ক'রে সে তার সাহায্যে তার সমগ্র প্রকৃতিকেও সিদ্ধ করতে সক্ষম। এই কারণে আমরা প্রথমে জোর দিয়েছি মনোগত অন্তঃপুরুষের বিভিন্ন শক্তিগুলির সমুচিত ব্যবহারের উপর এবং চিৎ-পুরুষের রুদ্ধ শক্তি উন্মুক্ত ক'রতে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের ত্রিবিধ চাবিকাঠির প্রয়োগের উপর; হঠযোগের পদ্ধতিগুলি না অবলম্বন করলেও চলে, তবে তাদের আংশিকভাবে ব্যবহার করায় আপত্তি নেই, আর রাজযোগের পদ্ধতি আসবে শুধু এক অনিয়মিত অঙ্গ হিসাবে। সরলতম পন্থায় আধ্যাত্মিক শক্তি ও সত্তার বৃহত্তম বিকাশ সাধন করা এবং ইহার দ্বারা মানবজীবনযাত্রার সমগ্র ক্ষেত্রে মুক্ত প্রকৃতিকে দিব্যভাবাপন্ন করা—ইহাই আমাদের যোগের প্রেরণা, ইহার দ্বারাই আমরা অনুপ্রাণিত।

যে মূলতত্ত্বের কথা আমরা বলতে চাই তা হ'ল আত্ম-সমর্পণ, অর্থাৎ ভগবানের সত্তা, চেতনা, শক্তি, আনন্দের নিকট মানবীয় সত্তার উৎসর্গ, মানবের, মনোময় পুরুষের অন্তঃপুরুষের মধ্যে সাক্ষাৎলাভের সকল বিন্দুতেই মিলন বা সঙ্গ যার দ্বারা ভগবান স্বয়ং সরাসরি ও অনাবৃতভাবে যন্ত্রের অধীশ্বর ও অধিকর্তা হ'য়ে তাঁর সান্নিধ্য ও দেশনার আলোকের দ্বারা প্রকৃতির সকল শক্তির মধ্যে মানবীয় সত্তাকে পূর্ণতা দেবেন দিব্য-জীবনযাত্রার জন্য। এখানে আমরা পাই যোগের উদ্দেশ্যসমূহের এক অধিকতর প্রসার। সকল যোগেরই সাধারণ প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল মানবের বর্তমান প্রাকৃত অজ্ঞানতা ও সংকীর্ণতা থেকে তার অন্তঃপুরুষের মুক্তি, ইহার বিমুক্তি আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে, ইহার মিলন পরমাত্মা ও পরম-দেবের সহিত। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাকে যে শুধু প্রাথমিক উদ্দেশ্য করা হয় তা নয়, ইহাকে করা হয় সমগ্র ও অন্তিম উদ্দেশ্য: আধ্যাত্মিক সত্তার উপভোগ থাকে, কিন্তু তা থাকে—হয় আত্ম-সত্তার নীরবতার মধ্যে মানবীয় ও ব্যষ্টি সত্তার লয়ে, না হয় আর এক অস্তিত্বের মধ্যে এক পরতর লোকের উপর। তান্ত্রিক সাধনা মুক্তিকে অন্তিম লক্ষ্য করে, কিন্তু ইহাকে

একমাত্র লক্ষ্য করে না; ইহা তার সাধনপথে নেয় পূর্ণ সিদ্ধি ও মানবীয় অস্তিত্বের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি, আলোক ও হর্ষের উপভোগ, আর এমনকি ইহা এমন এক পরম অনুভূতিরও আভাস পায় যার মধ্যে মুক্তি ও বিশ্বজনীন ক্রিয়া ও উপভোগ মিলিত হ'য়ে এক হয়, এবং সকল বিরোধ ও বৈষম্য চূড়ান্তভাবে দূর হয়। আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ্যতার এই ব্যাপকতর দৃষ্টি থেকেই আমরা শুরু করি কিন্তু আমরা আর একটি বিষয়ে গুরুত্ব দিই যার ফলে যোগের তাৎপর্য আরো সম্পূর্ণ হয়। আমরা মনে করি যে মানবের চিৎপুরুষ কেবলমাত্র এক ব্যষ্টিসত্তা নয়, আর তার যাত্রা যে শুধু ভগবানের সহিত বিশ্বাতীত ঐক্য লাভের জন্য তা নয়, বরং আমরা মনে করি যে ইহা এমন এক বিশ্বময় সত্তা যে সকল অন্তঃপুরুষ ও সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের সহিত একত্ব লাভে সমর্থ, আর আমরা এই প্রসারিত দৃষ্টিকে দিই তার কার্যতঃ সম্পূর্ণ সফল রূপ। মানবীয় অন্তঃপুরুষের ব্যক্তিগত মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক সত্তায়, চেতনায় ও আনন্দে ভগবানের সহিত ব্যক্তিগত মিলনাস্বাদন—ইহা সর্বদাই যোগের প্রথম উদ্দেশ্য হ'তে বাধ্য; ভগবানের সহিত বিশ্বজনীন ঐক্যের স্বচ্ছন্দ উপভোগ হ'য়ে ওঠে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহা থেকে যে এক তৃতীয় উদ্দেশ্যের উদয় হয়,—তা হ'ল মানবজাতির মধ্যে ভগবানের যে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য তাতে সমবেদনা ও অংশগ্রহণের দ্বারা সর্বভূতের সহিত ভগবদ্-ঐক্যের অর্থকে কার্যে পরিণত করা। ব্যক্তিগত যোগ তখন তার পৃথক্‌ভাব ত্যাগ ক'রে হ'য়ে ওঠে মানবজাতির মধ্যে দিব্য প্রকৃতির সমষ্টি যোগের এক অংশ। আত্মায় ও চিৎ-পুরুষে ভগবানের সহিত যুক্ত হ'য়ে মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যষ্টি পুরুষ তার প্রাকৃত সত্তায় হ'য়ে ওঠে এক আত্ম-সিদ্ধিপ্রদ যন্ত্র মানবজাতির মধ্যে ভগবানের সুষ্ঠু বহিঃ-প্রস্ফুটনের জন্য।

এই বহিঃপ্রস্ফুটনের দুইটি পর্যায়—প্রথম আসে বিভক্ত মানবীয় অহং থেকে চিৎ-পুরুষের ঐক্যের মধ্যে উপচয়, আর তারপর আসে দিব্য প্রকৃতির অধিকার তার যথার্থ ও উচ্চতর রূপগুলিতে, এ অধিকার তখন আর মনোময় সত্তার সব অবর রূপে হয় না, কারণ এইগুলি বিশ্বজনীন ব্যষ্টির মধ্যে দিব্য প্রকৃতির মূল লিপির সঠিক উক্তি নয়, ইহারা তার বিকৃত রূপান্তর। অর্থাৎ এমন এক সিদ্ধি আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই যার অথ মানসিক প্রকৃতির উন্নয়ন পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও অতি-মানসিক প্রকৃতিতে। অতএব জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের এই পূর্ণ যোগকে প্রসারিত

করা চাই আধ্যাত্মিক ও বিজ্ঞানময় আত্ম-সিদ্ধির যোগে। যেহেতু বিজ্ঞানময় জ্ঞান, সংকল্প ও আনন্দ চিৎ-পুরুষের প্রত্যক্ষ করণ এবং তাদের লাভ করা যায় শুধু চিৎ-পুরুষের মধ্যে, ভাগবত সত্তার মধ্যে উপচয়ের দ্বারা, সেহেতু এই উপচয়ই হওয়া চাই আমাদের যোগের প্রথম লক্ষ্য। জীবের অন্তঃপুরুষের মধ্যে ভগবান যে তাঁর বিজ্ঞানময় বহিঃপ্রস্ফুটন পূর্ণ করবেন তার আগে দরকার মনোময় পুরুষের নিজেকে বিস্তৃত করা ভগবানের একত্বের মধ্যে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের ত্রিমার্গ যে অখণ্ড যোগের প্রধান সুর হ'য়ে ওঠে তার কারণ ইহাই, কারণ উহাই প্রত্যক্ষ উপায় যার দ্বারা মনোগত অন্তঃপুরুষ উঠতে পারে তার সব উচ্চতম উৎকৃষ্ট স্তরে যেখান থেকে সে ঊর্ধ্বে চলে যায় দিব্য একত্বের মধ্যে। যোগ যে পূর্ণ, অখণ্ড হওয়া চাই—উহাও তার এক কারণ। কারণ যদি অনন্তের মধ্যে নিমজ্জন অথবা ভগবানের সহিত কোনো ঘনিষ্ঠ মিলনই আমাদের সমগ্র লক্ষ্য হ'ত তাহ'লে পূর্ণ যোগ অনাবশ্যক হ'য়ে পড়ত,—আবশ্যক হ'ত শুধু মানবের সত্তার এমন অধিকতর তৃপ্তির জন্য যা আমরা পেতে পারি সমগ্র সত্তাকে তার পরম উৎসের দিকে আত্ম-উত্তোলনের দ্বারা, ইহা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নয়। কিন্তু মূল লক্ষ্যের জন্য ইহার প্রয়োজন হ'ত না, কারণ অন্তঃপুরুষ-প্রকৃতির যে কোনো শক্তির দ্বারাই আমরা ভগবানের সহিত মিলতে পারি; প্রতি শক্তিই তার পরাকাষ্ঠায় উত্তরণ করে অনন্ত ও অনপেক্ষ তত্ত্বের মধ্যে, সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকেই সেখানে পৌঁছাবার পক্ষে পর্যাপ্ত পথস্বরূপ, কারণ শত শত সকল পথই মিলিত হয় সনাতনে। কিন্তু বিজ্ঞানময় সত্তা হ'ল সমগ্র দিব্য ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ ভোগ ও অধিকার; আর ইহা হ'ল মানবের সমগ্র প্রকৃতির সম্পূর্ণ উন্নয়ন এক দিব্য ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের যে শক্তি তার তাতে। তখন এই যোগের জন্য অখণ্ডতা হ'য়ে ওঠে এক অত্যাবশ্যক সর্ত।

একই সঙ্গে আমরা দেখেছি যে কিছু ব্যাপকতার সহিত সাধনা করা হ'লে ত্রিমার্গের প্রত্যেকেই তার পরাকাষ্ঠায় তার মধ্যে নিতে পারে অপর-গুলিরও বিভিন্ন শক্তি এবং তাদের চরিতার্থতা সাধনেও সক্ষম। সুতরাং ইহাই যথেষ্ট হবে যদি আমরা যে কোনো একটি পথে সাধনা শুরু ক'রে সেই বিন্দুটি খুঁজে পাই যেখানে এই পথ অন্যের সঙ্গে মিলিত হয় অগ্রগতির প্রাথমিক সমান্তরাল রেখাগুলিতে এবং তাদের মধ্যে মিশে যায় নিজের প্রসারণের দ্বারা। তবু আরো দুরূহ, জটিল এবং পূর্ণমাত্রায়

শক্তিশালী প্রণালী হবে যেন একসঙ্গে তিনটি রেখারই উপর, পুরুষ-প্রকৃতির ত্রি-চক্রের উপর সাধনা শুরু করা। কিন্তু আত্ম-সিদ্ধি যোগের সর্ত ও উপায় কি কি তা না দেখা পর্যন্ত এই সম্ভাবনার বিবেচনা স্থগিত রাখাই কর্তব্য। কারণ আমরা দেখব যে ইহাকেও সম্পূর্ণভাবে স্থগিত রাখার প্রয়োজন নেই, তবে ইহার কিছু প্রস্তুতি দিব্য কর্ম, প্রেম ও জ্ঞানের বিকাশের অঙ্গ এবং ঐ বিকাশের দ্বারা ইহার মধ্যে কিছু প্রাথমিক যাত্রা হয়।

২ অধ্যায়

পূর্ণ সিদ্ধি

মানবীয় সত্তার দিব্য সিদ্ধিই আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং আমাদের প্রথম জানা দরকার মানবের সমগ্র সিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত উপাদান কি কি; দ্বিতীয়তঃ আমাদের জানা দরকার আমাদের সত্তার মানবীয় সিদ্ধি থেকে ভিন্ন এই যে দিব্য সিদ্ধি--আমাদের কাছে তার অর্থ কি। মানব সত্তারূপে যে আত্ম-বিকাশে সমর্থ এবং অন্ততঃ তার মন ধারণা করতে সক্ষম এমন সিদ্ধির কোনো আদর্শ মানের দিকে সে যে কিছু অগ্রসর হ'তে, তাকে সম্মুখে রেখে তার অনুবর্তী হ'তে সমর্থ--ইহা সকল চিন্তাশীল মানুষই স্বীকার করে, যদিও মাত্র অল্পসংখ্যক লোকই এই সম্ভাবনাকে জীবনের একমাত্র সর্বপ্রধান লক্ষ্য গণ্য করে ঐ কার্যে ব্রতী হয়। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে এই আদর্শ এক ঐহিক পরিবর্তন স্বরূপ, আবার অন্য কেউ মনে করে ইহা এক ধর্মীয় রূপান্তর।

কখন কখন মনে করা হয় যে ঐহিক সিদ্ধি এমন কিছু যা বাহ্য, সামাজিক, এক ক্রিয়ার বিষয়, আমাদের মানবভাইদের এবং পারিপার্শ্বিকের সাথে আরো যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার, আরো সুষ্ঠু ও দক্ষ নাগরিক-জীবন ও কর্তব্যপালন, আরো উৎকৃষ্ট, সমৃদ্ধ, সদয় ও সুখময় জীবন-যাত্রা প্রণালী, আরো ন্যায়সঙ্গত ও সুসমঞ্জসভাবে অন্যদের সহযোগে জীবনের সব সুবিধাভোগ। আবার অন্যেরা মনে করে ইহা এক আরো আন্তর ও প্রত্যক্‌বৃত্ত আদর্শ, বুদ্ধি, সংকল্প ও যুক্তির স্বচ্ছতা ও উন্নয়ন সাধন, প্রকৃতিস্থ শক্তি ও সামর্থ্যের উৎকর্ষ ও নিয়ন্ত্রণ, আরো মহত্তর নৈতিক, আরো সমৃদ্ধ সৌন্দর্যবোধাত্মক, সূক্ষ্মতর ভাবময়, আরো অধিক সুস্থ ও সুশাসিত প্রাণিক ও শারীরিক সত্তা। কখন কখন একটি উপাদানের উপরই জোর দেওয়া হয় আর অন্যগুলি প্রায় বাদ পড়ে; কখন কখন আরো উদার ও ধীরস্থির মনে অখণ্ড সামঞ্জস্যকেই গণ্য করা হয় সমগ্র সিদ্ধি ব'লে। ইহার জন্য যে বাহ্য উপায় অবলম্বন করা হয় তা হ'ল শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তন, অথবা সঠিক করণ হিসাবে আন্তর আত্ম-শিক্ষা ও বিকাশকেই বেশী শ্রেয়ঃ মনে করা হয়। অথবা

এই দুটি লক্ষ্যকেই––আন্তর ব্যক্তির সিদ্ধিকে এবং বাহ্য জীবনযাত্রার সিদ্ধিকে স্পষ্টভাবে যুক্ত করা হয়।

কিন্তু ঐহিক লক্ষ্যের ক্ষেত্র হ'ল বর্তমান জীবন ও তার সুবিধাগুলি; অপরদিকে ধর্ম তার সম্মুখে যে লক্ষ্য রাখে তা হ'ল মৃত্যুর পর অন্য এক জীবনের জন্য আত্ম-গঠন, ইহার সাধারণতম আদর্শ হ'ল এক প্রকার পবিত্র সাধুজীবন, আর ইহার উপায় হ'ল ভগবৎ-প্রসাদের দ্বারা অথবা শাস্ত্রবিহিত বিধানের আর না হয় ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার আদিষ্ট বিধানের অনুবর্তী হ'য়ে অপূর্ণ বা পাপময় মানবসত্তার রূপান্তর। ধর্মের লক্ষ্যের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন থাকতে পারে কিন্তু তখন এই পরিবর্তন আসার উপায় হবে ধর্মের এক সাধারণ আদর্শ ও উৎসর্গ-করা জীবনযাত্রা প্রণালী স্বীকার সাধুসন্তের ভ্রাতৃত্ব, দেবতন্ত্র অথবা ভগবানের রাজ্য যা পৃথিবীতে প্রতিফলিত করে স্বর্গের রাজ্য।

যেমন অন্যান্য অংশে তেমন এই বিষয়েও আমাদের সমন্বয়ী যোগের উদ্দেশ্য হওয়া চাই আরো অখণ্ড ও ব্যাপক, এই সকল উপাদানকে অথবা আত্ম-সিদ্ধির এক আরো বিশাল সংবেগের এই সব প্রবণতাকে গ্রহণ ক'রে সে সবকে সুসমঞ্জস অথবা বরং মিলিয়ে এক করা চাই, আর যাতে ঐ কাজ সফলভাবে করা যায় সেজন্য ইহাকে এমন এক সত্য আয়ত্ত করতে হবে যা সাধারণ ধর্মীয় তত্ত্ব অপেক্ষা ব্যাপকতর এবং ঐহিক তত্ত্ব অপেক্ষা উচ্চতর। সমগ্র জীবন এক গূঢ় যোগ, অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যে দিব্য তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে তা আবিষ্কার ও সার্থক করার দিকে প্রকৃতির অস্পষ্ট বিকাশ, তবে মানুষ যখন তার মধ্যকার ও জগতের মধ্যকার পরম চিৎ-পুরুষের নিকট তার জ্ঞান, সংকল্প, ক্রিয়া, প্রাণের সকল করণ উন্মীলিত করে তখন তার মধ্যে এই দিব্যতত্ত্ব উত্তরোত্তর কম অস্পষ্ট ও অধিকতর আত্ম-সচেতন ও দীপ্ত ও আত্ম-অধিকৃত হ'য়ে ওঠে। মন, প্রাণ, দেহ, আমাদের প্রকৃতির সকল রূপই এই বিকাশের উপায় তবে তারা তাদের অন্তিম সিদ্ধি পায় শুধু তাদের উজানে "কিছুর" নিকট উন্মীলিত হ'য়ে; ইহার কারণ প্রথমতঃ এই যে, মানব যা তার সবখানি তারা নয়; আর দ্বিতীয়তঃ সেই যে অন্য কিছু যা সে, তা-ই তার সম্পূর্ণতার চাবিকাঠি, ইহা এমন এক আলোক আনে যা তার নিকট প্রকাশ করে তার সত্তার সমগ্র উচ্চ ও বৃহৎ সত্যতা।

মন তার পূর্ণতা পায় এক মহত্তর জ্ঞানের দ্বারা যার শুধু অর্ধ-আলোক

এই মন; প্রাণ তার তাৎপর্য আবিষ্কার করে এক মহত্তর শক্তি ও সংকল্পের মধ্যে যাদের বাহ্য ও এখনো অস্পষ্ট ব্যাপ্রিয়া হ'ল প্রাণ; শরীর তার সর্বশেষ ব্যবহার খুঁজে পায় সত্তার এক শক্তির যন্ত্র হিসাবে, ইহা সত্তার এক ভৌতিক আশ্রয় ও জড়ীয় যাত্রাবিন্দু। প্রথমে এই সবকে নিজেরা বিকশিত হ'য়ে তাদের সাধারণ সম্ভাবনাগুলি পেতে হবে; আমাদের সমগ্র সাধারণ জীবনের অর্থ এই সব সম্ভাবনাগুলিকে পরীক্ষা করা; এই প্রস্তুতিজনক ও পরীক্ষামূলক আত্ম-শিক্ষার জন্য ইহা এক সুযোগ। কিন্তু জীবন তার সুষ্ঠু আত্ম-পূর্ণতা পায় না যতক্ষণ না ইহা উন্মুক্ত হয় সত্তার মহত্তর সত্যতার নিকট যার সুরচিত কর্মক্ষেত্র ইহা হ'য়ে ওঠে আরো সমৃদ্ধ শক্তি এবং আরো সংবেদনশীল ব্যবহার ও গ্রহণ-সামর্থ্যের বিকাশসাধনের দ্বারা।

বুদ্ধি, সংকল্প-শক্তি, নীতিবোধ, ভাবাবেগ, সৌন্দর্যবৃত্তি, শরীর, এসবের শিক্ষা ও উন্নতিসাধনে যে হিতকর তাতে সন্দেহ নেই, তবে শেষ পর্যন্ত তাদের অর্থ শুধু গণ্ডির মধ্যে অবিরাম ভ্রমণ যার কোনো অন্তিম উদ্ধার-কারী ও উদ্ভাসক লক্ষ্য থাকে না যদি না তারা এমন এক বিন্দুতে উপনীত হয় যেখানে তারা নিজেদের উন্মুক্ত করতে পারে পরম চিৎ-পুরুষের সামর্থ্য ও সান্নিধ্যের নিকট এবং সমর্থ হয় ইহার সব প্রত্যক্ষ কর্মধারা গ্রহণ করতে। এই প্রত্যক্ষ কর্মধারা সমগ্র সত্তার এমন এক রূপান্তর সাধন করে যা আমাদের প্রকৃত সিদ্ধির অপরিহার্য সর্ত। অতএব, পরম চিৎ-পুরুষের সত্যে ও শক্তিতে বিকশিত হওয়া এবং ঐ শক্তির প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দ্বারা ইহার আত্ম-প্রকাশের যোগ্য প্রণালীতে রূপান্তরিত হওয়া-- ভগবানের মধ্যে মানবের জীবনধারা এবং মানবজাতির মধ্যে পরম চিৎ-পুরুষের দিব্য জীবনধারা--ইহাই হবে পূর্ণ আত্ম-সিদ্ধি যোগের মূলতত্ত্ব ও সমগ্র উদ্দেশ্য।

এই পরিবর্তনের ধারায় সাধনার রীতি অনুযায়ী তার কর্মপ্রণালীর দুইটি পর্যায় থাকতে বাধ্য। প্রথমতঃ, যখনই মানব তার অন্তঃপুরুষ, মন, হৃদয়ের দ্বারা এই দিব্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠে এবং ইহাকেই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য গণ্য ক'রে ইহার দিকে ফেরে, তখনই তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা শুরু হয় ইহার জন্য নিজেকে প্রস্তুত ক'রতে এবং যা সব নিম্ন কর্মধারার অন্তর্গত এবং আধ্যাত্মিক সত্য ও ইহার শক্তির নিকট তার উন্মুক্ত হওয়ার পথে যা সব অন্তরায় সে সব থেকে নিস্কৃতি

পেতে যাতে সে এই মুক্তির দ্বারা তার আধ্যাত্মিক সত্তা অধিগত করতে পারে, আর পারে তার সকল প্রাকৃত প্রবৃত্তিকে রূপান্তরিত করতে এই সত্তার আত্ম-প্রকাশের স্বচ্ছন্দ উপায়ে। এই রূপান্তরের ফলেই শুরু হয় আত্ম-সচেতন যোগ যা তার নিজের লক্ষ্য: তখন আসে এক নতুন জাগরণ, ও জীবনপ্রেরণার এক উর্ধ্বমুখী পরিবর্তন। যতদিন জীবনের বর্তমান সাধারণ সব উদ্দেশ্যের জন্য শুধু এক বুদ্ধিগত, নৈতিক ও অন্য আত্মশিক্ষা থাকে যা মন, প্রাণ ও দেহের কর্মধারার সাধারণ গণ্ডির বাহিরে যায় না, ততদিন আমরা থাকি প্রকৃতির অস্পষ্ট ও তখনো অনালোকিত প্রস্তুতিকর যোগের মধ্যে, তখনো আমরা শুধু এক মানবীয় সিদ্ধির প্রয়াসী। ভগবান ও ভগবদ্-সিদ্ধির জন্য, আমাদের সমগ্র সত্তায় তাঁর সহিত ঐক্য ও আমাদের সমগ্র প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্য এক আধ্যাত্মিক কামনাই এই পরিবর্তনের নিশ্চিত নিদর্শন, আমাদের সত্তা ও জীবনযাত্রার এক মহান অখণ্ড রূপান্তরের অগ্রগামী শক্তি।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা এক প্রারম্ভিক পরিবর্তন, এক প্রাথমিক রূপান্তর সাধন করা সম্ভব; ইহার অর্থ আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রেরণার, আমাদের চরিত্র ও স্বভাবের এক কম বা বেশী আধ্যাত্মীকরণ এবং প্রাণিক ও শারীরিক জীবনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, ইহার উপশম অথবা পরিবর্তিত ক্রিয়া। এই রূপান্তরিত প্রত্যাক্-বৃত্ততাকে করা যেতে পারে ভগবানের সহিত মনোগত অন্তঃপুরুষের কিছু সংযোগের বা ঐক্যের ভিত্তি এবং মানুষের মানসিকতার মধ্যে দিব্য প্রকৃতির কিছু আংশিক প্রতিফলনেরও ভিত্তি। শুধু এতদূর পর্যন্তই মানুষ যেতে পারে নিজের প্রচেষ্টায়, অন্য সহায় না নিয়ে, বা শুধু কিছু পরোক্ষ সহায় নিয়ে, কারণ ইহা মনের প্রচেষ্টা এবং মন নিজেকে ছাড়িয়ে স্থায়ীভাবে উঠতে অক্ষম: বড় জোর ইহা ওঠে এক আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও আদর্শভাবাপন্ন মানসিকতায়। ঐ সীমা ছাড়িয়ে যদি ইহা উর্ধ্বে ছুটে যায় তাহ'লে নিজের উপর, জীবনের উপর তার আর কোনো হাত থাকে না, ইহা উপনীত হয় সমাপত্তির সমাধিতে, অথবা নিষ্ক্রিয়তায়। এক মহত্তর সিদ্ধি পাওয়া সম্ভব একমাত্র যদি এক পরাশক্তি ভিতরে প্রবেশ ক'রে সত্তার সমগ্র ক্রিয়ার ভার নেয়। সুতরাং এই যোগের দ্বিতীয় পর্যায় হবে প্রকৃতির সকল ক্রিয়াকে অশ্রান্ত-ভাবে এই মহত্তরা শক্তির হস্তে ছেড়ে দেওয়া, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার স্থানে ইহার প্রভাব, অধিকার ও কর্মধারা আনা যতক্ষণ না ভগবান যাঁকে

আমরা আস্পৃহা করি এই যোগের প্রত্যক্ষ অধীশ্বর হন এবং সাধন করেন সত্তার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও আদর্শ রূপান্তর।

আমাদের যোগের এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য এই যোগ শুদ্ধির ঐহিক আদর্শের ওই সীমা ছাড়িয়ে যায়, আবার ইহা ধর্মের যে আরো উন্নত, প্রগাঢ় কিন্তু আরো অনেক সংকীর্ণ সূত্র তাকে-ও ছাড়িয়ে যায়। ঐহিক আদর্শ মনে করে মানব সর্বদাই এক মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তা আর ইহার লক্ষ্য—-এই সকল সীমার মধ্যেই এক মানবীয় সিদ্ধি অর্থাৎ মন, প্রাণ ও দেহের সৌষ্ঠব, ধীশক্তি ও জ্ঞানের, সংকল্প ও সামর্থ্যের, নৈতিক চরিত্র, লক্ষ্য ও আচরণের, সৌন্দর্য বিষয়ক বোধ ও সৃজনশীলতার, ভাবময় সমত্বপূর্ণ স্থিতি ও ভোগের, প্রাণ ও শরীরের সুস্থতার, নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া ও সমুচিত দক্ষতার প্রসার ও সূক্ষ্মতা। এই লক্ষ্য বিশাল ও পূর্ণ, কিন্তু তবু যথেষ্ট পরিমাণে বিশাল ও পূর্ণ নয় কারণ ইহাতে আমাদের সত্তার সেই অন্য মহত্তর উপাদান উপেক্ষা করা হয়; যার সম্বন্ধে মনের অস্পষ্ট ধারণা এই যে ইহা এক আধ্যাত্মিক উপাদান; এই উপাদানকে হয় বিকশিত করা হয় না, না হয় তৃপ্ত করা হয় অপ্রচুরভাবে যেন ইহা শুধু কোনো সাময়িক বা অতিরিক্ত গৌণ অনুভূতি, মনের অসামান্য দিকের ক্রিয়ার ফল অথবা তার আবির্ভাব ও স্থায়িত্বের জন্য মনের উপর নির্ভরশীল। যখন এই লক্ষ্য আমাদের মানসিকতার আরো উন্নত ও ব্যাপক অংশগুলির বিকাশ সাধনের অভিলাষী হয় তখন ইহা উচ্চ হ'তে পারে, কিন্তু তখনো ইহা যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চ নয়, কারণ ইহা মনের উজানে সেই বিষয়ের জন্য আস্পৃহা করে না যার শুধু নিষ্প্রভ বিকিরণ হ'ল আমাদের শুদ্ধতম যুক্তিবুদ্ধি, আমাদের উজ্জ্বলতম মানসিক বোধি, আমাদের গভীরতম মানসিক বোধ ও বেদনা, প্রবলতম মানসিক সংকল্প ও শক্তি, অথবা আদর্শ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাছাড়া ইহার লক্ষ্য সাধারণ মানবজীবনের পার্থিব সিদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

পূর্ণসিদ্ধির যোগ মনে করে যে মানব মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে সংবৃত্ত এক দিব্য আধ্যাত্মিক সত্তা; সুতরাং ইহার লক্ষ্য,—-মুক্তি এবং তার দিব্য প্রকৃতির সিদ্ধি। ইহার প্রয়াস হ'ল পূর্ণবিকশিত আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে আন্তর জীবনযাত্রাকে তার সতত স্বকীয় জীবনযাত্রা কবা এবং মন, প্রাণ ও দেহের আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ক্রিয়াকে শুধু ইহার বাহ্য মানবীয় অভিব্যক্তি করা। যাতে এই আধ্যাত্মিক সত্তা অস্পষ্ট ও অনির্দেশ্য

কিছু না হয় অথবা এমন কিছু না হয় যা শুধু অপূর্ণভাবে উপলব্ধ এবং মানসিক অবলম্বন ও মানসিক সব সীমার উপর নির্ভরশীল, সেজন্য এই যোগ চেষ্টা করে মন ছাড়িয়ে যেতে অতিমানসিক জ্ঞান, সংকল্প, ইন্দ্রিয় বোধ, বেদনা ও বোধিতে, প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়ার স্ফুরন্ত উপক্রমে, সেই সবে যা আধ্যাত্মিক সত্তার আপন কর্মধারা রচনা করে। ইহা মানবজীবন স্বীকার করে কিন্তু পার্থিব জড়গত জীবনযাত্রার পিছনে বৃহৎ অতি-পার্থিব ক্রিয়ার সম্বন্ধেও অবহিত থাকে এবং নিজেকে যুক্ত করে ভাগবত সত্তার সহিত যা থেকে এই সব আংশিক ও অবর অবস্থার পরম উদ্ভব হয়, আর তা করে এই জন্য যে সমগ্র জীবন যেন তার দিব্য উৎস সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারে এবং জ্ঞানের, সংকল্পের, বেদনা, ইন্দ্রিয় বোধ ও দেহের প্রতি ক্রিয়ায় অনুভব ক'রতে পারে দিব্য প্রবর্তক সংবেগ। ঐহিক লক্ষ্যের মধ্যে যা সব গুরুত্বপূর্ণ সে সব ইহা বর্জন করে না তবে ইহাকে প্রসারিত করে, ইহার যে মহত্তর ও সত্যতর অর্থ এখন ইহার কাছে প্রচ্ছন্ন তা আবিষ্কার ক'রে তার মধ্যে বাস করে এবং ইহাকে রূপান্তরিত করে এক সীমিত, পার্থিব ও মর্ত্য বিষয় থেকে অনন্ত, দিব্য ও অমর ইষ্টার্থের আকারে।

ধর্মীয় আদর্শের সহিত পূর্ণযোগের অনেক বিষয়েই মিল আছে, কিন্তু ইহা ধর্মীয় আদর্শকে ছাড়িয়ে যায় এই অর্থে যে ইহা আরো ব্যাপ্ত। ধর্মীয় আদর্শ শুধু যে পৃথিবীর উজানে তাকায় তা নয়, বরং ইহা পৃথিবীর দিকে না তাকিয়ে তাকায় স্বর্গের দিকে, অথবা এমন কি সকল স্বর্গ ছাড়িয়ে তাকায় এক প্রকার নির্বাণের দিকে। যে কোনো রকমেরই আন্তর বা বাহ্য পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত অন্তঃপুরুষকে মানবজীবন থেকে সরিয়ে তার উজানে যাবার সহায় হবে তারই মধ্যে ইহার সিদ্ধির আদর্শ সীমিত। সিদ্ধি সম্বন্ধে ইহার সাধারণ ভাবনা এই যে ইহা এক ধর্মীয়-নৈতিক পরিবর্তন, সক্রিয় ও ভাবময় সত্তার প্রচণ্ড রকমের শুদ্ধিকরণ, যার সঙ্গে ইহার উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা হিসাবে প্রায়ই থাকে প্রাণিক সংবেগ-গুলির সন্ন্যাসীসুলভ নাশ ও বর্জন; তাছাড়া এক অতি-পার্থিব প্রেরণা এবং ধর্মপরায়ণতা ও সদাচারমূলক জীবনের পুরস্কার বা ফল এই ভাবনার অন্তর্গত হবেই। আর জ্ঞান, সংকল্প, সৌন্দর্যস্পৃহার যে পরিবর্তন এই ভাবনার অন্তর্গত তা এই অর্থে যে এই সবকে মানবজীবনের বিভিন্ন লক্ষ্যের বদলে অন্য বিষয়াভিমুখী করা চাই, এবং শেষ পর্যন্ত এই ভাবনায়

সৌন্দর্যস্পৃহা, সংকল্প ও জ্ঞানের সকল পার্থিব বিষয়কে বর্জন করা হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অথবা দিব্য প্রভাব, কর্ম ও জ্ঞান অথবা ভগবৎ-প্রসাদ, ইহাদের মধ্যে যারই উপর এই পদ্ধতি জোর দিক না কেন, ইহা ঐহিক পদ্ধতির মতো বিকাশসাধন নয়, বরং এক রূপান্তরসাধন; তবে শেষ পর্যন্ত ইহার লক্ষ্য আমাদের মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতির রূপান্তর সাধন নয়, বরং এক শুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও সত্তা পরিগ্রহ, এবং যেহেতু তা এখানে পৃথিবীতে সম্ভবপর নয়, সেহেতু ইহা আশা করে যে তার লক্ষ্য সাধন হবে অন্য কোনো জগতে প্রস্থান ক'রে অথবা সকল জাগতিক অস্তিত্ব পরিহার ক'রে।

কিন্তু যে ধারণার উপর পূর্ণযোগ প্রতিষ্ঠিত তাতে আধ্যাত্মিক সত্তা এক সর্বব্যাপী অস্তিত্ব, আর ইহার পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য অন্য জগতে প্রস্থান অথবা জাগতিক আত্ম-বিনাশ অত্যাবশ্যক নয়, বরং তা পাবার উপায় হ'ল আমরা বর্তমানে দৃশ্যতঃ যা তা থেকে আমরা আমাদের সত্তার স্বরূপে সর্বদাই যে সর্বব্যাপী সদ্-বস্তু তার চেতনার মধ্যে উপচয়। ধর্ম-নিষ্ঠার রূপের পরিবর্তে ইহা আনে দিব্য মিলনের আরো সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এষণা। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থেকে শুরু ক'রে ইহা দিব্য, প্রভাব ও অধিকারের মাধ্যমে অগ্রসর হয় রূপান্তরের দিকে; কিন্তু এই ভগবদ্-প্রসাদ,—যদি এই নামই ইহাকে দেওয়া চলে—শুধু উপর-থেকে-আসা কোনো রহস্যময় প্রবাহ বা স্পর্শমাত্র নয়, বরং ইহা এমন এক দিব্য সান্নিধ্যের সর্বব্যাপী ক্রিয়া যাকে আমরা অন্তরে জানতে পারি আমাদের সত্তার পরমাত্মা ও অধীশ্বরের শক্তি ব'লে; এই শক্তি আমাদের অন্তঃ-পুরুষে প্রবেশ ক'রে ইহাকে এমন ভাবে অধিগত করে যে আমরা যে শুধু অনুভব করি যে ইহা আমাদের সন্নিকটে এবং আমাদের মর্ত্য প্রকৃতির উপর চাপ দিচ্ছে তা নয়, বরং আমরা ইহার বিধানের মধ্যে বাস করি, ঐ বিধান জানি এবং ইহাকে অধিগত করি আমাদের আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন প্রকৃতির সমগ্র শক্তি ব'লে। ইহার ক্রিয়ায় যে রূপান্তর সাধিত হবে তা এক অখণ্ড রূপান্তর—আমাদের নৈতিক সত্তার অখণ্ড রূপান্তর দিব্য প্রকৃতির সত্যে ও ঋতে, আমাদের বুদ্ধিগত সত্তার অখণ্ড রূপান্তর দিব্য জ্ঞানের দীপ্তিতে, আমাদের ভাবময় সত্তার অখণ্ড রূপান্তর ভাগবত প্রেম ও ঐক্যে, আমাদের স্ফুরন্ত ও সংকল্পগত সত্তার অখণ্ড রূপান্তর দিব্য শক্তির কর্মপ্রণালীতে, আমাদের সৌন্দর্যগ্রাহী সত্তার অখণ্ড

রূপান্তর দিব্য সৌন্দর্যের পূর্ণ গ্রহণে ও সৃজনশীল উপভোগে, এমন কি পরিশেষে প্রাণময় ও অন্নময় সত্তারও দিব্য রূপান্তর বাদ যাবে না। ইহা মনে করে যে সকল পূর্বজীবন হ'ল এই পরিবর্তনের দিকে এমন এক প্রস্তুতিমূলক উপচয় যা ইচ্ছাকৃত নয় এবং অচেতন অথবা অর্ধচেতন আর যোগ হ'ল এই পরিবর্তনের জন্য এক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সচেতন চেষ্টা এবং এই পরিবর্তন সাধন, আর এই পরিবর্তনের দ্বারা সকল অংশসমেত মানবজীবন যেমন রূপান্তরিত হয়, তেমন সেই সঙ্গে ইহার সমগ্র লক্ষ্যও চরিতার্থ হয়। বিশ্বাতীত সত্য ও পরপারের বিভিন্ন জগতে যে জীবন আছে তা ইহা স্বীকার করে, কিন্তু ইহা পার্থিব জগতকেও স্বীকার করে অবিভক্ত অস্তিত্বের এক অবিচ্ছিন্ন পর্যায় হিসাবে, আর স্বীকার করে যে পৃথিবীর উপর ব্যষ্টিগত ও সামাজিক জীবনের পরিবর্তন হ'ল ঐ পার্থিব অস্তিত্বের দিব্য তাৎপর্যের অন্যতম সুর।

এই পূর্ণসিদ্ধির এক অত্যাবশ্যকীয় সর্ত হ'ল বিশ্বাতীত ভগবানের নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করা; আর অপর এক অত্যাবশ্যকীয় সর্ত হ'ল বিশ্বাত্মক ভগবানের সহিত নিজেকে যুক্ত করা। এই বিষয়ে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সহিত আত্ম-সিদ্ধি যোগের সম্পূর্ণ মিল আছে; কারণ যদি পরম সত্তা, চেতনা ও আনন্দের সহিত মিলন না হয় এবং সর্ব বিষয়ে ও সত্তায় বিশ্বাত্মক আত্মার সহিত 'ঐক্য না আসে তাহ'লে মানবীয় প্রকৃতিকে দিব্য প্রকৃতিতে পরিবর্তন করা অথবা ইহাকে অস্তিত্বের দিব্য জ্ঞান, সংকল্প ও আনন্দের যন্ত্রে পরিণত করা অসম্ভব। মানবজীবের দ্বারা দিব্য প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বিভক্ত ভাবে অধিগত করা সম্ভব নয়, অবশ্য ইহার মধ্যে আত্ম-নিবৃত্ত সমাপত্তির কথা আলাদা। কিন্তু যতদিন মানব-জীবন থাকে ততদিন এই ঐক্য এমন কোনো অন্তরতম আধ্যাত্মিক একত্ব হবে না যার সহিত মন, প্রাণ ও দেহে বিভক্ত অস্তিত্বও সম্ভব হবে; পূর্ণ সিদ্ধির অর্থ এই আধ্যাত্মিক ঐক্যের মাধ্যমে বিশ্ব সত্তার অপর যে নিত্য সংজ্ঞা বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বরূপ তাদেরও সহিত ঐক্য লাভ। উপরন্তু, যেহেতু মানবজীবন সম্বন্ধে এখনো স্বীকার করা হয় যে ইহা মানবের মাঝে উপলব্ধ ভগবানের আত্ম-প্রকাশ, সেহেতু আমাদের জীবনে সম্পূর্ণ দিব্য প্রকৃতির ক্রিয়া থাকতে বাধ্য; আর এই জন্য অতিমানসিক রূপান্তরের প্রয়োজন দেখা দেয় কারণ এই রূপান্তর বাহ্য প্রকৃতির অপূর্ণ ক্রিয়ার পরিবর্তে আনে আধ্যাত্মিক সত্তার স্বকীয় ক্রিয়া, এবং ইহার

মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক অংশগুলিকে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও রূপান্তরিত করে আধ্যাত্মিক আদর্শতার দ্বারা। এই যে তিনটি উপাদান, অর্থাৎ পরতম ভগবানের সহিত মিলন, বিশ্বাত্মার সহিত ঐক্য এবং এক অতিমানসিক জীবন-ক্রিয়া যা এই বিশ্বাতীত উৎস থেকে এবং এই বিশ্বভাবের মধ্য দিয়ে আসে কিন্তু তখনো জীবকেই ব্যবহার করে আত্ম-প্রণালী ও প্রাকৃত যন্ত্র হিসাবে--ইহারাই মানবের পূর্ণ দিব্য সিদ্ধির সার।

৩ অধ্যায়

আত্ম-সিদ্ধির মনোবিদ্যা

তাহ'লে মূলতঃ এই দিব্য আত্ম-সিদ্ধির অর্থ,-- দিব্য প্রকৃতির সাদৃশ্যে এবং দিব্য প্রকৃতির সহিত এক মৌলিক একত্বে মানবপ্রকৃতির রূপান্তর, মানবের মধ্যে দ্রুত ভগবানের প্রতিমূর্তি নির্মাণ এবং ইহার আদর্শ রূপ-রেখার পূরণ। ইহা তা-ই যাকে সাধারণতঃ বলা হয় সাদৃশ্যমুক্তি, অর্থাৎ দৃশ্যমান মানবীয় সত্তার বন্ধন থেকে দিব্য সাদৃশ্যে মুক্তি, অথবা গীতার কথায়, ইহা সাধর্ম্য মুক্তি, অর্থাৎ পরতম, বিশ্বাত্মক ও অন্তরধিষ্ঠাতা ভগবানের সহিত সত্তার বিধানে, ধর্মে এক হওয়া। এইরূপ রূপান্তরের দিকে আমরা কিভাবে অগ্রসর হব তা জানতে হ'লে ও সে সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টি পেতে হ'লে আমাদের কর্তব্য হবে বর্তমান মানব প্রকৃতি তার বিবিধ তত্ত্বের বিশৃঙ্খল মিশ্রণে যে জটিল বিষয় হ'য়েছে তার সম্বন্ধে এক পর্যাপ্ত কাজচলা ধারণা গঠন করা, তবেই যদি আমরা দেখতে পাই ইহার প্রতি অংশকে যে রূপান্তর গ্রহণ করতে হবে তার সঠিক স্বরূপ কি এবং ঐ রূপান্তর সাধনের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় কি। চিন্তাশীল মর্ত্য জড়ের এই গ্রন্থি থেকে কিভাবে ইহার অন্তঃস্থ অমর তত্ত্বকে মুক্ত করা যায়, এই মানসিকভাবাপন্ন প্রাণিক পশুরূপী মানবের মধ্য থেকে কিভাবে তার দেবত্বের নিমজ্জিত সংকেতগুলির সুখময় পরিপূর্ণতা বাহির করা যায়---ইহাই মানবের ও তার জীবনধারণের আসল সমস্যা। দেবত্বের অনেক প্রাথমিক সংকেত জীবন বিকশিত করে তবে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না ক'রে; যোগের অর্থ হ'ল জীবনের পক্ষে দুরূহ যে গ্রন্থি তার বন্ধনমোচন।

যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা থেকে এই সমস্যা এবং ইহার সকল বাধার উৎপত্তি তার কেন্দ্রীয় রহস্য জানাই আমাদের সর্বপ্রথম কাজ। কিন্তু সাধারণ মনোবিজ্ঞান আমাদের কোনো উপকারে আসবে না কারণ ইহাতে শুধু মন ও ইহার সব ব্যাপারকে নেওয়া হয় তাদের উপরভাসা মূল্যে; আত্ম-নিরূপণ ও আত্ম-রূপান্তরের এই পথে এই বিজ্ঞান থেকে আমরা কোনো নির্দেশ পাব না। আর জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক

মনোবিজ্ঞান থেকে কোনো সন্ধানসূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা আরো কম কারণ ইহা ধরে নেয় যে দেহ এবং আমাদের প্রকৃতির জৈবিক ও শারীরক্রিয়া বিষয়ক ব্যাপারগুলি শুধু যে গোড়ার কথা তা নয়, বরং ইহারাই সমগ্র আসল ভিত্তি আর ইহা মনে করে যে মানবমন শুধু প্রাণ ও দেহ থেকে এক সূক্ষ্ম বিকাশ। মানবপ্রকৃতির পশু দিকটির সম্বন্ধে এবং মানব-মনের যতখানি আমাদের সত্তার শারীরিক অংশের দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত ততখানি সম্বন্ধে হয়ত উহাই প্রকৃত সত্য। কিন্তু মানব ও পশুর মধ্যে যা মূল পার্থক্য তা এই যে পশুর মন--যেমন আমরা ইহাকে জানি--তার আদিম সূত্র থেকে এক মুহূর্তও সরে আসতে পারে না, দেহগত প্রাণ অন্তঃপুরুষের চারিদিকে যে আবরণ, যে ঘন জালের ঘর বুনেছে তা ভেঙে বার হ'য়ে তার বর্তমান আত্মার চেয়ে মহত্তর কিছু, আরো মুক্ত, গৌরবময় ও উন্নত সত্তা হ'তে অক্ষম; কিন্তু মানবের মাঝে মন নিজেকে এমন এক মহত্তর সক্রিয়শক্তি হিসাবে প্রকট করে যা সত্তার প্রাণিক ও শারীরিক সূত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'চ্ছে। কিন্তু তবু মানব যা অথবা যা হ'তে পারে সে সব ইহার মধ্যে সীমিত নয়: আরো মহত্তর এক আদর্শ সক্রিয় শক্তি বিকাশ ও নির্মুক্ত করার শক্তি তার মধ্যে বর্তমান আর এই আদর্শ শক্তি আবার মানবের প্রকৃতির মানসিক সূত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে প্রকট করে এক আধ্যাত্মিক সত্তার অতিমানসিক রূপ, এক আদর্শ শক্তি। যোগে আমাদের কাজ হ'ল ভৌতিক প্রকৃতি ও বাহ্য মানবের সীমা অতিক্রম ক'রে আসল মানবের সমগ্র প্রকৃতির কর্মধারা আবিষ্কার করা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক মনো-ভৌতিক জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

মানবের যা প্রকৃত স্বরূপ তাতে সে এক চিৎ-পুরুষ আর ইহা মন, প্রাণ ও দেহ ব্যবহার করে বিশ্বের মধ্যে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা ও আত্ম-প্রকাশের জন্য; এই সত্য আমাদের বর্তমান বুদ্ধি ও চেতনার কাছে যতই অস্পষ্ট হ'ক না, যোগের প্রয়োজনের জন্য আমাদের ইহা বিশ্বাস করা চাই, আর আমরা পরে দেখব যে বর্ধিষ্ণু অনুভূতি ও মহত্তর আত্ম-জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই বিশ্বাস যথার্থ। এই চিৎ-পুরুষ এক অনন্ত অস্তিত্ব যে ব্যষ্টিগত অভিজ্ঞতার জন্য নিজেকে আপতিক সত্তার মধ্যে সীমিত করে। ইহা এক অনন্ত চেতনা যা সত্তার বিবিধ জ্ঞানের ও বিবিধ শক্তির আনন্দের জন্য নিজেকে সীমিত করে চেতনার

বিভিন্ন সান্ত রূপে। ইহা সত্তার এক অনন্ত আনন্দ যা নিজেকে এবং ইহার বিভিন্ন শক্তিকে প্রসারিত ও সংকুচিত করে, নিজের অস্তিত্বের হর্ষে বহু পর্যায়কে প্রচ্ছন্ন ও আবিষ্কার করে আবার গঠনও করে, এমন কি তাতে তার আপন স্বরূপ আপাতপ্রতীয়মানভাবে আচ্ছন্ন ও অস্বীকৃতও হয়। ইহা স্বরূপে সনাতন সচ্চিদানন্দ কিন্তু ইহা বিশ্ব ও ব্যষ্টি প্রকৃতির মাঝে এই যে জটিলতার, সান্তের মধ্যে অনন্তের এই যে গ্রন্থিবাঁধা ও গ্রন্থিখোলার বিভাব গ্রহণ করে সেই বিভাবটিই আমরা দেখি। এই সনাতন সচ্চিদানন্দকে, আমাদের অন্তরে আমাদের সত্তার এই মূল আত্মাকে আবিষ্কার করা এবং তার মধ্যে বাস করা--ইহাই দৃঢ় ভিত্তি, ইহার আসল প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট করা যেন ইহা আমাদের বিভিন্ন করণে অর্থাৎ অতিমানসে, মনে, প্রাণে ও দেহে দিব্য জীবনযাত্রাপ্রণালী সৃজন করে-- ইহাই আধ্যাত্মিক সিদ্ধির সক্রিয় তত্ত্ব।

চিৎ-পুরুষ প্রকৃতির সব ক্রিয়াধারার মধ্যে নিজের অভিব্যক্তির জন্য যে চারটি করণ ব্যবহার করে তা হ'ল--অতিমানস, মন, প্রাণ ও দেহ। অতিমানস এমন আধ্যাত্মিক চেতনা যা কাজ করে স্বয়ং-প্রকাশ জ্ঞান, সংকল্প, ইন্দ্রিয়বোধ, সৌন্দর্যস্পৃহা এবং সক্রিয় শক্তি রূপে, নিজেই নিজের আনন্দ ও সত্তার স্রষ্টা এবং তা অনাবৃত করার শক্তি। মন ঐ একই সব শক্তির ক্রিয়া কিন্তু ইহা সীমিত এবং শুধু অতীব পরোক্ষ ও আংশিকভাবে আলোকিত। অতিমানসের বাস ঐক্যের ভিতর যদিও বৈচিত্র্য নিয়েই ইহার লীলা; মনের বাস বৈচিত্র্যের এক বিভক্ত ক্রিয়ায়, যদিও ঐক্যের দিকে তার উন্মুক্ত হওয়া সম্ভব। মন যে শুধু অজ্ঞানতায় সমর্থ তা নয়, বরং ইহা সর্বদাই আংশিক ভাবে ও গণ্ডি টেনে কাজ করে ব'লে ইহা স্বভাবতঃই কাজ করে অজ্ঞানতার শক্তি হিসাবে: এমন কি ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চেতনার বা নির্জ্ঞানের মধ্যে নিজেকে ভুলে যেতে পারে, এবং তা যায়ও এবং তা থেকে জাগে আংশিক জ্ঞানের অজ্ঞানতার মধ্যে এবং অজ্ঞানতা থেকে চলে সম্পূর্ণ জ্ঞানের দিকে--মানুষের মাঝে ইহাই তার স্বাভাবিক ক্রিয়া--কিন্তু কখনই ইহা নিজের দ্বারা সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে সক্ষম হয় না। অতিমানস প্রকৃত অজ্ঞানতায় অসমর্থ; এমন কি যদি ইহা কোনো বিশেষ কর্মধারায় সীমিত হ'য়ে পূর্ণ জ্ঞানকে তার পিছনে রাখে, তবু যা পিছনে রাখা হ'য়েছে তার কাছ থেকেই তার সকল কর্মধারা নির্দেশ নেয় এবং সবই ভরপুর থাকে আত্ম-জ্যোতিতে; এমন কি যদি ইহা নিজেকে

জড়ীয় নির্জ্ঞানের মধ্যে সংবৃত্ত থাকে তাহ'লেও ইহা সেখানে এক পূর্ণ সংকল্প ও জ্ঞানের কাজ করে সঠিক ভাবে। অবর করণগুলির ক্রিয়াতেও অতিমানস তার সাহায্য দেয়; বস্তুতঃ ইহা সর্বদাই সেখানে থাকে মর্মস্থলে তাদের বিভিন্ন ক্রিয়ার গূঢ় অবলম্বনরূপে। জড়ের মধ্যে ইহা হ'ল বিষয়-সমূহের ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভাবনার স্বয়ং-ক্রিয় কর্ম ও কার্যসাধন; প্রাণের ভিতর ইহার সর্বাপেক্ষা গ্রাহ্য রূপ হ'ল সহজাত সংস্কার, এক সহজবৃত্তি-মূলক অবচেতন বা আংশিক অবচেতন জ্ঞান এবং ক্রিয়া; মনের মধ্যে ইহা নিজেকে প্রকাশ করে বোধি রূপে অর্থাৎ বুদ্ধি, সংকল্প, ইন্দ্রিয়বোধ ও সৌন্দর্যস্পৃহার দ্রুত, সরাসরি ও স্বয়ং-সাধক জ্যোতিরূপে। কিন্তু ইহারা অতিমানসের বিভিন্ন জ্যোতিপ্রভামাত্র যেগুলি অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানাচ্ছন্ন সব করণের সীমিত ব্যাপ্রিয়ার মধ্যে আসে নিজদিগকে তার উপযোগী ক'রে: ইহার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকৃতি হ'ল বিজ্ঞান যা মন, প্রাণ ও দেহের কাছে অতিচেতন। অতিমানস বা বিজ্ঞান হ'ল চিৎ-পুরুষের নিজের স্বকীয় সত্যতার মধ্যে তার বিশিষ্ট, ভাস্বর, অর্থপূর্ণ ক্রিয়া।

প্রাণ চিৎ-পুরুষের ক্রিয়াশক্তি যাকে মনের ও দেহের ক্রিয়ার অধীন করা হয়; ইহা নিজেকে চরিতার্থ করে মানসিকতা ও শারীরিকতার মাধ্যমে আর কাজ করে তাদের মধ্যে সংযোজক রূপে। ইহার নিজের বিশিষ্ট ক্রিয়া আছে, কিন্তু কোথাও ইহা মন ও দেহের অনধীন হ'য়ে কাজ করে না। কর্মরত চিৎপুরুষের সকল ক্রিয়াশক্তি কাজ করে সৎ ও চিৎ এই দুই তত্ত্বের মধ্যে;—'সৎ'এর আত্ম-রূপায়ণের এবং 'চিৎ'-এর লীলা ও আত্মোপলব্ধির জন্য, 'সৎ'-এর আনন্দ ও চিৎ-এর আনন্দর জন্য। সত্তার এই যে অবর বিভাবনের মধ্যে আমাদের বর্তমান বাস তাতে চিৎ-পুরুষের প্রাণের ক্রিয়া-শক্তি কাজ করে মন ও জড় এই দুই তত্ত্বের মধ্যে; তখন ইহা জড়ের ধাতুর বিভাবনগুলি ধারণ ও সাধন করে, এবং কাজ করে জড়শক্তিরূপে, আবার ইহা মনের চেতনার বিভিন্ন বিভাবনা ও মানসিক শক্তির সব কর্মধারাও ধারণ করে, এবং মন ও দেহের পারস্পরিক ক্রিয়াও ধারণ করে এবং কাজ করে ইন্দ্রিয়গত ও স্নায়বিক শক্তি হিসাবে। আমাদের সাধারণ মানবজীবনের প্রয়োজনের জন্য আমরা যাকে জীবনীশক্তি বলি তা হ'ল সচেতন সত্তার সামর্থ্য যা জড়ে আবির্ভূত হ'য়ে তা থেকে এবং তার মধ্যে মুক্ত করে মন ও উচ্চতর সব শক্তি এবং স্থূল জীবনের মধ্যে তাদের সীমিত ক্রিয়া ধারণ করে—

ঠিক যেমন আমরা যাকে মানসিকতা বলি তা হ'ল সচেতন সত্তার শক্তি যা দেহের মধ্যে জেগে ওঠে তার নিজের চেতনার আলোকের নিকট এবং তার অব্যবহিত চারিদিককার বাকী সব সত্তার চেতনার নিকট এবং প্রথমে কাজ করে ইহার জন্য প্রাণ ও দেহের দ্বারা নির্ধারিত সীমিত ক্রিয়ার মধ্যে, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ বিন্দুতে এবং কোনো বিশেষ উচ্চতায় ইহা তা থেকে বাহির হ'য়ে চলে যায় এই গণ্ডির উজানে কোনো আংশিক ক্রিয়ায়। কিন্তু ইহাই প্রাণের বা মানসিকতার সমগ্র শক্তি নয়; এই জড়ীয় স্তর ছাড়া, তাদের নিজেদের প্রকারের সচেতন অস্তিত্বের অন্যান্য লোকও আছে যেখানে তারা তাদের বিশিষ্ট কার্যে আরো বেশী স্বচ্ছন্দ। জড় বা দেহ নিজেই চিৎ-পুরুষের ধাতুর এমন এক সীমিত-করা রূপ যার মধ্যে প্রাণ ও মন ও চিৎ-পুরুষ সংবৃত্ত, আত্ম-প্রচ্ছন্ন থাকে ও তাদের নিজেদের বহির্মুখী ক্রিয়ার মধ্যে তন্ময় হ'য়ে নিজেদের ভুলে যায়, কিন্তু তা থেকে তারা বাহির হয়ে প্রকট হ'তে বাধ্য হয় এক স্বতঃ-উৎসারিত বিবর্তনের দ্বারা। কিন্তু জড় ও ধাতুর বিভিন্ন সূক্ষ্মতর রূপে সূক্ষ্ম হ'তে সমর্থ আর ইহাদের মধ্যে ইহা হ'য়ে ওঠে প্রাণের, মনের, চিৎ-পুরুষের আরো দৃশ্যতঃ বিশিষ্ট ঘনত্ব। এই স্থূল জড় দেহ ছাড়া মানুষের নিজের আছে তার আধারস্বরূপ এক প্রাণময় কোষ, এক মানসিক দেহ, ও আনন্দ ও বিজ্ঞানের এক দেহ। কিন্তু সকল জড়ের, সকল দেহের মধ্যে এই সব পরতর তত্ত্বের গূঢ় শক্তি বিদ্যমান; জড় প্রাণের এক গঠন আর যে বিরাট পুরুষ ইহাকে তার শক্তি ও ধাতু দেয় ও ইহার মধ্যে অনুস্যূত থাকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বাস্তব অস্তিত্ব ইহার নেই।

ইহাই চিৎ-পুরুষ ও তার বিভিন্ন করণের স্বরূপ। তবে ইহার বিভিন্ন কার্য বুঝতে হ'লে এবং যে প্রচলিত গর্তপথের মধ্যে আমাদের জীবন ঘুরতে থাকে তা থেকে তাদের উপরে ওঠাবার কাজে যে জ্ঞান আমাদের উত্তোলনের সামর্থ্য দেয় তা পেতে হ'লে আমাদের উপলব্ধি ক'রতে হবে যে পরম চিৎ-পুরুষ তাঁর সকল কর্মধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার সত্তার দুই বিভাবের উপর---পুরুষ ও প্রকৃতির উপর। শক্তিতে ইহারা পৃথক ও বিভিন্ন, এই ভাবে তাদের গণ্য করা দরকার---কারণ চেতনার ব্যবহারে এই পার্থক্য সঠিক---যদিও তারা একই সদ্-বস্তুর দুই দিক মাত্র, একই চিন্ময় সত্তার দুই ভিন্ন মেরু। পুরুষ অর্থাৎ অন্তঃপুরুষ হ'ল চিৎপুরুষ যে তার নিজের প্রকৃতির সব কর্মধারা সম্বন্ধে অবগত, সে ইহাদের ধারণ

করে তার সত্তার দ্বারা এবং সে-সবকে ভোগ করে অথবা তাদের উপভোগ বর্জন করে তার সত্তার আনন্দে। প্রকৃতি চিৎ-পুরুষের শক্তি, এবং সে আবার চিৎ-পুরুষের সেই শক্তির ক্রিয়া ও কর্মধারা যে সত্তার নাম ও রূপ রচনা করে, চেতনা ও জ্ঞানের ক্রিয়া বিকাশ করে, নিজেকে নিক্ষেপ করে সংকল্প ও প্রেরণার, শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মধ্যে এবং নিজেকে চরিতার্থ করে উপভোগের মধ্যে। এই প্রকৃতি মায়া, শক্তি। যদি আমরা তাকে দেখি তার সবচেয়ে বাহ্য দিকে যেখানে সে পুরুষের বিপরীত ব'লে মনে হয়, সে প্রকৃতি, এক জড়ধর্মী ও যান্ত্রিক স্বয়ং-চালিত ক্রিয়া যে নিশ্চেতন বা সচেতন হয় শুধু পুরুষের আলোকের দ্বারা এবং উন্নত হয় তার ক্রিয়াগুলি পুরুষের যে দীপ্তি পায় তার বিবিধ মাত্রা অনুসারে যেমন প্রাণিক, মানসিক ও অতিমানসিক। যদি আমরা তাকে দেখি তার অপর অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ দিকে যেখানে সে পুরুষের সহিত ঐক্যের আরো নিকটে আসে সে মায়া, সত্তা ও সম্ভূতির অথবা সত্তা ও সম্ভূতি থেকে নিবৃত্তির সংকল্প আর সেই সঙ্গে চেতনার কাছে প্রতিভাত হ'য়ে নিবর্তন ও বিবর্তনের, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের, চিৎ-পুরুষের আত্ম-গোপনের ও চিৎ-পুরুষের আত্ম-আবিষ্কারের সকল পরিণতিও থাকে। এই দুই একই বিষয়ের অর্থাৎ শক্তির, চিৎ-পুরুষের সত্তার শক্তির বিভিন্ন দিক, আর এক আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চেতনার মধ্যে এই শক্তির কাজ চলে চিৎ-পুরুষের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি হিসাবে, হয় অতিচেতনভাবে নয় সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে—বস্তুতঃ এই তিনভাবেই একত্র কাজ চলে একই সময়ে এবং একই অন্তঃপুরুষের মধ্যে। এই শক্তিবলে চিৎ-পুরুষ সকল কিছু সৃষ্টি করে নিজের মধ্যে, নিজেই সব গোপন ও আবিষ্কার করে তার অভিব্যক্তির রূপে ও আবরণের পশ্চাতে।

নিজের স্বরূপের এই শক্তিবলে পুরুষ তার ইচ্ছামতো যে কোনো স্থিতি নিতে, যে কোনো আত্ম-বিভাবনার উপযোগী সত্তার বিধান ও রূপ অনুযায়ী চলতে সমর্থ। নিজের আত্ম-অস্তিত্বের শক্তিতে ইহা সনাতন অন্তঃপুরুষ ও চিৎ-পুরুষ এবং নিজের অভিব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও তার নিয়ন্তা; ইহা বিশ্ব-পুরুষ ও চিৎ-পুরুষ আর তার অস্তিত্বের সম্ভূতির শক্তিতে বিকশিত, সান্তের মধ্যে অনন্ত; ইহা ব্যষ্টি অন্তঃপুরুষ ও চিৎ-পুরুষ তার সম্ভূতির কোনো বিশেষ ধারার বিকাশের মধ্যে তন্ময়, দৃশ্যতঃ অনন্তের মধ্যে পরিবর্তনশীল সান্ত। এই সবই ইহা হ'তে পারে এক

সাথে——সনাতন চিৎ-পুরুষ, বিশ্বের মধ্যে বিশ্বভাবাপন্ন, তার বিভিন্ন সত্তার মধ্যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন; আবার পুরুষ চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতেও পারে এই তিন বিভাবের যে কোনো একটির মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়াকে বর্জন করে, নিয়ন্ত্রিত ক'রে অথবা তাতে সাড়া দিয়ে, অন্যগুলিকে রাখতে পারে তার পশ্চাতে বা তা থেকে দূরে এবং নিজেকে জানতে পারে শুদ্ধ নিত্যতা ব'লে অথবা আত্মধারক বিশ্বভাব কিম্বা আত্যন্তিক ব্যষ্টিত্ব ব'লে। তার প্রকৃতির বিভাবনা যাই হ'ক না কেন, পুরুষ তা-ই হ'য়েছে বলে নিজেকে দেখাতে পারে এবং শুধু তা-ই ব'লে নিজেকে দেখতেও পারে তার চেতনার সম্মুখস্থ সক্রিয় অংশে; কিন্তু সে কখনই শুধু তা নয় যা সে প্রতিভাত হয়; অন্য যা সব সে হ'তে পারে তা-ও সে; যা সব তার এখনো প্রচ্ছন্ন আছে সে সব সে গূঢ়ভাবে। কালের মধ্যে কোনো বিশেষ আত্ম-বিভাবনার মধ্যে সে এমন সীমাবদ্ধ নয় যে তার অন্যথা হয় না, বরং তা ভেদ ক'রে তা ছাড়িয়ে যাবার, তা চূর্ণ বা বিকশিত করার ক্ষমতা তার আছে, সে নির্বাচন, বর্জন, নতুন ক'রে সৃষ্টি করতেও পারে অথবা নিজের মধ্য থেকে মহত্তর কোনো আত্ম-বিভাবনা প্রকট করতে সক্ষম। তার বিভিন্ন করণে তার চেতনার সমগ্র সক্রিয় সংকল্পের দ্বারা সে নিজেকে যা ব'লে বিশ্বাস করে তা-ই সে হয় অথবা হ'তে প্রবণ হয় "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ": যা সে হতে পারে ব'লে সে বিশ্বাস করে এবং যা হওয়ায় তার পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে, তা-তেই সে প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়, তা-ই সে বিকশিত বা আবিষ্কার করে।

নিজের প্রকৃতির উপর পুরুষের এই যে শক্তি——আত্মসিদ্ধি যোগে ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী; যদি ইহা না থাকত তাহ'লে আমরা সচেতন চেষ্টা ও আস্পৃহার দ্বারা কখনই আমাদের বর্তমান অপূর্ণ মানবীয় সত্তার বাঁধা গর্তপথ থেকে বাহিরে আসতে পারতাম না; যদি কোনো মহত্তর সিদ্ধিলাভ অভিপ্রেত হ'ত, তাহ'লে আমাদের অপেক্ষা ক'রে থাকতে হ'ত কবে প্রকৃতি তা সাধন করে তার বিবর্তনের নিজস্ব মন্থর বা দ্রুত ধারায়। সত্তার নিম্নতর রূপগুলিতে পুরুষ প্রকৃতির নিকট এই সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, কিন্তু যেমন সে পর্যায়ের উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকে, ততই তার এই বোধ জাগে যে তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; কিন্তু এই স্বাধীন সংকল্প ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বাস্তব হয় কেবল তখনই যখন সে আত্ম-জ্ঞান লাভ করে। এই পরিবর্তন

সাধিত হয় প্রকৃতির ধারার মধ্য দিয়ে, সুতরাং কোনো খেয়ালী যাদুর দ্বারা নয়, বরং তা হয় সুশৃঙ্খল বিকাশ ও বোধগম্য কর্মপ্রণালীর দ্বারা। যখন সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ হয় তখন বুদ্ধির কাছে এই কর্মপ্রণালী তার স্বয়ং-সাধক দ্রুততার দরুণ অলৌকিক মনে হ'তে পারে, কিন্তু তবু ইহা চলে পরম চিৎ-পুরুষের সত্যের বিধান অনুযায়ী––যখন আমাদের অন্তঃস্থ ভগবান তাঁর সহিত আমাদের সংকল্প ও সত্তার নিবিড় মিলনের দ্বারা যোগের ভার নেন এবং কাজ করেন প্রকৃতির সর্বশক্তিমান অধীশ্বর হিসাবে। কারণ ভগবান আমাদের পরতম আত্মা এবং প্রকৃতির আত্মা, সনাতন ও বিশ্বাত্মক পুরুষ।

সত্তার যে কোনো লোকে পুরুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সে তার শক্তির অব্যবহিত প্রধান রূপে সত্তার যে কোনো তত্ত্ব নিতে পারে এবং বাস করতে পারে তার সচেতন ক্রিয়ার উপযুক্ত প্রকারের কর্ম-প্রণালীতে। আত্ম-অস্তিত্বের অনন্ত ঐক্যের তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ অধিষ্ঠিত হ'য়ে সকল চেতনা, ক্রিয়াশক্তি, আনন্দ, জ্ঞান, সংকল্প, সক্রিয়তাকে জানতে পারে এই মূল সত্যের, 'সৎ'-এর, সত্যের চিন্ময় রূপ হিসাবে। সে অধিষ্ঠিত হ'তে পারে অনন্ত সচেতন ক্রিয়া-শক্তির তত্ত্বে, তপসে এবং জানতে পারে যে সত্তার অনন্ত আনন্দের উপভোগের জন্য ইহা আত্ম-অস্তিত্বের মধ্য থেকে বাহিরে বিবৃত করছে জ্ঞানের, সংকল্পের এবং স্ফুরন্ত আত্ম-ক্রিয়ার বিভিন্ন কর্ম। সে অনন্ত স্ব-প্রতিষ্ঠ আনন্দের তত্ত্বেও অধিষ্ঠিত হ'য়ে জানতে পারে যে দিব্য আনন্দ তার আত্ম-অস্তিত্বের মধ্য থেকে তার ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সৃষ্টি করছে সত্তার যে কোনো সামঞ্জস্য। এই তিন স্থিতির মধ্যে ঐক্যের চেতনাই প্রধান; তার নিত্যতার, বিশ্বভাবের, ঐক্যের সংবিতের মধ্যেই পুরুষ বাস করে আর যা কিছু বৈচিত্র্য আছে তা পৃথক করার বৈচিত্র্য নয়, বরং একত্বেরই শুধু বহুময় বিভাব। আবার ইহা অধিষ্ঠিত হ'তে পারে অতিমানসের তত্ত্বেও, এক জ্যোতির্ময় আত্ম-নিয়ন্ত্রণকারী জ্ঞান, সংকল্প ও ক্রিয়ায় যা বিকশিত করে চিন্ময় সত্তার সুষ্ঠু আনন্দের কিছু সুসমন্বিত অবস্থা। পরতর বিজ্ঞানে ঐক্যই ভিত্তি, কিন্তু ইহা বৈচিত্র্যে আনন্দ পায়; অতিমানসের অবর তথ্যে বৈচিত্র্যই ভিত্তি কিন্তু ইহা সর্বদাই উন্মুখ থাকে সচেতন ঐক্যের দিকে এবং ঐক্যেই আনন্দ পায়। চেতনার এই সব পর্যায়গুলি আমাদের বর্তমান স্তরের উজানে অবস্থিত; ইহারা আমাদের সাধারণ মানসিকতার কাছে অতি-

চেতন। এই মানসিকতা সত্তার নিম্ন গোলার্ধের অন্তর্গত।

এই অবর সত্তা আরম্ভ হয় যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে, অতি-মানসস্থ চিৎ-পুরুষ এবং মন, প্রাণ ও দেহের ভিতর চিৎ-পুরুষের মধ্যে এক আবরণ পড়ে। যেখানে এই আবরণ পড়ে না, সেখানে এই সব করণগত শক্তি আমাদের মধ্যে তারা যা তা নয়, বরং তারা অতিমানস ও চিৎ-পুরুষের একীভূত ক্রিয়ার আলোকিত অংশ। মন ভাবে যে তার ক্রিয়া অনধীন যখন সে ভুলে যায় সেই আলোর কাছে নির্দেশ নিতে যা থেকে সে তার ক্রিয়া পায় এবং নিজের বিভক্ত প্রক্রিয়া ও উপভোগের সম্ভাবনায় তন্ময় হ'য়ে যায়। যখন পুরুষ মনের তত্ত্বে অধিষ্ঠিত থাকে আর তখনো প্রাণ ও দেহের অধীন নয়, বরং তাদের প্রয়োগকর্তা, তখন তার নিজের সম্বন্ধে তার এই জ্ঞান হয় যে সে এক মনোময় পুরুষ যে তার মানসিক জীবন ও বিভিন্ন শক্তি ও মূর্তি, সূক্ষ্ম মানসিক ধাতুর সব দেহ পরিচালিত করছে তার ব্যক্তিগত জ্ঞান, সংকল্প ও স্ফুরত্তা অনুসারে, তবে বিশ্বমনের মধ্যে অবস্থিত অন্য সব সত্তা ও সামর্থ্যের সহিত সম্বন্ধের দ্বারা এই কার্য কিছু পরিবর্তিত হয়। যখন সে প্রাণের তত্ত্বে অধিষ্ঠিত থাকে তখন সে নিজেকে জানে যে সে বিশ্বপ্রাণের মধ্যে এমন এক সত্তা যে তার বিভিন্ন কামনার দ্বারা তার ক্রিয়া ও চেতনা পরিচালনা করছে, তবে তা করা হয় বিশ্ব প্রাণ-পুরুষের বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে যাতে এই ক্রিয়া অনুরূপ ভাবে পরিবর্তিত হয়, কারণ বিশ্বপ্রাণপুরুষের কাজ চলে বহু ব্যষ্টি প্রাণ-সত্তার মাধ্যমে। যখন ইহা জড়ের তত্ত্বের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে তখন ইহা নিজেকে জানে জড়ের চেতনা রূপে যে কাজ করছে জড়ীয় সত্তার ক্রিয়া-শক্তির অনুরূপ বিধানের অধীনে। যে অনুপাতে সে জ্ঞানের দিকে প্রবণ হয় সেই অনুপাতে সে কম বেশী স্পষ্টভাবে নিজেকে জানে মনোময় পুরুষ, প্রাণময় পুরুষ, অন্নময় পুরুষ ব'লে আর সেইভাবে তার প্রকৃতিকে দেখে ও তার মধ্যে কাজ করে অথবা তার প্রকৃতিই তার উপর কাজ করে; কিন্তু যেখানে সে অজ্ঞানতার দিকে প্রবণ হয় সেখানে সে নিজেকে অহং ব'লে জানে এবং প্রকৃতির সৃষ্টি, মন, প্রাণ বা দেহের প্রকৃতির এই অহংএর সহিত নিজেকে এক মনে করে। কিন্তু জড়গত পুরুষের স্বকীয় প্রবণতা হ'ল গঠন-ক্রিয়া ও জড়ীয় সঞ্চালনের মধ্যে পুরুষের ক্রিয়াশক্তির সমাপত্তির দিকে যার ফল হ'ল সচেতন সত্তার আত্ম-বিস্মৃতি। জড় বিশ্ব আরম্ভ হয় এক আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চেতনা থেকে।

এই সকল লোকেই বিরাট পুরুষ অধিষ্ঠিত থাকে এক প্রকার সাথে সাথে আর এই তত্ত্বের প্রত্যেকটির উপর এক একটি অথবা এক এক সারি জগৎ নির্মাণ করে ইহার এমন সব সত্তা সহ যাদের বাস ঐ তত্ত্বের প্রকৃতির মধ্যে। পিণ্ডরূপী যে মানব তার নিজের সত্তার মধ্যে এই সকল লোকই––তার অবচেতন অস্তিত্ব থেকে তার অতিচেতন অস্তিত্ব পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বর্তমান। তার যে স্থূল জড়ভাবাপন্ন মন ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় শুধু জড় জগৎকেই জানে তাদের থেকে এই যে প্রচ্ছন্ন জগৎ গোপন থাকে তাদের কথা সে জানতে পারে যোগের বিকাশমান শক্তির দ্বারা, আর তখন সে জানতে পারে যে তাঁর জড়ীয় অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন ও স্ব-প্রতিষ্ঠ কিছু নয়, যেমন তার আবাস এই জড় বিশ্ব কোনো বিচ্ছিন্ন ও স্বপ্রতিষ্ঠ বিষয় নয়, বরং তার জড় অস্তিত্ব সর্বদাই উচ্চতর লোকের সহিত সম্পৃক্ত এবং এসবের বিভিন্ন শক্তি ও সত্তা তার উপর সক্রিয়। এই সব উচ্চতর লোকের ক্রিয়া সে নিজের মধ্যে উন্মুক্ত ও বৃদ্ধি করতে এবং অন্যান্য জগতের জীবনের সহিত এক প্রকার অংশগ্রহণের আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম এবং অন্য সময়ে মৃত্যুর পর অথবা মৃত্যুর এবং জড়দেহে পুনর্জন্মের মধ্যে এই সব লোক তার অধিষ্ঠানভূমি অর্থাৎ তার চেতনার ধাম হয় বা হ'তে পারে। কিন্তু তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামর্থ্য হ'ল নিজের মধ্যে এই সব উচ্চতর তত্ত্বের শক্তিগুলি বিকাশ করা অর্থাৎ প্রাণের এক মহত্তর শক্তি, মনের আরো শুদ্ধ আলো; অতিমানসের জ্যোতি, চিৎ-পুরুষের অনন্ত সত্তা, চেতনা ও আনন্দ। এক উর্ধ্বগামী সাধনধারার সাহায্যে সে তার মানবীয় অপূর্ণতাকে বিকশিত করতে পারে ঐ মহত্তর পূর্ণতার দিকে।

কিন্তু যা-ই তার লক্ষ্য হ'ক না কেন, যত উন্নতই তার আস্পৃহা হ'ক না কেন, তাকে আরম্ভ করতে হ'বে তার বর্তমান অপূর্ণতার বিধান থেকে আর ইহার সব কথা জেনে তার দেখা চাই কিভাবে এক সম্ভবপর পূর্ণতার বিধানে ইহার রূপান্তরসাধন সম্ভব। তার সত্তার এই বর্তমান বিধান শুরু হয়েছে জড় বিশ্বের নিশ্চেতনা থেকে অর্থাৎ রূপের মধ্যে অন্তঃপুরুষের যে নিবর্তন এবং জড় জগতের কাছে তার যে অধীনতা তা থেকে, এবং যদিও এই জড়ে প্রাণ ও মন তাদের আপন আপন ক্রিয়া-শক্তি বিকশিত করেছে, তবু তারা নিম্নতর জড়শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে সীমিত ও আবদ্ধ,––যে জড়শক্তি তার ব্যবহারিক উপরভাসা চেতনার

অজ্ঞানতার কাছে তার আদি তত্ত্ব। যদিও সে এক দেহধারী মনোময় পুরুষ তবু তার মধ্যকার মনকে দেহ ও দেহগত প্রাণের নিয়ন্ত্রণ সহ্য করতে হয় এবং সে প্রাণ ও দেহকে সচেতন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শুধু অল্প বিস্তর প্রভূত পরিমাণ শক্তি ও একাগ্রতা বলে। পূর্ণতার, সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হবার একমাত্র উপায় হ'ল ঐ নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা আর এই লক্ষ্যে সে পৌঁছতে পারে শুধু অন্তঃপুরুষের শক্তি বিকশিত ক'রে। তার মধ্যে প্রকৃতি-শক্তিকে উত্তরোত্তর হ'তে হবে অন্তঃপুরুষের এক সম্পূর্ণ সচেতন ক্রিয়া, চিৎ-পুরুষের সমগ্র সংকল্প ও জ্ঞানের এক সচেতন বহিঃ-প্রকাশ। প্রকৃতিকে প্রকট হ'তে হবে পুরুষেরই শক্তিরূপে।

৪ অধ্যায়

মনোময় পুরুষের সিদ্ধি

এইরূপ অবস্থায় আত্ম-সিদ্ধির যোগের মূল ভাবনা হ'তে হবে মানবের অন্তঃপুরুষের সহিত তার মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রকৃতির বর্তমান সব সম্বন্ধের পরাবর্তন। বর্তমানে মানব এক আংশিক আত্ম-সচেতন পুরুষ, এবং মন, প্রাণ ও দেহের অধীন ও তাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাকে হ'তে হবে তার মন, প্রাণ ও দেহের অধীশ্বর এক সম্পূর্ণ আত্ম-সচেতন পুরুষ। এক সম্পূর্ণ আত্ম-সচেতন পুরুষ তার সব বিভিন্ন করণের চাহিদা ও দাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সে হবে তাদের অধ্যক্ষ ও স্বাধীন অধিকর্তা। তার নিজের সত্তার অধীশ্বর হবার জন্য মানবের এই যে প্রয়াস--ইহাই তার অধিকাংশ অতীত আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবিষয়ক ও নৈতিক প্রচেষ্টার তাৎপর্য।

সম্পূর্ণ বাস্তব স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব সহ নিজের সত্তার অধিকর্তা হ'তে হ'লে মানবের কর্তব্য হবে তার মধ্যে তার সর্বোচ্চ আত্মা, আসল মানব অথবা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আবিষ্কার করা; সে-ই স্বাধীন ও তার নিজের অবিচ্ছেদ্য শক্তির অধীশ্বর। সে বর্তমানে যে এক মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক অহং, তার অবসান একান্ত আবশ্যক, কারণ এই অহং সর্বদাই মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক প্রকৃতির সৃষ্টি, করণ ও অধীনস্থ। এই অহং তার আসল আত্মা নয়, ইহা শুধু প্রকৃতির এক যন্ত্রবিশেষ যার দ্বারা প্রকৃতি, মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে এক সীমিত ও পৃথক ব্যক্তিগত সত্তার বোধ বিকশিত ক'রেছে। এই যন্ত্রের দ্বারা সে কাজ করে যেন সে এই জড় জগতে এক পৃথক অস্তিত্ব। প্রকৃতি এমন কতকগুলি অভ্যস্ত সংকীর্ণতা-জনক অবস্থা বিকশিত করেছে যার মধ্যে ঐ ক্রিয়া চলে; আর যে উপায়ে প্রকৃতি অন্তঃপুরুষকে এই ক্রিয়ায় সম্মত হ'তে এবং এই সব অভ্যস্ত সংকীর্ণতাজনক অবস্থা স্বীকার করতে রাজী করায় তা হ'ল অহং-এর সহিত অন্তঃপুরুষের নিজেকে এক মনে করা। যতদিন এই অভিন্নতা বোধ থাকে ততদিন সে এই অভ্যস্ত সংকীর্ণ ক্রিয়ার পাকে নিজেকে আটক রাখে, এবং যতদিন না সে ইহার ঊর্ধ্বে ওঠে ততদিন অন্তঃপুরুষের দ্বারা

তার ব্যষ্টিগত জীবনযাত্রাকে স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করাই সম্ভব হয় না, প্রকৃত স্বোত্তরণ সাধন তো অনেক দূরের কথা। এই কারণেই যোগ-সাধনার এক অত্যাবশ্যক কাজ হ'ল,--যে বহির্মুখী অহংবোধের দ্বারা আমরা মন, প্রাণ ও দেহের ক্রিয়ার সহিত নিজেকে অভিন্ন করি তা থেকে সরে এসে অন্তরাবৃত্ত হ'য়ে অন্তঃপুরুষের মধ্যে বাস করা। এই বহি-র্ভাবাপন্ন অহংবোধ থেকে মুক্তি সাধনই অন্তঃপুরুষের স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

যখন আমরা এই ভাবে অন্তঃপুরুষের মধ্যে নিবৃত্ত হই, তখন আমরা দেখি যে আমরা মন নই, বরং দেহবদ্ধ মনের ক্রিয়ার পশ্চাতে দণ্ডায়মান এক মনোময় পুরুষ, কোনো মানসিক বা প্রাণিক ব্যক্তিসত্ত্ব নই--ব্যক্তিসত্ত্ব হ'ল প্রকৃতির রচনা--বরং এক মানসিক ব্যক্তি, মনোময় পুরুষ। আমরা অন্তরস্থ এমন এক পুরুষ সম্বন্ধে সচেতন হই যে আত্ম-জ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানের জন্য মনের উপর অবস্থান করে এবং নিজেকে ভাবে যে সে আত্ম-অনুভূতি ও জগদ্-অনুভূতির জন্য, অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ক্রিয়ার জন্য এক জীব, কিন্তু তবু মন, প্রাণ ও দেহ থেকে ভিন্ন। প্রাণিক ক্রিয়া ও অন্নময় সত্তা থেকে এই ভিন্নতা বোধ অতীব স্পষ্ট; কারণ যদিও পুরুষ অনুভব করে যে প্রাণ ও দেহের মধ্যে তার মন জড়িত, তবু সে জানে যে এই স্থূল প্রাণ ও দেহের অবসান বা লয় হ'লেও, তখনো মনোময় সত্তাতে তার অস্তিত্ব বজায় থাকবে। কিন্তু সে যে মন থেকে ভিন্ন এই বোধ পাওয়া আরো দুরূহ, আর এই বোধ অত সুস্পষ্টও হয় না। কিন্তু তবু এই বোধ থাকে; মনোময় পুরুষ যে তিনটি বোধির মধ্যে বাস করে এবং তাদের দ্বারা তার নিজের মহত্তর অস্তিত্বের কথা জানতে পারে তাদের যে কোনো একটি বা সকলগুলিই এই বোধের বৈশিষ্ট্য।

প্রথম, নিজের সম্বন্ধে তার এই বোধি থাকে যে সে এমন একজন যে মনের ক্রিয়ার দ্রষ্টা; এই ক্রিয়া এমন কিছু যা তার মধ্যে চলছে, অথচ তার সামনে থাকে তার জ্ঞান-দৃষ্টির বিষয়রূপে। এই আত্ম-সংবিৎ সাক্ষী পুরুষের বোধিত অনুভব। সাক্ষী পুরুষ হ'ল শুদ্ধ চেতনা যা প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করে এবং ইহাকে দেখে যেন ইহা চেতনার উপর প্রতিফলিত এক ক্রিয়া যা ঐ চেতনার দ্বারা আলোকিত হয়, কিন্তু স্বরূপে চেতনা থেকে ভিন্ন। মনোময় পুরুষের কাছে প্রকৃতি শুধু এক ক্রিয়া, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণমূলক ভাবনার, সংকল্পের, ইন্দ্রিয়বোধের, ভাবাবেগের,

স্বভাব ও চরিত্রের, অহং-অনুভবের এক জটিল ক্রিয়া, আর এই ক্রিয়া চলে প্রাণিক সব সংবেগ, প্রয়োজন এবং লালসার ভিত্তির উপর এবং স্থূল দেহের দ্বারা আরোপিত অবস্থার মধ্যে। কিন্তু মনোময় পুরুষ ইহাদের দ্বারা সীমিত নয়, কারণ ইহা যে শুধু তাদের নতুন নির্দেশ দিতে এবং অনেক পরিবর্তন, সূক্ষ্মতা ও প্রসার আনতে সক্ষম তা নয়, ইহা ভাবনা ও কল্পনায় এবং আরো অনেক সূক্ষ্ম ও নমনীয় সৃষ্টির মানসিক জগতে কার্য করতেও সমর্থ। কিন্তু আবার, সে যে বর্তমান ক্রিয়ার মধ্যে বাস করে তার চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর কিছুরও বোধি মনোময় পুরুষের মধ্যে আছে অর্থাৎ অনুভূতির এমন এক ভূমি আছে যার শুধু সম্মুখস্থ অবস্থা অথবা সংকীর্ণ বাহ্য নির্বাচন এই বর্তমান ক্রিয়া। এই বোধির দ্বারা সে এক অধিচেতন আত্মার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ায়, আর এই বাহ্য মানসিকতা তার আত্ম-জ্ঞানের নিকট যে সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে তা অপেক্ষা এই অধি-চেতন আত্মার সম্ভাবনা আরো বেশী প্রসারিত। সর্বশেষ ও মহত্তম বোধি হ'ল এমন কিছুর আন্তর সংবিৎ যা সে আরো বেশী স্বরূপতঃ, এমন কিছু যা মনের ঊর্ধ্বে, যেমন মন স্থূল প্রাণ ও দেহের ঊর্ধ্বে। এই আন্তর সংবিৎ হ'ল তার অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার বোধি।

যে বাহ্য ক্রিয়া থেকে মনোময় পুরুষ সরে গিয়েছে তার মধ্যে সে আবার যে কোনো সময় নিজেকে নিবর্তিত করতে পারে, কিছু সময়ের জন্য সেখানে বাস করতে পারে মন, প্রাণ ও দেহের যন্ত্রশৃঙ্খলার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হ'য়ে এবং আবার তার পৌনঃপৌনিক সাধারণ ক্রিয়া করতে পারে তন্ময়ভাবে। কিন্তু একবার ঐরূপ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সে অবস্থায় কিছু সময় থাকলে সে আগে যা ছিল তা সম্পূর্ণভাবে আর কখনই নিজের কাছে হ'তে পারে না। বাহ্যক্রিয়ার মধ্যে এই নিবর্তন এখন শুধু হ'য়ে ওঠে এক পৌনঃপৌনিক আত্ম-বিস্মৃতি, তবে আবার নিজের মধ্যে ও শুদ্ধ আত্ম-অনুভূতির মধ্যে সরে যাবার প্রবণতা তার মধ্যে থাকে। ইহাও লক্ষণীয় যে এই যে বহির্মুখী চেতনা তার জন্য তার আত্ম-অনুভূতির বর্তমান প্রাকৃত রূপ সৃষ্টি করেছে তার সাধারণ ক্রিয়া থেকে সরে এসে পুরুষ অপর দুটি স্থিতি নিতে সক্ষম। তার নিজের সম্বন্ধে সে এই বোধি পেতে পারে যে সে দেহের মধ্যে এক পুরুষ যা প্রাণকে প্রকট করে তার ক্রিয়ারূপে এবং মনকে প্রকট করে ঐ ক্রিয়ার আলো রূপে। দেহমধ্যস্থ এই পুরুষ হ'ল অন্নময় পুরুষ যা প্রাণ ও মনকে বিশিষ্টভাবে ব্যবহার করে

ভৌতিক অনুভূতির জন্য——অন্য সকল কিছুকে মনে করা হয় ভৌতিক অনুভূতির পরিণাম স্বরূপ——যা দেহের প্রাণের উজানে তাকায় না, আর তার দৈহিক ব্যষ্টিত্বের বাহিরে সে যা কিছু অনুভব করে তাতে সে শুধু এই ভৌতিক বিশ্বের কথাই জানে এবং বড় জোর বোধ করে জড় প্রকৃতির পুরুষের সহিত তার একত্ব। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সে এই বোধিও পেতে পারে যে সে প্রাণের এক পুরুষ যে কালের মধ্যে সম্ভূতির মহতী ধারার সহিত নিজেকে অভিন্ন ক'রে দেহকে প্রকট করে এক রূপ বা ভিত্তি-স্থানীয় ইন্দ্রিয় ছবি হিসাবে এবং মনকে প্রকট করে প্রাণ-অনুভূতির এক সচেতন ক্রিয়ারূপে। প্রাণের মধ্যে এই পুরুষ হ'ল প্রাণময় পুরুষ যে স্থূল দেহের স্থিতিকাল ও সব গণ্ডি ছাড়িয়ে দেখতে সমর্থ, আর অনুভব করতে সমর্থ পশ্চাতে ও সম্মুখে প্রাণের এক নিত্যতা, এক বিশ্ব প্রাণ-সত্তার সহিত তাদাত্ম্য, তবে কালের মধ্যে এক অবিরত প্রাণিক সম্ভূতির উজানে সে তাকায় না। এই তিন পুরুষ হল পরম চিৎ-পুরুষের বিভিন্ন অন্তরাত্মা-রূপ যার দ্বারা এই পরম চিৎপুরুষ তাঁর সচেতন অস্তিত্বকে অভিন্ন করেন তাঁর বিশ্বসত্তার তিনটি লোক বা তত্ত্বের যে কোনো একটির সহিত এবং তাঁর ক্রিয়াও প্রতিষ্ঠিত করেন ইহার উপর।

কিন্তু মানবের বৈশিষ্ট্য এই যে সে এক মনোময় পুরুষ। উপরন্তু, বর্তমানে মানসিকতাই তার সর্বোচ্চ অবস্থা যাতে সে তার প্রকৃত আত্মার সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ এবং সব চেয়ে সহজে ও বেশী পরিমাণে চিৎ-পুরুষ সম্বন্ধে সচেতন। তার সিদ্ধিলাভের উপায় হ'ল বহির্মুখী বা বাহ্য অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে নিবর্তিত না করা, অথবা প্রাণের পুরুষ বা দেহের পুরুষের মধ্যে নিজেকে স্থাপন না করা; বরং এই উপায় হ'ল সেই তিনটি মানসিক বোধির উপর জোর দেওয়া যার সাহায্যে সে শেষ পর্যন্ত নিজেকে শারীরিক, প্রাণিক ও মানসিক স্তরের ঊর্ধ্বে নিজেকে উত্তোলন করতে সক্ষম হয়। সে এই জোর দিতে পারে দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে, যাদের প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিও বিভিন্ন। প্রকৃতিস্থ অস্তিত্ব থেকে দূরে এক দিকে, মন, প্রাণ ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্নতা, প্রত্যাহারের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া তার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। সে চেষ্টা করতে পারে উত্তরোত্তর বাস করতে সাক্ষী পুরুষ হিসাবে, যাতে সে প্রকৃতির ক্রিয়া শুধু দেখবে, তাতে কোনো আগ্রহ থাকবে না, অনুমোদন দেবে না, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সমগ্র ক্রিয়াকে বর্জন করবে এবং শুদ্ধ সচেতন অস্তিত্বের মধ্যে নিবৃত্ত হবে। ইহাই

সাংখ্য মুক্তি। যে বৃহত্তর অস্তিত্বের বোধি তার আছে তার মধ্যে নিবৃত্ত হ'য়ে সে বাহ্য মানসিকতা থেকে সরে যেতে পারে স্বপ্নাবস্থা বা সুষুপ্তা-বস্থার মধ্যে যাতে সে প্রবেশ করে চেতনার আরো ব্যাপ্ত ও উচ্চ ভূমির মধ্যে। এই সব ভূমিতে চলে গিয়ে সে তার কাছ থেকে পার্থিব সত্তা সরিয়ে দিতে পারে। প্রাচীন কালে মনে করা হ'ত যে মানসোত্তর সব জগতে এমন সংক্রমণও আছে যা থেকে পার্থিব চেতনায় প্রত্যাবর্তন হয় সম্ভবপর ছিল না অথবা অবশ্যকর্তব্য ছিল না। কিন্তু এই প্রকার মুক্তির নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত সমাপ্তি নির্ভর করে সেই আধ্যাত্মিক আত্মার মধ্যে মনোময় পুরুষের উন্নয়নের উপর যার সম্বন্ধে সে সচেতন হয় যখন সে তাকায় সকল মানসিকতা থেকে দূরে ও উর্ধ্বপানে। ইহাকেই দেওয়া হয় পার্থিব অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্তির চাবিকাঠি হিসাবে--তা এই নিবৃত্তি শুদ্ধ সত্তার মধ্যে নিমজ্জনের দ্বারা আসুক অথবা বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে অংশ গ্রহণের দ্বারা আসুক,--যেভাবেই আসুক না কেন।

কিন্তু যদি শুধু প্রকৃতি থেকে আত্ম-বিচ্ছিন্নতার দ্বারা মুক্ত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য না হয়, বরং লক্ষ্য হয় ইহার সঙ্গে পূর্ণ কর্তৃত্বও লাভ করা তাহ'লে শুধু এই প্রকার আগ্রহ আর পর্যাপ্ত হয় না। আবশ্যক হ'ল আমাদের মধ্যে প্রকৃতির মানসিক, প্রাণিক ও ভৌতিক ক্রিয়া দেখা, ইহার বন্ধনের বিভিন্ন গ্রন্থি ও মুক্তির সব শিথিল বিন্দুর সন্ধান করা, আর ইহার অপূর্ণতার বিভিন্ন সন্ধান-সূত্র আবিষ্কার করে পূর্ণতার সন্ধান-সূত্র আয়ত্ত করা। যখন দ্রষ্টা অন্তঃপুরুষ, সাক্ষী পুরুষ তার প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়িয়ে তা নিরীক্ষণ করে সে দেখে যে এই ক্রিয়া চলে তার নিজের প্রেরণাতেই তার যন্ত্রের শক্তিবলে, সঞ্চালনের অনুবৃত্তির, মানসিকতার অনুবৃত্তির, প্রাণ-সংবেগের অনুবৃত্তির, অনিচ্ছাকৃত শারীরিক যন্ত্র রচনার অনুবৃত্তির শক্তিতে। প্রথমে মনে হয় যেন সমগ্র বিষয়টি এক স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্রের পৌনঃপৌনিক ক্রিয়া যদিও ঐ ক্রিয়ার সমষ্টি ফলে অনবরতই দেখা দেয় সৃষ্টি, বিকাশ ও বিবর্তন। পুরুষ যেন এতদিন এই চক্রের মধ্যে ধরা প'ড়ে অহং-বোধের দ্বারা ইহাতে আসক্ত হ'য়ে যন্ত্রের পাকের মধ্যে চারিদিকে সামনের দিকে ঘুরছিল। তার মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ব্যক্তিসত্ত্বকে যদি আর এমন পুরুষ দ্বারা দেখা না হয় যে ঐ গতির মধ্যে আবদ্ধ এবং নিজেকে ক্রিয়ার এক অংশ ব'লে মনে করে বরং দেখা হয় এই স্থির বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাহ'লে ইহাকে

স্বভাবতঃই মনে হবে প্রকৃতির এক সম্পূর্ণ যান্ত্রিক নির্দিষ্টতা অথবা প্রকৃতির সবিশেষ তত্ত্বরাজির প্রবাহ যাতে সে তার চেতনার আলোকপাত করেছে।

কিন্তু আরো গভীর দৃষ্টিতে দেখা যায় যে এই নির্দিষ্টতা যত সম্পূর্ণ মনে হয় তত সম্পূর্ণ নয়; প্রকৃতির ক্রিয়া চলতে থাকে এবং পুরুষের অনুমোদনের জন্যই ইহা ঐরূপ। দ্রষ্টা পুরুষ দেখে যে সে এই ক্রিয়াকে ধারণ করে এবং কোনো এক প্রকারে ইহাকে পূর্ণ করে ও ব্যেপে থাকে তার চিন্ময় সত্তা দিয়ে। সে আবিষ্কার করে যে সে না থাকলে প্রকৃতির ক্রিয়া চলতে পারে না, এবং যেখানে সে অশ্রান্তভাবে এই অনুমোদন প্রত্যাহার করে, সেখানে অভ্যস্ত ক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্বল, ক্ষীণ ও সমাপ্ত হয়। তার সমগ্র সক্রিয় মানসিকতাকে এইভাবে নিস্তব্ধ করা যায়। কিন্তু তবু এক নিষ্ক্রিয় মানসিকতা থাকে যা যন্ত্রের মতো চলতে থাকে, কিন্তু ইহাকেও নিস্তব্ধ করা যায় যদি সে ক্রিয়ার বাহিরে নিজেব মধ্যে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। এমনকি তখনো জীবনক্রিয়া চলতে থাকে তার সব চেয়ে যান্ত্রিক অংশগুলিতে; কিন্তু ইহাকেও স্তব্ধ ক'রে সমাপ্ত করা যায়। তখন দেখা যাবে যে সে শুধু ভর্তা পুরুষ নয়, সে কোনো 'এক প্রকাবে তার প্রকৃতির অধীশ্বর, ঈশ্বর। এই অনুমোদনরূপী নিয়ন্ত্রণের দরুণ তার সম্মতির প্রয়োজনীয়তার দরুণ সে তার অহংবোধের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে ভাবে যে সে এক অন্তঃপুরুষ বা মনোময় পুরুষ যার নিজের বিভিন্ন সম্ভূতি নির্ধারণ করার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। কিন্তু তবু এই স্বাধীন ইচ্ছাও মনে হয় অপূর্ণ, প্রায় ভ্রমাত্মক, কারণ বাস্তব সংকল্প নিজেই প্রকৃতির এক যন্ত্র এবং প্রতি ইচ্ছাই অতীত ক্রিয়ার প্রবাহ এবং ইহার তৈরী অবস্থাসমূহের সমষ্টির দ্বারা নির্ধারিত--যদিও, প্রবাহের ফল, সমষ্টি প্রতি মুহূর্তে এক নতুন বিকাশ, এক নতুন সবিশেষ তত্ত্ব হওয়ায় ইহাকে মনে হয় এক স্বয়ং-জাত ইচ্ছা যা প্রতি মুহূর্তে নতুনভাবে সৃজনক্ষম। কিন্তু এই সকল সময় তার যা দান তা হ'ল প্রকৃতি যা ক'রছিল তাতে পশ্চাতের এক সম্মতি, এক অনুমোদন। মনে হয় না যে সে প্রকৃতিকে পুরোপুরি শাসন করতে সক্ষম, তবে সে সক্ষম শুধু কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনার মধ্যে নির্বাচন করতে: প্রকৃতির মধ্যে তার অতীত সংবেগ থেকে উৎপন্ন এক বাধার শক্তি আছে এবং বাধার আরো বড় এক শক্তি আছে, এই শক্তি তার তৈরী নির্দিষ্ট অবস্থাসমূহের

সমষ্টি থেকে উৎপন্ন যে অবস্থাগুলিকে প্রকৃতি তার কাছে উপস্থিত করে অবশ্য পালনীয় কতকগুলি চিরস্থায়ী বিধান হিসাবে। সে তার কর্ম-প্রণালীকে আমূল পরিবর্তন করতে অক্ষম, তার বর্তমান গতিধারার মধ্যে থেকে স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করতেও অক্ষম, আবার মানসিকতার মধ্যে অবস্থান ক'রে এক প্রকৃতই স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে এমন ভাবে যে প্রকৃতির বাহিরে বা ঊর্ধ্বে যাবে সে ক্ষমতাও নেই। এইভাবে দুই রকমের নির্ভরতা বর্তমান,--প্রকৃতির নির্ভরতা পুরুষের সম্মতির উপর, আর পুরুষের নির্ভরতা প্রকৃতির ক্রিয়ার বিধান, ধারা ও সীমার উপর, নির্দিষ্টতাকে অস্বীকার করা হয় স্বাধীন ইচ্ছার বোধের দ্বারা আর স্বাধীন ইচ্ছা খণ্ডিত হয় প্রাকৃতিক নির্দিষ্টতার বাস্তবতার দ্বারা। পুরুষ নিশ্চিত যে প্রকৃতি তার শক্তি, কিন্তু মনে হয় সে প্রকৃতির অধীন। সে অনুমন্তা পুরুষ, কিন্তু মনে হয় না যে সে একান্ত প্রভু, ঈশ্বর।

কিন্তু তবু কোন এক স্থানে একান্ত নিয়ন্ত্রণ আছে, প্রকৃত ঈশ্বর বর্তমান। পুরুষ এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং জানে যে যদি সে এই তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হয় তাহ'লে সে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হবে, শুধু যে প্রকৃতির সংকল্পের নিষ্ক্রিয় অনুমোদনকারী সাক্ষী এবং ভর্তা পুরুষ হবে তা নয়, সে হবে প্রকৃতির সকল গতিবৃত্তির স্বাধীন শক্তিশালী প্রয়োগকর্তা ও নির্ধারক। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ, মনে হয়, মানসিকতা ছাড়া অন্য এক স্থিতির অন্তর্গত। কখন কখন সে দেখে যে সে নিজেই এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করছে, তবে এক প্রবাহপ্রণালী বা যন্ত্র হিসাবে; ইহা তার কাছে আসে ঊর্ধ্ব থেকে। ইহা স্পষ্ট যে ইহা অতিমানসিক, ইহা মনোময় পুরুষ অপেক্ষা মহত্তর পরম চিৎ-পুরুষের শক্তি আর আগেই সে নিজে জানে যে এই পরম চিৎ-পুরুষ তার সচেতন সত্তার শীর্ষে ও গূঢ় মর্ম-লোকে অবস্থিত। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ ও প্রভুত্ব লাভের উপায় হ'ল ঐ পরম চিৎ-পুরুষের সহিত তাদাত্ম্যলাভ। সে তা নিষ্ক্রিয়ভাবে পেতে পারে তার মানসিক চেতনায় এক প্রকার প্রতিফলন ও গ্রহণের দ্বারা, কিন্তু তাহ'লে সে তখন হয় শুধু শক্তির এক ছাঁচ, প্রবাহপ্রণালী বা যন্ত্র, তার অধিকারী হয় না বা অংশভাক্‌ও হয় না। সে তাদাত্ম্য পেতে পারে আন্তর আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে তার মানসিকতার সমাপত্তির দ্বারা, কিন্তু তখন সচেতন ক্রিয়ার অবসান হয় তাদাত্ম্যের তন্ময়তার মধ্যে। প্রকৃতির সক্রিয় ঈশ্বর হ'তে হ'লে, স্পষ্টতঃই তার কর্তব্য হবে পরতর অতিমানসিক স্থিতিতে উত্তরণ করা

যেখানে নিয়ন্তা চিৎ-পুরুষের সহিত শুধু যে নিষ্ক্রিয় তাদাত্ম্য সম্ভবপর তা নয়, সক্রিয় তাদাত্ম্যও সম্ভব। এই মহত্তর স্থিতিতে উত্তরণ করার পথ বাহির করা এবং আত্ম-শাসক, স্বরাট্ হওয়া—ইহা তার সিদ্ধিলাভের অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়।

এই উত্তরণ যে দুরূহ তার কারণ হ'ল এক প্রাকৃত অবিদ্যা। সে পুরুষ, মানসিক ও ভৌতিক প্রকৃতির সাক্ষী, কিন্তু আত্মা ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ জ্ঞাতা নয়। মানসিকতায় যে জ্ঞান তা আলোকিত হয় তার চেতনার দ্বারা; সে মানসিক জ্ঞাতা; কিন্তু সে দেখে যে ইহা প্রকৃত জ্ঞান নয়, ইহা শুধু এক আংশিক অন্বেষণ ও আংশিক প্রাপ্তি, ওপারের এক মহত্তর আলোক থেকে পাওয়া এক অনিশ্চিত প্রতিফলন এবং ক্রিয়ার জন্য তার সংকীর্ণ প্রয়োগ, আর এই মহত্তর আলোকই প্রকৃত জ্ঞান। এই আলোক হ'ল পরম চিৎ-পুরুষের আত্ম-সংবিৎ ও সর্ব-সংবিৎ। এই যে মূল আত্ম-সংবিৎ, তা সে পেতে পারে এমন কি সত্তার মনোময় লোকে মনোময় পুরুষের মধ্যে প্রতিফলনের দ্বারা অথবা চিৎ-পুরুষের মধ্যে তার সমাপত্তির দ্বারা, যেমন বস্তুতঃ সে তা পেতে পারে প্রাণময় পুরুষের ও অন্নময় পুরুষের মধ্যে অন্য এক প্রকার প্রতিফলন বা সমাপত্তির দ্বারা। কিন্তু এই মূল আত্ম-সংবিৎকে ইহার ক্রিয়ার পুরুষ হিসাবে নিয়ে এক কার্যকরী সর্বসংবিতে অংশ গ্রহণের জন্য তার কর্তব্য হবে অতিমানসে আরোহণ। সত্তার প্রভু হ'তে হ'লে তাকে হ'তে হবে আত্মা ও প্রকৃতির জ্ঞাতা, "জ্ঞাতা ঈশ্বর।" মনের এক উচ্চতর স্তরে যেখানে মন সরাসরি অতিমানসে সাড়া দেয় সেখানে ইহার আংশিক সাধন সম্ভব হয়, কিন্তু প্রকৃতভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে এই সিদ্ধি মনোময় পুরুষের আয়ত্তাধীন নয়, ইহা আদর্শ বা বিজ্ঞানময় পুরুষের আয়ত্তাধীন। আর এই সিদ্ধিলাভের পরতম পন্থা হ'ল মনোময় পুরুষকে এই মহত্তর বিজ্ঞানময় পুরুষে উন্নীত করা এবং তাকে উন্নীত করা চিৎ-পুরুষের আনন্দ-আত্মার মধ্যে, আনন্দময় পুরুষের মধ্যে।

কিন্তু বর্তমান প্রকৃতির আমূল সংশোধ বিনা এবং মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তার জটিল গ্রন্থির যা দৃঢ় বিধান ব'লে মনে হয় তার অনেক কিছু উৎপাটন না করা হ'লে এই সিদ্ধি তো দূরের কথা, কোনো সিদ্ধিই সম্ভব নয়। এই গ্রন্থির বিধান সৃষ্টি হ'য়েছে এক নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যের জন্য, অর্থাৎ জীবন্ত দেহের মধ্যে কিছু কালের জন্য মানসিক

অহং-এর ধারণ, রক্ষণ, অধিকার, বৃদ্ধি, ভোগ, অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন, কার্যের জন্য। ইহার পরিণামস্বরূপ অন্য উদ্দেশ্যও পূরণ হয়, কিন্তু ইহাই অব্যবহিত ও মূলতঃ নির্ধারক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন। আরো মহৎ উপযোগিতা ও স্বচ্ছন্দ করণ ব্যবস্থা পেতে হ'লে এই গ্রন্থিকে কিছু ছিন্ন করা চাই, এবং তাকে ছাপিয়ে রূপান্তরিত করা চাই ক্রিয়ার বৃহত্তর সৌষম্যে। পুরুষ দেখে যে সৃষ্ট বিধান যেন আত্মা ও অনাত্মা, প্রত্যক্‌বৃত্ত সত্তা ও বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক বিশৃঙ্খল চেতনার মধ্য থেকে অভ্যস্ত অথচ বিকাশমান সব অভিজ্ঞতার এক আংশিক স্থির ও আংশিক অস্থির নির্বাচনমূলক নির্ধারণের বিধান হয়। মন, প্রাণ ও দেহ পরস্পরের উপর সক্রিয় হ'য়ে এই নির্ধারণ স্থির করে, তবে তাদের কাজ যেমন সামঞ্জস্য ও মিলের মধ্যে হয়, তেমন আবার বৈষম্য ও অমিল, পরস্পরের মধ্যে হস্তক্ষেপ ও সংকীর্ণতার মধ্যেও হয়। আবার মনের নিজের বিবিধ ক্রিয়ার মধ্যেও ঐরূপ মিশ্রিত সামঞ্জস্য ও বৈষম্য থাকে, এবং প্রাণেরও নিজের ও অন্নময় সত্তারও বিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে ঐ একই অবস্থা। সব কিছুই এক প্রকার বিশৃঙ্খলাপূর্ণ শৃঙ্খলা, এক সতত ঘিরে থাকা ও আগ্রাসী অব্যবস্থা থেকে বিকশিত ও উদ্ভাবিত এক ব্যবস্থা।

ইহাই সেই দুরূহ কাজ যা পুরুষকে প্রথম মোকাবিলা করতে হয়---প্রকৃতির এক মিশ্রিত ও বিশৃঙ্খল ক্রিয়া, এমন ক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ আত্ম-জ্ঞান, স্পষ্ট প্রেরণা ও সুদৃঢ় করণ-ব্যবস্থা নেই, আছে শুধু এই সবের জন্য এক চেষ্টা এবং কার্যসাধনের এক সাধারণ আপেক্ষিক সাফল্য,---কোন কোন দিকে অভিযোজনের এক আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায় কিন্তু আবার অপ্রচুরতার অনেক কষ্টও আসে। ঐ ব্যামিশ্র ও বিশৃঙ্খল ক্রিয়ার সংশোধন আবশ্যক; শুদ্ধি আত্ম-সিদ্ধিলাভের এক অত্যাবশ্যক উপায়। এই সকল অশুদ্ধতা ও অপ্রচুরতার পরিণাম হ'ল অনেক প্রকার সংকীর্ণতা ও বন্ধন: কিন্তু বন্ধনের প্রধান গ্রন্থি দুটি কি তিনটি---আর ইহাদের মধ্যে অহং সর্বপ্রধান গ্রন্থি; অন্য সব গ্রন্থি এদের থেকেই উৎপন্ন। এই সব বন্ধন দূর করা চাই; যতক্ষণ না শুদ্ধির ফলে মুক্তি আসে ততক্ষণ শুদ্ধি পূর্ণ হয় না। তাছাড়া কিছু শুদ্ধি ও মুক্তি সাধিত হবার পর, তখনো যা করণীয় থাকে তা হ'ল শুদ্ধ-করা করণগুলির এক মহত্তর উদ্দেশ্য ও উপযোগিতাব বিধানে রূপান্তর, ক্রিয়ার এক বিশাল, বাস্তব ও সুষ্ঠু শৃঙ্খলা। রূপান্তরের দ্বারা মানুষ পেতে পারে সত্তার পূর্ণতার, শান্তি, শক্তি ও জ্ঞানের, এমনকি আরো বিশাল প্রাণিক ক্রিয়ার এবং আরো

সুষ্ঠু দেহগত জীবনের এক প্রকার সিদ্ধি। এই সিদ্ধির এক ফল হ'ল সত্তার এক বিশাল ও সৌষ্ঠবময় আনন্দ। সুতরাং যোগের চারিটি অঙ্গ হ'ল––সত্তার "শুদ্ধি, মুক্তি, সিদ্ধি" ও আনন্দ অর্থাৎ "ভুক্তি"।

কিন্তু এই সিদ্ধি পাওয়া যায় না, অথবা দৃঢ় ও বিশালতায় সম্পূর্ণ হ'তে পারে না যদি পুরুষ জোর দেয় ব্যষ্টিত্বের উপর। শারীরিক, প্রাণিক ও মানসিক অহং-এর সহিত একাত্মতাবোধ ত্যাগ করাই যথেষ্ট নয়; অন্তঃপুরুষের মধ্যে তার পাওয়া চাই এক সত্যকার বিশ্বভাবাপন্ন ব্যষ্টিত্ব, বিভক্ত ব্যষ্টিত্ব নয়। অবর প্রকৃতিতে মানব এক অহং যার ধারণা হ'ল যে সে অপর সকল ভূত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তার কাছে এই অংহই আত্মা, অন্য সব অনাত্মা, তার সত্তার বাহিরে। নিজের সম্বন্ধে ও জগৎ সম্বন্ধে তার এই ধারণা থেকেই তার সকল ক্রিয়া শুরু হয়, ইহারই উপর তার সকল ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বস্তুতঃ এই ধারণা ভুল। মানসিক ভাবনায় এবং মানসিক ও অন্যান্য প্রকারের ক্রিয়ায় সে যতই তীব্রভাবে নিজেকে ব্যষ্টিভাবাপন্ন করুক না কেন, সে বিশ্বসত্তা থেকে অবিচ্ছেদ্য, তার দেহ বিশ্বশক্তি ও জড় থেকে অবিচ্ছেদ্য, তার প্রাণ বিশ্বপ্রাণ থেকে, তার মন বিশ্বমন থেকে তার অন্তঃপুরুষ ও চিৎ-পুরুষ বিশ্ব অন্তঃপুরুষ ও চিৎ-পুরুষ থেকে অবিচ্ছেদ্য। প্রতি মুহূর্তে বিশ্ব সত্তা তার উপর সক্রিয়, তাকে আক্রমণ করে, অভিভূত করে এবং তার মধ্যে নিজেকে ফুটিয়ে তোলে; সে-ও উল্টে বিশ্বসত্তার উপর সক্রিয়, তাকে আক্রমণ ক'রে চেষ্টা করে তার উপর নিজেকে আরোপ করতে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, ইহার আক্রমণ বিফল ক'রতে এবং ইহার করণব্যবস্থা শাসন ও ব্যবহার করতে।

এই সংঘর্ষ এক অন্তর্লীন ঐক্যেরই পরিণাম, পূর্ব বিচ্ছিন্নতার দরুণ ঐক্য এই সংঘর্ষের রূপ নেয়; মন একত্বকে যে দুটি ভাগে ভাগ করেছে তারা একত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের দিকে ছুটে যায় এবং প্রত্যেকে চেষ্টা করে বিভক্ত অংশটিকে ধ'রে তার নিজের সামিল ক'রতে। মনে হয় বিশ্ব সর্বদাই সচেষ্ট ব্যক্তিকে গ্রাস করতে, অনন্ত সচেষ্ট সান্তকে ফিরিয়ে নিতে, যদিও সান্ত চায় নিজেকে রক্ষা করতে এবং এমনকি উল্টে বিশ্বকে আক্রমণ করে। কিন্তু বস্তুতঃ এই আপতিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্তা মানবের মধ্যে তার উদ্দেশ্য পূরণে, কর্মরত যদিও এই উদ্দেশ্য ও প্রণালীর সত্য ও সন্ধানসূত্র বাহ্য সচেতন মনে ধরা পড়ে না, তা শুধু অস্পষ্টভাবে থাকে অন্তর্লীন অবচেতন ঐক্যে এবং শুধু দীপ্তভাবে জানা

থাকে এক অধিনিয়ন্তা অতিচেতন ঐক্যে। মানবকেও ঐক্যের দিকে যেতে হয় তার অহং-এর বিস্তারের এক সতত সংবেগের প্রভাবে; অন্য যে সব অহংকে ও বিশ্বের অন্যান্য অংশকে সে তার ব্যবহারে ও অধিকারে পায় তাদের সহিত এই অহং যতদূর সম্ভব নিজেকে এক মনে করে। মানুষ যেমন তার নিজের সত্তার জ্ঞান ও কর্তৃত্ব পেতে চায়, তেমন সে চায় প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক জগতের, ইহার বিভিন্ন বিষয়ের, ইহার করণ ব্যবস্থার, ইহার প্রাণীসমূহের জ্ঞান ও কর্তৃত্ব পেতে। এই যে তার লক্ষ্য ইহাকে সে সাধন করতে চেষ্টা করে অহমাত্মক অধিকারের দ্বারা, কিন্তু যতই সে বিকশিত হয়, ততই তার মধ্যে বৃদ্ধি পায় গূঢ় একত্ব জাত সমবেদনার কিছুটা, এবং তার মধ্যে জাগে অন্য সব সত্তার সহিত ক্রমশঃ আরো বিশাল সহযোগিতা ও একত্বের ভাবনা, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বসত্তার সহিত এক সামঞ্জস্যের ভাবনা।

মনের মধ্যস্থ সাক্ষী পুরুষ দেখে যে তার চেষ্টার অপ্রচুরতার কারণ,-- বস্তুতঃ মানবের জীবন ও প্রকৃতির সকল অপ্রচুরতার কারণ--হ'ল বিচ্ছিন্নতা ও তার পরিণামস্বরূপ সংঘর্ষ, জ্ঞানের অভাব, সামঞ্জস্যের অভাব ও একত্বের অভাব। তার পক্ষে অত্যাবশ্যক হ'ল বিভক্ত ব্যষ্টিত্ব ছাপিয়ে বিকশিত হওয়া, নিজেকে বিশ্বভাবাপন্ন করা, নিজেকে বিশ্বের সহিত এক করা। এই একীকরণ করার একমাত্র উপায় হ'ল অন্তঃ-পুরুষের মাধ্যমে আমাদের মনের পুরুষকে এক করা বিশ্বমনের সহিত, আমাদের প্রাণের পুরুষকে এক করা বিশ্ব প্রাণ-পুরুষের সহিত, আমাদের অন্নময় পুরুষকে এক করা ভৌতিক প্রকৃতির বিশ্ব পুরুষের সহিত। যখন এই কাজ সম্ভব হয়, তখন যে পরিমাণ শক্তি, তীব্রতা, গভীরতা, সম্পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের সহিত ইহা করা যায় সেই পরিমাণে প্রাকৃত ক্রিয়ার উপর মহৎ ফল উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ, মনের সহিত মনের, প্রাণের সহিত প্রাণের এক অব্যবহিত ও গভীর সমবেদনা ও মিশ্রণ বিকশিত হয়, বিচ্ছিন্নতার জন্য দেহের আগ্রহ হ্রাস পায় এবং পরস্পরের মধ্যে সরাসরি মানসিক ও অন্যান্য যোগাযোগ ও সকল ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় যার ফলে যে অপ্রচুর পরোক্ষ যোগাযোগ ও ক্রিয়া এখনো পর্যন্ত দেহবদ্ধ মন দ্বারা ব্যবহৃত সচেতন উপায়ের বৃহত্তর অংশ ছিল তার বাধা দূর হয়। কিন্তু তবু পুরুষ দেখে যে মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রকৃতিকে পৃথকভাবে নিলে তাতে সর্বদাই এক ত্রুটি, অপ্রচুরতা ও বিশৃঙ্খল ক্রিয়া

থাকে যার কারণ হ'ল বিশ্বপ্রকৃতির যান্ত্রিকভাবে অসমান পারস্পরিক ক্রিয়া। ইহাকে অতিক্রম করতে হ'লে তাব কর্তব্য হবে বিশ্বভাবের মধ্যেও অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক লোকে উত্তরণ করা, বিশ্বের অতি-মানসিক পুরুষের সহিত, বিরাট পুরুষের সহিত এক হওয়া। নিজের ও বিশ্বের মধ্যে এক পরতর তত্ত্বের বৃহত্তর আলোক ও শৃঙ্খলায় সে উপনীত হয় আর এই তত্ত্বটি দিব্য সচ্চিদানন্দের বিশিষ্ট ক্রিয়া। এমনকি সে ঐ আলোক ও শৃঙ্খলার প্রভাব আরোপ করতে সমর্থ হয় শুধু যে নিজের প্রাকৃত সত্তার উপর তা নয়, সে যে জগতের মধ্যে বাস করে তার উপর, যা তার চারিদিকে আছে তার উপরও এই প্রভাব আসে তবে তা হয় তার মধ্যে পরম চিৎ-পুরুষের ক্রিয়ার ক্ষেত্র এবং বিস্তারের মধ্যে। সে "স্বরাট্", আত্ম-জ্ঞাতা, আত্ম-শাসক কিন্তু এই আধ্যাত্মিক একত্ব ও অতিস্থিতির মাধ্যমে সে আরো হ'তে শুরু করে "সম্রাট্", তার সত্তার ঘিরে-থাকা জগতের জ্ঞাতা ও অধীশ্বর।

এই আত্ম-বিকাশের মধ্যে পুরুষ দেখে যে সে এই পদ্ধতিতে অখণ্ড পূর্ণযোগের উদ্দেশ্য সাধন করেছে--নিজের আত্মায় এবং বিশ্বভাবাপন্ন ব্যষ্টিত্বে পরতমের সহিত মিলন। যতদিন সে প্রপঞ্চের মধ্যে থাকে ততদিন এই সিদ্ধি তার থেকে বাহিরে বিকিরিত হ'তে বাধ্য--কারণ বিশ্ব এবং ইহার সব সত্তার সহিত তার একত্বের রীতি ইহাই ; এই বিকিরণের ফলে তার চারিদিকে এমন এক প্রভাব ও ক্রিয়া আসবে যা থেকে যারা ঐ একই সিদ্ধিতে উঠতে বা তার দিকে অগ্রসর হ'তে সমর্থ তারা সাহায্য পায়, আর বাকী সবের জন্য ঐ প্রভাব ও ক্রিয়ার যা সাহায্য তা হবে--আর স্বরাট্ ও সম্রাট্ই শুধু ঐরূপ সাহায্যদানে সক্ষম--মানব-জাতিকে এই সিদ্ধির দিকে এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এক মহত্তর দিব্য সত্যের কোনো প্রতিমূর্তির দিকে আধ্যাত্মিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যে সত্যে সে কষ্ট করে আরোহণ করেছে তার এক আলোক ও শক্তি সে হ'য়ে ওঠে, আর হয়ে ওঠে অপরের উত্তরণের এক সাধন।

৫ অধ্যায়

চিৎ-পুরুষের বিভিন্ন করণ

আমাদের সত্তার সক্রিয় সিদ্ধি পেতে হ'লে প্রথম আবশ্যক হ'ল ইহা এখন যেসব করণগুলিকে বেসুর গানের জন্য ব্যবহার করে সেগুলির কর্মপ্রণালীকে শুদ্ধ করা। সত্তার নিজের, মানবের মধ্যে চিৎ-পুরুষের, দিব্য সদ্-বস্তুর কোনো শুদ্ধির প্রয়োজন নেই; ইহা চিরশুদ্ধ, ইহার করণ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দোষ অথবা কর্মে মন, হৃদয় ও দেহের স্খলন ইহাকে স্পর্শ করে না, যেমন, উপনিষদের কথায়, চোখের দোষ সূর্যকে স্পর্শ বা কলুষিত করে না। মন, হৃদয়, প্রাণিক কামনার পুরুষ, দেহমধ্যস্থ প্রাণ––ইহারাই অশুদ্ধির আশ্রয়স্থল; যদি চিৎ-পুরুষের ক্রিয়াধারাকে সুষ্ঠু ক্রিয়াধারা হ'তে হয় তাহ'লে এই সবকেই শুদ্ধ করা প্রয়োজন, এখন যেমন ইহারা অপরা প্রকৃতির ভ্রান্ত সুখকে অল্পবিস্তর সুবিধা দিতে ব্যস্ত, তেমন হওয়া চলবে না। সাধারণতঃ যাকে সত্তার শুদ্ধতা বলা হয় তা,–– হয় এক নেতিবাচক শুভ্রতা, যেসব ক্রিয়া, বেদনা, ভাবনা বা সংকল্পকে আমরা অনুচিত মনে করি সেগুলিকে সতত দমন ক'রে পাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়া, না হয় ইহা এক শ্রেষ্ঠ নেতিবাচক বা নিষ্ক্রিয় শুদ্ধতা, সম্পূর্ণ ভগবদ্-ভাব, নৈষ্কর্ম, অস্থির মনের ও কামনার পুরুষের সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা যার ফলে নিবৃত্তিমার্গে পাওয়া যায় এক পরমাশান্তি; কারণ তখন চিৎ-পুরুষ আবির্ভূত হয় তার অপাপবিদ্ধ স্বরূপের সকল শাশ্বত শুদ্ধতায়। তা পাওয়া গেলে, তখন আর অন্য কিছু ভোগ বা সাধন করার থাকে না। কিন্তু এই যোগে আমাদের কাজ আরো দুরূহ; ইহা হ'ল সত্তার পরিপূর্ণ আনন্দের উপর, অন্তঃপুরুষের করণগত এবং চিৎ-পুরুষের স্বরূপগত প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমগ্র হ্রাস-না-করা, এমনকি আরো বেশী ও আরো শক্তিশালী ক্রিয়া। মন, হৃদয়, প্রাণ, দেহ––ইহাদের ভগবানের কাজ করা চাই, যে সব কাজ এখন তারা করে সে সবই এবং আরো বেশী, তবে তা করা চাই দিব্যভাবে, এখন যেমন দিব্যভাবে করে না তেমন ভাবে নয়। যে ব্রত সাধনে সিদ্ধি প্রয়াসীকে নিযুক্ত হতে হবে তার প্রথম কথা এই যে তার উদ্দেশ্য কোনো নেতিবাচক, নিষেধার্থক

নিষ্ক্রিয় বা নিবৃত্তিমূলক শুদ্ধতা নয়, ইহা এক ইতিবাচক, সদর্থক সক্রিয় শুদ্ধতা। এক দিব্য উপশমে পাওয়া যায় পরম চিৎ-পুরুষের অপাপবিদ্ধ নিত্যতা, এক দিব্য সক্রিয়তায় ইহার সহিত আরো বেশী পাওয়া যায়-- অন্তঃপুরুষের, মনের ও দেহের সঠিক শুদ্ধ অবিচলিত ক্রিয়া।

তাছাড়া, পূর্ণসিদ্ধি চায় আমরা যেন প্রতি করণের সকল অংশের সমস্ত জটিল করণ ব্যাপারকে সমগ্র ভাবে শুদ্ধ করি। শেষ পর্যন্ত ইহা যে নীতিসম্মত আরো সংকীর্ণ নৈতিক শুদ্ধতা হবে তা নয়। নীতির কারবার আমাদের সত্তার কামপুরুষ ও সক্রিয় বাহ্য স্ফুরন্ত অংশ নিয়ে; ইহার ক্ষেত্রের পরিসর চরিত্র ও ক্রিয়ার মধ্যেই সীমিত। ইহা কতকগুলি বিশেষ ক্রিয়া, বিশেষ কামনা, সংবেগ, কুপ্রবৃত্তি নিষেধ ও দমন করে, আর কর্মের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ নিবিষ্ট করে যেমন সত্যবাদিতা, প্রেম, দাক্ষিণ্য, করুণা, ব্রহ্মচর্য। তা করা হ'লে এবং সদাচারের এক ভিত্তি এবং এক শুদ্ধ সংকল্প ও ক্রিয়ার নির্দোষ অভ্যাস সুনিশ্চিত হ'লে, তার কাজ শেষ হয়। কিন্তু পূর্ণ সিদ্ধির সিদ্ধ ব্রতীকে বাস করতে হয় ভালো ও মন্দের অতীত পরম চিৎ-পুরুষের শাশ্বত শুদ্ধতার বৃহত্তর লোকে। এই কথার এই অর্থ নয় যে সে কোনো কিছু গ্রাহ্য না ক'রে ভালো মন্দ করে যাবে আর বলবে যে চিৎ-পুরুষের কাছে এই সবের কোনো পার্থক্য নেই; অবশ্য দ্রুতসিদ্ধান্তকারী অবিবেচক বুদ্ধি সেরূপই ভাবতে চাইবে, কিন্তু ব্যষ্টি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইহা স্পষ্টতঃই অসত্য হবে এবং তাতে অপূর্ণ মানব-প্রকৃতির উদ্দাম আত্ম-পরায়ণতা ঢাকা দেবার এক যুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এই কথার এই অর্থও নয় যে যেহেতু সুখদুঃখের মতো ভালো ও মন্দও এই জগতে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত--অবশ্য বর্তমানে এই উক্তিটি যতই সত্য হ'ক না কেন এবং সর্বজনপ্রযোজ্য নীতি হিসাবে যতই যুক্তি-যুক্ত মনে হ'ক না কেন মানবীয় সত্তার আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্বন্ধে ইহা যে সত্য হবে তা নয়,--মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষ চিৎপুরুষের মধ্যে বাস ক'রে এক অপরিহার্য অপূর্ণ প্রকৃতির যান্ত্রিক সতত কর্মপ্রণালী থেকে সরে দাঁড়াবে। সকল সক্রিয়তার অন্তিম নিবৃত্তির পথে এক পর্যায় হিসাবে ইহা যতই সম্ভব হ'ক না কেন, সক্রিয় সিদ্ধির পক্ষে এই উপদেশ আদর্শ নয়। বরং ইহার অর্থ এই যে সক্রিয় পূর্ণ সিদ্ধির সিদ্ধ ব্রতী স্ফুরন্তভাবে বাস করবে দিব্য চিৎ-পুরুষের বিশ্বাতীত শক্তির কর্মধারার মধ্যে আর তা করবে ক্রিয়ার জন্য তার মধ্যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন অতিমানসের মাধ্যমে

এক বিশ্বজনীন সংকল্প হিসাবে। সুতরাং তার সব কর্ম হ'বে শাশ্বত জ্ঞানের, শাশ্বত সত্যের, শাশ্বত শক্তির, শাশ্বত প্রেমের, শাশ্বত আনন্দের কর্ম; কিন্তু সে যে কর্মই করুক না কেন তার সমগ্র মূল আন্তর ভাব হবে ঐ সত্য, জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, আনন্দ, এই সব যে কর্মের রূপের উপর নির্ভর করবে তা নয়; বরং ইহারাই তার কর্ম নির্ধারণ করবে ভিতরের আন্তর ভাব থেকে, তার কর্ম আন্তর ভাবকে নির্ধারণ করবে না অথবা ইহাকে কর্মধারার কোনো নির্দিষ্ট মানের বা কঠিন ছাঁচের অনুগত করবে না। তার যে চরিত্রের এক প্রবল অভ্যাসমাত্র থাকবে তা নয়, বরং তার থাকবে শুধু এক আধ্যাত্মিক সত্তা ও সংকল্প, আর তার সঙ্গে বড় জোর ক্রিয়ার জন্য স্বভাবের এক স্বচ্ছন্দ ও নমনীয় ছাঁচ। তার জীবন হবে সনাতন উৎস-প্রস্রবণ থেকে এক সরাসরি প্রবাহ, কোনো সাময়িক মানবীয় প্রতিমূর্তিতে গড়া কোনো রূপ নয়। তার সিদ্ধি সাত্ত্বিক শুদ্ধতা হবে না, ইহা হবে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে উন্নীত এক বিষয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের, আধ্যাত্মিক শক্তির, আধ্যাত্মিক আনন্দের, ঐক্যের ও ঐক্যের সুষমার সিদ্ধি; তার সব কাজের বাহ্য সিদ্ধি স্বচ্ছন্দভাবে গড়া হবে এই আন্তর আধ্যাত্মিক অতিস্থিতি ও বিশ্বভাবের আত্ম-প্রকাশ হিসাবে। এই পরিবর্তনের জন্য তার কর্তব্য হবে, চিৎপুরুষ ও অতিমানসের যে শক্তি এখন আমাদের মানসিকতার কাছে অতিচেতন তাকে নিজের মধ্যে সচেতন করা। কিন্তু উহা তার নিকট কাজ ক'রতে অক্ষম যতক্ষণ না তার বর্তমান মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তা তার বাস্তব অবর কর্মধারা থেকে মুক্ত হয়। এই শুদ্ধিই প্রথম আবশ্যক।

অর্থাৎ, শুদ্ধি বলতে যে কতকগুলি বিশেষ বাহ্য প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া-কলাপ, তাদের নিয়ন্ত্রণ, অন্য ক্রিয়ার দমন অথবা চরিত্রের কতকগুলি বিশেষ রূপের বা কতকগুলি বিশেষ মানসিক ও নৈতিক সামর্থ্যের বিকাশ বোঝাবে--এই সীমিত অর্থ তার নয়। এই সব হ'ল আমাদের ব্যুৎপন্ন সত্তার গৌণ চিহ্ন, ইহারা স্বরূপগত সামর্থ্য ও প্রাথমিক শক্তি নয়। আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাথমিক শক্তি সম্বন্ধে আরো ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি আমাদের পাওয়া চাই। আমাদের কর্তব্য হবে আমাদের সত্তার বিভিন্ন গঠিত অংশ কোনগুলি তা স্পষ্টভাবে জানা, তাদের অশুদ্ধতা ও অনুচিত ক্রিয়ার মূল দোষ কোনটি তার সন্ধান পেয়ে তা সংশোধন করা; তখন বাকীসব যে স্বভাবতঃই শুদ্ধ হবে তা নিশ্চিত। অশুদ্ধতার বাহ্য

লক্ষণগুলির চিকিৎসা করলে চলবে না অথবা তা করা চলে শুধু গৌণ-ভাবে, সামান্য সহায়ক সাধন হিসাবে, দরকার হ'লে, আরো ভিতরে গিয়ে রোগ-নির্ণয় করার পর, মূলে ঘা দেওয়া। তখন আমরা দেখি যে সব নষ্টের মূল হ'ল দুই প্রকারের অশুদ্ধতা। একটি হ'ল আমাদের অতীত বিবর্তনের প্রকৃতিজাত দোষ, ইহার স্বরূপ বিভক্ত অজ্ঞানতা; এই দোষ হ'ল,—আমাদের করণগত সত্তার প্রতি অংশের উচিত ক্রিয়াকে যে মৌলিক অনুচিত ও অজ্ঞানতাময় রূপ দেওয়া হয় তা-ই। অপর অশুদ্ধতার সৃষ্টি হয় বিবর্তনের ক্রমিক ধারা থেকে; এই বিবর্তনে প্রাণ দেহের মধ্যে উদ্ভূত হ'য়েছে ও তার উপর নির্ভরশীল, মন উদ্ভূত হয় দেহমধ্যস্থ প্রাণে এবং ইহার উপর নির্ভরশীল, অতিমানস উদ্ভূত হয় মনে এবং তাকে শাসন না করে নিজেই তার কাজ করে, স্বয়ং অন্তঃপুরুষকে মনে হয় যেন মনোময় সত্তার দেহগত জীবনের শুধু এক অবস্থা ইহা এবং এই অন্তঃ-পুরুষ চিৎপুরুষকে আচ্ছাদিত করে রাখে তার সব অবর অপূর্ণতার মধ্যে। আমাদের প্রকৃতির এই দ্বিতীয় দোষের কারণ হ'ল নিম্নতর সব অংশের উপর উচ্চতর সব অংশের নির্ভরতা; ইহা ক্রিয়াব্যাপারের এক মিশ্রণ যার দ্বারা নিম্ন করণের অশুদ্ধ ক্রিয়াধারা উচ্চতর ক্রিয়া-ব্যাপারের বিশিষ্ট কর্মের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বিমূঢ়তা, ভ্রান্ত নির্দেশ ও বিভ্রম এনে তার অপূর্ণতা বাড়িয়ে তোলে।

অতএব, প্রাণের, প্রাণিক শক্তির যথার্থ কাজ হ'ল ভোগ ও অধিকার; এ দুটিই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, কারণ পরম চিৎ-পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করেছেন আনন্দের জন্য, পরম একের দ্বারা বহুর ভোগ ও অধিকার, বহুর দ্বারা পরম একের ভোগ ও অধিকার, আবার বহুর দ্বারা বহুরও ভোগ ও অধিকার; কিন্তু দোষ এই যে,—আর ইহা প্রথম প্রকার দোষের এক উদাহরণ—বিভক্ত অজ্ঞানতা ইহাকে বিকৃত করে কামনা ও আকাঙ্ক্ষার অনুচিত রূপে যার ফলে সমগ্র ভোগ ও অধিকার কলুষিত হয় এবং তার উপর আরোপিত হয় ইহার বিপরীত,—অভাব ও কষ্টভোগ। আবার যেহেতু মন প্রাণ থেকে বিকশিত হ'য়ে তাতে জড়িত থাকে, সেহেতু এই কামনা ও আকাঙ্ক্ষা মানসিক সংকল্প ও জ্ঞানের ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে; তার ফলে সংকল্প হ'য়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষার সংকল্প ও কামনার এক শক্তি, ইহা যে যুক্তিসম্মত সংকল্প ও বুদ্ধিসম্মত কার্যকারিতার বিবেচক শক্তি হবে তা নয়, ইহা বিচার ও যুক্তিবুদ্ধিকে বিকৃত করে

যার ফলে আমরা বিচার করি ও যুক্তি দিই আমাদের সব কামনা ও পূর্ব ধারণা অনুসারে, শুদ্ধ বিচারশক্তির নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষতা অথবা যে যুক্তিবুদ্ধি শুধু সত্যকে স্পষ্ট করে জানতে চায় এবং ইহার ক্রিয়ার সব বিষয়কে সঠিক ভাবে বুঝতে চায় তার ন্যায়পরতা আমাদের বিচার ও যুক্তিতে থাকে না। ইহা মিশ্রণের এক উদাহরণ। এই দুই রকমের দোষ--ক্রিয়ার অনুচিত রূপ ও ক্রিয়ার অসঙ্গত মিশ্রণ--ইহারা এই দুই বিশিষ্ট উদাহরণের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, এ দোষ প্রত্যেক করণেরই এবং তাদের বিভিন্ন ব্যাপ্রিয়ার প্রতি সমবায়েরই। ইহারা আমাদের প্রকৃতির সমগ্র গঠন ব্যেপে আছে। ইহারা আমাদের অপরা করণগত প্রকৃতির মৌলিক দোষ, আর যদি আমরা ইহাদের শুদ্ধ করতে পারি, আমরা আমাদের করণগত সত্তাকে নিয়ে যাব শুদ্ধতার অবস্থায়, আর ভোগ করব শুদ্ধ সংকল্পের স্বচ্ছতা, ভাবাবেগের শুদ্ধ হৃদয়, আমাদের জীবনীশক্তির শুদ্ধ আস্বাদন, শুদ্ধ দেহ। তা হবে এক প্রাথমিক মানবিক সিদ্ধি কিন্তু ইহাকে ভিত্তি করা যায় আর ইহার আত্ম-প্রাপ্তির সাধনায় ইহা বিকশিত হ'তে পারে মহত্তর দিব্য সিদ্ধিতে।

আমাদের অপরা প্রকৃতির তিন শক্তি হ'ল মন, প্রাণ ও দেহ। কিন্তু ইহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে লওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রাণ কাজ করে সংযোজক হিসাবে এবং নিজের স্বভাব দেয় প্রাণকে এবং অনেক পরিমাণে আমাদের মানসিকতাকেও। আমাদের দেহ এক প্রাণবন্ত দেহ; প্রাণ-শক্তি ইহার সকল ব্যাপ্রিয়ায় মিশে সেসব নির্ধারণ করে। আমাদের মনও প্রধানতঃ প্রাণের মন, শারীরিক ইন্দ্রিয়সংবিতের মন; প্রাণের অধীন স্থূল মানসিকতার ক্রিয়াধারা ছাড়া আরো বেশী ইহা স্বাভাবিকভাবে করতে পারে শুধু তার সব উচ্চতর বৃত্তিতে। আমরা এই বিষয়টি স্থাপন করতে পারি এই ক্রমোচ্চ পর্যায়ে। প্রথম, আমাদের থাকে এক দেহ যাকে ধরে আছে স্থূল (শরীরগত) প্রাণশক্তি, স্থূল (শরীরগত) প্রাণ যা সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে আমাদের দৈহিক ক্রিয়ায় ইহার ছাপ দেয় যাতে সবই হয় এক প্রাণবন্ত দেহের বিশিষ্ট ক্রিয়া, কোনো জড়ময় যান্ত্রিক দেহের ক্রিয়া হয় না। প্রাণ ও শরীর-জড়ত্ব দুই মিলে গঠিত হয় স্থূল শরীর। ইহা শুধু বাহ্য করণ; প্রাণের স্নায়বিক শক্তি কাজ করে দেহের রূপের মধ্যে ও তার বিভিন্ন স্থূল শারীরিক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে। তারপর আছে অন্তঃকরণ অর্থাৎ সচেতন মানসিকতা। প্রাচীন দর্শনে

এই অন্তঃকরণকে ভাগ করা হ'ত চারি শক্তিতে;—"চিত্ত" অর্থাৎ ভিত্তি-মূলক মানসিক চেতনা; "মনস্" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মানস; "বুদ্ধি"; "অহংকার" অর্থাৎ অহং-ভাবনা। এই শ্রেণীবিভাগ নিয়েই শুরু করা যেতে পারে, তবে আরো ব্যবহারিক সুবিধার জন্য আরো কিছু ভাগ করা দরকার। এই মানসিকতাকে ব্যেপে আছে প্রাণশক্তি যা এখানে হ'য়ে ওঠে প্রাণের সূক্ষ্ম চেতনার জন্য এবং প্রাণের উপর সূক্ষ্ম ক্রিয়ার জন্য এক যন্ত্র। ইন্দ্রিয়মানসের ও ভিত্তিমূলক চেতনার প্রতি তন্ত্রী এই সূক্ষ্ম প্রাণের ক্রিয়ায় পরিব্যাপ্ত। এমনকি বুদ্ধি ও অহংও ইহার বশীভূত যদিও তাদের সামর্থ্য আছে মনকে এই প্রাণিক, স্নায়বিক ও শারীরিক মনোবিদ্যার অধীনতা ছাড়িয়ে উপরে তুলতে। ইহাদের সমবায়ে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ইন্দ্রিয়-সংবিৎসম্পন্ন কামপুরুষ যা উচ্চতর মানবীয় সিদ্ধির এবং আরো মহত্তর দিব্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। সর্বশেষ, আমাদের বর্তমান সচেতন মানসিকতার ঊর্ধ্বে আছে এক গূঢ় অতিমানস আর ইহাই ঐ সিদ্ধির উপযুক্ত সাধন ও স্বধাম।

চিত্তের অর্থাৎ ভিত্তিমূলক চেতনার অধিকাংশই অবচেতন; ইহার প্রকট ও প্রচ্ছন্ন সব ক্রিয়া দুই প্রকারের, একটি হ'ল নিষ্ক্রিয় বা গ্রহিষ্ণু, অপরটি সক্রিয় অথবা প্রতি-সক্রিয় ও গঠনমূলক। নিষ্ক্রিয় শক্তি হিসাবে ইহা সকল স্পর্শ গ্রহণ করে এমনকি সে সবগুলিও গ্রহণ করে যার কথা মন জানে না বা যেসবে সে অমনোযোগী থাকে আর সে সবকে ইহা জমা রাখে নিষ্ক্রিয় অবচেতন স্মৃতির বিশাল ভাণ্ডারে যা থেকে মন সক্রিয় স্মৃতি হিসাবে কিছু কিছু বাহিরে আনতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ মন শুধু সেই সব বাহির করে যা সে সেই সময় দেখেছে ও বুঝেছে,—যেগুলি সে ভালভাবে দেখেছে ও সযত্নে বুঝেছে সেইগুলি সে আরো সহজে বাহির করে, আর যেগুলি সে হেলা ক'রে দেখেছে অথবা ভালো বোঝেনি সেগুলি সে বাহির করে কষ্ট ক'রে; সেই সঙ্গে চেতনায় এমন এক সামর্থ্য আছে যার দ্বারা মন যা আদৌ পর্যবেক্ষণ করেনি অথবা যাতে আদৌ মনোযোগ দেয়নি, অথবা এমনকি সচেতনভাবে যা অনুভব করেনি সেসবও পাঠান যায় সক্রিয় মনে। এই সামর্থ্যের কাজ দেখা যায় শুধু অস্বাভাবিক অবস্থায় যখন অবচেতন চিত্তের কিছু অংশ যেন উপরতলায় আসে অথবা যখন আমাদের মধ্যস্থ অধিচেতন সত্তা আবির্ভূত হয় দ্বারপ্রান্তে ও কিছু সময়ের জন্য কিছু কাজ করে মানসিকতার বহিঃপ্রকোষ্ঠে যেখানে বহি-

জগতের সহিত সরাসরি সম্পর্ক ও লেনদেন চলে এবং উপরতলায় ফুটে ওঠে আমাদের নিজেদের সহিত আমাদের আন্তর কারবার। স্মৃতির এই কাজ সমগ্র মানসিক ক্রিয়ার কাছে এত মৌলিক যে কখন কখন বলা হয় যে স্মৃতিই মানুষ। দেহ ও প্রাণের যে অবমানসিক ক্রিয়া এই অব-চেতন চিত্তের দ্বারা পূর্ণ, এমনকি তাতেও এক প্রাণিক ও শারীরিক স্মৃতি থাকে যদিও ঐ ক্রিয়া সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। প্রাণের ও শরীরের অভ্যাসসমূহের অধিকাংশই গঠিত হয় এই অবমানসিক স্মৃতির দ্বারা। এই জন্যই ইহাদিগকে সচেতন মন ও সংকল্পের আরো শক্তিশালী ক্রিয়ার দ্বারা অনির্দিষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, তবে তা করা যায় যখন ঐ শক্তিকে বিকশিত করা যায় এবং ইহা প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়ার নতুন বিধানের জন্য চিৎ-পুরুষের সংকল্পকে অবচেতন চিত্তের কাছে জানাবার উপায় খুঁজে পায়। এমনকি আমাদের প্রাণ ও দেহের সমগ্র গঠনকেই বর্ণনা করা যায় এমন কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি হিসাবে যেগুলি অতীত বিবর্তনের দ্বারা গঠিত হ'য়েছে এবং একত্র ধরা আছে এই গূঢ় চেতনার দৃঢ় স্মৃতির দ্বারা। কেননা, প্রাণ ও দেহের মতো চেতনার মৌলিক উপাদান এই চিত্তও প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বময় তবে জড়প্রকৃতিতে অবচেতন ও যান্ত্রিক।

কিন্তু বস্তুতঃ মনের বা অন্তঃকরণের সকল ক্রিয়ার উদয় হয় এই চিত্তের অর্থাৎ ভিত্তিমূলক চেতনার মধ্য থেকে যা আমাদের সক্রিয় মানসিকতার কাছে আংশিকভাবে সচেতন এবং আংশিকভাবে অবচেতন অথবা অধিচেতন। যখন ইহা বাহির থেকে আসা জগতের বিভিন্ন স্পর্শের আঘাত পায় অথবা প্রত্যক্-বৃত্ত আন্তর সত্তার চিন্তাশীল শক্তির প্রেরণা পায় তখন ইহা উপরে কতকগুলি বিশেষ অভ্যাসগত ক্রিয়া নিক্ষেপ করে যে সবের ছাঁচ নির্ধারিত হ'য়েছে আমাদের বিবর্তনের দ্বারা। এই ক্রিয়ার একটি রূপ হ'ল ভাবমানস, তবে সুবিধার জন্য আমরা ইহাকে সংক্ষেপে বলতে পারি হৃদয়। আমাদের সব ভাবাবেগ হ'ল প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যুত্তরের বিভিন্ন তরঙ্গ, "চিত্তবৃত্তি", যা সব উদিত হয় ভিত্তিমূলক চেতনা থেকে। তাদের ক্রিয়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হয় অভ্যাসের এবং ভাবমূলক স্মৃতির দ্বারা। কিন্তু এই সব চিত্তবৃত্তি যে আসতে বাধ্য তা নয়, ইহারা কোনো অপরিবর্তনীয় বিধানের অন্তর্গত নয়; আমাদের ভাবময় সত্তার এমন কোনো প্রকৃতই অবশ্যপালনীয় বিধান নেই যার নিকট আমরা

মাথা পাততে বাধ্য ও যার কোনো প্রতিকার নেই; মনের উপর বিশেষ কতকগুলি অভিঘাতে দুঃখের সাড়া, অন্য কতকগুলিতে ক্রোধের সাড়া, অন্য কিছুতে ঘৃণা বা অপছন্দের সাড়া, অপর কিছুতে পছন্দ বা ভালো-বাসার সাড়া––এইভাবে যে আমাদের সাড়া দিতেই হবে তা নয়। এই সবই হ'ল আমাদের ভাবময় মানসিকতার অভ্যাস মাত্র, চিৎ-পুরুষের সচেতন সংকল্পের দ্বারা এই সবের পরিবর্তন সম্ভব; এইগুলিকে নিরোধ করা যায়; এমনকি আমরা শোক, ক্রোধ, ঘৃণার, পছন্দ অপছন্দর দ্বন্দ্বের সব বশ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম। যতদিন আমরা ভাব-মূলক মানসিকতার মধ্যে চিত্তের যান্ত্রিক ক্রিয়ার অধীন থাকতে চাই, শুধু ততদিনই আমরা এই সবের অধীন থাকি, কিন্তু অতীত অভ্যাসের শক্তির দরুণ, এবং বিশেষতঃ মানসিকতার প্রাণিক অংশের, স্নায়বিক প্রাণ-মানসের, অথবা সূক্ষ্ম প্রাণের দুরাগ্রহের জন্য সেসব থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর। ভাবমূলক মনের এই যে প্রকৃতি যে ইহা চিত্তের এক প্রতিক্রিয়া আর সব স্নায়বিক প্রাণ-সংবিৎ ও সূক্ষ্ম প্রাণের বিভিন্ন প্রত্যুত্তরের উপর একপ্রকার ঘনিষ্ঠ ভাবে নির্ভরশীল––তা এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে কোনো কোনো ভাষায় ইহাকে বলা হয় চিত্ত ও প্রাণ, হৃদয়, প্রাণময় পুরুষ; বস্তুতঃ ইহা কামপুরুষের সেই সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে বিক্ষোভজনক ও জোরালো দুরাগ্রহী ক্রিয়া যা প্রাণিক কামনা ও প্রত্যুত্তরশীল চেতনার মিশ্রণ সৃষ্টি করেছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু তবু আমাদের মধ্যস্থ সত্যকার ভাবমূলক অন্তঃপুরুষ যে প্রকৃত চৈত্যসত্তা, তা কামপুরুষ নয়, ইহা শুদ্ধ প্রেম ও আনন্দের অন্তঃপুরুষ; কিন্তু আমাদের প্রকৃত সত্তার বাকী অংশের মতো এই চৈত্যসত্তার আবির্ভাব সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন কামনার প্রাণের দ্বারা সৃষ্ট বিকৃতিকে উপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং ইহা আর আমাদের সত্তার বিশিষ্ট ক্রিয়া থাকে না। এই কার্যসাধন আমাদের শুদ্ধি, মুক্তি ও সিদ্ধির এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

সূক্ষ্ম প্রাণের স্নায়বিক ক্রিয়া সবচেয়ে স্পষ্টভাবে জানা যায় আমাদের সেই মানসিকতায় যা কেবল ইন্দ্রিয়সংবিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ, এই স্নায়বিক মানসিকতা আমাদের অন্তঃকরণের সকল ক্রিয়ার অনুবর্তী এবং প্রায়শঃই মনে হয় যেন ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ছাড়া, ইহাই বিষয়সমূহের অধিকাংশ। বিশেষ করে, বিভিন্ন ভাবাবেগ তার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণিক ছাপ ধারণ করে; এমনকি ভয় ভাবাবেগ অপেক্ষা স্নায়বিক ইন্দ্রিয়-

সংবিৎই বেশী, ক্রোধ প্রায়শঃই অথবা তার অধিকাংশই এক ইন্দ্রিয়-সংবিৎমূলক প্রত্যুত্তর যা পরিণত হ'য়েছে ভাবাবেগের রূপে। অন্যান্য বেদনা হৃদয়েরই বেশী অন্তর্গত, আরো অন্তর্মুখী, কিন্তু ইহারাও সূক্ষ্ম প্রাণের সব স্নায়বিক ও শারীরিক আকাঙ্ক্ষার অথবা সব বহির্মুখী সংবেগের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে যুক্ত হ'য়ে পড়ে। প্রেম হ'ল হৃদয়ের ভাবাবেগ, শুদ্ধ বেদনা (feeling) হওয়া ইহার পক্ষে সম্ভব—আমরা দেহবদ্ধ মন হওয়ায় সকল মানসিকতা আমাদের প্রাণের উপর কোনো একপ্রকার প্রভাব এবং আমাদের দেহের উপাদানের উপর কিছু প্রতিক্রিয়া আনতে বাধ্য, এমনকি ভাবনাও তা আনে, কিন্তু সেজন্য যে তারা শারীরিক প্রকৃতির হতেই হবে তার অর্থ নেই—কিন্তু হৃদয়ের প্রেম সহজেই যুক্ত হয় দেহ-মধ্যস্থ প্রাণিক কামনার সহিত। এই যে শারীরিক কামনা যাকে কাম বলা হয় তার বশ্যতা থেকে এই শারীরিক অংশটিকে শুদ্ধ করা সম্ভব, ইহা এমন প্রেম হ'তে পারে যা দেহকে ব্যবহার করে যেমন শারীরিক সামীপ্যের জন্য, তেমন আবার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সামীপ্যের জন্যও; কিন্তু প্রেম আবার এই সব থেকে নিজেকে পৃথক করতে সক্ষম, এমনকি সবচেয়ে নির্দোষ শারীরিক অংশ থেকেও অথবা ইহার ছায়া ছাড়া অন্যসব থেকে পৃথক করতে সক্ষম এবং এইভাবে হ'তে সক্ষম অন্তঃপুরুষের সহিত অন্তঃপুরুষের, চৈত্যসত্তার সহিত চৈত্যসত্তার মিলনের উদ্দেশে এক শুদ্ধ বেগ। তথাপি, ইন্দ্রিয়সংবিৎ-মূলক মনের ন্যায়সঙ্গত ক্রিয়া ভাবাবেগ নয়, ইহা সচেতন স্নায়বিক প্রত্যুত্তর ও স্নায়বিক বেদনা ও বিক্রিয়া, কোনো কর্মের জন্য শারীরিক ইন্দ্রিয় ও দেহের ব্যবহারের সংবেগ, সচেতন প্রাণিক লালসা ও কামনা। একটা দিক হ'ল গ্রহিষ্ণু প্রত্যুত্তরের, অন্য দিক হ'ল স্ফুরন্ত প্রতিক্রিয়ার। এই সব বিষয়ের যে ন্যায়সঙ্গত স্বাভাবিক ক্রিয়া তা আসে যখন উত্তর মানস যন্ত্রের মতো তাদের অধীন না হ'য়ে বরং তাদের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠুভাবে চালনা করে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরো উচ্চতর অবস্থা হ'ল যখন তারা চিৎ-পুরুষের সংকল্পের দ্বারা এক প্রকার রূপান্তর লাভ করে, কারণ এই চিৎ-পুরুষ সূক্ষ্ম প্রাণকে দেয় তার বিশিষ্ট ক্রিয়ার উচিত রূপ, ইহার অনুচিত বা কামনাময় রূপ আর দেয় না।

আমাদের সাধারণ চেতনায় মনঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়মানস জ্ঞানের জন্য নির্ভর করে বিভিন্ন স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াভিমুখী

কর্মের জন্য নির্ভর করে দেহের বিভিন্ন কর্মেন্দ্রিয়ের উপর। ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্য ও বহির্মুখী ক্রিয়ার প্রকৃতি হ'ল শারীরিক ও স্নায়বিক, আর সহজেই মনে হ'তে পারে যে তারা শুধু স্নায়ু-ক্রিয়ার ফল; প্রাচীন গ্রন্থে তাদের কখন কখন বলা হয় "প্রাণঃ", স্নায়বিক বা প্রাণের ক্রিয়া। কিন্তু তবু তাদের মধ্যে যা মূল বিষয় তা স্নায়বিক উত্তেজনা নয়, বরং ইহা চেতনা, চিত্তের ক্রিয়া যা ইন্দ্রিয়কে এবং এই ইন্দ্রিয় যার প্রণালী সেই স্নায়বিক অভিঘাতকে ব্যবহার করে। মনঃ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়মানস হ'ল সেই কার্য-ব্যাপার যা ভিত্তিমূলক চেতনা থেকে উদ্ভূত হ'য়ে আমরা যাকে ইন্দ্রিয় (বোধ) বলি তার সমগ্র সারতত্ত্ব গঠন করে। দৃষ্টি, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ, স্পর্শ--এই সব বাস্তবিকই মনের ধর্মবিশেষ, দেহের নয়; কিন্তু আমরা যে স্থূল মনের ব্যবহার করি তার শুধু কাজ হ'ল স্নায়ুমণ্ডলীর ও বিভিন্ন শারীরিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইহা বাহ্য অভিঘাতের যে পরিমাণ গ্রহণ করে সেইটুকুকে ইন্দ্রিয়বোধে রূপান্তরিত করা, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু আন্তর মানসেরও নিজের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, শ্রবণ, সংযোগের সামর্থ্য আছে যা স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে না। আর, উপরন্তু তার এমন সামর্থ্য আছে যাতে মন বিষয়ের সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে যার ফলে এমন কি ইহা ক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে ভৌতিক সীমার মধ্যে বা বাহিরে বিষয়ের অন্তর্নিহিত সব কিছুরও বোধ পায়; কিন্তু শুধু এই সামর্থ্যই নয়, তার আরো যা সামর্থ্য আছে তা হ'ল মনের সহিত মনের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের। তাছাড়া মন বিভিন্ন ইন্দ্রিয় অভিঘাতের আপতন, মূল্য, তীব্রতা পরিবর্তিত, নিয়ন্ত্রিত ও নিরুদ্ধ করতেও সমর্থ। মনের এই সব সামর্থ্যগুলি আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি না বা বিকশিত করি না; ইহারা অধিচেতন রয়ে যায় এবং কখন কখন প্রকাশ পায় অনিয়মিত ও চপলভাবে আর তা কতক মনে সহজেই হয়, অন্যত্রে তত সহজে হয় না অথবা ইহারা উপরে আসে সত্তার সব অস্বাভাবিক অবস্থায়। ইহারাই অতীন্দ্রিয় দর্শন, অতীন্দ্রিয় শ্রবণ, ভাবনা ও সংবেগের স্থানান্তরকরণ, অপরের মনের মধ্যে নিজের মনোভাব সংক্রমণ--প্রভৃতি অধিকাংশ অতি সাধারণ গুহ্য শক্তির ভিত্তি; ইহাদিগকে গুহ্য শক্তি বলা হয় যদিও তাদের আরো ভালো ও কম রহস্যময় পরিচয় হ'ল যে তারা মনের বর্তমান অধিচেতন ক্রিয়ার শক্তি। এই অধিচেতন ইন্দ্রিয় মানসের ক্রিয়ারই উপর নির্ভর করে সম্মোহন এবং অন্যান্য অনেক

এরূপ বিষয়; তবে এই সব বিষয়ের সবখানিই যে শুধু এই অধিচেতন ইন্দ্রিয়মানসের ক্রিয়া তা নয়, তবে ইহাই পারস্পরিক সম্বন্ধ, যোগাযোগ, ও প্রত্যুত্তরের ভিত্তিস্বরূপ প্রথম উপায়, যদিও বাস্তব ক্রিয়ার অনেকখানিই আন্তর বুদ্ধির অন্তর্গত। ভৌতিক মন, অতিভৌতিক মন——এই দুই ইন্দ্রিয়-পর মানসিকতাই আমাদের আছে এবং আমরা তা ব্যবহার করতেও সক্ষম।

বুদ্ধি হ'ল সচেতন সত্তার এমন রচনা যা ভিত্তিমূলক চেতনায় তার আদিরূপকে অনেক ছাড়িয়ে যায়; ইহা জ্ঞান ও সংকল্পের শক্তিযুক্ত বুদ্ধি। মন ও প্রাণ ও দেহের বাকী সব ক্রিয়াকেই বুদ্ধি নেয় ও ব্যবহার করে। স্বরূপতঃ ইহা পরম চিৎ-পুরুষের ভাবনা-শক্তি ও সংকল্প-শক্তি যা এক প্রকার নিম্ন মানসিক সক্রিয়তায় পরিণত হ'য়েছে। এই বুদ্ধির ক্রিয়াকে আমরা তিনটি পর পর পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম হ'ল এক অবর বোধাত্মক বুদ্ধি যার কাজ হ'ল ইন্দ্রিয়মানস, স্মৃতি, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ-মূলক মানসিকতার বার্তাগুলিকে শুধু নেওয়া, লিপিবদ্ধ করা, বোঝা ও সে সবে উত্তর দেওয়া। এই সবের সাহায্যে ইহা এক প্রাথমিক চিন্তাশীল মন সৃষ্টি করে; এই মন তাদের তথ্যগুলির বাহিরে যায় না, বরং নিজেকেই তাদের ছাঁচে ফেলে তাদের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করে, তাদের দ্বারা সূচিত মনন ও সংকল্পের অভ্যস্ত গণ্ডির মধ্যে অনবরত ঘুরতে থাকে অথবা প্রাণের মন্ত্রণাতে যুক্তিবুদ্ধির অনুগত বশ্যতা স্বীকার ক'রে তার বোধ ও ধারণাতে যা সব নতুন নির্ধারণ আসে সে সবের অনুবর্তী হয়। এই যে প্রাথমিক বুদ্ধি যা আমরা সকলেই প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার করি, ইহার উজানে আছে বুদ্ধির অন্তর্গত সংকল্পশক্তির ও সেই যুক্তিবুদ্ধির সামর্থ্য যা বিন্যাস বা নির্বাচন করে; ইহার ক্রিয়া ও লক্ষ্য হ'ল জীবনের বুদ্ধিগত ধারণার ব্যবহারের জন্য জ্ঞান ও সংকল্পের এক আপাত যুক্তি-যুক্ত, পর্যাপ্ত ও স্থির ব্যবস্থালাভের চেষ্টা।

এই গৌণ বা মধ্যবর্তী যুক্তিবুদ্ধির যা অভিপ্রায়, তাতে ইহা বাস্তবিকই অর্থক্রিয়াকারী যদিও ইহার আরো শুধু বুদ্ধিগত বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা এক প্রকার বুদ্ধিগত গঠন, ছাঁচ, বিধি সৃষ্টি করে যার মধ্যে ইহা আন্তর ও বাহ্য জীবনকে ফেলতে চেষ্টা করে যাতে ইহা কোনো প্রকার যুক্তিসম্মত সংকল্পের উদ্দেশ্যের জন্য তাকে ব্যবহার করতে পারে কিছু কর্তৃত্ব ও শাসনের সহিত। এই যুক্তিবুদ্ধিই আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিগত সত্তাকে

দেয় আমাদের নির্দিষ্ট সৌন্দর্যবিষয়ক ও নীতিবিষয়ক বিভিন্ন মান, আমাদের মতামতের গঠন ও ভাবনা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত সব আদর্শ। বুদ্ধি কিছু বিকশিত হ'য়েছে এমন সব ব্যক্তিরই মধ্যে ইহা অত্যধিক বিকশিত এবং ইহার স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু ইহাকেও ছাড়িয়ে এক যুক্তিবুদ্ধি আছে যা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া; ইহার কাজ হ'ল নিঃস্বার্থ-ভাবে শুদ্ধ সত্য ও সঠিক জ্ঞান অন্বেষণ করা; ইহার প্রয়াস হ'ল--জীবন ও বিষয়সমূহ ও আমাদের আপতিক সব আত্মার পিছনে অবস্থিত আসল সত্য আবিষ্কার করা, এবং নিজের সংকল্পকে সত্যের বিধানের অধীন করা। শুদ্ধতা সহকারে এই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারে এরূপ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে অতীব বিরল; কিন্তু ইহার সাধনের জন্য প্রয়াস করা অন্তঃকরণের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য।

বস্তুতঃ বুদ্ধি এক মধ্যবর্তী শক্তি; তার একদিকে আছে এক আরো পরতর সত্য-মানস যা এখনো আমাদের সক্রিয় অধিকারে আসে নি এবং যা পরম চিৎ-পুরুষের সরাসরি করণ, এবং অন্যদিকে আছে দেহের মধ্যে বিকশিত মানবমনের স্থূল জীবন। ইহার যে বুদ্ধি ও সংকল্পের বিভিন্ন শক্তি আছে সে সব নেওয়া হয় এই মহত্তর প্রত্যক্ষ সত্য-মানস বা অতিমানস থেকে। বুদ্ধি তার মানসিক ক্রিয়া একত্র করে অহং-ভাবনার চারিদিকে অর্থাৎ এই ভাবনার চারিদিকে যে আমি এই মন, প্রাণ ও দেহ অথবা আমি তাদের ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত এক মনোময় সত্তা। এই অহং-ভাবনার পরিচর্যা করাই ইহার কাজ,--তা এই অহং-ভাবনা আমরা যাকে অহন্তা বলি তার মধ্যে সীমিত থাকুক, অথবা আমাদের চারিদিককার জীবনের সহিত সমবেদনার দ্বারা প্রসারিত হ'ক। এক অহং-বোধের সৃষ্টি হয় যার আশ্রয়স্থল হ'ল দেহের, ব্যষ্টিভাবাপন্ন প্রাণের, মনের প্রত্যুত্তরের পার্থক্যমূলক ক্রিয়া, আর বুদ্ধির মধ্যস্থ অহং-ভাবনা এই অহং-এর মননের, চরিত্রের, ব্যক্তি-ভাবনার সমগ্র ক্রিয়া কেন্দ্রীভূত করে। অবর বুদ্ধি ও মধ্যবর্তী যুক্তিবুদ্ধি হ'ল ইহার অভিজ্ঞতা ও আত্ম-প্রসারের জন্য কামনার যন্ত্র। কিন্তু যখন পরতম যুক্তিবুদ্ধি ও সংকল্প বিকশিত হয়, তখন আমরা তার দিকে ফিরতে পারি যার অর্থ এই সব বাহ্য বিষয় বহন করে পরতর আধ্যাত্মিক চেতনার কাছে। তখন "আমি"কে দেখা যায় যে ইহা পরমাত্মার, পরম চিৎ-পুরুষের, ভগবানের, বহুত্ব বিভাবে বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্মক ও ব্যষ্টিগত এক সন্মাত্রের মানসিক প্রতি-

ফলন; যে চেতনার মধ্যে এই সকল বিষয় মিলিত হয়, এক সত্তার বিভিন্ন বিভাব হয় এবং তাদের যথার্থ সম্বন্ধ গ্রহণ করে সেই চেতনাকে তখন অনাবৃত করা যায় এই সকল ভৌতিক ও মানসিক আচ্ছাদন থেকে। অতিমানসে সংক্রমণ হ'লে বুদ্ধির শক্তিগুলি নষ্ট হয় না, বরং সে সবকে রূপান্তরিত করা চাই তাদের অতিমানসিক মূল্যে। কিন্তু অতিমানস ও বুদ্ধির রূপান্তরের আলোচনা পরতরা সিদ্ধি বা দিব্য সিদ্ধির অন্তর্গত। এখন আমাদের বিবেচনা করা চাই মানবের সাধারণ সত্তার শুদ্ধিকরণ, যা এরূপ যে কোনো রূপান্তরের উদ্যোগ পর্ব এবং মুক্তি দেয় অপরা প্রকৃতির সব বন্ধন থেকে।

৬ অধ্যায়

শুদ্ধি--অবর মানসিকতা

এই সব করণের জটিল ক্রিয়া নিয়েই আমাদের কাজ এবং ইহাদের শুদ্ধিই আমাদের ব্রত। আর সহজতম উপায় হ'ল ইহাদের প্রতিটির মধ্যে যে দুই প্রকারের মৌলিক দোষ বর্তমান তাতে একাগ্র হ'য়ে তাদের গঠন স্পষ্টভাবে বুঝে সে সব সংশোধন করা। কিন্তু কোথায় আমরা শুরু করব--এই প্রশ্নটিরও বিবেচনা দরকার। কারণ করণগুলি পরস্পরের সহিত এত বেশী জড়িত যে কোনো একটি করণের সম্পূর্ণ শুদ্ধি নির্ভর করে অন্য সকল করণেরও সম্পূর্ণ শুদ্ধির উপর ; আর ইহা কষ্ট, নৈরাশ্য ও বিভ্রান্তির এক বড় আকর--যেমন, আমরা ভাবছি যে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়েছে, অথচ তখনই দেখি যে ইহা তখনো আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন হচ্ছে কারণ হৃদয়ের সব ভাবাবেগ, ও সংকল্প ও ইন্দ্রিয়-বোধাশ্রিত মন তখনো অপরা প্রকৃতির অনেক অশুদ্ধি দ্বারা দূষিত এবং তারা আলোকিত বুদ্ধির মধ্যে আবার প্রবেশ ক'রে আমাদের সাধ্য শুদ্ধ সত্যের প্রতিফলনে ইহাকে নিরস্ত করে। কিন্তু অপর দিকে, এই সুবিধাও আছে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ করণ যথেষ্ট শুদ্ধ করা হ'লে তাকে ব্যবহার করা যায় অন্যগুলির শুদ্ধির উপায় হিসাবে, একটি পদক্ষেপ দৃঢ়ভাবে করা হ'লে অন্যগুলি আরো সহজ হয় ও অনেক বাধা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তাহ'লে এমন কোন করণ আছে যা শুদ্ধ ও সিদ্ধ করা হ'লে তা বাকী সকলের সিদ্ধি আনে খুব সহজে ও কার্যকরীভাবে অথবা অতীব ক্ষিপ্রতার সহিত তাদের শুদ্ধিসাধনে সহায় হয়।

যেহেতু আমরা মনের মধ্যে আবৃত চিৎ-পুরুষ, এমন এক পুরুষ যে এখানে বিকশিত হ'য়েছে প্রাণবন্ত স্থূল শরীরের মধ্যে মনোময় পুরুষ রূপে, সেহেতু স্বভাবতঃই এই পরম কাম্য বিষয়টিকে খোঁজ করা চাই আমাদের মনের ভিতর, অন্তঃকরণে। আর স্পষ্টতঃই ইহাই অভিপ্রেত যে মানুষ বুদ্ধির দ্বারা ও বুদ্ধির সংকল্পের দ্বারা সেই সব কাজ করবে যা তার জন্য শারীরিক ও স্নায়বিক প্রকৃতির দ্বারা করা হয় না, যদিও এরূপ করা হয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে। যতদিন না কোনো অতিমানসিক

শক্তির বিকাশ হয়, ততদিন বুদ্ধিগত সংকল্পই হবে আমাদের কার্য-সাধনের প্রধান শক্তি এবং ইহাকে শুদ্ধ করাই আমাদের প্রথম অবশ্য কর্তব্য। একবার যদি আমাদের বুদ্ধি ও সংকল্পকে সেই সব থেকে শুদ্ধ করা হয় যা তাদের সংকীর্ণ করে এবং অনুচিত ক্রিয়ায় বা অনুচিত পথে চালিত করে, তাহ'লে তাদের সহজেই সিদ্ধ করা যায়, সত্যের সব প্রস্তাবে উত্তর দিতে সক্ষম করা যায়, আর সক্ষম করা যায় নিজেদের ও সত্তার বাকী অংশকে বুঝতে, নিজেরা কি করছে তা স্পষ্টভাবে এবং সূক্ষ্ম ও সতর্ক নির্ভুলতার সহিত দেখতে এবং তা করার সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে যেন দ্বিধা বা অধীরতাবশে কোনো প্রমাদ বা স্খলন-জনিত বিচ্যুতি না হয়। পরিশেষে তাদের উত্তরকে উন্মীলিত করা যায় অতিমানসের সুষ্ঠু বিবেক, বোধি, স্মৃতি ও শ্রুতির নিকট এবং ইহা অগ্রসর হ'তে পারে এক উত্তরোত্তর দীপ্ত ও এমন কি অভ্রান্ত ক্রিয়ার দ্বারা। কিন্তু এই শুদ্ধিসাধন সম্ভব হয় না যদি না পূর্বেই অন্তঃকরণের অন্যান্য নিম্ন অংশগুলির মধ্যে তার প্রাকৃত সব বাধা অপসারিত হয়, আর যে প্রধান প্রাকৃত বাধা অন্তঃকরণের সমগ্র ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, ইন্দ্রিয়ের, মনোগত ইন্দ্রিয়সংবিতের ভাবাবেগের, স্ফুরন্ত সংবেগের, বুদ্ধির মধ্য দিয়ে সক্রিয় তা হ'ল সূক্ষ্ম প্রাণের মিশ্রণ ও জোরালো দাবী। তাহ'লে ইহারই সহিত মোকাবিলা করা দরকার, অর্থাৎ দরকার হ'ল ইহার প্রবল মিশ্রণ বাদ দেওয়া, ইহার দাবী অস্বীকার করা এবং ইহাকেই শান্ত ও প্রস্তুত করা শুদ্ধির জন্য।

বলা হ'য়েছে যে প্রতি করণেরই উচিত ও সঙ্গত ক্রিয়া আছে, আবার তার উচিত ক্রিয়ার বিকৃতি অথবা ভ্রান্ত তত্ত্বও আছে। সূক্ষ্মপ্রাণের উচিত ক্রিয়া হ'ল শুদ্ধ অধিকার ও ভোগ। মনন, সংকল্প, ক্রিয়া, স্ফুরন্ত সংবেগ, ক্রিয়ার ফল, ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ভোগ করা, আবার তাদের সাহায্যে বিষয়সমূহ, ব্যক্তি, জীবন, জগৎও ভোগ করা--এই কাজের জন্যই সূক্ষ্ম প্রাণ আমাদের এক মনোভৌতিক ভিত্তি দেয়। অস্তিত্বের এক বাস্তবিকই সুষ্ঠু ভোগ আসা সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন আমরা যা ভোগ করি তা জগৎকে জগৎ হিসাবে বা তার জন্যই ভোগ করা নয়, বরং তা ভগবানকে ভোগ করা জগতের মধ্যে, যখন আমাদের উপভোগের আসল ও মূল পাত্র বিভিন্ন বিষয় নয়, বরং তা হয় বিষয়-সমূহের মধ্যস্থ চিৎ-পুরুষের আনন্দ, আর বিষয়সমূহ হয় শুধু চিৎ-

পুরুষের রূপ ও প্রতীক, আনন্দ সাগরের লহরী। কিন্তু এই আনন্দ আসতে পারে কেবল তখনই যখন আমরা আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পাই এবং প্রতিফলিত করি নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্তা, আর ইহার পূর্ণতা পাওয়া যায় কেবল তখনই যখন আমরা আরোহণ করি বিভিন্ন অতি-মানসিক স্তরে। ইতিমধ্যে এই সব বিষয়ের এক উচিত মানবীয় ভোগ অনুমোদন করা হয় যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত; ভারতীয় মনোবিদ্যার ভাষায় এই ভোগ হ'ল প্রধানতঃ সাত্ত্বিক প্রকৃতির। ইহা এক প্রবুদ্ধ ভোগ আর তা করা হয় মুখ্যতঃ বোধাত্মক, সৌন্দর্যগ্রাহী ও ভাবমূলক মনের দ্বারা এবং গৌণতঃ শুধু ইন্দ্রিয়বোধাত্মক স্নায়বিক ও শারীরিক সত্তার দ্বারা; কিন্তু এই সব হবে বুদ্ধির স্পষ্ট শাসনের অধীন, সঠিক যুক্তিবুদ্ধির, সঠিক সংকল্পের, প্রাণিক অভিঘাতের সঠিক গ্রহণের, সঠিক ব্যবস্থার, বিষয়সমূহের সত্য, বিধান, আদর্শ, অর্থ, সৌন্দর্য, ব্যবহারের সঠিক অনু-ভবের অধীন। মন এই সবের ভোগের শুদ্ধ আস্বাদন, "রস" পায় আর যা কিছু বিচলিত, বিক্ষুব্ধ ও বিকৃত তা বর্জন করে। এই স্বচ্ছ ও নির্মল রস গ্রহণের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রাণের আনা চাই জীবনের পূর্ণ অর্থ এবং সমগ্র সত্তার দ্বারা নিবিষ্ট "ভোগ" যার অভাবে মনের দ্বারা গ্রহণ ও অধিকার, "রসগ্রহণ" যথেষ্ট পরিমাণে জমাট হবেনা, ইহা এত ক্ষীণ হবে যে তাতে দেহধারী পুরুষের সম্পূর্ণ তৃপ্তি আসবে না। এই অবদানই সূক্ষ্ম প্রাণের বিশিষ্ট কাজ।

যে বিকৃতি ভিতরে প্রবেশ ক'রে শুদ্ধতার অন্তরায় হয় তা হ'ল প্রাণিক লালসার এক রূপ; সূক্ষ্মপ্রাণ যে বিরাট বিকৃতি আমাদের সত্তায় আনে তা হ'ল কামনা। আমাদের নেই ব'লে আমরা যা অনুভব করি তা পাবার জন্য যে প্রাণিক লালসা তা-ই কামনার মূল, ইহাই প্রাপ্তি ও তৃপ্তির জন্য সীমিত প্রাণের সহজসংস্কার। ইহা অভাববোধ সৃষ্টি করে---প্রথম সৃষ্টি করে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামের অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট প্রাণিক লালসা এবং পরে সৃষ্টি করে মনের সেই সব সূক্ষ্ম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামবৃত্তি যেগুলি আমাদের সত্তার আরো বৃহৎ ও আরো ক্ষিপ্র ও আরো ব্যাপক ক্লেশ, এই ক্ষুধা অনন্ত কারণ ইহা হ'ল এক অনন্ত সত্তার ক্ষুধা, এই তৃষ্ণা শুধু সাময়িকভাবে তুষ্টির দ্বারা শান্ত হয় কিন্তু ইহার যা প্রকৃতি তাতে ইহার তৃপ্তিসাধন অসম্ভব। সূক্ষ্মপ্রাণ ইন্দ্রিয়গত মন আক্রমণ ক'রে তার মধ্যে নিয়ে আসে ইন্দ্রিয়সংবিতের অশান্ত তৃষ্ণা, স্ফুরন্ত মনকে আক্রমণ করে

সঙ্গে নিয়ে প্রভুত্ব, প্রাপ্তি, আধিপত্য, সফলতা, প্রতি সংবেগের চরিতার্থতার কামনা, ভাবময় মনকে ভরিয়ে দেয় রুচি ও অরুচির তৃপ্তির জন্য, প্রেম ও দ্বেষের তুষ্টির জন্য কামনার দ্বারা, আনে ভয়ের জুগুপ্সা ও সন্ত্রাস, আশার প্রয়াস ও নৈরাশ্য, আরোপ করে শোকের যাতনা এবং হর্ষের ক্ষণিক উষ্ণতা ও উত্তেজনা, বুদ্ধি ও বুদ্ধিগত সংকল্পকে করে এই সব দুষ্কর্মের সহায়ক এবং তাদের নিজ নিজ রকমে পরিণত করে বিকৃত ও পঙ্গু করণে, সংকল্পকে পরিণত করে লালসার সংকল্পে, বুদ্ধিকে পরিণত করে সীমিত, অসহিষ্ণু, উগ্র পূর্বসিদ্ধান্ত ও মতের এক আংশিক, স্খলনশীল ও উৎসুক অনুবর্তীরূপে। সকল দুঃখ, নিরাশা, ক্লেশের মূল হ'ল কামনা, কারণ যদিও ইহাতে অন্বেষণ ও তৃপ্তির এক উত্তেজনাময় হর্ষ থাকে, তবু ইহা সর্বদাই সত্তার এক প্রয়াস হওয়ায়, ইহার অন্বেষণ ও প্রাপ্তির মধ্যে থাকে পরিশ্রম, সংঘর্ষ, দ্রুত ক্লান্তি, সংকীর্ণতার বোধ, সকল লাভ সত্ত্বেও অতৃপ্তি ও নিরাশা, বিরামহীন অস্বাভাবিক উত্তেজনা, ক্লেশ, অশান্তি। কামনা থেকে মুক্ত হওয়াই সূক্ষ্ম প্রাণের একমাত্র দৃঢ় ও অপরিহার্য শুদ্ধি--কারণ এই ভাবেই আমরা কামনার পুরুষকে ও আমাদের সকল করণের মধ্যে তার ব্যাপক মিশ্রণকে সরিয়ে তার স্থানে আনতে পারি শান্ত আনন্দের মনোময় পুরুষ এবং আমাদের নিজেদের ও জগতের ও প্রকৃতির উপর ইহার স্বচ্ছ ও বিমল অধিকার আর ইহাই মানসিক জীবন ও ইহার সিদ্ধির স্ফটিকতুল্য শুদ্ধ ভিত্তি।

সকল উচ্চতর ক্রিয়াতেই সূক্ষ্ম প্রাণ অযথা প্রবেশ করে তাদের বিকৃত করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু ইহার ত্রুটির কারণ এই যে জড় থেকে প্রাণের উদ্‌বর্তনের সময় প্রাণ দেহের মধ্যে যে ভৌতিক ক্রিয়া বিকশিত করেছে তার প্রকৃতি ঐ সূক্ষ্মপ্রাণে অযথা প্রবেশ করে তাকেই বিকৃত করে। ইহাই দেহস্থ ব্যষ্টিপ্রাণকে পৃথক করেছে বিশ্বস্থ প্রাণ থেকে এবং ইহাকে অভাব, সংকীর্ণতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যা তার নেই তার জন্য আকাঙ্ক্ষা, ভোগের পিছনে দীর্ঘ ও অন্ধ অন্বেষণ, এবং প্রাপ্তির বিঘ্নিত ও বিফল প্রয়োজনীয়তা, এইসব দোষে দূষিত করেছে। বিষয়সমূহের যে স্তর শুধু ভৌতিক, তাতে ইহা সহজেই নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম প্রাণের মধ্যে ইহা নিজেকে বিস্তৃত করে বিপুলভাবে এবং যেমন মন বৃদ্ধি পায় তেমন ইহা হ'য়ে ওঠে এমন বিষয় যা দুর্দমনীয়, অতর্পনীয়, অনিয়মিত এবং পীড়া ও ব্যাধি সৃষ্টিতে তৎপর। তাছাড়া, সূক্ষ্মপ্রাণ নির্ভর করে স্থূল

প্রাণের উপর, অন্নময় সত্তার স্নায়বিক শক্তির দ্বারা নিজেকে সীমিত করে এবং তার দ্বারা মনের ক্রিয়াকেও সীমিত করে এবং মন যে দেহের উপর নির্ভরশীল এবং ক্লান্তি, অসামর্থ্য, ব্যাধি, পীড়া, উন্মত্ততা, ক্ষুদ্রতা, অনিশ্চয়তার অধীন এবং এমন কি স্থূল মানসিকতার ক্রিয়ার সম্ভবপর লয়েরও অধীন––সেই নির্ভরতা ও অধীনতার যোগসূত্র হয় ঐ সূক্ষ্মপ্রাণ। আমাদের মন এমন বিষয় নয় যা নিজের ক্ষমতায় শক্তিশালী, চিন্ময় চিৎ-পুরুষের স্বচ্ছ যন্ত্র, স্বাধীন এবং প্রাণ ও দেহের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার ও পূর্ণতা-সাধনে সমর্থ, ইহার পরিবর্তে ইহা পরিণামে দেখা দেয় এক মিশ্রিত গঠনরূপে; ইহা প্রধানতঃ এক স্থূল মানসিকতা যা তার সব স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমিত এবং দেহের মধ্যে প্রাণের বিভিন্ন দাবী ও প্রতিবন্ধের অধীন। এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় হ'ল বিশ্লেষণের এক প্রকার ব্যবহারিক অন্তর্মুখী মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া যার দ্বারা আমরা মানসিকতাকে জানতে পারি এক পৃথক শক্তি ব'লে, ইহাকে আলাদা করি স্বচ্ছন্দ কার্যের জন্য, সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রাণকেও স্পষ্টভাবে জানি এবং তাদের আর অধীনতার জন্য যোগসূত্র করি না, বরং তাদের করি বুদ্ধিস্থ পরম ভাবনা ও সংকল্পের এক সঞ্চালন-প্রণালী যা বুদ্ধির মন্ত্রণা ও আদেশের অনুগত; তখন প্রাণ হ'য়ে ওঠে এমন এক নিষ্ক্রিয় উপায় যার সাহায্যে স্থূল জীবনের উপর মনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়। আমাদের ক্রিয়ার অভ্যস্ত স্থিতির পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ যতই অস্বাভাবিক হ'ক না কেন, ইহা যে শুধু সম্ভব তা নয়––আর ইহাকে কিছু পরিমাণে দেখা যায় সম্মোহনের ব্যাপারে যদিও এই সব বিষয় অস্বাস্থ্যকর ও অস্বাভাবিক কারণ এই সবে মন্ত্রণা ও আদেশ দেয় বাহিরের এক সংকল্প––তবে ইহা স্বাভাবিক ক্রিয়া হ'তে বাধ্য যখন অন্তঃস্থ পরতর আত্মা সমগ্র সত্তাকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করার ভার নেয়। কিন্তু তবু এই নিয়ন্ত্রণসাধন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু হ'তে পারে একমাত্র অতিমানসিক স্তর থেকে, কারণ এখানেই সত্যকার কার্যকরী পরম ভাবনা ও সংকল্পের বাস অথচ মানসিক ভাবনা-মানস––এমনকি ইহা আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন হ'লেও––শুধু এক সীমিত প্রতিনিধি, যদিও ইহাকে অতীব শক্তিশালী করা সম্ভব।

মনে করা হয় যে কামনা মানবীয় জীবনযাত্রার আসল প্রবর্তক শক্তি এবং ইহাকে বর্জন করার অর্থ জীবনের সব প্রস্রবণ রুদ্ধ করা, কামনার তৃপ্তিসাধনই মানুষের একমাত্র ভোগ এবং ইহাকে বাদ দেওয়ার ফল

হবে নিবৃত্তিমূলক বৈরাগ্যের দ্বারা জীবনের সংবেগ নির্বাপিত করা। কিন্তু অন্তঃপুরুষের জীবনের আসল প্রবর্তক শক্তি হ'ল সংকল্প; কামনা হ'ল প্রবল দেহগত প্রাণে ও স্থূল মনে সংকল্পের এক বিকৃতিমাত্র। জগৎকে অধিকার ও ভোগ করার দিকে অন্তঃপুরুষের যে আকর্ষণ তা স্বরূপতঃ আনন্দলাভের জন্য সংকল্প; আর আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির ভোগ হ'ল আনন্দ-লাভের জন্য সংকল্পের শুধু এক প্রাণিক ও শারীরিক হীনরূপ। বিশুদ্ধ সংকল্প ও কামনার মধ্যে, আনন্দলাভের জন্য আন্তর সংকল্প এবং মন ও দেহের বাহ্য কাম ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রভেদ জানা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। যদি আমরা আমাদের সত্তার অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবহারিক ভাবে এই পার্থক্য করতে সমর্থ না হই, তাহ'লে আমাদেব শুধু বেছে নিতে হবে--হয় জীবননাশা বৈরাগ্য, নয় জীবনযাপনের স্থূল সংকল্প; আর না হয় চেষ্টা করতে পারি এই দুয়ের মধ্যে এক উদ্ভট অনিশ্চিত ও অস্থির আপোস। বস্তুতঃ বেশীর ভাগ লোকই তা-ই করে; অতি অল্পসংখ্যকই জীবন-প্রবৃত্তি পদদলিত ক'রে প্রয়াসী হয় বৈরাগ্যের পথে সিদ্ধি লাভের জন্য; বেশীর ভাগই জীবনযাপনের স্থূল সংকল্পের অনুবর্তী হয় তবে সেইসব নিয়ন্ত্রণ ও সংযম পালন করে যা সমাজ আরোপ করে অথবা সাধারণ সামাজিক মানব নিজের মন ও ক্রিয়ার উপর আরোপ করতে শিক্ষা পায়; অন্যেরা নৈতিক কৃচ্ছ্রতা এবং কামনাময় মানসিক ও প্রাণিক আত্মার পরিমিত তৃপ্তির মধ্যে সমীকরণ আনে এবং এই সমীকরণ দেখে বিবেচক মন ও সুস্থ মানবজীবন যাপনের এক স্বর্ণমণ্ডিত মধ্যম পথ। কিন্তু এই সব পথের কোনোটিতেই আমাদের প্রার্থিত সিদ্ধি অর্থাৎ জীবনে ভগবদ্-শাসন লাভ করা যায় না। প্রাণকে, প্রাণময় সত্তাকে পুরোপুরি পদদলিত করার অর্থ জীবনের সেই শক্তি বিনষ্ট করা যার দ্বারা মানবীয় সত্তার মাঝে দেহবদ্ধ অন্তঃপুরুষের বিশাল কাজ ধারণ করা চাই; জীবন যাপনের জন্য স্থূল সংকল্পে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ অপূর্ণতাতে তুষ্ট থাকা; ইহাদের মধ্যে আপোস করার অর্থ, মাঝপথে থেমে থাকা যাতে না পৃথিবী, না স্বর্গ--কোনোটাই পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি আমরা কামনার দ্বারা বিকৃত নয় এমন বিশুদ্ধ সংকল্প পাই--আমরা দেখব যে এই সংকল্প কামনার লম্ফমান, ধূমক্লিষ্ট, দ্রুত-ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত শিখা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ, শান্ত, স্থির ও কার্যকরী শক্তি--এবং যদি আমরা পাই আকাঙ্ক্ষার কোনো উদ্বেগের দ্বারা ক্লিষ্ট বা সীমিত নয়

এমন আনন্দের প্রশান্ত আন্তর সংকল্প, তাহ'লে আমরা তখন প্রাণকে রূপান্তরিত করতে পারি যেন ইহা মনের এক উৎপীড়ক, শত্রু ও আক্রমণ-কারী না থেকে হয়ে ওঠে এক অনুগত যন্ত্র। যদি আমরা চাই তাহ'লে এই সব মহত্তর বিষয়কেও আমরা কামনা নামে অভিহিত করতে পারি, কিন্তু তাহ'লে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে প্রাণিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া এক দিব্য কামনা, এক ভগবদ্-কামনা আছে, আর ঐ অন্য যে অবর কামনা তাহ'ল এই ভগবদ্-কামনার অস্পষ্ট ছায়া কিন্তু এই ভগবদ্-কামনাতেই ঐ অবর কামনাকে রূপান্তরিত হ'তে হবে। তার চেয়ে বরং এই যে দুটি জিনিস স্বভাবে ও আন্তর ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাদের জন্য দুটি পৃথক নাম রাখাই শ্রেয়ঃ।

তাহ'লে শুদ্ধির কাজে প্রথম পদক্ষেপ হ'ল প্রাণকে কামনা মুক্ত করা এবং প্রসঙ্গক্রমে আমাদের প্রকৃতির সাধারণ স্থিতিকে উল্টে দেওয়া এবং যে প্রাণময় সত্তা এক কষ্টকর প্রবল শক্তি তাকে রূপান্তরিত করা স্বাধীন ও অনাসক্তমনের অনুগত যন্ত্রে। সূক্ষ্ম প্রাণের এই বিকৃতি যেমন সংশোধিত হ'তে থাকে, অন্তঃকরণের সব মধ্যবর্তী অংশের বাকীগুলিরও শুদ্ধি সুগম হয় এবং ঐ সংশোধন সম্পূর্ণ হ'লে তাদের শুদ্ধিকেও সহজেই একান্ত করা যায়। এই সব মধ্যবর্তী অংশ হ'ল ভাবময় মন, গ্রহিষ্ণু ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মন এবং সক্রিয় ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মন অর্থাৎ স্ফুরন্ত সংবেগের মন। অত্যন্ত জটিল পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে তারা সব একত্র আবদ্ধ থাকে। ভাবময় মনের বিকৃতি নির্ভর করে পছন্দ ও অপছন্দের, "রাগ-দ্বেষের", ভাবময় আকর্ষণ ও বিকর্ষণের উপর। এই সব আকর্ষণ ও বিকর্ষণে বিভিন্ন ভাবাবেগের ও ইন্দ্রিয়সংবিতের মধ্যকার কামপুরুষ যেসব অভ্যস্ত সাড়া দেয় তা থেকেই উৎপন্ন হয় আমাদের বিভিন্ন ভাবা-বেগের সকল জটিলতা এবং অন্তঃপুরুষের উপর তাদের উৎপীড়ন। প্রেম ও ঘৃণা, আশা ও ভয়, শোক ও হর্ষ—এসবেরই স্রোতধারা থাকে এই এক উৎসে। আমাদের সত্তার প্রথম অভ্যাস, আর না হয়, গঠিত (ও প্রায়শঃই বিকৃত) অভ্যাস, অর্থাৎ আমাদের সত্তার দ্বিতীয় অভ্যাস যা কিছুকে মনের কাছে প্রিয় (প্রিয়ম্) ব'লে উপস্থিত করে আমরা তাকেই পছন্দ করি, ভালবাসি, বরণ করি তা পেতেই আমাদের আশা, তাতেই আমাদের আনন্দ; আর যেগুলি ইহা আমাদের কাছে অপ্রিয় (অপ্রিয়ম্) ব'লে উপস্থিত করে তা-ই আমরা ঘৃণা বা অপছন্দ করি, তাতেই আমাদের

ভয় বা বিতৃষ্ণা বা দুঃখ হয়। ভাবময় প্রকৃতির এই অভ্যাস বুদ্ধিগত সংকল্পের পথে প্রবেশ ক'রে প্রায়ই ইহাকে ক'রে তোলে ভাবময় সত্তার এক অসহায় দাস, আর না হয় অন্ততঃ প্রকৃতির উপর স্বাধীন বিচার ও শাসন আনতে নিবারণ করে। এই বিকৃতির সংশোধন আবশ্যক সূক্ষ্ম প্রাণের মধ্যে কামনাকে ও ভাবময় মনে ইহার প্রবেশকে বিদায় দিলে, এই সংশোধন সুগম হয়। কারণ তখন হৃদয়ের দৃঢ় বন্ধন যে আসক্তি তা হৃদয়-তন্ত্রী থেকে খসে পড়ে; রাগদ্বেষের যে ইচ্ছার অনধীন অভ্যাস তা রয়ে যায়, কিন্তু আসক্তির দ্বারা ইহা দৃঢ় না করার দরুণ, সংকল্প ও বুদ্ধির দ্বারা ইহা মোকাবিলা করা আরো সহজ হয়। চঞ্চল হৃদয়কে জয় করা সম্ভব হয় আর ইহা আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অভ্যাস মুক্ত হ'তে পারে।

কিন্তু কামনার মতো এক্ষেত্রেও ভাবা যেতে পারে যে ইহা করা হলে ইহার অর্থ হবে ভাবময় সত্তার মৃত্যু। ইহা নিশ্চয়ই তা-ই হবে যদি বিকৃতি বাদ দেওয়া হয়, আর তার স্থানে ভাবময় মনের সঠিক ক্রিয়া আনা না হয়; তখন মন চলে যাবে শূন্য উদাসীনতার শমিত অবস্থায়, অথবা শান্তিময় নিরপেক্ষতার জ্যোতির্ময় অবস্থায় যাতে ভাবাবেগের কোনো কম্পন বা তরঙ্গ নেই। প্রথম অবস্থাটি কোনো প্রকারেই কাম্য নয়; পরেরটি নিবৃত্তিমূলক সাধন পন্থার সিদ্ধি হ'তে পারে, কিন্তু যে পূর্ণ সিদ্ধিতে প্রেম বর্জন করা হয় না অথবা আনন্দের নানাবিধ ক্রীড়া পরিহার করা হয় না তাতে এই অবস্থা হ'তে পারে শুধু এমন এক পর্যায় যাকে অতিক্রম করা চাই, কিন্তু তার বেশী নয় অর্থাৎ এমন এক প্রাথমিক নিষ্ক্রিয়তা যা স্বীকার করা হয় সঠিক সক্রিয়তার প্রথম ভিত্তি হিসাবে। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, পছন্দ ও অপছন্দ—এই সব সাধারণ মানুষের জন্য এক প্রয়োজনীয় কৌশল, তার চারিদিকে জগতের সহস্র প্রীতিকর ও ভয়ঙ্কর, উপকারী ও বিপজ্জনক অভিঘাতের মধ্য থেকে স্বাভাবিক ও সহজবৃত্তি-মূলক নির্বাচন করার এক প্রথম তত্ত্ব এই সব। কার্যের এই উপাদান নিয়েই বুদ্ধি শুরু করে এবং স্বাভাবিক ও সহজবৃত্তিমূলক নির্বাচনকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে আরো বিবেচনাপূর্ণ, যুক্তিগত ও স্বেচ্ছাকৃত নির্বাচন দ্বারা; কারণ স্পষ্টতঃই যা প্রিয় তা-ই যে সর্বদাই উচিত বস্তু, বাঞ্ছনীয় ও বরণীয় বিষয় তা নয়, আবার যা অপ্রিয় তা-ই যে সর্বদাই অনুচিত বস্তু, ত্যাজ্য ও বর্জনীয় বিষয় তা-ও নয়; "প্রেয়ঃ" ও "শ্রেয়ঃ"—

এই দুয়ের প্রভেদ বোঝা চাই, আর নির্বাচন করা চাই যথার্থ যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা, ভাবাবেগের খেয়াল দ্বারা নয়। কিন্তু যুক্তিবুদ্ধির কাজ আরো অনেক বেশী ভাল হ'তে পারে যদি ভাবাবেগের মন্ত্রণা সরিয়ে লওয়া হয় আর হৃদয় বিশ্রাম নেয় জ্যোতির্ময় নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে। তখন আবার হৃদয়ের যথার্থ সক্রিয়তাকে উপরতলায় আনা সম্ভব হয়; কারণ তখন আমরা দেখতে পাই যে এই ভাবাবেগ-তাড়িত কামনাময় পুরুষের পশ্চাতে সকল সময়ই প্রতীক্ষা করছিল প্রেম ও বিমল হর্ষ ও আনন্দের অন্তঃপুরুষ, এক শুদ্ধ চৈত্যসত্তা যা আচ্ছাদিত ছিল ক্রোধ, ভয়, ঘৃণা, বিকর্ষণের সব মলিন বিকৃতির দ্বারা এবং নিরপেক্ষ প্রেম ও হর্ষ দিয়ে জগৎ-আলিঙ্গনে অক্ষম ছিল। কিন্তু শুদ্ধ হৃদয় ক্রোধমুক্ত, ভয়মুক্ত, ঘৃণামুক্ত, সকল জুগুপ্সা ও বিকর্ষণমুক্ত: *ইহা* বিশ্বজনীন প্রেমময়, ভগবান জগতের মধ্যে ইহাকে যে বিবিধ আনন্দ দেন তা ইহা গ্রহণ করতে পারে অক্ষুব্ধ মাধুর্য্য ও স্বচ্ছতা সমেত। কিন্তু *ইহা* প্রেম ও আনন্দের শ্লথ দাস নয়; ইহা কামনা করে না, বিভিন্ন ক্রিয়ার অধীশ্বররূপে নিজেকে আরোপ করার চেষ্টা করে না। ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যে নির্বাচন পদ্ধতি তা প্রধানতঃ ছেড়ে দেওয়া হয় বুদ্ধির কাছে এবং যখন বুদ্ধি অতিক্রম করা হয় তখন ইহাকে ছেড়ে দেওয়া হয় অতিমানসিক সংকল্প, জ্ঞান ও আনন্দের মধ্যস্থিত চিৎ-পুরুষের নিকট।

গ্রহিষ্ণু ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মন হ'ল বিভিন্ন আঘাতের স্নায়বিক মানসিক ভিত্তি; ইহা বিষয়সমূহের সব অভিঘাত গ্রহণ করে মানসিকভাবে এবং তাদের দেয় মানসিক সুখ ও দুঃখের বিভিন্ন সাড়া আর ইহা থেকেই ভাবগত পছন্দ ও অপছন্দর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। হৃদয়ের সকল ভাবাবেগেরই অনুরূপ স্নায়বিক-মানসিক সহচারী থাকে, আর আমরা প্রায়ই *দেখি যে যখন হৃদয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বাভিমুখী সংকল্পের লেশমাত্রও থাকে না,* তখনো সেখানে রয়ে যায় স্নায়বিক মনের ক্ষোভের কিছু মূল অথবা স্থূল-মনে এমন এক স্মৃতি যা উত্তরোত্তর সম্পূর্ণ ভৌতিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে যতই বুদ্ধিস্থ সংকল্প ইহাকে দূরে ফেলে। সর্বশেষে ইহা হ'য়ে ওঠে বাহির থেকে আসা এক ইঙ্গিতমাত্র যাতে মনের স্নায়বিক তন্ত্রীগুলি তখনো মাঝে মাঝে সাড়া দেয় যতক্ষণ না এক সম্পূর্ণ শুদ্ধতা তাদের মুক্ত করে আনন্দের সেই একই জ্যোতির্ময় বিশ্বভাবের মধ্যে যা শুদ্ধ হৃদয় আগেই পেয়েছে। সক্রিয় স্ফুরন্ত সংবেগাত্মক মন হ'ল প্রতিক্রিয়ার অবর যন্ত্র

বা প্রণালী; ইহার বিকৃতি হ'ল অশুদ্ধ ভাবময় ও ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মানসিকতার ইঙ্গিত ও প্রাণের কামনার নিকট বশ্যতা, শোক, ভয়, ঘৃণা, কামনা, কাম, লালসা প্রভৃতি অশান্ত ভাবের দ্বারা আদিষ্ট ক্রিয়ার দিক বিভিন্ন সংবেগের নিকট অধীনতা। ইহার ক্রিয়ার যথার্থ রূপ হ'ল বল, সাহস, স্বভাবগত সামর্থ্যের এমন এক শুদ্ধ স্ফুরন্ত শক্তি যা নিজের জন্য বা অবর অঙ্গসমূহের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে না, বরং কাজ করে শুদ্ধ বুদ্ধি ও সংকল্পের অথবা অতিমানসিক পুরুষের আদেশের নিরপেক্ষ প্রণালীরূপে। যখন আমরা এই সব বিকৃতি থেকে মুক্ত হ'য়ে মানসিকতাকে নিমল করি ক্রিয়ার এই সব সত্যতর রূপের জন্য, তখন অবর মানসিকতা শুদ্ধ হয় এবং প্রস্তুত হয় সিদ্ধির জন্য। কিন্তু ঐ সিদ্ধি নির্ভর করে শুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ বুদ্ধি-প্রাপ্তির উপর; কারণ বুদ্ধিই মনোময় সত্তার মধ্যস্থ প্রধান শক্তি এবং পুরুষের প্রধান মানসিক করণ।

৭ অধ্যায়

শুদ্ধি—বুদ্ধি ও সংকল্প

বুদ্ধিকে শুদ্ধ ক'রতে হ'লে, ইহার যে বিশেষ জটিল গঠন তা আমাদের প্রথম বোঝা দরকার। আর প্রথমেই যে পার্থক্যটি আমাদের স্পষ্ট ভাবে জানা দরকার, অথচ সাধারণ কথায় যা উপেক্ষা করা হয় তা হ'ল "মনস্" ও "বুদ্ধির" মধ্যে পার্থক্য। মনস্ হ'ল ইন্দ্রিয়মানস। মানুষের প্রাথমিক মানসিকতাতে যুক্তিবুদ্ধি ও সংকল্প আদৌ থাকে না; ইহা এক পশুসুলভ ভৌতিক বা ইন্দ্রিয়গত মানসিকতা, আর ইহার সমগ্র অভিজ্ঞতা গঠিত হয় ইহার উপর বাহ্য জগৎ যে সব ছাপ দেয় তা থেকে এবং তাছাড়া এইরূপ অভিজ্ঞতার বহির্মুখী উদ্দীপকে ইহার যে দেহবদ্ধ চেতনা সাড়া দেয় তা-ও ইহার উপর যে ছাপ দেয় তা থেকে। বুদ্ধি আসে শুধু এক গৌণ শক্তি হিসাবে যা বিবর্তনে প্রথম স্থান নিলেও এখনো নির্ভরশীল তার ব্যবহৃত নিম্ন করণের উপর; নিজের সব কর্মধারার জন্য ইহা নির্ভর করে ইন্দ্রিয়মানসের উপর, এবং নিজের উচ্চতর স্তরে ইহা যা করতে পারে ইহা তা করে শারীরিক বা ইন্দ্রিয়পর ভিত্তি থেকে জ্ঞান ও ক্রিয়ার এক দুরূহ, শ্রমসাধ্য ও কিছু স্খলনশীল প্রসারের দ্বারা। এক অর্ধ-আলোকিত শারীরিক বা ইন্দ্রিয়গত মানসিকতাই মানবমনের সাধারণ চরিত্র।

বস্তুতঃ মনস্ হ'ল বাহ্য চিত্ত থেকে এক বিকাশ; বাহ্য-স্পর্শের দ্বারা উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ চেতনার স্থূল উপাদানের এক প্রাথমিক সংহনন ইহা। ভৌতিকভাবে আমরা যা তা হ'ল জড়ের মধ্যে সুপ্ত এমন এক অন্তঃপুরুষ যা বহিশ্চেতনার স্থূল উপাদানের দ্বারা ব্যাপ্ত এক জীবন্ত দেহের মধ্যে আংশিক জাগ্রত অবস্থায় বিকশিত হ'য়েছে, আর যে বাহ্য জগতের মধ্যে আমরা আমাদের চিন্ময় সত্তাকে বিকশিত করছি তার বিভিন্ন বহির্মুখী অভিঘাতের প্রতি ঐ বহিশ্চেতনা অল্প-বিস্তর সচেতন ও সমনস্ক। পশুর মধ্যে বাহ্যভাবাপন্ন চেতনার এই উপাদান নিজেকে সংহত করে বোদ্ধা ও সক্রিয় মনের এক সুনিয়ন্ত্রিত মানসিক ইন্দ্রিয়ে বা করণে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় হ'ল নিজের চারিদিককার বিষয়সমূহের

সহিত দেহবদ্ধ চেতনার মানসিক সংস্পর্শ। এই সংস্পর্শ সর্বদাই স্বরূপতঃ এক মানসিক ঘটনা, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা প্রধানতঃ নির্ভর করে এমন সব বস্তুর ও তাদের ধর্মের সহিত সংস্পর্শের কতকগুলি শারীরিক করণের বিকাশের উপর যাদের সব প্রতিরূপকে ইহা অভ্যাসবশে তাদের মানসিক মূল্য দিতে সমর্থ হয়। আমরা যাদের শারীরিক (স্থূল) ইন্দ্রিয় বলি তাদের দুইটি অঙ্গ—বস্তুটির ভৌতিক-স্নায়বিক ছাপ এবং ইহাকে আমরা যে মানসিক-স্নায়বিক মূল্য দিই তা এবং এই দুটি নিয়ে রচিত হয় দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ এবং ইহারা এবং বিশেষতঃ স্পর্শ যে সকল বিচিত্র রকমের ইন্দ্রিয়সংবিতের আরম্ভস্থল বা প্রথম সঞ্চালক বাহন সে সকলও রচিত হয়। কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এমন সরাসরি সঞ্চালনার দ্বারাই মনস্ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-ছাপ নিতে এবং সেসব থেকে ফল পেতে সমর্থ হয়। সৃষ্টির নিম্নস্তরে ইহা আরো স্পষ্ট। যদিও এই সরাসরি ইন্দ্রিয়ের জন্য মনে এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জন্য মহত্তর সামর্থ্য মানুষের বাস্তবিকই আছে, তবু সে স্থূল ইন্দ্রিয় ও তার সহিত বুদ্ধির ক্রিয়ার উপর আত্যন্তিকভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় ঐ সামর্থ্য নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়েছে।

অতএব মনসের প্রথম কাজ হ'ল ইন্দ্রিয় অনুভূতিকে সংহত করা; তাছাড়া ইহা দেহবদ্ধ চেতনার মাঝে সংকল্পের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-গুলিকেও সংহত করে এবং দেহকে ব্যবহার করে করণরূপে অর্থাৎ সাধারণতঃ যেমন বলা হয়, কর্মেন্দ্রিয় ব্যবহার করে। এই স্বাভাবিক ক্রিয়ারও দুই অঙ্গ—ভৌতিক-স্নায়বিক সংবেগ এবং ইহার পশ্চাতে সহজ-প্রবৃত্তিমূলক সংকল্প-সংবেগের মনো-স্নায়বিক শক্তি-মূল্য। এই সব নিয়েই রচিত হয় সকল বিকাশমান প্রাণি-জীবনের প্রাথমিক সব অনুভূতি ও ক্রিয়ার গ্রন্থি। কিন্তু ইহা ছাড়াও মনসে বা ইন্দ্রিয়মানসে থাকে ঐ সবের পরিণামস্বরূপ এক প্রাথমিক ভাবনা-উপাদান যা প্রাণি-জীবনের সকল ক্রিয়ারই সাথে সাথে থাকে। ঠিক যেমন জীবন্ত দেহে চেতনার, "চিত্তের" এক প্রকার ব্যাপক ও প্রবল ক্রিয়া থাকে যা ইন্দ্রিয়মানসে পরিণত হয়, সেইরকম ইন্দ্রিয়-মানসেরও মধ্যে থাকে এক প্রকার ব্যাপক ও প্রবল শক্তি যা ইন্দ্রিয়তথ্যগুলি ব্যবহার করে মানসিকভাবে, সেগুলিকে পরিণত করে প্রত্যক্ষ বোধে এবং প্রাথমিক ভাবনায়, এক অভিজ্ঞতাকে সহচরিত করে অন্য সব অভিজ্ঞতার সহিত এবং কোনো না কোনো প্রকারে চিন্তা

ও অনুভব ও সংকল্প করে ইন্দ্রিয়গত ভিত্তির উপর।

এই যে ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত ভাবনামানস যার ভিত্তি হ'ল ইন্দ্রিয়, স্মৃতি, সহচার, প্রাথমিক ভাবনা ও পরিণামস্বরূপ সামান্য বা গৌণ ভাবনা, তা সকল বিকশিত প্রাণিজীবনে ও মানসিকতাতেই দেখা যায়। অবশ্য মানব এত বিশালভাবে ইহার বিকাশ, ও প্রসার ও জটিলতা সাধন করেছে যে তা পশুর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তবু সে যদি এখানেই নিরস্ত হ'ত, সে শুধু আরো উঁচুদরের শক্তিশালী পশুই থেকে যেত। সে যে পশুর ক্ষেত্র ও উচ্চতা ছাড়িয়ে যায় তার কারণ এই যে সে অল্প বা বিস্তর পরিমাণে সমর্থ হয় তার ভাবনা ক্রিয়াকে বিযুক্ত ও পৃথক করতে ইন্দ্রিয় মানসিকতা থেকে, শেষোক্তটি থেকে পিছনে সরে আসতে এবং ইহার তথ্য দেখতে এবং উপর থেকে তার উপর কাজ করতে এক বিচ্ছিন্ন ও অংশতঃ মুক্তকরা বুদ্ধির দ্বারা। প্রাণীর বুদ্ধি ও সংকল্প ইন্দ্রিয়মানসের মধ্যে সংবৃত্ত থাকে এবং সেজন্য ইহার দ্বারাই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাদের নিয়ে যাওয়া হয় ইহার সব ইন্দ্রিয়সংবিৎ, ইন্দ্রিয়ানুভব, ও সংবেগের ধারার উপর। মানব ব্যবহার করতে পারে, যুক্তিবুদ্ধি ও সংকল্প অর্থাৎ এমন এক মন যা নিজেকে দেখে, চিন্তা করে, সকল কিছু দেখে ও বুদ্ধি-মানের মতো সংকল্প করে এবং যা আর ইন্দ্রিয়মানসের মধ্যে সংবৃত্ত নয় বরং কাজ করে ইহার উপর ও পিছন থেকে এবং তা করে নিজের অধিকারেই, এক প্রকার বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যের সহিত। সে চিন্তনশীল এবং বুদ্ধিগত সংকল্পের কিছু আপেক্ষিক স্বাধীনতা তার আছে। সে তার নিজের মধ্যে মুক্ত এবং গঠন করেছে এক পৃথক শক্তি, অর্থাৎ বুদ্ধি।

কিন্তু এই বুদ্ধি কি? যৌগিক জ্ঞানের দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে ইহা অন্তঃপুরুষের, প্রকৃতির মধ্যে আন্তর চিন্ময়সত্তার, পুরুষের সেই করণ যার দ্বারা সে তার নিজের ও তার পারিপার্শ্বিকের, উভয়েরই উপর এক প্রকার সচেতন ও সুশৃঙ্খল অধিকার লাভ করে। চিত্ত ও মনসের সকল ক্রিয়ার পশ্চাতেই এই অন্তঃপুরুষ, এই পুরুষ বিদ্যমান; কিন্তু প্রাণের নিম্ন রূপগুলিতে ইহা প্রায় পুরোপুরিই অবচেতন, সুপ্ত বা অর্ধ-জাগ্রত, প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়ায় তন্ময়; কিন্তু যতই সে প্রাণের ক্রমপর্যায়ে উঠতে থাকে ততই সে উত্তরোত্তর জাগ্রত হয় ও আরো বশী সম্মুখে আসে। বুদ্ধির সক্রিয়তার দ্বারা সে সম্পূর্ণ জাগরণের ধারা শুরু করে। মনের বিভিন্ন নিম্নক্রিয়ায় অন্তঃপুরুষ প্রকৃতিকে অধিকার না ক'রে

বরং তারই অধীন থাকে; কারণ যে যন্ত্র তাকে সচেতন দেহবদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যে এনেছে তার সম্পূর্ণ দাস সে এই সব ক্রিয়ায়। কিন্তু বুদ্ধির মধ্যে আমরা এমন কিছুর সন্ধান পাই যা তখনো প্রাকৃত করণব্যবস্থা হ'লেও তবু মনে হয় তার দ্বারা প্রকৃতি পুরুষকে সাহায্য ও অস্ত্রসজ্জিত করছে প্রকৃতিকে অবধারণ, অধিকার ও আয়ত্ত করতে।

কিন্তু কি অবধারণ, কি অধিকার, কি কর্তৃত্ব—কোনটিই সম্পূর্ণ নয়; ইহার কারণ, হয় আমাদের মধ্যে বুদ্ধি এখনো নিজেই অসম্পূর্ণ, এখনো শুধু অর্ধ-বিকশিত ও অর্ধ-গঠিত; আর না হয়, ইহা তার প্রকৃতিতে শুধু এক মধ্যবর্তী করণ, আর সম্পূর্ণ জ্ঞান ও কর্তৃত্ব পাবার আগে, বুদ্ধির চেয়ে মহত্তর কিছুতে আমাদের ওঠা একান্ত আবশ্যক। তবু ইহা এক গতিক্রিয়া যার দ্বারা আমরা এই জ্ঞান পাই যে আমাদের মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যা প্রাণিজীবন থেকে মহত্তর, এমন এক সত্য আছে যা ইন্দ্রিয়মানস দ্বারা অনুভূত প্রাথমিক সব সত্য বা অবভাস অপেক্ষা মহত্তর; আর ইহার দ্বারা আমরা চেষ্টা করতে পারি সেই সত্যে পৌঁছবার জন্য এবং সাধনা করার জন্য যার লক্ষ্য হবে—ক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণের আরো অধিক ও সফল শক্তি; আমাদের নিজস্ব প্রকৃতির ও আমাদের চারিদিককার বিষয়সমূহের প্রকৃতির—এই উভয়েরই আরো কার্যকরী শাসন, এক পরতর জ্ঞান, এক পরতর সামর্থ্য, এক পরতর ও বৃহত্তর ভোগ এবং সত্তার আরো উন্নত এক স্তর। তাহ'লে এই প্রবৃত্তির অন্তিম উদ্দেশ্য কি? স্পষ্টতঃই, তা নিশ্চয়ই এই যে পুরুষকে পেতে হবে তার নিজের শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম সত্য, অন্তঃপুরুষ বা আত্মার মহত্তম সত্য, এবং প্রকৃতির মহত্তম সত্য এবং আরো যা পেতে হবে তা হ'ল—সত্তার এমন এক ক্রিয়া ও স্থিতি যা ঐ পরম সত্যের পরিণাম বা ইহার সহিত অভিন্ন হবেই, এই মহত্তম জ্ঞানের শক্তি এবং যে মহত্তম সত্তা ও চেতনার দিকে ইহা উন্মীলিত হয় তার ভোগ। ইহাই প্রকৃতির মধ্যে চিন্ময় সত্তার বিকাশের অন্তিম ধ্রুব পরিণাম।

সুতরাং আমাদের আত্মার ও পরম চিৎ-পুরুষের সমগ্র সত্য এবং আমাদের মুক্ত ও সম্পূর্ণ সত্তার জ্ঞান, মহত্ত্ব, আনন্দ লাভ করাই যে বুদ্ধির শুদ্ধি, মুক্তি ও সিদ্ধির উদ্দেশ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণতঃ এই মনে করা হয় যে ইহার অর্থ যে পুরুষের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণ অধিকার তা নয়, বরং ইহার অর্থ প্রকৃতির বর্জন। প্রকৃতির ক্রিয়াকে সরিয়েই

আমাদের পেতে হবে আত্মাকে। যেমন বুদ্ধি জানতে পায় যে ইন্দ্রিয়-মানস আমাদের দেয় শুধু সব অবভাস যাদের মধ্যে অন্তঃপুরুষ প্রকৃতির অধীন থাকে এবং তা জেনে তাদের পশ্চাতে আরো প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করে, তেমন অন্তঃপুরুষ নিশ্চয়ই জানতে পারবে যে বুদ্ধিও প্রকৃতির দিকে প্রযুক্ত হ'লে, ইহা আমাদের শুধু বিভিন্ন অবভাস দিতে ও অধীনতার প্রসার করতে সমর্থ এবং সেজন্য অন্তঃপুরুষের কর্তব্য হবে এই সবের পশ্চাতে আত্মার শুদ্ধ আত্মা আবিষ্কার করা। আত্মা প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বুদ্ধির পক্ষে প্রয়োজন হবে সব প্রাকৃত বিষয়ে আসক্তি ও নিবিষ্টতা থেকে নিজেকে শুদ্ধ করা; কেবল এই ভাবেই ইহা সমর্থ হবে শুদ্ধ আত্মা ও চিৎ-পুরুষকে জানতে ও সে সব থেকে পৃথক করতে: শুদ্ধ আত্মা ও চিৎ-পুরুষের জ্ঞানই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞান, শুদ্ধ আত্মা ও চিৎ-পুরুষের আনন্দই একমাত্র আধ্যাত্মিক ভোগ, শুদ্ধ আত্মা ও চিৎ-পুরুষের চেতনা ও সত্তাই একমাত্র প্রকৃত চেতনা ও সত্তা। ক্রিয়া ও সংকল্পের নিবৃত্তি আবশ্যক, কারণ সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির; শুদ্ধ আত্মা ও চিৎ-পুরুষ হবার যে সংকল্প তার অর্থ ক্রিয়ার সকল সংকল্পের নিবৃত্তি।

কিন্তু আত্মার সত্তা, চেতনা, আনন্দ, শক্তি পাওয়া যে সিদ্ধির সর্ত তা স্বীকার করলেও—কারণ শুধু নিজের সত্য জেনে, অধিগত ক'রে ও তাতে বাস করেই অন্তঃপুরুষ মুক্ত ও সিদ্ধ হ'তে সক্ষম—আমরা বলি যে প্রকৃতি হ'ল চিৎ-পুরুষের শাশ্বত ক্রিয়া ও অভিব্যক্তি; প্রকৃতি শয়তানের ফাঁদ নয়, অথবা কামনা, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ও মানসিক সংকল্প ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট কতকগুলি ভ্রান্তিজনক অবভাস নয়, বরং এই সব ঘটনা হ'ল আভাস ও ইঙ্গিত এবং তাদের সকলের পশ্চাতে আছে চিৎ-পুরুষের এক সত্য যে চিৎ-পুরুষ ইহাদের অতিরিক্ত ও তাদের ব্যবহার করেন। আমরা বলি যে এক স্বগত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও সংকল্প আছে যার দ্বারা সকলের মধ্যে নিগূঢ় চিৎ-পুরুষ তাঁর নিজের সত্য জানেন, সংকল্প করেন এবং প্রকৃতির মধ্যে তাঁর আপন সত্তা ব্যক্ত ও শাসন করেন; তাতে উপনীত হওয়া, তার সহিত সম্মিলিত হওয়া অথবা তাতে অংশ গ্রহণ করা আমাদের সিদ্ধির এক অঙ্গ হওয়া চাই-ই। তাহ'লে বুদ্ধিকে শুদ্ধ করার উদ্দেশ্য হবে আমাদের আত্ম-সত্তার নিজস্ব সত্য লাভ করা এবং তার সাথে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের সত্তার শ্রেষ্ঠ সত্যও লাভ করা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমাদের কর্তব্য হবে প্রথম আমাদের

বুদ্ধিকে সে সব থেকে শুদ্ধ করা যা ইহাকে ইন্দ্রিয়মানসের বশীভূত করে এবং একবার তা করা হলে আমাদের কর্তব্য তাকে তার নিজের সব সংকীর্ণতা থেকে শুদ্ধ করা এবং ইহার অবর মানসিক বুদ্ধি ও সংকল্পকে রূপান্তরিত করা এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সংকল্পের মহত্তর ক্রিয়ায়।

ইন্দ্রিয়মানসের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য বুদ্ধির যে চেষ্টা তা মানব-বিকাশের মাঝে পূর্বেই অর্ধ-নিষ্পন্ন হ'য়েছে; মানবের মাঝে প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়ার এক অংশ ইহা। মানবের মাঝে ভাবনামানস, বুদ্ধি ও সংকল্পের যে আদি ক্রিয়া তা এক অধীনস্থ ক্রিয়া। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ, প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা, সহজাতবৃত্তি, কামনা, ভাবাবেগের আদেশ, স্ফুরন্ত ইন্দ্রিয়মানসের বিভিন্ন সংবেগ—ইহা স্বীকার করে, ইহা শুধু চেষ্টা করে সে সবকে আরো সুশৃঙ্খল নির্দেশ ও কার্যকরী সফলতা দিতে। কিন্তু যে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি ও সংকল্প অবর মনের তাঁবেদার এবং ইহার দ্বারা চালিত হয় সে এক হীন প্রকৃতির মানুষ, আর আমাদের চিন্ময় সত্তার যে অংশ এই অধীনতায় সম্মত হয় তা আমাদের মনুষ্যত্বের নিম্নতম অংশ। বুদ্ধির উচ্চতর ক্রিয়া হ'ল অবর মনকে ছাড়িয়ে যাওয়া, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, অবশ্য তা বাদ দেওয়া নয়, তবে যে সকল ক্রিয়ার প্রাথমিক আভাস ইহা সে সকলকে উন্নীত করা সংকল্প ও বুদ্ধির মহত্তর লোকে। ইন্দ্রিয়মানসের সংস্কারগুলিকে এমন এক মনন ব্যবহার করে যা সেসব ছাড়িয়ে গিয়ে এমন সব সত্যে উপনীত হয় যা তারা দেয় না, অর্থাৎ মননের বিভিন্ন ভাবময় সত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন সত্য; চিন্তা করে, আবিষ্কার করে এমন দার্শনিক মন ইন্দ্রিয় সংস্কারের প্রাথমিক মনকে পরাস্ত ও সংশোধন ক'রে আয়ত্তে আনে। সংবেগমূলক, প্রতি-ক্রিয়াশীল, ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মানসিকতা, প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা, এবং ভাবময় কামনার মন—এই সবকে বুদ্ধিগত সংকল্প গ্রহণ করে এবং এক মহত্তর নৈতিক মন সে সবকে পরাস্ত ও সংশোধন ক'রে তাদের আয়ত্তে আনে এবং এই মন উচিত সংবেগ, উচিত কামনা, উচিত ভাবাবেগ ও উচিত ক্রিয়ার এক বিধান আবিষ্কার ক'রে তা আরোপ করে তাদের উপর। গ্রহিষ্ণু স্থূলভোগপরায়ণ ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত মানসিকতা, ভাবমানস ও প্রাণমানস—এই সবকে বুদ্ধি গ্রহণ করে এবং এক আরো গভীর, আরো সুখময় সৌন্দর্যগ্রাহী মন সে সবকে পরাস্ত ও সংশোধন করে, আয়ত্তে আনে এবং এই মন প্রকৃত আনন্দ ও সৌন্দর্যের যে বিধান

আবিষ্কার করে তা তাদের উপর স্থাপন করে। এই যে সব নতুন গঠন সে সবকে বুদ্ধিপ্রধান চিন্তাশীল ও সংকল্পযুক্ত মানুষের এক সাধারণ "শক্তি" ব্যবহার করে প্রবল ধীশক্তি, কল্পনা, বিচার, স্মৃতি, ইচ্ছা-শক্তি, বিবেকী যুক্তিবুদ্ধি ও আদর্শ অনুভবের পুরুষের মাঝে আর এই পুরুষ তাদের ব্যবহার করে জ্ঞান, আত্ম-বিকাশ, অভিজ্ঞতা, আবিষ্কার, সৃষ্টি, কার্যসাধনের জন্য, আস্পৃহা করে, প্রয়াস করে, আন্তরভাবে লাভ করে এবং সচেষ্ট হয় প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের জীবনকে পরতর বিষয়ে পরিণত করতে। আদিম কাম-পুরুষ আর সত্তাকে শাসন করে না। ইহা এখনো এক কামপুরুষ কিন্তু ইহাকে দমন ও শাসন করে এক পরতরা শক্তি, এমন কিছু যা নিজের মধ্যে ব্যক্ত ক'রেছে সত্য, সংকল্প, ক্ষেম, সৌন্দর্যের দেবগণকে এবং চেষ্টা করে জীবনকে তাদের বশে আনতে। অমার্জিত কামপুরুষ ও মন চেষ্টা করছে নিজেকে রূপান্তরিত করতে এক আদর্শ পুরুষ ও মনে এবং যে অনুপাতে এই মহত্তর চিন্ময় সত্তার কিছু ফল ও সৌষম্য পাওয়া যায় ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাতেই বোঝা যাবে আমাদের উপচীয়মান মানবত্বের পরিমাণ কত।

কিন্তু তবু ইহা এক অতি অসম্পূর্ণ উন্নতি। আমরা দেখি যে আমাদের উন্নতি আরো বেশী সম্পূর্ণ হ'তে থাকে যতই আমরা এই দুই প্রকার সিদ্ধি লাভ করি; প্রথমতঃ বিভিন্ন হীন প্রস্তাবের আয়ত্ত থেকে উত্তরোত্তর অধিক বিমুক্তি, দ্বিতীয়তঃ, যে আত্ম-প্রতিষ্ঠ সত্তা, আলোক, শক্তি ও আনন্দ সাধারণ মানবত্বকে অতিক্রম ও রূপান্তরিত করে তার উত্তরোত্তর বেশী সন্ধান লাভ। নৈতিক মন সেই অনুপাতে সিদ্ধ হয় যে অনুপাতে ইহা নিজেকে মুক্ত করে কামনা, ইন্দ্রিয়-প্রস্তাব, সংবেগ, প্রথাগত আদিষ্ট ক্রিয়া থেকে এবং আবিষ্কার করে ন্যায়, প্রেম, সামর্থ্য ও শুদ্ধতার আত্মা যার মধ্যে ইহা থাকতে পারে চরিতার্থ হয়ে এবং তাকে করতে পারে ইহার সকল ক্রিয়ার ভিত্তি। সৌন্দর্যগ্রাহী মন সেই পরিমাণে সিদ্ধ হয় যে পরিমাণে ইহা তার সকল অমার্জিত সুখ থেকে এবং সৌন্দর্যগ্রাহী যুক্তিবুদ্ধির বাহ্য প্রচলিত নিয়ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং আবিষ্কার করে শুদ্ধ ও অনন্ত সৌন্দর্য ও আনন্দের স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মা ও চিৎ-পুরুষ যা সৌন্দর্যবোধের উপাদানকে দেয় তার নিজের আলো ও হর্ষ। জ্ঞানের মন সিদ্ধ হয় যখন ইহা সংস্কার, ও মতবাদ ও মতামত থেকে সরে আসে এবং আবিষ্কার করে আত্ম-জ্ঞান ও বোধির আলোক যা দীপ্ত করে

ইন্দ্রিয় ও যুক্তিবুদ্ধির সকল ক্রিয়া, সকল আত্ম-অনুভূতি ও জগদ্-অনুভূতি। সংকল্প সিদ্ধ হয় যখন ইহা নিজের বিভিন্ন সংবেগ ও কার্যসাধনের প্রথাগত পথ থেকে সরে আসে ও তাদের পশ্চাতে যায় এবং আবিষ্কার করে চিৎ-পুরুষের আন্তর শক্তি যা বোধিময় ও দীপ্ত ক্রিয়ার এবং আদি সামঞ্জস্য-পূর্ণ সৃষ্টির উৎস। সিদ্ধির পথে যাওয়ার অর্থ হ'ল অপরা প্রকৃতির সকল প্রভুত্ব থেকে দূরে চলে আসা, এবং বুদ্ধির মধ্যে চিৎ-পুরুষের ও আত্মার সত্তা, শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের শুদ্ধ ও শক্তিশালী প্রতিফলনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

আত্ম-সিদ্ধি যোগের কাজ হ'ল এই দুইটি ক্রিয়াকে যতদূর সম্ভব একান্ত করা। বুদ্ধির মধ্যে কামনার সকল মিশ্রণই এক অশুদ্ধতা। কামনার রঙে রঙীন বুদ্ধি অশুদ্ধ বুদ্ধি এবং ইহা সত্যকে বিকৃত করে; কামনায় রঙীন সংকল্প অশুদ্ধ সংকল্প এবং ইহা অন্তঃপুরুষের সব ক্রিয়ার উপর বিকৃতি, দুঃখ ও অপূর্ণতার ছাপ দেয়। কামনাময় পুরুষের ভাবা-বেগের সকল মিশ্রণই অশুদ্ধতা এবং ইহাও অনুরূপভাবে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে বিকৃত করে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ও সংবেগের নিকট সকল বশ্যতাই এক অশুদ্ধতা। ভাবনা ও সংকল্পকে পিছনে সরে দাঁড়াতে হবে কামনা, উদ্বেগজনক ভাবাবেগ, বিক্ষেপকারী বা প্রভাবশালী সংবেগ থেকে অনাসক্ত হ'য়ে এবং কাজ করতে হবে নিজের অধিকারে যতদিন না তারা আবিষ্কার করতে পারে এক মহত্তর দিশারী, এক পরম সংকল্প, তপস্ অথবা দিব্য শক্তি যা কামনা ও মানসিক সংকল্প ও সংবেগের স্থান নেবে এবং আবিষ্কার করে এক পরম আনন্দ অর্থাৎ চিৎ-পুরুষের শুদ্ধ আনন্দ এবং এক ভাস্বর আধ্যাত্মিক জ্ঞান যা নিজেদের প্রকট করবে ঐ শক্তির ক্রিয়ার। এই সম্পূর্ণ অনাসক্তি যা পূর্ণ আত্মশাসন, সমত্ব ও শান্তি ব্যতীত অর্থাৎ "শম, সমতা, শান্তি" ব্যতীত লাভ করা অসম্ভব—ইহাই বুদ্ধিকে শুদ্ধ করার ব্রতে নিশ্চিততম পদক্ষেপ। শুধু এক শান্ত, সম ও অনাসক্ত মনই মুক্ত পুরুষের শান্তি প্রতিফলিত করতে অথবা তার ক্রিয়ার ভিত্তি হ'তে সক্ষম।

বুদ্ধি নিজেই এক মিশ্রিত ও অশুদ্ধ ক্রিয়ার ভারে আকুল। ইহাকে তার নিজস্ব সঠিক রূপে আনা হ'লে দেখা যায় যে ইহার ব্যাপ্রিয়ার তিনটি পর্যায় বা স্তর বিদ্যমান। প্রথমটি অর্থাৎ ইহার নিম্নতম ভিত্তি হ'ল অভ্যাসগত রীতিসম্মত ক্রিয়া যা উচ্চতর যুক্তিবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-মানসের

মাঝে যোগসূত্র, এক প্রকার চলন্ত-বুদ্ধি। এই বুদ্ধি একক অবস্থায় নির্ভর করে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর এবং তাছাড়া, ইন্দ্রিয়মানস জীবনকে যা দেখে এবং ইহার সম্বন্ধে যা ভাবে তা থেকে যুক্তিবুদ্ধি ক্রিয়ার যে বিধি স্থির করে তার উপরও ইহা নির্ভর করে। ইহা নিজে নিজে শুদ্ধ ভাবনা ও সঙ্কল্প গঠনে সমর্থ নয়, তবে ইহা পরতরা যুক্তিবুদ্ধির কার্য-গুলিকে নিয়ে তাদের পরিণত করে ব্যবহারোপযোগী মতামতে, এবং ভাবনার প্রচলিত মানে অথবা ক্রিয়ার নিয়মে। যখন আমরা চিন্তক মনের এক প্রকার ব্যবহারিক বিশ্লেষণ ক'রে এই অঙ্গটি বিচ্ছিন্ন করি এবং মুক্ত, দ্রষ্টা ও নীরব পরতরা বুদ্ধিকে পিছনে ধ'রে রাখি, তখন আমরা দেখি যে এই চলন্ত বুদ্ধি ঘুরতে থাকে নিষ্ফল গণ্ডির মধ্যে, বার বার আনে তার সব গঠিত মতামত এবং বিষয়সমূহের ছাপে তার সাড়া, কিন্তু কোনোরূপ জোরালো অভিযোজন বা উপক্রমসাধনে অক্ষম। আর ইহা যতই বেশী ক'রে অনুভব করে যে ইহাতে পরতরা বুদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হয় নি, ততই ইহা বিফল হ'তে, নিজের উপর এবং ইহার সব রূপ ও অভ্যাসের উপর প্রত্যয় হারাতে, বুদ্ধিগত ক্রিয়াকে অবিশ্বাস করতে এবং দুর্বল ও নীরব হ'য়ে পড়তে শুরু করে। এই যে ভাবনামানস সর্বদাই চলছে, দৌড়চ্ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, বারবার আসাযাওয়া করছে তাকে নিস্তব্ধ করা এক বড় কাজ কারণ যোগের অন্যতম সর্বাপেক্ষা কার্যকরী সাধনপ্রণালী হ'ল ভাবনাকে নীরব করা, আর এই চলন্ত ভাবনামানসকে নিস্তব্ধ করা ইহার এক প্রধান অংশ।

কিন্তু পরতরা যুক্তিবুদ্ধির নিজেরই এক স্ফুরন্ত, অর্থক্রিয়াকারী ধীমত্তার প্রথম অবস্থা আছে যাতে সৃষ্টি, ক্রিয়া ও সংকল্পই আসল প্রেরণা, আর ভাবনা ও জ্ঞানকে প্রয়োগ করা হয় ভিত্তিমূলক সব রচনা ও প্রস্তাব গঠন করার জন্য যেগুলি প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয় কার্যসাধনের জন্য। এই অর্থক্রিয়াকারী যুক্তিবুদ্ধির কাছে সত্য হ'ল ধীশক্তির এক গঠন মাত্র যা আন্তর ও বাহ্য জীবনের ক্রিয়ার জন্য উপকারী। আরো পরতরা এক যুক্তিবুদ্ধি আছে যা ব্যক্তিগতভাবে উপকারী সত্য সৃষ্টি করার চেয়ে বরং বেশী উৎসুক পরম সত্যকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতিফলিত করতে, আর যখন আমরা এই আরো পরতরা যুক্তিবুদ্ধি থেকে অর্থক্রিয়াকারী যুক্তি-বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন করি আমরা দেখতে পাই যে এই অর্থক্রিয়াকারী যুক্তিবুদ্ধি অনুভূতি উৎপন্ন, উন্নত ও বিস্তৃত করতে সক্ষম স্ফুরন্ত জ্ঞানের দ্বারা,

কিন্তু ইহাকে নির্ভর করতে হয় চলন্ত বুদ্ধির উপর তার পাদপীঠ ও ভিত্তি হিসাবে এবং তার সমগ্র গুরুত্ব দিতে হয় জীবন ও সম্ভূতির উপর। সুতরাং ইহা নিজে নিজে জীবন ও ক্রিয়াভিমুখী সংকল্পের মন, জ্ঞানের মন অপেক্ষা বরং আরো অনেক বেশী পরিমাণে সংকল্পের মনঃ ইহা কোনো নিশ্চিত, ধ্রুব ও নিত্য সত্যের মধ্যে বাস করে না, বরং বাস করে সত্যের উন্নতিশীল ও পরিবর্তনশীল বিভিন্ন বিভাবের মধ্যে যেগুলি আমাদের জীবন ও সম্ভূতির চঞ্চল রূপগুলির উপযোগী, অথবা বড় জোর জীবনকে সাহায্য করে বিকশিত ও উন্নত হ'তে। এই অর্থক্রিয়াকারী মন এককভাবে আমাদের কোনো দৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং কোনো ধ্রুব নিশানা দিতে অক্ষম; ইহা বাস করে বর্তমানের সত্যের মধ্যে, নিত্যতার কোনো সত্যের মধ্যে নয়। কিন্তু যখন ইহাকে রীতিসম্মত বুদ্ধির উপর নির্ভরতা থেকে শুদ্ধ করা হয়, তখন ইহা পরতমা মানসিক যুক্তিবুদ্ধির সাহচর্যে হ'য়ে ওঠে জীবনের মাঝে পরম সত্য চরিতার্থ করার এক প্রবল প্রণালী এবং সাহসী সেবক। ইহার কর্মের মূল্য নির্ভর করে পরতম সত্যান্বেষী যুক্তিবুদ্ধির মূল্য ও সামর্থ্যের উপর। কিন্তু এককভাবে ইহা কালের ক্রীড়নক ও প্রাণের ক্রীতদাস। নীরবতা-সাধকের কর্তব্য হ'ল ইহাকে নিজের কাছ থেকে দূরে নিক্ষেপ করা; পূর্ণ দিব্যত্ব সাধকের কর্তব্য ইহাকে ছাড়িয়ে যাওয়া, প্রাণের উপর ব্যগ্র এই চিন্তক মন সরিয়ে তার স্থানে এক মহত্তর কার্য-সাধক আধ্যাত্মিক সংকল্প আনা, চিৎ-পুরুষের সত্য-সংকল্প এবং এই সত্যসংকল্পের দ্বারা ঐ চিন্তক মনকে রূপান্তরিত করা।

বুদ্ধিগত সংকল্প ও যুক্তিবুদ্ধির তৃতীয় ও মহত্তম অবস্থা হ'ল এমন এক বুদ্ধি যা কোনো বিশ্বজনীন সদ্‌-বস্তুর অথবা আরো পরতর স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্যের প্রয়াসী তাদের নিজেদের জন্যই এবং চেষ্টা করে ঐ সত্যের মধ্যে বাস করতে। ইহা মুখ্যতঃ এক জ্ঞানের মন, আর শুধু গৌণতঃ এক সংকল্পের মন। ইহার জ্ঞানলিপ্সার আধিক্য ইহা প্রায়ই সংকল্পে অসমর্থ হয়, থাকে শুধু এক জানার সংকল্প; ক্রিয়ার জন্য ইহা অর্থ-ক্রিয়াকারী মনের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং সেজন্য কর্মের মধ্যে মানব তার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা ধৃত পরম সত্যের বিশুদ্ধতা থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে পতিত হয় এক মিশ্রিত, হীন, অস্থির ও অশুদ্ধ কার্যসাধনের মধ্যে। জ্ঞান ও সংকল্পের মাঝে এই যে অসঙ্গতি—এমনকি যখন তারা পরস্পর বিরুদ্ধ নয় তখনো ইহা মানবীয় বুদ্ধির অন্যতম প্রধান দোষ, কিন্তু সকল

মানবীয় চিন্তায় অন্যান্য স্বগত সংকীর্ণতাও আছে। এই পরতমা বুদ্ধি মানুষের মাঝে তার নিজস্ব শুদ্ধতায় কাজ করে না; অবর মানসিকতার দোষগুলি ইহাকে আক্রমণ করে, এই মানসিকতা সর্বদাই ইহাকে তমসাচ্ছন্ন করে, বিকৃত ও আবৃত করে এবং তার নিজের সঙ্গত ক্রিয়ায় তাকে বাধা দেয় বা পঙ্গু করে। মানসিক হীনতার অভ্যাস থেকে মানবীয় বুদ্ধিকে সম্ভবমতো যতই শুদ্ধ করা হ'ক না কেন, ইহা তবু এমন এক শক্তি যা সত্যের জন্য অন্বেষণ করে, কিন্তু কখনো তাকে সম্পূর্ণ বা সরাসরি অধিগত করে না; ইহা চিৎ-পুরুষের সত্যকে শুধু প্রতিফলিত করতে সমর্থ, আর সমর্থ তাকে ইহার নিজের করার চেষ্টা করতে--তাকে এক সীমিত মানসিক মূল্য এবং সুস্পষ্ট মানসিক আকার দিয়ে। তাছাড়া, ইহা অখণ্ডভাবেও প্রতিফলিত করে না; বরং ধারণ করে এক অনিশ্চিত সমগ্রতা, না হয় কতকগুলি সীমিত বিশেষের যোগফল। প্রথম ইহা যে কোনো একটি আংশিক প্রতিফলন ধরে এবং ইহাকে রীতিসম্মত মনের অভ্যাসের বশে এনে পরিণত করে এক নির্দিষ্ট আবদ্ধ-করা মতে; এইভাবে ইহা যে দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে তা দিয়ে ইহা সকল নতুন সত্য বিচার করে এবং সেজন্য ইহাকে সাজায় যেন ইহা এক সংকীর্ণতাজনক পূর্বনির্ণয়। এই সংকীর্ণতাজনক মত থেকে ইহাকে যতই মুক্ত করা যাক না কেন, তবু ইহার আর একটি দোষ থেকে যায়; ইহা হ'ল অর্থ-ক্রিয়াকারী মনের দাবী যে ইহাকে অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা চাই, বৃহত্তর সত্যে যাবার জন্য ইহাকে এই দাবী সময় দেয় না, বরং যা ইহা পূর্বেই সিদ্ধান্ত করেছে, জেনেছে এবং উপলব্ধি করেছে তার মধ্যেই ইহাকে নিবিষ্ট করে কার্যকরী চরিতার্থতার শক্তি দিয়ে। এই সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হ'লে বুদ্ধি হতে পারে পরম সত্যের এক শুদ্ধ ও নমনীয় দর্পণ, আলোর পর আলো আনে, উপলব্ধির পর উপলব্ধিতে অগ্রসর হয়। তখন ইহা সীমিত থাকে শুধু তার সব নিজের স্বগত সংকীর্ণতার দ্বারা।

এই সব সংকীর্ণতা প্রধানতঃ দুই প্রকারের। প্রথমতঃ ইহার সব উপলব্ধি শুধু মানসিক উপলব্ধি; সাক্ষাৎ সত্যে যেতে হ'লে আমাদের যাওয়া চাই মানসিক বুদ্ধির উজানে। তাছাড়া মনের যা স্বভাব তাতে ইহা তার ধরা সত্যগুলিকে সফলভাবে মিলিয়ে এক করতেও অক্ষম। ইহা শুধু তাদের পাশাপাশি রেখে তাদের বিরোধ দেখতে পারে, আর না হয় এক প্রকার আংশিক, কার্যসাধক ও ব্যবহারিক সমবায় সাধনে সক্ষম হয়।

কিন্তু সর্বশেষে ইহা দেখতে পায় যে সত্যের বিভাবগুলি অনন্ত আর ইহার বুদ্ধিগত বিভিন্ন রূপের কোনোটিই সম্পূর্ণ সঠিক নয়, কারণ চিৎ-পুরুষ অনন্ত এবং চিৎ-পুরুষের মধ্যে সকল কিছুই সত্য, কিন্তু মনের মধ্যে অবস্থিত কোনো কিছুই চিৎ-পুরুষের সমগ্র সত্য দিতে অক্ষম। তাহ'লে বুদ্ধি হ'য়ে ওঠে অনেকগুলি প্রতিফলনের এক দর্পণ, যে সকল সত্য ইহার উপর পড়ে তা সে প্রতিফলিত করে, কিন্তু কার্যে অক্ষম, আর যখন ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয় তখন হয় ইহা সিদ্ধান্তে আসতে অসমর্থ হয়, না হয় বিশৃঙ্খল হয়, অথবা ইহাকে কোনো একটি বেছে নিয়ে কাজ করতে হয় যেন ঐ আংশিক বিষয়টিই সমগ্র সত্য যদিও ইহা জানে যে তা নয়। ইহার ক্রিয়ার চেয়ে অনেক মহত্তর এক সত্য ধরলেও, ইহা অসহায়ভাবে কাজ করে অবিদ্যার সংকীর্ণতার মধ্যে। অপরপক্ষে ইহা জীবন ও মনন থেকে নিবৃত্ত হ'য়ে চেষ্টা করতে পারে নিজেকে ছাড়িয়ে তার উজানে সত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে। তা সে করতে পারে সদ্-বস্তুর কোনো দিক, কোনো তত্ত্ব, কোনো প্রতীক বা আভাস ধ'রে ও সেটিকে তার অনপেক্ষ, সর্বগ্রাসী, সর্ব-বর্জক উপলব্ধিতে নিয়ে, অথবা এমন নির্বিশেষ 'সৎ' বা 'অসৎ' এর কোনো ভাবনা ধ'রে ও উপলব্ধি করে যা থেকে সকল মনন ও জীবন নিবৃত্ত ও সমাপ্ত হয়। বুদ্ধি নিজেকে নিক্ষেপ করে জ্যোতিভরা নিদ্রার মধ্যে, আর অন্তঃপুরুষ প্রস্থান করে আধ্যাত্মিক-সত্তার কোনো অনির্বচনীয় শিখরে।

সুতরাং, বুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের করণীয় হ'ল, হয় এই সবের মধ্যে একটি পন্থা বেছে নেওয়া, আর না হয় সেই দুঃসাহসিক ব্রতের প্রয়াসী হওয়া যা সাধারণতঃ করা হয় না, অর্থাৎ অন্তঃপুরুষকে মনোময় সত্তা থেকে উত্তোলন করা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের মধ্যে এই দেখতে যে ঐ দিব্য আলোক ও শক্তির নিজস্ব মর্মলোকে আমরা কি পেতে পারি। এই বিজ্ঞানের মধ্যে আছে পরম চিন্ময় পুরুষের দ্যুলোকে জ্বলন্ত দিব্য জ্ঞান-সংকল্পের সূর্য, আর মানসিক বুদ্ধি ও সংকল্প হ'ল শুধু ইহার বিকীর্ণ ও বিচলিত সব রশ্মি ও প্রতিফলনের কিরণকেন্দ্র। তাহাই দিব্য ঐক্যের অধিকারী এবং তবু, অথবা বরং সেজন্যই, বহুত্ব ও বৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণে সমর্থ: ইহা যা কিছু নির্বাচন, আত্ম-পরিসীমা, সমবায় করে তা তার উপর অবিদ্যার দ্বারা আরোপিত নয়, বরং এই সব নিজেই বিকশিত হয় আত্ম-অধিকারী দিব্য জ্ঞানের শক্তির দ্বারা। যখন বিজ্ঞানপ্রাপ্তি হয়,

তখন ইহাকে ফেরানো যায় সমগ্র প্রকৃতির দিকে মানবসত্তাকে দিব্য-ভাবাপন্ন করার উদ্দেশ্যে। এখনই ইহাতে ওঠা অসম্ভব; তা করা যদি সম্ভব হ'ত তাহ'লে তার অর্থ হ'ত সূর্য্যের দ্বারের মধ্য দিয়ে "সূর্যস্য দ্বারা" এক আকস্মিক ও প্রচণ্ড সীমা-অতিক্রমণ, এক বিদারণ অথবা অলক্ষিত যাত্রা যাতে প্রত্যাবর্তনের কোনো আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের কর্তব্য হবে যোগসূত্র অথবা সেতু হিসাবে এক বোধিত বা প্রভাস মানস গঠন করা; ইহা স্বয়ং বিজ্ঞান নয়, তবে ইহার মধ্যে বিজ্ঞানের এক প্রাথমিক ব্যুৎপন্ন দেহনির্মাণ সম্ভব। এই প্রভাস মানস প্রথমে হবে এক মিশ্রিত শক্তি; ইহার সকল মানসিক নির্ভরতা ও মানসিক রূপ থেকে ইহাকে মুক্ত ও শুদ্ধ করা প্রয়োজন যাতে সংকল্প ও চিন্তার সকল ক্রিয়াকে এক ভাস্বর বিবেক, বোধি, স্মৃতি ও শ্রুতির দ্বারা রূপান্তরিত করা যায় ভাবনা-দৃষ্টিতে ও সত্যদর্শী সংকল্পে। তাহাই হবে বুদ্ধির অন্তিম শুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধির জন্য প্রস্তুতি।

৮ অধ্যায়

চিৎ-পুরুষের মুক্তি

মনোময় সত্তা ও সূক্ষ্মপ্রাণের শুদ্ধি সাধনে আধ্যাত্মিক মুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আপাততঃ আমরা ভৌতিক শুদ্ধির প্রশ্নটি অর্থাৎ দেহ ও স্থূলপ্রাণের শুদ্ধির প্রশ্নটি বাদ রাখব, যদিও তা-ও অখণ্ড শুদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয়। শুদ্ধি মুক্তির সর্ত। সকল শুদ্ধির অর্থ বিমুক্তি, পরিত্রাণ; কারণ ইহা হ'ল সেই সব অপূর্ণতা ও বিভ্রান্তির অপসারণ যেগুলি সংকীর্ণতা আনে, আবদ্ধ ও তমসাচ্ছন্ন করেঃ কামনা থেকে শুদ্ধ হ'লে, সূক্ষ্মপ্রাণের মুক্তি আসে, অনুচিত সব ভাবাবেগ ও উদ্বেগজনক প্রতিক্রিয়া থেকে শুদ্ধ হলে হৃদয়ের মুক্তি আসে, ইন্দ্রিয়মানসের আচ্ছন্ন করা সীমিত মনন থেকে শুদ্ধ হ'লে বুদ্ধির মুক্তি আসে, নিছক ধীমত্তা থেকে শুদ্ধ হ'লে বিজ্ঞানের মুক্তি আসে। কিন্তু এই সব হ'ল করণবিষয়ক মুক্তি। অন্তঃপুরুষের "মুক্তি" আরো ব্যাপক ও মৌলিক প্রকৃতির; ইহার অর্থ মর্ত্য সংকীর্ণতা থেকে বাহিরে উন্মীলিত হওয়া চিৎপুরুষের অসীম অমরত্বের মধ্যে।

কতকগুলি ভাবনায়, মুক্তির অর্থ সকল প্রকৃতির বর্জন, শুদ্ধ সত্তার এক নীরব অবস্থা, নির্বাণ বা বিলোপ, কোনো অনির্বচনীয় অনপেক্ষ-তত্ত্বের মধ্যে প্রাকৃত অস্তিত্বের লয় অর্থাৎ মোক্ষ। কিন্তু তদ্গত ও মগ্ন আনন্দ, নিষ্ক্রিয় শান্তির ব্যাপ্তি, আত্ম-নাশের বিমুক্তি, অথবা পরমার্থ-সতের মধ্যে আত্ম-নিমজ্জন---ইহাদের কোনোটিই আমাদের লক্ষ্য নয়। মুক্তির ভাবনায় আমরা শুধু সেই আন্তর পরিবর্তনের অর্থ দেব যা এই প্রকার সকল অনুভূতিতেই বিদ্যমান, সিদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির পক্ষে অপরিহার্য। তাহ'লে আমরা দেখতে পাব ইহাতে সর্বদাই দুটি বিষয় বোঝায়---বর্জন ও গ্রহণ, একটি নেতিবাচক, অন্যটি ইতিবাচক দিক; মুক্তির নেতিবাচক সাধনার অর্থ অপরা পুরুষ-প্রকৃতির বিভিন্ন প্রধান বন্ধন থেকে, মুখ্য গ্রন্থি থেকে বিমুক্তি; ইতিবাচক সাধনার অর্থ পরতর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের মধ্যে উন্মীলন বা উপচয়। কিন্তু এই সব মুখ্য গ্রন্থিগুলি কি কি---ইহারা কি মন, হৃদয়, সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির

করণগত গ্রন্থি ছাড়া অপর কিছু আরো সব গভীর গ্রন্থি? আমরা দেখি যে গীতায় ইহাদের কথা আমাদের লক্ষ্যে আনা হ'য়েছে এবং অতীব জোরের সহিত এবং সর্বদাই ইহাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে বারবার বলা হ'য়েছে; এই সব গ্রন্থি সংখ্যায় চারটি—কামনা, অহং, দ্বন্দ্ব ও প্রকৃতির ত্রিগুণ; কারণ, গীতার ভাবনায় মুক্ত হওয়ার অর্থ কামনাশূন্য, অহং-শূন্য, মন ও অন্তঃপুরুষ ও চিৎ-পুরুষে সম এবং "নিস্ত্রৈগুণ্য" হওয়া। আমরা এই বিবরণটি গ্রহণ করতে পারি কারণ মূল সব কিছুই এই ব্যাপক বিবরণের অন্তর্গত। অপরপক্ষে মুক্তির ইতিবাচক অর্থ হ'ল অন্তঃপুরুষে বিশ্বাত্মক হওয়া, বিশ্বাতীতভাবে ভগবানের সহিত চিৎ-পুরুষে এক হওয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্য প্রকৃতি ধারণ করা—যেমন বলা যায় ভগবানের সদৃশ হওয়া অথবা আমাদের সত্তার ধর্মে, স্বধর্মে তাঁর সহিত এক হওয়া। মুক্তির ইহাই সমগ্র ও পূর্ণ অর্থ এবং ইহাই চিৎ-পুরুষের অখণ্ড মুক্তি।

সূক্ষ্ম প্রাণের কামনা থেকে শুদ্ধ হওয়ার কথা আমাদের পূর্বেই বলতে হয়েছে; স্থূল প্রাণের লালসা হ'ল ইহার বিবর্তনমূলক ভিত্তি, অথবা বলা যায় ব্যবহারিক ভিত্তি। কিন্তু এই সব থাকে মানসিক ও সূক্ষ্মপ্রাণিক প্রকৃতিতে; আধ্যাত্মিক কামনাশূন্যতার অর্থ আরো ব্যাপক ও মৌলিক: কারণ কামনার দুইটি গ্রন্থি—একটি হ'ল প্রাণের মধ্যে নিম্ন গ্রন্থি যা করণসমূহের মধ্যকার লালসা, অন্যটি হ'ল খোদ অন্তঃপুরুষেরই মধ্যে একটি অতি সূক্ষ্ম গ্রন্থি যার প্রথম অবলম্বন বা "প্রতিষ্ঠা" হ'ল বুদ্ধি আর ইহাই আমাদের বন্ধনপাশের অন্তরতম মূল। নীচ থেকে দেখলে কামনাকে দেখা যায় যে ইহা প্রাণশক্তির এক লালসা যা সূক্ষ্মভাবাপন্ন হ'য়ে বিভিন্ন ভাবাবেগের মধ্যে পরিণত হয় হৃদয়ের লালসায়, এবং বুদ্ধির মধ্যে আরো সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয়ে পরিণত হয় বুদ্ধির সৌন্দর্যগ্রাহী, নৈতিক, স্ফুরন্ত অথবা যুক্তিপ্রধান প্রবৃত্তির লালসায় অভিরুচিতে, তীব্র আবেগে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কামনা অত্যাবশ্যক; সে তার সব ক্রিয়াকে নিম্নতর বা উচ্চতর প্রকারের লালসা, অভিরুচি বা তীব্র আবেগের সেবায় না বেঁধে পৃথক জীব হিসাবে বাঁচতে বা কাজ করতে অক্ষম। কিন্তু যখন আমরা কামনাকে উপর থেকে দেখতে সমর্থ হই, তখন আমরা দেখি যে এই করণগত কামনার আশ্রয় হ'ল চিৎ-পুরুষের এক সংকল্প। এক সংকল্প, তপঃ, শক্তি আছে যার দ্বারা নিগূঢ় চিৎ-পুরুষ তার সব বহি-রঙ্গের উপর তাদের সকল ক্রিয়া আরোপ ক'রে তা থেকে তার সত্তার

এক সক্রিয় আনন্দ আহরণ করে,--এমন এক আনন্দ যাতে ঐসব অঙ্গ যদি আদৌ সচেতনভাবে ভাগ নেয় তাহ'লে তা নেয় অতি অস্পষ্ট ও অপূর্ণভাবে। এই তপস্ হ'ল সেই বিশ্বাতীত চিৎ-পুরুষের সংকল্প যিনি বিশ্বগতির স্রষ্টা, সেই বিশ্বাত্মক চিৎ-পুরুষের সংকল্প যিনি এই বিশ্বগতিকে ধারণ ও অনুপ্রাণিত করেন, সেই মুক্ত জীব চিৎ-পুরুষের সংকল্প যিনি তাঁর বহুত্বের অন্তঃপুরুষ কেন্দ্র। ইহা এক অবিভক্ত সংকল্প, এই সকলের মধ্যেই যুগপৎ স্বাধীন, ব্যাপক, সামঞ্জস্যপূর্ণ, একীভূত। যখন আমরা চিৎ-পুরুষের মধ্যে বাস ও কর্ম করি, তখন আমরা দেখি যে ইহা সত্তার আধ্যাত্মিক আনন্দের এক আয়াসহীন ও কামনাশূন্য, এক স্বতঃস্ফূর্ত ও ভাস্বর, এক আত্ম-চরিতার্থতাকর ও আত্ম-অধিকারী, এক তৃপ্ত ও আনন্দময় সংকল্প।

কিন্তু যে মুহূর্তে জীব অন্তঃপুরুষ তার সত্তার বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত সত্য থেকে সরে এসে অহং-এর দিকে ঝোঁকে এবং চেষ্টা করে এই সংকল্পকে পরিণত করতে তার নিজের এক বিষয়ে, এক পৃথক ব্যক্তিগত ক্রিয়াশক্তিতে, সেই মুহূর্তেই ঐ সংকল্পের প্রকৃতি বদলে যায়ঃ ইহা হ'য়ে ওঠে এক চেষ্টা, এক আয়াস, শক্তির এক তাপ যার থাকতে পারে কার্য-সাধন ও প্রাপ্তির বিভিন্ন অগ্নিময় হর্ষ, কিন্তু যার আরো থাকে তার সব কষ্টকর প্রতিক্রিয়া ও শ্রমের দুঃখ। ইহাই প্রতি করণে পরিণত হয় কামনা, ইচ্ছা, লালসার এক বুদ্ধিগত, ভাবগত, স্ফুরন্ত, ইন্দ্রিয়বোধাত্মক অথবা প্রাণিক সংকল্প। এমন কি যখন করণসমূহ করণ হিসাবেই তাদের নিজেদের আপতিক প্রবর্তনা ও বিশেষ প্রকারের কামনা থেকে শুদ্ধ হয়, তখনো এই অপূর্ণ তপস্ থাকতে পারে এবং যতক্ষণ ইহা আন্তর ক্রিয়ার উৎসকে প্রচ্ছন্ন রাখে অথবা তার চরিত্র বিকৃত করে ততক্ষণ অন্তঃপুরুষ স্বাধীনতার আনন্দ পায় না, অথবা তা শুধু পেতে পারে সকল ক্রিয়া থেকে বিরত থেকে; এমনকি যদি ইহাকে আরো থাকতে দেওয়া হয়, ইহা প্রাণিক বা অন্যান্য সব কামনাকে আবার প্রজ্বলিত করবে অথবা সত্তার উপর তাদের এমন এক ছায়া ফেলবে যাতে তাদের কথা স্মরণ হয়। কামনার এই যে আধ্যাত্মিক বীজ বা আরম্ভ--ইহাকেও বহিষ্কার করা, ত্যাগ করা, দূরে নিক্ষেপ করা অবশ্য কর্তব্যঃ সাধকের কর্তব্য হ'ল, হয় এক সক্রিয় শান্তি ও সম্পূর্ণ আন্তর নীরবতা বরণ করা, না হয় বিশ্বজনীন সংকল্পের সহিত, দিব্য শক্তির তপসের সহিত ঐক্যের মধ্যে

ব্যক্তিগত কর্মপ্রবৃত্তি, "সংকল্পারম্ভ" বিলীন করা। নিষ্ক্রিয় পন্থা হ'ল আন্তরভাবে নিশ্চল হওয়া যেন কোনো চেষ্টা, ইচ্ছা, আশা বা কর্মপ্রবৃত্তি না থাকে অর্থাৎ "নিশ্চেষ্ট, অনীহ, নিরপেক্ষ, নিবৃত্ত" হওয়া; সক্রিয় পন্থা হ'ল মনে এই রূপ নিশ্চল ও নৈর্ব্যক্তিক হওয়া, কিন্তু শুদ্ধ-করা করণসমূহের মধ্য দিয়ে পরম সংকল্পকে কাজ করতে দেওয়া তার আধ্যাত্মিক শুদ্ধতায়। তখন যদি অন্তঃপুরুষ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মানসিকতার স্তরে বাস করে, সে হ'য়ে ওঠে শুধু এক যন্ত্র, কিন্তু তার নিজের কোনো প্রবর্তনা বা ক্রিয়া থাকে না, অর্থাৎ সে হয় "নিষ্ক্রিয়, সর্বারম্ভপরিত্যাগী"। কিন্তু সে যদি বিজ্ঞানে ওঠে, সে যুগপৎ এক যন্ত্র হয় আর হয় দিব্য ক্রিয়ার আনন্দের এবং দিব্য পরমানন্দের অংশভাক্; সে নিজের মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষকে মিলিয়ে এক করে।

সত্তার অহং-প্রবৃত্তি, অর্থাৎ পার্থক্যজনক প্রবৃত্তিই অজ্ঞানতা ও বন্ধনের সমগ্র দুঃখক্লিষ্ট পরিশ্রমের আলম্ব। যতক্ষণ মানুষ অহং-বোধ থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ কোনো প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। বলা হয় যে অহং-এর স্থান বুদ্ধির মধ্যে; ইহা থাকে বিবেকী মন ও যুক্তিবুদ্ধির অজ্ঞানতার মধ্যে; এই মন ও যুক্তিবুদ্ধি ভুল বিবেচনা ক'রে মন, প্রাণ ও দেহের ব্যষ্টিভাবকে বিভক্ত অস্তিত্বের সত্য ব'লে গ্রহণ করে আর সকল অস্তিত্বের একত্বের যে মহত্তর সমন্বয়ী সত্য তা থেকে নিবৃত্ত হয়। অন্ততঃ, মানবের মাঝে অহং-ভাবনাই বিভক্ত অস্তিত্বের মিথ্যার প্রধান সমর্থক; সুতরাং ইহার ফলপ্রসূ প্রতিকার হ'ল এই অহং-ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া এবং ইহার বিপরীত ভাবনায় অর্থাৎ ঐক্যের ভাবনায়, প্রকৃতির এক অবিভক্ত আত্মার, এক অবিভক্ত চিৎ-পুরুষের ও এক অবিভক্ত সত্তার ভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া; ইহাও এককভাবে একান্ত ফলপ্রসূ নয়। কারণ যদিও অহং নিজেকে এই অহং-ভাবনার দ্বারা, "অহম্-বুদ্ধির" দ্বারা সমর্থন করে, তবু ইহা যে একরকম দৃঢ়তা ও তীব্র অনুরাগের সহিত স্থায়ী হয় সে বিষয়ে অহং-এর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সহায় হ'ল ইন্দ্রিয়মানস, প্রাণ ও দেহের সাধারণ ক্রিয়া। যতদিন না এই সব করণগুলিকে শুদ্ধ করা হয় ততদিন অহংভাবনার নিরসন সম্পূর্ণ সম্ভব হয় না অথবা সম্পূর্ণ সফল হয় না; কারণ তাদের ক্রিয়া অভ্রান্তভাবে অহমাত্মক ও পার্থক্য-মূলক হওয়ায় তারা বুদ্ধিকে বিপথে নিয়ে যায় যেমন, গীতার কথায় সমুদ্রের উপর বাতাস নিয়ে যায় নৌকাকে—(বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি), বুদ্ধির

মধ্যে জ্ঞান সর্বদাই আচ্ছন্ন হয় অথবা সাময়িকভাব লোপ পায় এবং তাকে আবার ফিরে পেতে হয়, ইহা যেন গ্রীসীয় উপকথার সিসিফাসের চিরন্তন পরিশ্রম। কিন্তু যদি নিম্ন করণগুলিকে অহমাত্মক কামনা, ইচ্ছা, সংকল্প, অহমাত্মক প্রচণ্ড অনুরাগ, অহমাত্মক ভাবাবেগ থেকে শুদ্ধ করা হয় এবং স্বয়ং বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা হয় অহমাত্মক ভাবনা ও অভিরুচি থেকে তাহ'লে একত্বের আধ্যাত্মিক সত্যের জ্ঞান সক্ষম হয় এক দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পেতে। তা না হওয়া পর্যন্ত অহং সকল রকম সূক্ষ্ম আকার গ্রহণ করে, আমরা মনে করি আমরা তা থেকে মুক্ত হ'য়েছি, অথচ আসলে আমরা তখনো তারই যন্ত্র হিসাবে কাজ করছি, আমরা যা পেয়েছি তা বড় জোর এক বুদ্ধিগত সমতা, কিন্তু ইহা প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়। তাছাড়া, অহং-এর সক্রিয় বোধ বিসর্জন দেওয়াই যথেষ্ট নয়; তা শুধু আনতে পারে মানসিকতার এক নিষ্ক্রিয় অবস্থা, রাজসিক অহং-ভাবের স্থানে আসতে পারে বিভক্ত সত্তার এক প্রকার নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট শান্তি, কিন্তু ইহাও সত্যকার মুক্তি নয়। অহং-বোধ দূর ক'রে তার স্থলে আনা চাই বিশ্বাতীত ভগবানের সহিত ও বিশ্বসত্তার সহিত একত্ব।

এই একত্ব আবশ্যক কেন না বুদ্ধি হ'ল নানাবিধ ক্রীড়ার মধ্যে অহং-বোধের, অহংকারের শুধু এক প্রতিষ্ঠা বা প্রধান আশ্রয়; কিন্তু মূলতঃ ইহা আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তার এক সত্যের হীন অবস্থা অথবা বিকৃতি। সত্তার সত্য এই—এক বিশ্বাতীত সন্মাত্র, পরম আত্মা বা চিৎ-পুরুষ, অস্তিত্বের এক কালাতীত পুরুষ, এক সনাতন, এক ভগবান বিদ্যমান, অথবা পরম দেবতা সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত মানসিক ভাবনার তুলনায় আমরা ইহাকে বলতেও পারি যে ইহা এক অতি-ভগবান যিনি এখানে সর্বগত, সর্ব-গ্রাহী, সর্ব-প্রবর্তক, ও সর্বনিয়ন্তা, এক মহান্ বিশ্বাত্মক চিৎ-পুরুষ; আর জীব হ'ল সনাতনের সত্তার চিন্ময় শক্তি যা নিত্যকাল ধরে তাঁর সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ অথচ আবার তাঁর সহিত এক তার নিজের শাশ্বত অস্তিত্বের সত্যতার মর্মলোকে। ইহা এক সত্য যা অবধারণ করতে বুদ্ধি সক্ষম এবং একবার ইহাকে শুদ্ধ করা হ'লে ইহা গৌণভাবে তাকে প্রতিফলিত, সঞ্চালিত, ধারণ করতে সক্ষম, কিন্তু ইহাকে পুরোপুরি উপলব্ধি, সার্থক ও কার্যকরী করা সম্ভব হয় কেবল চিৎ-পুরুষের মধ্যে। যখন আমরা চিৎ-পুরুষের মধ্যে বাস করি, তখন আমরা যে আমাদের সত্তার

এই সত্যকে শুধু জানি তা নয়, আমরা সেই সত্য হই। তখন জীব চিৎ-পুরুষের মধ্যে, চিৎ-পুরুষের আনন্দের মধ্যে উপভোগ করে বিশ্বময় অস্তিত্বের সহিত তার একত্ব, কালাতীত ভগবানের সহিত তার একত্ব এবং অন্য সকল সত্তার সহিত তার একত্ব, আর ইহাই হ'ল অহং থেকে আধ্যাত্মিক মুক্তির মৌলিক অর্থ। কিন্তু যে মুহূর্তে পুরুষ মানসিক সীমার দিকে ঝোঁকে, তখন আধ্যাত্মিক পৃথকত্বের কিছু বোধ আসে, এই বোধের নিজের আনন্দ আছে বটে, কিন্তু ইহা যে কোনো মুহূর্তে পর্যবসিত হ'তে পারে সম্পূর্ণ অহং-বোধে, অজ্ঞানতায়, একত্বের বিস্মৃতিতে। এই পৃথকত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কেউ কেউ চেষ্টা করে নিজেকে ভগবানের ভাবনায় ও উপলব্ধিতে তন্ময় করে রাখতে, আর আধ্যাত্মিক তপস্যার কতকগুলি পন্থায়, জীবসত্তাকে বিলোপ করার দিকে এবং নিমজ্জনের সমাধির মধ্যে ভগবানের সহিত সকল ব্যক্তিগত অথবা বিশ্বজনীন সম্বন্ধ বিসর্জন দেবার দিকে প্রয়াসের প্রবণতা আসে, অন্য পন্থাগুলিতে ইহা হ'য়ে ওঠে তন্ময় ভাবে তাঁর মধ্যে নিবাস, আর তা এই জগতে নয়, অথবা তাঁর সামীপ্যে সতত তন্ময় বা একচিত্ত হ'য়ে জীবনধারণ, "সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য মুক্তি"। পূর্ণযোগের জন্য যে পন্থা বলা হয় তা হ'ল-- সমগ্র সত্তাকে ভগবানের নিকট উত্তোলন ও সমর্পণ করা যাতে আমরা যে শুধু আমাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বে তাঁর সহিত এক হই তা নয়, তাঁর মধ্যে আমরা বাসও করি ও তিনিও আমাদের মধ্যে বাস করেন, আর এইভাবে সমগ্র প্রকৃতি তাঁর উপস্থিতিতে পূর্ণ হয় এবং রূপান্তরিত হয় দিব্য প্রকৃতিতে; আমরা হ'য়ে উঠি ভগবানের সহিত এক অবিভক্ত চিৎ-পুরুষ ও চেতনা ও প্রাণ ও ধাতু এবং একই সাথে আমরা ঐ একত্বের মধ্যে বাস ও বিচরণ করি এবং তার নানাবিধ আনন্দ লাভ করি। অহং থেকে দিব্য চিৎ-পুরুষের ও প্রকৃতির মধ্যে *এই* যে অখণ্ড মুক্তি তা আমাদের বর্তমান স্তরে শুধু আপেক্ষিকভাবে সম্পূর্ণ হ'তে পারে, তবে ইহা একান্ত হ'তে শুরু করে যখন আমরা উন্মীলিত হই বিজ্ঞানের দিকে ও উত্তরণ করি তার মধ্যে। *ইহাই* মুক্ত সিদ্ধি।

অহং থেকে মুক্তি, কামনা থেকে মুক্তি--এই দুই মিলে রচনা করে কেন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক মুক্তির ভিত্তি। বিশ্বের মধ্যে আমি এক পৃথকভাবে স্বয়ম্ভূ সত্তা--এই বোধ, এই ভাবনা, এই অনুভূতি, আর ঐ অনুভূতির ছাঁচে সত্তার চেতনা ও শক্তিকে গঠন করা--ইহারাই সকল কষ্টভোগ,

অজ্ঞানতা ও অশুভের মূল। আর তা হওয়ার কারণ এই যে ইহা বিষয়-সমূহের সমগ্র প্রকৃত সত্যকে ব্যবহারে ও জ্ঞানে মিথ্যারূপ দেয়; ইহা সত্তাকে সীমিত করে, চেতনাকে সীমিত করে, আমাদের সত্তার শক্তিকে সীমিত করে, আমাদের সত্তার আনন্দকে সীমিত করে; আবার এই সব সীমার দরুণ উৎপন্ন হয় অস্তিত্বের এক ভুল পথ, চেতনার এক ভুল পথ, আমাদের চেতনা ও সত্তার শক্তি ব্যবহারের এক ভুল প্রণালী, অস্তিত্বের আনন্দের বিভিন্ন ভ্রমাত্মক, বিকৃত ও বিপরীত রূপ। সত্তায় সীমিত ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজে একক হ'য়ে পুরুষ আর তার আত্মার সহিত, ভগবানের সহিত, বিশ্বের সহিত, চারিদিককার সকলের সহিত ঐক্য ও সামঞ্জস্যের অনুভব পায় না; বরং সে দেখে যে বিশ্বের সহিত তার অসামঞ্জস্য, অন্য সকল সত্তার সহিত তার বিরোধ ও বৈষম্য, এই সব সত্তা তারই অন্য আত্মা অথচ সে ইহাদের সহিত ব্যবহার করে অনাত্মা হিসাবে; আর যতদিন এই বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য বজায় থাকে, ততদিন সে তার জগৎকে অধিকার করতে অক্ষম হয়, বিশ্ব প্রাণের উপভোগে অক্ষম হয়, বরং নিজেকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করার জন্য ও পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে আয়ত্তে আনার জন্য যাতনাময় সংঘর্ষের মধ্যে অশান্তি, ভয়, সকল প্রকার কষ্টে ভরা থাকে---কারণ আপন জগৎকে নিজের আয়ত্তে আনা হ'ল অনন্ত চিৎ-পুরুষের স্বভাব এবং সর্বসত্তার মধ্যে স্বাভাবিক প্রেরণা। এই পরিশ্রম ও চেষ্টা থেকে সে যা সব তৃপ্তি পায় সে সব সংকীর্ণ, বিকৃত ও অসন্তোষজনক রকমের: তার একমাত্র আসল তৃপ্তি হ'ল বিকাশের তৃপ্তি, নিজের দিকে উত্তরোত্তর অধিক প্রত্যাবর্তনের তৃপ্তি, সুষমা ও সামঞ্জস্যের কিছু উপলব্ধির তৃপ্তি, সফল আত্ম-সৃষ্টি ও আত্ম-চরিতার্থতার তৃপ্তি, কিন্তু অহং-চেতনার ভিত্তির উপর সে এই সব বিষয়ের যৎসামান্য যা সাধন করতে পারে তা সর্বদাই সীমিত, অনিশ্চিত, অপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। তাছাড়া সে নিজের আত্মারও সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত---প্রথমতঃ এই কারণে যে তখন তার নিজের সত্তার কেন্দ্রীয় সামঞ্জস্যবিধায়ক সত্য আর তার অধিকারে না থাকায় সে তার প্রাকৃত অঙ্গসমূহকে যথাযোগ্য ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অথবা তাদের বিভিন্ন প্রবণতা, শক্তি ও দাবীর মধ্যে মিল আনতে অক্ষম; সামঞ্জস্যের রহস্য সে পায় নি, কারণ সে তার নিজের ঐক্য ও আত্ম-অধিকারের রহস্য পায় নি; আর, দ্বিতীয়তঃ তার শ্রেষ্ঠ আত্মা তার অধিকারে না থাকায় তা পাবার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়

আর যতদিন না সে তার নিজের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সত্তা লাভ করে ততদিন তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয় না। এই সবের অর্থ এই যে সে ভগবানের সহিত এক নয়; কারণ ভগবানের সহিত এক হওয়ার অর্থ নিজের সহিত এক হওয়া, বিশ্বের সহিত এক হওয়া এবং সকল সত্তার সহিত এক হওয়া। এই একত্বই হ'ল এক যথার্থ অস্তিত্বের ও এক দিব্য অস্তিত্বের রহস্য। কিন্তু অহং এই রহস্য পেতে অক্ষম, কারণ ইহার যা স্বরূপ তাতে ইহা পার্থক্যমূলক; আর এমন কি আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে এবং আমাদের নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বের সম্বন্ধেও ইহা ঐক্যের এক মিথ্যা কেন্দ্র; কেন না, ইহার চেষ্টা হ'ল পরিবর্তনশীল মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ব্যক্তিসত্ত্বের সহিত একাত্মতা বোধের মধ্যে আমাদের সত্তার ঐক্য পাওয়া, আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের সনাতন আত্মার সহিত একাত্মতাবোধের মধ্যে ঐক্য পাবার জন্য তার চেষ্টা নয়। একমাত্র আধ্যাত্মিক আত্মার মধ্যেই আমরা প্রকৃত ঐক্য লাভে সক্ষম; কারণ সেখানেই জীব তার নিজের সমগ্র সত্তায় প্রসারিত হয় এবং দেখে যে সে নিজে বিশ্ব অস্তিত্বের সহিত এবং বিশ্বাতীত দিব্যত্বের সহিত এক।

অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত অহমাত্মক ও পার্থক্যমূলক প্রণালীই পুরুষের সকল অশান্তি ও কষ্টভোগের মূল। পুরুষ তার চেতনায় সীমিত হওয়ায় নিজের মুক্ত আত্ম-অস্তিত্বের অধিকার পায় না, অর্থাৎ সে "অনাত্মবান্" এবং এইভাবে সে জ্ঞানে সীমিত; আর এই সীমিত জ্ঞান মিথ্যাজনক জ্ঞানের আকার নেয়। সত্য জ্ঞানে ফিরে যাবার জন্য সংগ্রাম করাই উপায় হ'য়ে দাঁড়ায়, কিন্তু বিভক্ত মনের মধ্যে অহং সন্তুষ্ট থাকে জ্ঞানের বিভিন্ন অবভাস ও খণ্ড নিয়ে; এইগুলিকে ইহা জোড়া দিয়ে তৈরী করে এক মিথ্যাময় বা এক অপূর্ণ সমগ্র অথবা নিয়ন্ত্রণকারী প্রত্যয়, কিন্তু এই জ্ঞান শেষ পর্যন্ত মিথ্যা হ'য়ে দাঁড়ায় এবং তাকে ত্যাগ করতে হয় জ্ঞাতব্য যে একটি মাত্র বিষয় তার জন্য নতুন ক'রে অনুসন্ধানের জন্য। ঐ একমাত্র বিষয় হ'ল ভগবান, আত্মা, চিৎ-পুরুষ যাঁর মধ্যে বিশ্বময় ও জীবসত্তা অবশেষে লাভ করে তাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের যথার্থ সব সৌষম্য। তাছাড়া, অহং-বদ্ধ পুরুষ শক্তিতে সীমিত হওয়ায় বহুবিধ অসামর্থ্যে ভরা থাকে, ভ্রান্ত জ্ঞানের সঙ্গে থাকে সত্তার ভ্রান্ত সংকল্প, বিভিন্ন ভ্রান্ত প্রবৃত্তি ও সংবেগ; আর এই ভ্রান্তি সম্বন্ধে তীব্র বোধই পাপ সম্বন্ধে মানব চেতনার মূল কারণ। তার প্রকৃতির এই ত্রুটিকে সে সংশোধন

করতে চেষ্টা করে আচরণের এমন সব মান দিয়ে যার সাহায্যে পাপের অহমাত্মক চেতনা ও সব তুষ্টিকে দূর করা যায় পুণ্যের অহমাত্মক চেতনা ও আত্ম-তুষ্টির দ্বারা অর্থাৎ রাজসিক অহংভাবকে দূর করার চেষ্টা করা হয় সাত্ত্বিক অহং-ভাবের দ্বারা। কিন্তু আদি পাপের উপশম আবশ্যক; এই আদি পাপ হ'ল ভাগবত সত্তা ও ভাগবত সংকল্প থেকে নিজের সত্তা ও সংকল্পের বিচ্ছিন্নতা; যখন সে ভাগবত সংকল্প ও সত্তার সহিত ঐক্যে ফিরে আসে তখন সে পাপ পুণ্য ছাড়িয়ে ওঠে তার নিজের দিব্যপ্রকৃতির অনন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ শুদ্ধতায় ও দৃঢ়তায়। তার বিভিন্ন অসামর্থ্য-গুলিকে ইহা সংশোধন করতে চেষ্টা করে তার অপূর্ণ জ্ঞান সংহত ক'রে, এবং তার অর্ধ-আলোকিত সংকল্প ও শক্তিকে সংযত ক'রে এবং তাদের চালিত ক'রে যুক্তিবুদ্ধির কিছু সুশৃঙ্খল চেষ্টার দ্বারা; কিন্তু তার ফল সর্বদাই কর্মসামর্থ্যের সীমিত, অনিশ্চিত, পরিবর্তনশীল ও ত্রুটিপূর্ণ পথ ও মান হ'তে বাধ্য। যখন সে মুক্ত চিৎ-পুরুষের বিশাল ঐক্যের মধ্যে, ভূমার মধ্যে আবার ফিরে আসে, কেবল তখনই তার প্রকৃতির ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে অনন্ত চিৎ-পুরুষের যন্ত্ররূপে এবং ঋত, ও সত্য ও শক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, যে ঋত, সত্য ও শক্তি হ'ল অস্তিত্বের পরম কেন্দ্র থেকে ক্রিয়ারত মুক্ত পুরুষের অধিকারভুক্ত। আবার, সত্তার আনন্দে সীমিত হওয়ায়, সে চিৎ-পুরুষের দৃঢ়, স্বপ্রতিষ্ঠ পূর্ণ আনন্দ পেতে অথবা বিশ্বের যে আনন্দ, যে পরমানন্দ জগৎকে গতিশীল রাখে তা পেতে অক্ষম, সে শুধু সক্ষম সুখ ও দুঃখের, হর্ষ ও শোকের মিশ্রিত ও পরিবর্তন-শীল পরম্পরার মধ্যে বিচরণ করতে, আর না হয় বাধ্য হ'য়ে আশ্রয় নেয় কোনো চেতন নিশ্চেতনার অথবা নিরপেক্ষ উদাসীনতার মধ্যে। অহং-মানসের পক্ষে অন্য কিছু করা অসম্ভব, আর যে পুরুষ নিজেকে অহং-এর মধ্যে বহির্ভাবাপন্ন করেছে সে প্রায় শুধু অস্তিত্বের এই অসন্তোষজনক, গৌণ, অপূর্ণ, প্রায়শঃই বিকৃত, অশান্ত, অথবা নিরাকৃত উপভোগ; অথচ আধ্যাত্মিক ও বিশ্বময় আনন্দ সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকে অন্তরে, আত্মার মধ্যে, চিৎ-পুরুষের মধ্যে, ভগবান ও অস্তিত্বের সহিত গূঢ় ঐক্যের মধ্যে। অহং-এর শৃঙ্খল দূরে ফেলে দিয়ে মুক্ত আত্মায়, অমর আধ্যাত্মিক সত্তায় ফিরে যাওয়াই পুরুষের প্রত্যাবর্তন তার নিজের শাশ্বত দিব্যত্বের মধ্যে।

অপূর্ণ বিভক্ত সত্তার দিকে সংকল্প, সেই ভ্রান্ত তপস্ যার ফলে প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ চেষ্টা করে নিজেকে ব্যষ্টিভাবাপন্ন করতে, তার সত্তাকে,

চেতনাকে, সত্তার শক্তিকে, অস্তিত্বের আনন্দকে পৃথক অর্থে ব্যষ্টিভাবাপন্ন করতে, এই সব বিষয় পেতে তার নিজের ব'লে, তার নিজের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে বা বিশ্বজনীন একত্বের অধিকারে নয়---এই সবের ফলেই এই ভ্রান্ত প্রবৃত্তি ও অহং-এর সৃষ্টি। সুতরাং এই আদি কামনা থেকে সরে সেই কামনারহিত সংকল্পে ফিরে যাওয়া অত্যাবশ্যক যার সত্তার সমগ্র উপভোগ এবং সত্তায় সম্পূর্ণ সংকল্প হ'ল এক মুক্ত বিশ্বময় ও এক-করা আনন্দের উপভোগ ও সংকল্প। এই যে দুটি বিষয়---কামনাময় সংকল্প থেকে মুক্তি এবং অহং থেকে মুক্তি,---ইহারা একই, আর কামনাময় সংকল্প ও অহং-এর সুখময় নাশের ফলে যে একত্ব আসে তা-ই মুক্তির সার।

৯ অধ্যায়

প্রকৃতির মুক্তি

আমাদের সত্তার এই যে দুটি দিক--চিন্ময় ভোক্তা পুরুষ ও কার্য-নিষ্পাদিকা প্রকৃতি যে অনবরতই তার সব অভিজ্ঞতা পুরুষের কাছে নিবেদন করে বিবিধরূপে--ইহারাই মিলিত হ'য়ে নির্ধারণ করে আমাদের আন্তর অবস্থার সকল বৃত্তি ও ইহার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। প্রকৃতি দান করে ঘটনাসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং অভিজ্ঞতার করণসমূহের বিভিন্নরূপ, আর পুরুষ তা দেখে এই সব ঘটনায় প্রতিক্রিয়ার প্রাকৃত সব নির্ধারণে সম্মতি দিয়ে, অথবা সংকল্পের দ্বারা প্রকৃতির উপর অন্য নির্ধারণ আরোপ ক'রে। করণগত অহং-চেতনা ও কামনাত্মক সংকল্প গ্রহণ করার অর্থ অনুভূতির যে বিভিন্ন নিম্নস্তরে আত্মা তার সত্তার দিব্যপ্রকৃতি ভুলে যায় তাদের মধ্যে তার পতনে তার প্রাথমিক সম্মতি দান। এই সব বিষয়ের বর্জন এবং মুক্ত আত্মায় ও সত্তার মধ্যে দিব্য আনন্দের সংকল্পে প্রত্যাবর্তন--ইহাই চিৎ-পুরুষের মুক্তি। কিন্তু অন্য দিকে আছে, এই জটিল মিশ্রণে প্রকৃতির নিজেরই সব অবদান, আর এইগুলি সে আরোপ করে তার সব ক্রিয়া ও রচনা সম্বন্ধে পুরুষের অভিজ্ঞতার উপর,--একবার যখন প্রাথমিক আদি সম্মতি দেওয়া হ'য়েছে, এবং সমগ্র বাহ্য কার্যাবলীর বিধান করা হয়েছে। প্রকৃতির মৌলিক অবদান দুইটি--বিভিন্ন গুণ ও দ্বন্দ্ব। এই যে প্রকৃতির নিম্ন ক্রিয়ার মধ্যে আমরা বাস করি তার কতকগুলি গুণাত্মক প্রকার আছে যা তার নিম্ন অবস্থার সমগ্র ভিত্তি। পুরুষের উপর তার মন, প্রাণ ও দেহের প্রাকৃত শক্তিতে এই সব গুণের যে ফল সতত ঘটে তা হ'ল এক বৈষম্যপূর্ণ ও বিভক্ত অনুভূতি, বিভিন্ন বিপরীত বিষয়ের বিরোধ, "দ্বন্দ্ব", তার সকল অনুভূতিতে এক গতি, এবং সতত এক সাথে থাকে এমন বিপরীত যুগলের, মিলিত হ'চ্ছে এমন সদর্থক ও অসদর্থক বিষয়ের, বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে এক দোলায়মান অবস্থা অথবা তাদের মিশ্রণ। অহং এবং কামনার সংকল্প থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি এলে তার সহিত আসতে বাধ্য অপরা প্রকৃতির সব গুণাত্মক প্রকার ছাড়িয়ে এক উর্ধ্বের অবস্থা, "ত্রৈগুণ্যাতীত অবস্থা", এই মিশ্রিত ও বৈষম্যপূর্ণ

অনুভূতি থেকে বিমুক্তি, প্রকৃতির দ্বন্দ্বময় ক্রিয়ার নিবৃত্তি বা সমাধান। কিন্তু এই দিকেও দুই রকমের মুক্তি পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের বিমুক্তি হ'ল চিৎ-পুরুষের নিশ্চল আনন্দের মধ্যে প্রকৃতি থেকে মুক্তি। দিব্য গুণ ও জগদ্-অভিজ্ঞতার আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যে প্রকৃতির যে আরো অধিক মুক্তি লাভ হয়, তা পরা শান্তিকে ভরিয়ে দেয় জ্ঞান, শক্তি, হর্ষ ও কর্তৃত্বের পরম সক্রিয় আনন্দে। পরম চিৎ-পুরুষ ও তাঁর পরাপ্রকৃতির দিব্য ঐক্যই অখণ্ড মুক্তি।

প্রকৃতি চিৎ-পুরুষের শক্তি হওয়ায়, তার ক্রিয়া স্বরূপতঃ গুণাত্মক। একরূপ বলা যায় যে প্রকৃতি শুধু সত্তায় শক্তি এবং ক্রিয়ার মধ্যে চিৎ-পুরুষের "অনন্তগুণের" বিকাশ। অন্যসব তার বাহ্য ও আরো যান্ত্রিক দিকের অন্তর্গত; কিন্তু গুণের এই খেলাই আসল জিনিস, বাকী সব ইহার পরিণাম ও যান্ত্রিক সংযোগ। একবার যদি আমরা মৌলিক শক্তি ও গুণের কর্মধারাকে সঠিক করি, তাহ'লে বাকীসব ভোক্তা পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিষয়সমূহের নিম্নপ্রকৃতিতে অনন্তগুণের খেলা সীমিত মাত্রার, ইহা এক বিভক্ত ও বিরোধপূর্ণ প্রণালীর অন্তর্গত, এমন সব বিপরীত ও বিষম বস্তুর বিন্যাস যাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের কোনো ব্যবহারিক গতিশীল বিন্যাস খুঁজে পেয়ে তা সক্রিয় রাখা দরকার; সামঞ্জস্যে-আনা বিভিন্ন বৈষম্য, সংঘর্ষে লিপ্ত বিভিন্ন গুণ, অভিজ্ঞতার এমন বিভিন্ন বিসদৃশ শক্তি ও পন্থা যাদের মধ্যে কোনো এক কাজচলা গোছের আংশিক, অত্যন্ত অনিশ্চিত সম্মতি জোর করে আনা হ'য়েছে, এক অস্থির, পরিবর্তনশীল ভারসাম্য--এই সবের এই যে ক্রীড়া তা চালনা করা হয় এমন তিনটি গুণাত্মক প্রকারের মৌলিক কর্মধারার দ্বারা যেগুলি তার সকল সৃষ্টিতেই সংঘর্ষে আসে ও একত্র মিলিত হয়। সাংখ্য দর্শনে এই তিনটি প্রকারের এই তিনটি নাম দেওয়া হ'য়েছে--সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ[১]; ভারতে দর্শন ও যোগের সকল সম্প্রদায়ই সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যে সাংখ্য দর্শনের কথা গ্রহণ করেছে। তমঃ হ'ল নিশ্চেষ্টতার তত্ত্ব ও শক্তি; রজঃ--গতিশীলতা, উগ্রভাব, প্রযত্ন, সংগ্রাম, প্রবর্তনার ("আরম্ভের") তত্ত্ব; সত্ত্ব--আত্তীকরণ, সাম্য ও সামঞ্জস্যের তত্ত্ব। এই শ্রেণীবিভাগের দার্শনিক দিক সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু ইহার যে মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক দিক তাতে ইহার ব্যবহারিক গুরুত্ব প্রভূত,

১ কর্মযোগে এই বিষয়টির আলোচনা হ'য়েছে। এখানে ইহার পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে প্রকৃতির সাধারণ চরিত্র এবং সত্তার সম্পূর্ণ মুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

কারণ এই তিনটি তত্ত্ব সকল বিষয়েই প্রবেশ করে, তাহাদিগকে তাদের সক্রিয় প্রকৃতির প্রবণতা দেবার জন্য এবং ফল ও কার্যসাধন আনার জন্য তারা মিলিত হয়, এবং পুরুষ অনুভূতিতে তাদের অসম ক্রিয়াই আমাদের সক্রিয় ব্যক্তিভাবনার, আমাদের ধাতের, প্রকৃতির জাতিরূপের এবং অভিজ্ঞতায় মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের গঠনমূলক শক্তি। আমাদের মধ্যে ক্রিয়া ও অনুভূতির স্বরূপ নির্ধারিত হয় প্রকৃতির এই তিন গুণের বা প্রকারের মধ্যে কোনটি প্রবল ও তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুপাত কিরূপ তার দ্বারা। পুরুষ তার ব্যক্তিভাবনার মধ্যে যেন তাদের ছাঁচেই চলতে বাধ্য হয়; তাছাড়া, প্রায়শঃই তাদের উপর তার কোনো স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ থাকার চেয়ে বরং সে-ই নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের দ্বারা। পুরুষের স্বাধীন হবার একমাত্র উপায় হ'ল তাদের অসম ক্রিয়ার যাতনাক্লিষ্ট সংঘর্ষ ও তাদের সব অপ্রচুর মিল ও সমবায় ও অনিশ্চিত সামঞ্জস্যের ঊর্ধ্বে আরোহণ করা এবং এই সব বর্জন করা, তা এই কাজ তাদের ক্রিয়ার অর্ধ-নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলা থেকে সম্পূর্ণ উপশমের অর্থেই হ'ক, অথবা প্রকৃতির এই নিম্ন প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে এক অতীত অবস্থার এবং তাদের কর্মধারার উচ্চতর নিয়ন্ত্রণ বা রূপান্তরের অর্থেই হ'ক। হয় সকল গুণের শূন্যতা, নয় তাদের অতীত অবস্থা—ইহা লাভ করাই অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের প্রাকৃত সত্তার সকল অংশই এই ত্রিগুণের প্রভাবাধীন। অবশ্য, মন, প্রাণ ও দেহ—এই তিন বিভিন্ন অঙ্গে তাদের এক একটির প্রভাব অন্যগুলির অপেক্ষা বেশী। নিশ্চেষ্টতার তত্ত্ব, তমসের প্রভাব সবচেয়ে বেশী জড় প্রকৃতিতে ও আমাদের অন্নময় সত্তাতে। এই তত্ত্বের ক্রিয়া দুই প্রকারের—শক্তির নিশ্চেষ্টতা ও জ্ঞানের নিশ্চেষ্টতা। যা কিছুর উপর তমসের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, তার শক্তি ঝোঁকে অলস নৈষ্কর্ম্য ও নিশ্চলতার দিকে, আর না হয় এমন এক যান্ত্রিক ক্রিয়ার দিকে যার উপর তার অধিকার নেই, বরং যা এমন সব দুর্বোধ্য শক্তির অধিকারভুক্ত যেগুলি তাকে চালায় ক্রিয়াশক্তির যান্ত্রিক পাকে; ঠিক সেইভাবে ইহার চেতনাকে তমঃ পরিবর্তিত করে এক নিশ্চেতনাতে অথবা এক আবৃত অবচেতনাতে, অথবা এক অনিচ্ছুক, মন্থর বা কোনো প্রকারের, যান্ত্রিক সচেতন ক্রিয়ায় যাতে তার নিজের শক্তির ভাবনা থাকে না, বরং যা এমন এক ভাবনার দ্বারা চালিত হয় যে মনে হয় সে তার বাহিরের

বিষয় অথবা অন্ততঃ তার সক্রিয় বোধ থেকে প্রচ্ছন্ন। যেমন, আমাদের দেহের তত্ত্বের যা প্রকৃতি তাতে ইহা নিশ্চেষ্ট, অবচেতন, এবং যান্ত্রিক ও অভ্যস্ত আত্ম-চালনা ও ক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু করতে অসমর্থ ঃ যদিও অন্য সব কিছুর মতো ইহারও অবস্থায় ও ক্রিয়াতে এক গতিশীলতার তত্ত্ব ও সাম্যের তত্ত্ব থাকে আর থাকে প্রতিক্রিয়া ও গূঢ় চেতনার এক স্বগত তত্ত্ব; ইহার রাজসিক প্রবৃত্তির বেশীর ভাগই পাওয়া যায় প্রাণ-শক্তি থেকে এবং সকল গূঢ় চেতনা পাওয়া যায় মনোময় সত্তা থেকে। রজঃ তত্ত্বের সব চেয়ে বেশী প্রভাব হ'ল প্রাণিক প্রকৃতির উপর। আমাদের মধ্যে প্রাণই সবচেয়ে প্রবল গতিকারক চালক শক্তি, কিন্তু পাথিব জীবের মধ্যে প্রাণ-শক্তি কামনাশক্তির আয়ত্তাধীন থাকে ব'লে রজঃর প্রবৃত্তি সর্বদাই ক্রিয়া ও কামনার দিকে; মানুষ ও পশুর মাঝে অধিকাংশ গতি-শীলতা ও ক্রিয়ার প্রবলতম প্রবর্তক হ'ল কামনা, আর ইহা এতই প্রবল যে অনেকে মনে করে যে ইহাই সকল ক্রিয়ার উৎপাদক এবং এমন কি আমাদের সত্তার প্রভব। তাছাড়া রজঃ দেখে যে ইহা এমন এক জড় জগতের মধ্যে অবস্থিত যার আরম্ভ এক নিশ্চেতনার তত্ত্ব এবং যন্ত্রের মতো চালিত নিশ্চেষ্টতা থেকে এবং সেজন্য তাকে কাজ করতে হয় এক বিপুল বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধে; সেজন্য ইহার সকল ক্রিয়াই হ'য়ে ওঠে পাবার জন্য এক চেষ্টা, সংগ্রাম, অবরুদ্ধ ও ব্যাহত সংঘর্ষ যা পদে পদে কষ্ট পায় সংকীর্ণতাজনক অসামর্থ্য, নৈরাশ্য ও দুঃখভোগের দরুণ: এমন কি ইহা যা লাভ করে তা-ও অনিশ্চিত ও সীমিত এবং চেষ্টার প্রতিক্রিয়া এবং পরে ইহার অপ্রচুরতা ও নশ্বরতার আস্বাদনের ফলে ইহার গুণ নষ্ট হয়। সত্ত্বতত্ত্বের সবচেয়ে বেশী প্রভাব হ'ল মনে, কিন্তু মনের যে নিম্ন অংশগুলি রাজসিক প্রাণশক্তির আয়ত্তাধীন তাদের উপর এই প্রভাব তত বেশী নয়, বুদ্ধি এবং যুক্তিবুদ্ধির সংকল্পের মধ্যেই ইহার প্রভাব বেশী। বুদ্ধি, যুক্তিবুদ্ধি, বুদ্ধিপ্রধান সংকল্প তাদের প্রবল তত্ত্বের স্বভাবের প্রভাবে সর্বদাই চেষ্টা করে আত্তীকরণের জন্য—জ্ঞানের দ্বারা আত্তীকরণ ও বোধময় সংকল্পের শক্তির দ্বারা আত্তীকরণ এবং সর্বদাই চেষ্টা করে সাম্য, কিছু স্থিরতা, নিয়ম, স্বাভাবিক ঘটনা ও অনুভূতির পরস্পরবিরোধী অংশগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য। এই তৃপ্তি ইহা পায় নানা ভাবে এবং নানা পরিমাণে। আত্তীকরণ, সাম্য ও সামঞ্জস্য প্রাপ্তির সাথে সর্বদাই থাকে আরাম, সুখ, কর্তৃত্ব, নিশ্চয়তার এক আপেক্ষিক কিন্তু

অল্পবিস্তর তীব্র ও তৃপ্তিজনক বোধ; রাজসিক কামনা ও প্রচণ্ড ভাবাবেগের তৃপ্তিতে যে সব অশান্ত ও উগ্র আমোদ অনিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় সে সব থেকে ঐ বোধ ভিন্ন। সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য হ'ল আলো ও সুখ। দেহধারী প্রাণবন্ত মনোময় পুরুষের সমগ্র প্রকৃতিই নির্ধারিত হয় এই তিনগুণের দ্বারা।

কিন্তু এই গুণগুলি হ'ল আমাদের জটিল গঠনের প্রতি অংশের বিভিন্ন প্রবল শক্তিমাত্র। আমাদের জটিল মনস্তাত্ত্বিক গঠনের প্রতি তন্ত্রীতে ও প্রতি অংশে এই তিনটি গুণ মিশ্রিত, সংযুক্ত, এবং সংঘর্ষরত থাকে। ইহারা মানসিক চরিত্র রচনা করে, আর রচনা করে আমাদের যুক্তিবুদ্ধির চরিত্র, আমাদের সংকল্পের চরিত্র এবং আমাদের নৈতিক, সৌন্দর্যগ্রাহী, ভাবময়, স্ফুরন্ত ও ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত সত্তার চরিত্র। তমঃ নিয়ে আসে সেই সকল অজ্ঞানতা, নিশ্চেষ্টতা, দুর্বলতা, অসামর্থ্য যা আমাদের প্রকৃতিকে ক্লিষ্ট করে, আর আনে এক তমসাচ্ছন্ন যুক্তিবুদ্ধি, নির্জ্ঞান, বুদ্ধিহীনতা, অভ্যস্ত ধারণা ও যান্ত্রিক ভাবনায় আসক্তি, চিন্তা করায় ও জানায় অস্বীকৃতি, ক্ষুদ্রমন, বদ্ধ পথ, মানসিক অভ্যাসের ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ, অন্ধকার ও অর্ধ-অন্ধকারে ঢাকা স্থানগুলি। তমঃ আনে অশক্ত সংকল্প, বিশ্বাসের অভাব, আত্ম-প্রত্যয়হীনতা, ও প্রবর্তনাশক্তির অভাব, কার্যে অনিচ্ছা, চেষ্টা ও আস্পৃহা থেকে বিরতি, দীন ও সংকীর্ণ মনোভাব, এবং আমাদের নৈতিক ও স্ফুরন্ত সত্তায় আনে নিশ্চেষ্টতা, ভীরুতা, নীচতা, জড়তা, ক্ষুদ্র ও হীন প্রেরণায় শ্লথ বশ্যতা, আমাদের নিম্ন প্রকৃতির কাছে দুর্বল নতি-স্বীকার। আমাদের ভাবময় প্রকৃতিতে তমঃ নিয়ে আসে সংবিৎহীনতা, উপেক্ষা, সমবেদনার ও উন্মুক্ততার অভাব, বদ্ধ অন্তরাত্মা, নির্দয় হৃদয়, শীঘ্র-ফুরিয়ে-যাওয়া স্নেহ, বেদনার অবসাদ, আর আমাদের সৌন্দর্যগ্রাহী ও ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত প্রকৃতিতে আনে নিস্তেজ সৌন্দর্যস্পৃহা, প্রতিক্রিয়ার সীমিত ক্ষেত্র, সৌন্দর্যে অসাড়তা, সেই সব কিছু যা মানুষকে স্থূল, জড় ও অশিষ্টভাবাপন্ন করে। আমাদের সাধারণ সক্রিয় প্রকৃতির যা সব শুভ ও অশুভ সে সব রজঃর দান; প্রচুর পরিমাণের সত্ত্ব পদার্থের দ্বারা বিশুদ্ধ না হ'লে, ইহার পরিণতি হ'ল অহং-ভাব, স্বেচ্ছাচার ও হিংসাত্মক কার্য, যুক্তিবুদ্ধির বিকৃত, দুরাগ্রহী বা অতিরঞ্জক ক্রিয়া, পূর্বধারণা, মতে আসক্তি, প্রমাদে অনুরাগ, সত্যের বদলে বিভিন্ন কামনা ও অভিরুচির নিকট বুদ্ধির দাসত্ব, ধর্মান্ধ বা সাম্প্রদায়িক মন, স্বৈরিতা, গর্ব, ঔদ্ধত্য,

স্বার্থপরতা, দুরাকাঙক্ষা, কাম, লোভ, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, ঈর্ষ্যা, প্রেমের অহং-ভাব, সকল দুরাচার ও তীব্র ভাবাবেগ, সৌন্দর্যবোধের আতিশয্য, ইন্দ্রিয়-বোধাশ্রিত ও প্রাণিক সত্তার বিভিন্ন ব্যাধি ও বিকৃতি। তমঃ তার নিজের অধিকারে উৎপাদন করে স্থূল, নিস্তেজ ও অজ্ঞানতাময় প্রকৃতির মানুষ, রজঃ তৈরী করে ক্রিয়া, প্রচণ্ডভাব ও কামনার দ্বারা চালিত তেজস্বী, অস্থির ও কর্মচঞ্চল মানুষ। সত্ত্ব তৈরী করে উচ্চতর প্রকৃতির মানুষ। সত্ত্বের দান হ'ল যুক্তিবুদ্ধি ও সাম্যের মন, নিঃস্বার্থ সত্যান্বেষী উন্মুক্ত বুদ্ধির স্বচ্ছতা, যুক্তিবুদ্ধির অধীন বা নৈতিক ভাবের দ্বারা চালিত সংকল্প, আত্ম-সংযম, সমত্ব, শান্তি, প্রেম, সমবেদনা, মার্জিতরুচি, পরিমিততা, সৌন্দর্য-গ্রাহী ও ভাবময় মনের সূক্ষ্মতা, ইন্দ্রিয়বোধাশ্রিত সত্তায় কোমলতা, সমুচিত গ্রহণশীলতা, মিতাচার ও স্থৈর্য্য, প্রভুত্বশালী বুদ্ধির বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত প্রাণশক্তি। সাত্ত্বিক মানবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হ'ল দার্শনিক, সাধু ও জ্ঞানী, রাজসিক মানবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, কর্মবীর। কিন্তু সকল মানুষের মাঝেই অল্প কি বেশী পরিমাণে গুণের মিশ্রণ আছে, আর আছে এক বহুময় ব্যক্তিভাবনা এবং অধিকাংশেরই মধ্যে গুণের পরিমাণের পরিবর্তন আসে, কখন একটি গুণ প্রবল হয় পরে আবার অন্য একটি প্রবল হয়; এমন কি মানুষের প্রকৃতির যে রূপটি প্রবল, তাতেও বেশীর ভাগ মানুষই মিশ্র ধরণের। জীবনপটের সকল রঙ ও বৈচিত্র্যের কারণ এই বিভিন্ন গুণের বুননের জটিল বিন্যাস।

কিন্তু জীবনের সমৃদ্ধি, এমন কি মন ও প্রকৃতির সাত্ত্বিক সৌষম্যও আধ্যাত্মিক সিদ্ধি নয়। অবশ্য হয়ত এক আপেক্ষিক সিদ্ধি পাওয়া যায়, কিন্তু এই সিদ্ধি অসম্পূর্ণতার সিদ্ধি, কিছু আংশিক উচ্চতা, শক্তি, সৌন্দর্য, কিছু পরিমাণের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব, এমন কি কিছু সাম্য যা আরোপিত করা হ'য়েছে ও যার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। এক আপেক্ষিক কর্তৃত্ব আসে কিন্তু ইহা প্রাণের দ্বারা দেহের উপর কর্তৃত্ব অথবা মনের দ্বারা দেহের উপর কর্তৃত্ব, ইহা মোক্ষপ্রাপ্ত ও আত্ম-অধিকারী চিৎ-পুরুষের দ্বারা করণসমূহের উপর স্বচ্ছন্দ অধিকার নয়। আমরা যদি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি পেতে চাই তাহ'লে গুণ তিনটিকে অতিক্রম করা দরকার। স্পষ্টতঃই তমঃকে জয় করা চাই, নিশ্চেষ্টতা ও অজ্ঞানতা ও অসামর্থ্য প্রকৃত সিদ্ধির অঙ্গ হ'তে পারে না; কিন্তু প্রকৃতির মাঝে তমঃকে জয় করা যায় একমাত্র রজঃর শক্তির দ্বারা আর তার সহিত সত্ত্বের শক্তি উত্তরোত্তর

বেশী পরিমাণে যোগ করে। রজঃকেও জয় করা চাই, অহং-ভাব, ব্যক্তিগত কামনা ও আত্মান্বেষী উগ্রভাব প্রকৃত সিদ্ধির অঙ্গ হ'তে পারে না; কিন্তু ইহাকে জয় করা যায় শুধু সত্ত্বর শক্তির দ্বারা যা সত্তাকে আলোকিত করবে আর আলোকিত করবে ক্রিয়ার শৃঙ্খল তমঃর শক্তিকে। সত্ত্ব নিজেও শ্রেষ্ঠ বা পূর্ণ সিদ্ধি দেয় না; সত্ত্ব সর্বদাই এক সীমিত প্রকৃতির গুণ; সাত্ত্বিক জ্ঞান হ'ল এক সীমিত মানসিকতার আলো; সাত্ত্বিক সংকল্প,—এক সীমিত বুদ্ধিসম্পন্ন শক্তির শাসন। তাছাড়া সত্ত্ব একলা প্রকৃতির মধ্যে কাজ করতে অক্ষম, সকল ক্রিয়ার জন্য ইহাকে নির্ভর করতে হয় রজঃর সাহায্যের উপর; সেজন্য এমনকি সাত্ত্বিক ক্রিয়াতেও সর্বদাই রজঃর সব অপূর্ণতা থাকতে বাধ্য। এমন কি সাধু, দার্শনিক ও জ্ঞানীর মনে ও ক্রিয়াতেও থাকে অহংভাব, বিমূঢ়তা, অসংগতি, এক-দেশীয়তা, সীমিত ও স্ফীত সংকল্প যা তার সব সংকীর্ণতার তীব্রতায় নিজেকে বাড়িয়ে তোলে। যেমন রাজসিক ও তামসিক অহং-ভাব আছে, তেমন সাত্ত্বিক অহং-ভাবও আছে, সাত্ত্বিক অহং-ভাবের পরাকাষ্ঠা হ'ল জ্ঞানের বা পুণ্যের অহং-ভাব; কিন্তু যে কোনো প্রকারেরই হ'ক মনের অহং-ভাব থাকলে মুক্তি আসা অসম্ভব। সকল তিনটি গুণকেই অতিক্রম করা চাই। সত্ত্ব আমাদের নিয়ে যেতে পারে পরম আলোকের কাছে, কিন্তু যখন আমরা দিব্য প্রকৃতির জ্যোতির্মণ্ডিত দেহের মধ্যে প্রবেশ করি তখন সত্ত্বর সীমিত স্বচ্ছতা আমাদের কাছ থেকে চলে যায়।

এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা সাধারণতঃ পেতে চেষ্টা করা হয় অপরা প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে সরে এসে। এই সরে আসার ফলে নৈষ্কর্ম্যের দিকে ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। যখন সত্ত্ব নিজেকে প্রবল করতে চায় তখন সে চেষ্টা করে রজঃ থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং সেজন্য নৈষ্কর্ম্যের তামসিক তত্ত্বের সাহায্য নেয়; এইজন্য এক বিশেষ প্রকারের উৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক মানুষ আন্তর সত্তার মধ্যেই গভীরভাবে বাস করে, তারা কর্মের বাহ্য জীবনে আদৌ থাকে না বললেই হয়, আর না হয়, থাকলেও থাকে অনুপযুক্ত ও অক্ষম হ'য়ে। মোক্ষসাধক এই দিকে আরো অগ্রসর হয়, তার প্রয়াস হ'ল প্রাকৃত সত্তার উপর এক আলোকিত তমঃ আরোপ করা যাতে সত্ত্বগুণ নিজেকে বিলীন করতে পারে চিৎ-পুরুষের আলোকের মধ্যে, কারণ মুক্তিপ্রদ আলোকিত অবস্থার জন্য এই তমঃ অক্ষমতা অপেক্ষা বরং বেশী হ'ল এক উপশম। দেহের উপর, কামনা ও অহং-গত সক্রিয়

প্রাণ-পুরুষের উপর, বাহ্য মনের উপর এক অচঞ্চলতা ও নিস্তব্ধতা আরোপিত হয়, আর সাত্ত্বিক প্রকৃতি চেষ্টা করে ধ্যানের শক্তির দ্বারা, আরাধনার আত্যন্তিক একাগ্রতার দ্বারা, অন্তর্মুখী হ'য়ে পরমের দিকে নিবিষ্ট সংকল্পের দ্বারা নিজেকে বিলীন করতে চিৎ-পুরুষের মধ্যে। নিবৃত্তিমূলক বিমুক্তির পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত হ'লেও, অখণ্ড সিদ্ধির মুক্তির পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত নয়। এই মুক্তি নির্ভর করে নৈষ্কর্ম্যের উপর এবং সম্পূর্ণ স্বপ্রতিষ্ঠ ও একান্ত নয়; যে মুহূর্তে পুরুষ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তখনই সে দেখে যে প্রকৃতির কাজ তখনো চলে পুরণো অপূর্ণ গতিতে। প্রকৃতি থেকে পুরুষের এক প্রকার মুক্তি আছে যা নৈষ্কর্ম্যের দ্বারা লাভ করা যায়, কিন্তু ইহা প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের সেই মুক্তি নয় যা কি কর্মে, কি নৈষ্কর্ম্যে সকল সময়েই পূর্ণ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। এখন প্রশ্ন হ'ল---এইরকম মুক্তি ও সিদ্ধি সম্ভবপর কি না এবং এই পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার সর্ত কি হ'তে পারে?

সাধারণ ধারণা এই যে এইরূপ মুক্তি ও সিদ্ধি সম্ভবপর নয়, কারণ সকল ক্রিয়াই নিম্ন ত্রিগুণের অন্তর্গত, সুতরাং ত্রুটিপূর্ণ "সদোষম্" হ'তে বাধ্য, সব ক্রিয়ারই উৎপত্তির কারণ হল গুণত্রয়ের গতি বিষমতা, সাম্যের অভাব ও অস্থির সংঘর্ষ; কিন্তু যখন অসম গুণগুলি সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় আসে তখন প্রকৃতির সকল ক্রিয়ার সমাপ্তি হয়, আর পুরুষ বিশ্রাম করে নিশ্চলতার মধ্যে। আমরা বলতে পারি যে ভগবান হয় তাঁর নীরবতার মধ্যেই থাকতে পারেন, নয় প্রকৃতির মধ্যে কাজ করতে পারেন ইহার করণব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁকে নিতে হবে ইহার সংঘর্ষ ও অপূর্ণতার বেশ। দেহধারী অপূর্ণ মনোময় পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির সহিত বর্তমান সব সম্পর্ক সমেত মানবীয় চিৎ-পুরুষের মধ্যে ভগবানের সাধারণ ন্যস্ত ক্রিয়ার পক্ষে তা সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সিদ্ধির দিব্য প্রকৃতির পক্ষে ইহা সত্য নয়। ত্রিগুণের সংঘর্ষ হ'ল অপরা প্রকৃতিতে অপূর্ণতার এক প্রতিরূপ মাত্র; এই তিনগুণ হ'ল ভগবানের তিন স্বরূপগত শক্তির প্রতিরূপ, এই তিনশক্তি যে শুধু নিশ্চলতার এক সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থার মধ্যে অবস্থিত তা নয়, ইহারা দিব্য ক্রিয়ার এক সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলিত। আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে তমঃ হ'য়ে ওঠে এক দিব্য শান্তি যা ক্রিয়ার নিশ্চেষ্টতা ও অসামর্থ্য নয়, বরং এক পূর্ণশক্তি যা তার মধ্যে তার সকল সামর্থ্য ধারণ করে এবং যা সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও বিপুল

কর্মপ্রবৃত্তিকেও আনে শান্তির বিধানের ছত্রতলে; রজঃ হ'য়ে ওঠে চিৎ-পুরুষের এক স্বয়ং-সাধক প্রবর্তক একান্ত সংকল্প যা কামনা, প্রচেষ্টা, সংঘর্ষশীল উগ্রভাব নয়, বরং সত্তার সেই একই পূর্ণশক্তি যা অনন্ত, অক্ষুব্ধ ও আনন্দময় ক্রিয়ায় সমর্থ। সত্ত্ব এক পরিমিত মানসিক আলো, "প্রকাশ" হয় না, ইহা হ'য়ে ওঠে ভাবগত সত্তার স্বপ্রতিষ্ঠ আলো, "জ্যোতি" যা সত্তার পূর্ণ শক্তির মূলতত্ত্ব আর দিব্য নিশ্চলতা এবং দিব্য কর্ম-সংকল্পকে আলোকিত করে তাদের ঐক্যের মধ্যে। সাধারণ মুক্তি দিব্য নিশ্চলতার মধ্যে স্থির দিব্য আলো পায়, কিন্তু অখণ্ড সিদ্ধির লক্ষ্য,--এই মহত্তর ত্রয়াত্মক ঐক্য।

প্রকৃতির এই মুক্তি যখন আসে, তখন প্রকৃতির বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সমগ্র আধ্যাত্মিক অর্থেরও মুক্তি আসে। অপরা প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলি হ'ল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহং-এর রূপায়ণের দ্বারা ক্লিষ্ট পুরুষের উপর ত্রিগুণের খেলার অনিবার্য ফল। এই দ্বন্দ্বের গ্রন্থি হ'ল এমন এক অবিদ্যা যা বিষয়সমূহের আধ্যাত্মিক সত্য গ্রহণে অসমর্থ আর একাগ্র হয় অপূর্ণ সব অবভাসের উপর, কিন্তু তাদের আন্তর সত্যকে আয়ত্ত ক'রে যে ইহা তাদের মোকাবিলা করে তা নয়, বরং তাদের সহিত ইহার ব্যবহারে থাকে সংঘর্ষ এবং আকর্ষণ ও বিকর্ষণের, সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের, পছন্দ ও অপছন্দের, সুখ ও দুঃখের, হর্ষ ও বিষাদের, স্বীকার ও বিদ্বেষের এক পরিবর্তনশীল সাম্য; আমাদের কাছে সকল জীবন মনে হয় যেন এই সব বিষয়ের এক জটিল মিশ্রণ--প্রিয় ও অপ্রিয়ের, সুন্দর ও অসুন্দরের, সত্য ও মিথ্যার, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের, সফলতা ও বিফলতার, শুভ ও অশুভের জটিল মিশ্রণ, প্রকৃতির অচ্ছেদ্য দ্বিগুণ জাল। ইহার সব রুচি ও বিদ্বেষের প্রতি আসক্তি পুরুষকে আবদ্ধ রাখে শুভ ও অশুভের, হর্ষ ও বিষাদের এই জালে। মুক্তিসাধক আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, তার অন্তঃপুরুষ থেকে সব দ্বন্দ্ব নিক্ষেপ করে, কিন্তু যেহেতু দ্বন্দ্বগুলিকে দেখা যায় জীবনের সমগ্র কার্য, উপাদান ও গঠন বলে, সেহেতু, মনে হয় এই মুক্তি পাবার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হবে জীবন থেকে নিবৃত্তি--তা সে নিবৃত্তি বাহ্য ও স্থূল নিবৃত্তি হ'ক,--অবশ্য দেহ থাকার সময় যতদূর তা সম্ভব হয় ততদূর নিবৃত্তি--আর না হয় তা হ'ক আন্তর প্রত্যাহার, প্রকৃতির সমগ্র ক্রিয়ার প্রতি অনুমোদনের অস্বীকৃতি, মুক্তিপ্রদ বিতৃষ্ণা, "বৈরাগ্য"। এইভাবে পুরুষ বিচ্ছিন্ন হয়

প্রকৃতি থেকে। তখন পুরুষ ঊর্ধ্বে আসীন হ'য়ে, "উদাসীন" হ'য়ে প্রাকৃত সত্তার মধ্যে গুণের সংঘর্ষকে নিরীক্ষণ করে অচঞ্চল ভাবে এবং দেহ ও মনের সুখ দুঃখকে দেখে নির্বিকার সাক্ষী রূপে। আর না হয়, সে তার বাহ্য মনেরও উপর তার উদাসীনতা আরোপ ক'রতে সমর্থ হ'য়ে অনাসক্ত দ্রষ্টার নিরপেক্ষ শান্তির অথবা নিরপেক্ষ হর্ষের সহিত বিশ্ব ক্রিয়া নিরীক্ষণ করে, যার মধ্যে তার আর কোনো সক্রিয় আন্তর যোগ থাকে না। এই সাধনার পরিণতি হ'ল জন্ম পরিহার ও নীবর আত্মার মধ্যে প্রস্থান, "মোক্ষ"।

কিন্তু এই পরিহার মুক্তির সম্ভাব্য শেষ কথা নয়। অখণ্ড মুক্তি তখনই আসে যখন বিতৃষ্ণা বা "বৈরাগ্যের" উপর প্রতিষ্ঠিত এই "মুমুক্ষত্ব"কে, মোক্ষের প্রতি তীব্র অনুরাগকে ছাড়িয়ে ইহার অতীত হওয়া যায়; তখন পুরুষ মুক্ত হয় যেমন প্রকৃতির নিম্ন ক্রিয়ার আসক্তি থেকে, তেমন আবার, ভগবানের বিশ্বক্রিয়ার প্রতি সকল বিদ্বেষ থেকেও। এই মুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে যখন আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান কাজ করতে পারে অতি-মানসিক জ্ঞানের সহিত, প্রকৃতির ক্রিয়াকে গ্রহণ ক'রে এবং প্রবর্তনায় অতিমানসিক জ্যোতির্ময় সংকল্প নিয়ে। বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজে পায়, বিষয়সমূহের মধ্যে ভগবানকে দেখে এবং যে সকল বস্তুকে মঙ্গলের বিপরীত বলে মনে হয় সে সকলকেও দেখে মঙ্গলের অন্তঃপুরুষ; ঐ অন্তঃপুরুষ সে সবের মধ্যে ও তাদের বাহিরে উন্মুক্ত হয়, অপূর্ণ বা বিপরীত রূপের সকল বিকৃতি হয় খসে পড়ে, না হয় রূপান্তরিত হয় তাদের পরতর দিব্যসত্যে––যেমন গুণগুলি ফিরে যায় তাদের দিব্য তত্ত্বে––আর চিৎ-পুরুষ বাস করে এক বিশ্বময়, অনন্ত ও অনপেক্ষ সত্য, শিব, সুন্দর, আনন্দের মাঝে, আর ইহাই অতিমানসিক অথবা আদর্শ দিব্য প্রকৃতি। প্রকৃতির মুক্তি এক হয় চিৎ-পুরুষের মুক্তির সহিত এবং সেখানেই অখণ্ড স্বাধীনতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় অখণ্ড সিদ্ধি।

১০ অধ্যায়

সিদ্ধির ষড়ঙ্গ

যখন করণগত প্রকৃতির ভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল ক্রিয়া থেকে আত্মা শুদ্ধ হ'য়ে মুক্ত হয় নিজের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, চেতনা, শক্তি ও আনন্দের মধ্যে আর প্রকৃতি নিজেই মুক্ত হয় বিভিন্ন সংঘর্ষরত গুণ ও দ্বন্দ্বের এই নিম্ন ক্রিয়ার জটিলতা থেকে দিব্য শান্তি ও দিব্য ক্রিয়ার উচ্চ সত্যের মধ্যে, তখন আধ্যাত্মিক সিদ্ধি সম্ভবপর হয়। সিদ্ধিলাভের পূর্বে শুদ্ধি ও মুক্তি অপরিহার্য। আধ্যাত্মিক আত্ম-সিদ্ধির একমাত্র অর্থ হ'ল ভাগবত সত্তার প্রকৃতির সহিত একত্বে উপচয়, সুতরাং ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যেমন হবে, এই সিদ্ধির জন্য আমাদের সাধনার লক্ষ্য, প্রয়াস ও পদ্ধতিও তেমন হবে। মায়াবাদীর কাছে সত্তার শ্রেষ্ঠ অথবা বরং একমাত্র আসল সত্য হ'ল নির্বিকার, নৈর্ব্যক্তিক, আত্ম-সচেতন ব্রহ্ম; সুতরাং সিদ্ধি সম্বন্ধে তার ভাবনা হ'ল চিৎ-পুরুষের নির্বিকার শান্তি, নৈর্ব্যক্তিকতা ও শুদ্ধ আত্ম-সংবিতে উপচিত হওয়া এবং তার পথ হ'ল বিশ্বসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা বর্জন এবং নীরব আত্ম-জ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ। বৌদ্ধদের কাছে শ্রেষ্ঠ সত্য হ'ল সত্তার অভাব আর তাদের সুষ্ঠু পথ হ'ল, সত্তার অনিত্যতা ও দুঃখ এবং কামনার বিপজ্জনক নিঃসারতা উপলব্ধি করা এবং অহংভাব এবং ইহার আশ্রয়স্বরূপ ভাবনার সহচার ও কর্মপরম্পরার লয়সাধন করা। পরতম সম্বন্ধে অন্যান্য ভাবনাগুলি অত অসদর্থক নয়; নিজের নিজের ভাবনা অনুযায়ী এই সবের লক্ষ্য হ'ল ভগবানের সহিত কিছু সাদৃশ্যলাভ, আর প্রতি সাধনাতেই সেই মতো পথ নেওয়া হয়, যেমন, ভক্তের পথ হ'ল প্রেম ও পূজা এবং তার লক্ষ্য হল প্রেমের দ্বারা ভগবানের সাদৃশ্যে বিকশিত হওয়া। কিন্তু পূর্ণযোগের পক্ষে সিদ্ধির অর্থ হবে এমন দিব্য চিৎ-পুরুষ ও দিব্য প্রকৃতি যার মধ্যে জগতের ভিতর দিব্য সম্পর্ক ও ক্রিয়ার স্থান হবে; ইহার ব্যাপক অর্থে বোঝায় সমগ্র প্রকৃতিকে দিব্য-ভাবাপন্ন করা এবং তার সত্তা ও ক্রিয়ার সকল অনুচিত গ্রন্থি বর্জন করা তবে আমাদের সত্তার কোনো অংশ অথবা আমাদের ক্রিয়ার কোনো ক্ষেত্র পরিহার করা নয়। সুতরাং সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া এক বিশাল

ও জটিল কাজ এবং ইহার সব ফল ও কর্মধারার পরিসরও অনন্ত ও বিচিত্র। একটি সূত্র ও পদ্ধতি পাবার জন্য আমাদের কর্তব্য হবে সিদ্ধির কতকগুলি অত্যাবশ্যক ও মৌলিক অঙ্গ ও প্রয়োজনীয় বিষয় স্থির করা; কারণ এইগুলি সুনিশ্চিতভাবে পাওয়া গেলে, দেখা যাবে যে বাকী সব শুধু তাদের স্বাভাবিক বিকাশ অথবা বিশেষ কর্মপ্রণালী। এই অঙ্গ-গুলিকে আমরা ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি; ইহাদের প্রত্যেকটি অনেক পরিমাণে অপরগুলির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এক প্রকার পরপর হিসাবেই তাদের পাওয়া যায়। সাধনার শুরু হবে অন্তঃপুরুষের এক ভিত্তিমূলক সমত্ব থেকে এবং ব্রাহ্মী ঐক্যের বৃহত্ত্বের মধ্যে সিদ্ধসত্তার মধ্য দিয়ে তা উর্ধ্বে আরোহণ করবে ভগবানের আদর্শ ক্রিয়াতে।

প্রথম আবশ্যক হ'ল,--প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়, অভিঘাত ও ক্রিয়ার সহিত অন্তঃপুরুষের ব্যবহার ও সংস্পর্শ বিষয়ে তার স্বরূপগত ও প্রাকৃত সত্তায় এক মৌলিক স্থিতিলাভ। এই স্থিতিতে আমরা উপনীত হব পরিপূর্ণ "সমতার" মধ্যে বিকশিত হ'য়ে। আত্মা, চিৎ-পুরুষ বা ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই এক এবং সেজন্য সকলের কাছেই এক। সমত্বের এই ভাবনাকে গীতায় পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা হ'য়েছে এবং অন্ততঃ ইহার একটি দিক সম্বন্ধে ইহার অনুভূতির নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। গীতায় বলা হয়েছে যে আত্মা "সমং ব্রহ্ম", সম ব্রহ্ম। এমন কি এক শ্লোকে গীতায় সমত্ব ও যোগকে এক করা হয়েছে,--"সমত্বং যোগ উচ্যতে"--"সমত্বকে যোগ বলা হয়"। অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যের, ব্রহ্ম হওয়ার, অনন্তের মধ্যে সত্তার অক্ষুব্ধ আধ্যাত্মিক স্থিতিতে বিকশিত হওয়ার নিদর্শন হ'ল সমত্ব। ইহার গুরুত্ব এত বেশী যে ইহার সম্বন্ধে যতই বলা হ'ক তা অতিশয়োক্তি হয় না; কারণ সমত্বের দ্বারাই বোঝা যায় যে আমরা আমাদের প্রকৃতির অহমাত্মক সব নির্ধারণ অতিক্রম করেছি, দ্বন্দ্ব সমূহে আমাদের দাসসুলভ সাড়া জয় করেছি, ত্রিগুণের বিকারশীল বিক্ষোভের অতীত হয়েছি, আর প্রবেশ করেছি মুক্তির প্রসন্নতা ও প্রশান্তির মধ্যে। সমত্ব চেতনার এমন এক পর্যায় যা আমাদের সমগ্র সত্তায় ও প্রকৃতির মধ্যে নিয়ে আসে অনন্তের শাশ্বত শান্তি। উপরন্তু ইহা এক সুদৃঢ় ও সুষ্ঠু দিব্য ক্রিয়ার অবস্থা; অনন্তের বিশ্ব ক্রিয়ার সুদৃঢ়তা ও বিপুলতার প্রতিষ্ঠা হ'ল তার শাশ্বত শান্তি যা ঐ ক্রিয়ার দ্বারা কখনো ভঙ্গ বা স্খলিত হয় না। ইহাই নিঃসন্দেহে সুষ্ঠু আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য; চিৎপুরুষে, বুদ্ধিতে, মনে, হৃদয়ে, প্রাকৃত

চেতনাতে—এমনকি স্থূলতম চেতনাতেও—সকল বিষয়ে সম ও এক হওয়া এবং করণীয় কর্ম সম্বন্ধে চিৎ-পুরুষ, বুদ্ধি ইত্যাদির ক্রিয়ার বাহ্য অভিযোজনা যাই হ'ক না কেন, তাদের সকল ক্রিয়াকেই অভেদ্য দিব্য সমত্ব ও শান্তিতে সর্বদাই পূর্ণ করা এই আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার অন্তরতম তত্ত্ব হ'তে বাধ্য। উহাকে বলা যায় সমত্বের নিষ্ক্রিয় বা ভিত্তিমূলক, মৌলিক ও গ্রহিষ্ণু দিক; কিন্তু এক সক্রিয় ও প্রভুত্বপূর্ণ দিকও আছে অর্থাৎ সম আনন্দ আছে; যখন সমত্বের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় কেবল তখনই ইহার আসা সম্ভব হয় আর ইহাই তার পরিপূর্ণতার আনন্দময় কুসুম।

ইহার পর সিদ্ধির জন্য আবশ্যক হ'ল মানবীয় প্রকৃতির সকল সক্রিয় অংশকে তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের সেই শ্রেষ্ঠ অবস্থাতে ও কাজের উচ্চতম পর্যায়ে উত্তোলন করা যাতে ইহারা দিব্যভাবাপন্ন হ'য়ে রূপান্তরিত হ'তে সমর্থ হয় মুক্ত, সুষ্ঠু, আধ্যাত্মিক ও দিব্য ক্রিয়ার সত্যকার করণে। কাজের সুবিধার উদ্দেশ্যে, আমরা আমাদের প্রকৃতির যে চারটি অঙ্গকে প্রস্তুত করার জন্য নিতে পারি তারা হ'ল বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ ও দেহ আর আমাদের দেখতে হবে ইহাদের পূর্ণতার উপাদান কি কি হবে। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে আছে ধাতের, চরিত্রের ও স্বভাবের বীর্য যা আমাদের অঙ্গগুলির শক্তিকে ক্রিয়ায় ফলপ্রসূ করে এবং তাদের দেয় তাদের জাতিরূপ ও প্রবণতা; এই বীর্যের সংকীর্ণতা দূর করে তাকে প্রসারিত ও মার্জিত করা চাই যাতে আমাদের মধ্যস্থ সমগ্র মানবত্ব হতে পারে এক দিব্য মানবত্বের ভিত্তি, আর তখন পুরুষ, আমাদের অন্তঃস্থ প্রকৃত মানব, জীবাত্মা এই মানবীয় যন্ত্রে কাজ করবে পরিপূর্ণভাবে এবং এই মানবীয় আধারে প্রোজ্জ্বল হ'য়ে শোভা পাবে ষোড়শকলায়। সিদ্ধ প্রকৃতিকে দিব্য-ভাবাপন্ন ক'রতে হলে আমাদের কর্তব্য হবে আমাদের সীমিত মানবীয় ক্রিয়াশক্তিকে সরাবার জন্য দিব্য শক্তিকে আবাহন করা, যাতে ইহা পরিণত হ'তে পারে এক মহত্তর অনন্ত ক্রিয়া-শক্তির, "দৈবী প্রকৃতির", "ভাগবতী শক্তির" প্রতিমূর্তিতে এবং পূর্ণ হ'তে পারে তার শক্তিতে। এই সিদ্ধি সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যে পরিমাণে আমরা সমর্থ হই নিজেদের সমর্পণ করতে প্রথমে ঐ ভাগবতীশক্তির এবং আমাদের সত্তা ও কর্মের স্বামী ও অধীশ্বরের দেশনার নিকট এবং পরে তাঁদের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার নিকট। আর ইহার জন্য শ্রদ্ধা অত্যাবশ্যক, সিদ্ধির জন্য আমাদের সব আস্পৃহায় শ্রদ্ধাই আমাদের সত্তার মহতী চালনাশক্তি—এখানে ইহা ভগবানে ও

ভাগবতী শক্তিতে শ্রদ্ধা যা নিঃসন্দেহে আরম্ভ হবে হৃদয়ে ও বুদ্ধিতে কিন্তু অধিকার করবে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি, ইহার সকল চেতনা, ইহার সকল স্ফুরন্ত প্রবর্তক শক্তি। সিদ্ধির এই দ্বিতীয় অঙ্গের মূল তত্ত্ব হ'ল এই চারিটি বিষয়---করণগত প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গের সব পূর্ণ শক্তি, স্বভাবের সিদ্ধ বীর্য, দিব্যশক্তির ক্রিয়ায় তাদের রূপান্তর আর ঐ রূপান্তর আবাহন ও সমর্থন করার জন্য আমাদের সকল অঙ্গে পূর্ণ শ্রদ্ধা---শক্তি, বীর্য, দৈবী প্রকৃতি, শ্রদ্ধা।

কিন্তু যতদিন এই বিকাশসাধন চলে শুধু আমাদের সাধারণ প্রকৃতির সর্বোচ্চ স্তরে, ততদিন আমরা যে সিদ্ধি পেতে পারি তা মন, প্রাণ ও দেহগত পুরুষের অবর সংজ্ঞায় রূপান্তরিত এক প্রতিফলিত ও সীমিত সিদ্ধি, কিন্তু দিব্য ভাবনা ও ইহার শক্তির যে দিব্য সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর তা আমাদের অধিকারে আসে না। তা পাওয়া যাবে এই সব অবর তত্ত্বের উজানে, অতিমানসিক বিজ্ঞানে; সুতরাং সিদ্ধির পরবর্তী ধাপ হবে মনোময় পুরুষের বিবর্তন বিজ্ঞানময় পুরুষে। যে সবের দ্বারা এই বিবর্তন সাধিত হয় তা হল, মানসিক সংকীর্ণতা বিদীর্ণ করে উর্ধ্বে গমন, আমাদের সত্তার যে পরবর্তী উচ্চতর লোক বা ভূমি এখন আমাদের কাছ থেকে মানসিক প্রতিফলনের ভাস্বর ঢাকনা দিয়ে প্রচ্ছন্ন আছে তার মধ্যে উর্ধ্বগামী পদক্ষেপ, আর আমরা যা সব সে সবের রূপান্তর এই মহত্তর চেতনার সংজ্ঞায়। স্বয়ং বিজ্ঞানের মধ্যেই অনেকগুলি পর্যায় আছে, আর তাদের উচ্চতম পর্যায় উন্মুক্ত হয় পূর্ণ ও অনন্ত আনন্দের মধ্যে। বিজ্ঞানকে একবার ফলপ্রসূভাবে ক্রিয়ার মধ্যে আবাহন করা হ'লে, ইহা বুদ্ধি, সংকল্প, ইন্দ্রিয়-মানস, হৃদয়, প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়বোধাত্মক সত্তার সকল পর্যায়গুলি উত্তরোত্তর তুলে নিয়ে জ্যোতির্ময় ও সামঞ্জস্যকারী রূপান্তরের দ্বারা তাদের পরিণত করবে দিব্য অস্তিত্বের সত্য, শক্তি ও আনন্দের ঐক্যে। আমাদের সমগ্র বুদ্ধিগত, সংকল্পগত, স্ফুরন্ত, নৈতিক, সৌন্দর্যগ্রাহী, ইন্দ্রিয়বোধাত্মক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তাকে ইহা ঐ আলোক ও শক্তির মধ্যে উত্তোলন ক'রে তাদের রূপান্তরিত করবে তাদের নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ তাৎপর্যে। আবার সব শারীরিক সংকীর্ণতা জয় ক'রে আরো সুষ্ঠু ও দিব্য করণগত দেহ বিকাশ করারও ক্ষমতা ইহার আছে। ইহার আলোক অতিচেতনের ক্ষেত্রগুলি উন্মুক্ত ক'রে অব-চেতনের মধ্যে তার রশ্মি নিক্ষেপ ক'রে তার মধ্যে তার জ্যোতির্ময় বন্যা

ঢেলে দেয় এবং ইহার সব অস্পষ্ট সংকেত ও অবরুদ্ধ রহস্য আলোকিত করে। ইহা আমাদের নিয়ে যায় অনন্তের এক মহত্তর আলোকের মধ্যে; এমন কি সর্বোত্তম মানসিকতারও ক্ষীণতর দীপ্তিতে অনন্তের যে প্রতি-ফলন হয় তার চেয়ে বিশালতর এই আলোক। যে সময় ইহা জীব-পুরুষ ও প্রকৃতিকে দিব্যতর অস্তিত্বের অর্থে সিদ্ধ করে এবং আমাদের সত্তার বৈচিত্র্যগুলির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য আনে, সে সময় ইহা তার সকল ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করে তার উৎস পরম ঐক্যের উপর এবং সব কিছুকে তুলে নেয় ঐ ঐক্যের মধ্যে। ইহার ক্রিয়ার দ্বারা, ব্যক্তিসত্ত্ব ও নৈর্ব্যক্তিকতা-- অস্তিত্বের এই দুটি শাশ্বত দিককে এক করা হয় পুরুষোত্তমের আধ্যাত্মিক সত্তার ও প্রকৃতি-দেহের মধ্যে।

এই যে বিজ্ঞানময় সিদ্ধি যা প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক তাকে সম্পন্ন করতে হবে এখানে দেহের মধ্যে, এবং ইহাতে স্থূল জগতের মধ্যে জীবনকে ইহার অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করা হয় যদিও বিজ্ঞান আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে জড় বিশ্বের অতীত বিভিন্ন লোক ও জগতের অধিকার। সুতরাং স্থূল শরীর কর্মের এক ভিত্তি, "প্রতিষ্ঠা", ইহাকে অবজ্ঞা, অবহেলা করা যায় না অথবা আধ্যাত্মিক বিবর্তন থেকে বাদ দেওয়া যায় নাঃ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ দিব্য জীবনযাত্রার বাহ্য যন্ত্র হিসাবে দেহের সিদ্ধি বিজ্ঞান-ময় রূপান্তরের এক আবশ্যকীয় অঙ্গ। এই পরিবর্তন সাধনের উপায় হ'ল শারীর চেতনা ও ইহার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে বিজ্ঞানময় পুরুষের বিধান আনা এবং বিজ্ঞানময় পুরুষ যে আনন্দময় পুরুষের মধ্যে উন্মুক্ত হয় সেই আনন্দময় পুরুষেরও বিধান আনা। এই সাধনার সর্বোত্তম পরিণতিতে আসে সমগ্র শারীর চেতনার আধ্যাত্মীকরণ ও দীপ্তি এবং দেহের বিধানের দিব্যত্বসাধন। কারণ, এই জড়ীয়ভাবে দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গোচর আধারের স্থূল অন্নময় কোষের পশ্চাতে ইহাকে অধিচেতনভাবে ধরে আছে মনোময় পুরুষের এক সূক্ষ্মশরীর এবং বিজ্ঞানময় পুরুষের এক আধ্যাত্মিক বা কারণশরীর যা আরো বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম চেতনার দ্বারা জানা যায় এবং যার মধ্যে পাওয়া যাবে আধ্যাত্মিক দেহধারণের সকল সিদ্ধি; ইহাই দেহের এখনো অপ্রকট দিব্য বিধান। কোনো কোনো যোগী যে শারীর সিদ্ধি লাভ করে তার বেশীর ভাগই আসে সূক্ষ্মশরীরের বিধানকে কিছু উন্মুক্ত করার ফলে অথবা আধ্যাত্মিক শরীরের বিধানের কিছুকে নিম্নে আবাহন করার ফলে। সাধারণ পদ্ধতি হ'ল হঠযোগের ভৌতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা

(যার কিছুটা রাজযোগেরও অন্তর্গত) অথবা তন্ত্র সাধনার পদ্ধতির দ্বারা চক্রগুলির উন্মীলন। অবশ্য ইচ্ছা করলে, পূর্ণযোগের জন্য কোনো কোনো পর্যায়ে এই সবকে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ইহারা অপরিহার্য নয়; কারণ এখানে নির্ভর করা হয় পরতর সত্তার শক্তির উপর যাতে অবর অস্তিত্বের পরিবর্তন সাধন হয়, এমন এক কর্মধারা নির্বাচন করা হয় যা কাজ করে প্রধানতঃ উপর থেকে নিম্নের দিকে, বিপরীতভাবে নয়, সেজন্য বিজ্ঞানের মহত্তর শক্তির বিকাশের জন্য প্রতীক্ষা করা হয় যোগের এই অংশে করণমূলক পরিবর্তনরূপে।

বাকী আছে বিজ্ঞানময় ভিত্তির উপর সুষ্ঠু ক্রিয়া ও ভোগের আলোচনা,--কারণ তখন এই সব সম্পূর্ণ সম্ভব হবে। পুরুষ বিশ্ব অভিব্যক্তির মধ্যে আসে তার অনন্ত অস্তিত্বের বৈচিত্র্যের জন্য, জ্ঞান, ক্রিয়া, ভোগের জন্য; বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিপূর্ণতা আনে এবং ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত করবে দিব্য ক্রিয়া এবং জগৎ ও সত্তার ভোগকে গঠন করবে সত্যের বিধান অনুযায়ী, চিৎ-পুরুষের স্বাধীনতা ও সিদ্ধি অনুযায়ী। কিন্তু এই ক্রিয়া বা ভোগের কোনোটিই গুণত্রয়ের নিম্ন ক্রিয়ার অধীন হবে না অথবা ইহার পরিণামস্বরূপ আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার যে প্রধানতঃ রাজসিক কামনার তৃপ্তির অহমাত্মক ভোগ তা-ও হবে না। যা কিছু কামনা থাকবে,--যদি এই নাম দেওয়া হয়,--তাহলে তা হবে দিব্য কামনা অর্থাৎ পুরুষের আনন্দলাভের সংকল্প যে তার স্বাধীনতা ও সিদ্ধির মধ্যে উপভোগ করে সিদ্ধ প্রকৃতির ও তার সকল অঙ্গের ক্রিয়া। এই প্রকৃতি সমগ্র মানবপ্রকৃতিকে নেবে নিজের পরতর দিব্য সত্যের বিধানের মধ্যে এবং কাজ করবে ঐ বিধানের মধ্যে এবং তার ক্রিয়ার ও সত্তার বিশ্ব উপভোগকে নিবেদন করবে তার কর্মপ্রণালীর অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা যে আনন্দময় ঈশ্বর, অস্তিত্ব ও কর্মের প্রভু এবং আনন্দের পরম চিৎ-পুরুষ, তাঁর নিকট। জীবপুরুষ হবে এই ক্রিয়া ও নিবেদনের প্রবাহপ্রণালী এবং একই সাথে উপভোগ করবে ঈশ্বরের সহিত তার একত্ব এবং প্রকৃতির সহিত তার একত্ব; আবার সে অনন্ত ও সান্তের সহিত, ভগবান ও বিশ্ব ও বিশ্বের মধ্যে সকল সত্তার সহিত সকল সম্পর্ক উপভোগ করবে বিশ্ব পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞায়।

সকল বিজ্ঞানময় বিবর্তন ঊর্ধ্বে উন্মুক্ত হয় আনন্দের দিব্য তত্ত্বের মধ্যে; এই তত্ত্বটিই সচ্চিদানন্দের অথবা সনাতন ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক

সত্তা, চেতনা ও আনন্দের পরিপূর্ণতার প্রতিষ্ঠা। প্রথমে ইহা মানসিক অনুভূতিতে পাওয়া যায় প্রতিফলনের দ্বারা, ইহার পর ইহাকে আরো পূর্ণ ও সরাসরিভাবে পাওয়া যাবে পুঞ্জীভূত ও দীপ্ত চেতনার মধ্যে, "চিদ্ ঘনের" মধ্যে যা আসে বিজ্ঞানের মাধ্যমে। সিদ্ধ পুরুষ বাস করবে এই ব্রাহ্মী চেতনার মধ্যে পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হ'য়ে, সে সচেতন থাকবে ব্রহ্মের মধ্যে,---যে ব্রহ্ম সর্ব, "সর্বম্ ব্রহ্ম", যে ব্রহ্ম সত্তায় অনন্ত, ও গুণে অনন্ত, "অনন্ত ব্রহ্ম", যে ব্রহ্ম স্বপ্রতিষ্ঠ চেতনা ও বিশ্ব-জ্ঞানস্বরূপ, "জ্ঞানম্ ব্রহ্ম", যে ব্রহ্ম স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ ও ইহার সত্তার বিশ্বময় আনন্দ স্বরূপ, "আনন্দম্ ব্রহ্ম"। তার অনুভব হবে যে সকল বিশ্ব সেই পরম একের অভিব্যক্তি, সকল গুণ ও ক্রিয়া তাঁর বিশ্বময় ও অনন্ত শক্তির ক্রীড়া, সকল জ্ঞান ও সচেতন অনুভূতি ঐ চেতনার বহিঃপ্রবাহ, সবই ঐ এক আনন্দের সংজ্ঞা। তার অন্নময় সত্তা এক হবে সকল জড় প্রকৃতির সহিত, তার প্রাণময় সত্তা এক হবে বিশ্বের প্রাণের সহিত, তার মন এক হবে বিশ্বমনের সহিত, তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সংকল্প এক হবে দিব্যজ্ঞান ও সংকল্পের সহিত যেমন স্বরূপে, তেমন আবার যখন ইহা নিজেকে ঢেলে দেয় এই সকল প্রবাহ প্রণালীর মধ্য দিয়ে, তার চিৎ-পুরুষ এক হবে সকল সত্তার চিৎ-পুরুষের সহিত। তার কাছে বিশ্ব অস্তিত্বের সকল বৈচিত্র্য পরিবর্তিত হবে ঐ ঐক্যের মধ্যে এবং প্রকট হবে ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের রহস্যের মধ্যে। কারণ এই আধ্যাত্মিক আনন্দ ও সত্তার মধ্যে সে 'তৎ'এর সহিত এক হবে যে 'তৎ' সকল অস্তিত্বের প্রভব ও আধেয় ও অন্তর্বাসী ও চিৎ-পুরুষ ও গঠনমূলক শক্তি। ইহাই হবে আত্ম-সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা।

১১ অধ্যায়

সমত্বের সিদ্ধি

আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক হ'ল সম্পূর্ণ সমত্ব। যে অর্থে আমরা সিদ্ধি কথাটি যোগে ব্যবহার করি তাতে ইহার অর্থ হ'ল অপরা অদিব্য প্রকৃতি থেকে পরতর দিব্য প্রকৃতিতে উপচয়। জ্ঞানের ভাষায় ইহার অর্থ পরতর আত্মার সত্তা ধারণ করা এবং অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় খণ্ডিত অবর আত্মা বিসর্জন দেওয়া, অথবা আমাদের অপূর্ণ অবস্থাকে রূপান্তরিত করা আমাদের প্রকৃত ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিসত্ত্বের নিটোল জ্যোতির্ময় পরিপূর্ণতায়। ভক্তি ও আরাধনার ভাষায়, ইহার অর্থ ভগবানের প্রকৃতির সাদৃশ্যে অথবা ভগবানের সত্তার ধর্মে উপচয়, আমাদের অভীপ্সায় পাত্রের সহিত মিলিত হওয়া,---কারণ এই সাদৃশ্য, সত্তার ধর্মের এই একত্ব না থাকলে, ঐ বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক চিৎপুরুষ এবং এই ব্যষ্টি চিৎ-পুরুষের মধ্যে ঐক্য সম্ভবপর নয়। পরা দিব্যপ্রকৃতির প্রতিষ্ঠা সমত্বের উপর। আমরা পরম সত্তাকে শুদ্ধ নীরব পরমাত্মা ও চিৎপুরুষ ব'লে দেখি অথবা বিশ্ব অস্তিত্বের দিব্য অধীশ্বর ব'লে দেখি---উভয় ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। শুদ্ধ পরমাত্মা বিশ্ব অস্তিত্বের সকল ঘটনা ও সম্পর্কের নিরপেক্ষ শান্তির মধ্যে সম, অবিচল ও দ্রষ্টা। অবশ্য এই সবে তার বিতৃষ্ণা না থাকলেও--বিতৃষ্ণা সমত্ব নয়, তাছাড়া বিশ্ব অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরমাত্মার বিতৃষ্ণা থাকলে, বিশ্বের উৎপত্তি আদৌ সম্ভব হ'ত না, অথবা জগৎ-চক্রও চলতে পারত না--অনাসক্তি, সম দৃষ্টির প্রসন্নতা, যে সব প্রতিক্রিয়াগুলি বাহ্য প্রকৃতিতে জড়িত পুরুষের অশান্তির কারণ ও অক্ষমতাজনক দুর্বলতাস্বরূপ সেগুলির অতীত অবস্থা---ইহারা নীরব অনন্তের শুদ্ধতার সার পদার্থ এবং বিশ্বের বহুমুখী প্রবৃত্তিতে ইহার নিরপেক্ষ সম্মতি ও সমর্থনের অবস্থা। কিন্তু পরতমের যে শক্তিতে এই গতিগুলি নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হয় সেই শক্তিতেও ঐ একই সমত্ব এক ভিত্তিমূলক অবস্থা।

বিষয়সমূহের অধীশ্বর বিষয়সমূহের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত বা বিক্ষুব্ধ হন না; তা যদি তিনি হ'তেন, তাহ'লে তিনি সে সবের অধীন

হ'তেন, তাদের প্রভু হ'তেন না, অথবা নিজের অজেয় সংকল্প ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী এবং তাদের বিভিন্ন সম্পর্কের পশ্চাতে অবস্থিত তত্ত্বের আন্তর সত্য ও রীতি অনুযায়ী স্বচ্ছন্দভাবে তাদের বিকশিত করতে পারতেন না, বরং বাধ্য হ'তেন সাময়িক আকস্মিক ব্যাপার ও ঘটনার দাবী অনুযায়ী কার্য করতে। সকল বিষয়ের সত্য থাকে তাদের গহনপুরে, উপরতলার চরিষ্ণু অস্থির তরঙ্গরূপের মধ্যে নয়। পরম চিন্ময় পুরুষ তাঁর দিব্যজ্ঞানে ও সংকল্পে ও প্রেমে সে সবের ক্রম-বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের গভীর প্রদেশ থেকে––যদিও আমাদের অজ্ঞানতার কাছে এই বিকাশকে মনে হয় এক নিষ্ঠুর বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষেপ;––তিনি উপরের কোলাহলে বিক্ষুব্ধ হন না। আমাদের অন্ধ অন্বেষণ এবং প্রচণ্ড ভাবাবেগের সহিত দিব্য প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নেই; যখন আমরা ভগবানের ক্রোধ বা অনুগ্রহের কথা বলি অথবা বলি যে মানবের মাঝে ভগবান কষ্ট পাচ্ছেন, তখন আমরা মানুষী ভাষা প্রয়োগ করি, তাতে আমরা যে ক্রিয়ার কথা বলি তার আন্তর তাৎপর্য অশুদ্ধ হ'য়ে পড়ে। আমরা সে সবের আসল সত্যের কিছু দেখতে পাই যখন আমরা প্রাতিভাসিক মন ছাড়িয়ে উপরে উঠি আধ্যাত্মিক সত্তার শিখরসমূহে। কারণ তখন আমরা দেখি যে কি আত্মার নীরবতায়, অথবা কি বিশ্বের মধ্যে তার ক্রিয়ায়, ভগবান সর্বদাই সচ্চিদানন্দ, চিন্ময় পুরুষের এক অনন্ত অস্তিত্ব, এক অনন্ত চেতনা এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত শক্তি, তাঁর সকল অস্তিত্বে এক অনন্ত আনন্দ। আমরা নিজেরাই শুরু করি এক সম আলোক, শক্তি, হর্ষের মধ্যে বাস করতে––যেগুলি আত্মা ও বিষয়সমূহে অবস্থিত দিব্য জ্ঞান, সংকল্প ও আনন্দের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর, আর এই আত্মা ও বিষয়সমূহ হ'ল ঐ সব অনন্ত উৎস থেকে আসা সক্রিয় বিশ্বময় বহির্বর্ষণ। ঐ আলোক, শক্তি ও হর্ষের বীর্যে আমাদের অন্তঃস্থ এক গূঢ় আত্মা ও চিৎ-পুরুষ জীবন সম্বন্ধে মনের প্রতিলিপির দ্বিবর্ণগুলিকে গ্রহণ ক'রে সে সবকে সর্বদাই রূপান্তরিত করে তার সুষ্ঠু অনুভূতির খাদ্যে, আর এখনো যদি আমাদের অন্তরে এই প্রচ্ছন্ন মহত্তর অনুভূতি না থাকত, আমরা বিশ্ব-শক্তির চাপ সহ্য করতে অথবা এই বিশাল ও বিপজ্জনক জগতে বাস করতে পারতাম না। আমাদের চিৎ-পুরুষ ও প্রকৃতির এক সম্পূর্ণ সমত্ব এমন এক উপায় যার সাহায্যে আমরা অশান্ত ও অজ্ঞানময় বাহ্য চেতনা থেকে পিছনে যেতে পারি এই আন্তর স্বর্গরাজ্যে এবং অধিকার করতে

পারি চিৎ-পুরুষের মহত্ত্বপূর্ণ, আনন্দময়, শান্তিভরা সনাতন রাজ্যসমূহ, "রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্"। যোগে আত্ম-সিদ্ধিকারী লক্ষ্য আমাদের কাছ থেকে যে সমত্বের সাধনা দাবী করে তার সম্পূর্ণ ফল এবং সমগ্র ব্যাপার হ'ল দিব্য প্রকৃতিতে ঐ আত্ম-উন্নয়ন।

আমাদের সত্তার সমগ্র ধাতুকে তার বর্তমান অশান্ত মানসিকতার উপাদান থেকে বাহির করে আত্মার ধাতুতে রূপান্তরিত করার জন্য অন্তঃপুরুষের সম্পূর্ণ সমত্ব ও শান্তি অপরিহার্য। আবার যদি আমাদের আস্পৃহা থাকে আমাদের বর্তমান বিশৃঙ্খল ও অজ্ঞানময় ক্রিয়া সরিয়ে তার স্থানে এমন মুক্ত চিৎপুরুষের স্বাধিকৃত ও ভাস্বর সব কাজ আনা যে তার প্রকৃতির শাস্তা ও বিশ্ব সত্তার সহিত এক সুরে বাঁধা, তাহ'লেও ঐ সমত্ব ও শান্তি সমভাবেই অপরিহার্য। যদি আমাদের চিৎ-পুরুষের সমত্ব এবং আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন প্রবর্তক শক্তির সমত্ব না থাকে তাহ'লে দিব্য ক্রিয়া তো বটেই, এমন কি সুষ্ঠু মানবীয় ক্রিয়াও অসম্ভব। ভগবান সকলের প্রতিই সম, তাঁর বিশ্বের নিরপেক্ষ ভর্ত্তা, তিনি সব কিছু দেখেন সমদৃষ্টিতে, বিকাশমান সত্তার যে বিধান তিনি নিজের অস্তিত্বের গহন রাজ্য থেকে বাহিরে এনেছেন তাতে তিনি সম্মতি দেন, যা সহ্য করা প্রয়োজন তা তিনি সহ্য করেন, যা অবনমন করা দরকার তা তিনি অবনমন করেন, যা উত্তোলন করা দরকার তা তিনি উত্তোলন করেন, আর তিনি সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন সকল ঘটনার সকল কারণ ও পরিণাম সম্বন্ধে এবং তাদের আধ্যাত্মিক ও অর্থক্রিয়াকারী তাৎপর্যের পরিস্ফুটন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও সম জ্ঞান নিয়ে। ভগবান যে কামনার কোনো অশান্ত প্রচণ্ড ভাবাবেগবশে সৃষ্টি করেন তা নয়, অথবা পক্ষপাতদুষ্ট অভিরুচির আসক্তিবশে পালন ও রক্ষা করেন তা-ও নয় অথবা ক্রোধ, বিরক্তি অথবা বিতৃষ্ণার মত্ত আবেগে ধ্বংস করেন তা-ও নয়। ছোট ও বড়, উচিত ও অনুচিত, অজ্ঞ ও বিজ্ঞ––সকলেরই সহিত তিনি ব্যবহার করেন সকলের আত্মা হিসাবে, আর সত্তার সহিত গভীর অন্তরঙ্গ ও এক হ'য়ে তিনি সকলকে চালনা করেন তাদের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী, আর তিনি তা করেন পরিমাণ সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা, শক্তি ও ঔচিত্য সমেত। কিন্তু সকলের মধ্য দিয়েই তিনি বিষয়সমূহকে সঞ্চালন করেন যুগচক্রের মধ্যে নিজের বৃহৎ লক্ষ্য অনুসারে এবং ক্রমোন্নতির ধারায় পুরুষকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করেন তার আপতিক অগ্রগতি ও পশ্চাদ্গতির মধ্য দিয়ে উচ্চতর

এবং আরো উচ্চতর সেই বিকাশের দিকে যা বিশ্বপ্রেত্যির অর্থ। যে আত্ম-সিদ্ধিকারী জীব ভগবানের সহিত সংকল্পে এক হওয়ার এবং নিজের প্রকৃতিকে ভগবদুদ্দেশ্যের যন্ত্র করার প্রয়াসী তার কর্তব্য হবে মানবীয় অজ্ঞানতার অহমাত্মক ও পক্ষপাতদুষ্ট মত ও প্রেরণা থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রসারিত করা এবং এই পরম সমত্বের প্রতিমূর্তিতে নিজেকে গঠন করা।

ক্রিয়ায় এই সম স্থিতি পূর্ণযোগ সাধকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ তার কর্তব্য হবে সেই সম সম্মতি ও বোধ অর্জন করা যা দিব্য ক্রিয়ার বিধানে সাড়া দেবে,--তার উপর কোনো পক্ষপাতদুষ্ট সংকল্প এবং ব্যক্তিগত আস্পৃহার উগ্র দাবী চাপাবার চেষ্টা না ক'রে। যারা ভগবানের সুষ্ঠু যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে চাইবে তাদের কাছ থেকে প্রথম যা দাবী করা হয় তা হ'ল,--এক জ্ঞানপূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা, এক শান্ত সমত্ব, এক বিশ্বজনীনতা' যা সকল বিষয়কে দেখবে ভগবানের, এক অবিভক্ত সন্মাত্রের বিভিন্ন অভিব্যক্তি হিসাবে, বিষয়সমূহের গতিবিধিতে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, অসহিষ্ণু হয় না, অথবা অপর পক্ষে উত্তেজিত, অত্যুৎসক বা অবিমৃষ্যকারীও হয় না, বরং দেখে যে বিধান পালন করা চাই এবং কালের গতি মানা প্রয়োজন, বিষয় ও সত্তাসমূহের বাস্তবতা সমবেদনার সহিত দেখে ও বোঝে, আবার যেমন বর্তমান অবভাসের পশ্চাতে তাদের আন্তর তাৎপর্যের দিকে তাকায় তেমন সম্মুখে তাকায় দিব্য সম্ভাবনা-সমূহের উদ্‌ঘাটনের দিকে। কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক সম্মতি এক ভিত্তি মাত্র। মানব এমন এক বিবর্তনের যন্ত্র যার প্রথমে থাকে এক সংঘর্ষের ছদ্মবেশ কিন্তু যা উত্তরোত্তর বিকশিত হয় এক সতত জ্ঞানপূর্ণ মীমাংসার সত্যতর ও গভীরতর অর্থে এবং যা উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে এই সংঘর্ষ ও মীমাংসার অধুনা অন্তর্লীন বিশ্বসুষমার গভীর-তম সত্য ও তাৎপর্য। এই বিবর্তনের গতিবিধি ত্বরান্বিত করার যন্ত্র হওয়াই সিদ্ধ মানবীয় অন্তঃপুরুষের সদা কর্তব্য। ইহার জন্য প্রকৃতির মধ্যে যে কোনো মাত্রায় হ'ক এক দিব্যশক্তি উপস্থিত থাকা প্রয়োজন যা কাজ করবে অন্তঃস্থ দিব্য সংকল্পের রাজোচিত শক্তিতে। কিন্তু সিদ্ধ ও চিরস্থায়ী, ক্রিয়ায় অবিচল, সত্য সত্যই দিব্য হ'তে হ'লে ইহাকে অগ্রসর হ'তে হবে এক আধ্যাত্মিক সমত্বের, সকল সত্তার সহিত এক শান্ত, নৈর্ব্যক্তিক ও সম আত্ম-অভিন্নতার, সকল ক্রিয়া-শক্তির জ্ঞানের ভিত্তিতে। বিশ্বের

অগণিত কর্মধারার মধ্যে ভগবান কাজ করেন এক প্রচণ্ড শক্তিতে কিন্তু তার ভিত্তি হল এক অভঙ্গনীয় একত্ব, স্বাধীনতা ও শান্তির আলোক ও শক্তি। সিদ্ধ পুরুষের দিব্য কর্ম ঐরূপই হওয়া চাই। আর সত্তার যে অবস্থা ক্রিয়ার মধ্যে এই পরিবর্তিত ভাবনা সম্ভব করে তা হ'ল সমত্ব।

কিন্তু এমন কি মানবীয় সিদ্ধিতেও সমত্ব অপরিহার্য, ইহা তার অন্যতম প্রধান উপাদান এবং এমন কি ইহার অত্যাবশ্যক বাতাবরণ। মানবীয় সিদ্ধিকে সিদ্ধি নামের যোগ্য হ'তে হ'লে তার লক্ষ্যের মধ্যে দুইটি জিনিষ থাকা দরকার---আত্ম-প্রভুত্ব ও পারিপার্শ্বিকের উপর প্রভুত্ব; মানবপ্রকৃতির দ্বারা এই শক্তিগুলি যত বেশী পরিমাণ লাভ করা সম্ভব তত বেশী পরিমাণ লাভ করার জন্যই সাধনা করা দরকার। আত্ম-সিদ্ধির জন্য মানবের প্রবেগ হ'ল আত্ম-নিয়ন্তা ও অধিপতি হওয়া, প্রাচীন ভাষায় "স্বরাট্" ও "সম্রাট্" হওয়া। কিন্তু যদি সে অপরা প্রকৃতির আক্রমণের অধীন হয়, যদি সে হর্ষ ও শোকের বিক্ষোভে, সুখ ও দুঃখের প্রবল স্পর্শে, তার বিভিন্ন ভাবাবেগ ও প্রচণ্ড আবেগের কোলাহলে, তার ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দের বন্ধনে, কামনা ও আসক্তির দৃঢ় শৃঙ্খলে, ব্যক্তিগত ও ভাবাবেগ চালিত পক্ষপাতমূলক বিচার ও মতের সঙ্কীর্ণতায় তার অহং-ভাবের শত শত স্পর্শে এবং তার ভাবনা, বেদনা ও ক্রিয়ার উপর ইহার পরবর্তী ছাপে বশীভূত হয়, তাহ'লে তার পক্ষে স্বরাট্ হওয়া সম্ভবপর নয়। এইসব বিষয় অবর আত্মার, ছোট "আমি"র, দাসত্বস্বরূপ আর সে যদি তার নিজের প্রকৃতির অধিপতি হ'তে চায় তাহলে তার অন্তঃস্থ বড় "আমি"র কর্তব্য হবে এই ছোট "আমি"কে পদদলিত করা। এই সবকে জয় করাই আত্ম-প্রভুত্বের সর্ত; কিন্তু ঐ জয়লাভের জন্য সমত্ব প্রয়োজন, এবং ইহাই সাধনার সার কথা। সম্ভব হ'লে, এই সব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া, অথবা অন্ততঃ তাদের প্রভু হ'য়ে তাদের উর্ধ্বে যাওয়াই সমত্ব। তাছাড়া, যে স্বরাট্ নয়, সে তার পারিপার্শ্বিকের প্রভু হ'তে সক্ষম হয় না। বাহিরের প্রভু হওয়ার জন্য যে জ্ঞান, সংকল্প, সামঞ্জস্য দরকার তা আসতে পারে শুধু আন্তর জয়ের বিজয় মুকুট হিসাবে। একমাত্র সত্য, ঋত ও বিশ্বময় বৃহত্ত্বের পক্ষেই এই প্রভুত্ব সম্ভবপর, তবে ইহারা আমাদের অপূর্ণতার সম্মুখে যে মহান্ আদর্শ উপস্থাপিত করে অথচ যা সব মনে হয় ইহাদের বিরোধী এবং তাদের অভিব্যক্তির প্রতিবন্ধ সে সব বুঝে তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয় সেই আদর্শ যে আত্ম-

অধিকারী অন্তঃপুরুষ ও মন সর্বদাই অনুসরণ ক'রে ঐ সত্য, ঋত ও বিশ্বময় বৃহত্ত্বকেই নিঃস্বার্থ সমত্বের সহিত অনুসরণ করে তারও সম্পদ এই প্রভুত্ব। এমন কি আমাদের যে বাস্তব মানবীয় মানসিকতার স্তরে শুধু এক সীমিত সিদ্ধি পাওয়া সম্ভব, সেখানেও এই নিয়ম সত্য। কিন্তু যোগের আদর্শের কাজ হ'ল এই স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্যের লক্ষ্য নিয়ে ইহাকে বৃহত্তর আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা। সেখানেই ইহা তার পূর্ণ শক্তি পায় এবং চিৎ-পুরুষের দিব্যতর মাত্রার নিকট উন্মুক্ত হয়; কারণ অনন্তের সহিত একত্বের দ্বারাই, সান্ত বিষয়সমূহের উপর আধ্যাত্মিক শক্তি সক্রিয় হ'য়েই, আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির এক প্রকার শ্রেষ্ঠ অখণ্ড সিদ্ধি তার নিজের স্বপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শুধু আত্মার নয়, প্রকৃতিতেও সম্পূর্ণ সমত্ব আত্ম-সিদ্ধি যোগের এক অবস্থা। স্পষ্টতঃই ইহা লাভের জন্য প্রথম কাজ হবে আমাদের ভাবময় ও প্রাণময় সত্তার বিজয়, কারণ এইখানেই আছে সব চেয়ে বড় অনর্থের সব মূল, অসমতা ও অধীনতার সব চেয়ে দুর্দান্ত সব শক্তি, আমাদের অপূর্ণতার সর্বাপেক্ষা দুরাগ্রহী দাবী। আমাদের প্রকৃতির এই সব অংশের সমত্ব আসে শুদ্ধি ও মুক্তির দ্বারা। আমরা বলতে পারি যে সমত্বই মুক্তির সঠিক নিদর্শন। প্রাণিক কামনার প্রবেগের আধিপত্য থেকে এবং উগ্র ভাবাবেগের দ্বারা অন্তঃপুরুষের উপর অশান্ত প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হবার অর্থ এমন এক প্রসন্ন ও সম হৃদয় ও প্রাণতত্ত্ব পাওয়া যাকে নিয়ন্ত্রণ করে এক বিশ্বজনীন পুরুষের উদার ও সমদৃষ্টি। কামনাই প্রাণের, প্রাণতত্ত্বের অশুদ্ধতা ও ইহার বন্ধনের শৃঙ্খল। মুক্ত প্রাণের অর্থ এক সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত প্রাণ-পুরুষ যে বাহ্য বিষয়সমূহের সংস্পর্শের সম্মুখীন হয় কামনা-শূন্য হ'য়ে, এবং সে সবকে গ্রহণ করে ও সাড়া দেয় সমভাবে; পছন্দ ও অপছন্দর দাসত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হ'য়ে এবং ইহাদের উর্ধ্বে উন্নীত হ'য়ে, সুখ দুঃখের প্রবেগে উদাসীন থেকে, প্রিয় বিষয়ের দ্বারা উত্তেজিত না হ'য়ে, অপ্রিয়ের দ্বারা উদ্বিগ্ন ও অভিভূত না হ'য়ে, ইহার রুচিকর স্পর্শগুলিতে আসক্তির সহিত আঁকড়ে না থেকে, বিতৃষ্ণা আসে এমন সব স্পর্শগুলিকে প্রচণ্ডভাবে প্রতিহত না করে, ইহা উন্মুক্ত থাকে অনুভূতির মহত্তর সব মূল্যে। ভীতিপ্রদ বা অনুগ্রহ প্রার্থী হ'য়ে যা সব জগৎ থেকে আসে সে সব ইহা স্থাপন করে পরতর বিভিন্ন তত্ত্বের নিকট, এমন এক যুক্তিবুদ্ধি ও হৃদয়ের নিকট যা চিৎ-পুরুষের আলো ও শান্ত

হর্ষের সহিত সংযুক্ত অথবা ইহাদের দ্বারা পরিবর্তিত। চিৎ-পুরুষের দ্বারা এইভাবে শান্ত ও বশীভূত হ'য়ে এবং আমাদের অন্তঃস্থ গভীরতর ও সূক্ষ্মতর অন্তঃপুরুষের উপর নিজের প্রভুত্ব আরোপ করার চেষ্টা আর না ক'রে এই প্রাণপুরুষ নিজেই আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হবে এবং বিষয়-সমূহের সহিত চিৎ-পুরুষের দিব্যতর ব্যবহারের নির্মল ও মহৎ যন্ত্ররূপে কাজ করবে। প্রাণ সংবেগকে অথবা ইহার স্বকীয় উপযোগিতা ও বৃত্তিকে বৈরাগ্যবশে বিনাশ করার কোনো প্রশ্ন এখানে নেই; ইহার বিনাশ চাওয়া হয় না, তবে চাওয়া হয় ইহার রূপান্তর। প্রাণের বৃত্তি হ'ল উপভোগ কিন্তু অস্তিত্বের প্রকৃত উপভোগ হ'ল অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক আনন্দ, আমাদের প্রাণিক, ভাবাবেগপ্রধান অথবা মানসিক সুখ এখন যেমন স্থূল মনের প্রভাবে নিকৃষ্ট এবং সেজন্য আংশিক ও বিক্ষুব্ধ তেমন নয়, বরং আত্মা ও সকল অস্তিত্বের প্রশান্ত রভসের মধ্যে অধিগত হয়েছে এমন আধ্যাত্মিক আনন্দের এক গভীর ও পুঞ্জীভূত ঘন অবস্থা ইহা। অধিকার করাই ইহার বৃত্তি, অধিকারের দ্বারাই পুরুষের বিষয়ভোগ আসে কিন্তু আসল অধিকার ইহাই, এই অধিকার বিশাল ও অন্তর্মুখী বাহিরের কিছু আয়ত্ত করার উপর ইহা নির্ভর করে না, কারণ এক্ষেত্রে আমরা যা আয়ত্ত করি তার বশীভূত হই। সকল বাহ্য প্রাপ্তি ও উপভোগের অর্থ হবে নিজের জগদ্-সত্তার বিভিন্ন রূপ ও ঘটনার সহিত আধ্যাত্মিক আনন্দের তৃপ্ত ও সম লীলার এক সুযোগ মাত্র। যাতে এই মহত্তর বিষয়, এই বিশাল বিশ্বজনীন ও সুষ্ঠু জীবন আসা সম্ভব হয় তার জন্য দরকার সকল অহমাত্মক প্রাপ্তি ত্যাগ, ভগবান ও বিভিন্ন সত্তা ও জগতের উপর অহং-এর দাবীর অর্থে বিষয়সমূহকে নিজেদের করা বর্জন, অর্থাৎ 'পরিগ্রহ' বর্জন (অপরিগ্রহ)। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", কামনা ও প্রাপ্তির অহমাত্মক বোধ ত্যাগ করেই পুরুষ দিব্য ভাবে ভোগ করে তার আত্মা ও এই বিশ্ব।

সেইরূপ মুক্ত হৃদয় এমন এক হৃদয় যা বিভিন্ন আবেগ ও প্রচণ্ড ভাবাবেগের ঝড় ঝাপটা থেকে মুক্ত; শোক, ক্রোধ, ঘৃণা ও ভয়ের নিষ্ঠুর স্পর্শ, প্রেমের অসমতা, হর্ষের উদ্বেগ, দুঃখের ব্যথা—এই সব সম হৃদয় থেকে খসে পড়ে, এ হৃদয় থাকে বিশাল, প্রশান্ত, সম, জ্যোতির্ময়, দিব্য। এই সব বিষয় আমাদের সত্তার মূল প্রকৃতি নয়, এই সব আমাদের বাহ্য সক্রিয় মানসিক ও প্রাণিক প্রকৃতির বর্তমান গঠনের এবং তার পারি-পার্শ্বিকের সহিত ব্যবহারের সৃষ্টি। এই সব বিচ্যুতির জন্য দায়ী হ'ল

অহং-বোধ যার জন্য আমরা পৃথক সত্তা হিসাবে ব্যবহার করতে প্ররোচিত হই এবং আমাদের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত দাবী ও অনুভূতি দিয়েই বিশ্বের সব মূল্য নির্ণয় করি। যখন আমরা নিজেদের মধ্যে এবং বিশ্বের চিৎ-পুরুষের মধ্যে ভগবানের সহিত ঐক্যে বাস করি, তখন এই সব অপূর্ণতা আমাদের থেকে খসে পড়ে, তারা অন্তর্হিত হয় আন্তর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের শান্ত ও সম বীর্য ও আনন্দের মধ্যে। ঐ ভগবান সর্বদাই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান; আমাদের অন্তরে যে অধিচেতন চৈত্যপুরুষ তাঁর অস্তিত্বের আনন্দের গোপন যন্ত্র তার মধ্য দিয়ে আসার পথে বাহ্য স্পর্শগুলি তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই তিনি তাদের রূপান্তরিত করেন। হৃদয়ের সমত্বের দ্বারা আমরা উপরতলার অশান্ত কাম-পুরুষ থেকে সরে এসে এই গভীরতর সত্তার দ্বার খুলে দিই, আর ইহার প্রতিক্রিয়াগুলি বাহিরে এনে যা সব আমাদের ভাবময় সত্তাকে প্রলুব্ধ করে সে সবের উপর ঐ সব প্রতিক্রিয়ার সঠিক দিব্য মূল্য আরোপ করি। এই সিদ্ধির পরিণতি হ'ল আধ্যাত্মিক অনুভবের এক মুক্ত, সুখময়, সম ও সর্বগ্রাহী হৃদয়।

এই সিদ্ধিতেও বৈরাগীর কোনো কঠোর সংবেদনশূন্যতার, কোনো তটস্থ আধ্যাত্মিক উদাসীনতার অথবা আত্ম-দমনের কোনো কণ্টকর কর্কশ তপস্যার প্রশ্ন নেই। ইহা ভাবময় প্রকৃতির বিনাশ নয়, তবে ইহা এক রূপান্তর। এখানে আমাদের বাহ্য প্রকৃতিতে যা সব বিকৃত অথবা অপূর্ণরূপে উপস্থিত হয় সে সবেরও এক তাৎপর্য ও উপকারিতা আছে, আর তা ফুটে ওঠে যখন আমরা ফিরে যাই ভাগবতসত্তার মহত্তর সত্যে। প্রেম বিনষ্ট হবে না, তবে পূর্ণ করা হবে, ইহাকে প্রসারিত করা হবে ইহার প্রশস্ততম সামর্থ্যে, গভীর করা হবে ইহার আধ্যাত্মিক রভসে, ভগবদ্-প্রেমে, মানবপ্রেমে, সকল বিষয়েরই প্রেমে যেন এই সব আমরা নিজেরা, যেন ইহারা ভগবানের বিভিন্ন সত্তা ও শক্তি ; এখন আমরা যে সব বিষয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দিই যেমন ক্ষুদ্র হর্ষ ও বিষাদের জোরালো অহমাত্মক, স্বার্থপরায়ণ প্রেম, ও দুরাগ্রহী সব দাবী যাদের সহিত জড়িত থাকে ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা ও সন্তুষ্টির, ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টার এবং ক্লান্তি, বিচ্ছেদ ও বিরহের গতিবৃত্তির বিচিত্র বিন্যাস---সে সব সরিয়ে তাদের স্থানে আসবে এক বিশাল বিশ্বজনীন প্রেম যা নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপনে আদৌ অসমর্থ নয়। শোকেয় অবসান হবে, তার স্থলে আসবে এক বিশ্বজনীন সম প্রেম ও সমবেদনা, তবে এই সমবেদনার অর্থ দুঃখে

দুঃখ অনুভব করা নয়, ইহা এমন এক শক্তি যা নিজেই দুঃখমুক্ত, এবং অপরকে উৎসাহ দিতে, সাহায্য করতে, মুক্ত করতে সক্ষম। মুক্ত-পুরুষের পক্ষে ক্রোধ ও ঘৃণা অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের প্রবল রুদ্রশক্তি যে অসম্ভব তা নয়, এই শক্তি ঘৃণা না করেও যুদ্ধ করতে, ক্রোধ না করেও ধ্বংস করতে সক্ষম; কারণ সকল সময়ই ইহা জানে যে যা ইহা ধ্বংস করে সে সব তার নিজেরই অংশ, তার নিজেরই অভিব্যক্তি, সুতরাং যাদের মধ্যে এই সব অভিব্যক্তি মূর্তিমন্ত হ'য়েছে তাদের প্রতি তার সম-বেদনার ও সহবোধের কোনো পরিবর্তন হয় না। আমাদের সকল ভাবময় প্রকৃতিতে এই উচ্চ মুক্তিপ্রদ রূপান্তর আসবে; কিন্তু যাতে এই রূপান্তর সাধন সম্ভব হয় তার জন্য সম্পূর্ণ সমত্বই কার্যকরী সর্ত।

আমাদের সত্তার বাকী অংশেও ঐ একই সমত্ব আনা অবশ্য কর্তব্য। আমাদের সমগ্র স্ফুরন্ত প্রকৃতি এখন কাজ করে বিভিন্ন অসম সংবেগের, অবর অজ্ঞানময় প্রকৃতির অভিব্যক্তির প্রভাবে। এই প্রবেগগুলিকে আমরা হয় পালন করি, নয় আংশিক নিয়ন্ত্রণ করি, না হয় তাদের উপর আমাদের যুক্তিবুদ্ধির প্রভাব দিই যাতে তারা পরিবর্তিত ও সংযত হয়, আর দিই আমাদের মন ও সৌন্দর্যবোধের প্রভাব যাতে তারা বিশুদ্ধ হয় এবং সুনীতিবিষয়ক ধারণার প্রভাব যাতে তারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের প্রচেষ্টার ব্যামিশ্র ফল হ'ল উচিত ও অনুচিত, উপকারী ও অনিষ্টকারী, সামঞ্জস্য-পূর্ণ অথবা বিশৃঙ্খল ক্রিয়াসমূহের এক জটিল সুর, মানবীয় যুক্তি ও যুক্তি-হীনতার, পাপ ও পুণ্যের, মান ও অপমানের, মহৎ ও নীচের, লোক-প্রশংসিত ও লোক-নিন্দিত সব বিষয়ের পরিবর্তনশীল মান, আত্ম-শ্লাঘা বা নিন্দার অথবা আত্ম-ন্যায়পরায়ণতার এবং বিরক্তির, অনুতাপ ও লজ্জা ও নৈতিক অবসাদের অত্যধিক ঝন্ঝাট। অবশ্য বর্তমানে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবর্তনের জন্য এই সব নিঃসন্দেহে অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু এক মহত্তর সিদ্ধির সাধক এই সব দ্বন্দ্ব থেকে সরে আসবে, এসবকে দেখবে সম-দৃষ্টিতে এবং সমত্বের মাধ্যমে লাভ করবে স্ফুরন্ত তপসের, আধ্যাত্মিক শক্তির এক নিরপেক্ষ ও বিশ্বজনীন ক্রিয়া যার মধ্যে তার নিজের শক্তি ও সংকল্প রূপান্তরিত হয় দিব্য কর্মধারার এক মহত্তর প্রশান্ত রহস্যের শুদ্ধ ও সঙ্গত যন্ত্রে। এই স্ফুরন্ত সমত্বের ভিত্তির উপর সাধারণ মানসিক মানগুলি অতিক্রম করা হবে। তার সংকল্পের দৃষ্টি উজানে তাকিয়ে দেখবে ভাগবত সত্তার এক শুদ্ধতার দিকে, দিব্য জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত দিব্য-

সংকল্প-শক্তির প্রেরণার দিকে আর তার সিদ্ধ প্রকৃতি হবে এই শক্তির যন্ত্র। কিন্তু যতদিন স্ফুরন্ত অহং ভাবময় ও প্রাণিক সব সংবেগের এবং ব্যক্তিগত বিচারের অভিরুচির দাস হ'য়ে তার ক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে ততদিন তা হওয়া অসম্ভব। সংকল্পের পূর্ণ সমত্ব এমন শক্তি যাতে কর্মের প্রতি অবর প্রেরণার এই গ্রন্থিগুলি ছিন্নভিন্ন করে। এই সংকল্প অবর সব সংবেগে সাড়া দেবে না, বরং মনের ঊর্ধ্বে পরম আলোকের মহত্তর দৃষ্টিসম্পন্ন প্রেরণার জন্য সজাগ ও সতর্ক থাকবে, ইহা বুদ্ধিগত বিচার দিয়ে বিচার ও শাসন করবে না বরং দর্শনের এক উচ্চতর লোক থেকে আসা আলোক ও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবে। যেমন যেমন ইহা ঊর্ধ্বপানে অতিমানসিক সত্তায় আরোহণ করে এবং অন্তর্মুখী হয়ে আধ্যাত্মিক বিশালতায় প্রসারিত হয়, তেমন তেমন স্ফুরন্ত প্রকৃতি ভাবময় ও প্রাণিক প্রকৃতির মতোই রূপান্তরিত, আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হবে, এবং বিকশিত হবে দিব্য প্রকৃতির এক শক্তিতে। করণগুলি তাদের নতুন কর্মধারার সহিত সংগতিতে আসতে অনেক বিচ্যুতি ও প্রমাদ ও অপূর্ণতা দেখা দেবে, কিন্তু যে পুরুষ উত্তরোত্তর সম হচ্ছে সে এই সব বিষয়ে বড় বেশী উদ্বিগ্ন বা ব্যথিত হবে না, কারণ আত্মার মধ্যে ও মনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত পরম আলোক ও শক্তির দেশনার নিকট ন্যস্ত হওয়ায় সে তার পথে চলবে দৃঢ় আশ্বাস নিয়ে এবং রূপান্তরের কাজে যতই পতন ও অভ্যুদয় হ'ক না কেন সে তার সমাপ্তি পর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বর্ধিষ্ণু প্রশান্তির সহিত। গীতায় শ্রীভগবান যে পরম আশ্বাসবাণী দিয়েছেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"––ইহাই হবে তার দৃঢ় প্রত্যয়ের মূলমন্ত্র।

প্রকৃতিস্থ করণগুলির সিদ্ধিসাধনের এক অংশ হ'ল,––আর ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ––চিন্তক মনের সিদ্ধি। আমাদের মানসিকতার ভিত্তিস্বরূপ আমাদের সব বুদ্ধিগত অভিরুচিতে বিচারে, মতামতে, কল্পনায়, স্মৃতির সংকীর্ণতাজনক সহচারসমূহে আমাদের যে বর্তমান মনোহর আত্ম-সমর্থক আসক্তি, এবং আমাদের অভ্যাসগত মনের চলন্ত সব পুনরাবৃত্তিতে, আমাদের অর্থক্রিয়াকারী মনের নির্বন্ধসমূহে, এমন কি আমাদের বুদ্ধিগত সত্য-মানসেরও সংকীর্ণতায় আমাদের যে বর্তমান ঐরূপ আসক্তি––সে আসক্তিকেও বর্জন করা চাই অন্যান্য আসক্তির মতোই এবং তার স্থলে আনা চাই সমদৃষ্টির নিরপেক্ষতা। আমাদের

চেতনার সীমিত প্রকৃতির দরুণ এবং আমাদের ধীশক্তিরও ইহার যুক্তিতর্ক ও বোধির ক্ষুদ্র ভাণ্ডারের পক্ষপাতিত্বের জন্য বিদ্যা ও অবিদ্যা, সত্য ও প্রমাদ প্রভৃতির যেসব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সে সবকে সম ভাবনামানস দেখবে, তাদের গ্রহণ করবে ঐ জটের কোনো সূত্রেই আবদ্ধ না হ'য়ে এবং অপেক্ষা করবে জ্যোতির্ময় অতিক্রমণের জন্য। অবিদ্যার মধ্যে সে দেখবে এমন এক বিদ্যা যা আটক রয়েছে এবং চেষ্টা করছে বা প্রতীক্ষা করছে মুক্তির জন্য, প্রমাদের মধ্যে দেখবে এমন এক কর্মরত সত্য যা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে অথবা হাতড়ানো মন যাকে নিক্ষেপ করেছে ভ্রান্তিজনক রূপের মধ্যে। অপরদিকে সে তার বিদ্যার দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ বা সীমিত রাখবে না অথবা নতুন জ্যোতির দিকে অগ্রসর হবার কোনো নিষেধে নিরস্ত হবে না, অথবা সত্যকে পুরোপুরি ব্যবহার করার সময়ও ইহাকে কঠোরভাবে আঁকড়ে থাকবে না অথবা ইহার বর্তমান গঠনে তাকে জোর করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবে না। চিন্তক মনের এই একান্ত সমত্ব অপরিহার্য, কারণ এই অগ্রগতির উদ্দেশ্য হ'ল সেই মহত্তর আলো যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরতর লোকের অন্তর্গত। এই সমত্ব সব চেয়ে কোমল ও দুরূহ আর মানুষের মন ইহার অনুশীলন করে সব চেয়ে কম; ঊর্ধ্বে অবলোকনকারী মানসিকতার উপর অতিমানসিক আলোক যতদিন না পুরোপুরি এসে পড়ে, ততদিন এই সিদ্ধি অসম্ভব। তবে মানসিক ধাতুর উপর ঐ আলোকের স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া সম্ভব হ'তে হ'লে আগেই প্রয়োজন হবে বুদ্ধির মধ্যে সমত্বের জন্য এক বর্ধিষ্ণু সংকল্প। ইহার অর্থ যে বুদ্ধির এষণার ও বিশ্বউদ্দেশ্যের বর্জন অথবা কোনো উদাসীনতা অথবা নিরপেক্ষ অবিশ্বাস নয়, আর অনুপাখ্যের নীরবতার মধ্যে সকল ভাবনাকে নিস্তব্ধ করা তা-ও নয়। যাতে মন এক পরতর আলোক ও জ্ঞানের সম প্রবাহপ্রণালী হ'তে পারে সেজন্য মনকে ইহার নিজস্ব আংশিক কর্মধারা থেকে মুক্ত করা যখন উদ্দেশ্য হয় তখন মানসিক ভাবনাকে নিস্তব্ধ করা সাধনার এক অঙ্গ; কিন্তু মানসিক ধাতুরও রূপান্তরসাধন অবশ্য কর্তব্য; তা না হ'লে পরতর আলোক পূর্ণ অধিকার পায় না আর মানুষের মাঝে দিব্য চেতনার সুব্যবস্থিত কর্মের জন্য শক্তিশালী রূপগ্রহণেও অসমর্থ। অনুপাখ্যের নীরবতা ভাগবত সত্তার এক সত্য কিন্তু যে বাক্ প্রসৃত হয় ঐ নীরবতা থেকে তা-ও এক সত্য এবং এই বাক্‌কেই দেহ দিতে হবে প্রকৃতির সচেতন রূপের মধ্যে।

কিন্তু প্রকৃতির এই সব সমত্ব সাধন এক উদ্যোগপর্ব, ইহাদের অন্তিম লক্ষ্য হ'ল সেই পরতম আধ্যাত্মিক সমত্বসাধন যাতে এই সমত্ব সমগ্র সত্তাকে অধিকার ক'রে এমন এক ব্যাপক বাতাবরণ তৈরী করতে পারে যার মধ্যে ভগবানের আলোক, শক্তি ও হর্ষ নিজেকে প্রকট করতে পারে মানবের মধ্যে আর তা হয় বর্ধিষ্ণু পরিপূর্ণতার মাঝে। ঐ সমত্ব হ'ল সচ্চিদানন্দের শাশ্বত সমত্ব। ইহা অনন্ত সত্তার এমন এক সমত্ব যা স্বপ্রতিষ্ঠ, ইহা সনাতন চিৎ-পুরুষের সমত্ব, কিন্তু ইহা মন, হৃদয়, সংকল্প, প্রাণ, শারীর সত্তাকে গড়ে তুলবে নিজের ছাঁচে। ইহা অনন্ত আধ্যাত্মিক চেতনার এমন এক সমত্ব যা এক দিব্যজ্ঞানের আনন্দময় প্রবহণ ও তৃপ্ত তরঙ্গ-গুলিকে ধারণ করবে ও তাদের ভিত্তি হবে। ইহা দিব্য তপসের এক সমত্ব যা সকল প্রকৃতির মধ্যে দিব্য সংকল্পের জ্যোতির্ময় ক্রিয়া প্রবর্তন করবে। ইহা দিব্য আনন্দের এক সমত্ব যা প্রতিষ্ঠিত করবে দিব্য বিশ্বজনীন আনন্দের ক্রীড়া, বিশ্বজনীন প্রেম ও বিশ্বসৌন্দর্যের অসীম সৌন্দর্যবোধ। অনন্তের আদর্শ সম প্রশান্তি ও প্রসন্নতা আমাদের সিদ্ধ সত্তার বিশাল ব্যোম হবে, কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন সম্পর্কের উপর সক্রিয়া প্রকৃতির মাধ্যমে অনন্তের যে আদর্শ সম ও সুষ্ঠু ক্রিয়া তা হবে আমাদের সত্তার মধ্যে ইহার শক্তির এক অক্ষুব্ধ বহির্বর্ষণ। পূর্ণযোগের সংজ্ঞায় ইহাই সমত্বের অর্থ।

১২ অধ্যায়

সমত্বের পথ

সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু সমত্বের বর্ণনা থেকে দেখা যাবে যে এই সমত্বের দুটি দিক আছে। সুতরাং ইহাকে পাওয়ার জন্য পর পর দুই সাধনক্রিয়ার প্রয়োজন। একটি অপরা প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে আমাদের মুক্ত করে নিয়ে যাবে ভাগবত সত্তার স্থির শান্তিতে; অপরটি আমাদের মুক্ত করবে পরতরা প্রকৃতির পূর্ণ সত্তায় ও শক্তিতে এবং নিয়ে যাবে এক দিব্য ও অনন্ত জ্ঞানের ক্রিয়ার সংকল্পের, আনন্দের সম স্থিতি ও বিশ্বজনীনতার মধ্যে। প্রথমটিকে বলা যেতে পারে নিষ্ক্রিয় বা নেতিবাচক সমত্ব, গ্রহণের সমত্ব যা অস্তিত্বের বিভিন্ন অভিঘাত ও ঘটনার সম্মুখীন হয় নির্বিকারভাবে এবং ইহারা আমাদের উপর যে সব বাহ্যরূপ ও প্রতিক্রিয়া আরোপ করে সে সব খণ্ডন করে। দ্বিতীয়টি হ'ল সক্রিয়, ইতিবাচক সমত্ব যা অস্তিত্বের ঘটনা-সমূহকে গ্রহণ করে তবে এক অবিভক্ত ভাগবতসত্তার অভিব্যক্তি হিসাবে, আর আমাদের অন্তঃস্থ দিব্য প্রকৃতি থেকে সে সবে যে সাড়া আসে তা-ও সম হয় এবং এই সক্রিয় সমত্ব তাদের রূপান্তরিত করে তার বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন মূলে। প্রথমটি বাস করে একম্ ব্রহ্মের শান্তির মধ্যে এবং নিজ থেকে সরিয়ে রাখে সক্রিয় অবিদ্যার প্রকৃতিকে। দ্বিতীয়টি ঐ শান্তিরও মধ্যে বাস করে আবার ভগবানের আনন্দেরও মধ্যে বাস করে এবং প্রকৃতিগত পুরুষের জীবনের উপর আরোপ করে সত্তার দিব্য জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের সব চিহ্ন। এক সাধারণ তত্ত্বের দ্বারা যুক্ত এই দুইটি দিকের দ্বারাই নির্ধারিত হবে পূর্ণযোগের সমত্ব সাধনা।

নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ কেবলমাত্র গ্রহিষ্ণু সমত্ব প্রাপ্তির জন্য সাধনা শুরু হ'তে পারে তিনটি বিভিন্ন তত্ত্ব বা মনোভাব থেকে কিন্তু তাদের ফল ও শেষ পরিণাম একই--তিতিক্ষা, উপেক্ষা (বা উদাসীনতা) ও প্রপত্তি। তিতিক্ষার তত্ত্ব নির্ভর করে আমাদের অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষের সামর্থ্যের উপর যাতে প্রাতিভাসিক প্রকৃতির যে সকল স্পর্শ, অভিঘাত ও আভাস চারিদিকে আমাদের আক্রমণ করে সে সব সহ্য করা হয়,--তাদের দ্বারা পরাভূত না হ'য়ে এবং তাদের সব ভাবময় ,ইন্দ্রিয়বোধাত্মক, স্ফুরন্ত,

বুদ্ধিগত প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতে বাধ্য না হ'য়ে। অপরা প্রকৃতির মধ্যে বাহ্য মনের এই সামর্থ্য নেই। ইহার সামর্থ্য হ'ল চেতনার সীমিত শক্তি, ইহাকে সাধ্যমতো সামাল দিতে হয় সেই সবের সহিত যা সব ইহার উপর এসে পড়ে অথবা তাকে আক্রমণ করে ইহার চারিদিককার অস্তিত্বের এই লোকের চেতনা ও শক্তির আরো বিশাল আবর্ত থেকে। বিশ্বের মধ্যে ইহা যে আদৌ নিজেকে বাঁচিয়ে তার ব্যষ্টি সত্তাকে জাহির করে, তার মূলে বস্তুতঃ আছে তার অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষের সামর্থ্য, কিন্তু জীবনের উপর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য ইহা সেই সামর্থ্যের সবখানি অথবা ঐ শক্তির আনন্ত্য সম্মুখে আনতে সক্ষম হয় না; তা যদি আনতে সক্ষম হ'ত তাহ'লে ইহা তৎক্ষণাৎ ইহার জগতের সমান ও প্রভু হ'তে সক্ষম হত। বস্তুতঃ ইহা যেমন পারে তেমন ভাবে কাজ চালাতে বাধ্য হয়। ইহা কতকগুলি অভিঘাত পেয়ে সে সবকে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণ-ভাবে, কিছু সময়ের জন্য অথবা সব সময়ের জন্য আত্মসাৎ সমীকরণ বা আয়ত্ত করে, আর তখন ইহা সেই পরিমাণে হর্ষ, আমোদ, তৃপ্তি, অভিরুচি, প্রেম ইত্যাদির ভাবময় ও ইন্দ্রিয়বোধাত্মক প্রতিক্রিয়া পায় অথবা স্বীকৃতি, সমর্থন, বোঝাপড়া, জ্ঞান, বিশেষ অনুরাগের বুদ্ধিগত ও মানসিক প্রতিক্রিয়া পায় এবং সেই সবের উপর ইহার সংকল্প সে সবকে ধরে সতৃষ্ণ ও লোলুপ হ'য়ে এবং চেষ্টা করে সেই সবকে দীর্ঘস্থায়ী করতে, পুনঃপুনঃ পেতে, সৃষ্টি ও অধিগত করতে এবং তাদের তার জীবনের. সুখদায়ক অভ্যাসে পরিণত করার জন্য। অন্যান্য অভিঘাতও ইহা পায় কিন্তু দেখে যে সেগুলি এত জোরালো অথবা এত বিসদৃশ ও বেসুরো অথবা এত ক্ষীণ যে সে সব থেকে কোনো তৃপ্তি আসে না; এই সবকেই ইহা সহ্য করতে অথবা নিজের সহিত মেলাতে অথবা আত্মসাৎ করতে অক্ষম হয় এবং তাদের প্রতিক্রিয়ায় বাধ্য হয়ে দেখা দেয় দুঃখ, যন্ত্রণা, অস্বস্তি, অতৃপ্তি, অসন্তোষ, অপছন্দ, বর্জন অথবা বোঝাপড়ায় বা জ্ঞানে অক্ষমতা, অথবা গ্রহণে আপত্তি। ইহা চেষ্টা করে সে সব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে, সে সব থেকে পালিয়ে আসতে, তাদের পুনরাবৃত্তি বন্ধ বা কম করতে; এই সব সম্বন্ধেই তার আসে ভয়, ক্রোধ, জুগুপ্সা, ত্রাস, বিতৃষ্ণা, বিরক্তি, লজ্জা, সে সব থেকে উদ্ধার পেলে ইহা খুসী হ'ত, কিন্তু সে সব থেকে নিষ্কৃতি পায় না, কেননা তাদের কারণগুলিতে এবং সেজন্য ফলগুলিতেও ইহা বাঁধা থাকে এবং এমন কি সেগুলিকে আমন্ত্রণ করে

আনে; কেননা, এই অভিঘাতগুলি জীবনের অঙ্গ, যেসব জিনিষ আমরা কামনা করি সে সবের সহিত জড়িত, আর তাদের সহিত আমাদের ব্যবহারে অক্ষমতা হ'ল আমাদের প্রকৃতির অপূর্ণতার অংশ। আবার অন্য কতকগুলি অভিঘাত আছে যেগুলিকে সাধারণ মন দমন অথবা শমিত করতে সক্ষম হয় আর সে সবে ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হ'ল উপেক্ষা, সংবেদনশূন্যতা অথবা সহনশীলতা যা ইতিবাচক স্বীকার ও ভোগ নয়, আবার বর্জন কি কষ্ট ভোগ নয়। সকল বিষয়েই, ব্যক্তিতে, ঘটনায়, ভাবনায়, কর্মে,—যা কিছু মনের কাছে উপস্থিত হয় সে সবে সর্বদাই এই তিন প্রকারের প্রতিক্রিয়া আসে। সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়াগুলি সকলের কাছে একই রকমের হয়, কিন্তু তাহ'লেও তা যে হতেই হবে তা নয়; প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা নির্ভর করে অভ্যাসের উপর আর তা সকলের কাছে ঠিক একই রকম হবে না অথবা বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন অবস্থায় একই মনের কাছে তা বিভিন্ন হয়। একই অভিঘাত হয়ত এক সময়ে সুখের বা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, অন্য সময় হয়ত ইহা বিপরীত বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, আবার অন্য সময় হয়ত আমরা উদাসীন থাকি, নয়, সুখ দুঃখ কিছুই বোধ করি না।

যে সাধক প্রভুত্ব চায় সে প্রথম এই সব প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় এমন এক জোরালো ও সম তিতিক্ষার শক্তি নিয়ে যা ঐসব প্রতিক্রিয়ার বিপরীত ও তাদের প্রতিরোধে সমর্থ। অপ্রীতিকর অভিঘাতগুলি থেকে নিজেকে রক্ষা করার অথবা সে সব এড়িয়ে তা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা না ক'রে সে হয়ত তাদের সম্মুখীন হয় এবং নিজেকে শিক্ষা দেয় দুঃখ ভোগ করতে এবং সে সবকে সহ্য করতে ধৈর্যের সহিত, সাহসের সহিত, উত্তরোত্তর আরো স্থির চিত্তে অথবা সে সবকে গ্রহণ করতে তপস্যার ভাবে, নয় শান্তভাবে। এই মনোভাবের, এই সাধনার ফল তিনটি, বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পুরুষের তিনটি শক্তি প্রকট হয়। প্রথমতঃ, দেখা যায় যে আগে যা অসহনীয় ছিল তা সহ্য করা সহজ হ'য়েছে; যে শক্তি নিয়ে অভিঘাতটির সম্মুখীন হওয়া যায়, তা বৃদ্ধি পায়; অশান্তি, দুঃখ, বিষাদ, বিতৃষ্ণা অথবা বিভিন্ন অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ার অন্য কোনো সুর আসার জন্য ঐ অভিঘাত তখন ক্রমশঃ আরো বেশী শক্তিশালী হওয়া অথবা আরো দীর্ঘস্থায়ী হওয়া দরকার হ'য়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়

যে সচেতন প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে--একটি হ'ল সাধারণ মানসিক ও ভাবময় প্রকৃতি যার মধ্যে অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়াগুলি পূর্বের মত ঘটতে থাকে, অন্যটি হ'ল পরতর সংকল্প ও যুক্তিবুদ্ধি যা নিরীক্ষণ করে এবং এই অপরা প্রকৃতির উগ্রভাবের দ্বারা ক্ষুব্ধ বা প্রভাবিত হয় না, ইহাকে নিজের ব'লে স্বীকার করে না, ইহাকে অনুমোদন বা অনুমতি দেয় না, অথবা তাতে অংশগ্রহণও করে না। `তখন অপরা প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াগুলির শক্তি ও সামর্থ্য কমতে শুরু করে, অপরা প্রকৃতি শুরু করে পরতরা যুক্তিবুদ্ধি ও সংকল্পের শান্তি ও ক্ষমতার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে এবং ক্রমশঃ ঐ শান্তি ও ক্ষমতা মানসিক ও ভাবময় সত্তা, এমন কি ইন্দ্রিয়বোধাত্মক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্তাকেও অধিগত করে। এই থেকে আসে তৃতীয় শক্তি ও ফল--এই তিতিক্ষা ও প্রভুত্বের দ্বারা শক্তি, অপরা প্রকৃতির এই বিচ্ছিন্নতা ও বর্জন--যাতে সাধারণ প্রতিক্রিয়াগুলি বর্জন করা হয়, এমন কি, ইচ্ছা করলে আমরা আমাদের সকল প্রকার অনুভূতি পুনর্গঠন করতে পারি চিৎ-পুরুষের ক্ষমতার দ্বারা। এই পদ্ধতি যে শুধু সব অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ার বেলাতেই প্রযুক্ত করা হয় তা নয়, সব সুখকর প্রতিক্রিয়াতেও প্রযুক্ত হয়; পুরুষ নিজেকে তাদের কাছে সমর্পণ করতে অথবা তাদের দ্বারা চালিত হ'তে অস্বীকার করে; যে অভিঘাতগুলি হর্ষ ও সুখ আনে সেগুলি সে সহ্য করে শান্ত ভাবে, তাদের দ্বারা উত্তেজিত হ'তে চায় না, প্রিয় জিনিসের জন্য মনের উৎসুক অন্বেষণ ও হর্ষ সরিয়ে তাদের স্থলে আনে চিৎ-পুরুষের শান্তি। আবার ইহা ভাবনামানসের বেলাতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে, জ্ঞান ও জ্ঞানের সংকীর্ণতা গ্রহণ করা হয় শান্ত ভাবে, কোনো মনোহর ভাবনা-প্রস্তাবের মোহে চলতে অথবা কোনো অনভ্যস্ত ও অরুচিকর ভাবনা প্রস্তাবে বিতৃষ্ণার দরুণ তা থেকে বিমুখ হ'তে সে চায় না, বরং সে পরম সত্যের প্রতীক্ষায় থাকে অনাসক্ত দ্রষ্টার দৃষ্টি নিয়ে যার ফলে সত্য বৃদ্ধি পায় শক্তিশালী, নিঃস্বার্থ, প্রভুত্বময় সংকল্প ও যুক্তিবুদ্ধির উপর। এই ভাবে পুরুষ ক্রমশঃ সকল বিষয়েই সম হয়, নিজের প্রভু হয় এবং সমর্থ হয় জগতের সম্মুখীন হ'তে মনে প্রবল প্রতিরোধ শক্তি এবং চিৎ-পুরুষের অবিচল প্রসন্নতা নিয়ে।

দ্বিতীয় পথ হ'ল নিরপেক্ষ উদাসীনতার মনোভাব। ইহার পদ্ধতি হ'ল প্রথমেই বিষয়সমূহের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বর্জন করা এবং তাদের প্রতি অনুশীলন করা এক জ্যোতির্ময় নির্বিকারভাব, এক নিষেধকারী

বর্জন, বিচ্ছেদ ও বিরতির অভ্যাস। এই মনোভাবগঠনে জ্ঞান অপেক্ষা সংকল্পের প্রভাব কম, যদিও সংকল্প সর্বদাই প্রয়োজনীয়। ইহা এমন এক মনোভাব যাতে মনের উগ্রভাবগুলিকে মনে করা হয় যে ইহারা বহির্মুখী মানসিকতার ভ্রান্তিজাত বিষয় অথবা ইহারা একমাত্র সম চিৎ-পুরুষের প্রসন্ন সত্যের অযোগ্য বিভিন্ন অবর গতিক্রিয়া অথবা এমন প্রাণিক ও ভাবময় বিক্ষোভ যা বর্জন করা কর্তব্য তত্ত্বজ্ঞানীর শান্ত দ্রষ্টা সংকল্পের দ্বারা এবং অনুরাগবিহীন বুদ্ধির দ্বারা। ইহা মন থেকে কামনা সরিয়ে ফেলে, যে অহং বিষয়সমূহে দুটি করে মূল্য দেয় তাকে ত্যাগ করে এবং কামনার স্থলে আনে নিরপেক্ষ ও উদাসীন প্রশান্তি এবং অহং-এর স্থলে আনে শুদ্ধ আত্মা যা জগতের বিভিন্ন অভিঘাতে বিক্ষুব্ধ ,উত্তেজিত বা বিচলিত হয় না। আর শুধু যে ভাবমানস শান্ত হয় তা নয়, বুদ্ধিগত সত্তাও অজ্ঞানতার ভাবনাগুলি বর্জন ক'রে অবর জ্ঞানের আগ্রহ ছাড়িয়ে উপরে ওঠে সেই একমাত্র সত্যে যা শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল। এই পথেও তিনটি ফল বা শক্তি বিকশিত হয় এবং এদের সাহায্যে এই পথ আরোহণ করে শান্তির মধ্যে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে মন নিজে ইচ্ছা করেই জীবনের তুচ্ছ সুখ দুঃখে বাঁধা পড়ে আর বাহ্য ও অল্পস্থায়ী বিষয়ের দ্বারা এই যে অসহায়-ভাবে যন্ত্রের মতো চালিত হবার তার অভ্যাস তা ত্যাগ করতে যদি অন্তঃ-পুরুষ শুধু বাসনা করে, তা হলে দেখা যাবে যে বাস্তবিকই সেগুলির কোনো আন্তর কর্তৃত্ব নেই তার উপর। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে এখানেও এক বিভাজন সম্ভব অর্থাৎ নিম্ন অথবা বাহ্যমন যা তখনো পুরণো বাহ্যস্পর্শগুলির অধীন এবং উচ্চতর বুদ্ধি ও সংকল্প যা চিৎপুরুষের তটস্থ শান্তির মধ্যে বাস করার জন্য সরে দাঁড়ায়—এই দু'য়ের মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান। অন্যভাবে বলা যায় যে, আমাদের ভিতর এক আন্তর বিচ্ছিন্ন শান্তি গড়ে ওঠে যা নিম্ন অঙ্গগুলির চাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করে তাতে কোনো অংশ না নিয়ে অথবা কোনো অনুমতি না দিয়ে। প্রথমে উচ্চতর বুদ্ধি ও সংকল্প হয়ত আঁধারে ঢাকা থাকে, তার উপর আক্রমণ আসে, নিম্ন অঙ্গগুলির প্ররোচনায় মন ভেসে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শান্তি অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী হয়, প্রচণ্ডতম স্পর্শেও বিচলিত হয় না, "ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"। শান্তিময় এই আন্তর পুরুষ বাহ্যমনের অশান্তিকে দেখে এক বিচ্ছিন্ন শ্রেষ্ঠত্বের ভাব নিয়ে অথবা

যেমন শিশুর সামান্য সুখদুঃখের প্রতি কিছু সময়ের জন্য নির্লিপ্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয় তেমন নির্লিপ্তভাবে। আর সর্বশেষে এই বাহ্য মনও ক্রমশঃ এই শান্ত ও তটস্থ প্রসন্নতা গ্রহণ করে; যে সব বিষয় তাকে আগে আকর্ষণ করত, সে সব বিষয়ে সে আর আকৃষ্ট হয় না অথবা যে দুঃকষ্টে মিথ্যা গুরুত্ব দেবার অভ্যাস তার ছিল সে সব তাকে আর পীড়া দেয় না। এইভাবে তৃতীয় শক্তি আসে—-বিশাল স্থিরতা ও শান্তির সর্বব্যাপী শক্তি, আমাদের আরোপিত কাল্পনিক, আত্ম-নিপীড়ক প্রকৃতির অবরোধ থেকে মুক্তির আনন্দ, নিজের নিত্যতার দ্বারা অনিত্য বিষয়সমূহের সংঘর্ষ ও কোলাহল দূর করে এমন সনাতন ও অনন্তের স্পর্শের গভীর অবিচলিত অত্যধিক সুখ, "ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে"। অন্তঃপুরুষ নিবদ্ধ হয় আত্মার আনন্দের মধ্যে, "আত্ম-রতিঃ", চিৎ-পুরুষের একমাত্র অনন্ত আনন্দে, সে বাহ্যস্পর্শসমূহের ও তাদের দুঃখসুখের পিছনে আর ছোটাছুটি করে না। সে জগৎকে দেখে এক ক্রীড়া বা অভিনয়ের দ্রষ্টার মতো যাতে অংশ নেবার কোনো বাধ্যবাধকতা আর তার নেই।

তৃতীয় পথ হ'ল প্রপত্তির পথ; ইহার অর্থ খৃষ্টীয় নতি যা ভগবদ্-সংকল্পের নিকট প্রপত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, না হয় ইহার অর্থ সকল বিষয় ও ঘটনাকে কালের মধ্যে বিশ্বসংকল্পের অভিব্যক্তি হিসাবে নিরহঙ্কারভাবে গ্রহণ অথবা ভগবানের নিকট, পরম পুরুষের নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। যেমন প্রথমটি হ'ল সংকল্পের পথ, আর দ্বিতীয়টি জ্ঞান ও বোধশীল যুক্তি-বুদ্ধির পথ, তেমন এই তৃতীয়টি হ'ল ভাবময় প্রকৃতি ও হৃদয়ের পথ, আর ভক্তিতত্ত্বের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতীব নিবিড়। ইহাকে শেষ পর্যন্ত নেওয়া হ'লে ইহারও পরিণাম সেই একই—-পূর্ণ সমত্ব। কারণ, অহং গ্রন্থি শিথিল হয় আর ব্যক্তিগত দাবী চলে যেতে শুরু করে, আমরা দেখি যে আমরা আর প্রিয় বিষয়ে সুখ বা অপ্রিয় বিষয়ে দুঃখ পেতে বাধ্য নই; আমরা সে সব সহ্য করি, অধীরভাবে গ্রহণ করি না অথবা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বর্জনও করি না, সে সবকে স্থাপন করি আমাদের সত্তার অধীশ্বরের নিকট, আমাদের কাছে তাদের ব্যক্তিগত ফলে আমরা ক্রমশঃই কম ব্যস্ত হই, তখন আমাদের কাছে শুধু একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ,—-তা হ'ল ভগবানের কাছে যাওয়া, অথবা বিশ্বময় ও অনন্ত সৎ স্বরূপের সহিত সম্পৃক্ত ও সমসুর হওয়া অথবা ভগবানের সহিত মিলিত হওয়া, তাঁর প্রবাহপ্রণালী, যন্ত্র, সেবক, প্রেমিক হওয়া, তাঁতেই এবং তাঁর সহিত আমাদের সম্পর্কে

আনন্দ পাওয়া এবং সুখ বা দুঃখের অন্য কোনো বিষয় বা কারণ না রাখা। এখানেও কিছু সময়ের জন্য অভ্যস্ত ভাবাবেগের নিম্ন মন এবং প্রেম ও আত্ম-দানের উচ্চতর চৈত্যমনের মধ্যে এক বিভাজন আসতে পারে, কিন্তু পরিশেষে প্রথমটি হার মানে, পরিবর্তন স্বীকার করে; নিজেকে রূপান্তরিত করে এবং ভগবানের প্রেম, হর্ষ, আনন্দের মধ্যে মগ্ন হয়, তখন তার অন্য কোনো আগ্রহের বা আকর্ষণের বিষয় থাকে না। তখন ভিতরের সব কিছুই ঐ মিলনের সম শান্তি ও আনন্দ, সেই একমাত্র নীরব আনন্দ যা বুদ্ধির অগম্য, এমন আনন্দ যাকে অবর বিষয়সমূহের আমন্ত্রণ স্পর্শ করে না, তা থাকে আমাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের গভীর প্রদেশে।

এই তিনটি পথ আলাদা আলাদা শুরু হ'লেও ইহারা এক হয়ে যায় আর, তার প্রমাণ প্রথমতঃ এই যে এই সবেতেই "বাহ্যস্পর্শে" মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলি বন্ধ করা হয়, আর দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে বা চিৎ-পুরুষকে বিচ্ছিন্ন করা হয় প্রকৃতির বাহ্য ক্রিয়া থেকে। কিন্তু স্পষ্টতঃই আমাদের সিদ্ধি আরো মহৎ ও আরো ব্যাপকভাবে সম্পূর্ণ হবে যদি আমরা আরো সক্রিয় সমত্ব পাই যার বলে আমরা যে শুধু জগৎ থেকে সরে আসতে বা তার সম্মুখীন হ'তে পারি তটস্থ বা বিচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে তা নয়, তার উপর আবার ফিরেও এসে তাকে অধিগত করতে পারি শান্ত ও সম পরম চিৎ-পুরুষের শক্তিতে। ইহা সম্ভব হয় এই কারণে যে জগৎ, প্রকৃতি, ক্রিয়া বস্তুতঃ পৃথক কিছু নয়, ইহারা পরমাত্মা, সর্ব-পুরুষ, ভগবানেরই অভিব্যক্তি। সাধারণ মনের প্রতিক্রিয়াগুলি দিব্য মূল্যের এক হীন রূপ, আর এই হীন রূপ না থাকলে, এই সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'ত অর্থাৎ ইহা এক মিথ্যা রূপ, এক অজ্ঞানতা যাতে তাদের ক্রিয়াগুলি পরিবর্তিত হয়, আর এই অজ্ঞানতা শুরু হয় অন্ধ জড়ীয় নির্জ্ঞানের মধ্যে পরমাত্মার নিবর্তন থেকে। একবার যদি আমরা পরমাত্মার, ভগবানের পূর্ণ চেতনার মধ্যে ফিরে যাই তাহ'লে আমরা সমর্থ হব বিষয়-সমূহের উপর এক সত্যকার দিব্য মূল্য স্থাপনে এবং তাদের উপর ক্রিয়ায় পরম চিৎ-পুরুষের শান্তি, হর্ষ, জ্ঞান ও দ্রষ্টাসংকল্প সমেত। যখন আমরা তা করতে আরম্ভ করি, তখন অন্তঃপুরুষ পেতে শুরু করে বিশ্বের মধ্যে এক সম হর্ষ, সকল ক্রিয়া-শক্তির সহিত ব্যবহাররত এক সম সংকল্প, এক সম জ্ঞান যা এই দিব্য অভিব্যক্তির সব ঘটনার পশ্চাতে আধ্যাত্মিক

সত্য অধিগত করে। ভগবানেরই মতো সে জগৎকে অধিগত করে অনন্ত আলোক, শক্তি ও আনন্দের পরিপূর্ণতার মধ্যে।

সুতরাং নেতিবাচক ও নিষ্ক্রিয় সমত্বের যোগের পরিবর্তে এক ইতি-বাচক ও সক্রিয় সমত্বের যোগের দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায় এই সকল অস্তিত্বের দিকে। ইহার জন্য প্রথমতঃ দরকার এক নতুন জ্ঞান, অর্থাৎ ঐক্যের জ্ঞান---সর্বভূতকে নিজ ব'লে দেখা, এবং সর্বভূতকে দেখা ভগ-বানের মধ্যে এবং ভগবানকে দেখা সর্বভূতের মধ্যে। তখন এক সংকল্প হয় যাতে সকল ঘটনা, সকল বিষয়, সকল ব্যাপারকে, সকল ব্যক্তি ও শক্তিকে সমভাবে গ্রহণ করা হয় যেন সে সব আত্মার মুখোস, এক ক্রিয়া-শক্তি'র গতিবৃত্তি, ক্রিয়ারত একমাত্র শক্তি'র বিভিন্ন পরিণাম, একমাত্র দিব্য প্রজ্ঞার দ্বারা শাসিত; আর মহত্তর জ্ঞানের এই সংকল্পের ভিত্তির উপর এমন এক শক্তি বিকশিত হয় যাতে সকল কিছুকে দেখা যায় অনুদ্বিগ্ন অন্তঃপুরুষ ও মনের সহিত। অবশ্য প্রয়োজনীয় হল বিশ্বের আত্মার সহিত আমার নিজের একাত্মতা, সকল সৃষ্ট বিষয়ের সহিত একত্বের দর্শন ও অনুভব, এই উপলব্ধি যে সকল শক্তি, ও ক্রিয়াশক্তি ও ফল হ'ল আমার আত্মার এই শক্তি'র গতিবৃত্তি এবং সেজন্য অন্তরঙ্গ-ভাবে আমার নিজের; তবে স্পষ্টতঃই সে সব আমার অহং-আত্মার নয়, এই অহং-আত্মাকে নীরব, বর্জন ও নিক্ষেপ করা চাই, কারণ তা না হ'লে এই সিদ্ধি পাওয়া অসম্ভব,---এই আত্মা হ'ল এক মহত্তর নৈর্ব্যক্তিক বা বিশ্বময় আত্মা যার সহিত আমি এখন এক। কারণ, আমার ব্যক্তি-সত্ত্ব এখন ঐ বিশ্বময় আত্মার ক্রিয়ার শুধু এক কেন্দ্র, তবে এমন কেন্দ্র যা অন্য সকল ব্যক্তিসত্ত্বের সহিত এবং অন্য যে সব বিষয় এখন আমাদের কাছে শুধু নৈর্ব্যক্তিক বস্তু ও শক্তি সে সবেরও সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ও সমসুর: কিন্তু বস্তুতঃ ইহারাও এক নৈর্ব্যক্তিক পুরুষের ভগবানের, পরমাত্মার, ও পরম চিৎ-পুরুষের শক্তি। আমার ব্যষ্টিত্ব তাঁরই ব্যষ্টিত্ব, ইহা আর বিশ্বময় সত্তার সহিত অসঙ্গত বা তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; ইহা নিজেই বিশ্বভাবাপন্ন, বিশ্বময় আনন্দের জ্ঞাতা এবং যা সব ইহা জানে, যা সবের উপর ইহা কাজ করে ও যা সব উপভোগ করে, ইহা সে সবের সহিত এক, সে সবের প্রেমিক। কেননা বিশ্বের সম জ্ঞানের সহিত এবং বিশ্বস্বীকারের সম সংকল্পের সহিত যুক্ত হবে ভগবানের সকল বিশ্ব অভিব্যক্তিতে এক সম আনন্দ।

এখানেও এই পদ্ধতির তিনটি ফল বা শক্তি বর্ণনা করা যায়। প্রথমতঃ আমরা সম গ্রহণের এই শক্তি বিকশিত করি চিৎ-পুরুষ ও উচ্চতর যুক্তিবুদ্ধি ও সংকল্পের মধ্যে যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সাড়া দেয়। কিন্তু আমরা ইহাও দেখি যে যদিও প্রকৃতিকে রাজী করান যায় এই সাধারণ মনোভাব গ্রহণে তবু ঐ উচ্চতর যুক্তিবুদ্ধি ও সংকল্প এবং নিম্ন মনোময় সত্তার মধ্যে এক সংগ্রাম চলে, কারণ এই সত্তা আঁকড়ে থাকে জগৎকে দেখার ও তার সব অভিঘাতে সাড়া দেওয়ার পুরণো অহমাত্মক পথটি। তারপর আমরা দেখতে পাই যে যদিও এই দুটি প্রথমে বিশৃঙ্খল, পরস্পরের সহিত মিশ্রিত, নিজেদের মধ্যে পালা বদল করে, পরস্পরের উপর সক্রিয় হয়, অধিকারের জন্য সচেষ্ট হয়, তবু তাদের বিভাজন সম্ভব, পরতর আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে মুক্ত করা যায় অবর মানসিক প্রকৃতি থেকে। কিন্তু এই অবস্থায় যখন মন তখনো দুঃখ, অশান্তি, হীন হর্ষ ও আমাদের প্রতি-ক্রিয়ার অধীন থাকে, তখন বাড়তি এক বাধা উপস্থিত হয় যার প্রভাব আরো তীব্রভাবে ব্যক্তিভাবাপন্ন যোগে এই যোগের চেয়ে কম। কেননা, এই যোগে মন যে শুধু তার নিজেব উদ্বেগ ও বাধা অনুভব করে তা নয়, ইহা অন্যদেরও সুখদুঃখের অংশভাক হয়, তীব্র সমবেদনায় সে সবে স্পন্দিত হয়, সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার সহিত তাদের সব অভিঘাত অনুভব করে, সে সবকে তার নিজের করে; শুধু তাই নয়, অন্যদের বিঘ্নগুলি আমাদের নিজেদের সব বিঘ্নের সহিত যুক্ত হয়, এবং সিদ্ধির বিরোধী শক্তিগুলি আরো দৃঢ়তার সহিত সক্রিয় হয়, কারণ ইহারা অনুভব করে যে এই সাধনা তাদের বিশ্ব রাজ্যের উপর এক আক্রমণ এবং তা জয় করার চেষ্টা, ইহা শুধু তাদের সাম্রাজ্য থেকে একটি বিবিক্ত পুরুষের পলায়ন নয়। কিন্তু পরিশেষে আমরা ইহাও দেখি যে এই সব বিঘ্ন অতিক্রম করার এক শক্তি আসে; উচ্চতর যুক্তিবুদ্ধি ও সংকল্প নিজেদের আরোপ করে নিম্ন মনের উপর যা আমাদের জ্ঞাতসারেই পরিবর্তিত হয় আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিরাট জাতিরূপে; এমন কি যতদিন না ইহার রূপান্তরের দ্বারা সকল কষ্ট, বাধা ও বিঘ্ন দূর করা হয় ততদিন ইহা সে সবগুলিকে অনুভব করায়, তাদের সম্মুখীন হওয়ায়, জয় করায় আনন্দ পায়। তারপর সমগ্র সত্তা বাস করে পরম চিৎ-পুরুষের স্বরূপ অবস্থার ও তাঁর অভিব্যক্তির এক অন্তিম শক্তি, বিশ্বজনীন শান্তি ও হর্ষ, দ্রষ্টা আনন্দ ও সংকল্পের মধ্যে।

এই ইতিবাচক পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে তা দেখবার জন্য, আমরা খুব সংক্ষেপে বলব জ্ঞান, সংকল্প ও বেদনা এই তিন মহাশক্তির মধ্যে ইহার তত্ত্বটি। প্রকৃতির মধ্যে আত্মার বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে অন্তঃপুরুষ যে ভাবে নেয় ও তাদের উপর কার্যকরী মূল্য স্থাপন করে---তা-ই সকল ভাবাবেগ, বেদনা, ইন্দ্রিয়সংবিৎ। কিন্তু আত্মা যা অনুভব করে তা বিশ্বজনীন আনন্দ, পরমানন্দ। অপর পক্ষে আমরা দেখেছি যে, অবর মনোগত আত্মা সুখ, দুঃখ ও শমিত উপেক্ষার তিনটি পরিবর্তনশীল মূল্য দেয় যেগুলির সুর কম বেশী পর্যায়ে পরস্পরের মধ্যে মেশে, আর এই পর্যায় নির্ভর করে কেমনভাবে ব্যষ্টিভাবাপন্ন চেতনা সেই সবকে সাক্ষাৎ করে, বোধ করে, আত্মসাৎ, সমীকরণ ও আয়ত্ত করে যা সব তার ওপর এসে পড়ে সেই বৃহত্তর আত্মার সর্ব থেকে অথচ যাকে ইহা নিজের বাহিরে রেখেছে বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিভাবাপন্নতার দ্বারা এবং নিজের অনুভূতির কাছে অনাত্ম-রূপে তৈরী করেছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে মহত্তর পরম আত্মা উপস্থিত থাকায় সকল সময়ই আমাদের মধ্যে এক নিগূঢ় অন্তঃপুরুষ থাকে যে এই সব বিষয়েই আনন্দ পায় এবং যা সব তাকে স্পর্শ করে তা থেকে শক্তি আহরণ করে এবং তাদের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং যেমন অনুকূল, তেমন প্রতিকূল অনুভূতি থেকে লাভবান হয়। বাহ্য কামপুরুষের উপর ইহা তার প্রভাব খাটায় এবং বস্তুতঃ এই জন্যই আমরা বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ পাই এবং এমনকি সংগ্রাম ও কষ্টভোগ ও জীবনের কঠোরতর রঙ্গুলিতে এক প্রকার সুখ পেতে সমর্থ হই। কিন্তু বিশ্বজনীন আনন্দ পেতে হ'লে আমাদের সকল করণের শেখা দরকার কেমন করে আংশিক বা বিকৃত হর্ষ না পেয়ে পেতে হয় সকল বিষয়ের মৌলিক হর্ষ। সকল বিষয়েই আনন্দের এক তত্ত্ব আছে যা বুদ্ধি ধরতে পারে ও সৌন্দর্যবোধ অনুভব করতে পারে তাদের মধ্যে আনন্দের আস্বাদ হিসাবে, তাদের "রস" হিসাবে; কিন্তু সাধারণতঃ তারা তা না ক'রে তাদের উপর খুসীমতো অসম ও বিপরীত মূল্য স্থাপন করে: তাদের এমনভাবে চালান দরকার যাতে তারা সব জিনিষকে দেখে চিৎ-পুরুষের আলোকে এবং এই সব সাময়িক মূল্যগুলিকে রূপান্তরিত করে প্রকৃত রসে অর্থাৎ সম ও মৌলিক রসে, আধ্যাত্মিক রসে। সেখানে প্রাণতত্ত্বের কাজ হ'ল এই আনন্দের তত্ত্বগ্রহণকে, "রসগ্রহণকে" এক পাওয়ার ভোগের প্রবল রূপ দেওয়া যা সমস্ত প্রাণসত্তাকে তা দিয়ে স্পন্দিত করে এবং

তা গ্রহণ করতে ও তাতে আনন্দ পেতে বাধ্য করে; কিন্তু সাধারণতঃ কামনার জন্য ইহা তার কাজ করতে অসমর্থ হয়, ইহা তাকে পরিবর্তিত করে তিনটি অবররূপে,---সুখভোগে, দুঃখভোগে এবং এই উভয়েরই বর্জনে অর্থাৎ যাকে আমরা বলি সংবেদনশূন্যতা বা উপেক্ষা তাতে। প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণিক সত্তাকে মুক্ত করা চাই কামনা ও ইহার সব অসমতা থেকে, তার কর্তব্য হ'ল বুদ্ধি ও সৌন্দর্যবোধ যে রস উপলব্ধি করে তা গ্রহণ করা ও তাকে পরিণত করা শুদ্ধ ভোগে। তখন আর করণগুলির মধ্যে সেই তৃতীয় পদক্ষেপ নেবার কোনো বাধা থাকে না যার দ্বারা সকল কিছু পরিবর্তিত হয় আধ্যাত্মিক আনন্দের পরিপূর্ণ ও শুদ্ধ রভসে।

আবার জ্ঞানের বিষয়ে, বিষয়সমূহের প্রতি মনের তিনটি প্রতিক্রিয়া আছে---অজ্ঞানতা, প্রমাদ ও সত্য জ্ঞান। ইতিবাচক সমত্ব প্রথমে এই সকল তিনটিকেই গ্রহণ করবে আত্ম-অভিব্যক্তির গতিবৃত্তি হিসাবে; এই আত্মঅভিব্যক্তি অজ্ঞানতা থেকে নির্গত হয়ে প্রমাদের কারণ যে আংশিক বা বিকৃত জ্ঞান তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে বিকশিত হয় সত্যজ্ঞানে। ইহা মনের অজ্ঞানতার সহিত ব্যবহার করবে যেন ইহা মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে যা তা-ই অর্থাৎ চিৎ-ধাতুর তমসাচ্ছন্ন, অবগুণ্ঠিত বা আবৃত অবস্থা যার মধ্যে সর্বজ্ঞ পরমাত্মার জ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে যেন এক অন্ধকারময় কোষের মধ্যে। ইহা (অর্থাৎ ইতিবাচক সমত্ব) অজ্ঞানতার উপর বাস করবে মনের দ্বারা এবং পূর্ব থেকে জানা সম্পৃক্ত সব সত্যের সাহায্যে, বুদ্ধির দ্বারা অথবা বোধিত একাগ্রতার দ্বারা জ্ঞানকে মুক্ত করবে অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠন থেকে। ইহা শুধু জানা বিষয়টিতেই আসক্ত থাকবে না অথবা সকল কিছুকেই ইহার ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে আঁটতে চেষ্টা করবে না, বরং জানা ও অজানাতে বাস করবে এমন এক সম মন নিয়ে যা সকল সম্ভাবনার নিকট উন্মুক্ত। প্রমাদ সম্বন্ধেও তার ঐ একই ব্যবহার; ইহা সত্য ও প্রমাদের জটিল পাককে গ্রহণ করবে, কিন্তু কোনো মতামতেই নিজেকে আসক্ত করবে না, বরং পেতে চেষ্টা করবে সকল মতের পিছনে সত্যের অংশকে, প্রমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন জ্ঞানকে---কারণ সকল প্রমাদ হ'ল সত্যের কিছু ভুলবোঝা অংশের বিকৃতি এবং তার জীবনীশক্তি আসে সেখান থেকেই, সত্যকে ভুল বোঝা থেকে নয়; নির্ণীত সত্যগুলিকে ইহা স্বীকার করবে, কিন্তু তার মধ্যেই নিজেকে বেঁধে রাখবে না কিন্তু সর্বদাই নতুন জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং পেতে চেষ্টা করবে উত্তরোত্তর

অখণ্ড, উত্তরোত্তর প্রসারিত, সমন্বয়ী , ঐক্যসাধক প্রজ্ঞা। কিন্তু ইহা পরিপূর্ণভাবে আসা সম্ভব কেবল আদর্শ অতিমানসে আরোহণ করে এবং সেই কারণে সত্যের সম সাধক ধীশক্তি ও ইহার ক্রিয়ায় আসক্ত হবে না বা ভাববে না যে এইখানেই সকল কিছুর সমাপ্তি, বরং প্রস্তুত থাকবে এ ছাড়িয়ে আরো উচ্চে উঠতে, আরোহণের প্রতি পর্য্যায়কে এবং তার সত্তার প্রতি শক্তির অবদানকে স্বীকার করবে, কিন্তু তা করবে শুধু তাদের এক পরতর সত্যের মধ্যে তোলবার জন্য। তার অবশ্য কর্তব্য হ'ল সব কিছু গ্রহণ করা, কিন্তু কোনো কিছুতেই আঁকড়ে না থাকা, কোনো কিছু থেকে বিমুখ হ'য়ে সরে না আসা তা ইহা যতই অপূর্ণ অথবা প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী হ'ক, তবে আবার সত্য-চিৎ-পুরুষের স্বচ্ছন্দ ক্রিয়ায় ক্ষতি হবে এমন কিছুকে সে তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেবে না। পরতর অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আরোহণের জন্য বুদ্ধির এই সমত্ব এক অত্যাবশ্যক সর্ত।

আমাদের মধ্যে সংকল্প সাধারণতঃ আমাদের সত্তার সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি---জ্ঞানের সংকল্প আছে আর আছে প্রাণের সংকল্প, ভাবাবেগের সংকল্প, আমাদের প্রকৃতির প্রতি অংশে সক্রিয় এক সংকল্প; এই সংকল্প অনেক রূপ নেয় এবং বিষয়সমূহে ইহার প্রতিক্রিয়াও নানাবিধ, যেমন অসামর্থ্য, শক্তির, প্রভুত্বের সংকীর্ণতা, অথবা উচিত সংকল্প, অনুচিত বা বিকৃত সংকল্প, উদাসীন প্রবৃত্তি,---নীতিগত মনে পাপ, পুণ্য ও অনৈতিক প্রবৃত্তি---এবং এই রকম অন্য সব প্রতিক্রিয়া। ইতিবাচক সমত্ব এগুলিকেও প্রথমে নেয় সাময়িক মূল্যের জট হিসাবে, এই সবই তার যাত্রার উপকরণ কিন্তু এই সবকে তার রূপান্তরিত করা চাই বিশ্বময় কর্তৃত্বে, সত্য এবং বিশ্বময় ঋতের সংকল্পে, সক্রিয় দিব্য সংকল্পের স্বাতন্ত্র্যে। নিজের বিচ্যুতির জন্য সম সংকল্পের কোনোরূপ অনুতাপ, দুঃখ বা অবসাদ বোধ করার প্রয়োজন নেই; যদি এই সবগুলি অভ্যস্ত মানসিকতায় উদিত হয়, ইহা শুধু দেখবে যে ইহারা কতদূর কোনো অপূর্ণতার পরিচায়ক এবং দেখায় কি সংশোধন আবশ্যক---কারণ সকল সময় ইহারা সঠিক পরিচায়ক নয়---আর এই ভাবে ইহা সে সব ছাড়িয়ে যাবে এক সম ও শান্ত দেশনার নিকট। ইহা দেখবে যে এই সব বিচ্যুতি নিজেরাই অভিজ্ঞতার জন্য প্রয়োজনীয় এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য সাধনের সহায়কর। আমাদের নিজেদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে যা সব ঘটে সে সবের পশ্চাতে ও ভিতরে ইহা

খুঁজবে দিব্য অর্থ ও দিব্য দেশনা; আরোপিত সীমা ছাড়িয়ে ইহা দেখবে বিশ্বশক্তির স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-সীমা যার দ্বারা ইহা তার পদক্ষেপ ও পর্যায় নিয়ন্ত্রিত করে——আমাদের অবিদ্যার উপর এই সীমা আরোপিত, আর দিব্য জ্ঞানে ইহা আত্ম-আরোপিত——এবং ইহারও উজানে ইহা যাবে ভগবানের অসীম শক্তি সমেত ঐক্যে। সকল শক্তি ও ক্রিয়াকেই ইহা দেখবে এক-মাত্র সৎস্বরূপ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন শক্তি হিসাবে, এবং তাদের বিকৃতিগুলি ঐ গতিবৃত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন সব অপূর্ণতার হিসাবে যেগুলি বিকাশ ধারার পক্ষে অনিবার্য; সেজন্য ইহা সকল অপূর্ণতাকেই সদয়-ভাবে দেখবে, তবে সব সময়ই ইহা দৃঢ়ভাবে চাপ দিবে এক বিশ্বসিদ্ধি কল্পে। এই সমস্ত প্রকৃতিকে উন্মুক্ত করবে দিব্য ও বিশ্বসংকল্পের দেশনার নিকট এবং ইহাকে প্রস্তুত করবে সেই অতিমানসিক ক্রিয়ার জন্য যাতে আমাদের মধ্যকার অন্তঃপুরুষের শক্তি পরম চিৎ-পুরুষের শক্তিতে জ্যোতির্ময়ভাবে পরিপূর্ণ এবং তার সহিত এক।

নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়, এই দুটি পদ্ধতিকে পূর্ণ যোগ ব্যবহার করবে প্রকৃতির প্রয়োজন অনুযায়ী এবং আন্তর চিৎ-পুরুষের, অন্তর্যামীর দেশনা অনুসারে। নিষ্ক্রিয় পদ্ধতির দ্বারা ইহা নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করবে না, কারণ তার ফল হবে এক প্রকার ব্যক্তিগত নিবৃত্তিমূলক মোক্ষ অথবা সক্রিয় ও বিশ্বময় আধ্যাত্মিক সত্তার অভাব, কিন্তু এই সব পূর্ণযোগের লক্ষ্যের সমগ্রতার পরিপন্থী। ইহা তিতিক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করবে কিন্তু অনাসক্ত ক্ষমতা ও প্রসন্নতাতে ইহা ক্ষান্ত হবে না, বরং ইহা সদর্থক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দিকে অগ্রসর হবে যাতে তিতিক্ষার আর প্রয়োজন হবে না, কারণ তখন আত্মা বিশ্বশক্তিকে অধিগত করবে শান্ত ও শক্তিশালী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সমর্থ হবে তার সকল প্রতিক্রিয়াগুলিকে সহজ ও সুখময়ভাবে নির্ধারণ করতে একত্ব ও আনন্দের মধ্যে। ইহা নিরপেক্ষ উদাসীনতার পদ্ধতি অবলম্বন করবে কিন্তু সকল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন উদাসীনতায় ক্ষান্ত হবে না, বরং তার সাধনা হবে উচ্চে আসীন হ'য়ে এমন শক্তিশালীভাবে জীবনকে নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করা যাতে সকল অনুভূতিকে রূপান্তরিত করা যায় সম চিৎ-পুরুষের বিভিন্ন মহত্তর মূল্যে। সাময়িকভাবে ইহা নতি ও প্রপত্তিকেও ব্যবহার করবে, কিন্তু ভগবানের কাছে নিজের ব্যক্তিগত সত্তার পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের দ্বারা ইহা লাভ করবে সেই সর্বাধিকারী আনন্দ যার মধ্যে নতির কোনো প্রয়োজন নেই, লাভ

করবে বিশ্বময়ের সহিত সুষ্ঠু সামঞ্জস্য যা শুধু এক নিষ্ক্রিয় সম্মতি নয় বরং এক সর্বগ্রাহী একত্ব, আর লাভ করবে ভগবানের নিকট প্রাকৃত আত্মার সুষ্ঠু করণতা ও অধীনতা যার দ্বারা জীব পুরুষ ভগবানকেও অধিগত করে। ইহা ইতিবাচক পদ্ধতি পূর্ণভাবে অবলম্বন করবে, কিন্তু বিষয়সমূহের সেই ব্যষ্টি গ্রহণ ছাড়িয়ে যাবে যার ফলে অস্তিত্ব পরিবর্তিত হ'ত শুধু সিদ্ধ ব্যক্তিগত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের ক্ষেত্রে। ইহা তা পাবেই কিন্তু আরো যা সে পাবে তা হ'ল একত্ব যার দ্বারা ইহা যে শুধু নিজের জন্যই অন্যের অস্তিত্বে বাস করতে পারবে তা নয়, বরং ঐ অস্তিত্বে বাস করতে পারবে তাদেরও জন্য এবং তাদের সহায়তার জন্য, একই সিদ্ধির দিকে সাধনার পথে তাদের করণ হিসাবে, এক সহচরিত ও সাহায্যদাতা শক্তি হিসাবে। ইহা ভগবানের জন্য বাস করবে, কিন্তু প্রপঞ্চ বর্জন করে নয়, পৃথিবীতে বা স্বর্গে আসক্ত না হ'য়ে, আবার বিশ্বোত্তীর্ণ মুক্তিতেও আসক্ত না হয়ে, বরং ভগবানের সহিত এক হ'য়ে বাস করবে সমভাবে তাঁর সকল লোকের মধ্যে, আবার তাঁর মধ্যে সমভাবে আত্মা ও অভিব্যক্তির মধ্যেও বাস করতে সমর্থ হবে।

১৩ অধ্যায়

সমত্বের ক্রিয়া

যে পার্থক্যগুলি করা হ'য়েছে তাতে সমত্বের পাদের অর্থ কি তা যথেষ্ট পরিমাণে দেখান হ'য়েছে। ইহা শুধু প্রবৃত্তির প্রশম ও ঔদাসীন্য নয়, অনুভূতি থেকে প্রত্যাহার নয়, বরং মন ও প্রাণের বর্তমান সব প্রতিক্রিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব। জীবনের আহবানে সাড়া দিয়ে, বরং ইহাকে আলিঙ্গন ক'রে ইহাকে আত্মা ও চিৎ-পুরুষের ক্রিয়ার এক সুষ্ঠু রূপ হওয়ার জন্য ইহাকে বাধ্য করার এক আধ্যাত্মিক পথ ইহা। ইহাই অস্তিত্বের উপর অন্তঃপুরুষের কর্তৃত্বের প্রথম রহস্য। যখন আমরা ইহাকে সুষ্ঠুভাবে পাই, তখন আমরা দিব্য আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নিজের ভূমিতে উত্তীর্ণ হই। দেহের মধ্যে মনোময় পুরুষ চেষ্টা করে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও জয় করতে কিন্তু সে পদে পদে জীবনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ সে প্রাণিক আত্মার কামনাময় প্রতিক্রিয়াগুলির কাছে নতিস্বীকার করে। সম হওয়াই, কামনার কোনো চাপে পরাভূত না হওয়াই প্রকৃত কর্তৃত্বের প্রথম সর্ত, ইহার ভিত্তি হ'ল আত্ম-সাম্রাজ্য। কিন্তু যে সমত্ব শুধু মানসিক, তা সে যত মহানই হ'ক না কেন, তার দোষ এই যে ইহা নিবৃত্তিপ্রবণ। কামনা থেকে ইহা নিজেকে রক্ষা করে সংকল্প ও ক্রিয়ায় নিজেকে সীমিত ক'রে। একমাত্র চিৎ-পুরুষই সক্ষম সংকল্পের অত্যুৎকৃষ্ট অক্ষুব্ধ তীব্রতা এবং অসীম ধৈর্য ধারণে, সে মন্থর ও সুচিন্তিত কর্মে, আবার দ্রুত ও প্রচণ্ড কর্মে সমভাবেই ন্যায়পরায়ণ, নিরাপদভাবে গণ্ডীবদ্ধ ও সীমিত কর্মে, আবার বিশাল ও বিপুল কর্মে সে সমভাবেই সুনিশ্চিত। বিশ্বের সংকীর্ণতম গণ্ডীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম ক্রিয়াও সে গ্রহণ করতে সক্ষম আবার সে নির্ঋতির আবর্তের উপরেও কাজ করতে সক্ষম বিবেচনাশীল ও সৃজনক্ষম শক্তি দিয়ে; আর এই সব জিনিষ সে করতে সক্ষম কারণ অনাসক্ত অথচ ঘনিষ্ঠভাবে তাদের গ্রহণ করে সে উভয়ের মধ্যেই নিয়ে যায় অনন্ত শান্তি, জ্ঞান, সংকল্প ও শক্তি। তার ঐ অনাসক্তি থাকে কারণ সে যে সব ঘটনা, রূপ, ভাবনা ও গতিবৃত্তি তার পরিধির মধ্যে গ্রহণ করে সে সবের ঊর্ধ্বে সে; আর তার ঐ ঘনিষ্ঠ গ্রহণ থাকে কারণ সে তখনো সকল বিষয়ের সহিত

এক। যদি আমাদের এই স্বচ্ছন্দ ঐক্য, "একত্বম্ অনুপশ্যতঃ", না থাকে তাহলে আমরা চিৎ-পুরুষের পূর্ণ সমত্ব পাই না।

সাধকের প্রথম কাজ হ'ল এই দেখা যে তার পূর্ণ সমত্ব আছে কিনা, এবিষয়ে সে কতদূর অগ্রসর হ'য়েছে, আর না হয় কোথায় তার ত্রুটি এবং দৃঢ়ভাবে তার প্রকৃতির উপর নিজের সংকল্প প্রয়োগ করা অথবা পুরুষের সংকল্প আমন্ত্রণ করা যাতে ঐ ত্রুটি ও ইহার কারণগুলি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই চারটি বিষয় তার পাওয়া চাই-ই,—প্রথম, সমতা অর্থাৎ এই পদটির সব চেয়ে ব্যবহারিক অর্থে অর্থাৎ সকল প্রকার মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক অভিরুচি তা থেকে মুক্তি, এবং তার ভিতরে ও চারিদিকে ভগবানের সকল ক্রিয়ার সমভাবে গ্রহণ; দ্বিতীয়তঃ শান্তি অর্থাৎ স্থির প্রশান্তি এবং সকল ক্ষোভ ও উদ্বেগের অভাব; তৃতীয়তঃ, সুখম্ অর্থাৎ এক সদর্থক আন্তর আধ্যাত্মিক সুখ এবং প্রাকৃত সত্তার আধ্যাত্মিক স্বস্তি থাকে কিছুই ক্ষুণ্ণ করতে পারে না; চতুর্থতঃ জীবন ও অস্তিত্বকে আলিঙ্গন করে অন্তঃপুরুষের এমন বিমল হর্ষ ও হাস্য। সম হওয়ার অর্থ অনন্ত ও বিশ্বময় হওয়া, নিজেকে সীমিত না করা, মন ও প্রাণের ও ইহার আংশিক সব অভিরুচি ও কামনার কোনো একটি বা অন্যরূপে নিজেকে আবদ্ধ না করা। কিন্তু যেহেতু মানুষ তার বর্তমান সাধারণ প্রকৃতিতে তার মানসিক ও প্রাণিক গঠনের দ্বারাই বাস করে, তার চিৎ-পুরুষের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নয়, সেহেতু, এই সবে এবং তাদের সহিত জড়িত কামনা ও অভিরুচিতে তার আসক্তিও তার স্বাভাবিক অবস্থা। প্রথম অবস্থায় এই সবকে স্বীকার করা অনিবার্য, এই সব ছাড়িয়ে যাওয়া অতীব দুরূহ এবং হয়ত সম্পূর্ণ সম্ভব নয় যতক্ষণ আমরা মনকেই আমাদের ক্রিয়ার প্রধান করণ হিসাবে ব্যবহার করি। অতএব প্রথম কর্তব্য হ'ল অন্ততঃ তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া, এবং তারা টিকে থাকলেও তাদের প্রবলতর দুরাগ্রহ, তাদের বর্তমান অহং-ভাব আমাদের প্রকৃতির উপর তাদের আরো উগ্র দাবী দূর করা।

আমরা যে তা করেছি তা জানা যাবে যদি মনে ও চিৎ-পুরুষে অচলা শান্তি উপস্থিত থাকে। সাধকের কর্তব্য হ'ল, সাক্ষী ও ইচ্ছুক পুরুষ রূপে মনের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অথবা আরো যা ভাল, সমর্থ হবা মাত্রই মনের ঊর্ধ্বে অবস্থান ক'রে সতর্ক থাকা এবং তার মনের মধ্যে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, বিদ্রোহ, চাঞ্চল্যের ক্ষুদ্রতম চিহ্ন বা প্রসঙ্গ দূরে সরিয়ে

দেওয়া। যদি এই জিনিষগুলি আসে তার কর্তব্য হ'ল তৎক্ষণাৎ তাদের উৎপত্তিস্থল, তাদের সূচিত ত্রুটি, যে অহমাত্মক দাবী, প্রাণিক কামনা, ভাবাবেগ বা ভাবনার দোষ থেকে তাদের শুরু তা সব খুঁজে বার করা এবং এই সবকে তার নিস্তেজ করা চাই তার সংকল্পের দ্বারা, তার আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন বুদ্ধির দ্বারা এবং তার সত্তার অধীশ্বরের সহিত ঐক্য-বদ্ধ অন্তঃপুরুষের দ্বারা। তাদের জন্য কোনোক্রমেই কোনো ছুতোই স্বীকার করা তার উচিত নয় তা সে ছুতো যতই স্বাভাবিক বা দেখতে ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিপূর্ণ হ'ক না কেন অথবা কোনো আন্তর বা বাহ্য সমর্থনও স্বীকার করা উচিত নয়। ক্ষুব্ধ ও অস্থির অংশ যদি প্রাণ হয় তাহ'লে তার কর্তব্য হবে ক্ষুব্ধ প্রাণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, নিজের পরতরা প্রকৃতিকে বুদ্ধির মধ্যে আসীন রাখা এবং বুদ্ধির দ্বারা তার মধ্যকার কাম-পুরুষের দাবী সংযত ও বর্জন করা; আর ভাবাবেগের হৃদয় যদি ঐরূপ অস্থির ও চঞ্চল হয় তাহ'লেও ঐরূপ করাই তার কর্তব্য। কিন্তু অপর দিকে যদি সংকল্প ও বুদ্ধিই দোষযুক্ত হয়, তাহ'লে সে দোষ দূর করা আরো কষ্টকর হয়, কারণ তখন তার প্রধান সহায় ও যন্ত্রটিই দিব্য সংকল্পের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সহকর্মী হয় এবং নিম্ন অঙ্গের পুরণো দোষগুলি এই অনুমতির সুযোগ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সুতরাং কর্তব্য হ'ল সর্বদাই একটিমাত্র যে প্রধান ভাবনা তাতেই জোর দেওয়া আর সেই ভাবনা হ'ল আমাদের সত্তার অধীশ্বরের নিকট, আমাদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে অবস্থিত ভগবানের নিকট, পরমাত্মা, বিরাট পুরুষের নিকট আত্ম-সমর্পণ। এই প্রধান ভাবনায় সর্বদাই নিবিষ্ট হ'য়ে বুদ্ধি তার নিজের অন্য সব কম প্রবল আসক্তি ও অভিরুচিকে ক্ষীণ ক'রে সমগ্র সত্তাকে শিক্ষা দেবে যে অহং,—যুক্তিবুদ্ধি, ব্যক্তিগতসংকল্প, প্রাণের মধ্যে হৃদয় বা কামপুরুষের মারফৎ, যেভাবেই তার দাবী উপস্থিত করুক না কেন, তার কোনো দাবীই উচিত নয় আর সকল দুঃখ, বিদ্রোহ, অধৈর্য, অশান্তি আমাদের সত্তার অধীশ্বরের এক প্রকার বিরুদ্ধাচরণ।

এই পূর্ণ আত্মসমর্পণই সাধকের প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত কারণ ইহাই একমাত্র উপায় যার দ্বারা একান্ত স্থিরতা ও প্রশান্তি পাওয়া সম্ভব হয়; অবশ্য সকল কর্ম থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ও উদাসীনতাও এক উপায় কিন্তু সে উপায় ত্যাগ করাই বিধেয়। যদি অশান্তি চলতে থাকে, ইহাকে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করতে যদি সময় বেশী লাগে, তাহ'লে তার জন্য

নিরুৎসাহ ও অধীর হবার কোনো কারণ নেই। অশান্তি আসে কারণ প্রকৃতির মধ্যে তখনো এমন কিছু আছে যা তাতে সাড়া দেয় এবং অশান্তি বারবার আসায় ত্রুটি কোথায় তা জানার সুবিধা হয়, সাধক সতর্ক হ'য়ে ত্রুটি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সংকল্পের আরো আলোকিত ও সঙ্গত ক্রিয়া প্রয়োগ করে। যখন অশান্তি এত প্রবল হয় যে তাকে বাহিরে রাখা যায় না তখন ইহাকে বয়ে যেতে দিতেই হবে আর আরো সতর্ক হ'য়ে এবং আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন বুদ্ধির আগ্রহের দ্বারা দেখা উচিত যাতে ইহা সহজে ফিরে না আসে। এইভাবে অধ্যবসায় সহকারে সাধনার ফলে দেখা যাবে যে ক্রমশঃই এসবগুলির জোর কমে আসছে, এই সব উত্তরোত্তর বাহ্য হয় এবং ফিরে এলেও স্বল্পস্থায়ী হয় যতক্ষণ না পরিশেষে শান্তিই হ'য়ে ওঠে সত্তার বিধান। এই নিয়ম চলতে থাকে যতক্ষণ মানসিক বুদ্ধিই প্রধান করণ; কিন্তু যখন অতিমানসিক আলোক মন ও হৃদয় অধিগত করে, তখন কোনো উদ্বেগ, দুঃখ বা চাঞ্চল্য থাকতে পারে না; কারণ সেই আলোকের সঙ্গে আসে প্রদীপ্ত বীর্যের এক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি যার মধ্যে এই সব বিষয়ের কোনো স্থান থাকা সম্ভব নয়। সেখানে একমাত্র যেসব স্পন্দন ও ভাবাবেগ থাকে তা দিব্য ঐক্যের "আনন্দময়" প্রকৃতির অন্তর্গত।

সত্তাতে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তা অবিচল থাকা চাই, তা যাই ঘটুক না কেন——সুস্থ অবস্থায় ও পীড়ায় সুখে দুঃখে, এমন কি সর্বাপেক্ষা প্রবল শারীরিক যন্ত্রণাতেও, আমাদের নিজেদের অথবা আমাদের প্রিয়জনের সৌভাগ্যে ও দুর্ভাগ্যে, সফলতায় ও বিফলতায়, মান ও অপমানে, স্তুতি ও নিন্দাতে, আমাদের প্রতি ন্যায় বা অন্যায় করা হলেও অর্থাৎ যে সব কিছুতে সাধারণতঃ মন প্রভাবিত হয়, সে সবেও শান্তি অবিচল থাকা চাই। যদি আমরা সর্বত্র ঐক্য দেখি, যদি উপলব্ধি করি যে ভগবদ্-সংকল্পের দ্বারাই সব কিছু ঘটে, ভগবানকে দেখি সকলের মধ্যে যেমন আমাদের বন্ধুদের মধ্যে তেমন আমাদের শত্রুদের মধ্যে, বরং জীবন-ক্রীড়ায় আমাদের বিরোধী খেলুড়েদের মধ্যে, যেমন আমাদের সব অনুকূল ও সহায়কর শক্তির মধ্যে, তেমন আমাদের সব বিরুদ্ধ ও বাধাদায়ী শক্তির মধ্যে, সকল ক্রিয়াশক্তি, শক্তি ও ঘটনার মধ্যে এবং তাছাড়া যদি আমরা অনুভব করি যে সব কিছু আমাদের আত্মা থেকে অবিভক্ত, সমগ্র জগৎ আমাদের বিশ্বসত্তার মধ্যে আমাদের সহিত এক, তখন হৃদয়

ও মনের পক্ষে শান্তির এই অবিচল ভাব রাখা আরো অনেক সহজ হ'য়ে পড়ে। তবে এই বিশ্বদৃষ্টি পাবার বা ইহাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই আমাদের কর্তব্য হবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই গ্রহিষ্ণু ও সক্রিয় সমত্ব ও শান্তি পাওয়া। ইহার অল্পও "অল্পম্ অপি অস্য ধর্মস্য" সিদ্ধির দিকে এক বড় পদক্ষেপ; ইহাতে এক প্রাথমিক দৃঢ়তা মুক্ত সিদ্ধির গোড়ার কথা, আর ইহার সম্পূর্ণতার অর্থ সিদ্ধির অন্যান্য অঙ্গে দ্রুত উন্নতির এক পরম আশ্বাস। কারণ ইহা না থাকলে আমরা কোনো দৃঢ় ভিত্তি পাই না; আর ইহার সুস্পষ্ট অভাবে আমরা সর্বদাই কামনা, অহং, দ্বন্দ্ব, অজ্ঞানতার নিম্ন পর্যায়ে পিছিয়ে পড়ব।

এই শান্তি একবার পাওয়া গেলে, প্রাণিক ও মানসিক অভিরুচির চাঞ্চল্যকর শক্তি নষ্ট হয়; ইহা থাকে শুধু মনের এক বাহ্য অভ্যাস হিসাবে। প্রাণিক গ্রহণ বা বর্জন, কোনো ঘটনা অপেক্ষা অন্য এক বিশেষ ঘটনাকে স্বাগত জানাবার জন্য অধিকতর উৎসাহ, মানসিক গ্রহণ বা বর্জন, কোনো কম অনুকূল ভাবনা বা সত্য অপেক্ষা কোনো বিশেষ বেশী অনুকূল ভাবনা বা সত্যের প্রতি অভিরুচি—এই সব এক বাহ্য যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; তখনো এই সবের প্রয়োজন থাকে কারণ তা থেকে বোঝা যায় যে শক্তি'র কোন দিকে ফেরার অভিপ্রায় অথবা আমাদের সত্তার অধীশ্বর সাময়িকভাবে এখন ইহাকে কোনদিকে ঘোরাচ্ছেন। কিন্তু ইহার যে প্রবল অহমাত্মক সংকল্পের, অসহিষ্ণু কামনার দৃঢ় পছন্দের চাঞ্চল্যকর দিক তা নষ্ট হয়। এই বাহ্য রূপগুলি কিছুদিনের জন্য ক্ষীণ আকারে থাকতে পারে, কিন্তু যেমন সমত্বের শান্তি বৃদ্ধি পায়, গভীর হয়, আরো স্বরূপগত ও "ঘন" হয়, তেমন রূপগুলি অন্তর্ধান করে, মানসিক ও প্রাণিক ধাতুর উপর তাদের কোনো প্রভাব পড়ে না অথবা তারা দেখা দেয় সর্বাপেক্ষা বাহ্য স্থূল মনের উপর শুধু স্পর্শ হিসাবে, তারা ভিতরে প্রবেশ করতে অক্ষম হয় এবং পরিশেষে এমনকি মনের বহিঃপ্রান্তে ঐ পুনরাবৃত্তিরও বাহ্য আবির্ভাবেরও অবসান হয়। তখন এই উপলব্ধির জীবন্ত সত্যতা আসতে পারে যে আমাদের মধ্যে সকল কিছুই করা হয় ও চালিত হয় আমাদের সত্তার অধীশ্বরের দ্বারা, "যথা প্রযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"; ইহার আগে ইহা ছিল শুধু এক প্রবল ভাবনা ও বিশ্বাস যার সঙ্গে থাকত আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতির সম্ভূতির পিছনে ভগবদ্-ক্রিয়ার সাময়িক ও গৌণ আভাস। এখন প্রতি ক্রিয়াকেই

দেখা যায় যে ইহা পুরুষের ইঙ্গিতে শক্তির, আমাদের মধ্যে ভগবদ্-শক্তির দেওয়া এক আকার; অবশ্য ইহা এখনো ব্যক্তিভাবাপন্ন, এখনো অবর মানসিক রূপের মধ্যে ক্ষুদ্রভাবাপন্ন কিন্তু মুখ্যতঃ ইহা অহমাত্মক নয়, ইহা এক অপূর্ণ রূপ, কিন্তু কোনো সদর্থক বিকৃতি নয়। অতঃপর এই অবস্থাও ছাড়িয়ে যাওয়া চাই। কারণ সুষ্ঠু ক্রিয়া ও অনুভূতি কোনো প্রকার মানসিক বা প্রাণিক অভিরুচির দ্বারা নির্ধারিত হবে না, তা নির্ধারিত হবে সত্যোদ্ভাসক ও অন্তঃপ্রেরক আধ্যাত্মিক সংকল্প দ্বারা; এই সংকল্পই শক্তি তাঁর প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত প্রবর্তনায়। যখন আমি বলি যে আমি যেমন নিযুক্ত হই তেমন কাজ করি, তখনো আমি এক সংকীর্ণতা-জনক ব্যক্তিগত পদার্থ ও মানসিক প্রতিক্রিয়া আনি। কিন্তু প্রভুই তাঁর নিজের কাজ করেন আমার মাধ্যমে, আমাকে তাঁর যন্ত্র ক'রে; আর আমার মধ্যে এমন কোনো মানসিক বা অন্যরূপ অভিরুচি থাকা চলবে না যাতে গণ্ডী টানা যায়, হস্তক্ষেপ করা যায়, অপূর্ণ ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। মনের হওয়া চাই এক নীরব জ্যোতির্ময় প্রবাহপ্রণালী যা দিয়ে উদ্ভাসিত হবে অতিমানসিক সত্য ও ইহার দেখার মধ্যে নিগূহিত সংকল্প। তখনই ক্রিয়া হবে ঐ সর্বোত্তম পুরুষ ও সত্যের ক্রিয়া, মনের মধ্যে কোনো সীমিত রূপান্তর বা ভ্রমাত্মক রূপান্তর নয়। যা কিছু সীমা, নির্বাচন, সম্পর্ক আরোপিত হয় তা ভগবান জীবের মধ্যে নিজেরই উপর নিজে আরোপ করবেন সেই সময়ে তাঁর নিজের উদ্দেশ্যের জন্য, সেসব অনিবার্য নয়, চরম নয় অথবা মনের কোনো অজ্ঞানময় নির্ধারণ নয়। তখন মনন ও সংকল্প হ'য়ে ওঠে এক জ্যোতির্ময় অনন্ত থেকে এক ক্রিয়া বিশেষ, এমন এক রচনা যা অন্য সব রচনা বাদ দেয় না, বরং সে সবকে নিজের সহিত সম্পর্কে তাদের উপযুক্ত স্থানে রাখে, এমন কি তাদের ঘিরে রাখে বা রূপান্তরিত করে এবং দিব্য জ্ঞান ও ক্রিয়ার বৃহত্তর গঠনের দিকে অগ্রসর হয়।

প্রথম যে স্থিরতা আসে তা হ'ল এক প্রশান্তি অর্থাৎ সকল উদ্বেগ, শোক ও চাঞ্চল্যের অভাব। সমত্ব যত প্রগাঢ় হয়ে ওঠে, ততই এই শান্তিতে সদর্থক সুখ ও আধ্যাত্মিক স্বস্তির পদার্থ বেশী হয়। ইহাই চিৎ-পুরুষের স্বরূপে হর্ষ যা তার একান্ত অস্তিত্বের জন্য বাহ্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, অর্থাৎ গীতার ভাষায় "নিরাশ্রয়, অন্তঃসুখো অন্তরারামঃ", এক অতীব আন্তর সুখ, "ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে"। কোনো

কিছুই ইহাকে ক্ষুণ্ণ করতে অক্ষম, আর অন্তঃপুরুষ যে বাহ্য বিষয়সমূহ দেখে সে সবেও ঐ শান্তি ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরও উপর এই শান্ত আধ্যাত্মিক হর্ষের বিধান আরোপ করে। কারণ ইহার ভিত্তি হ'ল স্থির শান্তি, ইহা এক সম ও প্রশান্ত ও শমিত হর্ষ, "অহৈতুক", এবং অতিমানসিক আলোক যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই এক মহত্তর আনন্দ আসে, সকল কিছুর মধ্যে যে চিৎ-পুরুষ এই সকল কিছু হয়েছে, হয়ে উঠছে, দেখে, অনুভব করে তার অপর্যাপ্ত রভসের ভিত্তি এই আনন্দ; আর যে শক্তি জ্যোতির্ময়ভাবে ভগবানের কর্ম করেন ও সকল জগতের মধ্যে তাঁর আনন্দ নিয়ে যান তাঁর হাস্যেরও ভিত্তি এই আনন্দ।

সমত্বের সিদ্ধ ক্রিয়া বিষয়সমূহের মূল্য পরিবর্তন করে দিব্য আনন্দময় শক্তির ভিত্তিতে। বাহ্য কর্ম যেমন ছিল তেমন থাকতে পারে, অথবা বদলাতেও পারে, তা হবে চিৎ-পুরুষের নির্দেশ অনুসারে এবং জগতের জন্য যে কাজ করা হবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী--কিন্তু সমগ্র আন্তর কর্ম অন্য প্রকারের। জ্ঞান, কর্ম, ভোগ, সৃষ্টি, রূপায়ণ--এই সবের বিভিন্ন সামর্থ্যে শক্তি অস্তিত্বের বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনে নিজেকে নিযুক্ত করবেন, তবে অন্য মনোভাবে, তাদের এই যে সব লক্ষ্য, ফল, ক্রিয়াধারা সে সব ভগবান নির্দিষ্ট করবেন তাঁর ঊর্ধ্বের আলো থেকে, সে সব এমন কিছু হবে না যা অহং দাবী করবে পৃথকভাবে তার নিজের জন্য। সত্তার অধীশ্বরের বিধান থেকে মন, হৃদয়, প্রাণিক সত্তা, এমনকি দেহের কাছে যা আসবে তাতেই তারা সন্তুষ্ট হবে এবং তাতেই পাবে সূক্ষ্মতম ও পূর্ণতম আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন তৃপ্তি ও আনন্দ; কিন্তু ঊর্ধ্বের দিব্য জ্ঞান ও সংকল্প কাজ করে যাবে তার অন্যান্য উদ্দেশ্যকল্পে। এক্ষেত্রে সফলতা ও বিফলতার বর্তমান অর্থ থাকবে না। কোনো বিফলতা সম্ভব নয়, কারণ যা কিছু ঘটে তা-ই জগদীশ্বরের অভিপ্রায়, অন্তিম নয়, তার যাত্রার এক পদক্ষেপ আর যদি মনে হয় ইহা করণগত সত্তার সম্মুখে স্থাপিত লক্ষ্যের বিরুদ্ধ, পরাভব, অস্বীকৃতি, এমন কি সে সময়ের জন্য সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি, তাহ'লে তা শুধু বাহ্যতঃ আর পরে তাঁর ক্রিয়ার সৌষ্ঠবের মধ্যে ইহার সঠিক স্থানে ইহাকে দেখা যাবে--এক পূর্ণতর দর্শন এমন কি তৎক্ষণাৎ অথবা পূর্বেই দেখতে পাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা কি এবং ইহা যে শেষ পরিণামের এত বিপরীত এবং এমন কি হয়ত তার সম্পূর্ণ নিষেধাত্মক তার সহিত ইহার সঠিক সম্পর্ক কি। অথবা আলোক ক্ষীণ থাকার সময় যদি লক্ষ্য বা কর্মের

গতি ও পথের ক্রম সম্বন্ধে কোনো ভুলবোঝা থাকে তাহ'লে বিফলতা আসে তা সংশোধন করার জন্য এবং তা স্বীকার করা হয় শান্তভাবে, তাতে সংকল্পের কোনো অবসন্নতা বা হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। পরিশেষে দেখা যায় যে বিফলতা বলে কোনো জিনিষ নেই, আর অন্তঃপুরুষ সকল ঘটনাতেই সম নিষ্ক্রিয় অথবা সক্রিয় আনন্দ পায় যেন এই সব ঘটনা দিব্য সংকল্পের সোপান ও রূপায়ণ। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, রুচিকর ও অরুচিকর অর্থাৎ মঙ্গল অমঙ্গল, প্রিয় অপ্রিয়—-ইহাদেরও সকল রূপের সম্বন্ধে ঐ একই বিকাশ ঘটে।

যেমন ঘটনার বেলায়, তেমন ব্যক্তির বেলাতেও, দৃষ্টি ও মনোভাব সম্বন্ধে সমত্ব এক সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনে। সম মন ও চিৎ-পুরুষের প্রথম ফল এই যে ইহাতে সকল ব্যক্তি, ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রিয়ার প্রতি উদারতা এবং আন্তর সহিষ্ণুতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, কারণ দেখা যায় যে সকল সত্তার মধ্যেই ভগবান অবস্থিত এবং প্রত্যেকে কাজ করে তার প্রকৃতি, তার স্বভাব ও ইহার বর্তমান গঠন অনুযায়ী। যখন সদর্থক সম আনন্দ আসে, তখন উদারতা ও সহিষ্ণুতা গভীর হ'য়ে পরিণত হয় সমবেদনাপূর্ণ বোধে ও পরিশেষে এক সম বিশ্বজনীন প্রেমে। এই সব বিষয়ের দ্বারা এমন কিছু হবার কথা নয় যে আধ্যাত্মিক সংকল্প দ্বারা নির্ধারিত জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী আন্তর মনোভাবের নানাবিধ সম্পর্ক অথবা বিভিন্ন রূপায়ণ নিবারিত হয়, অথবা একই নির্ধারণের দ্বারা একই প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের জন্য কোনো বিশেষ ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রিয়াকে অন্যদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ও উন্নত করা নিবারিত হয়, অথবা অবধারিত গতিক্রিয়ার পথে যে সব শক্তি অন্তরায়-স্বরূপ হতে প্রচোদিত হয় তাদের বিরুদ্ধে প্রবল বহির্মুখী বা আন্তরমুখী প্রতিরোধ, বিরুদ্ধাচরণ ক্রিয়া নিবারিত হয়। আর এমন কি রুদ্রশক্তির প্লাবন এসে মানবীয় বা অন্যবিধ বিঘ্নের উপর জোর করে কাজ করবে অথবা তা চূর্ণ করে দেবে কারণ তাহাই প্রয়োজনীয় তার নিজের ও জগদুদ্দেশ্যের এই উভয়েরই জন্য। কিন্তু এই সব অপেক্ষাকৃত বাহ্য রূপায়ণ দ্বারা সম অন্তরতম মনোভাবের সারতত্ত্ব পরিবর্তিত হবে না অথবা হ্রাস পাবে না। জ্ঞান, সংকল্প, ক্রিয়া, প্রেমের শক্তি তার কাজ করতে থাকা কালেও এবং সে সময় তার কাজের জন্য নানাবিধ রূপ গ্রহণ করলেও, চিৎপুরুষ, মূল অন্তঃপুরুষ একই থাকে। আর পরিশেষে সকল কিছু হ'য়ে ওঠে ভগবানের সত্তার মধ্যে

এবং জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক, এক অবিভক্ত ও বিশ্বময় শক্তির মধ্যে সকল ব্যক্তি, ক্রিয়াশক্তি, বিষয়ের সহিত এক প্রভাস্বর আধ্যাত্মিক ঐক্যের রূপ, আর ইহার মধ্যে নিজের আপন ক্রিয়া হ'য়ে ওঠে সকলের ক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, ইহা থেকে বিভক্ত হয় না, বরং সুষ্ঠুভাবে অনুভব করে যে সকল সম্পর্কই ভগবানের সহিত এক সম্পর্ক যে ভগবান সকলের মধ্যে আছেন তার বিশ্ব একত্বের জটিল সংজ্ঞাগুলির মধ্যে। ইহা এমন এক পরিপূর্ণতা যা বিভক্তকারী মানসিক যুক্তিবুদ্ধির ভাষায় বর্ণনা করা একরূপ অসম্ভব, কারণ ইহা সকল বিপরীতার্থক ভাবনা ব্যবহার করে অথচ সে সব ছাড়িয়ে যায়; আবার ইহাকে সীমিত মানসিক মনোবিদ্যার কথাতেও প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইহা চেতনার অন্য এক রাজ্যের, আমাদের সত্তার অন্য এক লোকের অন্তর্গত।

১৪ অধ্যায়

বিভিন্ন করণের শক্তি

আত্মসিদ্ধি যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ হ'ল আমাদের সাধারণ প্রকৃতির বিভিন্ন করণের সমুন্নত, বৃহৎ ও শুদ্ধ শক্তি। সম মন ও চিৎ-পুরুষ সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত যে এই দ্বিতীয় সিদ্ধির সাধনা বন্ধ রাখতে হবে তা নয়, তবে উহাদের সুদৃঢ় অবস্থাতেই ইহার সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব এবং ইহা দিব্য দেশনার নিরাপত্তার মধ্যে কার্য করতে সক্ষম। এই সাধনার উদ্দেশ্য হ'ল প্রকৃতিকে দিব্য কর্মের এক যোগ্য যন্ত্রে পরিণত করা। সকল কর্মই করা হয় বীর্যের দ্বারা, শক্তির দ্বারা এবং যেহেতু পূর্ণযোগের উদ্দেশ্য কর্মত্যাগ নয়, বরং সকল কর্মসাধন দিব্য চেতনা থেকে ও পরম দেশনা নিয়ে, সেহেতু বিভিন্ন করণের, মন, প্রাণ ও দেহের বিশিষ্ট শক্তিগুলিকে শুধু যে দোষমুক্ত করা চাই তা নয়, ইহাদিগকে এই মহত্তর ক্রিয়ার সামর্থ্যে উন্নয়ন করা চাই। পরিশেষে তাদের আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক রূপান্তর সাধন আবশ্যক।

আত্ম-সিদ্ধি সাধনার এই দ্বিতীয় ভাগের চারিটি অঙ্গ, যার ইহাদের প্রথমটি হ'ল যথার্থ শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণময় মন ও দেহের বিভিন্ন শক্তিগুলির সঠিক অবস্থা। এখন শুধু এই চারটির মধ্যে শেষেরটিরই প্রাথমিক সিদ্ধি সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হবে, কারণ পূর্ণ সিদ্ধির কথা বলা হবে অতিমানস সম্বন্ধে ও সত্তার অবশিষ্ট অংশের উপর ইহার প্রভাব সম্বন্ধে আমি বলবার পর। দেহ যে শুধু ক্রিয়ার স্থূলভাগের প্রয়োজনীয় বাহ্য যন্ত্র তা নয়, এই জীবনের নানাবিধ উদ্দেশ্যের জন্য ইহা সকল আন্তর ক্রিয়ারও ভিত্তি বা পাদপীঠ। মন ও চিৎ-পুরুষের সকল ক্রিয়ারই স্পন্দন থাকে শারীর চেতনায়, সেখানে নিজেকে অঙ্কিত করে একরূপ গৌণ দেহগত সংকেতলিপিতে এবং অন্ততঃ আংশিকভাবে নিজেকে জড় জগতে প্রকাশিত করে শারীর যন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু মানুষের দেহের এই সামর্থ্যের স্বাভাবিক সীমা আছে আর এই সব সীমা ইহা আরোপ করে তার সত্তার উচ্চতর অংশগুলির ক্রীড়ার উপর। আর দ্বিতীয়তঃ ইহার (অর্থাৎ শরীরের) নিজের এক অবচেতন চৈতন্য আছে যার মধ্যে

ইহা মানসিক ও প্রাণিক সত্তার সব পুরণো অভ্যাস, ও পুরণো প্রকৃতি দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত রেখে দেয় আর এই সব স্বতঃই যে কোনো বড় উর্ধ্বাভিমুখী পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও তাতে বাধা দেয় অথবা ইহাকে অন্ততঃ সমগ্র প্রকৃতির আমূল রূপান্তর হ'তে নিবারণ করে। ইহা স্পষ্ট যে যদি আমাদের এমন স্বচ্ছন্দ দিব্য অথবা আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক ক্রিয়া পেতে হয় যা দিব্যতর ক্রিয়া-শক্তি'র বলের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তার বিশিষ্টতা সাধন করে, তাহ'লে দৈহিক প্রকৃতির এই বাহ্য স্বরূপে কিছু বেশী পরিমাণের সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন অবশ্য কর্তব্য। মানুষের শারীরিক সত্তাকে সিদ্ধিপ্রয়াসীরা সর্বদাই এক বাধা ভেবে এসেছে, আর তারা ঘৃণা, অস্বীকৃতি ও বিতৃষ্ণার সহিত ইহা থেকে সরে আসতেই অভ্যস্ত আর তার সহিত এই ইচ্ছাও থাকে যে দেহ ও দৈহিক জীবন সম্পূর্ণ অথবা যতদূর সম্ভব দমন করা চাই। কিন্তু পূর্ণযোগের পক্ষে ইহা সঠিক পদ্ধতি হ'তে পারে না। দেহ আমাদের দেওয়া হ'য়েছে আমাদের কর্মের সমগ্রতার পক্ষে প্রয়োজনীয় এক যন্ত্র হিসাবে, ইহাকে ব্যবহার করাই দরকার, ইহাকে অবহেলা করা, কষ্ট দেওয়া, দমন করা বা ধ্বংস করা উচিত নয়। বলা হবে ইহা অপূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন, একগুঁয়ে কিন্তু অন্যান্য অঙ্গগুলি---প্রাণময় সত্তা, হৃদয়, মন, যুক্তিবুদ্ধি ইহারাও তো ঐরূপ। তাদের মতো ইহাকেও পরিবর্তিত, সিদ্ধ ও রূপান্তরিত করা চাই। আমাদের যেমন এক নবীন প্রাণ, নবীন হৃদয়, নবীন মন পাওয়া অবশ্য কর্তব্য, তেমন এক অর্থে আমাদের নিজেদের জন্য নির্মাণ করতে হবে এক নবীন দেহ।

দেহকে নিয়ে সংকল্পের যে প্রথম করণীয় কাজ তা হ'ল তার সমগ্র সত্তা, চেতনা শক্তি এবং বাহ্য ও আন্তর ক্রিয়ার এক নতুন অভ্যাস ইহার উপর উত্তরোত্তর আরোপ করা। ইহাকে শিক্ষা দেওয়া চাই যেন ইহা প্রথমে উচ্চতর করণগুলির হাতে নিষ্ক্রিয় থাকে এবং পরিশেষে নিষ্ক্রিয় থাকে চিৎ-পুরুষ ও তার নিয়ন্ত্রী ও অন্তর্যামিনী শক্তি'র হাতে। ইহাকে অভ্যস্ত করতে হবে যেন ইহা মহত্তর অঙ্গগুলির উপর নিজের সব সীমা আরোপ না করে, বরং ইহা যেন তাদের দাবী অনুযায়ী তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া গঠন করে আর বলা যায় ইহা যেন ফুটিয়ে তোলে এক উচ্চতর সংকেতলিপি, প্রতিক্রিয়ার এক উচ্চতর পর্যায়। বর্তমানে ভগ-বানের এই মানবীয় বীণার সঙ্গীতের উপর দেহ ও শারীর চেতনার

সংকেতলিপির নির্ধারণী শক্তি অতীব প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান; যে সুরগুলি আমরা পাই চিৎপুরুষ থেকে, চৈত্য অন্তঃপুরুষ থেকে, আমাদের স্থূল প্রাণের পশ্চাতে স্থিত মহত্তর প্রাণ থেকে তারা স্বচ্ছন্দভাবে ভিতরে আসতে অক্ষম, তাদের উচ্চ, শক্তিশালী ও উচিত গান ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। এই অবস্থার বিপরীত পরিবর্তন আবশ্যক; দেহ ও শারীর চেতনার এই অভ্যাস পাওয়া চাই যাতে তারা প্রবেশ করতে পারে উচ্চতর সঙ্গীতের মধ্যে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের গঠন করতে, উচ্চতর সঙ্গীত তাদের অনুযায়ী হবেনা, বরং আমাদের প্রকৃতির মহত্তর অংশ-গুলিই নির্ধারণ করবে আমাদের জীবন ও সত্তার সঙ্গীত।

এই পরিবর্তনের দিকে প্রথম সোপান হ'ল মন ও ইহার ভাবনা ও সংকল্প দ্বারা দেহ ও প্রাণের নিয়ন্ত্রণ। সকল যোগেই এই নিয়ন্ত্রণকে অতি উচ্চ গ্রামে নেওয়া হয়। কিন্তু পরে মনের উচিত নিজেই সরে এসে স্থান দেওয়া চিৎ-পুরুষকে, আধ্যাত্মিক শক্তিকে, অতিমানস ও অতি-মানসিক শক্তিকে। এবং সর্বশেষে দেহেরও কর্তব্য এমন সুষ্ঠু সামর্থ্য বিকাশ করা যাতে চিৎ-পুরুষের আনা সকল শক্তিই ইহা ধারণ করতে পারে এবং ইহার ক্রিয়াকেও ধরে রাখতে পারে যাতে ইহা না উপচে পড়ে অথবা অযথা না নষ্ট হয় অথবা দেহ নিজেই না ভেঙ্গে পড়ে। যে কোনো তীব্র মাত্রার আধ্যাত্মিক অথবা উত্তর মানস ও প্রাণশক্তি যেন ইহাকে ভরিয়ে দিয়ে জোরালো ভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় আর তাতে যেন ইহার কোনো যান্ত্রিক অংশ অন্তঃপ্রবাহ বা চাপের দ্বারা উত্তেজিত, ব্যস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা ভেঙে না যায়। যারা প্রস্তুত না হয়ে মূর্খের মতো যোগসাধনা শুরু করে অথবা যে শক্তিকে তারা বুদ্ধিগত-ভাবে, প্রাণিকভাবে বা নৈতিকভাবে সহ্য করতে অক্ষম তাকে হঠকারীর মতো আমন্ত্রণ করে, প্রায়ই তাদের মস্তিষ্কের, প্রাণিক স্বাস্থ্যের অথবা নৈতিক প্রকৃতির ক্ষতিসাধন হয়।} দেহকে ঐভাবে শক্তিশালী করে যেন তাকে পূর্ণ করা হয় যাতে ইহা ঐ আধ্যাত্মিক অথবা এই সময়কার অন্য অসাধারণ কার্যসাধকের সংকল্প অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে, স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে, সঠিক ভাবে কাজ করার সামর্থ্য পায় ও তার অভিপ্রায় ও প্রবল প্রেরণা কোনোরূপ বিকৃত, ক্ষুণ্ণ অথবা ভ্রমাত্মকভাবে রূপান্তরিত না হয়। শারীর চেতনায়, শক্তিতে, যন্ত্রে উচ্চতর শক্তি ধারণ করার ক্ষমতা, "ধারণ-শক্তি" দেহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধি।

এই সব পরিবর্তনের ফলে দেহ রূপান্তরিত হবে চিৎ-পুরুষের সুষ্ঠু করণে। দেহে ও দেহের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো কায যে কোনো প্রকারে করতে সক্ষম হবে। ইহা মনের এবং উচ্চতর অবস্থায় অতিমানসের অসীম ক্রিয়া চালাতে সক্ষম হবে, আর তাতে যে কোনরূপ শ্রান্তি, অক্ষমতা, অযোগ্যতা বা মিথ্যাকরণের দ্বারা ক্রিয়ার কিছু ক্ষতি হবে তা-ও নয়। আবার ইহা সক্ষম হবে দেহের মধ্যে প্রাণশক্তির পূর্ণ প্লাবন বহাতে ও সিদ্ধ প্রাণময় সত্তার বিশাল ক্রিয়া ও হর্ষ চালাতে, আর সাধারণ প্রাণিক সহজবৃত্তি ও প্রাণ-সংবেগ যে অপ্রচুর শারীরিক যন্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হয় তার সহিত ঐ প্রাণিক সহজ-বৃত্তি ও প্রাণসংবেগের যে বিবাদ ও অসামঞ্জস্যের সম্বন্ধ সে বিবাদ ও অসামঞ্জস্য তাতে থাকে না। আর আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন চৈত্য পুরুষের পূর্ণ ক্রিয়াও চালাতে ইহা সক্ষম হবে যে ক্রিয়া দেহের নিম্ন সহজসংস্কারের দ্বারা কোনো মিথ্যা বা হীন রূপে পর্যবসিত হয় না অথবা কোনো প্রকারে দূষিত হয় না; ইহা আরো সমর্থ হবে শারীর ক্রিয়া ও প্রকাশকে উচ্চতর সূক্ষ্ম প্রাণের স্বচ্ছন্দ সংকেতলিপি হিসাবে ব্যবহার করতে। আর স্বয়ং দেহেতেই থাকবে ধারণশক্তির মহত্ত্ব, বহির্গামী ও কার্যসাধক শক্তির ক্ষমতা, ক্রিয়াশক্তি ও বলের প্রাচুর্য, স্নায়বিক ও শারীর সত্তার লঘুতা, ক্ষিপ্রতা, অভিযোজ্যতা এবং সমগ্র শরীর যন্ত্রে এবং ইহার চালিকাশক্তি যন্ত্রসমূহে ধারণ করার ও সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য[১]; বর্তমানে শরীর যত বলবান ও সুস্থ হ'ক না কেন, ইহা এই সব ক্ষমতা ধারণে অসমর্থ।

এই ক্রিয়াশক্তি সারতঃ কোনো বাহ্য শারীর বা পেশীগত ক্ষমতা হবে না, ইহা হবে প্রথমতঃ অফুরন্ত প্রাণশক্তি অথবা প্রাণিকশক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ দেহের মধ্যে সক্রিয় এক শ্রেষ্ঠ বা পরমা সংকল্প-শক্তি যা এই প্রাণিক শক্তিকে ধারণ ও ব্যবহার করে। দেহের অথবা রূপের প্রাণিক শক্তির ক্রীড়ার জন্যই সকল ক্রিয়া, এমন কি যে ক্রিয়া বাহ্যতঃ অত্যন্ত নিষ্প্রাণ ভৌতিক ক্রিয়া, তা-ও সম্ভব হয়। প্রাচীনরা যেমন জানতেন, বিশ্ব-প্রাণই নানা আকারে সকল ভৌতিক জিনিষের মধ্যে––বিদ্যুৎ-অণু, পরমাণু, গ্যাস থেকে আরম্ভ করে সকল ধাতু, উদ্ভিদ্, পশু, স্থূল মানব পর্যন্ত––সকল কিছুর মধ্যে জড় শক্তিকে ধারণ করে বা চালনা করে। দেহের অথবা দেহের মধ্যে সুষ্ঠুতর সিদ্ধিপ্রয়াসী সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চেষ্টা

১ মহত্ত্ব, বল, লঘুতা, ধারণ-সামর্থ্য

করে যেন এই প্রাণিক শক্তি দেহের মধ্যে আরো স্বচ্ছন্দে ও শক্তিশালী-ভাবে কার্য করে। সাধারণ লোক ইহাকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে যান্ত্রিকভাবে, শারীরিক ব্যায়াম ও অন্যান্য দৈহিক উপায়ের দ্বারা, হঠ-যোগী আরো বৃহৎ ও নমনীয় ভাবে চেষ্টা করে যান্ত্রিকভাবেই, তবে আসন ও প্রাণায়ামের সাহায্যে; কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য ইহাকে আয়ত্ত করা যায় আরো সূক্ষ্ম, মৌলিক ও সুনম্য উপায়ের দ্বারা; প্রথমতঃ তা করা হয় মনোগত সংকল্পের দ্বারা, যে বিরাট প্রাণশক্তি থেকে আমরা শক্তি আহরণ করি তার নিকট এই সংকল্প নিজেকে বিস্তৃতভাবে খুলে ধরে এবং তাকে বীর্যের সহিত ভিতরে আবাহন করে এবং দেহের মধ্যে ইহার বলবত্তর উপস্থিতি ও আরো শক্তিশালী ক্রিয়াধারা নিবদ্ধ করে; দ্বিতীয়তঃ তা করা হয় মনোগত সংকল্পের দ্বারা যা বরং নিজেকে উন্মুক্ত করে চিৎ-পুরুষ ও ইহার শক্তির কাছে, আর ভিতরে আবাহন করে এক ঊর্ধ্বের উচ্চতর প্রাণিক শক্তি, অর্থাৎ এক অতিমানসিক প্রাণিক শক্তি; তৃতীয়তঃ আর ইহাই শেষ কাজ,—তা করা হয় চিৎ-পুরুষের সর্বোত্তম অতিমানসিক সংকল্পের দ্বারা যা দেহের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করবে দেহ-সিদ্ধির ব্রতটি। বস্তুতঃ সর্বদাই এক আন্তর সংকল্পই প্রাণিক করণটিকে চালায় ও কার্যকরী করে এমন কি যখন ইহা বাহ্যতঃ শুধু ভৌতিক উপায় ব্যবহার করে তখনো; কিন্তু প্রথমে ইহা অবর ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। যখন আমরা আরো উচ্চে উঠি, তখন সম্পর্কটি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়; তখন ইহা তার নিজের শক্তিতেই কাজ করতে সক্ষম হয় অথবা সক্ষম হয় বাকী সব কিছুকে চালাতে শুধু এক গৌণ করণব্যবস্থা হিসাবে।

বেশীর ভাগ লোকই দেহের মধ্যে এই প্রাণিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন নয় অথবা শক্তির যে আরো ভৌতিক রূপ দেহের মধ্যে অনুস্যূত এবং তার বাহনরূপে ব্যবহৃত হয় তা থেকে পৃথকভাবে চিনতে অক্ষম। কিন্তু যোগানুশীলনের ফলে যখন চেতনা আরো সূক্ষ্ম হয় তখন আমরা জানতে পারি যে আমাদের চারিদিকে এক প্রাণিক শক্তির সমুদ্র বর্তমান, তাকে অনুভব করি মানসিক চেতনা দিয়ে, আর মানসিক ইন্দ্রিয় বোধ দিয়ে ইহাকে মূর্তভাবে অনুভব করি, ইহার গতিধারা ও গতিক্রিয়া দেখি, এবং সংকল্পের দ্বারা ইহাকে অব্যবহিত ভাবে চালনা করি ও তার উপর সক্রিয় হই। কিন্তু যতদিন না আমরা ইহার সম্বন্ধে জানতে পারি ততদিন আমাদের

এক কাজচলা বিশ্বাস, বা অন্ততঃ এক পরীক্ষামূলক বিশ্বাস থাকা চাই যে ইহা সত্যই বিদ্যমান এবং সংকল্পের এমন শক্তি আছে যাতে এই প্রাণ-শক্তিকে আরো সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত ও ব্যবহার করা সম্ভব। যারা বিশ্বাস, সংকল্প ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাধি নিরাময় করে তাদের মতো এক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আবশ্যক যে দেহের অবস্থা ও ক্রিয়ার উপর তার সংকল্প আরোপ করার ক্ষমতা মনের আছে; কিন্তু শুধু এই বা অন্য কোনো সীমিত ব্যবহারের জন্য যে আমরা এই নিয়ন্ত্রণ চাইব তা নয়, আমরা তা চাইব সাধারণভাবে বাহ্য ও অবর করণের উপর আন্তর ও মহত্তর করণের ন্যায়সঙ্গত সামর্থ্য হিসাবে। এই বিশ্বাসের পরিপন্থী হ'ল আমাদের মনের অতীত অভ্যাসগুলি, আমাদের বাস্তব সাধারণ অভিজ্ঞতা যাতে দেখা যায় যে আমাদের বর্তমান অপূর্ণ ব্যবস্থায় ইহা অপেক্ষাকৃত অসহায় এবং দেহ ও শারীর চেতনায় এক বিরুদ্ধ বিশ্বাস। কারণ ইহাদেরও নিজেদের সংকীর্ণতাজনক শ্রদ্ধা আছে আর যখন মন চায় দেহের উপর এক উচ্চতর, অথচ না-পাওয়া সিদ্ধির বিধান আরোপ করতে, তখন উহাদের এই সংকীর্ণতাজনক শ্রদ্ধা মনের ভাবনাকে বাধা দেয়। কিন্তু যদি আমরা বিশ্বাসে অটল থাকি আর অভিজ্ঞতায় এই শক্তির প্রমাণ পাই তাহ'লে মনের বিশ্বাস আরো দৃঢ়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে, তার শক্তিও বৃদ্ধি পাবে আর দেহের মধ্যে বিরুদ্ধ বিশ্বাসেরও পরিবর্তন হবে, যাকে ইহা প্রথমে অস্বীকার করেছিল তাকে স্বীকার করবে আর তার সব অভ্যাসে নতুন নিয়ন্ত্রণটিকে শুধু যে মেনে নেবে তা নয়, বরং নিজেই এই উচ্চতর ক্রিয়ার জন্য আহ্বান করবে। সবশেষে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি যে এই যে সত্তা আমরা সে তা-ই হয় বা হ'তে পারে যা হবার জন্য তার বিশ্বাস ও সংকল্প আছে--কারণ বিশ্বাস হ'ল শুধু এক সংকল্প যার লক্ষ্য মহত্তর সত্য--আর তখন আমরা আমাদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে গণ্ডী টানা বন্ধ করি অথবা আমাদের মধ্যে পরমাত্মার যোগ্য সর্বশক্তিমত্তা, মানবীয় যন্ত্রের মাধ্যমে সক্রিয় দিব্য সামর্থ্যের সর্ব-ক্ষমতা সম্বন্ধে অস্বীকৃতি জানান বন্ধ করি। তবে অবশ্য, অন্ততঃ ব্যবহারিক শক্তি হিসাবে তা আসে পরে উচ্চসিদ্ধির উন্নত অবস্থায়।

প্রাণ যে শুধু শারীরিক ও প্রাণিক শক্তির ক্রিয়ার শক্তি তা নয়, ইহা মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ারও অবলম্বন। সুতরাং প্রাণিক শক্তির পূর্ণ ও স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া শুধু যে নিম্ন অথচ প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য

আবশ্যক তা নয়, আমাদের জটিল মানবীয় প্রকৃতির করণতার মধ্যে মন ও অতিমানস ও চিৎ-পুরুষের স্বচ্ছন্দ ও পূর্ণ ক্রিয়ারও জন্য ইহা আবশ্যক। প্রাণশক্তি ও ইহার বিভিন্ন গতির নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণায়াম অভ্যাসের মুখ্য অর্থ ইহাই; এই অভ্যাস কতকগুলি যোগসাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য অঙ্গ। পূর্ণযোগের সাধকেরও কর্তব্য ঐ একই প্রভুত্ব লাভ করা; তবে সে তা পেতে পারে অন্য উপায়ে। কিন্তু কোনো সময়েই সে তা পাবার জন্য ও রক্ষার জন্য কোনো শারীরিক বা শ্বাস-প্রশ্বাসমূলক ব্যায়ামের উপর নির্ভর করবে না, কারণ তাহ'লে তখনই এক সংকীর্ণতা ও প্রকৃতির নিকট বশ্যতা এসে পড়বে। পুরুষের দ্বারা প্রকৃতির করণব্যবস্থাকে নমনীয়ভাবে ব্যবহার করা চাই, কিন্তু পুরুষের উপর কোনো নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অবশ্য প্রাণিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা থাকে এবং তা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে আমাদের আত্ম-আলোচনা ও অভিজ্ঞতার কাছে। বৈদিক রূপকে ইহা দেহবদ্ধ মনের ও সংকল্পের অশ্ব ও বাহন। যদি ইহা বল, ক্ষিপ্রতা ও ইহার সকল শক্তির ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়, তাহ'লে মনও তার ক্রিয়ার পথে চলতে পারে পূর্ণ ও অকুণ্ঠিত গতিতে। কিন্তু যদি ইহা পঙ্গু হয় অথবা শীঘ্র ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে অথবা অলস বা দুর্বল হয়, তাহ'লে সংকল্প সাধন ও মনের ক্রিয়ায় অক্ষমতা এসে পড়ে। যখন অতিমানস প্রথম ক্রিয়ায় আসে তখন তার বেলাতেও এই একই নিয়ম। অবশ্য এমন সব অবস্থা ও ক্রিয়া আছে যাতে মন প্রাণিক শক্তিকে নিজের মধ্যে নেয়, আর তখন প্রাণের উপর নির্ভরতা আদৌ বোধ হয় না; কিন্তু তখনো শক্তি সেখানে থাকেই যদিও তা থাকে শুদ্ধ মানসিক শক্তির মধ্যে গূঢ় ভাবে। যখন অতিমানস পূর্ণ শক্তি পায়, তখন ইহা প্রাণিক শক্তি নিয়ে যা খুসী তাই করতে পারে, আর আমরা দেখি যে শেষে এই প্রাণশক্তি রূপান্তরিত হয় বিশিষ্ট অতিমানসিক-ভাবাপন্ন প্রাণে যা ঐ মহত্তর চেতনার শুধু এক চালক সামর্থ্য। কিন্তু ইহা যোগ সিদ্ধির শেষের দিককার অবস্থার কথা।

এছাড়া আছে প্রাণচেতনা, প্রাণিক মন বা কামপুরুষ; ইহারও নিজের সিদ্ধি আবশ্যক। এক্ষেত্রেও প্রথম দরকার হ'ল মনে প্রাণসামর্থ্যের পরিপূর্ণতা, ইহার পরিপূর্ণ কাজ করার শক্তি, এই অস্তিত্বে চরিতার্থতার জন্য আমাদের আন্তর প্রাণচেতনাকে দেওয়া সকল প্রচোদনা ও শক্তির অধিকার প্রাপ্তি, এইগুলি ধারণ করা এবং এই সবকে ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও সুষ্ঠুতার সহিত

সম্পাদন করার উপায় হওয়া। আমাদের সিদ্ধির জন্য আমাদের যে সব জিনিষের প্রয়োজন তাদের অনেক কিছুই,---যেমন সাহস, জীবনে কার্যক্ষম সংকল্প-শক্তি, আমরা এখন যাকে চরিত্রের বল ও ব্যক্তিভাবনার বল বলি তার অনেক পদার্থই, নির্ভর করে তাদের সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং তেজোময় ক্রিয়ার উৎসের জন্য প্রাণচেতনার পরিপূর্ণতার উপর। কিন্তু এই পরিপূর্ণতার সাথে দরকার সূক্ষ্ম প্রাণসত্তায় এক সুস্থির প্রসন্নতা, নির্মলতা আর শুদ্ধতা। এই প্রবৃত্তিকে অশান্ত, অতি তীব্র, কোলাহলপূর্ণ, চঞ্চল অথবা অমার্জিতভাবে উগ্রশক্তি হ'লে চলবে না; শক্তি থাকা চাই, ইহার ক্রিয়ার উল্লাস থাকা চাই, কিন্তু শক্তি হওয়া চাই নির্মল ও প্রসন্ন ও শুদ্ধ, উল্লাস হওয়া চাই সুস্থির, দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ। আর ইহার সিদ্ধির তৃতীয় সর্ত হিসাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে সম্পূর্ণ সমত্বের মধ্যে। কাম-পুরুষের উচিত ইহার সব কামনার কোলাহল, দুরাগ্রহ ও বৈষম্য থেকে মুক্ত হওয়া যাতে ইহার সব কামনা পূর্ণ হ'তে পারে ঔচিত্য ও সমতার সহিত এবং সঠিক ভাবে এবং শেষ পর্যন্ত দরকার ইহাদিগকে নিঃশেষে কামনার লক্ষণবর্জিত করা এবং রূপান্তরিত করা দিব্য আনন্দের প্রচোদনায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহার কোনো দাবী করা অথবা হৃদয়, মন বা চিৎ-পুরুষের উপর নিজেকে আরোপ করার চেষ্টা করা চলবে না, তার কর্তব্য হ'ল নিশ্চল মন ও শুদ্ধ হৃদয়ের প্রবাহপ্রণালীর মাধ্যমে চিৎ-পুরুষ থেকে যা কিছু প্রচোদনা ও আদেশ তার মধ্যে আসে তা-ই গ্রহণ করা দৃঢ় নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় সমত্বের সহিত। আর তার আরো কর্তব্য হ'ল আমাদের সত্তার অধীশ্বর সংবেগের যা কিছু ফল, অল্পবিস্তর, পূর্ণ অথবা শূন্য যা কিছু ভোগ ইহাকে দেন তা-ও গ্রহণ করা। সেই সাথে বলা দরকার যে প্রাপ্তি ও ভোগ ইহার বিধান, কাজ, ব্যবহার, স্বধর্ম। ইহা যে কোনো কিছু বিনষ্ট বা ক্লিষ্ট পদার্থ হবে যার গ্রহণ-ক্ষমতা নিস্তেজ, যা শুষ্ক, নিগৃহীত, পঙ্গু, নিশ্চেষ্ট বা অকর্মণ্য---তা-ও অভিপ্রেত নয়। ইহার থাকা চাই প্রাপ্তির পূর্ণ শক্তি, ভোগের প্রসন্ন শক্তি, শুদ্ধ ও দিব্য অনুরাগ ও আনন্দের উল্লাসভরা শক্তি। যে ভোগ ইহা পাবে তা সারতঃ হবে এক আধ্যাত্মিক আনন্দ, তবে এমন কিছু যা নিজের মধ্যে মানসিক, ভাবময়, স্ফুরন্ত প্রাণিক ও শারীরিক হর্ষ নিয়ে তাদের রূপান্তরিত করে; সুতরাং এই সব জিনিষের জন্য ইহার এক সর্বাঙ্গীণ সামর্থ্য থাকা চাই, কোনো অসামর্থ্য বা ক্লান্তি বা অতিমাত্রার

তীব্রতা সহ্য করার অক্ষমতার দ্বারা ইহা যেন চিৎ-পুরুষ, মন, হৃদয়, সংকল্প ও দেহকে ব্যর্থ না করে। প্রাণ চেতনার সিদ্ধির চতুরঙ্গ হ'ল পরিপূর্ণতা, বিমল শুদ্ধতা ও প্রসন্নতা, সমত্ব এবং প্রাপ্তি ও ভোগের সামর্থ্য[1]।

ইহার পর যে করণটির সিদ্ধি প্রয়োজনীয় তা হ'ল চিত্ত; আর চিত্ত সংজ্ঞাটি এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ ক'রে আমরা ইহার মধ্যে ভাবময় ও শুদ্ধ চৈত্যসত্তাকেও ধরে নিতে পারি। মানুষের এই যে হৃদয় ও চৈত্যসত্তা প্রাণপ্রবৃত্তির তন্ত্রী দ্বারা ওতপ্রোতভাবে গাঁথা, তা এমন কিছু যাতে আছে ভাবাবেগ ও অন্তঃপুরুষ-স্পন্দনের মিশ্রিত ও অস্থায়ী বিভিন্ন রঙ আর এই সব ভাবাবেগ ও স্পন্দন দ্বন্দ্বে ভরা--ভালোমন্দ, সুখময় ও দুঃখময়, তৃপ্ত ও অতৃপ্ত, উদ্বিগ্ন ও শান্ত, উগ্র ও নিস্তেজ। এইভাবে আলোড়িত ও আক্রান্ত হওয়ায় কোনো প্রকৃত শান্তি ইহার অজ্ঞাত, ইহার সকল শক্তির স্থির সিদ্ধি সাধনে ইহা অসমর্থ। শুদ্ধির দ্বারা, সমত্বের দ্বারা, জ্ঞানের আলোকের দ্বারা, সংকল্পের সৌষম্যের দ্বারা ইহাকে শান্ত তীব্রতায় ও সিদ্ধিতে আনা সম্ভব। এই শুদ্ধির যে প্রথম দুটি অঙ্গ তা হল একদিকে উচ্চ ও বিশাল মাধুর্য, উন্মুক্ততা, কোমলতা, শান্তি, স্বচ্ছতা এবং অন্যদিকে প্রবল ও নিরতিশয় শক্তি ও তীব্রতা। সাধারণ মানবীয় চরিত্র ও ক্রিয়ার মতো দিব্য চরিত্র ও ক্রিয়াতেও সর্বদা দুইটি ধারা বর্তমান-- মাধুর্য ও বল, মৃদুতা ও শক্তি, "সৌম্য" ও "রৌদ্র", যে শক্তি ধারণ করে ও সামঞ্জস্য আনে, আর যে শক্তি আরোপ ও বাধ্য করে, বিষ্ণু ও ঈশান, শিব ও রুদ্র। সুষ্ঠু জগদ্-ক্রিয়ার জন্য এই দুটি সমানই প্রয়োজনীয়। হৃদয়ের মধ্যে রুদ্রশক্তির বিকৃতি হল উত্তাল ভাবাবেগ, ক্রোধ ও ভীষণতা, ও কঠোরতা, দুরূহতা, পাশবিকতা, ক্রুরতা, অহমাত্মক উচ্চাভিলাষ এবং হিংসা ও আধিপত্যের প্রতি প্রীতি। এই সব ও অন্যান্য মানবীয় বিকৃতি-গুলি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া চাই শান্ত, নির্মল ও মধুর চৈত্য সত্তার প্রস্ফুটনের দ্বারা।

কিন্তু অপরদিকে শক্তির অসামর্থ্যও এক অপূর্ণতা। যে ভাবময় ও চৈত্যজীবনে ক্রিয়াশক্তি ও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা সংযত, অবসন্ন বা বিনষ্ট করা হয়েছে তার শেষ পরিণাম হ'ল চৈত্যসত্তার শিথিলতা ও দুর্বলতা, আত্মপরায়ণতা ও এক প্রকার নির্বীর্যতা বা পঙ্গুতা বা নিশ্চেষ্ট

১ পূর্ণতা, প্রসন্নতা, সমতা, ভোগসামর্থ্য

নিষ্ক্রিয়তা। আবার শুধু সহ্য করার ক্ষমতা অথবা শুধু প্রেম, দাক্ষিণ্য, সহিষ্ণুতা, মৃদুতা, নম্রতা ও তিতিক্ষার হৃদয় অনুশীলন সমগ্র সিদ্ধি নয়। সিদ্ধির অন্য দিকটি হ'ল আত্ম-সংহত ও শান্ত ও অহঙ্কাররহিত চৈত্য-শক্তিসম্পন্ন রুদ্রশক্তি, বলবান হৃদয়ের বীর্য যা কোনোরূপ সঙ্কোচ না করে ধারণ করতে সক্ষম এক আগ্রহপূর্ণ, বাহ্যতঃ কঠোর অথবা এমন কি, যেখানে দরকার সেখানে প্রচণ্ড ঘোর কর্ম। হৃদয় ও নির্মলতার মাধুর্যের সহিত সুসমঞ্জস কর্মশক্তি, শক্তি, বীর্যের অসীম আলো যে দুই ক্রিয়ায় এক হতে সক্ষম, সোমের অমৃতময় চন্দ্রকিরণমণ্ডল-উদ্ভূত ইন্দ্রের বিদ্যুৎ—ইহাই দ্বিবিধ সিদ্ধি। এই যে দুটি জিনিষ, "সৌমত্ব ও তেজস্," তাদের উপস্থিতি ও ক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে স্বভাবের ও সেই চৈত্য-পুরুষের দৃঢ় সমত্বের উপর যা সকল অমার্জিতভাব এবং হৃদয়ের আলোক অথবা হৃদয়ের শক্তির সকল আধিক্য বা ত্রুটি থেকে মুক্ত।

আর একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ হ'ল হৃদয়ে শ্রদ্ধা, বিশ্বকল্যাণে বিশ্বাস ও সংকল্প, বিশ্বআনন্দে উন্মুক্ততা। শুদ্ধ চৈত্যপুরুষ আনন্দস্বরূপ, বিশ্বের মধ্যে আনন্দ-পুরুষ থেকেই ইহার আগমন; কিন্তু ভাবাবেগের বাহ্য হৃদয় জগতের বৈষম্যময় বাহ্য রূপে অভিভূত হয় এবং ভোগ করে দুঃখ, ভয়, অবসাদ, তীব্র ভাবাবেগ, স্বল্পস্থায়ী ও আংশিক হর্ষের অনেক প্রতিক্রিয়া। সিদ্ধির জন্য এক সম হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, কিন্তু শুধু নিষ্ক্রিয় সমত্ব নয়; এই বোধ থাকা চাই যে সকল অভিজ্ঞতার পিছনে এক দিব্য শক্তি মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট, এমন শ্রদ্ধা ও সংকল্প থাকা চাই যা জগতের সব গরলকে পরিণত করতে পারে অমৃতে, দেখতে পারে দুঃখের আড়ালে আরো সুখময় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, কষ্টভোগের পিছনে প্রেমের রহস্য, ব্যথার বীজের মধ্যে দিব্য বীর্য ও হর্ষের কুসুম। এই শ্রদ্ধার, "কল্যাণশ্রদ্ধার" প্রয়োজন আছে, যাতে হৃদয় ও সমগ্র প্রকট চৈত্যপুরুষ সাড়া দিতে পারে গূঢ় দিব্য আনন্দে এবং নিজেকে পরিণত করতে পারে এই সত্যকার মূল স্বরূপে। এই শ্রদ্ধা ও সংকল্পের সহিত থাকা চাই প্রেমের জন্য এক অসীম ও সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্ত ও তীব্র সামর্থ্য এবং ইহাতে উন্মুক্তও হওয়া চাই। কারণ হৃদয়ের প্রধান কাজ, ইহার সত্যকার বৃত্তি হ'ল প্রেম। ইহাই আমাদের সম্পূর্ণ মিলন ও একত্বের বিধিনির্দিষ্ট করণ; বুদ্ধির দ্বারা জগতে একত্ব দর্শন যথেষ্ট নয় যদি না আমরা তার সঙ্গে হৃদয় ও চৈত্যপুরুষ দিয়েও তা অনুভব করি,

আর ইহার অর্থ "একমেব"-তে আনন্দ, তাঁর মধ্যে অবস্থিত জগতে সর্বভূতে আনন্দ, ভগবানে ও সর্বজীবে প্রেম। কল্যাণে হৃদয়ের বিশ্বাস ও সংকল্পের প্রতিষ্ঠা হ'ল সেই একমাত্র ভগবানের উপলব্ধি যিনি সকল বিষয়ের মধ্যে আবিষ্ট এবং জগৎ পরিচালনায় রত। বিশ্বজনীন প্রেমের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই সর্বঅস্তিত্বের মধ্যে এক ভগবানকে, এক আত্মাকে হৃদয় দিয়ে দেখার উপর, তাদের চৈত্যিক ও ভাবময় বোধের উপর। সকল চার অঙ্গই তখন মিলে এক হবে, এমনকি ন্যায় ও মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ-করার রুদ্রশক্তিও কাজ করবে বিশ্বপ্রেমের শক্তির ভিত্তির উপর। ইহাই, এই প্রেম সামর্থ্যই হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সিদ্ধি।

সর্বশেষ সিদ্ধি হ'ল বুদ্ধি ও চিন্তাশীল মনের সিদ্ধি। প্রথম প্রয়োজন হ'ল বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতা। যে প্রাণময় সত্তার চেষ্টা হ'ল সত্যের স্থানে মনের কামনাকে প্রতিষ্ঠা করা, তার সব দাবী থেকে, যে অশান্ত ভাবময় সত্তার প্রয়াস হ'ল সত্যকে ভাবাবেগের রঙ ও আকার দিয়ে রঞ্জিত, বিকৃত, সীমিত ও মিথ্যাময় করা তারও সব দাবী থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করা চাই। নিজেরও ত্রুটি থেকে ইহার মুক্ত হওয়া কর্তব্য, এই ত্রুটি হ'ল মননশক্তির নিশ্চেষ্টতা, জ্ঞানের নিকট উন্মুক্ত হবার জন্য বাধাদায়ক সংকীর্ণতা ও অনিচ্ছুকতা, চিন্তায় বুদ্ধিগত অসাধুতা, পূর্বধারণা ও অভিরুচি, যুক্তিবুদ্ধিতে স্বৈরিতা, জ্ঞানের প্রতি সংকল্পের মিথ্যা নির্ধারণ। ইহার একমাত্র সংকল্প হবে নিজেকে সত্যের, ইহার সারের এবং ইহার বিভিন্ন রূপের ও মাপের ও সম্বন্ধের অমলিন দর্পণ হওয়া, আর হওয়া এক নির্মল মুকুর, এক উচিত পরিমাপ, সামঞ্জস্যের এক সুন্দর ও সূক্ষ্ম যন্ত্র, এক অখণ্ড বুদ্ধি। তারপর এই নির্মল ও শুদ্ধ বুদ্ধি হ'তে পারে আলোকের এক প্রশান্ত জিনিষ, সত্যসূর্য থেকে নিঃসৃত এক শুদ্ধ ও প্রবল প্রভা। কিন্তু তাছাড়া ইহাকে যে শুধু ঘনীভূত শুষ্ক ও শুভ্র আলোর এক জিনিষ হতে হবে তা নয়, ইহাকে সমর্থ হ'তে হবে সকল রকম অবধারণ পেতে যা সাবলীল, সমৃদ্ধ ও নমনীয় সকল শিখায় সুদীপ্ত, এবং সত্যের অভিব্যক্তির বিভিন্ন রঙে চিত্রিত, ইহার সকল রূপের নিকট উন্মুক্ত। আর এই ভাবে সজ্জিত হ'লে ইহা সকল সীমা থেকে নিষ্কৃতি পাবে, জ্ঞানের এই বা অন্য কোনো বিশেষ শক্তিতে বা রূপে বা ধারায় আবদ্ধ হবে না, বরং এমন এক করণ হবে যা পুরুষের চাহিদামতো যে কোনো কাজ করতে উৎসুক ও সমর্থ। চিন্তাশীল বুদ্ধির চতুর্বিধ সিদ্ধি হল শুদ্ধতা,

নির্মল প্রভা, সমৃদ্ধ ও নমনীয় বৈচিত্র্য, সর্বাঙ্গীন সামর্থ্য অর্থাৎ "বিশুদ্ধি, প্রকাশ, বিচিত্রবোধ, সর্বজ্ঞান-সামর্থ্য"।

সাধারণ করণগুলি এই ভাবে সিদ্ধ হ'লে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ধরণে কাজ করবে, পরস্পরের ক্রিয়ায় অযথা হস্তক্ষেপ করবে না এবং সকলে মিলে পুরুষের অপ্রতিহত সংকল্প সাধন করবে আমাদের প্রাকৃত সত্তার সুসমঞ্জস সমগ্রতার মধ্যে। ক্রিয়ার জন্য, ইহার কর্মধারার ক্রিয়া-শক্তি ও শক্তির জন্য এবং সমগ্র প্রকৃতির ক্ষেত্রের এক প্রকার মহত্ত্বের জন্য এই সিদ্ধিকে সর্বদাই তার সামর্থ্যে উন্নত হতে হবে। তখন তারা প্রস্তুত হবে তাদের নিজেদের অতিমানসিক ক্রিয়ায় রূপান্তরের জন্য আর এই অতিমানসিক ক্রিয়ার মধ্যে তারা পাবে সমগ্র সিদ্ধ প্রকৃতির এক আরো একান্ত, একীভূত, ও জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক সত্য। কি উপায়ে করণগুলি সিদ্ধ হবে তা আমরা পরে বিবেচনা করব; কিন্তু বর্তমানে ইহা বলাই যথেষ্ট যে প্রধান উপায়গুলি হ'ল সংকল্প, আত্ম-নিরীক্ষণ ও আত্ম-জ্ঞান, এবং আত্ম-পরিবর্তন ও রূপান্তরের জন্য সতত অভ্যাস। পুরুষের ঐ সামর্থ্য আছে; কারণ অন্তরের চিৎ-পুরুষ সর্বদাই তার প্রকৃতির কর্ম-ধারা পরিবর্তন ও সিদ্ধি সাধনে সক্ষম। কিন্তু মনোময় পুরুষের কর্তব্য পথ মুক্ত করা আর তা করার উপায় হ'ল স্বচ্ছ ও সতর্ক অন্তর্দর্শন, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সূক্ষ্ম আত্মজ্ঞানের নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করা যার ফলে প্রাকৃত করণগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং উত্তরোত্তর পরিমাণে প্রভুত্বলাভ হয়, আত্ম-পরিবর্তন ও আত্ম-রূপান্তরের অবহিত ও আগ্রহপূর্ণ সংকল্প--কারণ ঐ সংকল্পের নিকটই প্রকৃতিকে শেষ পর্যন্ত সাড়া দিতে হবে, তা তাতে যতই কষ্ট হ'ক এবং প্রাথমিক বা দীর্ঘস্থায়ী বাধা যাই হ'ক না কেন--এবং অবিচল অভ্যাস যা সর্বদাই বর্জন করবে সকল দোষ ও বিকৃতি এবং তার স্থানে আনবে সঠিক অবস্থা এবং সঠিক ও আরো অধিক ক্রিয়া। যতদিন না আমাদের মানসিক আত্মা অপেক্ষা মহত্তর কোনো শক্তি আরো সহজ ও দ্রুত রূপান্তর সাধনের জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করে ততদিন যে সব জিনিষ প্রয়োজনীয় তা হ'ল তপস্যা, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা এবং জ্ঞানের ও সংকল্পের ঋজুতা।

১৫ অধ্যায়

জীবাত্ম-শক্তি ও চতুর্বিধ ব্যক্তিভাবনা

সাধারণ মন, হৃদয়, প্রাণ ও দেহের সিদ্ধি সাধনে আমরা পাই শুধু আমাদের ব্যবহার্য মনোভৌতিক যন্ত্রের সিদ্ধি এবং ইহাতে এমন কতকগুলি সঠিক করণগত অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে অধিকতর শুদ্ধ, মহৎ, স্বচ্ছ শক্তি ও জ্ঞানের সহিত দিব্য জীবনযাপন ও কমসাধন সম্ভব হয়। পরবর্তী প্রশ্ন হ'ল সেই মহাশক্তি সম্বন্ধে যা কবণগুলির মধ্যে ঢালা হয় এবং সেই পরম এক সম্বন্ধ যিনি তা ব্যবহার করেন তাঁর বিশ্ব-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমাদের মধ্যে সক্রিয়া শক্তি যে ব্যক্ত দিব্যশক্তি তাতে সন্দেহ নেই, ইহাই সেই পরমা বা বিশ্বশক্তি যা মুক্ত জীবপুরুষের মধ্যে প্রকট হ'য়ে, "পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা" সকল ক্রিয়ার কর্তা হবে এবং এই দিব্য জীবনের শক্তি হবে। এই শক্তিব পিছনে যে পরম এক তিনিই ঈশ্বর, সর্বসত্তার অধীশ্বর আর আমাদের সিদ্ধিতে তাঁর সহিত আমাদের সকল অস্তিত্ব হবে যুগপৎ সত্তায় একত্বের যোগ এবং যে পরম দেবতা আমাদের অন্তরে আসীন ও যাঁর মধ্যে আমরা বাস করি, বিচরণ করি এবং আমাদের সত্তা অধিগত করি তাঁর সহিত পুরুষ ও ইহার প্রকৃতির বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে মিলনের যোগ। এই যে মহাশক্তি যাঁর মধ্যে অথবা পশ্চাতে ঈশ্বর আছেন তাঁরই দিব্য উপস্থিতি ও কর্মপ্রণালীকে আমাদের আবাহন করা চাই আমাদের সমগ্র সত্তা ও জীবনের মধ্যে। কারণ এই দিব্য উপস্থিতি ও এই মহত্তর কর্মপ্রণালী ব্যতিরেকে প্রকৃতির শক্তির সিদ্ধি অসম্ভব।

জীবনের মধ্যে মানবের সকল ক্রিয়া হ'ল অন্তঃপুরুষের উপস্থিতি এবং প্রকৃতির সব কর্মের, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ, পুরুষের উপস্থিতি ও প্রভাবই নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত করে আমাদের সত্তার এক বিশেষ শক্তিরূপে, আর ইহাকেই আমরা আমাদের অব্যবহিত উদ্দেশ্যের জন্য বলতে পারি জীবাত্ম-শক্তি; এবং সর্বদা এই জীবাত্ম-শক্তিই যুক্তিবুদ্ধি, মন, প্রাণ ও দেহের বিভিন্ন শক্তির সব কর্মের অবলম্বন এবং আমাদের সচেতন সত্তার গঠনের ও আমাদের প্রকৃতির চরিত্রের নির্ধারক।

সাধারণভাবে বিকশিত মানবের তা থাকে নিয়ন্ত্রিত, সংযত, যন্ত্রভাবাপন্ন, আচ্ছন্ন আকারে, তার ধাত ও চরিত্র রূপে; কিন্তু ইহা তার সর্বাপেক্ষা বাহ্য ছাঁচ যার মধ্যে মনে হয় পুরুষ, চিন্ময় পুরুষ বা সত্তা যান্ত্রিক প্রকৃতির দ্বারা সীমিত, পরিচ্ছিন্ন ও কোনো আকারে গঠিত। বিকাশমান প্রকৃতি যা কিছু বুদ্ধিগত, নৈতিক, সৌন্দর্য-গ্রাহী, স্ফুরন্ত, প্রাণিক ও শারীরিক মন ও চরিত্রের ছাঁচ নেয়, অন্তঃপুরুষ তার মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং কাজ করতে সক্ষম হয় শুধু সেই ভাবে যেভাবে এই গঠিত প্রকৃতি তার উপর স্থাপন ক'রে তাকে চালায় তার সংকীর্ণ গর্তপথে অথবা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত গণ্ডীর মধ্যে। তখন মানব সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হয় অথবা এই সব গুণের এক মিশ্রণ হয়, আর তার ধাত হয় শুধু এক প্রকার সূক্ষ্মতর পুরুষ-রঙ যা তার প্রকৃতির নির্দিষ্ট প্রকারগুলির কোনো প্রধান ও সুস্পষ্ট ক্রিয়ায় দেওয়া হয়েছে। যে সব ব্যক্তির শক্তি প্রবল তারা এই জীবাত্ম-শক্তির অনেকখানি উপরে নিয়ে আসে এবং তা-ই বিকশিত করে যাকে আমরা বলি প্রবল বা মহৎ ব্যক্তি-ভাবনা, তাদের মধ্যে গীতায় বর্ণিত বিভূতির কিছু থাকে, "বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমদ্ ঊর্জিতম্ এব বা" —অর্থাৎ সত্তার এমন এক উচ্চতর শক্তি যা কোনো দিব্য বেগের অথবা পরমদেবতার সাধারণ অভিব্যক্তির অতিরিক্ত কিছুর স্পর্শ প্রায়ই পায় অথবা তাতে পূর্ণ থাকে; অবশ্য সকলের মধ্যেই, সর্বাপেক্ষা দুর্বল অথবা তমসাচ্ছন্ন প্রাণীর মধ্যেও ইহা বর্তমান থাকে তবে এখানে ইহার কিছু বিশেষ শক্তি সাধারণ মানবজাতির আবরণের পশ্চাত থেকে বাহিরে আসতে শুরু করেছে আর এই সব অনন্যসাধারণ ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু সুন্দর, মনোহর, চমৎকার বা শক্তিশালী থাকে যা উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে তাদের ব্যক্তিভাবনায়, চরিত্রে, জীবনে ও কর্মে। এই সব ব্যক্তিও কাজ করে তাদের প্রকৃতি-শক্তির বিশিষ্ট ছাঁচে ইহার গুণ অনুযায়ী কিন্তু তাদের এমন কিছু আছে যা সুস্পষ্ট অথচ সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না; বস্তুতঃ ইহা পরমাত্মা ও চিৎ-পুরুষের প্রত্যক্ষ শক্তি যা কোনো প্রবল উদ্দেশ্যের জন্য প্রকৃতির ছাঁচ ও ঝোঁক ব্যবহার করে। এই ভাবে প্রকৃতি স্বয়ং ওঠে তার সত্তার এক উচ্চতর পর্যায়ে বা পর্যায়ের দিকে। শক্তির ক্রিয়ায় অনেক কিছুই মনে হয় অহমাত্মক বা এমনকি বিকৃত, কিন্তু দৈবিক, আসুরিক, রাক্ষসিক যে আকারই ইহা নিক না কেন, তবু তার পিছনে পরমদেবতার স্পর্শই প্রকৃতিকে চালায় এবং তার নিজের

মহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করে। সত্তার আরো অধিকতর বিকশিত শক্তি এই আধ্যাত্মিক উপস্থিতির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত করবে আর তখন দেখা যাবে যে ইহা নৈর্ব্যক্তিক ও স্বয়ম্ভূ এবং স্বতঃ-সমর্থ কিছু, এক নিছক জীবাত্ম-শক্তি যা মনঃশক্তি, প্রাণশক্তি, বুদ্ধিশক্তি থেকে বিভিন্ন কিন্তু ইহাদের চালনা করে এবং এমন কি যখন ইহা কিছু পরিমাণে তাদের ক্রিয়া, গুণ, প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে তখনো ইহা এক প্রাথমিক অতিস্থিতির, নৈর্ব্যক্তিকতার, চিৎ-পুরুষের শুদ্ধ অগ্নির ছাপ দেয়, এমন কিছু যা আমাদের সাধারণ প্রকৃতির গুণত্রয়ের অতীত। আমাদের মধ্যে চিৎ-পুরুষ যখন মুক্ত হয় তখন যা এই জীবাত্ম-শক্তির পশ্চাতে ছিল তা বাহিরে আসে তার সকল আলোক, সৌন্দর্য ও মহিমায় মণ্ডিত হ'য়ে-- অর্থাৎ আবির্ভূত হন পরম চিৎ-পুরুষ, পরমদেবতা যিনি মানবের প্রকৃতি ও অন্তঃপুরুষকে বিশ্বসত্তা ও মন, ক্রিয়া ও জীবনের মাঝে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও জীবন্ত প্রতিভূ করেন।

পরমদেবতা, প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত চিৎ-পুরুষ দেখা দেন অনন্ত-গুণের সমুদ্রের মাঝে। কিন্তু কার্যসাধিকা বা যান্ত্রিক প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের সমষ্টি, আর অনন্তগুণ, অনন্তগুণের আধ্যাত্মিক বিলাস নিজেকে এই যান্ত্রিক প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তিত করে এই তিনগুণের চরিত্রে। আর মানুষের মাঝে এই জীবাত্ম-শক্তির ভিতর প্রকৃতিস্থ পরমদেবতা নিজেকে প্রকাশ করেন চতুর্বিধ কার্যসাধিকা শক্তিরূপে, "চতুর্ব্যূহ"-- জ্ঞানের শক্তি, বীর্যের শক্তি (ক্ষত্র-শক্তি), সহযোগিতা এবং সক্রিয় ও উৎপাদনমূলক সম্বন্ধ ও আদান-প্রদানের শক্তি (বৈশ্যশক্তি), কর্ম, শ্রম ও সেবার শক্তি (শূদ্রশক্তি); আর পরম দেবতার শক্তি সমগ্র মানব-জীবনকে এই চারি বিষয়ের গ্রন্থির ও আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়ায় ছাঁচে ঢালে। সক্রিয় মানবীয় ব্যক্তিভাবনার ও প্রকৃতির এই চতুর্বিধ চরিত্রের কথা জেনে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাবনা ইহা থেকে চারি বর্ণের চরিত্র রচনা করেছিল--ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; ইহাদের প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি, নৈতিক আদর্শ, উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা, সমাজে নির্দিষ্ট বৃত্তি এবং চিৎ-পুরুষের বিবর্তনমূলক শৃঙ্খলায় উপযুক্ত স্থান। আমাদের প্রকৃতির অধিকতর সূক্ষ্ম সত্যগুলিকে যখন আমরা অতিরিক্তভাবে বাহ্য-ভাবাপন্ন ও যান্ত্রিকভাবাপন্ন করি তখন সর্বদাই যেমন হবার ঝোঁক থাকে, তেমন ইহাও হয়ে উঠল এক কঠোর ধরাবাঁধা ব্যবস্থা যা মানুষের অন্তর্গত

সূক্ষ্মতর বিকাশমান চিৎ-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য, ও পরিবর্তনশীলতা ও জটিলতার সহিত সঙ্গতিশূন্য। তবু, ইহার পিছনের সত্য ঠিকই আছে এবং আমাদের প্রকৃতির শক্তির সিদ্ধিতে ইহার গুরুত্বও সমধিক, কিন্তু আমাদের ইহাকে নেওয়া চাই ইহার আন্তর দিকে---প্রথমতঃ ব্যক্তিভাবনা, চরিত্র, ধাত, পুরুষ-প্রকারে, তারপরে ইহার জীবাত্ম-শক্তিতে যা এসবের পশ্চাতে থেকে এই রূপগুলি ধারণ করে এবং সর্বশেষে মুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তির বিলাসে যার মধ্যে তারা পায় সকল গুণের অতীত তাদের সর্বোচ্চ অবস্থা এবং ঐক্য। কেননা, এই যে স্থূল বাহ্য ভাবনা যে মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করে, ইহাই নিজে নিজে আমাদের সত্তার কোনো মনস্তাত্ত্বিক সত্য নয়। মনস্তাত্ত্বিক তথ্য এই যে আমাদের মধ্যে চিৎ-পুরুষের ও ইহার কার্যসাধিকা শক্তিব এই চার সক্রিয় শক্তি ও প্রবণতা বিদ্যমান এবং আমাদের ব্যক্তিভাবনার অধিকতর সুগঠিত অংশের মধ্যে ইহাদের কোনো একটির আধিক্য থেকে আমরা পাই আমাদের বিভিন্ন প্রধান প্রবণতা আর পাই প্রবল গুণ ও সামর্থ্যগুলি এবং ক্রিয়ায় ও জীবনে সফল প্রবৃত্তি। কিন্তু অল্পবিস্তর পরিমাণে ইহারা সকল মানুষেই বর্তমান, কোথাও ব্যক্ত কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও বিকশিত, কোথাও দমিত অথবা অবসন্ন বা গৌণ; আর সিদ্ধ মানুষের মাঝে ইহাদের এমন পরিপূর্ণতা ও সামঞ্জস্যের স্তরে উন্নীত কবা হবে যা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হবে চিৎ-পুরুষের অনন্তগুণের স্বচ্ছন্দ লীলায়, আর তা হবে আন্তর ও বাহ্য জীবনে এবং পুরুষের নিজের এবং জগতের প্রকৃতি-শক্তির সহিত তার এমন সৃজনক্ষম লীলার মাঝে যা সে নিজেই উপভোগ করে।

এই সব বিষয়ের সবচেয়ে বাহ্য মনস্তাত্ত্বিক রূপ হ'ল কতকগুলি বিশেষ প্রবণতা, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য, সক্রিয় শক্তির রূপ, মন ও আন্তর জীবনের গুণ, উৎকর্ষবিষয়ক ব্যক্তিভাবনা বা জাতিরূপের দিকে প্রকৃতির গঠন বা প্রবৃত্তি। প্রায়ই প্রবৃত্তি হ'ল বুদ্ধিগত পদার্থের আধিক্যের দিকে এবং সেই সব সামর্থ্যের আধিক্যের দিকে যা সহায়তা করে জ্ঞানের এষণা ও প্রাপ্তি বুদ্ধিগত সৃজন বা রচনাশীলতা, বিভিন্ন ভাবনায় এবং ভাবনা বা জীবনের আলোচনায় নিবিষ্টতা এবং চিন্তামূলক বুদ্ধির জ্ঞানসংগ্রহ এবং বিকাশ। বিকাশের স্তর অনুযায়ী পর পর যে প্রকারের ব্যক্তির গঠন ও চরিত্র উৎপন্ন হয় তার প্রথমে থাকে সক্রিয়, উন্মুক্ত ও জিজ্ঞাসু

বুদ্ধির ব্যক্তি, তারপর বুদ্ধি-প্রধান ব্যক্তি এবং সর্বশেষ আসে মনস্বী, জ্ঞানী ও মনীষী। এই ধাত, ব্যক্তিভাবনা, পুরুষ-চরিত্রের সম্যক্ উন্নতির দ্বারা যে জীবাত্ম-শক্তি দেখা দেয় তা হ'ল আলোর এমন মন যা সকল ভাবনায় ও জ্ঞানে ও সত্যের অন্তঃপ্রবাহে উত্তরোত্তর উন্মুক্ত হয়; তার বৈশিষ্ট্য হ'ল জ্ঞানের জন্য, আমাদের মধ্যে ইহার বৃদ্ধি ও অপরের মধ্যে ইহার সঞ্চারণের জন্য জগতের মধ্যে ইহার রাজত্বের জন্য যুক্তিবুদ্ধি, ও যথার্থতা ও সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার রাজত্বের জন্য এবং আমাদের মহত্তর সত্তার সামঞ্জস্যের উচ্চতর স্তরে, চিৎপুরুষের রাজত্বের ও ইহার বিশ্ব ঐক্য ও আলোক ও প্রেমের রাজত্বের জন্য ক্ষুধা ও তীব্র অনুরাগ; মনে ও সংকল্পে এই আলোকের এমন এক শক্তি যা সকল জীবনকে অনুগত করে যুক্তিবুদ্ধি ও ইহার যথার্থতা ও সত্যের নিকট অথবা চিৎ-পুরুষ ও আধ্যাত্মিক যথার্থতা ও সত্যের নিকট অথবা অবর অঙ্গগুলিকে তাদের মহত্তর বিধানের বশে আনে; স্বভাবে এমন এক স্থিতি যা প্রথম থেকেই ধৈর্য, নিদিধ্যাসন ও শান্তির দিকে, চিন্তা ও ধ্যানের দিকে ফিরে থাকে আর ইহাতে সংকল্প ও প্রচণ্ড ভাবাবেগের ক্ষোভ দমন ক'রে শান্ত করে এবং উচ্চ চিন্তাও শুদ্ধ জীবনযাপনের সহায় হয়, যা আত্ম-শাসিত সাত্ত্বিক মন প্রতিষ্ঠা করে, যা উত্তরোত্তর বিকশিত হয় এক মৃদু, উন্নত, নৈর্ব্যক্তিক-ভাবাপন্ন ও বিশ্বভাবাপন্ন ব্যক্তিভাবনায়। ইহাই জ্ঞানের পুরোহিত ব্রাহ্মণের আদর্শ চরিত্র এবং জীবাত্ম-শক্তি। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণভাবে না থাকার অর্থ চরিত্রের অপূর্ণতা বা বিকৃতি, শুধু এক বুদ্ধিমত্তা বা ভাবনার প্রতি ঔৎসুক্য যা নৈতিক বা অন্য প্রকারের উৎকর্ষ বিহীন, কোনো প্রকার বুদ্ধিগত ক্রিয়ার উপর সংকীর্ণ একাগ্রতা যাতে মন, অন্তঃপুরুষ ও চিৎ-পুরুষের মহত্তর প্রয়োজনীয় উন্মুক্ততার অভাব, অথবা বুদ্ধিমত্তায় আবদ্ধ বুদ্ধিবিলাসীর দাম্ভিকতা ও আত্যন্তিকতা অথবা জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ-বিহীন অক্ষম আদর্শবাদ অথবা বুদ্ধিগত, ধার্মিক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মনের অন্য কোনো বিশিষ্ট অপূর্ণতা ও সংকীর্ণতা। পথে নিম্নমাত্রার বিকাশ অথবা সাময়িক আত্যন্তিক একাগ্রতা থাকে কিন্তু মানবের মাঝে জীবাত্মা এবং সত্য ও জ্ঞানের পরিপূর্ণতাই এই ধর্ম বা স্বভাবের সিদ্ধি, ইহাই সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণের সংসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব।

অপরদিকে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হ'তে পারে সংকল্প-শক্তি ও সেই সব সামর্থ্যের প্রাবল্যের দিকে যা নিয়ে আসে বীর্য, ক্রিয়াশক্তি, সাহস, নেতৃত্ব,

শাসন, সকল প্রকার যুদ্ধে বিজয়, সৃজনমূলক ও গঠনমূলক ক্রিয়া, সংকল্প-শক্তি যা জীবনের উপকরণ ও অন্য ব্যক্তির সংকল্প আয়ত্ত করে, অথবা আমাদের মধ্যে মহাশক্তি জীবনের উপর যে সব আকার স্থাপিত করতে চায় পারিপার্শ্বিককে সেই সব আকার গ্রহণ করতে বাধ্য করে অথবা যা আছে তা রক্ষা করার জন্য অথবা ধ্বংস ক'রে জগতের পথ বাধামুক্ত করার জন্য, অথবা ভবিষ্যতে যা হবে তা নির্দিষ্ট আকারে প্রকট করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম অনুযায়ী সতেজে কর্ম সম্পাদন করে। এই সব থাকতে পারে কম বা বেশী শক্তিতে বা রূপে আর ইহাব পর্যায় বা শক্তি অনুযায়ী আমরা পর পর পাই শুধু যোদ্ধা বা কাজের লোক, আত্ম-আরোপকারী সক্রিয় সংকল্প ও ব্যক্তিভাবনার ব্যক্তি, শাসক, বিজেতা, মহৎ কর্মের নেতা, জীবনের সক্রিয় গঠনের যে কোনো ক্ষেত্রে স্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা। অন্তঃপুরুষ ও মনের নানাবিধ অপূর্ণতা থেকেই আসে এই চরিত্রের বিবিধ অপূর্ণতা ও বিকৃতি——নিছক পাশব সংকল্পশক্তির মানুষ, অন্য কোনো আদর্শ বা উচ্চতর উদ্দেশ্য বিহীন শক্তিপূজারী, স্বার্থপর প্রবল ব্যক্তিসত্ত্ব, আক্রমণশীল অত্যাচারী রাজসিক ব্যক্তি, বড রকমের অহং-পূর্ণ ব্যক্তি, দৈত্য, অসুর, রাক্ষস। কিন্তু প্রকৃতির এই প্রকার চরিত্রের যে জীবাত্ম-শক্তিগুলি উন্নততর পর্যায়ের দিকে উন্মুক্ত সেগুলি আমাদের মানবীয় প্রকৃতির সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণের জীবাত্ম-শক্তিরই মতো প্রয়োজনীয়। পরম নির্ভীকতা যা কোনো বিঘ্ন বা বিপদে ভীত হয় না এবং যা অনুভব করে যে ইহার শক্তি মানুষ বা ভাগ্য বা প্রতিকূল দেবতার যে কোনো আঘাতের সম্মুখীন হ'তে ও সহ্য করতে সমকক্ষ, স্ফুরন্ত দুঃসাহসিকতা ও পরাক্রম যার কাছে এমন কোনো অভিযান বা দুষ্কর কর্ম নেই যা অসামর্থ্যজনক দুর্বলতা ও ভয় থেকে মুক্ত মানবপুরুষের শক্তির অতীত এবং সেজন্য তা থেকে ইহারা সংকুচিত হয় না, সম্মান-প্রীতি যা মানবের শ্রেষ্ঠ মহত্ত্বের শিখরে উঠতে চায় আর কোনো কিছু ক্ষুদ্র, হীন, নীচ বা দুর্বলের নিম্নস্তরে নামতে চায় না, বরং পরম সাহস, শৌর্য, সত্য, সরলতা, বড় "আমি"র নিকট ছোট "আমি"র বিসর্জন, পরোপকার, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিচল প্রতিরোধ, আত্ম-সংযম ও প্রভুত্ব, মহৎ নেতৃত্ব, জীবনযাত্রা ও যুদ্ধের কর্মে যোদ্ধৃভাব ও অধ্যক্ষতা, কর্মবীরের পক্ষে অপরিহার্য শক্তি, সামর্থ্য, চরিত্র ও সাহসের আত্মপ্রত্যয়ের উচ্চ-আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখে——এই সব বিষয়গুলিই ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি গঠন করে।

এই বিষয়গুলিকে তাদের পরাকাষ্ঠায় নেওয়া এবং সেগুলিকে এক প্রকার দিব্য পরিপূর্ণতা, শুদ্ধতা ও মহিমা দেওয়া এই স্বভাব-বিশিষ্ট ও এই ধর্মানুসারী ব্যক্তিগণের সিদ্ধি।

যে তৃতীয় প্রবৃত্তি আছে তাতে প্রধান করা হয় ব্যবহারিক ও ব্যবস্থা-করা বুদ্ধি এবং দ্রব্য উৎপাদন, বিনিময়, অধিকার, উপভোগ, উদ্ভাবন ও সুরক্ষা করার জন্য এবং আয়ব্যয় ও আদানপ্রদান এবং অস্তিত্বের বিভিন্ন সক্রিয় সম্বন্ধ-গুলির সুচারু সাধনের জন্য প্রাণের সহজ সংস্কার দেখা যায় যে বাহ্য কর্মে এই শক্তিই হ'ল নিপুণ, রচনাকারী বুদ্ধি, আইনগত, বৃত্তিগত, বাণিজ্য-গত, শিল্পগত, অর্থনীতিবিষয়ক, ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক, প্রযুক্ত ও হিতবাদী মন। এই প্রকৃতির পরিপূর্ণতার সাধারণ স্তরে ইহার সহিত থাকে এমন এক সাধারণ ধাত যা যুগপৎ নিতে ও দিতে চায়, সংগ্রহ ও সঞ্চয়, উপভোগ, প্রদর্শন ও ব্যবহার করতে উৎসুক, জগৎ ও ইহার পারি-পার্শ্বিকের সুদক্ষ ব্যবহারে কৃতসংকল্প কিন্তু আবার ব্যবহারিক পরোপকার, মানবতাবোধ, সুব্যবস্থিত দান কার্যে সুসমর্থ, বিধি অনুযায়ী সুশৃঙ্খল ও নীতিসম্মত, তবে ইহাতে সূক্ষ্মতর নৈতিক বোধের কোনো উচ্চ উৎকর্ষ থাকে না, মাঝামাঝি স্তরের এক মন যা শিখরের দিকে সচেষ্ট নয়, এবং যা জীবনের পুরাতন ছাঁচ ভেঙ্গে নতুন ছাঁচ গঠনের জন্য মহান নয় তবে সামর্থ্য অভিযোজনা ও সংযমের গুণে বিশিষ্ট। এই চরিত্রের বিভিন্ন শক্তি, সংকীর্ণতা ও বিকৃতিগুলি আমাদের কাছে বহু পরিচিত কেন না এই মনোভাবেই আমাদের বর্তমান বাণিজ্যগত ও শিল্পগত সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা মহত্তর আন্তর সামর্থ্য ও পুরুষ-মূল্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি আমরা দেখব যে এখানেও এমন সব বিষয় আছে যেগুলি মানবীয় সিদ্ধির সম্পূর্ণতার অঙ্গ। আমাদের বর্তমান নিম্ন স্তরে যে শক্তি এইভাবে নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করে তা এমন কিছু যা জীবনের মহৎ উপযোগিতার মধ্যে তার সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও ব্যাপ্ত প্রকারে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা যে একত্ব ও তাদাত্ম্য, অথবা ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা যে প্রভুত্ব ও আধ্যাত্মিক রাজপদ তা সম্পাদনে নিজেকে নিযুক্ত না করলেও তবু এমন কিছুর জন্য নিযুক্ত হয় যা আবার জীবনের পূর্ণতার পক্ষে সমান সহ-যোগিতার পক্ষে অন্তঃপুরুষের সহিত অন্তঃপুরুষের, প্রাণের সহিত প্রাণের বিনিময়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইহার যে বিভিন্ন শক্তি তার প্রথম হ'ল এক নৈপুণ্য, "কৌশল" যা বিধান রচনা ও পালন করে, বিভিন্ন সম্বন্ধের

প্রয়োগ ও সীমা চেনে, স্থির ও উন্নতিশীল গতিধারায় নিজেকে অভিযোজন করে, সৃষ্টি ও ক্রিয়া ও জীবনের বাহ্য বিধি নির্মাণ ও সুষ্ঠু করে, প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করে এবং প্রাপ্তি থেকে অগ্রসর হয় বৃদ্ধির দিকে, শৃঙ্খলা সম্বন্ধে সতর্ক এবং উন্নতি সম্বন্ধে সাবধানী, এবং অস্তিত্বের উপাদান ও ইহার উপায় ও লক্ষ্যের সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার করে আর এক শক্তি হ'ল আত্ম-ব্যয়ের শক্তি যা অত্যধিক ব্যয়ে নিপুণ এবং পরিমিত ব্যয়েও নিপুণ, যা আদান প্রদানের মহান বিধান বোঝে এবং সঞ্চয় করে যাতে বেশী লাভের জন্য তা খাটান যায় আর ইহাতে আদান প্রদানের চলতি পরিমাণ ও জীবনের ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি পায়; অন্য এক শক্তি হ'ল দান ও প্রচুর সৃজন-শীল বদান্যতার শক্তি, পারস্পরিক উপকারিতা এবং অপরের হিতসাধনের শক্তি যা উন্মুক্ত পুরুষের মধ্যে হয় উচিত দানশীলতা, মানবহিতৈষা ও ব্যবহারিক পরোপকারের উৎস; আর সর্বশেষে ইহা উপভোগের শক্তি, এক উৎপাদনশীল সংগ্রহপরায়ণ সক্রিয় সমৃদ্ধি যা অস্তিত্বের ফলপ্রদ আনন্দে ভরপুর। সহযোগিতার বিশালতা, জীবনের বিভিন্ন সম্বন্ধের উদার পরিপূর্ণতা, মুক্তহস্ত আত্ম-ব্যয় ও আয় এবং অস্তিত্বে ও অস্তিত্বের মধ্যে প্রচুর আদানপ্রদান, ফলপ্রদ ও উৎপাদনশীল জীবনের ছন্দ ও সমতার পূর্ণ উপভোগ ও ব্যবহার--এই সব হ'ল এই স্বভাববিশিষ্ট ও এই ধর্মানুসারী ব্যক্তিগণের সিদ্ধি।

অন্য প্রবৃত্তি হ'ল কর্ম ও সেবার দিকে। প্রাচীন ব্যবস্থায় ইহা ছিল শূদ্রের ধর্ম বা পুরুষ-চরিত্র এবং ঐ ব্যবস্থায় মনে করা হ'ত যে শূদ্র দ্বিজ নয়, সে হীন বর্ণের। অস্তিত্বের মূল্যের আরো আধুনিক বিচারে শ্রমের মর্যাদার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং দেখা হয় যে তার পরিশ্রমের মধ্যেই আছে মানুষ ও মানুষের বিভিন্ন সম্বন্ধের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গিতেই সত্য আছে। কারণ জড় জগতে এই শক্তি স্বভাবতঃই জড় অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা অথবা বরং ইহা এমন কিছু যার উপর ভর করে ইহা চলে, প্রাচীন তত্ত্বমূলক উপাখ্যানে ইহা স্রষ্টা ব্রহ্মার পদযুগল; আবার সাথে সাথে ইহা এমন যা জ্ঞান, সহযোগিতা ও বীর্যের দ্বারা উন্নীত নয়, এমন বিষয় যা সহজসংস্কার, কামনা ও নিশ্চেষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুবিকশিত শূদ্র চরিত্রের লোকের সহজাতসংস্কারই হ'ল কঠোর পরিশ্রম এবং শ্রম ও সেবার সামর্থ্য; কিন্তু যে কঠোর পরিশ্রম সহজ বা স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধ তা প্রাকৃত মনুষ্যের উপর আরোপ করা হয় আর তা সে

সহ্য করে কারণ ইহা ব্যতীত সে তার অস্তিত্ব রক্ষায় নিশ্চিত হয় না অথবা তার কামনা পূরণ হয় না এবং সে নিজে বাধ্য হ'য়ে অথবা অন্যের দ্বারা বা অবস্থার দ্বারা বাধ্য হ'য়ে নিজেকে কাজে নিযুক্ত করে। যে স্বভাববশেই শূদ্র সে শ্রমের মর্যাদা বোধ অথবা সেবার উৎসাহ থেকে কাজ করে না--যদিও তার ধর্মপালন থেকেই তা আসে, আবার সে যে জ্ঞানের আনন্দ বা লাভের জন্য জ্ঞানের মানুষ হিসাবে, অথবা আত্ম-সম্মান বোধ থেকে কাজ করে তা-ও নয়, অথবা সে যে জন্মকারিগর বা শিল্পী হিসাবে কর্মপ্রীতির জন্য অথবা শিল্পনৈপুণ্যের প্রতি উৎসাহের জন্য অথবা সহযোগিতা বা বিশাল হিতসাধনের সুশৃঙ্খল বোধ থেকে কাজ করে তা-ও নয়, সে কাজ করে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অথবা প্রাথমিক অভাব পূরণের জন্য আর এগুলি পূণ হ'লে সে নিজে নিজে থাকলে তৃপ্তি পায় তার স্বাভাবিক আলস্যের বশে এসে, এই আলস্য আমাদের সকলকার অন্তর্গত তমোগুণের পক্ষে স্বাভাবিক, তবে ইহা আরো বেশী স্পষ্ট হ'য়ে আসে এমন আদিম মনুষ্য, অসভ্যের কাছ থেকে যে কাজ করতে বাধ্য হয় না। সুতরাং অনুন্নত শূদ্রের জন্ম হ'ল সেবার জন্য, স্বাধীনভাবে পরিশ্রমের জন্য ততটা নয়, আর তার মেজাজের প্রবৃত্তি হ'ল এক নিশ্চেষ্ট অজ্ঞানতার দিকে, সহজাতসংস্কারগুলির স্থূল অবিবেচক তৃপ্তি সাধনের দিকে দাসত্ব, বিবেচনাহীন আদেশপালনের ভাব ও যন্ত্রের মতো কর্তব্য কর্ম সাধনের দিকে যার সঙ্গে থাকে আলস্য, কর্মশৈথিল্য, সাময়িক বিদ্রোহ ও সহজপ্রবৃত্তিমূলক অশিক্ষিত জীবন। প্রাচীনদের মতে সকল মানুষই শূদ্র হিসাবে তাদের নিম্ন প্রকৃতিতে জন্মায়, তারা শুধু উন্নত হয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দ্বারা, তবে তাদের শ্রেষ্ঠ আন্তর আত্মায় তারা ব্রাহ্মণ, পূর্ণ চিৎ-পুরুষ ও দেবত্বলাভে সমর্থ; মনে হয় এই মতটি আমাদের প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক সত্য থেকে বেশী দূরবর্তী নয়।

কিন্তু তবু যখন অন্তঃপুরুষ বিকশিত হয় তখন কর্ম ও সেবার এই স্বভাব ও ধর্মের মধ্যেই পাওয়া যায় আমাদের মহত্তম সিদ্ধির কতকগুলি অত্যাবশ্যক ও সুন্দর তত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক বিকাশের রহস্যের অনেক কিছুর সন্ধানসূত্র। কারণ আমাদের মধ্যে এই শক্তির পূর্ণ বিকাশের সহিত জড়িত জীবাত্ম-শক্তিগুলি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ---পরসেবার শক্তি, আমাদের জীবনকে ভগবান ও মানবের কর্ম ও সেবার বিষয় করার জন্য, ও যে কোনো মহৎ প্রভাব ও প্রয়োজনীয় অনুশাসন পালন, অনুসরণ

ও স্বীকার করার জন্য সংকল্প, প্রেম যা সেবাকে উৎসর্গ করে, এমন প্রেম যা প্রতিদান চায় না, বরং নিজেকে বিলিয়ে দেয় প্রেমাস্পদের তৃপ্তির জন্য, সেই শক্তি যা এই প্রেম ও সেবাকে নামিয়ে নিয়ে আসে জড় ক্ষেত্রের মধ্যে এবং আমাদের অন্তঃপুরুষ ও মন ও সংকল্প ও সামর্থ্যের মতো আমাদের দেহ ও প্রাণকেও ভগবান ও মানবের নিকট দেবার কামনা এবং তার ফলে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের শক্তি যা আধ্যাত্মিক জীবনে নেওয়া হ'লে হয়ে ওঠে মুক্তি ও সিদ্ধির অন্যতম সর্বাপেক্ষা মহৎ ও প্রকাশক সন্ধানসূত্র। এই সব বিষয়ের মধ্যেই এই ধর্মের সিদ্ধি ও এই স্বভাবের মহত্ত্ব নিহিত। যদি দিব্যশক্তিতে উন্নয়ন করার জন্য মানুষের মধ্যে তার প্রকৃতির এই উপাদান না থাকত, তাহ'লে মানুষ সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হ'তে পারত না।

এই যে চতুর্বিধ ব্যক্তিভাবনা, ইহাদের কোনোটিই এমন কি নিজের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ হ'তে অক্ষম হয় যদি না ইহা তার মধ্যে নিয়ে আসে অন্য গুণগুলির কিছুটা। জ্ঞানের মানুষ স্বাধীনতা ও সত্যের সহিত সত্য সেবায় অক্ষম হয় যদি না তার থাকে বুদ্ধিবিষয়ক ও নৈতিক সাহস, সংকল্প, নির্ভীকতা, নতুন রাজ্য উন্মুক্ত ও জয় করার বীর্য, কারণ তা না হ'লে সে হ'য়ে ওঠে সীমিত বুদ্ধির দাস, অথবা শুধু এক প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সেবক, অথবা বড় জোর এক বিধিবিষয়ক পুরোহিত[১]—সে তার জ্ঞানকে সর্বোত্তমভাবে প্রয়োগ করতে অক্ষম হয় যদি না তার সেই অভিযোজনের নৈপুণ্য থাকে যাতে সত্যগুলিকে সাধন করা যায় জীবনের ব্যবহারের জন্য, তা না হলে সে বাস করে শুধু ভাবনার মধ্যেই—সে তার জ্ঞানের পূর্ণ উৎসর্গে সক্ষম হয় না যদি না তার থাকে মানবজাতির প্রতি, মানুষের মাঝে পরম দেবতা ও তার সত্তার অধীশ্বরের প্রতি সেবার মনোভাব। শক্তির মানুষের কর্তব্য হ'ল তার শক্তি ও বীর্যকে দীপ্ত ও উন্নত ও নিয়ন্ত্রণ করা জ্ঞানের দ্বারা, যুক্তিবুদ্ধি বা ধর্ম বা চিৎ-পুরুষের আলোর দ্বারা, নচেৎ সে হ'য়ে ওঠে শুধু পরাক্রমশালী অসুর—তার সেই নৈপুণ্য থাকা চাই যা তাকে সব চেয়ে সাহায্য করবে তার বীর্যের ব্যবহারে, প্রয়োগে ও নিয়ন্ত্রণে এবং ইহাকে সৃজনক্ষম ও ফলপ্রসূ করায় ও অপরের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধে অভিযোজিত করায় নচেৎ সে হ'য়ে ওঠে জীবন-

১ বোধ হয় এই কারণেই ক্ষত্রিয়ই প্রথম আবিষ্কার করেছিল বেদান্তের মহাসত্যগুলি—বোধিত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রের মধ্যে তার সাহস, নির্ভীকতা ও বিজয়ী মনোভাব এনে।

ক্ষেত্রের উপর দিয়ে এক শক্তির সঞ্চালন, এক ঝড় যা বয়ে যায় ও নির্মাণ করার চেয়ে বরং বেশী ধ্বংস সাধন করে—তার কর্তব্য আজ্ঞাপালনেও সমর্থ হওয়া এবং তার বীর্যের প্রয়োগ করা ভগবানের ও মানবের সেবায়, নচেৎ সে হ'য়ে ওঠে স্বার্থপর প্রভু, উৎপীড়ক এবং জনগণের অন্তঃপুরুষের ও দেহের নির্দয় পরিচালক। উৎপাদনক্ষম মন ও কর্মের মানুষের থাকা চাই এক উন্মুক্ত, জিজ্ঞাসু মন ও ভাবনা ও জ্ঞান, নচেৎ সে বিচরণ করে তার বৃত্তিসমূহের বাঁধাধরা সীমার মধ্যে যাতে পরিবর্ধনের কোনো বিকাশ নেই, তার সাহস ও উদ্যম থাকা চাই, আয় ও উৎপাদনের মধ্যে সেবার মনোভাব আনা চাই যাতে সে যে শুধু পায় তা নয়, দিতেও পারে, শুধু তার নিজের জীবন সঞ্চয় ও উপভোগ করে না, বরং সে যে পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে লাভবান হয় তার ফলপ্রসূতা ও পরিপূর্ণতাকে সাহায্য করে। পরিশ্রম ও সেবার মানুষ হ'য়ে ওঠে অসহায় গোলাম ও সমাজের দাস যদিনা সে তার কাজের মধ্যে নিয়ে আসে জ্ঞান ও সম্মানবোধ ও আস্পৃহা ও নৈপুণ্য, কারণ শুধু এই ভাবেই সে উন্মুখ মন ও সংকল্প ও জ্ঞানপূর্ণ উপকারিতার দ্বারা উঠতে পারে উচ্চতর ধর্মের মধ্যে। কিন্তু যদিও যে কোনো একটি শক্তি প্রধান হ'য়ে অন্য শক্তিগুলিকে আনতে পারে তাহ'লেও মানুষের মহত্তর সিদ্ধি আসে যখন সে সকল শক্তিগুলিই অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিজেকে বৃহৎ করে এবং তার প্রকৃতিকে উত্তরোত্তর উন্মুক্ত করে চতুর্বিধ চিৎপুরুষের নিটোল পরিপূর্ণতা এবং বিশ্বময় সামর্থ্যের নিকট। মানুষ যে এই সব ধর্মের যে কোনো একটির আত্যন্তিক রূপে গঠিত হয় তা নয়, তার মধ্যে সকল শক্তিগুলিই সক্রিয় থাকে, তবে প্রথমে তারা থাকে অপুষ্ট বিশৃঙ্খলার মধ্যে, কিন্তু জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে সে একটি বা অন্যটিকে গঠিত করে একটি থেকে অন্যতে উন্নত হয় আর তা হয় এমন কি এক জন্মের মধ্যেই এবং এইভাবে সে তার আন্তর অস্তিত্বের সমগ্র বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের জীবন নিজেই এক সাথে সত্য ও জ্ঞানের জন্য অন্বেষণ, আমাদের নিজেদের সহিত ও চারিদিককার শক্তির সহিত এক সংগ্রাম ও যুদ্ধ, এক সতত উৎপাদন, অভিযোজন ও জীবনের উপকরণে নৈপুণ্যের প্রয়োগ এবং এক যজ্ঞ ও সেবা।

যখন অন্তঃপুরুষ প্রকৃতির মাঝে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে তখন এই সব তার সাধারণ রূপ, কিন্তু যখন আমরা আমাদের আন্তর আত্মার আরো সমীপবর্তী হই, তখন আমরা আবার এমন কিছুর আভাস ও অনুভূতি

পাই যা এই সব রূপের মধ্যে নিগূহিত ছিল কিন্তু নিজেকে মুক্ত ক'রে পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ইহাদের চালনা করতে সক্ষম যেন ইহা এক সাধারণ সান্নিধ্য বা শক্তি যাকে আনা হয়েছে এই জীবন্ত ও চিন্তাশীল যন্ত্রের বিশেষ ক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য। ইহা সেই অন্তঃপুরুষেরই শক্তি যে ইহার প্রকৃতির সব শক্তিগুলির অধ্যক্ষ ও পূরক। পার্থক্য এই যে প্রথম প্রকারটির রূপ ব্যক্তিগত, ইহার কার্য ও গঠন সীমিত ও নির্ধারিত, ইহা করণব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এখানে এমন কিছু বাহির হয় যা ব্যক্তিগত রূপের মধ্যে নৈব্যক্তিক, এমন কি করণব্যবস্থাতেও অনধীন ও আত্ম-পর্যাপ্ত, নিজেকে ও বিষয়সমূহকে উভয়কেই নির্ধারণ করলেও নিজে নিধারণের অতীত, এমন কিছু যা জগতের উপর কাজ করে আরো মহত্তর শক্তি নিয়ে এবং বিশেষ শক্তিকে ব্যবহার করে শুধু যোগাযোগের এবং মানব ও পরিস্থিতির উপর অভিঘাতের এক প্রণালী হিসাবে। আত্ম-সিদ্ধি যোগ এই জীবাত্মশক্তিকে বাহিরে এনে ইহাকে তার বিশালতম ক্ষেত্র দেয়, সকল চতুর্বিধ শক্তিকেই তুলে নিয়ে তাদের নিক্ষেপ করে এক অখণ্ড ও সুসমঞ্জস আধ্যাত্মিক কলনার মুক্ত ক্ষেত্রে। ব্যষ্টি প্রকৃতি যে উচ্চতম শিখরের অবলম্বনরূপ ভিত্তি হতে সক্ষম সেই শিখরে ওঠে জ্ঞানের জীবাত্ম-শক্তির পরম দেবতা। আলোকের এক স্বচ্ছন্দ মন বিকশিত হয় যা সকল প্রকার শ্রুতি, স্মৃতি, বোধি, ভাবনা, বিবেক, চিন্তামূলক সমন্বয়ের নিকট উন্মুক্ত; মনের এক আলোকিত প্রাণ সকল জ্ঞান আয়ত্ত করে আর তার সঙ্গে থাকে প্রাপ্তি ও গ্রহণ ও ধারণের আনন্দ, আধ্যাত্মিক উৎসাহ, তীব্র অনুরাগ বা রভস; আধ্যাত্মিক শক্তি, দীপ্তি ও কর্মের শুদ্ধতায় পূর্ণ এক শক্তির আলোক তার সাম্রাজ্য ব্যক্ত করে, "ব্রহ্মতেজঃ", "ব্রহ্ম-বর্চঃ", এক অতলস্পর্শী স্থৈর্য ও অসীম শান্তি ধারণ করে সকল দীপ্তি, গতি, ক্রিয়া যেন কোনো প্রাচীন পর্বতের উপর, সম, অবিচল, অচ্যুত।

সংকল্প ও বীর্যের জীবাত্ম-শক্তি যে দেবতা সে ওঠে সেইরূপ বৃহত্ত্বে ও উচ্চতায়। মুক্ত চিৎ-পুরুষের এক একান্ত শান্ত নির্ভীকতা, এক অনন্ত স্ফুরন্ত সাহস যাকে কোনো বিপদ, সম্ভাবনার কোনো সীমা, বিরুদ্ধ শক্তির কোনো প্রাকার চিৎ-পুরুষের আরোপিত কোনো কর্ম বা আস্পৃহা থেকে নিবৃত্ত করতে অক্ষম, অন্তঃপুরুষ ও সংকল্পের এমন উচ্চ মহত্ত্ব যাকে কোনো ক্ষুদ্রতা বা নীচতা স্পর্শ করে না এবং যা একরূপ দৃঢ় পদক্ষেপে চলে আধ্যাত্মিক জয়ের দিকে অথবা ভগবদ্-দত্ত কর্মের সাফল্যের দিকে

সাময়িক সকল বাধা বা পরাজয় তুচ্ছ ক'রে, এমন মনোভাব যা কখনো অবসন্ন হয় না অথবা সত্তার মধ্যে সক্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস ও প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হয় না--এই সব হ'ল এই সিদ্ধির নিদর্শন। আবার এক বৃহৎ দেবতার, সহযোগিতার জীবাত্ম-শক্তির চরিতার্থতা আসে, আসে করণীয় কর্মে মুক্ত আত্মব্যয় এবং দান ও সম্পদের ব্যয় আর মুক্ত হস্তে এই ব্যয় করা হয় উৎপাদন, সৃষ্টি, কার্যসাধন, প্রাপ্তি, লাভ, ব্যবহারযোগ্য ফলের জন্য, আসে এক নৈপুণ্য যা বিধান পালন করে, সম্বন্ধ অভিযোজন করে এবং পরিমাপ রাখে, সকল সত্তা থেকে নিজের মধ্যে বৃহৎ গ্রহণ এবং সকলকে নিজের মধ্য থেকে মুক্ত দান, এক দিব্য আদান প্রদান, জীবনের পারস্পরিক আনন্দের বৃহৎ উপভোগ। এবং সবশেষে, সিদ্ধি পায় সেবার জীবাত্মশক্তির দেবতা--সেই বিশ্বপ্রেম যা নিজেকে মুক্তহস্তে দান করে প্রতিদানের দাবী না ক'রে, সেই আলিঙ্গন যা মানবের মধ্যে ভগবানের দেহকে নিজের কাছে নেয় এবং সাহায্য ও সেবার জন্য কাজ করে, সেই আত্মোৎসর্গ যা প্রভুর বন্ধন সহ্য করতে এবং তাঁর কাছে এবং তাঁর নির্দেশানুসারে তাঁর সৃষ্ট বিষয়ের দাবী ও প্রয়োজনের নিকট জীবনকে স্বচ্ছন্দ দাসত্বে পরিণত করতে প্রস্তুত, আমাদের সত্তার অধীশ্বরের নিকট এবং জগতে তাঁর কর্মের নিকট সমগ্র সত্তার আত্ম-সমর্পণ। এই বিষয়গুলি মিলিত হয়, পরস্পরকে সহায়তা করে ও পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে, এক হয়। যে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সিদ্ধিলাভে সর্বাপেক্ষা সমর্থ তাদের মধ্যেই পরিপূর্ণ উৎকর্ষ আসে তবে পূর্ণযোগের সকল সাধকেরই কর্তব্য এই চতুর্বিধ জীবাত্মশক্তির কিছু বৃহৎ অভিব্যক্তি চাওয়া এবং তারা তা পেতেও সক্ষম।

কিন্তু এই সব হ'ল নিদর্শন, কিন্তু পশ্চাতে আছে অন্তঃপুরুষ যে এই ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে প্রকৃতির উৎকর্ষের মধ্যে। আর এই অন্তঃ-পুরুষ হ'ল মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষের মুক্ত আত্মার বহিঃপ্রকাশ। ঐ আত্মা অনন্ত এবং সেহেতু ইহার কোনো বিশেষত্ব নেই, তবে ইহা সকল বিশেষত্বের লীলার ধারক ও ভর্তা, এক প্রকার অনন্ত, এক অথচ বহুময় ব্যক্তিভাবনার আশ্রয়, "নির্গুণো গুণী", নিজের অভিব্যক্তিতে অনন্ত গুণে সমর্থ। যে শক্তি ইহা ব্যবহার করে তা হ'ল এক পরমা ও বিশ্বময়ী, ভাগবতী ও অনন্ত শক্তি যা নিজেকে ঢেলে দেয় ব্যষ্টি সত্তার মধ্যে এবং স্বচ্ছন্দভাবে কার্য নির্ধারণ করে ভগবদ্-উদ্দেশ্যের জন্য।

১৬ অধ্যায়

ভাগবতী শক্তি

আত্ম-সিদ্ধি যোগে যেমন অগ্রসর হওয়া যায় তেমন পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্কটি বাহিরে প্রকট হয় তার কথাই আমাদের যোগের এই অংশে মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা আবশ্যক। আমাদের সত্তার আধ্যাত্মিক সত্যে যে শক্তিকে আমরা প্রকৃতি বলি তা সত্তা, চেতনা ও সংকল্পের শক্তি এবং সেজন্য আত্মা, অন্তঃপুরুষ বা পুরুষের আত্ম-অভিব্যক্তি ও আত্ম-সৃজনের শক্তি। কিন্তু অবিদ্যার মাঝে আমাদের সাধারণ মনের নিকট ও বিষয়সমূহের অভিজ্ঞতার কাছে প্রকৃতির শক্তিকে অন্যরূপ দেখায়। যখন আমরা ইহাকে দেখি আমাদের বাহিরে তার বিশ্বক্রিয়ায়, তখন আমরা ইহাকে প্রথম দেখি বিশ্বের মাঝে এক যান্ত্রিক ক্রিয়াশক্তি রূপে যা কাজ করে জড়ের উপর অথবা ইহার সৃষ্ট জড়-রূপের উপর। জড়ের মধ্যে ইহা বিকশিত করে প্রাণের বিভিন্ন শক্তি ও প্রক্রিয়া এবং প্রাণবন্ত জড়ের মধ্যে ইহা বিকশিত করে মনের বিভিন্ন শক্তি ও প্রক্রিয়া। ইহার ক্রিয়ার সকল অবস্থাতেই ইহার কাজ চলে নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী এবং প্রতি প্রকারেরই সৃষ্ট বিষয়ে দেখা যায় নানামাত্রায় শক্তির বিভিন্ন গুণ ও কর্মপ্রণালীর বিভিন্ন বিধান যা জাতি ও উপজাতিকে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেয় এবং জাতি ও উপজাতির নিয়ম ভঙ্গ না করেও ব্যষ্টির মধ্যেও বিকশিত করে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন। প্রকৃতির এই যান্ত্রিক রূপটিতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন ব্যস্ত থাকে, তার কাছে ইহাই প্রকৃতির সকল রূপ, আর এ বিষয়ে সে এত নিশ্চিত যে জড় বিজ্ঞান এখনো আশা করে এবং চেষ্টা করে—আর তাতে সামান্য কিছু সফলও হয়—যে প্রাণের সব ঘটনাকেই জড়ের বিধান দিয়ে এবং মনের সব ঘটনাকে প্রাণবন্ত জড়ের বিধান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এখানে অন্তঃপুরুষ বা চিৎ-পুরুষের কোনো স্থান নেই আর প্রকৃতিকে চিৎ-পুরুষের শক্তি ব'লে গণ্য করা যায় না। যেহেতু আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব যান্ত্রিক, ভৌতিক ও স্বল্পস্থায়ী প্রাণবন্ত চেতনার এক জীববিদ্যামূলক ঘটনার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং মানুষ জড়-

শক্তির সৃষ্ট বিষয় ও যন্ত্র, সেহেতু যোগের আধ্যাত্মিক আত্মবিকাশ নিশ্চয়ই এক বিভ্রম, মরীচিকা, মনের এক অস্বাভাবিক অবস্থা অথবা আত্ম-সম্মোহন মাত্র। যাই হ'ক ইহা নিজেকে যা বলে তা ইহা হ'তেই পারে না অর্থাৎ ইহা যে বলে যে ইহা আমাদের সত্তার শাশ্বত সত্যের আবিষ্কার এবং মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক সত্যের সীমিত সত্যের ঊর্ধ্বে আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সত্যে উত্তরণ তা নয়।

কিন্তু আমাদের ব্যক্তিসত্ত্ববিহীন বাহ্য যান্ত্রিক প্রকৃতির যে দৃষ্টি তা ছেড়ে যখন আমরা মানবের, মনোময় পুরুষের আন্তর প্রত্যক্-বৃত্ত অনুভূতির দিকে দৃষ্টি দিই তখন আমাদের প্রকৃতিকে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে দেখি। এমন কি আমাদের প্রত্যক্‌বৃত্ত অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যদি আমাদের এক বিশুদ্ধ যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বুদ্ধিগত বিশ্বাস থাকে তাহ'লেও তার উপর আমাদের কাজ করা সম্ভব হয় না অথবা আত্ম-অনুভূতির কাছে ইহাকে আমরা সম্পূর্ণ সত্য করতে সক্ষম হই না। কারণ আমরা এক আমি সম্বন্ধে সচেতন হই যে আমি মনে হয় আমাদের প্রকৃতির সহিত অভিন্ন নয় বরং মনে হয় তা থেকে পিছিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম; আর নিরাসক্তভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ, সমালোচনা ও সৃজনশীল ভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম এবং এমন এক সংকল্পে সক্ষম যাকে আমরা সাধারণতঃ ভাবি স্বাধীন সংকল্প ব'লে; এমন কি যদি ইহা বিভ্রমও হয় তাহ'লেও আমরা কার্যতঃ এমন আচরণ করতে বাধ্য হই যেন আমরা দায়িত্বশীল মনোময় পুরুষ এবং স্বাধীনভাবে আমাদের কার্য নির্ধারণে সক্ষম, আমাদের প্রকৃতির সদ্-ব্যবহার বা অপব্যবহার করতে, মহৎ বা হীন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে সক্ষম। এমন কি মনে হয় আমরা এক পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও আমাদের বর্তগান প্রকৃতি, উভয়েরই সহিত সংগ্রামে লিপ্ত এবং এমন এক জগতের প্রভুত্ব পেতে সচেষ্ট যা নিজেকে আমাদের উপর আরোপ করে এবং আমাদের আয়ত্ত করে, আবার সেই সাথে আমরা চেষ্টা করি আমরা বর্তমানে যা তার অতিরিক্ত কিছু হবার জন্য। কিন্তু মুস্কিল এই যে আমরা যদি আদৌ আয়ত্ত করি, তা করি শুধু আমাদের এক ক্ষুদ্র অংশকে, বাকীসব অবচেতন বা অধিচেতন এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত আর আমাদের সংকল্প কাজ করে আমাদের কার্যাবলীর এক ক্ষুদ্র নির্বাচিত পরিধির মধ্যে; বেশীর ভাগই এক যান্ত্রিকতা ও অভ্যাসের ধারা, আর যদি আমরা এতটুকু অগ্রসর বা আত্মোন্নতি করতে

যাই তাহ'লে আমাদের কর্তব্য হবে সর্বদাই আমাদের নিজেদের সহিত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করা। মনে হয় আমাদের মধ্যে এক দ্বৈতাত্মক সত্তা আছে; পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কিছু মিল আছে আবার কিছু বৈষম্য আছে; পুরুষের উপর প্রকৃতি চাপায় তার যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, আর পুরুষ চেষ্টা করে প্রকৃতিকে পরিবর্তন ও আয়ত্ত করতে। এখন প্রশ্ন হ'ল—এই দ্বৈতভাবের মূল স্বরূপ কি এবং শেষ পরিণাম কি?

সাংখ্য মতে আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব দ্বৈত তত্ত্বের অধীন। পুরুষের সংযোগ না পেলে প্রকৃতি নিশ্চেষ্ট, সে কাজ করে শুধু ইহার সংসর্গে এবং তখনো আবার তার বিভিন্ন করণ ও গুণের নির্দিষ্ট যান্ত্রিক প্রণালীর মধ্য দিয়ে; পুরুষ যখন প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন তখন সে নিষ্ক্রিয় ও মুক্ত কিন্তু প্রকৃতির সংযোগে ও ইহার কর্মে অনুমতি দানের দ্বারা সে এই যান্ত্রিক প্রণালীর অধীন হয়, তার অহং-বোধের সংকীর্ণতার মধ্যে বাস করে আর তাকে মুক্ত হ'তে হবে অনুমতি প্রত্যাহার ক'রে এবং নিজের আপন মূল তত্ত্বে ফিরে গিয়ে। অন্য এক ব্যাখ্যা আছে যা আমাদের অভিজ্ঞতার কিছুটার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ; ইহা এই যে আমাদের মধ্যে দ্বৈত সত্তা আছে, একটি পাশবিক ও জড়গত সত্তা অথবা আরো ব্যাপক-ভাবে, নিম্ন প্রকৃতি-বদ্ধ সত্তা এবং অন্যটি পুরুষ বা আধ্যাত্মিক সত্তা যা মনের দ্বারা জড় অস্তিত্বের মধ্যে বা জগৎ-প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ; আর মুক্তিলাভের উপায় হ'ল এই বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অর্থাৎ পুরুষ ফিরে যাবে তার বিভিন্ন স্বধামে অথবা আত্মা বা চিৎ-পুরুষ ফিরে যাবে শুদ্ধ অস্তিত্বের মধ্যে। তখন পুরুষের সিদ্ধি আদৌ প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যাবে না, তা পাওয়া যাবে প্রকৃতির অতীতে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান মানসিক চেতনা অপেক্ষা পরতর চেতনায় আমরা দেখি যে এই দ্বৈতভাব শুধু এক প্রাতিভাসিক বাহ্যরূপ। অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও আসল সত্য হ'ল এক অবিভক্ত চিৎ-পুরুষ, পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, আর এই চিৎ-পুরুষের শক্তিই নিজেকে ব্যক্ত করে এই সবের মধ্যে যাকে আমরা বিশ্ব ব'লে জানি। এই বিশ্ব প্রকৃতি এক নিষ্প্রাণ, নিশ্চেষ্ট বা অচেতন যান্ত্রিক প্রণালী নয়, বরং তা'র সকল গতিবৃত্তিতেই ইহা বিশ্ব চিৎ-পুরুষের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইহার কর্মপ্রণালীর যান্ত্রিকতা শুধু এক বাহ্য রূপ, আর সদ্-বস্তু হ'ল পরম চিৎ-পুরুষ যিনি এই যে

সব প্রকৃতি তার মধ্যে তাঁর আপন সত্তা সৃষ্টি বা অভিব্যক্ত করেন তাঁর সত্তার নিজের শক্তি দিয়ে। আমাদের মধ্যেও পুরুষ ও প্রকৃতি একই অস্তিত্বের দুই রূপ মাত্র। বিশ্বশক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করে, কিন্তু পুরুষ অহং-বোধের দ্বারা নিজেকে সীমাবদ্ধ করে আর বাস করে প্রকৃতির কর্মপ্রণালীর আংশিক ও বিভক্ত অনুভূতির মধ্যে আর নিজের আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যবহার করে প্রকৃতির শক্তির কিছু অংশ এবং এক নির্দিষ্ট ক্রিয়া। বরং মনে হয় যে পুরুষ প্রকৃতির শক্তি ব্যবহার করার বদলে এই শক্তিই পুরুষকে আয়ত্ত ও ব্যবহার করে, কারণ পুরুষ সেই অহং-বোধের সহিত নিজেকে অভিন্ন করে যে অহং-বোধ প্রাকৃত করণ-ব্যবস্থার অংশ এবং পুরুষ বাস করে অহং-অনুভূতির মধ্যে। বস্তুতঃ অহংকে চালায় প্রকৃতির যান্ত্রিকতা যার অংশ ইহা আর অহং-সংকল্প স্বাধীন সংকল্প নয় আর তা হ'তেও পারে না। মুক্তি, প্রভুত্ব ও সিদ্ধি পেতে হ'লে আমাদের ফিরে যেতে হবে অন্তঃস্থ আসল আত্মায় ও পুরুষে এবং তার দ্বারা আমাদের পাওয়া চাই আমাদের নিজেদের প্রকৃতির ও বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত আমাদের সত্যকার সব সম্বন্ধ।

আমাদের সক্রিয় সত্তায় ইহার যা রূপ তাতে ইহার অর্থ হ'ল আমাদের অহমাত্মক, আমাদের ব্যক্তিগত, আমাদের বিভক্ত ব্যষ্টি সংকল্প ও ক্রিয়া-শক্তি সরিয়ে তাদের স্থানে আনা এক বিশ্বময়ী ও দিব্য সংকল্প ও ক্রিয়া-শক্তি যা বিশ্বক্রিয়ার সহিত সামঞ্জস্যে আমাদের ক্রিয়া নির্ধারণ করে এবং নিজেকে প্রকট করে পুরুষোত্তমের প্রত্যক্ষ সংকল্প ও সর্বপরিচালিকা শক্তি হিসাবে। আমরা আমাদের সীমিত, অজ্ঞানময়, ও অপূর্ণ ব্যক্তিগত সংকল্প ও ক্রিয়াশক্তির অবর ক্রিয়া সরিয়ে তার বদলে আনি ভাগবতী শক্তির ক্রিয়া। বিশ্বক্রিয়াশক্তির কাছে নিজেদের উন্মুক্ত রাখা আমাদের পক্ষে সর্বদাই সম্ভব, কারণ উহা আমাদের চারিদিক ঘিরে আছে এবং সর্বদাই আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হ'চ্ছে; ইহাই আমাদের সকল আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়ার আশ্রয় ও উৎস এবং বস্তুতঃ কোনো বিভক্ত ব্যষ্টি অর্থে আমাদের নিজেদের কোনো শক্তি নেই, আছে শুধু এক অবিভক্ত সত্তার রূপায়ণ। আবার অপর পক্ষে এই বিশ্ব শক্তি আমাদের নিজেদের মধ্যে বর্তমান, আমাদের মধ্যে ঘনীভূতরূপে অবস্থিত, কারণ যেমন বিশ্বের মধ্যে তেমন প্রতি জীবের মধ্যেই ইহার সমগ্র শক্তি বর্তমান, আর এমন সব উপায় ও প্রক্রিয়া আছে যার দ্বারা আমরা ইহার মহত্তর ও যোগ্য

অনন্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে সক্ষম এবং তাকে মুক্ত ক'রতে সক্ষম তার বৃহত্তর কর্মে।

বিশ্বশক্তির অস্তিত্ব ও উপস্থিতি সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি তার সামর্থ্যের নানা রূপে। বর্তমানে আমরা এই সামর্থ্য সম্বন্ধে যা জানি তা শুধু সেইটুকু যেটুকু ইহা রূপায়িত হয় আমাদের স্থূলমনে, স্নায়বিক সত্তায় ও দৈহিক আধারে যেগুলি আমাদের বিবিধ ক্রিয়াবলী ধারণ করে। কিন্তু যদি আমরা যোগের দ্বারা আমাদের অস্তিত্বের গুপ্ত, গহন, অধি-চেতন অংশগুলির কিছুটা উন্মুক্ত ক'রে এই প্রাথমিক রূপায়ণ একবার ছাড়িয়ে যেতে পারি, তাহ'লে আমরা এমন এক মহত্তর প্রাণিক শক্তির কথা অবগত হই যা দেহকে ধারণ ও পূর্ণ করে এবং সকল শারীরিক ও প্রাণিক ক্রিয়া জোগায়,—কারণ শারীরিক ক্রিয়াশক্তি এই শক্তির শুধু এক পরিবর্তিত রূপ—এবং যা আবার নিম্ন থেকে আমাদের সকল মানসিক ক্রিয়া জোগায় ও ধারণ করে। এই শক্তিকে আমরা আমাদের ভিতরেও অনুভব করি, আমাদের চারিদিকে ও উর্ধ্বেও অনুভব করতে সক্ষম, আর ইহা আমাদের অন্তঃস্থ শক্তির সহিত এক: আমরা আমাদের সাধারণ ক্রিয়া বৃদ্ধি করার জন্য ইহাকে ভিতরে ও নিম্নে আকর্ষণ করতে সক্ষম, অথবা ইহাকে আবাহন ক'রে আমাদের ভিতরে প্রবাহিত করাতে সক্ষম। ইহা শক্তির এক অসীম সাগর এবং যতখানি আমাদের সত্তার মধ্যে ধরা যায় ততখানি ইহা নিজেকে ঢেলে দেবে। শারীরিক সূত্রের দ্বারা সীমিত আমাদের বর্তমান বিভিন্ন ক্রিয়াতে আমরা এই প্রাণিক শক্তিকে যে ভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণের শক্তিতে ও বেশী কার্যকরী ভাবে আমরা ইহাকে ব্যবহার করতে সক্ষম প্রাণ, দেহ বা মনের যে কোনো কার্যের জন্য। যে পরিমাণে আমরা আমাদের দেহবদ্ধ ক্রিয়াশক্তির বদলে প্রাণিক শক্তি ব্যবহারে সক্ষম হই সেই পরিমাণে এই প্রাণিক শক্তির ব্যবহারে আমাদের এই সীমা দূর হয়। ইহাকে এমনভাবে ব্যবহার করা সম্ভব যে প্রাণ তার সাহায্যে যে কোনো দৈহিক অবস্থা বা ক্রিয়া আরো শক্তিশালী ভাবে নির্বাহ করতে অথবা সংশোধন করতে, রোগ সারাতে, ক্লান্তি দূর করতে সক্ষম অথবা প্রভূত পরিমাণের মানসিক শ্রম এবং সংকল্প অথবা জ্ঞানের ক্রিয়া আনতে সক্ষম হই। প্রাণিক শক্তিকে মুক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করার পরিচিত যান্ত্রিক উপায় হ'ল বিভিন্ন প্রাণায়াম পদ্ধতি। যে সব চৈত্য, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি

তাদের কার্যের সুযোগের জন্য সাধারণতঃ প্রাণিক শক্তির উপর নির্ভর করে প্রাণায়াম তাদের উন্নত ও মুক্তও করে। কিন্তু ঐ একই কাজ করা যায় মানসিক সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা অথবা শক্তির পরতর আধ্যাত্মিক সামর্থ্যের কাছে নিজেদের উত্তরোত্তর আরো বেশী উন্মুক্ত ক'রে। এই প্রাণিক শক্তিকে শুধু যে আমাদের নিজেদের উপর প্রয়োগ করা যায় তা নয়, ইহাকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যায় অন্যদের প্রতি অথবা বিষয়-সমূহ বা ঘটনাসমূহের উপর আর সংকল্প যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দেশ দেয় সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তা প্রয়োগ করা সম্ভব। ইহার কার্যকারিতা প্রভূত, নিজে নিজে তা অসীম, তবে সীমিত হবার কারণ হ'ল ইহার উপর যে আধ্যাত্মিক ও অন্য সংকল্প প্রয়োগের জন্য আনা হয়, শুধু তার শক্তি, শুদ্ধতা ও বিশ্বভাবের ত্রুটি; কিন্তু তবু এই শক্তি যতই অধিক ও শক্তিশালী হ'ক না কেন, ইহা এক নিম্ন রূপায়ণ, মন ও দেহের মধ্যে এক যোগসূত্র, একক করণগত শক্তি। ইহার মধ্যে এক চেতনা আছে, চিৎ-পুরুষের উপস্থিতি আছে, আর ইহার সম্বন্ধে আমরা অবগত হই, কিন্তু ইহা কর্মের প্রেরণার মধ্যে আবৃত, নিগূহিত এবং তাতেই নিবিষ্ট। শক্তির এই ক্রিয়ার নিকট আমরা আমাদের ক্রিয়াবলীর সমগ্র ভার ছেড়ে দিতে পারি না ; হয় আমরা ইহার দেওয়া সাহায্যকে ব্যবহার করব আমাদের আপন আলোকিত ব্যক্তিগত সংকল্পের দ্বারা অথবা না হয় এক পরতর নির্দেশ আবাহন করব; কারণ নিজে নিজে ইহা মহত্তর শক্তি নিয়ে কাজ করবে কিন্তু তবু তা হবে আমাদের অপূর্ণ প্রকৃতির অনুযায়ী এবং প্রধানতঃ আমাদের ভিতরকার প্রাণ-শক্তির প্রেরণা ও উন্মুখ-তার দ্বারা, তা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের বিধান অনুযায়ী হবে না।

যে সাধারণ শক্তির দ্বারা আমরা প্রাণিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করি তা হ'ল দেহবদ্ধ মনের শক্তি। কিন্তু যখন আমরা স্থূল মন ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠি তখন আমরা প্রাণিক শক্তিরও উপরে এমন এক শুদ্ধ মানসিক শক্তিতে উঠি যা মহাশক্তির এক পরতর রূপায়ণ। সেখানে আমরা এমন এক বিশ্বমানসচেতনার কথা অবগত হই যা আমাদের ভিতরে, চারিদিকে, ও আমাদের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ আমাদের সাধারণ মানসিক স্থিতির ঊর্ধ্বে এই মানসিক শক্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং যা আমাদের সংকল্প ও জ্ঞানের এবং আমাদের বিভিন্ন সংবেগ ও ভাবাবেগের মধ্যস্থিত চৈত্য উপাদানের সকল ধাতু দেয় ও সকল রূপ গঠন করে। মনঃশক্তিকে

প্রাণশক্তির উপর কার্য করতে বাধ্য করা যায় এবং ইহা তার উপর আরোপ করতে পারে আমাদের বিভিন্ন ভাবনার, আমাদের জ্ঞানের, আমাদের আরো আলোকিত ইচ্ছাশক্তির প্রভাব, রঙ, আকার, বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা এবং এইভাবে আমাদের প্রাণ ও প্রাণময় পুরুষকে আরো কার্যকরীভাবে আনতে পারে আমাদের সত্তা, আদর্শরাজি ও আধ্যাত্মিক আস্পৃহাসমূহের উচ্চতর শক্তির সহিত সামঞ্জস্যে। আমাদের সাধারণ অবস্থায় এই দুটি,—— মানসিক ও প্রাণিক সত্তা ও শক্তিসমূহ অতীব মিশ্রিত ও পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট আর আমরা এই দুটিকে পৃথকভাবে ভাল করে জানতে সক্ষম হই না অথবা যে কোনোটিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে যে নিম্ন তত্ত্বকে উচ্চতর ও আরো বোধপূর্ণ তত্ত্বের দ্বারা কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব তা-ও হয় না। কিন্তু যখন আমরা আমাদের স্থূল মনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করি, তখন আমরা শক্তির এই দুই রূপকে, আমাদের সত্তার দুই স্তরকে স্পষ্টভাবে পৃথক করতে সক্ষম হই, আর সক্ষম হই তাদের ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং কাজ করতে আরো স্বচ্ছ ও আরো শক্তিশালী আত্ম-জ্ঞানের সহিত এবং এক প্রবুদ্ধ ও শুদ্ধতর সংকল্প শক্তির সহিত। তথাপি, যতদিন আমরা মনকেই আমাদের প্রধান দিশারী ও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি ক'রে কাজ করি, ততদিন নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত ও অপ্রতিহত হয় না। আমরা দেখি যে মানসিক শক্তি নিজেই ·অন্য থেকে উৎপন্ন, চিন্ময় পুরুষের এক নিম্ন ও সংকীর্ণতাজনক শক্তি যা কাজ করে শুধু বিচ্ছিন্ন ও সংযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা, অপূর্ণ ও অসম্পূণ অর্ধ-আলোকের দ্বারা অথচ এইগুলিকেই আমরা নিই সম্পূর্ণ ও পর্যাপ্ত আলো ব'লে; আর এই কাজে থাকে ভাবনা ও জ্ঞান ও কার্যকরী সংকল্প-শক্তির মধ্যে অসঙ্গতি। আর আমরা শীঘ্রই পরম চিৎ-পুরুষের ও তাঁর শক্তির এক আরো অনেক উচ্চ সামর্থ্যের কথা জানি যা প্রচ্ছন্ন বা ঊর্ধ্বে অবস্থিত, মনের অতিচেতন অথবা মনের মধ্য দিয়ে অংশতঃ সক্রিয় আর এই সব ইহার শুধু এক অবর উৎপন্ন দ্রব্য।

আমাদের সত্তার অন্যান্য স্তরের মতো মানসিক স্তরেও পুরুষ ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং পরস্পরের মধ্যে অতীব প্রবিষ্ট এবং আমরা স্পষ্ট করে পুরুষ ও প্রকৃতিকে পৃথকভাবে বুঝতে সক্ষম হই না। কিন্তু মনের শুদ্ধতর ধাতুতে আমরা এই দ্বৈতভাব আরো সহজেই বুঝতে সক্ষম। আমরা যেমন দেখেছি, মনোময় পুরুষ স্বভাবতঃই তার নিজের স্বকীয়

মানসিক তত্ত্বে প্রকৃতির সব ক্রিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম আর তখন আমাদের সত্তার মধ্যে এক বিভাজন আসে যাতে একভাগে থাকে এক চেতনা যা পর্যবেক্ষণ করে ও নিজের সংকল্পশক্তিকে সম্বরণ করে, আর অন্য ভাগে থাকে এমন এক ক্রিয়া-শক্তি যা চেতনার ধাতুতে পূর্ণ এবং জ্ঞান, সংকল্প ও বেদনার (feeling) বিভিন্ন রূপ নেয়। এই বিচ্ছিন্নতার পরাকাষ্ঠায় মানসিক প্রকৃতির দ্বারা পুরুষের উপর নিয়ন্ত্রণের কিছু মুক্তি আসে। কারণ সাধারণতঃ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাদের নিজেদের ও বিশ্বের সক্রিয় শক্তি'র স্রোত, কিছুটা আমরা ইহার ঢেউয়ে হাবুডুবু খাই আর কিছুটা আমরা সমাহিত মননের দ্বারা ও মানসিক সংকল্পরূপী মাংসপেশীর চেষ্টার দ্বারা নিজেদের রক্ষা করি, মনে হয় যেন নিজেদের ঠিক পথে চালিত করি অথবা অন্ততঃ চালিয়ে নিয়ে যাই; কিন্তু এখন আমাদের এমন এক অংশ থাকে যা আত্মার শুদ্ধ স্বরূপের অতীব নিকটবর্তী, স্রোত থেকে স্বতন্ত্র, শান্তভাবে নিরীক্ষণ করতে সক্ষম, আর কিছু পরিমাণে সক্ষম ইহার অব্যবহিত গতি ও পথ নির্ণয় করতে এবং আরো অধিক পরিমাণে সক্ষম ইহার অন্তিম গতিধারা নির্ণয় করতে। অবশেষে, চিৎপুরুষের মধ্যে নিহিত স্বকীয় অনুমতি ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পুরুষ প্রকৃতির উপর কাজ ক'রতে সক্ষম হয় অর্ধ-বিচ্ছিন্ন হয়ে, তার পিছন থেকে অথবা ঊর্ধ্ব থেকে অধিষ্ঠাতা ব্যক্তি বা শক্তি, অর্থাৎ "অধ্যক্ষ" রূপে।

এই আপেক্ষিক স্বাধীনতা নিয়ে আমরা কি করব তা নির্ভর করে—আমাদের শ্রেষ্ঠ আত্মার সহিত, ভগবান ও প্রকৃতির সহিত আমাদের সম্পর্ক কি হবে সে সম্বন্ধে আমাদের আস্পৃহা ও আমাদের ভাবনার উপর। পুরুষ তা ব্যবহার করতে পারে মনোময় লোকেই-অবিরত আত্ম-নিরীক্ষণ, আত্ম-বিকাশ, আত্ম-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যাতে সে প্রকৃতির নতুন রূপায়ণ-গুলি অনুমোদন, বর্জন, পরিবর্তন করতে পারে ও বাহিরে আনতে পারে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে পারে শান্ত ও নিঃস্বার্থ ক্রিয়া, তার শক্তি'র এক উচ্চ ও শুদ্ধ সাত্ত্বিক সমতা ও ছন্দ, সাত্ত্বিক তত্ত্বে সিদ্ধ এমন এক ব্যক্তি-ভাবনা। ইহাতে আসতে পারে আমাদের বর্তমান বুদ্ধির এবং নৈতিক ও চৈত্যসত্তার এক উচ্চ মানসিকভাবাপন্ন সিদ্ধি, আর না হয় ইহা আমাদের অন্তঃস্থ মহত্তর আত্মা সম্বন্ধে অবগত হ'য়ে ইহার আত্মসচেতন অস্তিত্বকে ও ইহার প্রকৃতির ক্রিয়াকে নৈর্ব্যক্তিকভাবাপন্ন, বিশ্বভাবাপন্ন ও আধ্যাত্মিক-

ভাবাপন্ন করতে পারে ও পেতে পারে হয় তার সত্তার আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মানসিক শক্তির এক বিশাল নিস্তব্ধতা, নয় এক বিশাল সিদ্ধি। আবার, পুরুষ সম্পূর্ণ সরে আসতেও পারে এবং অনুমোদন না দিয়ে মনের সমগ্র স্বাভাবিক ক্রিয়াকে চলতে দিতে পারে যাতে ইহা নিঃশেষিত হয়, ছুটে অবসন্ন হয় এবং অভ্যস্ত ক্রিয়ার অবশিষ্ট বেগ ব্যয় করে নীরব হ'য়ে পড়ে। আর না হয়, মানসিক শক্তির ক্রিয়াকে বর্জন করে এবং অবিরত ইহাকে শান্ত হবার আদেশ দিয়ে ইহা তার উপর এই নীরবতা আরোপ করতে পারে। এই শান্তভাব ও মানসিক নীরবতাকে দৃঢ় করে পুরুষ যেতে পারে চিৎ-পুরুষের কোনো অনির্বচনীয় প্রশান্তির মধ্যে এবং প্রকৃতির ক্রিয়াবলীর বিরাট নিবৃত্তির মধ্যে। আবাব ইহাও সম্ভব যে সে মনের এই নীরবতাকে এবং নিম্ন প্রকৃতির সব অভ্যাস নিরোধ করার সামর্থ্যকে করবে এক মহত্তর রূপায়ণের, আমাদের সত্তার স্থিতি ও শক্তির এক পরতর পর্যায়ের আবিষ্কারের দিকে প্রথম সোপান এবং উত্তরণ ও রূপান্তরের দ্বারা যাবে চিৎ-পুরুষের অতিমানসিক শক্তির দিকে । আর, এমন কি সাধারণ মনকে সম্পূণ শান্ত অবস্থাতে না এনেও সে অন্য উপায়ে এই কাজ করতে পারে, তবে আরো কষ্টের সহিত, এই উপায় হল মানসিক শক্তি ও ক্রিয়াগুলিকে তাদের মহত্তর অনুরূপ অতিমানসিক শক্তি ও ক্রিয়াতে অবিচলভাবে ও উত্তরোত্তর রূপান্তরিত ক'রে। কারণ মনের সব কিছুই আসে অতিমানসস্থ কিছু থেকে, ইহা মানসিকতায় তার সংকীর্ণ, হীন, হাতড়ানো, আংশিক বা বিকৃত রূপান্তর। কিন্তু অন্য সাহায্য না নিয়ে, মনোময় পুরুষের নিজের একক শক্তিতে এই সব সাধনার কোনোটিরই সফল সম্পাদন সম্ভব হয় না, ইহার জন্য প্রয়োজন দিব্য আত্মার, ঈশ্বরের পুরুষোত্তমের সাহায্য, শক্তিপাত ও দেশনা। কারণ অতিমানস হ'ল ভাগবত মানস আর অতিমানসিক লোকেই জীব পায় তার সঠিক, অখণ্ড, জ্যোতির্ময় ও সুষ্ঠু সম্পর্ক পরম ও বিশ্বাত্মক পুরুষের সহিত এবং পরমা ও বিশ্বাত্মিকা পরা প্রকৃতির সহিত।

যতই মনের শুদ্ধতা, নিস্তব্ধতার সামর্থ্য অথবা তার নিজের সীমিত ক্রিয়াতে নিবিষ্টতা থেকে স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই মন জানতে পারে আত্মার, পরম ও বিশ্বাত্মক চিৎ-পুরুষের চিন্ময় সান্নিধ্য আর পারে ইহাকে প্রতিফলিত করতে, নিজের মধ্যে আনতে অথবা তার মধ্যে প্রবেশ করতে; আবার ইহা চিৎ-পুরুষের এমন সব পর্যায় ও শক্তি জানতে পারে

যেগুলি তার নিজের সর্বোচ্চ সব স্তরেরও উচ্চতর। ইহা জানতে পারে সত্তার চেতনার এক অনন্ত, অসীম চেতনার সকল সামর্থ্যের ও ক্রিয়া-শক্তির এক অনন্ত মহাসমুদ্র, আনন্দের, অস্তিত্বের স্বয়ং-চালিত আনন্দের এক অনন্ত মহাসমুদ্র। সম্ভবতঃ ইহা এই সব বিষয়ের যে কোনো একটিকে মাত্র জানে, কারণ উচ্চতর অনুভূতিতে যা "একমেব"-এর অচ্ছেদ্য শক্তি মনের ক্ষমতা হ'ল তাদের বিভক্ত করা এবং সুস্পষ্ট আদি তত্ত্ব হিসাবে অনুভব করা অথবা সম্ভবতঃ ইহা তাদের অনুভব করে এমন এক ত্রিত্ব বা সম্মিশনের মধ্যে যা তাদের একত্ব প্রকাশ করে বা পায়। হয়ত ইহা তাকে জানে পুরুষের দিকে অথবা প্রকৃতির দিকে। পুরুষের দিকে ইহা নিজেকে প্রকাশ করে আত্মা বা চিৎ-পুরুষরূপে, পুরুষ রূপে অথবা একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ পুরুষ, দিব্য পুরুষোত্তমরূপে, আর ব্যষ্টি জীব পুরুষ পারে তার সহিত সম্পূর্ণ একত্বে প্রবেশ করতে তার কালাতীত আত্মায় অথবা তার বিশ্বভাবে অথবা উপভোগ করতে পারে সামীপ্য, অন্তরাধিষ্ঠান, পার্থক্যের ব্যবধানরহিত ভেদ, আবার একই সময় অচ্ছেদ্যভাবে সক্রিয় অনুভবকারী প্রকৃতিতে উপভোগ করতে পারে সত্তার একত্ব এবং সম্বন্ধের আনন্দদায়ক ভেদ। প্রকৃতির দিকে চিৎ-পুরুষের শক্তি ও আনন্দ সম্মুখে আসে এই অনন্তকে ব্যক্ত করতে বিশ্বের বিভিন্ন সত্তা, ও ব্যক্তিসত্ত্বের মধ্যে এবং বিভিন্ন ভাবনা ও রূপ ও শক্তির মধ্যে, আর তখন আমাদের কাছে উপস্থিত হন ভাগবতী মহাশক্তি, আদ্যা-শক্তি, পরাপ্রকৃতি যিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন অনন্ত অস্তিত্ব এবং সৃষ্টি করেন বিশ্বের সকল বিস্ময়কর বস্তু। মন সচেতন হ'য়ে ওঠে মহাশক্তির এই অসীম মহাসমুদ্র সম্বন্ধে অথবা না হয় মনের অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে যিনি তাঁর নিজের কিছুটা আমাদের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছেন আমরা যা সব হই, ও চিন্তা ও সংকল্প ও কার্য ও বোধ ও অনুভব করি সে সব গঠন করার জন্য, অথবা মন জানতে পারে যে তিনি আমাদের চারিদিকে বিদ্যমান, আর আমাদের ব্যক্তিসত্ত্ব হ'ল চিৎ-পুরুষের শক্তির মহাসমুদ্রের একটি তরঙ্গ, অথবা আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি ও সেখানে তাঁর ক্রিয়া সম্বন্ধে মন সচেতন হয় আর জানে যে এই ক্রিয়া আমাদের প্রাকৃত অস্তিত্বের বর্তমান রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তার উৎপত্তি ঊর্ধ্ব থেকে আর ইহা আমাদের তুলছে পরতর আধ্যাত্মিক স্থিতির দিকে। মন ও তাঁর আনন্ত্যের দিকে উঠে তা স্পর্শ

করতে পারে অথবা ইহার মধ্যে নিজেকে মগ্ন করতে পারে সমাধির তন্ময়-তার মধ্যে অথবা নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে তাঁর বিশ্বভাবের মধ্যে, আর তখন আমাদের ব্যষ্টিত্ব তিরোহিত হয়, আমাদের ক্রিয়ার কেন্দ্র তখন আর আমাদের মধ্যে থাকে না, ইহা হয় আমাদের দেহগত সব আত্মার বাহিরে থাকে, না হয় কোথাও থাকে না; আমাদের মানসিক ক্রিয়াগুলিও তখন আর আমাদের নিজেদের নয়, তবে বিশ্বভাব থেকে এই মন, প্রাণ ও দেহের কাঠামোর মধ্যে আসে, নিজেদের কাজ ক'রে আমাদের উপর কোনো ছাপ না রেখেই চলে যায়, আর আমাদের এই কাঠামোও তাঁর বিশ্বময় বিরাটত্বের মাঝে এক তুচ্ছ বিষয় মাত্র। কিন্তু পূর্ণযোগে যে সিদ্ধি চাওয়া হয় তা যে শুধু তাঁর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তিতে তাঁর সহিত এক হওয়া এবং তাঁর বিশ্বব্যাপী ক্রিয়ায় তাঁর সহিত এক হওয়া তা নয়, তা হ'ল এই মহাশক্তির পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধি ও অধিগত করা আমাদের ব্যষ্টি সত্তায় ও প্রকৃতিতে। কারণ পরম চিৎ-পুরুষ পুরুষ হিসাবে অথবা প্রকৃতি হিসাবে, চিন্ময় সত্তা অথবা চিন্ময় সত্তার শক্তি হিসাবে এক, এবং আত্মা ও চিৎ-পুরুষের স্বরূপে জীব পরম পুরুষের সহিত এক, সেহেতু প্রকৃতির দিকে আত্মা ও চিৎ-পুরুষের শক্তিতে সে মহাশক্তির সহিত এক, "পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা"। এই দুই একত্ব উপলব্ধি করা অখণ্ড আত্ম-সিদ্ধির সর্ত। তাহ'লে জীব হ'ল পরম পুরুষ ও প্রকৃতির একত্বের লীলার মিলনস্থল।

এই সিদ্ধি পেতে হ'লে আমাদের কর্তব্য হবে এই ভাগবতী শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাঁকে আমাদের কাছে আকর্ষণ করা এবং তাঁকে ভিতরে আহবান করা যেন তিনি সমগ্র আধারকে পূর্ণ করেন এবং আমাদের সকল ক্রিয়ার ভার নেন। তখন আর এমন কোনো পৃথক ব্যক্তিগত সংকল্প বা ব্যষ্টি শক্তি থাকবে না যে আমাদের কাজ চালাতে চেষ্টা করবে, কর্তারূপী কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত আত্মার বোধও থাকবে না, অথবা ইহা ত্রিগুণের নিম্নশক্তি, মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রকৃতিও হবে না। ভাগবতী শক্তি আমাদের পূর্ণ করবেন এবং আমাদের সকল আন্তর ক্রিয়ার, আমাদের বাহ্য জীবনের, আমাদের যোগের অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে সে সবের ভার নেবেন। তিনি তাঁর নিজের নিম্ন গঠন এই মানসিক শক্তির ভার নিয়ে ইহাকে উত্তোলন করবেন তার বুদ্ধি ও সংকল্প ও চৈত্য ক্রিয়ার সর্বোচ্চ ও শুদ্ধতম ও পূর্ণতম বিভিন্ন শক্তিতে। মন, প্রাণ ও

দেহের যে সব যান্ত্রিক শক্তি এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তিনি তাদের রূপান্তরিত করবেন তাঁর নিজের জীবন্ত ও চিন্ময় শক্তি ও উপস্থিতির বিভিন্ন আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তিতে। মন যে নানাবিধ আধ্যাত্মিক অনুভূতি-লাভে সমর্থ তিনি সে সকলকে আমাদের মধ্যে ব্যক্ত করবেন এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করবেন। এবং এই প্রক্রিয়ার বিজয়মুকুট স্বরূপ তিনি অতিমানসিক আলোককে নামিয়ে আনবেন বিভিন্ন মানসিক স্তরের মধ্যে, মনের উপাদানকে পরিবর্তিত করবেন অতিমানসের উপাদানে, সকল নিম্ন শক্তিকে রূপান্তরিত করবেন তাঁর অতিমানসিক প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিতে এবং আমাদের উত্তোলন করবেন আমাদের বিজ্ঞানময় সত্তাতে। ভাগবতী শক্তি নিজেকে প্রকট করবেন পুরুষোত্তমের শক্তিরূপে, আর ঈশ্বরই নিজেকে ব্যক্ত করবেন তাঁর অতিমানস ও চিৎ-পুরুষের শক্তির মধ্যে এবং তিনিই হবেন আমাদের সত্তা, ক্রিয়া, জীবন ও যোগের অধীশ্বর।

১৭ অধ্যায়

ভাগবতী শক্তির ক্রিয়া

ভাগবতী শক্তির স্বরূপ এই যে ইহা ভগবানের সেই কালাতীত শক্তি যা নিজেকে ব্যক্ত করে কালের মধ্যে যেন ইহা এক বিশ্ব শক্তি যা বিশ্বের সকল গতি ও কর্মপ্রণালী সৃষ্টি, গঠন, রক্ষা ও চালনা করে। এই বিশ্ব-শক্তি আমাদের কাছে প্রথম প্রতীয়মান হয় অস্তিত্বের বিভিন্ন নিম্নস্তরে যেন ইহা এক মানসিক, প্রাণিক ও জড়ীয় বিশ্ব শক্তি আর আমাদের সকল মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়া ইহার কর্ম। এই সত্যকে সম্যক্‌ভাবে প্রণিধান করা আমাদের সাধনার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তবেই যদি আমরা সমর্থ হই সংকীর্ণতাজনক অহং-দৃষ্টির চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে, এবং এমন কি এই সব নিম্নস্তরেও নিজেদের বিশ্বভাবাপন্ন করতে যেখানে সাধারণতঃ অহং রাজত্ব করে পূর্ণ শক্তিতে। আমরা যে ক্রিয়া উৎপন্ন করি না, বরং এই বিশ্বশক্তিই আমাদের মধ্যে ও অন্য সকলের মধ্যে কর্ম করে, আমি এবং অন্যেরা কর্তা নয়, বরং একমাত্র প্রকৃতিই কর্ত্রী—এই দেখা যেমন কর্মযোগের নিয়ম, তেমন এখানকারও সঠিক নিয়ম। অহং-বোধের কাজ হ'ল সীমাটানা, বিভক্তকরা, তীব্রভাবে বিভেদ-গড়া, ব্যষ্টিরূপকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা, আর ইহার থাকার কারণ এই যে ইহা নিম্ন জীবনের বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু যখন আমরা উচ্চতর দিব্য জীবনে উঠতে চাই তখন আমাদের কর্তব্য হবে অহং-এর শক্তিকে শিথিল করা এবং শেষ পর্যন্ত তা দূর করা ; নিম্ন-জীবনের পক্ষে অহং-এর বিকাশ যেমন অপরিহার্য, তেমন উচ্চতর জীবনের জন্য অহং-বিলোপের এই বিপরীত সাধনাও অপরিহার্য। আমাদের সব ক্রিয়াকে আমাদের নিজেদের ক্রিয়া ব'লে না দেখে বরং যদি আমরা দেখি যে এই সব হ'ল চিন্ময় সত্তার অবর স্তরের উপর অপরা প্রকৃতির রূপের মধ্যে কর্মরতা ভাগবতী শক্তিরই ক্রিয়া তাহ'লে তা এই পরিবর্তনের পক্ষে প্রভূত সহায় হবে। আর যদি আমরা তা করতে সমর্থ হই তাহ'লে অন্য সব সত্তার মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক চেতনা থেকে আমাদের মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক চেতনার পার্থক্য ক্ষীণ ও কম হয়; অবশ্য

ইহার বিভিন্ন ক্রিয়ার সংকীর্ণতা থেকে যায়, কিন্তু সেগুলি প্রসারিত ও উন্নীত হয় বিশ্ব ক্রিয়ার বিশাল বোধ ও দর্শনের মধ্যে; প্রকৃতির বিশেষক ও ব্যষ্টিত্বসূচক প্রভেদগুলি তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যের জন্য থেকে যায়, কিন্তু ইহারা আর বন্দীশালা নয়। জীব অনুভব করে যে সকল ভেদের মধ্যেও তার মন, প্রাণ ও শারীরিক সত্তা অন্য সকলের সহিত এক এবং প্রকৃতিগত চিৎ-পুরুষের সমগ্র শক্তির সহিত এক।

কিন্তু ইহা এক মধ্যবর্তী পর্যায়, সমগ্র সিদ্ধি নয়। অস্তিত্ব যতই অপেক্ষাকৃত বিশাল ও মুক্ত হ'ক না কেন ইহা তবু অপরাপ্রকৃতির অধীন। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহং কমে আসে কিন্তু লোপ পায় না; অথবা যদি মনে হয় যে ইহা চলে গেছে, তবু ইহা শুধু আমাদের কাজের অংশে মগ্ন থাকে ত্রিগুণের বিশ্ব ক্রিয়ার মধ্যে, সেখানেই নিগূহিত থেকে তখনো কাজ করতে থাকে গুপ্ত, অবচেতনভাবে এবং যে কোনো সময় ইহা জোর ক'রে সম্মুখে আসতে পারে। সুতরাং সাধকের প্রথম কর্তব্য হ'ল এই সব ক্রিয়ার পশ্চাতে একমাত্র আত্মা বা চিৎ-পুরুষের ভাবনা রাখা এবং তার উপলব্ধি পাওয়া। প্রকৃতির পশ্চাতে যে একমাত্র পরম ও বিশ্বাত্মক পুরুষ আছেন তাঁকে তার জানা চাই। সবই যে একমাত্র শক্তির, প্রকৃতির আত্ম-রূপায়ণ—শুধু ইহাই তার দেখা ও অনুভব করলে চলবে না, তার ইহাও দেখা ও অনুভব করা দরকার যে তার সকল ক্রিয়া সর্বগত ভগবানেরই, সর্বগত একমাত্র পরম দেবতারই বিভিন্ন ক্রিয়া, তা ইহারা অহং এবং ত্রিগুণের মধ্য দিয়ে আসার দরুণ যতই প্রচ্ছন্ন, পরিবর্তিত ও দেখতে বিকৃত হ'ক না কেন—কারণ বিকৃতির কারণ হ'ল নিম্নরূপে পরিবর্তন। এই দেখা ও অনুভবের ফলে অহং-এর প্রকট বা প্রচ্ছন্ন দুরাগ্রহ আরো কমে আসে, আর যদি তা সম্যক্ভাবে উপলব্ধি করা হয় তাহ'লে আরো উন্নতি ক্ষুণ্ণ বা বিঘ্নিত করতে পারে এরূপ ভাবে তার নিজেকে জাহির করা দুরূহ বা অসম্ভব হবে। যদি অহং-বোধ আদৌ হস্তক্ষেপ করে তাহ'লে সে অহং-বোধ হবে এক বিজাতীয় অবাঞ্ছিত আগন্তুক এবং চেতনা ও ইহার ক্রিয়ার প্রান্তদেশে সংলগ্ন পুরণো অজ্ঞানতা-কুহেলিকার শেষভাগ মাত্র। আর, দ্বিতীয়তঃ বিশ্বশক্তিকে উপলব্ধি করা চাই,, দেখা ও অনুভব ও ধারণ করা চাই তার উচ্চতর ক্রিয়ার, তার অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর শক্তিশালী শুদ্ধতা। মহাশক্তির সম্বন্ধে এই মহত্তর দর্শনের ফলে আমরা সব গুণের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিষ্কৃতি

পেতে সমর্থ হব আর সমর্থ হব সে সবকে পরিবর্তিত করতে তাদের দিব্য প্রতিরূপে এবং বাস করতে এমন এক চেতনায় যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি এক ও বিভক্ত নয় অথবা পরস্পরের মধ্যে বা পিছনে প্রচ্ছন্ন নয়। সেখানে শক্তি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে তার প্রতি গতিতে এবং স্বাভাবিকভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অদম্য ভাবে অনুভব করা হবে যে ইহা ভগবানের সক্রিয় সান্নিধ্য পরমাত্মা ও চিৎ-পুরুষের শক্তির আকার ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

এই পরতর পাদে শক্তি নিজেকে প্রকট করে অনন্ত সৎ, চেতনা, সংকল্প, আনন্দের উপস্থিতি বা যোগ্যতা ব'লে, আর যখন ইহাকে এইরূপ ভাবে দেখা ও অনুভব করা হয়, তখন সত্তা ইহার দিকে ফেরে তা যে কোনো ভাবেই হ'ক--তার আরাধনা নিয়ে, অথবা আস্পৃহার সংকল্প নিয়ে অথবা মহতের প্রতি ক্ষুদ্রের একরূপ আকর্ষণ নিয়ে যাতে ইহাকে জানা যায়, ইহার দ্বারা পূর্ণ ও অধিগত হওয়া যায়, ইহার সহিত এক হওয়া যায় সমগ্র প্রকৃতির বোধে ও ক্রিয়ায়। কিন্তু প্রথমে যখন আমরা তখনো মনের মধ্যে থাকি, তখন বিভাজনের এক ব্যবধান, আর না হয় দুই রকমের ক্রিয়া থেকে যায়। আমাদের মধ্যে মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক শক্তি ও বিশ্বকে অনুভব করা হয় যে ইহা পরমাশক্তি থেকে উৎপন্ন এবং সেই সঙ্গে এক অবর, বিভক্ত এবং কোনো অর্থে ভিন্ন ক্রিয়া। প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের উর্ধ্ব থেকে বিভিন্ন নিম্ন স্তরে তার বার্তা অথবা তার উপস্থিতির আলোক ও শক্তি নীচে পাঠাতে পারে, অথবা মাঝে মাঝে অবতরণ ক'রে এমন কি কিছু সময়ের জন্য অধিকার করতেও পারে, কিন্তু তখন ইহা অবর ক্রিয়াবলীর সহিত মিশ্রিত হয় এবং তাদের আংশিকভাবে রূপান্তরিত ও আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করে কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় নিজেই ক্ষীণ ও পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতির এক উচ্চতর ক্রিয়া হয় কিন্তু তা মাঝে মাঝে হয়, অথবা দুই রকমেরই ক্রিয়া হয়। অথবা আমরা দেখি যে শক্তি কিছু সময়ের জন্য সত্তাকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক লোকে তোলে এবং তারপর ফিরে নামিয়ে আনে নিম্নস্তরের মধ্যে। মনে করতে হবে যে এই সব আসাযাওয়া, ওঠা-নামা হ'ল স্বাভাবিক সত্তা থেকে আধ্যাত্মিক সত্তায় রূপান্তরের ধারার স্বাভাবিক অনুক্রম। পূর্ণযোগের পক্ষে রূপান্তর, সিদ্ধি পূর্ণ হ'তে পারে না যতক্ষণ না মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র গঠিত হয় এবং উচ্চতর

জ্ঞান প্রয়োগ করা হয় আমাদের অস্তিত্বের সকল ক্রিয়ায়। ঐ যোগসূত্র হ'ল অতিমানসিক বা বিজ্ঞানময় ক্রিয়া-শক্তি যার মধ্যে পরম সত্তা, চেতনা, আনন্দের অপরিমেয় অনন্তশক্তি নিজেকে রূপায়িত করে সত্তার মধ্যে এক ব্যবস্থাপক দিব্য সংকল্প ও প্রজ্ঞারূপে, এক আলোক ও শক্তিরূপে আর ইহাই সকল মনন, সংকল্প, বেদনা, ক্রিয়া গঠিত করে এবং অনুরূপ সব ব্যষ্টি গতিবৃত্তি সরিয়ে তাদের স্থান নেয়।

এই অতিমানসিক শক্তি নিজেকে স্বয়ং মনের মধ্যেই গঠিত করতে পারে এক আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন বোধিত আলোক ও শক্তি হিসাবে, আর তাহা এক বড় আধ্যাত্মিক ক্রিয়া, কিন্তু তখনো ইহা মানসিকভাবে সীমিত। অথবা ইহা মনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত ক'রে সমগ্র সত্তাকে তুলতে পারে অতিমানসিক স্তরে। যাই হ'ক না কেন, যোগের এই অংশের প্রথম কর্তব্য হ'ল কর্তার অহং, অহং-ভাবনা ত্যাগ করা আর এই বোধও ত্যাগ করা যে আমাদের নিজেদের কর্মের শক্তি, ও কর্মের প্রবর্তনা ও কর্মফলের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে; আরো কর্তব্য ইহাকে নিমজ্জিত করা বিশ্বশক্তির বোধে ও দর্শনে যা নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উৎপাদন, গঠন, পরিবর্তন করছে আমাদের নিজেদের ও অপর সকলের ও জগতের সকল ব্যক্তির ও শক্তির ক্রিয়া। আর এই উপলব্ধি আমাদের সত্তার সকল অংশে একান্ত ও সম্পূর্ণ হ'তে পারে, একমাত্র যদি আমরা ইহার বোধ ও দর্শন পাই ইহার সকল রূপের মধ্যে, আমাদের সত্তার ও জগদ্-সত্তার সকল স্তরে যেন ইহাই ভগবানের জড়ীয়, প্রাণিক, মানসিক ও অতিমানসিক ক্রিয়া-শক্তি, কিন্তু এই সবকে, সকল স্তরের সকল শক্তিকে দেখা ও জানা চাই সত্তায়, চেতনায়, আনন্দে অনন্ত যে একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি তার আত্ম-বিভাবনা রূপে। এমন কোনো অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নেই যে এই শক্তি প্রথমে নিম্ন স্তরে ক্রিয়া-শক্তির নিম্নরূপের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করবে এবং তারপর তার উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রকৃতি প্রকাশ করবে। আর যদি ইহা সত্যই তা-ই আসে অর্থাৎ প্রথম আসে তার মানসিক, প্রাণিক বা শারীরিক বিশ্বরূপে, আমাদের সতর্ক হ'তে হবে যেন আমরা সেখানেই থেমে না যাই। আবার তা না এসে ইহা একেবারে আসতে পারে তার উচ্চতর সত্যতায়, আধ্যাত্মিক জ্যোতির তেজে মণ্ডিত হ'য়ে। তখন মুস্কিল হবে যে যতদিন না এই শক্তি সত্তার নিম্নতর স্তরের ক্রিয়া-শক্তিগুলিকে তার তেজঃপূর্ণ স্পর্শ

দিয়ে রূপান্তরিত করে, ততদিন তাকে সহ্য ও ধারণ করা কষ্টকর। এই কষ্ট ততই কম হবে যতই আমরা বিশাল শান্তি ও সমতা লাভ করতে সমর্থ হই, আর সমর্থ হই সর্বগত একমাত্র শান্ত অক্ষর আত্মাকে উপলব্ধি করতে, অনুভব করতে আর তার মধ্যে বাস করতে, অথবা না হয় সমর্থ হই যোগের দিব্য অধীশ্বরের নিকট নিজেদের অকৃত্রিম ও সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে।

ভগবানের যে তিনটি শক্তি সকল প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান ও যাদের সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনা করা দরকার এখানে তাদের সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজনীয়। আমাদের সাধারণ চেতনায় আমরা এই তিনটিকে নিজ বলে দেখি——অহংরূপে জীব, ভগবান তা ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাই হ'ক না কেন এবং প্রকৃতি। আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে আমরা ভগবানকে দেখি পরম আত্মা বা চিৎপুরুষরূপে অথবা পুরুষরূপে যাঁর থেকে আমাদের উৎপত্তি এবং যাঁর মধ্যে আমরা বাস ও বিচরণ করি। প্রকৃতিকে আমরা দেখি যে ইহা তাঁর শক্তি অথবা ইহা শক্তিরূপে ভগবান, এমন এক চিৎ-পুরুষ যিনি তাঁর শক্তিতে আমাদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে সক্রিয়। তখন জীব স্বয়ং এই আত্মা, চিৎ-পুরুষ, ভগবান, "সোহহম্," কারণ সে তার সত্তার ও চেতনার স্বরূপে তাঁর সহিত এক, কিন্তু ব্যষ্টি হিসাবে সে ভগবানের এক অংশ মাত্র, চিৎ-পুরুষের এক আত্মা, আর তার প্রাকৃত সত্তায় সে মহাশক্তির এক রূপ, গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে ভগবানের শক্তি, "পরা প্রকৃতির্জীবভূতা"। প্রথমে, যখন আমরা ভগবান বা শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন তাঁদের সহিত আমাদের সম্বন্ধের যে অসুবিধাগুলি তার উৎস হ'ল অহং-চেতনা যা আমরা আনি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের মধ্যে। আমাদের মধ্যে অহং ভগবানের উপর আধ্যাত্মিক দাবী ছাড়া অন্য দাবী করে, আর এক অর্থে এই সব দাবী সঙ্গত, কিন্তু যতদিন ও যে অনুপাতে এই সব দাবী অহমাত্মক রূপ নেয় ততদিন ও সেই অনুপাতে তাদের অত্যধিক স্থূলতা ও বিভিন্ন বৃহৎ বিকৃতির অধীন হবার সম্ভাবনা থাকে, আর তারা মিথ্যা, অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া এবং তা থেকে আসা অশুভ উপাদানে ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে; সম্বন্ধ সম্পূর্ণ সঠিক, সুখময় ও সুষ্ঠু হ'তে পারে একমাত্র যখন এই দাবীগুলি আধ্যাত্মিক দাবীর অন্তর্গত হয় এবং তাদের অহমাত্মক রূপ ত্যাগ করে। আর, বস্তুতঃ ভগবানের উপর আমাদের সত্তার দাবী একান্তভাবে চরিতার্থ হয় কেবল তখনই যখন ইহা আর আদৌ দাবী

থাকে না, বরং হ'য়ে ওঠে জীবের মধ্য দিয়ে ভগবানের চরিতার্থতা, যখন আমরা শুধু তাতেই সন্তুষ্ট থাকি আর সন্তুষ্ট থাকি সত্তায় একত্বের আনন্দে এবং নিশ্চিন্ত হই পরমাত্মা ও অস্তিত্বের অধীশ্বরের নিকট সব ছেড়ে দিয়ে যেন তিনি আমাদের উত্তরোত্তর সিদ্ধ প্রকৃতির মাধ্যমে তাঁর একান্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সংকল্প সাধন করেন। ইহাই ভগবানের নিকট ব্যষ্টি আত্মার আত্ম-সমর্পণের অর্থ। তা থেকে একত্বের আনন্দের জন্য, সংকল্প বাদ পড়ে না, আমাদের মধ্যে দিব্য চরিতার্থতার তৃপ্তির জন্য দিব্য চেতনায়, প্রজ্ঞায়, জ্ঞানে, আলোকে, শক্তিতে, পূর্ণতায় অংশগ্রহণের সংকল্পও বাদ পড়ে না, কিন্তু সংকল্প, আস্পৃহা আমাদের, এই কারণে যে ইহা আমাদের মধ্যে তাঁরই সংকল্প। প্রথমে, যতদিন আমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্ত্বের উপর কিছু আগ্রহ থাকে, ততদিন ইহা শুধু তা প্রতিফলিত করে, কিন্তু উত্তরোত্তর দুয়ের মধ্যে ভেদের লক্ষণ দৃঢ় হয়, আমাদের সংকল্প কম ব্যক্তিগত হয় এবং পরিশেষে পার্থক্যের লেশমাত্র থাকে না, কারণ আমাদের মধ্যস্থ সংকল্প অভিন্ন হ'য়ে উঠেছে দিব্য তপসের সহিত, ভাগবতী শক্তির ক্রিয়ার সহিত।

আর, ঠিক সেই রকম যখন আমরা আমাদের ঊর্ধ্বে, অথবা আমাদের চারিদিকে বা মধ্যে অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে প্রথম অবগত হই, তখন আমাদের মধ্যকার অহমাত্মক বোধের টান হ'ল ইহাকে আয়ত্ত ক'রে এই প্রভূত তেজকে ব্যবহার করা আমাদের অহমাত্মক উদ্দেশ্যের জন্য। ইহা এক অতীব বিপজ্জনক বস্তু, কারণ ইহা সঙ্গে নিয়ে আসে এক বিপুল, কখনো কখনো দানবীয় শক্তির অনুভব ও ইহার কিছু অধিক সত্যতা, আর রাজসিক অহং এক নতুন বিপুল ক্ষমতার বোধে আনন্দিত হ'য়ে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত হবার জন্য অপেক্ষা না করে বরং নিজেকে বাহিরে নিক্ষেপ করে প্রচণ্ড ও অশুদ্ধ ক্রিয়ার মধ্যে আর এমন কি কিছু সময়ের জন্য অথবা আংশিক ভাবে আমাদের পরিণত করতে পারে স্বার্থপর ও উদ্ধত অসুরে যে তাকে দেওয়া ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে তার নিজের উদ্দেশ্যের জন্য, দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য নয়ঃ কিন্তু এই পথে চলতে থাকার পরিণতি হ'ল আধ্যাত্মিক বিনষ্টি ও ঐহিক ধ্বংস। আর এমন কি নিজেকে ভগবানের যন্ত্র মনে করাও পূর্ণ প্রতিকার নয়; কারণ যখন প্রবল অহং এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, ইহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধকে মিথ্যা রূপ দেয় এবং নিজেকে ভগবানের যন্ত্র করার আড়ালে বস্তুতঃ ব্রতী হয় বরং

ভগবানকে তার যন্ত্র করতে। একমাত্র প্রতিকার হ'ল যে কোনো প্রকারের হ'ক সকল অহমাত্মক দাবীকেই নিস্তব্ধ করা, সাত্ত্বিক অহং-ও যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও পৃথক আয়াস ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না তা ক্রমাগত কমিয়ে আনা, আর মহাশক্তিকে আয়ত্ত না ক'রে ও তাঁকে নিজের উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার না করে বরং মহাশক্তিকেই বলা যে তিনি যেন আমাদের আয়ত্ত ক'রে আমাদিগকে ব্যবহার করেন দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য। এই কাজ অবিলম্বেই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করা যায় না, তাছাড়া ইহা নিরাপদ-ভাবে করাও যায় না যদি এই হয় যে আমরা যে বিশ্বশক্তিকে জানি তা শুধু নিম্ন প্রকারের, কারণ তখন, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণ দরকার,—তা সে মনোময় পুরুষের হ'ক অথবা ঊর্ধ্ব থেকে আসা নিয়ন্ত্রণ হ'ক, কিন্তু তবু এই লক্ষ্যই আমাদের সম্মুখে রাখা উচিত আর ইহা সম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন করা যায় যখন আমরা ভাগবতী শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপস্থিতি ও রূপ সম্বন্ধে দুর্বার ভাবে অবগত হই। মহাশক্তির নিকট ব্যষ্টি আত্মার সমগ্র ক্রিয়ার এই সমর্পণও বস্তুতঃ ভগবানের নিকট প্রকৃত আত্ম-সমর্পণের এক রূপ।

দেখা গেছে যে শুদ্ধির এক অতি কার্যকরী উপায় হ'ল মনোময় পুরুষ যেন নিষ্ক্রিয় সাক্ষীরূপে পিছিয়ে আসে, দাঁড়িয়ে থাকে, আর দেখে ও নিজেকে ও প্রকৃতির ক্রিয়াকে জানে নিম্ন, অর্থাৎ সাধারণ সত্তার মধ্যে; কিন্তু সিদ্ধির জন্য ইহার সহিত যুক্ত হওয়া চাই শুদ্ধ প্রকৃতিকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্তায় উত্তোলনের সংকল্প। যখন তা করা হয় তখন পুরুষ আর শুধু সাক্ষী থাকে না, সে তখন প্রকৃতির ঈশ্বরও হয়। প্রথমে হয়ত ইহা স্পষ্ট হয় না কেমন করে এই সক্রিয় আত্ম-প্রভুত্বের আদর্শ এবং আত্ম-সমর্পণের ও ভাগবতী শক্তির ইচ্ছুক যন্ত্র হওয়ার আপাত বিপরীত আদর্শ পরস্পরের সহিত সঙ্গত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক লোকে সেরূপ কোনো সমস্যা নেই। জীব বস্তুতঃ ঈশ্বর হ'তে পারে না যদি না সে সেই পরিমাণে তার পরমাত্মা ভগবানের সহিত একত্ব লাভ করে। আর ঐ একত্বের মাঝে এবং বিশ্বের সহিত তার ঐক্যের মাঝে সে বিশ্বাত্মার মধ্যে সেই সংকল্পেরও সহিত এক যা প্রকৃতির সকল ক্রিয়া-ধারা চালনা করে। কিন্তু আরো বেশী প্রত্যক্ষভাবে ও কম বিশ্বাতীতভাবে সে তার ব্যষ্টিগত ক্রিয়াতেও ভগবানের অংশ এবং নিজের প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব বিষয়ে তার অংশভাক্ হয় যার নিকট সে নিজেকে সমর্পণ

করেছে। এমন কি যন্ত্র হিসাবেও সে যান্ত্রিক যন্ত্র নয়, সে এক সচেতন যন্ত্র। তার পুরুষের দিকে সে ভগবানের সহিত এক এবং ঈশ্বরের দিব্য কর্তৃত্বে অংশ গ্রহণ করে। তার প্রকৃতির দিকে সে তার বিশ্বভাবে ভগবানের শক্তির সহিত এক, আর তার ব্যষ্টি প্রাকৃত সত্তায় সে বিশ্বময়ী ভাগবতী শক্তির এক যন্ত্র, কারণ ব্যষ্টিভাবাপন্ন শক্তির কাজ হ'ল বিশ্বশক্তির উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। যেমন আগেই দেখা গেছে জীব হ'ল ভগবানের দুই দিকের, প্রকৃতির ও পুরুষের লীলার মিলন-স্থল, এবং পরতর আধ্যাত্মিক চেতনায় সে একই সাথে দুইটি দিকেরই সহিত এক হয়, এবং সেখানে সে তাদের পরস্পরের ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট সকল দিব্য সম্বন্ধই নিয়ে যুক্ত করে। এইজন্যই ঐ দুই স্থিতি সম্ভব হয়।

অবশ্য মনোময় পুরুষের নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে না গিয়েও এই ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আর তার উপায় হল এক আরো দৃঢ় ও প্রধানতঃ গতিসম্পন্ন যোগ। আর না হয় এই দুই প্রক্রিয়াকেই যুক্ত করা যায়, একবার একটিকে এবং পরে অন্যটিকে---এই ভাবে পরিবর্তন ক'রে ও শেষে মিশিয়ে দিয়ে। আর এই ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার দুরূহ কাজটি আরো সরল রূপ ধারণ করে। এই গতিসম্পন্ন সাধনার তিনটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে জীব পরমা শক্তির কথা জানতে পারে, শক্তিকে নিজের মধ্যে নেয় এবং ইহাকে ব্যবহার করে তার নির্দেশ অনুযায়ী, কিছু বোধ থাকে যে সে অধীন কর্তা, এই বোধও থাকে যে কর্মে তার দায়িত্ব কম---এমন কি প্রথমে সে দায়িত্ব সম্ভবতঃ ফলের জন্য; কিন্তু ইহা চলে যায় কারণ দেখা যায় যে ফল নির্ধারিত হ'চ্ছে পরতরা শক্তির দ্বারা, শুধু কর্ম সম্বন্ধে অনুভব করা হয় যে ইহা অংশতঃ তার নিজের। তখন সাধক অনুভব করে যে সে-ই চিন্তা করছে, ইচ্ছা করছে, কর্ম করছে কিন্তু ইহাও অনুভব করে যে পশ্চাতের ভাগবতী শক্তি বা প্রকৃতি তার সকল চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভব ও ক্রিয়া চালনা ও গঠন করছেন: ব্যষ্টি ক্রিয়া-শক্তি এক প্রকার তার অধিকারভুক্ত, কিন্তু তবু ইহা বিশ্ব ভাগবতী ক্রিয়া-শক্তির এক রূপ ও যন্ত্র মাত্র। মহাশক্তির ক্রিয়ার দ্বারা শক্তির অধীশ্বর কিছু সময়ের জন্য তার কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারেন, অথবা ঈশ্বর যে তার কাছে কখন কখন বা অনবরত ব্যক্ত হ'চ্ছেন তা সে জানতে পারে। শেষের ক্ষেত্রে তার চেতনায় তিনটি বিষয় উপস্থিত থাকে,---নিজে ঈশ্বরের সেবক, পশ্চাতের মহাশক্তি এক প্রবল সামর্থ্য

হিসাবে ক্রিয়াশক্তি সরবরাহ করেন, ক্রিয়া গঠন করেন ও সব পরিণাম রচনা করেন, আর ঊর্ধ্বস্থিত ঈশ্বর তাঁর সংকল্প দ্বারা সমগ্র কর্ম নির্ধারণ করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যষ্টি কর্তা অন্তর্হিত হয়, কিন্তু সেজন্য যে নিবৃত্তি-মূলক নিষ্ক্রিয়তা আসেই তা নয়; এক পূর্ণ গতিসম্পন্ন কর্ম থাকতে পারে, শুধু সব কিছুই করেন মহাশক্তি। তাঁর জ্ঞানের শক্তিই মনে আকার নেয় মনন রূপে; সাধকের এ বোধ থাকে না যে সে চিন্তা করছে, তার বোধ থাকে যে মহাশক্তি তার মাঝে চিন্তা করছেন। সংকল্প, ও বিভিন্ন অনুভব ও কর্মও সেই মহাশক্তির গঠন, ক্রিয়াধারা ও কার্য ছাড়া অন্য কিছু নয়, আর তা হয় তাঁর অব্যবহিত উপস্থিতিতে এবং সমগ্র আধারকে সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার করে। সাধক চিন্তা করে না, সংকল্প করে না, কর্ম করে না, অনুভব করে না তবে চিন্তা, সংকল্প, অনুভব, কর্ম তার আধারে ঘটে। ক্রিয়ার দিকে জীব বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একত্বে তিরোহিত হ'য়েছে, সে হ'য়ে উঠেছে ভাগবতী শক্তির এক ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপ ও ক্রিয়া। সে তখনো তার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু তা পুরুষ হিসাবে যে সমগ্র ক্রিয়ার ধারক ও দ্রষ্টা, তার আত্মজ্ঞানে ইহার সম্বন্ধে সচেতন, এবং নিজের অংশগ্রহণের দ্বারা ভাগবতী শক্তিকে সমর্থ করে তার মধ্যে ঈশ্বরের বিভিন্ন কর্ম ও সংকল্প সাধন ক'রতে। শক্তির অধীশ্বর তখন কখনো কখনো প্রচ্ছন্ন থাকেন শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা, কখনো কখনো আবির্ভূত হন, ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ইহার বিভিন্ন কর্মধারা প্রবর্তন করেন। এক্ষেত্রেও তিনটি বিষয় চেতনায় উপস্থিত থাকে——মহাশক্তি যিনি ঈশ্বরের জন্য সকল জ্ঞান, মনন, সংকল্প, অনুভব, ক্রিয়া চালনা করেন করণাত্মক মানবীয় রূপে, ঈশ্বর, অস্তিত্বের অধীশ্বর যিনি মহাশক্তির সকল ক্রিয়া শাসন ও প্রবর্তন করেন, আর মহাশক্তির ব্যষ্টি ক্রিয়ার পুরুষ হিসাবে আমরা নিজেরা আর তখন আমরা উপভোগ করি মহাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট ঈশ্বরের সহিত সকল বিভিন্ন সম্পর্ক। এই উপলব্ধির অন্য একটি রূপ আছে——জীব মহাশক্তির মধ্যে বিলীন হ'য়ে তাঁর সহিত এক হয় আর তখন থাকে শুধু ঈশ্বরের সহিত মহাশক্তির লীলা, মহাদেব ও কালীর, কৃষ্ণ ও রাধার, দেব ও দেবীর লীলা। জীব নিজে যে প্রকৃতির অভিব্যক্তি, ভগবানের সত্তার শক্তি, "পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা"——এই উপলব্ধির সম্ভবপর তীব্রতম রূপ ইহাই।

তৃতীয় পর্যায় আসে যখন ভগবানের, ঈশ্বরের উত্তরোত্তর অভিব্যক্তি হয় আমাদের সকল সত্তায় ও ক্রিয়ায়। তা ঘটে যখন আমরা সর্বদাই ও অনবরত তাঁর সম্বন্ধে সচেতন থাকি। অনুভব করা হয় যে আমাদের মধ্যে তিনি আমাদের সত্তার অধিকারী এবং আমাদের উর্ধ্বে তিনি ইহার সকল কর্মধারার শাস্তা, আর আমাদের কাছে এই সব হ'য়ে ওঠে শুধু জীবের অস্তিত্বের মধ্যে তাঁর অভিব্যক্তি, তাছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের সকল চেতনা তাঁর চেতনা, আমাদের সকল জ্ঞান তাঁর জ্ঞান, আমাদের সকল ভাবনা তাঁর ভাবনা, আমাদের সকল সংকল্প তাঁর সংকল্প, আমাদের সকল বেদনা (feeling) তাঁর আনন্দ ও সত্তার মধ্যে তাঁর আনন্দের রূপ, আমাদের সকল ক্রিয়া তাঁর ক্রিয়া। মহাশক্তি ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য অন্তর্হিত হ'তে শুরু করে; থাকে শুধু আমাদের মধ্যে ভগবানের সচেতন ক্রিয়া আর থাকে ইহার পশ্চাতে ও উর্ধ্বে ও ইহাকে অধিকার ক'রে ভগবানের মহান্ আত্মা; সকল জগৎ ও প্রকৃতিকে দেখা হয় শুধু তা-ই ব'লে, কিন্তু এক্ষেত্রে ইহা পূর্ণ সচেতন হ'য়ে উঠেছে, অহং-এর মায়া দূর হ'য়েছে, আর জীব আছে শুধু তার সত্তার সনাতন অংশ রূপে, "অংশ সনাতন" যাকে প্রকট করা হয়েছে দিব্য ব্যষ্টিভাবাপন্নতার ও জীবন-যাত্রার আশ্রয় হবার জন্য; ইহারা এখন সার্থক হ'য়েছে ভগবানের সম্পূর্ণ উপস্থিতি ও শক্তির মধ্যে, সত্তার মধ্যে অভিব্যক্ত পরম চিৎ-পুরুষের সম্পূর্ণ আনন্দের মধ্যে। ইহাই সক্রিয় একত্বের সিদ্ধি ও আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি; কারণ ইহার উজানে থাকতে পারে শুধু অবতারের চেতনা অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরের চেতনা যিনি মানুষী নাম ও রূপ ধারণ করেন লীলার মধ্যে ক্রিয়ার জন্য।

১৮ অধ্যায়

শ্রদ্ধা ও শক্তি

আমাদের করণগত প্রকৃতির সিদ্ধির যে তিন অংশের সাধারণ লক্ষণ-গুলি আমরা এপর্যন্ত আলোচনা করেছি অর্থাৎ বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণিক চেতনা ও দেহের সিদ্ধি, মৌলিক জীবাত্ম-শক্তির সিদ্ধি, ভাগবতী শক্তির নিকট আমাদের বিভিন্ন করণ ও ক্রিয়ার সমর্পণের সিদ্ধি সেই তিন অংশ তাদের অগ্রসরতার প্রতি মুহূর্তে নির্ভর করে একটি চতুর্থ শক্তির উপর যা প্রচ্ছন্ন ও প্রকট ভাবে সকল প্রয়াস ও ক্রিয়ার কীলককেন্দ্র; এই শক্তি হ'ল শ্রদ্ধা। পূর্ণ শ্রদ্ধা হ'ল সমগ্র সত্তা যে সত্য দেখেছে বা যা তাকে স্বীকৃতির জন্য দেওয়া হ'য়েছে তাতে তার সম্মতি, আর ইহার কেন্দ্রীয় ক্রিয়া হ'ল থাকা ও পাওয়া ও পরিণত হওয়া সম্বন্ধে নিজের সংকল্পে এবং আত্মা ও বিষয়-সমূহ এবং ইহার জ্ঞান সম্বন্ধে ইহার ভাবনায় অন্তঃপুরুষের শ্রদ্ধা; এই শ্রদ্ধার বাহ্য রূপ হ'ল ধীশক্তির বিশ্বাস, হৃদয়ের সম্মতি এবং অধিকার ও বাস্তব করার জন্য প্রাণমানসের কামনা। যে কোনো রূপেই হ'ক অন্তঃপুরুষের এই শ্রদ্ধা সত্তার ক্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য আর ইহার অভাবে মানুষ জীবনে এক পা-ও চলতে পারে না, এখনো অপ্রাপ্ত সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হবার জন্য কোনো পদক্ষেপ করা তো দূরের কথা। ইহা এমন এক কেন্দ্রীয় ও অত্যাবশ্যক বিষয় যে গীতার এই কথা বলা ন্যায়সঙ্গত যে মানুষের যা শ্রদ্ধা সে তা-ই, "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" আর ইহার সহিত আরো বলা যায় যে, নিজের ভিতর যে-বিষয় সম্ভবপর দেখায় ও তার জন্য চেষ্টা করায় তার শ্রদ্ধা আছে, তা-ই সে সৃষ্টি করতে ও হ'য়ে উঠতে সক্ষম। এক প্রকার শ্রদ্ধা আছে যা পূর্ণযোগের পক্ষে অপরিহার্য বলে চাওয়া হয়, আর ইহাকে বলা যায় ভগবানে ও মহা-শক্তিতে শ্রদ্ধা, আমাদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে ভগবানের উপস্থিতিতে ও সামর্থ্যে শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধা যে জগতের মধ্যে সব কিছুই একমাত্র ভাগবতী শক্তির ক্রিয়া আর যোগের সকল পদক্ষেপ, যেমন ইহার বিভিন্ন সফলতা, ও তৃপ্তি ও বিজয় তেমন ইহার বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও কষ্টভোগ ও বিফলতা তাঁর কর্মপ্রণালীর পক্ষে হিতকর ও আবশ্যক, আর ভগবানের উপর ও

আমাদের মধ্যে অবস্থিত তাঁর মহাশক্তির উপর দৃঢ় ও প্রবল নির্ভরতার দ্বারা এবং তাঁদের নিকট সমগ্র আত্ম-সমর্পণের দ্বারা আমরা পেতে পারি একত্ব ও মুক্তি ও বিজয় ও সিদ্ধি।

শ্রদ্ধার শত্রু হ'ল সংশয়, তবু সংশয়েরও উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ মানুষের অজ্ঞানতার মাঝে এবং জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হবার জন্য তার উত্তরোত্তর প্রয়াসের মাঝে তার পক্ষে মাঝে মাঝে সংশয়ের আক্রমণ আসা প্রয়োজনীয়, কারণ তা না হ'লে সে অজ্ঞানময় বিশ্বাস ও সীমিত জ্ঞানের মধ্যেই দৃঢ়বদ্ধ হ'য়ে থাকবে, আর তার বিভিন্ন প্রমাদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার ক্ষমতা থাকবে না। যখন আমরা যোগের পথে আসি তখনও সংশয়ের এই উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা একেবারে লোপ পায় না। পূর্ণযোগের লক্ষ্য জ্ঞান, তবে এ জ্ঞান শুধু কোনো মৌলিক তত্ত্বের জ্ঞান নয়, বরং এমন এক জানা, এমন এক বিজ্ঞান যা সমগ্র জীবন ও জগৎ-ক্রিয়ায় প্রযুক্ত ও প্রসারিত হবে, আর এই জ্ঞানান্বেষণে আমরা যে পথে যাই তাতে বহুদূর পর্যন্ত থাকে মনের এমন সব অসংস্কৃত কার্য যেগুলি তখনো কোনো মহত্তর আলোকের দ্বারা শুদ্ধ ও রূপান্তরিত হয় নিঃ আমাদের এমন অনেক বুদ্ধিগত বিশ্বাস ও ভাবনা থাকে যাদের সবগুলি কখনই সঠিক ও সুষ্ঠু নয়, আর পরে এমন অনেক নতুন ভাবনা ও ইঙ্গিত আমাদের দেখা দেয় যেগুলি আমাদের বিশ্বাস দাবী করে অথচ তাদের সম্ভবপর প্রমাদ, সংকীর্ণতা বা অপূর্ণতা লক্ষ্য না ক'রে তারা যে আকারে আসে সেই আকারে তাদের গ্রহণ করা ও সর্বদা আঁকড়ে থাকা মৃত্যুর সামিল। আর বস্তুতঃ যোগে এমন এক অবস্থা আসে যখন বুদ্ধিগত কোনো ভাবনা বা মতকেই তার বুদ্ধিগত রূপে গ্রহণ ক'রতে অস্বীকার করা প্রয়োজনীয় হয়, তখন প্রয়োজনীয় হ'ল তাকে সন্দেহ ক'রে ঝুলিয়ে রাখা যতদিন না অতিমানসিক জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত কোনো আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্যে ইহাকে তার সঠিক স্থান ও সত্যের জ্যোতির্ময় আকার দেওয়া হয়। আর এরূপ করা আরো প্রয়োজনীয় হয় প্রাণমানসের বিভিন্ন কামনা ও প্রচোদনা সম্বন্ধে যেগুলিকে প্রায়ই সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে হয় পূর্ণ দেশনা পাবার আগে সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় ক্রিয়ার অব্যবহিত চিহ্নরূপে তবে যেগুলিকে আমরা অন্তঃপুরুষের সম্পূর্ণ সম্মতি সমেত সবসময় আঁকড়ে থাকি না, কারণ শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত কামনা ও প্রচোদনাকে বর্জন করা দরকার, আর না হয় তাদের রূপান্তরিত করে

তাদের স্থলে আনা দরকার প্রাণের গতিবৃত্তির ভার নেওয়া দিব্য সংকল্পের বিভিন্ন প্রচোদনা। পথে হৃদয়ের শ্রদ্ধার, ভাবগত বিশ্বাসের, সম্মতিরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু পথপ্রদর্শক হিসাবে ইহাদের সম্বন্ধে সর্বদাই নিশ্চিত হওয়া যায় না যতদিন না ইহাদিগকেও নিয়ে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করা হয় ও পরিশেষে তাদের সরিয়ে আনা হয় দিব্য সংকল্প ও জ্ঞানের সহিত এক যে দিব্য আনন্দ তার বিভিন্ন জ্যোতির্ময় সম্মতি। অপরা প্রকৃতির কিছুতেই--যুক্তিবুদ্ধি থেকে প্রাণিক সংকল্প পর্যন্ত কিছুতেই--যোগসাধক সম্পূর্ণ ও স্থায়ী শ্রদ্ধা রাখবে না, সে তা সবশেষে রাখবে শুধু আধ্যাত্মিক সত্যে, শক্তিতে, আনন্দে যা আধ্যাত্মিক যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে হ'য়ে ওঠে তার ক্রিয়ার একমাত্র পথপ্রদর্শক ও আলোকদাতা ও অধীশ্বর।

কিন্তু তবু, বরাবর ও প্রতি পদক্ষেপে শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে কারণ ইহা হ'ল অন্তঃপুরুষের প্রয়োজনীয় সম্মতি যার অভাবে কোনো উন্নতি সম্ভবপর নয়। প্রথমতঃ আমাদের শ্রদ্ধা দৃঢ় হওয়া চাই যোগের সব মূল সত্যে ও তত্ত্বে, আর এমন কি যদি ইহা বুদ্ধির মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে, হৃদয়ের মধ্যে নিরাশ হয়, প্রাণিক মনের কামনার মধ্যে সতত অস্বীকৃতি ও বিফলতার দ্বারা সম্পূর্ণ ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, তাহ'লেও অন্তরতম আত্মায় এমন কিছু থাকা চাই যা ইহাকে আঁকড়ে থাকে ও তাতে ফিরে আসে, কারণ অন্যথায় সম্ভবতঃ আমাদের পথে পতন হবে অথবা দুর্বলতার দরুণ ও সাময়িক পরাজয়, নৈরাশ্য, বিঘ্ন ও বিপদ সহ্য করতে অক্ষম হওয়ায় আমরা পথ ছেড়ে দেব। যেমন জীবনে, তেমন যোগে যে ব্যক্তি সকল রকম পরাজয়, ও মোহভঙ্গ সত্ত্বেও, সকল বিপরীত, বিরোধী ও প্রতিকূল ঘটনা ও শক্তি অগ্রাহ্য ক'রে শেষ পর্যন্ত অক্লান্ত ও অবিচলিত থাকে সে-ই শেষে জয়ী হয় ও দেখে যে তার শ্রদ্ধা সঠিক ব'লে প্রমাণিত হ'য়েছে, কারণ মানবের মধ্যে অন্তঃপুরুষ ও মহাশক্তির কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। সন্দেহবাদীর যে সংশয় আমাদের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা-সমূহের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় অথবা সংকীর্ণ ক্ষুদ্র সমালোচক সৃজনশক্তিশূন্য বুদ্ধির যে সতত নিন্দা, "অসূয়া" আমাদের প্রচেষ্টাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে বিফল করতে চায়, তার চেয়ে বরং অন্ধ ও অজ্ঞানময় শ্রদ্ধা থাকাও অনেক ভালো। কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের কর্তব্য এই দুই অপূর্ণতাকেই জয় করা। যে বিষয়ে সে তার সম্মতি দিয়েছে এবং যা নিষ্পন্ন করার জন্য সে তার মন ও হৃদয় ও সংকল্প নিয়োগ

করেছে, অর্থাৎ সমগ্র মানবীয় সত্তার দিব্য সিদ্ধিতে সে বিষয় সাধারণ বুদ্ধির কাছে স্পষ্টতঃ অসম্ভব কারণ সকল দূরবর্তী ও দুঃসাধ্য লক্ষ্যের মতো ইহা জীবনের বাস্তব ঘটনাসমূহের বিপরীত এবং অব্যবহিত অভিজ্ঞতা বহুদিন ইহাকে খণ্ডন করবে; তাছাড়া অনেকে যারা আধ্যাত্মিক অনুভূতি পেয়েছে কিন্তু বিশ্বাস করে যে আমাদের বর্তমান প্রকৃতিই দেহের মধ্যে মানবের একমাত্র সম্ভবপর প্রকৃতি, আর শুধু পার্থিব জীবন, এমন কি সকল ব্যষ্টি অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়েই স্বর্গীয় সিদ্ধি অথবা নির্বাণরূপী মোক্ষলাভ সম্ভব এই কথা অস্বীকার করে। এইরূপ এক লক্ষ্যসাধনের পথে বহুদিন ধ'রে অজ্ঞানতাময় কিন্তু নাছোড় সমালোচক যুক্তিবুদ্ধির বিভিন্ন আপত্তি, নিন্দা, "অসূয়ার" অনেক সুযোগ থাকবে, কারণ এই যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গত প্রতিষ্ঠা হ'ল তৎকালীন বাহ্যরূপগুলি ও নির্ণীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, ইহা এই সব ছাড়িয়ে যেতে চায় না এবং যে সব সংকেত ও দীপ্তি অগ্রবর্তী পথের ইঙ্গিত দেয় সে সবের সত্যতা সন্দেহ করে; আর যদি সে এই সব সংকীর্ণ মন্ত্রণায় ভুলে যায় সে হয় তার লক্ষ্যে পৌঁছবে না, না হয় তার যাত্রা অত্যন্ত ব্যাহত ও দীর্ঘ বিলম্বিত হবে। অপর পক্ষে শ্রদ্ধায় অজ্ঞানতা ও অন্ধতা বিপুল সাফল্যের প্রতিবন্ধ-স্বরূপ, ইহারা অনেক নৈরাশ্য ও মোহভঙ্গ ডেকে আনে, মিথ্যা লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকে এবং সত্য ও সিদ্ধির মহত্তর রূপায়ণগুলিতে অগ্রগতি নিবারণ করে। মহাশক্তি তাঁর ক্রিয়ার ধারায় সকলরূপ অজ্ঞানতা ও অন্ধতায়—এমনকি যা সব তাঁকে ভ্রান্তভাবে ও কুসংস্কারপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে সে সবেও নির্দয়ভাবে আঘাত করবেন; আর আমাদের তৈরী থাকা চাই যেন আমরা শ্রদ্ধার বিভিন্ন রূপে অন্যায়রকমের দৃঢ় আসক্তি ত্যাগ করতে পারি, আর আঁকড়ে থাকি একমাত্র পরিত্রাতা সদ্‌বস্তুকে। পূর্ণযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধার স্বরূপ হ'ল এমন এক প্রকৃষ্ট ও ব্যাপক আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিযুক্ত শ্রদ্ধা যা উচ্চসম্ভাবনায় সম্মতিদাতা বৃহত্তর যুক্তি-বুদ্ধির বুদ্ধিতে বুদ্ধিযুক্ত।

এই শ্রদ্ধা—ইংরাজী পদ "faith" ইহার অর্থ প্রকাশ করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়—বাস্তবিকপক্ষে পরম চিৎপুরুষ থেকে আসা এক প্রভাব, আর ইহার আলো হ'ল আমাদের অতিমানসিক সত্তা থেকে আসা এমন এক বার্তা যা অপরা প্রকৃতিকে আহবান করছে তার ক্ষুদ্র বর্তমান ছাড়িয়ে আরোহণ করতে এক প্রকৃষ্ট আত্ম-সম্ভূতি ও আত্ম-উত্তরণে। আর যা

এই প্রভাব পায় ও আহ্বানে উত্তর দেয় তা ততটা বুদ্ধি কি হৃদয়, কি প্রাণমানস নয়, বরং তা হ'ল আন্তর পুরুষ যা নিজের নিয়তি ও ব্রতের সত্য আরো ভালো জানে। যে সব ঘটনায় উদ্দীপিত হ'য়ে আমরা এই পথে প্রথম আসি, তারা আমাদের মধ্যে কর্মরত বিষয়ের প্রকৃত নির্দেশ দেয় না। সেখানে হয়ত বুদ্ধি, হৃদয়, অথবা প্রাণমানসের বিভিন্ন কামনার, এমন কি আরো সব অচিন্তিত আকস্মিক ঘটনার ও বাহ্য প্রেরণার স্থান প্রধান, কিন্তু ইহারাই যদি সব হয়, তাহ'লে আহ্বানে আমাদের নিষ্ঠা সম্বন্ধে অথবা যোগে আমাদের স্থায়ী অধ্যবসায় সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা থাকতে পারে না। যে ভাবনায় বুদ্ধি আকৃষ্ট হয়েছিল তা সে ত্যাগ করতে পারে, হৃদয় অবসন্ন হ'তে পারে বা আমাদের আর উৎসাহ না দিতে পারে, প্রাণমানসের কামনা অন্য লক্ষ্যের সন্ধানে যেতে পারে। কিন্তু বাহ্য ঘটনাগুলি চিৎ-পুরুষের আসল ক্রিয়ার শুধু এক আববণ, আর যদি এই হয় যে চিৎ-পুরুষই স্পর্শ পেয়েছে, আন্তর পুরুষই আহ্বান শুনেছে তাহ'লে শ্রদ্ধা দৃঢ় থাকবে, তাকে ব্যর্থ বা ধ্বংস করার সকল প্রয়াস সে প্রতিরোধ করবে। বুদ্ধির সংশয় যে আক্রমণ কববে না, হৃদয় যে দুলবে না, প্রাণমানসের নিরাশ কামনা যে পথের ধারে অবসন্ন হ'য়ে ধরাশায়ী হবে না, তা নয়। কখন কখন, হয়ত প্রায়শঃই, এরূপ ঘটা প্রায় অনিবার্য--বিশেষতঃ আমাদের বেলায় যারা এমন এক বুদ্ধিবিলাস ও সংশয়বাদ ও আধ্যাত্মিক সত্যের জড়বাদীয় অস্বীকৃতির যুগের সন্তান যা এক মহত্তর সদ্-বস্তুর সূর্যের মুখমণ্ডল থেকে এখনো তার রঙ-করা মেঘ তুলে নেয় নি, আর এখনো আধ্যাত্মিক বোধির ও অন্তরতম অনুভূতির আলোকের বিরোধী। খুব সম্ভব বহুবার সেই সব কষ্টপ্রদ তমোময় অবস্থা আসবে যাদের সম্বন্ধে এমন কি বৈদিক ঋষিরাও অতবার নালিশ করেছেন, "আলো থেকে দীর্ঘ নির্বাসন" ব'লে, আর ইহারা এত ঘন হ'তে পারে, অন্তঃপুরুষের উপর রাত্রি এত ঘোর হ'তে পারে যে মনে হবে যে আমাদের মধ্য থেকে শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হ'য়েছে। কিন্তু এই সবের ভিতর অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষের অদেখা নিয়ন্ত্রণ সমান ·থাকবে আর অন্তঃপুরুষ এক নবশক্তি নিয়ে তার সেই প্রত্যয়ে ফিরে আসবে যা শুধু আচ্ছন্ন হ'য়েছিল কিন্তু নির্বাপিত হয় নি, কারণ তা নির্বাপিত হ'তে পারে না একবার যখন আন্তর আত্মা জেনেছে ও তার সংকল্প[১] করেছে।

১ সংকল্প, ব্যবসায়

সকল কিছুর ভিতর ভগবান আমাদের হাত ধরে থাকেন, আর যদি মনে হয় যে তিনি আমাদের ফেলে দিচ্ছেন, তাহ'লে তা শুধু আমাদের আরো উচ্চে তোলবার জন্য। এই পরিত্রাতা প্রত্যাবর্তন আমরা এতবার অনুভব করব যে পরিশেষে সংশয়ের অস্বীকৃতি অসম্ভব হবে, আর একবার যখন সমত্বের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আর যা আরো ভাল, যখন বিজ্ঞানের সূর্য উদিত হয় তখন সংশয় নিজেই অন্তর্হিত হবে কেননা ইহার কারণ ও উপকারিতার অবসান হ'য়েছে।

তাছাড়া শুধু যে মৌলিক তত্ত্ব ও ভাবনাগুলিতে ও যোগের পথে শ্রদ্ধা দরকার তা নয়, আরো দরকার এক দৈনন্দিন কাজচলা শ্রদ্ধা—লক্ষ্যসাধনের জন্য আমাদের মধ্যে শক্তিতে, পথে আমরা যে সব পদক্ষেপ করেছি তাতে, আমাদের কাছে আসা আধ্যাত্মিক সব অনুভূতিতে, বিভিন্ন বোধিতে, সংকল্প ও প্রচোদনার চালনার নির্দেশে, হৃদয়ের সেই সব আবেগের তীব্রতায়, প্রাণের অভীপ্সায় ও চরিতার্থতায় যারা সহায়স্বরূপ, প্রকৃতির প্রসারের বিভিন্ন ঘটনায় ও অবস্থাতে, অন্তঃপুরুষের বিকাশের বিভিন্ন উদ্দীপকে অথবা সোপানে। সেই সাথে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আমরা চলেছি অপূর্ণতা ও অজ্ঞানতা থেকে আলো ও পূর্ণতার দিকে আর আমাদের অন্তঃস্থ শ্রদ্ধার পক্ষে দরকার হ'ল আমাদের প্রচেষ্টার বিভিন্ন রূপে ও আমাদের উপলব্ধির বিভিন্ন ক্রমিক পর্যায়ে আসক্তিশূন্য থাকা। অনেক কিছু আছে যা আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে তোলা হবে শুধু তাদের বাহিরে ফেলে দিয়ে বর্জন করার জন্য, একদিকে অজ্ঞানতা ও অপরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি, আর অন্যদিকে তাদের সরিয়ে যে সব পরতরা শক্তি আনতে হবে—এ দুয়ের মধ্যে এক সংগ্রামও থাকে; কিন্তু শুধু এই নয়, এছাড়াও থাকে এমন বিভিন্ন অনুভূতি, ভাবনা ও বেদনার বিভিন্ন অবস্থা, উপলব্ধির বিভিন্ন রূপ যেগুলি পথে সহায়কর ও যাদের গ্রহণ করা দরকার আর যারা সে সময়ের জন্য মনে হবে আধ্যাত্মিক শেষ লক্ষ্য অথচ পরে দেখা যাবে সেগুলি সংক্রমণের বিভিন্ন সোপান, ও তাদের অতিক্রম করা চাই, আর ইহাদের অবলম্বন স্বরূপ কাজচলা শ্রদ্ধা প্রত্যাহার করা হবে ও এমন সব অন্য ও মহত্তর বিষয় অথবা আরো বিভিন্ন পরিপূর্ণ ও ব্যাপক উপলব্ধি ও অনুভূতি আছে যা সব পূর্বগুলির স্থানে আসে অথবা যাদের মধ্যে ইহাদের নেওয়া হয় এক সম্পূর্ণকারী রূপান্তরে। পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে পথের উপর কোনো

বিশ্রামস্থলে অথবা মাঝপথের আবাসে আটকে থাকলে চলবে না; সে তৃপ্ত হ'তে পারে না যতক্ষণ না সে প্রতিষ্ঠিত করে তার সিদ্ধির সকল মহান স্থায়ী ভিত্তিগুলি এবং প্রবেশ করে ইহার বিশাল ও মুক্ত সব আনন্ত্যের মাঝে, আর এমন কি এখানেও তার উচিত সর্বদাই নিজেকে পূর্ণ করা অনন্তের আরো বিভিন্ন অনুভূতি দিয়ে। তার অগ্রগতি হ'ল এক সানু থেকে অন্য সানুতে আরোহণ এবং প্রতি নতুন শিখর নিয়ে আসে আরো যা তখনো করার আছে, "ভূরি কর্ত্বম্", তার অন্যান্য দৃশ্য ও প্রকাশ যতক্ষণ না অবশেষে ভাগবতী শক্তি তার সকল প্রচেষ্টার ভার নেন, আর তখন তার কাজ হ'ল শুধু তাঁর জ্যোতির্ময় ক্রিয়াধারায় সম্মতি দেওয়া এবং সম্মতিপূর্ণ একত্বের দ্বারা তাতে সানন্দে অংশ গ্রহণ করা। এই সব পরিবর্তন, সংগ্রাম, রূপান্তরের মধ্যে যে বিষয়টি তাকে ধরে থাকবে,—কারণ তা না থাকলে ঐসব সম্ভবতঃ তাকে নিরুৎসাহ ও পরাস্ত করত যেহেতু বুদ্ধি ও প্রাণ ও ভাবাবেগ সর্বদাই বড় বেশী জিনিস ধরতে চায়, অতি সত্বর দৃঢ় নিশ্চিত হয় এবং যে সবে ইহারা থেমেছিল তা ত্যাগ করতে বাধ্য হ'লে ক্লিষ্ট ও অনিচ্ছুক হ'তে প্রবণ—তা হ'ল কর্মরতা মহাশক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা ও যোগেশ্বরের দেশনার উপর নির্ভরতা; যোগেশ্বরের প্রজ্ঞা তাড়াহুড়ো করে না, মনের সকল সংশয়ের মধ্যে তাঁর সব পদক্ষেপ সুনিশ্চিত ও ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত, কারণ ইহারা আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন রীতির সহিত সম্পূর্ণ জ্ঞানপূর্ণ ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যোগের অগ্রগতির অর্থ এমন এক যাত্রা যা শুরু করে মানসিক অজ্ঞানতা থেকে আর বিভিন্ন অপূর্ণ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে জ্ঞানের এক সুষ্ঠু ভিত্তি ও বৃদ্ধির দিকে, আর ইহার আরো সন্তোষজনক সদর্থক অংশে ইহার অর্থ আলোক থেকে মহত্তর আলোকে গমন, আর ইহার সমাপ্তি হ'তে পারে না যতদিন না আমরা পাই অতিমানসিক জ্ঞানের মহত্তম আলোক। মনের অগ্রগতিতে তার সব গতির সহিত অল্প বা বিস্তর পরিমাণে প্রমাদ মিশে যেতে বাধ্য, আর প্রমাদ দেখতে পেয়ে আমরা যেন আমাদের শ্রদ্ধাকে বিচলিত হ'তে না দিই অথবা এই না ভাবি যে যেহেতু বুদ্ধির যে বিশ্বাসগুলি আমাদের সাহায্য করেছিল সেগুলি অত্যন্ত দ্রুত ও নিশ্চিত হওয়ায় অসত্য সেহেতু অন্তঃপুরুষের মধ্যে মৌলিক শ্রদ্ধাও সঠিক নয়। মানবীয় বুদ্ধি প্রমাদকে বড় বেশী ভয় করে আর তার যথার্থ কারণ এই যে ইহা নিশ্চয়তা সম্বন্ধে এক অতি সত্বর বোধে

বড় বেশী অন্যায়রকমে আসক্ত এবং ইহা জ্ঞানের যে অংশ ধরেছে বলে মনে হয় সেইটিই নিশ্চিত শেষ কথা বলতে বড় বেশী অধীর ভাবে ব্যগ্র। যেমন আমাদের আত্ম-অনুভূতি বৃদ্ধি পায়, তেমন আমরা দেখব যে এমনকি আমাদের প্রমাদগুলিরও আবশ্যকতা ছিল, তারা তাদের সঙ্গে এনেছিল ও রেখে গেছে সত্য সম্বন্ধে তাদের উপাদান বা আভাসন এবং এক প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার সন্ধান পেতে সাহায্য করেছিল অথবা তার সমর্থন করেছিল এবং যে নিশ্চিত বিষয়গুলি আমাদের এখন ত্যাগ করতে হচ্ছে সেগুলিরও আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতিতে সাময়িক সত্যতা ছিল। আধ্যাত্মিক সত্য ও উপলব্ধির অন্বেষণে বুদ্ধি পর্যাপ্ত দিশারী হ'তে অক্ষম, কিন্তু তবু আমাদের প্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ গতিতে ইহাকেও কাজে লাগান চাই। এবং সেজন্য যেমন একদিকে আমাদের বিবশকারী সংশয় বা শুধু বুদ্ধিগত সন্দেহবাদ বর্জন করা চাই, তেমন অন্যদিকে জিজ্ঞাসু বুদ্ধিকে শিক্ষা দেওয়া চাই যেন তাতে থাকে কিছু ব্যাপক জিজ্ঞাসা, এক বুদ্ধিগত ঋজুতা যা অর্ধসত্য, প্রমাদমিশ্রণ বা আসন্ন সত্যে সন্তুষ্ট নয়, আর সবচেয়ে সদর্থক ও সহায়করূপে ইহা যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে সর্বদা এগিয়ে যেতে পূর্বে স্বীকৃত ও গৃহীত সব সত্য থেকে এমন সব সত্যে যেগুলি পূর্বের সত্যগুলিকে আরো সংশোধন করে, সম্পূর্ণ করে অথবা তাদের অতিক্রম করে এবং যেগুলির কথা বুদ্ধি প্রথমে ভাবতে পারে নি অথবা, হয়ত ভাবতে চায় নি। বুদ্ধির এক কাজচলা শ্রদ্ধা অপরিহার্য, কিন্তু ইহা এমন কোনো কুসংস্কারপূর্ণ, যুক্তিহীন অথবা সংকীর্ণ বিশ্বাস হবে না যা প্রতিটি অস্থায়ী আশ্রয় বা সূত্রে আসক্ত, ইহা হবে মহাশক্তির বিভিন্ন ক্রমিক ইঙ্গিত ও সোপানে ব্যাপক স্বীকৃতি, এমন শ্রদ্ধা যা বিভিন্ন সদ্-বস্তুতে নিবদ্ধ, এগিয়ে চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর সদ্-বস্তু থেকে পূর্ণতর সদ্-বস্তুতে আর সকল ভারা ফেলে দিয়ে শুধু বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু গঠনকে রাখতে প্রস্তুত।

হৃদয় ও প্রাণেরও এক অবিচল শ্রদ্ধা, সম্মতি অপরিহার্য। কিন্তু যতদিন আমরা অপরা প্রকৃতির মধ্যে থাকি, ততদিন হৃদয়ের সম্মতি রঙীন থাকে মানসিক ভাবাবেগের রঙে এবং প্রাণিক গতিবৃত্তির সঙ্গে থাকে তাদের চাঞ্চল্যকর বা কষ্টকর বিভিন্ন কামনার শেষভাগ, আর মানসিক ভাবাবেগ ও কামনার প্রবণতা থাকে সত্যকে বিক্ষুব্ধ, কম বেশী স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তিত বা বিকৃত করতে এবং ইহারা সর্বদাই কিছু

সংকীর্ণতা ও অপূর্ণতা নিয়ে আসে হৃদয় ও প্রাণের দ্বারা ইহার বিভিন্ন উপলব্ধির মাঝে। হৃদয়ের বেলাতেও, যখন ইহা তার বিভিন্ন আসক্তি ও নিশ্চয়তাতে অশান্ত থাকে, পরাজয় ও বিফলতা ও প্রমাদের নিশ্চিত প্রত্যয়ের দ্বারা বিভ্রান্ত হয় অথবা তার বিভিন্ন সুনিশ্চিত স্থান থেকে এগিয়ে যাবার আহ্বানে সংশ্লিষ্ট মল্লযুদ্ধে জড়িত থাকে, তখন তার এমন সব টানাটানি, ক্লান্তি, দুঃখশোক, বিদ্রোহ ও অনিচ্ছা থাকে যাতে অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়। ইহার অভ্যাস করা চাই এমন এক আরো বৃহৎ ও নিশ্চিত শ্রদ্ধা যা বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্থানে দেবে মহাশক্তির বিভিন্ন প্রণালীতে ও সোপানে এক শান্ত বা আবেগপূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি; এই স্বীকৃতি স্বরূপতঃ সকল আবশ্যক গতিবৃত্তিতে গভীর হচ্ছে এমন আনন্দের সম্মতি এবং পুরণো প্রতিষ্ঠিত স্থান ত্যাগে এবং সর্বদাই মহত্তর সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়ায় ঔৎসুক্য। প্রাণমানসের কর্তব্য প্রাণের সেই সব পরপর-আসা প্রবর্তকে, প্রচোদনায়, কার্যে তার সম্মতি দেওয়া যেগুলি চালিকাশক্তি তার উপর আরোপ করে প্রকৃতির বিকাশের সহায় বা ক্ষেত্র হিসাবে এবং আন্তর যোগের পরম্পরাতেও তার সম্মতি দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু কোনো স্থানেই তার আসক্ত বা নিরস্ত হওয়া চলবে না, তবে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে পুরণো প্রয়োজনীয়তা ত্যাগ করার জন্য এবং সম্মতির এই একই সম্পূর্ণতার সহিত বিভিন্ন নতুন উচ্চতর গতিবৃত্তি ও ক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য আর তার আরো কর্তব্য হ'ল কামনা সরিয়ে তার স্থানে সকল অনুভূতি ও ক্রিয়ার মধ্যে বিস্তৃত ও উজ্জ্বল আনন্দ আনতে শেখা। বুদ্ধির শ্রদ্ধার মতো, হৃদয় ও প্রাণমানসের শ্রদ্ধারও সতত সংশোধন, বৃহত্ব ও রূপান্তরে সমর্থ হওয়া দরকার।

এই শ্রদ্ধা স্বরূপতঃ অন্তঃপুরুষের নিগূঢ় শ্রদ্ধা আর ইহাকে উত্তরোত্তর উপর তলায় এনে সেখানে তৃপ্ত, পুষ্ট ও বর্ধিত করা হয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ধিষ্ণু প্রত্যয় ও নিশ্চয়তার দ্বারা। এখানেও আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা হওয়া চাই নির্লিপ্ত, এমন শ্রদ্ধা যা সত্যের প্রতীক্ষায় থাকে এবং প্রস্তুত থাকে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানকে পরিবর্তিত ও বর্ধিত করতে, তাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত বা অর্ধসত্য ভাবনাগুলিকে সংশোধন করতে, অপ্রচুর বোধিগুলিকে সরিয়ে তাদের স্থলে আরো প্রচুর সব বোধি আনতে এবং যে সব অনুভূতিকে সে সময় মনে হ'য়েছিল অন্তিম ও পর্যাপ্ত সে সবকে নিমজ্জিত করতে বিভিন্ন নতুন অনুভূতি ও মহত্তর বৃহত্ত্ব ও

অতিস্থিতির সহযোগে গঠিত আরো পর্যাপ্ত সব অনুভূতিতে। আর বিশেষতঃ চৈত্য ও অন্যান্য মধ্যবর্তী প্রদেশে বিভ্রান্তিকর ও প্রায়শঃই মনোহর প্রমাদের সম্ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং এক্ষেত্রে কিছু সদর্থক সন্দেহ উপকারী এবং অন্ততঃ যথেষ্ট সতর্কতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বুদ্ধি-বিষয়ক ঋজুতা প্রয়োজনীয়, তবে ইহা সাধারণ মনের সে সন্দেহ নয় যার অর্থ বিফলতাজনক অস্বীকার। পূর্ণযোগে চৈত্য অনুভূতিকে, বিশেষতঃ যাকে প্রায়শঃই গুহ্যবিদ্যা বলা হয় এবং অলৌকিক বলে মনে হয় তার সহিত যে প্রকারের অনুভূতি সহচরিত তাকে আধ্যাত্মিক সত্যের সম্পূর্ণ অধীন করা চাই এবং সেই অনুভূতি যেন এই সত্যের প্রতীক্ষায় থাকে তার নিজের ব্যাখ্যা, দীপ্তি ও অনুমোদনের জন্য। কিন্তু এমন কি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রদেশেও, এমন সব অনুভূতি আছে যেগুলি আংশিক, আর ইহারা যতই মনোহর হ'ক, ইহারা তাদের পূর্ণ প্রামাণ্য, তাৎপর্য অথবা সঠিক প্রয়োগ পায় কেবল তখনই যখন আমরা আরো পূর্ণ অনুভূতিতে অগ্রসর হ'তে সক্ষম হই। আবার এমন সব অনুভূতি আছে যারা নিজেরা সম্পূর্ণ প্রামাণিক ও পূর্ণ ও অনপেক্ষ, কিন্তু যদি আমরা সে সবেই নিজেদের আবদ্ধ করি তারা আধ্যাত্মিক সত্যের অন্য দিকগুলি ব্যক্ত হতে দেয় না এবং যোগের অখণ্ডতা ছিন্ন করে। যেমন মন নিস্তব্ধ করার ফলে নৈর্ব্যক্তিক প্রশান্তির যে গভীর ও তন্ময়কারী নিশ্চলতা আসে তা নিজে নিজে সম্পূর্ণ ও অনপেক্ষ কিন্তু যদি আমরা শুধু ইহাতেই নিশ্চিন্ত থাকি, তাহ'লে সহচারী অনপেক্ষতত্ত্ব যে দিব্য ক্রিয়ার আনন্দ তা বাদ পড়ে যদিও ইহা কম মহান্ ও প্রয়োজনীয় ও সত্য নয়। এক্ষেত্রেও আমাদের শ্রদ্ধা এমন এক সম্মতি হওয়া চাই যা সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতি গ্রহণ করে, তবে যা সর্বদাই আরো আলোক ও সত্যের জন্য প্রশস্তভাবে উন্মুক্ত ও উদ্যত থাকে, যার কোনো সংকীর্ণতাজনক আসক্তি থাকে না এবং রূপ-গুলিতে যার এমন কোনো অনুরক্তি থাকে না যা আধ্যাত্মিক সত্তার, চেতনার, জ্ঞানের, শক্তির, ক্রিয়ার এবং এক ও বহুময় আনন্দের সমগ্রতার অখণ্ডতার দিকে মহাশক্তির অগ্রগতি ব্যাহত করবে না।

সাধারণ তত্ত্ব এবং ইহার সতত বিশেষ প্রয়োগ—এই উভয়ে যে শ্রদ্ধা আমাদের নিকট দাবী করা হয় তার অর্থ ভগবান ও মহাশক্তির উপস্থিতি ও দেশনার নিকট সমগ্র সত্তার ও ইহার সকল অংশে এক বিশাল ও সদা বর্ধিষ্ণু ও অবিরত আরো শুদ্ধ, পরিপূর্ণ ও প্রবল সম্মতি। যতদিন

না আমরা মহাশক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন ও ইহার দ্বারা পরিপূর্ণ হই ততদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার পূর্বে অথবা অন্ততঃ সঙ্গে অবশ্যই থাকা চাই আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক সংকল্পে ও ক্রিয়া-শক্তিতে এবং ঐক্য, মুক্তি ও সিদ্ধিব দিকে সাফল্যের সহিত যাবার জন্য আমাদের শক্তিতে এক দৃঢ় ও সতেজ শ্রদ্ধা। মানবকে যে তার নিজের প্রতি ও তার বিভিন্ন ভাবনা ও শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য হ'ল সে যেন কর্ম ও সৃষ্টি করতে পারে এবং মহত্তর সব বিষয়ে উঠতে পারে এবং পরিশেষে তার ক্ষমতাকে পরম চিৎ-পুরুষের বেদীতে আনতে পারে যোগ্য অঘ্যরূপে । শাস্ত্র বলে, এই চিৎ-পুরুষকে দুর্বলের দ্বারা অর্জন করা যায় না, "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। সকল বিবশকারী আত্ম-অবিশ্বাসকে, কার্যসিদ্ধি বিষয়ে আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সকল সংশয়কে নিরুৎসাহ করা চাই, কারণ তার অর্থ অক্ষমতার মিথ্যা সম্মতি, দুর্বলতার কল্পনা এবং চিৎ-পুরুষের সর্বশক্তিমত্তার অস্বীকার। বর্তমান অসামথ্যেব চাপ যতই বেশী মনে হ'ক না কেন, ইহা শুধু শ্রদ্ধার এক পরীক্ষা, ও এক সাময়িক বাধা আর পূর্ণযোগের সাধকের পক্ষে এই অক্ষমতা-বোধে নত হওয়া মূর্খামি, কারণ তার লক্ষ্য সিদ্ধির এমন এক বিকাশ যা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, সত্তার মধ্যে সুপ্ত, কারণ মানব নিজের মধ্যেই, নিজের চিৎ-পুরুষের মধ্যেই বহন করে দিব্য জীবনের বীজ, সাধনার মধ্যেই নিহিত ও প্রচ্ছন্ন রয়েছে সাফল্যের সম্ভাবনা, আর বিজয় সুনিশ্চিত কারণ পশ্চাতে আছে এক সর্ব সমর্থ শক্তির আহ্বান ও দেশনা। সেই সঙ্গে নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধাকে শুদ্ধ করা চাই রাজসিক অহং-ভাব ও আধ্যাত্মিক গর্বের সকল স্পর্শ থেকে। যতদূর সম্ভব সাধকের এই ভাবনা মনে রাখা কর্তব্য যে তার ক্ষমতা অহমাত্মক অর্থে তার নিজের নয়, এই ক্ষমতা ভাগবতী বিশ্বাত্মিকা শক্তির আর তার দ্বারা ইহার ব্যবহারে যা কিছু অহমাত্মক তা সংকীর্ণতার কারণ ও পরিশেষে এক বাধা হ'তে বাধ্য। আমাদের আস্পৃহার পশ্চাতে যে ভাগবতী বিশ্বাত্মিকা শক্তির সামর্থ্য আছে তা অপরিসীম এবং যখন ইহাকে সঠিকভাবে আবাহন করা হয়, তখন ইহা নিজেকে আমাদের মধ্যে নিজেকে না ঢেলে এবং এখন বা পরে সকল কিছু অসামর্থ্য ও বাধা দূর না ক'রে পারে না; কারণ যদিও আমাদের সংগ্রামের কাল ও স্থায়িত্ব প্রথম প্রথম করণগত-ভাবে ও অংশতঃ নির্ভর করে আমাদের শ্রদ্ধা ও আমাদের প্রচেষ্টার

ক্ষমতার উপর, তবু শেষ পর্যন্ত তারা থাকে নিগূঢ় পরম চিৎ-পুরুষের হস্তে যিনি তার সব কিছু নির্ধারণ করেন প্রজ্ঞাসহকারে আর একমাত্র তিনিই যোগের অধীশ্বর, ঈশ্বর।

আমাদের ক্ষমতার পিছনে সর্বদাই থাকা চাই ভাগবতী শক্তিতে শ্রদ্ধা, এবং যখন তিনি প্রকট হন, তখন তা হ'তে হবে অথবা হ'য়ে উঠতে হবে অকুণ্ঠ ও সম্পূর্ণ। যিনি চিন্ময়ী শক্তি ও বিশ্বাত্মিকা দেবী, শাশ্বতা থেকে সর্ব-সৃজনশালিনী এবং পরম চিৎ-পুরুষের সর্বশক্তিমত্তায় সজ্জিত, তাঁর কাছে এমন কিছু নেই যা অসাধ্য। সকল জ্ঞান, সকল রকমের ক্ষমতা, সকল সাফল্য ও বিজয়, সকল নৈপুণ্য ও কর্ম তাঁর হস্তে, এগুলি পূর্ণ পরম চিৎ-পুরুষের সকল রত্নে এবং সকল রকম পূর্ণতায় ও সিদ্ধিতে। তিনি মহেশ্বরী, পরম জ্ঞানের দেবী, আর তিনি আমাদের কাছে নিয়ে আসেন সকল প্রকার সত্য ও তাদের প্রশস্ততা, তাঁর আধ্যাত্মিক সংকল্পের ঋজুতা, তাঁর অতিমানসিক বৃহত্ত্বের শান্তি ও তীব্র অনুরাগ, তাঁর দীপ্তির আনন্দ সম্বন্ধে তাঁর দর্শন; তিনি মহাকালী, পরম বীর্যের দেবী, আর তাঁর সঙ্গে আছে সকল সামর্থ্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি, তপঃশক্তির উগ্রতম কঠোরতা, আর সংগ্রামে ক্ষিপ্রতা, এবং বিজয় ও অট্টহাস্য যা পরাভব ও মৃত্যু ও অবিদ্যার সব শক্তিকে তুচ্ছ করেঃ তিনি মহালক্ষ্মী, পরম প্রেম ও আনন্দের দেবী, আর তাঁর দান হ'ল চিৎ-পুরুষের শ্রী, এবং আনন্দের শোভা ও সৌন্দর্য, ও শরণ ও সকল দিব্য ও মানবীয় আশীর্বাদ: তিনি মহাসরস্বতী, দিব্য নৈপুণ্য ও পরম চিৎ-পুরুষের বিভিন্ন কর্মের দেবী, আর তাঁর যোগ হ'ল সেই যোগ যা সকল কর্মে নৈপুণ্য, "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্", দিব্য জ্ঞানের বিভিন্ন হিতসাধন, এবং জীবনে চিৎ-পুরুষের আত্ম-নিয়োগ এবং নিজের সুষমার সুখ। আর তাঁর সকল শক্তি ও রূপের মধ্যে তিনি নিজের সহিত রাখেন সনাতনী ঈশ্বরীর ঈশনার পরম বোধ, যন্ত্রের কাছে দাবী করা যেতে পারে এমন সকল প্রকার ক্রিয়ার ক্ষিপ্র ও দিব্য সামর্থ্য, সর্বভূতের মধ্যে সকল শক্তির সহিত একত্ব, সহভোগী সমবেদনা, স্বচ্ছন্দ তাদাত্ম্য এবং সেজন্য বিশ্বের মধ্যে সকল দিব্য সংকল্পের সহিত স্বতঃস্ফূর্ত ও ফলপ্রদ সামঞ্জস্য। তাঁর উপস্থিতির ও তাঁর বিভিন্ন শক্তির ঘনিষ্ঠ অনুভব এবং আমাদের সত্তার ভিতরে ও চারিদিকে তাঁর সব কর্মে আমাদের সমগ্র সত্তার পরিতৃপ্ত সম্মতি——ইহাই মহাশক্তিতে শ্রদ্ধার চরম সিদ্ধি।

আর মহাশক্তির পিছনে আছেন ঈশ্বর, এবং তাঁতে শ্রদ্ধাই পূর্ণযোগের শ্রদ্ধায় সর্বাপেক্ষা কেন্দ্রীয় বিষয়। এই বিশ্বাস আমাদের রাখা ও পূর্ণভাবে বিকশিত করা চাই যে সকল কিছুই এক পরম আত্ম-জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিশ্ব অবস্থার মধ্যে ক্রিয়াধারা, আমাদের ভিতরে বা চারিদিকে যা করা হয় তা বৃথা নয় অথবা এমন কিছু নয় যার নির্দিষ্ট স্থান ও উচিত তাৎপর্য নেই, যখন ঈশ্বর আমাদের পরমাত্মা ও চিৎ-পুরুষ রূপে কাজের ভার নেন তখন সকল কিছুই সম্ভব এবং যা কিছু পূর্বে করা হয়েছে এবং পরে তিনি করবেন সে সব তাঁর অভ্রান্ত ও পূর্বদর্শী দেশনার অংশ, আর তাদের অভিপ্রেত লক্ষ্য হ'ল আমাদের যোগের ও আমাদের সিদ্ধির ও আমাদের জীবনকর্মের সার্থকতা। পরতর জ্ঞান যতই উন্মুক্ত হয়, ততই এই শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর সঠিক প্রমাণিত হয়, আমরা সেই সব বড় ও ছোট তাৎপর্যগুলি দেখতে শুরু করি যেগুলি আমাদের সীমাবদ্ধ মানসিকতায় ধরা পড়ে নি, আর শ্রদ্ধা পরিণত হবে জ্ঞানে। তখন আমরা সন্দেহাতীত-ভাবে দেখব যে সকল কিছুই ঘটে একমাত্র সংকল্পের কর্মপ্রণালীর ভিতরে, এবং ঐ সংকল্প আবার প্রজ্ঞা কারণ ইহা সর্বদাই বিকশিত করে জীবনের ভিতর আত্মা ও প্রকৃতির সত্যকার বিভিন্ন কর্মধারা। সত্তার সম্মতির, শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা হবে যখন আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করি, আর অনুভব করি যে আমাদের সকল অস্তিত্ব ও চেতনা ও মনন ও সংকল্প ও ক্রিয়া ঈশ্বরের হাতে, আর সকল বিষয়ে এবং আমাদের আত্মা ও প্রকৃতির প্রতি অংশ দিয়ে সম্মতি দিই পরম চিৎ-পুরুষের প্রত্যক্ষ ও বিশ্বগত ও অধিষ্ঠাতা সংকল্পে। আর শ্রদ্ধার ঐ শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি আবার হবে এক দিব্য বীর্যের সুযোগ ও সুষ্ঠু ভিত্তিঃ যখন ইহা সম্পূর্ণ হবে তখন ইহা প্রতিষ্ঠিত করবে জ্যোতির্ময় অতিমানসিক মহাশক্তির বিকাশ ও অভিব্যক্তি ও বিভিন্ন কর্ম।

১৯ অধ্যায়

অতিমানসের স্বরূপ

যোগের উদ্দেশ্য হ'ল---সাধারণ মনের যে চেতনা প্রাণিক ও জড়ীয় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের অধীন এবং জন্ম ও মৃত্যু ও কাল ও মন, প্রাণ ও দেহের বিভিন্ন প্রয়োজন ও কামনার দ্বারা সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ তা থেকে মানবীয় সত্তাকে উত্তোলন করা চিৎ-পুরুষের চেতনায় যা নিজের আত্মায় মুক্ত এবং মন, প্রাণ ও দেহের অবস্থাগুলিকে ব্যবহার করে চিৎ-পুরুষের স্বীকৃত বা স্বয়ং-নির্বাচিত ও আত্ম-রূপায়ণকারী নির্ধারণরূপে আর সে সবকে ব্যবহার করে স্বচ্ছন্দ আত্ম-জ্ঞানে, সত্তার স্বচ্ছন্দ সংকল্প ও শক্তিতে, সত্তার স্বচ্ছন্দ আনন্দে। যে সাধারণ মর মনে আমরা বাস করি এবং যোগের সর্বোত্তম ফল স্বরূপ আমাদের দিব্য ও অমর সত্তার যে আধ্যাত্মিক চেতনা---এই দুয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য ইহাই। ইহা এমন এক আমূল রূপান্তর যা সেই পরিবর্তনের মতোই মহান---ও তার চেয়ে মহত্তর---যে পরিবর্তন আমাদের ধারণায় বিবর্তনমূলক প্রকৃতি করেছে প্রাণিক পশু-চেতনা থেকে পূর্ণ মানসিকভাবাপন্ন মানবচেতনায় সংক্রমণে। পশুর সচেতন প্রাণিক মন আছে কিন্তু ইহার মধ্যে উচ্চতর কোনো কিছুর যা কিছু সূত্রপাত থাকুক না কেন তা শুধু সেই বুদ্ধির এক প্রাথমিক আভাস, এক স্থূল ইঙ্গিত যা মানবের মাঝে হ'য়ে ওঠে মানসিক অবধারণ, সংকল্প, ভাবাবেগ, সৌন্দর্যবোধ ও যুক্তিবুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি। মনের সব তীব্রতার দ্বারা মানব উচ্চে উন্নীত হ'য়ে ও গভীরতা পেয়ে নিজের মধ্যে মহৎ ও দিব্য এমন কিছুর কথা জানতে পারে যার দিকে এই সকলের টান, এমন কিছু যার সম্ভাবনা তার মধ্যে আছে কিন্তু যা সে এখনো হয় নি, আর সে তার মনের বিভিন্ন শক্তি, তার জ্ঞানের শক্তি, তার সংকল্পের শক্তি, তার ভাবাবেগ ও সৌন্দর্যবোধের শক্তি নিয়োগ করে তা খুঁজে বার করার জন্য, ইহা যা হ'তে পারে তা ধরার ও বোঝার জন্য, তা হবার জন্য এবং ইহার মহত্তর চেতনায়, আনন্দে, সত্তায় ও সর্বোচ্চ সম্ভূতির শক্তিতে পুরোপুরি থাকবার জন্য। কিন্তু সে তার সাধারণ মনে এই উচ্চতর অবস্থার যা পায় তা তার অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষের দীপ্তি, আলো, মহিমা

ও দিব্যত্বের শুধু এক বার্তা, এক প্রাথমিক আভাস, স্থূল ইঙ্গিত। এই যে মহত্তর বিষয় যা সে হ'তে সক্ষম, তাকে নিজের কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, দৃঢ় উপস্থিত করতে পারার পূর্বে এবং যা এখন তার কাছে বড় জোর এক ভাস্বর আস্পৃহা তাতে সম্পূর্ণ বাস করতে পারার পূর্বে তার নিকট যা দাবী করা হয় তা হ'ল তার সত্তার সকল অংশেরই সম্পূর্ণ রূপান্তর আধ্যাত্মিক চেতনার বিভিন্ন ছাঁচে ও করণে। তার কর্তব্য হ'ল এক অখণ্ড যোগের দ্বারা এক মহত্তর দিব্য চেতনায় সম্পূর্ণ বিকশিত ও উপচিত হবার সাধনা করা।

এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় যে সিদ্ধি-যোগ তাতে––যতদূর আমরা বিবেচনা করেছি––আছে মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রকৃতির এক প্রস্তুতিমূলক শুদ্ধি, অপরাপ্রকৃতির গ্রন্থিসমূহ থেকে মুক্তি, ও ফল-স্বরূপ, কামপুরুষের অজ্ঞানময় ও অশান্ত ক্রিয়ার সর্বদা অধীন যে অহমাত্মক অবস্থা তা সরিয়ে তার স্থলে এমন এক বিশাল ও দীপ্তিময় স্থিতিক সমত্ব অর্জন যা যুক্তিশক্তি, ভাবমানস, প্রাণমানস ও শারীরিক প্রকৃতিকে শান্ত করে আর আমাদের কাছে নিয়ে আসে চিৎ-পুরুষের শান্তি ও স্বাধীনতা; তাছাড়া ইহাতে অপরাপ্রকৃতির ক্রিয়ার পরিবর্তে স্ফুরন্তভাবে স্থাপিত করা হয় ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে পরমা ও বিশ্বাত্মিকা ভাগ-বতী শক্তির ক্রিয়া––এমন এক ক্রিয়া যার সম্পূর্ণ সম্পাদনের পূর্বে থাকা চাই প্রাকৃত করণসমূহের সিদ্ধি। আর যদিও এই সব বিষয় মিলিয়ে সমগ্র যোগ হয় না, তবু ইহারা বর্তমান সাধারণ চেতনা অপেক্ষা এমন অতীব মহত্তর কিছু যা তার ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক ও পরিচালিত হয় এক মহত্তর আলো, শক্তি ও আনন্দ দ্বারা; আর অতখানি সিদ্ধ করা হ'লে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষান্ত হওয়া ও দিব্য রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করা হ'য়েছে ভাবা সহজ হ'য়ে পড়ে।

যেমন আলোক বৃদ্ধি পায় তেমন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে; প্রশ্নটি এই––মানবীয় সত্তার মধ্যে যে ভাগবতী শক্তি কাজ করবে তা কিসের মাধ্যমে? সে কাজ কি সর্বদাই শুধু মনের মাধ্যমে ও মনোলোকে হবে, না এমন কোনো মহত্তর অতিমানসিক বিভাবনার মধ্যে হবে যা দিব্য ক্রিয়ার পক্ষে আরো উপযোগী এবং বিভিন্ন মানসিক কাজগুলি নিয়ে তাদের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি সর্বদা মনই করণ হয়, তাহ'লে যদিও আমরা জানতে পারব যে এক দিব্যতর শক্তি আমাদের সকল আন্তর ও বাহ্য

মানুষী ক্রিয়া প্রবর্তন ও পরিচালনা করছে, তাহ'লেও, ইহাকে তার জ্ঞান, সংকল্প, আনন্দ ও বাকী সব কিছুকে রূপ দিতে হবে মানসিক আকারে, আর তার অর্থ সে সবকে রূপান্তরিত করা এমন এক নিম্ন প্রকারের ব্যাপ্রিয়ায় যা দিব্য চেতনা ও ইহার শক্তির স্বকীয় পরম কার্যধারা থেকে ভিন্ন। নিজের সীমার মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন, শুদ্ধ, মুক্ত, সিদ্ধ মন যতদূর সম্ভব আসতে পারে এক অবিকল মানসিক রূপের নিকট কিন্তু আমরা দেখব যে মোটের উপর ইহা এক আপেক্ষিক অবিকলতা ও অপূর্ণ সিদ্ধি। মনের স্বরূপ এমনই যে ইহা সম্পূর্ণ সঠিক যথার্থতার সহিত রূপান্তর করতে অথবা দিব্য জ্ঞান, সংকল্প ও আনন্দের একীভূত সম্পূর্ণতায় কাজ করতে অক্ষম, কারণ ইহা হ'ল বিভাজনের ভিত্তিতে সান্তের সব বিভাজন নিয়ে কাজ করার যন্ত্র, সেজন্য ইহা এক গৌণ যন্ত্র এবং যে নিম্ন গতিবিধির মধ্যে আমাদের বাস তার জন্য এক প্রকার প্রতিনিধি। মন অনন্তকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম, তার মধ্যে ইহা নিজেকে লীন করতে সক্ষম, বিশাল নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা তার মধ্যে বাস করতে সক্ষম, তার আভাসনগুলি নিয়ে সে সবকে তার নিজের ধরণে কর্মে ফুটিয়ে ওঠাতে সক্ষম,---তবে তার এই ধরণ সর্বদাই আংশিক, গৌণ ও অল্পবিস্তর বিকৃতির অধীন---কিন্তু নিজের জ্ঞানে কর্মরত অনন্ত চিৎ-পুরুষের প্রত্যক্ষ ও সিদ্ধ যন্ত্র হ'তে ইহা নিজে অক্ষম। যে দিব্য সংকল্প ও প্রজ্ঞা অনন্ত চেতনার ক্রিয়া সংগঠন করে এবং সকল বিষয় নির্ধারণ করে চিৎ-পুরুষের সত্য ও ইহার অভিব্যক্তির বিধান অনুযায়ী তা মানসিক নয়, তা অতিমানসিক, আর এমন কি তার যে বিভাবনা মনের সবচেয়ে নিকটবর্তী তা-ও তার আলো ও শক্তিতে মানসিক চেতনার তত বেশী ঊর্ধ্বে যেমন মানবের মানসিক চেতনা নিম্নসৃষ্টির প্রাণিক মনের ঊর্ধ্বে। প্রশ্ন হ'ল, সিদ্ধ মানবীয় সত্তা কতদূর সক্ষম নিজেকে মনের ঊর্ধ্বে তুলতে, অতিমানসিক সত্তার সহিত এক প্রকার মিশিয়ে-যাওয়া মিলনে প্রবেশ করতে, এবং নিজের মধ্যে রচনা করতে অতিমানসের স্তর, বিকশিত বিজ্ঞান যার রূপ ও শক্তির দ্বারা ভাগবতী শক্তি সরাসরি কাজ করতে সক্ষম---তবে মানসিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নয়, তাঁর অতিমানসিক প্রকৃতিতে সংহতভাবে।

এই বিষয়টি আমাদের ভাবনা ও অনুভূতির সাধারণ ধারা থেকে এত দূরবর্তী যে এখানে প্রথম বলা প্রয়োজন---বিশ্ব বিজ্ঞান বা দিব্য

অতিমানস কি, কেমন ক'রে ইহা বিশ্বের বাস্তব গতিবিধির মধ্যে প্রতিভাত হয় এবং মানবের বর্তমান মনস্তত্ত্বের সহিত ইহার বিভিন্ন সম্বন্ধ কি কি। তখন ইহা সুস্পষ্ট হবে যে যদিও অতিমানস আমাদের বুদ্ধির কাছে যুক্তির অতীত এবং ইহার সব কর্মপ্রণালী আমাদের বোধের পক্ষে গুহ্য তবু ইহা অযৌক্তিকভাবে রহস্যময় কিছু নয়, বরং ইহার অস্তিত্ব ও উদ্‌বর্তন অস্তিত্বের স্বরূপের যুক্তিসিদ্ধ আবশ্যিক তত্ত্ব—অবশ্য যদি আমরা স্বীকার করি যে শুধু জড় বা মন নয়, চিৎ-পুরুষই মৌলিক সদ্‌-বস্তু এবং ইহাই সর্বত্র এক বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি। সকল বিষয়ই অনন্ত চিৎ-পুরুষের অভিব্যক্তি, আর তা হ'য়েছে ইহার নিজের সত্তার মধ্য থেকে, নিজের চেতনার মধ্য থেকে এবং ঐ চেতনার আত্ম-বাস্তবকারী, আত্ম-নির্ধারক, আত্ম-সার্থককারী শক্তির দ্বারা। বলা যায় যে অনন্ত ইহার নিজের সত্তার বিধান বিশ্বের মধ্যে সংগঠন করে নিজের আত্ম-জ্ঞানের শক্তির দ্বারা, আর এ বিশ্ব যে শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের নিকট উপস্থিত জড় বিশ্ব তা নয়, ইহার পিছনে অস্তিত্বের অন্যান্য লোকের উপর যা কিছু আসে সে সবও। সব কিছু সংগঠিত হয় ইহার দ্বারা, তবে কোনো নিশ্চেতন আবশ্যিক নিয়মবশে নয়, অথবা মানসিক কল্পনা বা খেয়াল মতো নয়, তা হয় ইহার নিজের অনন্ত আধ্যাত্মিক স্বাধীনতায়, ইহার সত্তার আত্ম-সত্য অনুযায়ী, ইহার অনন্ত সব যোগ্যতা অনুযায়ী এবং ঐসব যোগ্যতার মধ্য থেকে ইহার আত্ম-সৃষ্টির সংকল্প অনুযায়ী; আর এই আত্ম-সত্যের বিধানই সেই আবশ্যিক তত্ত্ব যা প্রতি সৃষ্ট বিষয়কে বাধ্য করে তার স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করতে ও বিকশিত হ'তে। যে তত্ত্ব এইভাবে নিজের অভিব্যক্তি সংগঠন করে তাকে বলা যেতে পারে দিব্যবুদ্ধি যদিও এই নাম পর্যাপ্ত নয়, অথবা শব্দব্রহ্ম; যে মানসিক বুদ্ধি আমাদের কাছে চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধ মাত্রা ও প্রকাশ তা অপেক্ষা *এই দিব্যবুদ্ধি স্পষ্টতঃই* অনন্তগুণ মহত্তর, জ্ঞানে আরো প্রসারিত, আত্ম-শক্তিতে অমোঘ ইহার আত্ম-অস্তিত্বের আনন্দে এবং ইহার সক্রিয় সত্তার ও কর্মের আনন্দে—উভয়েতেই আরো বিশাল। এই যে বুদ্ধি নিজে অনন্ত অথচ স্বচ্ছন্দভাবে সংগঠন করে ও নিজের আত্ম-সৃষ্টিতে ও সব কর্মে আত্ম-নির্ধারক ও সংহত তাকে-ই আমরা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য নাম দিতে পারি দিব্য অতিমানস বা বিজ্ঞান।

এই অতিমানসের মূল স্বরূপ এই যে ইহার সকল জ্ঞানই মূলতঃ

তাদাত্ম্য ও একত্বের দ্বারা জ্ঞান, আর এমন কি যখন ইহা নিজের মধ্যে অসংখ্য আপতিক বিভাজন ও পার্থক্যসূচক পরিবর্তন করে, তখনো ইহার বিভিন্ন ক্রিয়াধারায়, এমন কি এই সব বিভাজনেও যে সকল জ্ঞান সক্রিয় তারও প্রতিষ্ঠা এই তাদাত্ম্য ও একত্বের দ্বারা প্রাপ্ত পূর্ণজ্ঞান আর ইহার দ্বারাই এই জ্ঞান পুষ্ট ও আলোকিত ও পরিচালিত। পরম চিৎ-পুরুষ সর্বত্রই এক, এবং সকল বিষয়কেই জানে নিজ ব'লে ও নিজের মধ্যে, সুতরাং ইহা সে সবকে সর্বদাই দেখে এবং সেজন্য তাদের জানে ঘনিষ্ঠভাবে, সম্পূর্ণভাবে, যেমন তাদের অবভাসে তেমন তাদের সদ্-বস্তুতে, তাদের সত্যে, তাদের বিধানে, তাদের প্রকৃতি ও তাদের বিভিন্ন কর্মধারার সম্পূর্ণ আন্তরভাবে, অর্থে ও আকারে। যখন ইহা জ্ঞানের বিষয় হিসাবে কোনো বিষয় দেখে, তখনো ইহা তাকে দেখে নিজ ব'লে ও নিজের মধ্যে, ইহা যে তাকে নিজ থেকে ভিন্ন কিছু অথবা নিজ থেকে বিভক্ত কিছু দেখে তা নয়, আর এই কারণে ইহা যে প্রথমে মনের মতো প্রকৃতি, গঠন ও কর্মধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ হবে ও সে সব সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে হবে তা নয়; মন প্রথমে তার বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, তাকে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে হয় কারণ ইহা তার বিষয় থেকে বিভক্ত থাকে ও তাকে মনে করে, অনুভব করে ও তার সম্মুখীন হয় যেন বিষয়টি ইহা থেকে অন্য কিছু ও ইহার আপন সত্তার বাহিরে। আমাদের আপন প্রত্যক্‌বৃত্ত অস্তিত্ব ও ইহার বিভিন্ন গতিবিধি সম্বন্ধে আমাদের যে মানসিক সংবিৎ তা-ও ঠিক এই তাদাত্ম্য ও আত্ম-জ্ঞান নয়, যদিও এই সবই ইহা নির্দেশ করে, কারণ মন যা দেখে তা আমাদের সত্তার মানসিক আকৃতি মাত্র, আমাদের সত্তার অন্তরতম অংশ বা সমগ্র নয়, আর আমাদের কাছে যা প্রতিভাত হয় তা শুধু আমাদের আত্মার এক আংশিক, গৌণ ও বাহ্য ক্রিয়া; সে সময় আমাদের আপন অস্তিত্বের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা নিগূঢ়ভাবে নির্ধারক অংশগুলি আমাদের মানসিকতার কাছে গুহ্য। মনোময় পুরুষের যা নেই, অতিমানসিক চিৎ-পুরুষের তা আছে অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে ও ইহার সকল বিশ্ব সম্বন্ধে ও বিশ্বের মধ্যে যে সকল বিষয় ইহার সৃষ্টি ও আত্ম-আকৃতি সে সব সম্বন্ধে ইহার প্রকৃত জ্ঞান আছে কারণ ইহাই অন্তরতম ও সমগ্র জ্ঞান।

পরম অতিমানসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান, কারণ ইহা সমগ্র জ্ঞান। প্রথমতঃ ইহার এক বিশ্বাতীত দর্শন থাকে

আর বিশ্বকে ইহা শুধু যে বিশ্বসংজ্ঞায় দেখে তা নয়, ইহা বিশ্বকে দেখে—যে পরম ও নিত্য সদ্-বস্তু থেকে ইহার উৎপত্তি ও যার বহিঃপ্রকাশ ইহা তার সহিত ইহার সঠিক সম্বন্ধে। ইহা বিশ্বপ্রকাশের আন্তরভাব ও সত্য ও সমগ্র অর্থ জানে কারণ যাকে ইহা আংশিক ভাবে প্রকাশ করে তার সমগ্র স্বরূপতত্ত্ব ও সকল অনন্ত সদ্-বস্তু এবং তার পরিণামস্বরূপ সকল সতত যোগ্যতা তার জানা। ইহা আপেক্ষিককে সঠিক ভাবে জানে কারণ ইহা সেই পরম অনপেক্ষ তত্ত্ব ও ইহার সকল অনপেক্ষ তত্ত্বগুলি জানে যাদের দিকে ঐ আপেক্ষিকগুলি নির্দেশ করে এবং যাদের আংশিক বা পরিবর্তিত বা চাপা আকার তারা। দ্বিতীয়তঃ ইহা বিশ্বময় ও যা সব ব্যষ্টি সে সবকে দেখে যেমন তার ব্যষ্টি সংজ্ঞায় তেমন তার বিশ্ব সংজ্ঞায় এবং এই সব ব্যষ্টি আকারকে ধারণ করে বিশ্বের সহিত তাদের সঠিক ও সম্পূর্ণ সম্বন্ধে। তৃতীয়তঃ ব্যষ্টি বিষয়গুলি সম্বন্ধে পৃথক পৃথকভাবে ইহার দৃষ্টি সমগ্র, কারণ ইহা প্রতি ব্যষ্টিকে জানে তার অন্তরতম স্বরূপে যার পরিণাম হ'ল বাকী সব, আবার ইহা তাকে জানে তার সমগ্রতায় যা তার সম্পূর্ণ আকার, আবার ইহা ব্যষ্টিকে জানে তার বিভিন্ন অংশে এবং তাদের পারস্পরিক সংযোগে ও নির্ভরতায় আবার অন্যান্য বিষয়ের সহিত ব্যষ্টির সংযোগে ও তাদের উপর তার নির্ভরতায় এবং বিশ্বের সমগ্র গূঢ় ও বাহ্য অর্থের সহিত ব্যষ্টির যোগসূত্রেও ইহা ব্যষ্টিকে জানে।

অপর পক্ষে মন এই সব দিকে সীমিত ও অশক্ত। পরম অনপেক্ষ তত্ত্ব সম্বন্ধে মন যখন তার বুদ্ধির প্রসারের দ্বারা ভাবনা ধারণ করে, এমন কি তখনো ইহা তার সহিত তাদাত্ম্যে আসতে সক্ষম হয় না, ইহা শুধু পারে তার মধ্যে অন্তর্হিত হ'তে মূর্ছা অথবা নির্বাণের মধ্যে : কতকগুলি অনপেক্ষ তত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা শুধু এক প্রকার বোধ বা বার্তা পেতে সক্ষম আর মানসিক ভাবনার দ্বারা ইহা এই সব তত্ত্বগুলিকে এক আপেক্ষিক আকারে স্থাপন করে। ইহা বিশ্বসত্তাকে ধরতে অক্ষম, ইহা শুধু তার এক ভাবনা পায় ব্যষ্টির প্রসারের দ্বারা অথবা আপাতভাবে পৃথক বিষয়সমূহের সমবায়ের দ্বারা এবং সেজন্য ইহাকে দেখে হয় এক অস্পষ্ট অনন্ত বা নির্বিশেষ বা অর্ধ-সবিশেষ বৃহত্ত্ব হিসাবে আর না হয় ইহাকে দেখে শুধু এক বাহ্য ব্যবস্থায় অথবা নির্মিত আকারে। বিশ্বসত্তার যে অবিভাজ্য সত্তা ও ক্রিয়া ইহার প্রকৃত সত্য তা মনের গ্রহণশক্তিতে ধরা

পড়ে না কারণ ইহার বিভাজনগুলিকে একক হিসাবে নিয়ে ইহা বিশ্লেষণ-মূলকভাবে চিন্তা করে এবং সমন্বয়ীভাবে চিন্তা করে এই সব এককের সমবায়ের দ্বারা কিন্তু স্বরূপগত একত্ব ধারণে ও ইহার সংজ্ঞায় সম্পূর্ণ চিন্তা করতে ইহা অক্ষম যদিও ইহা হয়ত তার ভাবনা ও কতকগুলি গৌণ ফল পায়। আবার, এমন কি ইহা ব্যষ্টি ও আপতিক পৃথক বিষয়কেও প্রকৃত ও সম্পূর্ণভাবে জানতে অক্ষম কারণ ইহা চলে সেই একই পথে—বিভিন্ন অংশে ও অবয়ব ও গুণের বিশ্লেষণের দ্বারা এবং সে সবের সমবায়ের দ্বারা আর এই ভাবে ইহা তার এমন একটা ব্যবস্থা খাড়া করে যা শুধু তার বাহ্য আকার। ইহা তার বিষয়ের স্বরূপগত অন্তরতম সত্যের সংবাদ পেতে পারে, কিন্তু তার এ ক্ষমতা নেই যে ইহা ঐ স্বরূপগত জ্ঞানের মধ্যে সর্বদা ও জ্যোতির্ময়ভাবে বাস করবে এবং ঐ ক্ষমতাও নেই যে ইহা বাকী সবের উপর ভিতর থেকে বাহিরের দিকে এমনভাবে কার্যকরী হবে যাতে বাহ্য অবস্থাগুলিকে দেখা যেতে পারে তাদের অন্তরঙ্গ সত্যতায় ও অর্থে আর যে আধ্যাত্মিক কিছু বিষয়টির সদ্-বস্তু তার অনিবার্য ফল ও প্রকাশ ও রূপ ও ক্রিয়া হিসাবে। মনের পক্ষে এই সব করা অসম্ভব, সে পারে শুধু এ সবের জন্য প্রয়াস করতে ও তাদের এক আকার দিতে, কিন্তু ইহারা অতিমানসিক জ্ঞানের স্বগত ও স্বাভাবিক।

এই প্রভেদ থেকে অতিমানসের যে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য উদিত হয় ও যা থেকে আমরা এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ব্যবহারিক পার্থক্য পাই তা এই যে ইহা সরাসরি সত্যজ্ঞ, অব্যবহিত, স্বগত ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের এক দিব্য শক্তি, এক দিব্যভাবনা যা সকল সদ্-বস্তুকে প্রদীপ্তভাবে ধারণ করে এবং অবিদ্যার শক্তি যে মন তার মতো জানা থেকে অজানায় যাবার জন্য সংকেত ও তর্কসম্মত অথবা অন্যান্য সোপানের উপর নির্ভর করে না। অতিমানস তার সকল জ্ঞান ধারণ করে নিজের মধ্যেই, নিজের শ্রেষ্ঠ দিব্য প্রজ্ঞায় সকল সত্যের চিরন্তন অধিকারী, আর এমনকি তার নিম্ন, সীমিত ও ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপগুলিতেও তার কাজ শুধু নিজের মধ্য থেকে সুপ্ত সত্য বাহিরে আনা—ইহা এমন এক অনুভব যাকে প্রাচীন মনীষীরা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন এই বলে যে সকল জানার যে প্রকৃত উৎস ও স্বভাব তাতে ইহা শুধু আন্তরভাবে অবস্থিত জ্ঞানের স্মৃতি। অতিমানস চিরন্তন ভাবে ও সকল স্তরে সত্যজ্ঞ এবং

মানসিক ও জড়ীয় স্তরেও গূঢ়ভাবে অবস্থিত, মানসিক অজ্ঞানতার সকল বিষয়কেই, এমন কি সর্বাপেক্ষা অন্ধকারময়, বিষয়গুলিকেও পর্যবেক্ষণ করে ও জানে, আর ইহার বিভিন্ন প্রণালী বোঝে ও তাদের পিছনে থাকে ও নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ মনের মধ্যে সব কিছুই আসে অতিমানস থেকে-- আর তা ইহা করবেই কারণ সব কিছু আসে চিৎ-পুরুষ থেকে। যা কিছু মানসিক সেসব অতিমানসিক সত্যের শুধু এক আংশিক, পরিবর্তিত, চাপা বা আধ-চাপা আকার, ইহার মহত্তর জ্ঞানের বিকৃতি অথবা গৌণ ও অপূর্ণ আকার। মন শুরু করে অজ্ঞানতা নিয়ে আর অগ্রসর হয় জ্ঞানের দিকে। বস্তুতঃ জড়বিশ্বে ইহার আবির্ভাব এমন এক প্রাথমিক ও বিশ্ব নিশ্চেতনা থেকে যা আসলে সর্ব-জ্ঞানী চিৎ-পুরুষের নিবর্তন তার নিজের তন্ময় আত্ম-বিস্মৃত শক্তিতে; এবং সেজন্য ইহা দেখা দেয় এক বিবর্তনমূলক ধারার অংশ হিসাবে, প্রথমে, ইহা প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়-সংবিতের দিকে এক প্রাণিক অনুভব, তারপর ইন্দ্রিয়-সংবিতে সমর্থ এক প্রাণিক মনের উদ্‌বর্তন, আর তা থেকে বিকশিত ভাবাবেগ ও কামনার মন, সচেতন সংকল্প, বর্ধিষ্ণু বুদ্ধি। আর প্রতি পর্যায় হ'ল নিগূঢ় অতিমানস ও চিৎ-পুরুষের মহত্তর চাপা শক্তির উদ্‌-বর্তন।

মানবের মন যা নিজের সম্বন্ধে ও ইহার ভিত্তি ও চারিদিককার বিষয় সম্বন্ধে গভীর চিন্তা ও সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান ও অবধারণে সমর্থ, সত্যে উপনীত হয় কিন্তু তার পটভূমিকা হ'ল আদি অজ্ঞানতা--ইহা এমন এক সত্য যা অনিশ্চয়তা ও প্রমাদের সতত ঘিরে-থাকা কুহেলিকার দ্বারা ক্লিষ্ট। ইহার নিশ্চিতভাবে জানা বিষয়গুলি আপেক্ষিক ও তাদের অধিকাংশই সংশয়ভরা নিশ্চিতবিষয়, আর না হয় স্বরূপগত অনুভূতি, নয় এমন এক অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ অনুভূতির শুধু সংশয়হীন আংশিক নিশ্চিত বিষয়। ইহা আবিষ্কারের পর আবিষ্কার করে, ভাবনার পর ভাবনা পায়, অনুভূতির পর অনুভূতি ও পরীক্ষণের পর পরীক্ষণ বৃদ্ধি পায়-- কিন্তু চলার পথে ইহা অনেক কিছু হারায়, ও বর্জন করে ও ভুলে যায় ও তাকে আবার অনেক ফিরে পেতে হয়--আর ইহার প্রয়াস হ'ল ইহা যা সব জানে তাদের মধ্যে এক সম্বন্ধ স্থাপন করা তর্কসম্মত ও অন্যান্য অনুক্রম, বিভিন্ন তত্ত্ব ও ইহাদের সব অধীন বিষয়, বিভিন্ন সামান্য ভাবনা ও ইহাদের প্রয়োগ খাড়া ক'রে আর এই সব উপায়ে ইহা এমন এক গঠন নির্মাণ করে যার মধ্যে ইহা মানসিকভাবে বাস করতে, বিচরণ করতে,

ও কর্ম ও উপভোগ ও পরিশ্রম ক'রতে সক্ষম। এই মানসিক জ্ঞান প্রসারে সর্বদাই সীমিত: শুধু তাই নয়, এসবের উপর ইহা এমন কি স্বেচ্ছাকৃত অন্যান্য বাধা খাড়া করে যেজন্য ইহা মতামতের মানসিক কৌশলের দ্বারা সত্যের কতকগুলি অংশ ও দিক গ্রহণ করে ও বাকী সব বাদ দেয়, কারণ যদি ইহা সকল ভাবনাকেই স্বচ্ছন্দ ভাবে আসতে ও কাজ করতে দিত, যদি ইহা সত্যের বিভিন্ন আনন্ত্যের কাছে নত হত, তাহ'লে ইহা নিজেকে হারিয়ে ফেলত সামঞ্জস্যহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে, অনির্দিষ্ট বিশালতার মধ্যে আর ইহার এমন শক্তি থাকত না যাতে ইহা কাজ ক'রে ব্যবহারিক পরিণাম ও ফলপ্রদ সৃজনে অগ্রসর হ'তে পারত। আর এমনকি যখন মানসিক জ্ঞান সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সম্পূর্ণ, তখনো ইহা এক পরোক্ষ জ্ঞান, এই জ্ঞান বিষয়ের স্বরূপের জ্ঞান নয়, এই জ্ঞান তার বিভিন্ন আকারের জ্ঞান, বিভিন্ন প্রতিরূপের এক পদ্ধতি, বিভিন্ন সংকেতের এক ব্যবস্থা--অবশ্য সেই সব ক্ষেত্রে তা নয় যেখানে কতকগুলি গতিবিধিতে ইহা নিজেকে ছাড়িয়ে, মানসিক ভাবনার উজানে আধ্যাত্মিক তাদাত্ম্যে যায়, তবে ইহা দেখে যে কতিপয় বিচ্ছিন্ন ও তীব্র আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছাড়া সেখানে যাওয়া অতীব দুরূহ অথবা জ্ঞানের এই সব বিরল তাদাত্ম্যের সঠিক ব্যবহারিক পরিণাম বাহির করা বা কার্যকরী করা বা সংগঠন করাও অতীব দুরূহ। এই গভীরতম জ্ঞানের আধ্যাত্মিক অবধারণ ও চরিতার্থসাধনের জন্য যুক্তিশক্তি অপেক্ষা এক মহত্তর শক্তি প্রয়োজনীয়।

একমাত্র অতিমানসই যা অনন্তের সহিত অন্তরঙ্গ এই কাজ করতে সক্ষম। অতিমানস সত্যের আন্তরভাব ও স্বরূপ, মুখমণ্ডল ও দেহ, ফল ও ক্রিয়া, বিভিন্ন তত্ত্ব ও অধীন বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে দেখে এক অবিভাজ্য সমগ্র হিসাবে, আনুষঙ্গিক ফলগুলি উৎপন্ন করে স্বরূপগত জ্ঞানের শক্তিতে, চিৎ-পুরুষের বিভিন্ন বৈচিত্র্য সাধন করে তার সব তাদাত্ম্যের আলোয়, ইহার আপতিক বিভাজনগুলি সৃষ্টি করে ইহার একত্বের সত্যে। অতিমানস ইহার আপন সত্যের জ্ঞাতা ও স্রষ্টা, মানবের মন যে জ্ঞাতা ও স্রষ্টা তা শুধু মিশ্রিত সত্য ও প্রমাদের অর্ধ-আলোকে ও অর্ধ-অন্ধকারে, আর তাছাড়া ইহা এমন এক বিষয়ের স্রষ্টা যা ইহা তার চেয়ে মহত্তর ও অতীত কিছু থেকে পায় পরিবর্তিত, রূপান্তরিত ও হ্রস্বীকৃত অবস্থায়। মানব এমন এক মানসিক চেতনার মধ্যে বাস করে যার

একদিকে আছে এক বিশাল অবচেতনা যা তার দৃষ্টিতে এক অন্ধকারময় নিশ্চেতনা ও অন্যদিকে আছে এমন এক বিশালতর অতিচেতনা যাকে সে অপর এক তবে জ্যোতির্ময় নিশ্চেতনারূপে নিতে প্রবণ কারণ চেতনা সম্বন্ধে তার ভাবনা তার নিজের যে মধ্যবর্তী সংজ্ঞা অর্থাৎ মানসিক ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ও বুদ্ধি তার মধ্যেই নিবদ্ধ। ঐ জ্যোতির্ময় অতিচেতনার মধ্যেই অতিমানস ও চিৎ-পুরুষের বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান।

আবার যেহেতু অতিমানস যেমন জানে তেমন কর্ম ও সৃষ্টি করে সেহেতু ইহা যে শুধু এক প্রত্যক্ষ সত্য-চেতনা তা নয়, ইহা আবার এক প্রদীপ্ত, প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত সত্য-সংকল্প। আত্ম-জ্ঞানী চিৎ-পুরুষের সংকল্পের ভিতর ইহার সংকল্প ও ইহার জ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ, বিভাজন বা প্রভেদ নেই, আর থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক সংকল্প হ'ল চিৎ-পুরুষের চিন্ময় সত্তার তপঃ অথবা প্রবুদ্ধ শক্তি যা তার অন্তঃস্থ বিষয়কে অভ্রান্তভাবে সফল করে; বিষয়সমূহ কাজ করে তাদের আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী, ক্রিয়াশক্তি ফল ও ঘটনা উৎপন্ন করে তার অন্তঃস্থ শক্তি অনুযায়ী, ক্রিয়া এমন ফল ও ঘটনা সৃষ্টি করে যা তার স্বভাব ও অভিপ্রায়ের মধ্যে নিহিত থাকে; এই সবের এই যে অভ্রান্ত কার্যপ্রণালী ইহাকে আমরা তার বিভিন্ন দিকে নানা নাম দিই,--প্রকৃতি, কর্ম, নিয়তি ও ভাগ্যের বিধান। মনের কাছে এই সব বিষয় তার বাহিরে বা উর্ধ্বে অবস্থিত এমন এক শক্তির কর্ম যার মধ্যে ইহা নিজেই নিগৃহিত, আর ইহা হস্তক্ষেপ করে শুধু এক সহায়কর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দিয়ে; এই প্রচেষ্টা কতকটা লক্ষ্যে যায় ও সফল হয়, কতকটা বিফল হয় ও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় আর এমন কি সফল হ'লেও ইহার সফলতা বেশীর ভাগই নষ্ট হয় এমন সব ফলের জন্য যেগুলি তার অভিপ্রায় থেকে ভিন্ন অথবা অন্ততঃ মহত্তর ও আরো সুদূর-প্রসারী। মানবের সংকল্প কাজ করে অজ্ঞানতার মাঝে আর তা হয় এমন এক আলোর দ্বারা অথবা প্রায়শঃই আলোকের এমন চঞ্চল শিখার দ্বারা যা যেমন উজ্জ্বল করে তেমন বিভ্রান্ত করে। তার মন এক অজ্ঞানতা যা চেষ্টা করে জ্ঞানের বিভিন্ন মান খাড়া করতে, তার সংকল্প এক অজ্ঞানতা যা চেষ্টা করে ন্যায্যতার বিভিন্ন মান খাড়া করতে, আর তার ফলে তার সমগ্র মানসিকতা এমন এক সংসার হ'য়েছে যা নিজের বিরুদ্ধেই বিভক্ত--ভাবনার সহিত ভাবনার বিরোধ, ন্যায্যতার বা বুদ্ধিগত জ্ঞানের আদর্শের সহিত প্রায়ই সংকল্পের

বিরোধ। সংকল্প নিজেই নানা আকার নেয়,—বুদ্ধির সংকল্প, ভাব-মানসের বিভিন্ন ইচ্ছা, প্রচণ্ড ভাবাবেগ ও প্রাণিক সত্তার বিভিন্ন কামনা, স্নায়বিক ও অবচেতন প্রকৃতির বিভিন্ন প্রবেগ ও অন্ধ বা অর্ধ-অন্ধ অদম্য-প্রবৃত্তি, আর এই সবে কখনই কোনো সামঞ্জস্য আসে না, তবে বড় জোর থাকে বিরোধের মধ্যে মিলনের এক অনিশ্চিত সন্ধি। মন ও প্রাণের সংকল্প হ'ল যথার্থ শক্তির, যথার্থ তপস্-এর অন্বেষণে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়ান, কিন্তু এই শক্তি, এই তপস্, তার সত্যকার ও সম্পূর্ণ আলোকে ও নির্দেশে পুরোপুরি পাওয়া যায় শুধু আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক সত্তার সহিত একত্বের দ্বারা।

অপরদিকে, অতিমানসিক প্রকৃতি যুক্তিপূর্ণ, সুসমঞ্জস ও এক, সেখানে সংকল্প ও জ্ঞান শুধু চিৎ-পুরুষের আলো ও চিৎ-পুরুষের শক্তি, শক্তি আলোকে সফল করে, আলো শক্তিকে দীপ্ত করে। সর্বোচ্চ অতি-মানসিকতায়, ইহারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিশিত, এমন কি পরস্পরের অনুবর্তী নয়, বরং ইহারা একই গতিধারা, সংকল্প নিজেকে দীপ্ত করে, জ্ঞান নিজেকে সার্থক করে, উভয়ে মিলিয়ে সত্তার একটিমাত্র ধারা। মন শুধু বর্তমানকে জানে, আর বাস করে তার এক বিচ্ছিন্ন গতিধারায়, যদিও তার প্রয়াস হ'ল অতীতকে স্মরণ করা ও ধরে রাখা আর ভবিষ্যৎকে পূর্বেই অনুমান করা ও প্রকাশ হ'তে বাধ্য করা। অতিমানসের ত্রিকালদৃষ্টি আছে; ইহা তিন কালকেই দেখে এক অবিভাজ্য গতি হিসাবে এবং আরো দেখে যে প্রত্যেকটির মধ্যে অন্য দুটি বর্তমান। ইহা সকল প্রবণতা, ক্রিয়া-শক্তি ও শক্তিকে জানে ঐক্যের বিচিত্র লীলা হিসাবে এবং পরস্পরের সহিত তাদের বিভিন্ন সম্বন্ধকে জানে অদ্বিতীয় চিৎপুরুষের একমাত্র গতিবিধিতে। সুতরাং অতিমানসিক সংকল্প ও ক্রিয়া হ'ল চিৎপুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-চরিতার্থকরা সত্যের সংকল্প ও ক্রিয়া, এক প্রত্যক্ষ ও সমগ্র জ্ঞানের সঠিক গতিবিধি যা তার সর্বোচ্চস্তরে অভ্রান্ত।

পরম ও বিশ্বাত্মক অতিমানস হ'ল মহেশ্বর ও স্রষ্টারূপী পরম ও বিশ্বাত্মক আত্মার সক্রিয় জ্যোতিঃ ও তপস্, ইহা তা-ই যাকে আমরা যোগে জানি দিব্য প্রজ্ঞা ও শক্তিরূপে, ঈশ্বরের সনাতন জ্ঞান ও সংকল্প হিসাবে। পরম সৎ-এর বিভিন্ন সর্বোচ্চ লোকে যেখানে সব কিছুই জানা যায় এবং সব কিছুই অভিব্যক্ত হয় একমাত্র অস্তিত্বের বিভিন্ন অস্তিত্ব ব'লে, একমাত্র চেতনার চেতনা ব'লে, একমাত্র আনন্দের আনন্দময়

আত্ম-সৃজন ব'লে, একমাত্র সত্যের বহু সত্য ও শক্তি ব'লে সেখানেই আছে তার আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক জ্ঞানের অক্ষত ও অখণ্ড বিলাস। আর আমাদের নিজেদের সত্তার অনুরূপ সব লোকে জীব আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক প্রকৃতির অংশ ভোগ করে এবং বাস করে তার আলোকে ও শক্তিতে ও আনন্দে। এই জগতের মধ্যে আমরা যা তার যতই সমীপে আমরা অবতরণ করি, ততই এই আত্ম-জ্ঞানের উপস্থিতি ও ক্রিয়া সংকীর্ণ হয়, তবে যখন অতিমানসিক প্রকৃতির ও ইহার জানার ও সংকল্প ও কাজ করার পদ্ধতির পূর্ণতা থাকে না তখনো তাতে স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সর্বদাই থাকে, কারণ ইহা তখনো বাস করে চিৎ-পুরুষের স্বরূপে ও দেহে। যখন আমরা জড়ের দিকে আত্মার অধোগতি অনুসরণ করি, তখন আমরা মনকে দেখি এমন এক উৎপন্ন বস্তু হিসাবে যা আত্মার পরিপূর্ণতা থেকে, ইহার আলো ও সত্তার পরিপূর্ণতা থেকে দূরে চলে যায়, আর বাস করে বিভাজন ও বিচ্যুতির মাঝে, সূর্যের দেহে নয়, তবে প্রথমে ইহার সমীপবর্তী রশ্মিতে ও পরে ইহার দূরবর্তী রশ্মিতে। এক সর্বোচ্চ বোধিমানস আছে যা আরো কাছাকাছিভাবে অতিমানসিক সত্য গ্রহণ করে, কিন্তু এমনকি ইহাও এমন এক গঠন যা ঐ প্রত্যক্ষ ও মহত্তর প্রকৃত জ্ঞান প্রচ্ছন্ন করে। এক বুদ্ধিগত মন আছে যা এক দীপ্তিমান অর্ধ-অস্বচ্ছ ঢাকনা যা অতিমানসের জানা সত্যকে মাঝপথে রোধ করে এবং ইহাকে এমন এক বাতাবরণে প্রতিফলিত করে যা উজ্জ্বলভাবে বিকৃতি আনে ও চাপা দিয়ে পরিবর্তিত করে। আরো এক নিম্ন মন আছে যা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিত্তির উপর নির্মিত আর ইহার ও জ্ঞানসূর্যের মাঝে থাকে এক ঘন মেঘ, এক ভাবময় ও ইন্দ্রিয়বোধাত্মক কুহেলিকা ও বাষ্প আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ও আলোর খেলা। এক প্রাণিক মন আছে যা এমন কি বুদ্ধিগত সত্যেরও আলো থেকে বঞ্চিত এবং আরো নীচে অবমানসিক প্রাণে ও জড়ে চিৎ-পুরুষ নিজেকে সম্পূর্ণ নিগূহিত করে যেন নিদ্রা ও রাত্রির মধ্যে---এ নিদ্রা মগ্ন থাকে এক অস্পষ্ট অথচ তীব্র স্নায়বিক স্বপ্নে, এই রাত্রি হ'ল নিদ্রার মধ্যে বিচরণ-করা এক যান্ত্রিক ক্রিয়া-শক্তির রাত্রি। এই নিম্নতম অবস্থার মধ্য থেকে চিৎ-পুরুষের পুনঃ-বিবর্তনের মাঝে আমরা নিজেদের দেখি নিম্ন সৃষ্টির উচ্চে, নিজেদের মধ্যে এই সব তুলে নিয়েছি এবং আমাদের আরোহণে এ পর্যন্ত পৌঁছেছি শুধু সু-বিকশিত মানসিক যুক্তিশক্তির আলোতে। চিৎ-পুরুষের আত্ম-জ্ঞানের ও

প্রদীপ্ত সংকল্পের বিভিন্ন পূর্ণ শক্তি এখনো আমাদের নাগালের বাইরে——সে সব আছে মন ও যুক্তিশক্তির উপরে অতিমানসিক প্রকৃতিতে।

যদি এই হয় যে অতিমানস সর্বত্র, এমন কি জড়েও অবস্থিত——বস্তুতঃ জড় নিজেই চিৎ-পুরুষের শুধু এক অন্ধকারময় রূপ, আর যদি অতিমানস চিৎ-পুরুষের সর্ব-ব্যাপী আত্ম-জ্ঞানের এমন বিশ্বশক্তি হয় যা সত্তার সকল অভিব্যক্তি সংগঠন করে, তাহ'লে জড়ে এবং সর্বত্র এক অতিমানসিক ক্রিয়া উপস্থিত থাকতে বাধ্য আর ইহা অন্য এক নিম্ন ও আরো আচ্ছন্ন প্রকারের ক্রিয়াধারার দ্বারা যতই প্রচ্ছন্ন হ'ক না কেন, তবু যখন আমরা নিবিষ্টভাবে দেখি তখন আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃতপক্ষে অতিমানসই জড়, প্রাণ, মন ও যুক্তিশক্তি সংগঠন করে। আর বাস্তবিকপক্ষে এই জ্ঞানের দিকেই আমরা এখন অগ্রসর হচ্ছি। এমনকি, প্রাণ, জড় ও মনে দৃঢ়স্থায়ী এমন এক সুস্পষ্ট অন্তরঙ্গ ক্রিয়া আছে যা স্পষ্টতঃই অতিমানসিক ক্রিয়া, তবে নিম্ন মাধ্যমের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী মন্দীভূত, আর ইহাকেই আমরা বলি বোধি কারণ তার সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বয়ং-ক্রিয় জ্ঞান,——প্রকৃতপক্ষে এমন এক দর্শন যার উৎপত্তি হয়েছে জ্ঞানের বিষয়ের সহিত কোনো নিগূঢ় তাদাত্ম্য থেকে। কিন্তু যাকে আমরা বোধি বলি তা অতিমানসের উপস্থিতির শুধু এক আংশিক সংকেত, আর যদি আমরা এই উপস্থিতি ও শক্তিকে তার প্রশস্ততম প্রকৃতিতে বিবেচনা করি আমরা দেখব যে ইহা এক প্রচ্ছন্ন অতিমানসিক শক্তি যার মধ্যে আত্ম-সচেতন জ্ঞান নিহিত ও যা জড়-শক্তির সমগ্র ক্রিয়া অনুপ্রাণিত করে। যাকে আমরা প্রকৃতির নিয়ম বলি তাকে নির্ধারণ করে ইহাই, প্রতি বিষয়ের নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা তার ক্রিয়া রক্ষা করে এবং ইহাই সমগ্রকে সুসমঞ্জস ও বিকশিত করে; তা না হ'লে এসব এমন এক আকস্মিক সৃষ্টি হ'ত নির্ঋতির মধ্যে যে কোনো মুহূর্তে যার ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। প্রকৃতির সকল নিয়ম এমন এক বিষয় যা তার ক্রিয়াধারার রীতিতে সঠিক, কিন্তু তবু ঐ রীতির কারণের দিক থেকে এবং বিধির মাপের সমবায়ের অভি-যোজনের, ফলের স্থিরতার কারণের দিক থেকে ইহা এমন বিষয় যার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, প্রতিপদে আমরা দেখি ইহার রহস্য ও অলৌকিকতা, আর তা হ'তে বাধ্য কারণ হয় ইহা এমন কিছু যা তার নিয়মিত কার্য্যেও অযৌক্তিক ও আকস্মিক, আর না হয় ইহা বুদ্ধির অতীত কিছু, এমন

কিছু যার সত্য আমাদের বুদ্ধির তত্ত্ব অপেক্ষা মহত্তর কোনো তত্ত্বের অন্তর্গত। ঐ তত্ত্ব হ'ল অতিমানসিক তত্ত্ব; অর্থাৎ প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন রহস্য হ'ল চিৎ-পুরুষের স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্যের অনন্ত যোগ্যতার মধ্য থেকে এমন কিছুর সংগঠন যার স্বরূপ পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয় শুধু সেই আদি জ্ঞানের কাছে যার উৎপত্তির ও ক্রিয়ার কারণ হ'ল এক মৌলিক তাদাত্ম্য, চিৎ-পুরুষের নিত্য আত্ম-অনুভব। প্রাণেরও সকল ক্রিয়া এবং মন ও যুক্তি-শক্তিরও সকল ক্রিয়া এই প্রকারের—যুক্তিশক্তিই সত্তার এক মহত্তর যুক্তি-শক্তি ও বিধানের ক্রিয়া প্রথম সর্বত্র অনুভব করে, ও চেষ্টা করে ইহাকে নিজের প্রত্যয়গত রচনার দ্বারা রূপ দিতে, যদিও ইহা সর্বদা বোঝে না যে কর্মরত বিষয়টি মানসিক বুদ্ধি নয়, অন্য কিছু, মানসিক শব্দব্রহ্ম নয়, অন্য কিছু। বাস্তবিকপক্ষে এই সব ক্রিয়াধারা তাদের গূঢ় পরিচালনায় আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক, কিন্তু তাদের প্রকাশ্য পদ্ধতিতে মানসিক, প্রাণিক ও ভৌতিক।

অতিমানসের এই যে গুহ্য ক্রিয়া তা বাহ্য জড়, প্রাণ, মনের অধিকারে নেই যদিও ইহা তাদের বিভিন্ন ক্রিয়ার উপর যে রীতি আরোপ করে তার দ্বারা ইহারা সর্বদাই অধিগত ও চলতে বাধ্য হয়। এমন কিছু আছে যার সম্বন্ধে আমরা কখন কখন বলতে চাই যে ইহা জড়শক্তি ও পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়াশীল বুদ্ধি ও সংকল্প (যদিও এই কথাগুলি ভুল মনে হয়, কারণ ইহা সত্যই আমাদের আপন বুদ্ধি ও সংকল্প নয়); আমরা ইহাকে বলতে পারি আত্ম-অস্তিত্বের কর্মরত গোপন বোধি; কিন্তু পরমাণু ও শক্তি ইহার কথা জানে না, ইহারা শুধু সেই জড়ের ও সামর্থ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেহ যা সৃষ্ট হ'য়েছিল তার আত্ম-অভিব্যক্তির প্রথম প্রয়াসের দ্বারা। এরূপ এক বোধি যে প্রাণের সকল ক্রিয়াতেই আছে তা আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয় কেননা ইহা আমাদের নিজেদের পর্যায়ের আরো সমীপবর্তী। আর যখন প্রাণ প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় ও মন বিকশিত করে, যেমন পশু-সৃষ্টিতে হয়, তখন আমরা আরো প্রত্যয়ের সহিত বলতে পারি যে এমন এক প্রাণিক বোধি আছে যা ইহার কার্যাবলীর পশ্চাতে অবস্থিত, আর পশুমনে আবির্ভূত হয় সহজাতসংস্কারের স্পষ্ট রূপে—এই সহজসংস্কার হ'ল পশুর মধ্যে স্থাপিত এক স্বয়ংক্রিয়া জ্ঞান, যা নিশ্চিত, প্রত্যক্ষ, স্বপ্রতিষ্ঠ, আত্ম-চালিত, আর যার অর্থ এই যে তার সত্তার কোথাও উদ্দেশ্য, সম্বন্ধ, বিষয় বা অর্থ সম্বন্ধে এক সঠিক জ্ঞান আছে।

ইহা প্রাণশক্তি ও মনের মধ্যে কাজ করে, কিন্তু তবু উপরতলার প্রাণ ও মন ইহার অধিকারী নয়, এবং ইহা কি করে সে সম্বন্ধে কোনো বিবরণ দিতে অক্ষম অথবা নিজের ইচ্ছা ও খুসীমতো শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রসারিত করতে সক্ষম নয়। এখানে আমরা দুটি জিনিস লক্ষ্য করি, প্রথম এই যে প্রকাশ্য বোধি কাজ করে শুধু সীমিত প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের জন্য আর প্রকৃতির অবশিষ্ট কার্যসমূহে দ্বিবিধ ক্রিয়া বর্তমান, একটি অনিশ্চিত ও উপরভাসা চেতনা সম্বন্ধে অজ্ঞ, আর অপরটি অধিচেতন যাতে বোঝায় এক গূঢ় অবচেতন পন্থা। উপরভাসা চেতনা হাতড়ানো ও খোঁজায় পূর্ণ আর যতই প্রাণ তার পর্যায়ে ঊর্ধ্বে ওঠে ও তার বিভিন্ন সচেতন শক্তির ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে ততই ঐ অন্ধের মতো খোঁজা কম হওয়ার চেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়; কিন্তু অন্তঃস্থ গূঢ় আত্মা প্রাণিক মনের হাতড়ানো সত্ত্বেও সত্তার প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও নিয়তির জন্য যে প্রকৃতির ক্রিয়া ও ফল আবশ্যক তা নিশ্চিত করে। উত্তরোত্তর উচ্চ পর্যায়েও মানবীয় যুক্তিশক্তি ও বুদ্ধি পর্যন্ত ইহা চলতে থাকে।

মানবের সত্তাও বিভিন্ন শারীরিক, প্রাণিক, ভাবময়, চৈত্য ও স্ফুরন্ত সহজসংস্কার ও বোধিতে পূর্ণ কিন্তু পশুর মতো মানব তাদের উপর নির্ভর করে না——যদিও পশু ও নিম্ন সৃষ্টি অপেক্ষা তার মাঝে সে সবের ক্ষেত্র আরো অনেক বেশী বিস্তৃত ও ক্রিয়া আরো বিশাল হ'তে সমর্থ, আর তার কারণ হ'ল সত্তা সম্বন্ধে তার মহত্তর বাস্তব বিবর্তনমূলক বিকাশ এবং বিকাশের আরো অধিক যোগ্যতা। সে এসবকে চেপে রেখেছে, পুষ্টি না দিয়ে তাদের পূর্ণ ও প্রকাশ্য ক্রিয়া বন্ধ করেছে——তবে এই সামর্থ্য-গুলি যে ধ্বংস হ'য়েছে তা নয়, ইহাদের বরং পিছনে ধরে রাখা হয়েছে অথবা অধিচেতনার মধ্যে আবার ফেলে দেওয়া হ'য়েছে——আর ইহার ফলে, ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে পশু অপেক্ষা তার সত্তার এই নিম্ন অংশ নিজের সম্বন্ধে অনেক কম নিশ্চিত, তার প্রকৃতির নির্দেশ সম্বন্ধে অনেক কম আস্থাবান এবং তার বৃহত্তর ক্ষেত্রে অনেক বেশী অন্ধান্বেষী, স্খলন-শীল ও ভ্রান্তিপ্রবণ। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে মানবের প্রকৃত ধর্ম ও সত্তার বিধান হ'ল এক মহত্তর আত্ম-সচেতন অস্তিত্ব আস্পৃহা করা, আর আস্পৃহা করা এমন এক আত্ম-অভিব্যক্তি যা আর অস্পষ্ট থাকবে না, অথবা কোনো না-বোঝা রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না, বরং প্রদীপ্ত থাকবে, যা নিজেকে প্রকাশ করছে তার সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং সমর্থ

হবে ইহাকে আরো পূর্ণ ও আরো সুষ্ঠু প্রকাশ দিতে। এবং অবশেষে তার ধ্রুব চরম পরিণতি হবে তার মহত্তম ও প্রকৃত আত্মার সহিত নিজেকে এক করা এবং কাজ করা অথবা বরং ইহাকে কাজ করতে দেওয়া (কারণ তার প্রকৃত অস্তিত্ব হ'ল চিৎ-পুরুষের প্রকাশের এক করণগত রূপ) তার স্বতঃস্ফূর্ত পূর্ণ সংকল্পে ও জ্ঞানে। এই সংক্রমণের জন্য তার প্রথম করণ হ'ল যুক্তিশক্তি ও যুক্তিময় বুদ্ধির সংকল্প আর যতদূর পর্যন্ত ইহার বিকাশ হ'য়েছে ততদূর পর্যন্ত সে তার জ্ঞান ও চলার জন্য ইহার উপর নির্ভর করতে এবং ইহাকে তার সত্তার বাকী অংশের নিয়ন্ত্রণ দিতে প্রবৃত্ত হয়। আর যুক্তিশক্তি যদি আত্মা ও চিৎ-পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিষয় এবং মহত্তম সু-পর্যাপ্ত সাধন হ'ত তাহ'লে সে সমর্থ হ'ত ইহার দ্বারা তার প্রকৃতির সকল গতিবিধিকে সম্পূর্ণভাবে জানতে ও সুষ্ঠুভাবে চালাতে। ইহা সে পুরোপুরি করতে অক্ষম কারণ তার আত্মা তার যুক্তিশক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর বিষয় আর যদি সে যুক্তিময় সংকল্প ও বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে সীমা-বদ্ধ করে, তাহ'লে সে তার আত্ম-বিকাশ, আত্ম-প্রকাশ, জ্ঞান, ক্রিয়া আনন্দের উপর প্রসারে ও প্রকারে উভয়ভাবেই আরোপ করে এক স্বেচ্ছাচারমূলক সীমাবন্ধন। তার সত্তার অন্যান্য অংশ আবার এক সম্পূর্ণ প্রকাশ চায় আত্মার বৃহত্ত্বে ও উৎকর্ষে আর তারা তা পায় না যদি যুক্তিময় বুদ্ধির অনমনীয় যন্ত্রের দ্বারা তাদের প্রকাশ অন্য প্রকারে পরিবর্তিত ও কর্তিত হয়, ছিন্ন ও স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে গঠিত ও যান্ত্রিকভাবাপন্ন করা হয়। যুক্তিশক্তির দেবতা, বুদ্ধিগত শব্দব্রহ্ম হ'ল মহত্তর অতিমানসিক শব্দব্রহ্মের শুধু এক আংশিক প্রতিনিধি ও স্থূলাভিষিক্ত বিষয়, আর তার কাজ হ'ল প্রাণীর জীবনের উপর এক প্রাথমিক আংশিক জ্ঞান ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা, কিন্তু প্রকৃত, অন্তিম ও সর্বাঙ্গীন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা যায় শুধু উদ্‌বর্তনের মধ্যে আধ্যাত্মিক অতিমানসের দ্বারা।

অপরা প্রকৃতিতে যে অতিমানস থাকে তার প্রবলতম রূপ হ'ল বোধি, সুতরাং স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি অতিমানসিক জ্ঞানের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেবার উপায় হ'ল বোধিমানসের বিকাশসাধন। মানবের সকল শারীরিক, প্রাণিক, ভাবময়, চৈত্য, স্ফুরন্ত প্রকৃতি হ'ল এই সব অংশের অধিচেতন বোধিময় আত্ম-সত্তা থেকে যে সব আভাসন ওঠে সে সবের উপরভাসা গ্রহণ এবং যে প্রকৃতি আন্তর শক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে আলোকিত হয়নি তার বাহ্য আকার ও সামর্থ্যের ক্রিয়ায়

সেই সব আভাসনগুলিকে ফলিত করার জন্য এক চেষ্টা যা সাধারণতঃ অন্ধ অন্বেষণ ও প্রায়ই কুটিলপথগামী। তারা কি পেতে চাইছে তা আবিষ্কার করার এবং তাদের আত্ম-প্রকাশের অভীষ্ট সিদ্ধিতে তাদের নিয়ে যাবার সর্বোত্তম সুযোগ যার আছে তা হ'ল বর্ধিষ্ণু বোধিমানস। যুক্তিশক্তি হ'ল উপরভাসা নিয়ামক বুদ্ধির দ্বারা সেই সব আভাসনের শুধু এক বিশেষ প্রকারের প্রয়োগ যেগুলি বাস্তবিকই আসে বোধিময় চিৎ-পুরুষের প্রচ্ছন্ন কিন্তু কখন কখন আংশিকভাবে প্রকাশ্য ও সক্রিয় সামর্থ্য থেকে। ইহার সকল ক্রিয়ার মধ্যেই তাদের উৎপত্তির আবৃত বা অর্ধ-আবৃত বিন্দুতে এমন কিছু থাকে যা যুক্তির সৃষ্টি নয় বরং তাকে দেওয়া হ'য়েছে হয় প্রত্যক্ষভাবে বোধির দ্বারা, না হয় পরোক্ষভাবে মনের অন্য কোন অংশের মাধ্যমে যাতে ইহা তাকে আকার দিতে পারে বুদ্ধিগত রূপে ও প্রণালীতে। যুক্তিপূর্ণ বিচার তার সংক্ষিপ্ত অথবা তার আরো বিস্তৃত সব ক্রিয়ায় যেসব সিদ্ধান্তে আসে এবং তর্কগত বুদ্ধির যে যান্ত্রিক প্রণালী অবলম্বন করে সেসবে প্রচ্ছন্ন থাকে, অথচ সে সময় পরিস্ফুট হয় আমাদের সংকল্প ও চিন্তাকার্যের প্রকৃত উৎস ও স্বকীয় ধাতু। সেইগুলিই মহত্তম মন যাদের মধ্যে এই আবরণ ক্ষীণ হ'য়ে আসে আর বেশীর ভাগই থাকে বোধিময় চিন্তা, আর ইহার সহিত অবশ্য প্রায়ই থাকে, তবে সর্বদা নয়, বুদ্ধিগত ক্রিয়ার বিশাল সহগামী প্রকাশ। কিন্তু মানবের বর্তমান মনে বোধিময় বুদ্ধি কখনই শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না কারণ ইহা কাজ করে মনের মাধ্যমে আর তখনই ইহাকে ধরে ইহার উপর দেওয়া হয় মানসিকতার মিশ্রিত উপাদানের প্রলেপ। অন্যান্য মানসিক করণগুলি যে সব কাজ এখন করে সে সবের পক্ষে পর্যাপ্ত হওয়ার জন্য তখনো ইহার প্রকাশ, বিকাশ ও উৎকর্ষসাধন করা হয় না, আর ইহাকে শিক্ষাও দেওয়া হয় না যাতে ইহা সেসব নিয়ে তাদের পরিবর্তিত করে নিজের সর্বাপেক্ষা পূর্ণ, প্রত্যক্ষ, নিশ্চিত ও পর্যাপ্ত ক্রিয়ায় অথবা এই সব আনতে পারে নিজের স্থানে। অবশ্য ইহা করা যায় শুধু যদি আমরা বোধিমানসকে এক মধ্যবর্তী সাধন করি এই উদ্দেশ্যে যে ইহা যার মানসিক আকার সেই গূঢ় অতিমানসকে স্বয়ং বাহিরে আনা হবে এবং আমাদের সম্মুখ-চেতনায় অতিমানসের দেহ ও করণ গঠন করা হবে যাতে আত্মা ও চিৎ-পুরুষের পক্ষে সম্ভব হবে নিজেকে প্রকাশ করতে নিজের বৃহত্ত্বে ও জ্যোতিতে।

ইহা স্মরণ রাখতেই হবে যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পরম অতিমানস এবং জীব যে অতিমানস লাভ করতে সক্ষম—এই দুয়ের মধ্যে সর্বদাই এক প্রভেদ থাকে। মানবীয় সত্তা উঠছে অজ্ঞানতার মধ্য থেকে আর যখন সে আরোহণ করে অতিমানসিক প্রকৃতির মধ্যে তখন সে ইহার মধ্যে দেখবে ইহার উৎক্রান্তির বিভিন্ন পর্যায়, এবং উচ্চতর শিখরগুলিতে ওঠবার আগে তার প্রথম গঠন করা চাই নিম্নতর পর্যায়-গুলি ও সীমিত সোপানসমূহ। পরম চিৎ-পুরুষের সহিত একত্বের দ্বারা সেখানে সে উপভোগ করবে অনন্ত আত্মার পরিপূর্ণ স্বরূপগত আলোক, শক্তি, আনন্দ, কিন্তু স্ফুরন্ত বহিঃপ্রকাশে ইহার নিজেকে সবিশেষ ও ব্যষ্টি-ভাবাপন্ন করা চাই সেইরূপ আত্ম-প্রকাশ অনুযায়ী যা বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক চিৎ-পুরুষ জীবের মধ্যে ইচ্ছা করেন। আমাদের যোগের, আর বিশেষ করে ইহার স্ফুরন্ত দিকের উদ্দেশ্য হ'ল ভগবদ্—উপলব্ধি ও ভগবদ্-প্রকাশ, ইহা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের দিব্য আত্ম-প্রকাশ, তবে মানবতার বিভিন্ন অবস্থার অধীনে ও দিব্যভাবাপন্ন মানবীয় প্রকৃতির মাধ্যমে।

২০ অধ্যায়

বোধিমানস

অতিমানসের মূল স্বরূপ হ'ল অনন্তের, বিষয়সমূহের অন্তঃস্থ বিশ্বাত্মক চিৎ-পুরুষ ও আত্মার আত্ম-জ্ঞান ও সর্ব-জ্ঞান যা বিশ্বের ও বিশ্বস্থ সকল বিষয়ের বিকাশ ও নিয়মিত ক্রিয়ার জন্য তার নিজের প্রজ্ঞা ও কার্যকরী সর্বশক্তিমত্তা সংগঠন করে এক প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর এবং ইহার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। আমরা বলতে পারি, যে পরম চিৎ-পুরুষ তার নিজের বিশ্বের অধীশ্বর, ইহা তার অর্থাৎ "আত্মার", "জ্ঞাতার", "ঈশ্বরের" বিজ্ঞান। যেমন ইহা নিজেকে জানে, তেমন ইহা সকল বিষয়-কেই জানে––কারণ সবই তার নিজের সম্ভূতিমাত্র––প্রত্যক্ষভাবে, সমগ্র-ভাবে, জানে ভিতর থেকে বাহির দিকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতি খুঁটিনাটি ও বিন্যাস, আর প্রতি বিষয়কে জানে তার নিজের সত্যে ও তার প্রকৃতিতে এবং অন্য সব বিষয়ের সহিত তার সম্বন্ধে। আর সেইরূপ ইহা তার শক্তির সকল ক্রিয়াকে জানে অভিব্যক্তির পূর্বনিমিত্তে বা কারণে ও প্রসঙ্গে ও ফলে ও পরিণামে, সকল বিষয়কে জানে অনন্ত ও সীমিত যোগ্যতায় ও বাস্তবতার নির্বাচনে ও তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরম্পরায়। বিশ্বের মধ্যে এক ভাগবত পুরুষের সংগঠনকারী অতিমানস হবে তাঁর নিজের ক্রিয়ার ও প্রকৃতির ও ইহার এলাকাভুক্ত সব কিছুর উদ্দেশ্যের জন্য এবং সেসবের ক্ষেত্রের মধ্যে এই সর্বশক্তিমত্তার ও সর্ব-জ্ঞানের প্রতিনিধি। কোনো ব্যষ্টির মধ্যে অতিমানস সেইরূপ এক প্রতি-নিধি হবে–– তা ইহা যে কোনো মাত্রার হ'ক এবং যে কোনো এলাকার ভিতর হ'ক। কিন্তু যেখানে দেবতার মধ্যে তা হবে এমন এক সামর্থ্যের প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত প্রতিনিধি যা নিজে অসীম ও শুধু ক্রিয়ায় সীমিত, কিন্তু অন্যথায় ক্রিয়াধারায় অপরিবর্তিত, সত্তার পক্ষে সর্বদা স্বাভাবিক, পরিপূর্ণ ও মুক্ত, সেখানে মানবের মাঝে অতিমানসের কোনো উদ্‌বর্তনকে হতে হবে এক উত্তরোত্তর সৃষ্টি, আর প্রথমে তা হবে এক অপূর্ণ সৃষ্টি এবং তার সাধারণ মনে তা হবে অনন্যসাধারণ ও সামান্যোত্তর সংকল্প ও জ্ঞানের কার্যধারা।

প্রথমতঃ ইহা তার পক্ষে এমন কোনো স্বকীয় শক্তি হবে না যা সর্বদাই অবিরাম ভোগ করা যায়, ইহা হবে এমন এক গূঢ় যোগ্যতা যা আবিষ্কার করতে হবে এবং যার জন্য তার বর্তমান শারীরিক বা মানসিক সংস্থানে কোনো অঙ্গ নেইঃ ইহার জন্য হয় তাকে কোনো নতুন অঙ্গ বিকশিত করতে হবে, আর না হয় বর্তমান অঙ্গগুলিকেই গ্রহণ বা রূপান্তরিত ক'রে কার্যোপযোগী করতে হবে তার নিগূঢ় সত্তার অধিমানস গুহায় অতি-মানসের প্রচ্ছন্ন সূর্যকে অনাবৃত করা অথবা আধ্যাত্মিক গগনে তার মুখ-মণ্ডল থেকে মানসিক অজ্ঞানতার মেঘ অপসারণ করা যাতে ইহা তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ হ'তে পারে তার পূর্ণ মহিমায়,—এই মাত্র তার কাজ নয়। তার কাজ আরো অনেক জটিল ও দুরূহ, কারণ সে এক বিবর্তন-শীল সত্তা আর যে প্রকৃতির সে এক অংশ তার বিবর্তনের দ্বারা তাকে গঠন করা হ'য়েছে এক নিম্নপ্রকারের জ্ঞানের দ্বারা, আর জ্ঞানের এই নিম্ন শক্তি, মানসিক শক্তি তার দৃঢ় অভ্যস্ত ক্রিয়ার দ্বারা তার নিজের প্রকৃতি অপেক্ষা মহত্তর কোনো নূতন গঠনের প্রতিবন্ধক হ'য়ে উঠেছে। যে শক্তিগুলির জন্য তাকে বর্তমান অন্যান্য পার্থিব প্রাণী থেকে পৃথক করা হয় তা হ'ল সীমিত মানসিক বুদ্ধি যা সীমিত ইন্দ্রিয়গত মনকে আলোকিত করে এবং ইহার সেই সামর্থ্য যা যুক্তিশক্তির ব্যবহার দ্বারা তার পর্যাপ্ত বিস্তারে সর্বদা সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয় না। এই ইন্দ্রিয়গতমন, এই বুদ্ধি, এই যুক্তিশক্তি যতই কম পর্যাপ্ত হ'ক, এই সব করণগুলিকেই সে বিশ্বাস করতে শিখেছে এবং তাদের সাহায্যে এমন কতকগুলি ভিত্তি নির্মাণ করেছে যাদের সে নাড়াতে চায় না এবং এমন গণ্ডী টেনেছে যার বাইরে সে বোধ করে সব কিছু বিশৃঙ্খলাময়, অনিশ্চিত ও বিপদপূর্ণ দুঃসাহসিক কর্ম। উপরন্তু পরতর তত্ত্বে সংক্রমণের অর্থ শুধু যে তার সমগ্রমন, যুক্তিশক্তি, ও বুদ্ধির দুরূহ রূপান্তর তা নয়, ইহা এক অর্থে তাদের সকল পদ্ধতির পরাবর্তন। পরিবর্তনের এক বিশেষ সংকটপূর্ণ রেখার উর্ধ্বে আরোহণকারী পুরুষ দেখে যে তার সকল পূর্বতন কার্যধারা হ'ল নিম্ন ও অজ্ঞানময় ক্রিয়া এবং তাকে অন্য এক প্রকার কর্মপ্রণালী সাধন করতে হয় যা যাত্রা শুরু করে এক ভিন্ন বিন্দু থেকে আর যাতে থাকে সত্তার শক্তির সম্পূর্ণ অন্য এক প্রকারের প্রবর্তনা। যদি পশুমনকে বলা হ'ত ইন্দ্রিয়-সংবেগ, ইন্দ্রিয়-বোধ, ও সহজসংস্কার ছেড়ে যুক্তিশীল বুদ্ধির বিপদ-পূর্ণ দুঃসাহসিক অভিযানে আসতে, ইহা সম্ভবতঃ সন্ত্রস্ত হ'য়ে ফিরে আসত,

আর চেষ্টা করার তার কোনো ইচ্ছা থাকত না। এখানে মানবমনকে আহ্বান করা হয় আরো বেশী পরিমাণের পরিবর্তন ঘটাতে আর যদিও ইহা তার সম্ভাবনার গণ্ডীর মধ্যে আত্ম-সচেতন ও দুঃসাহসী, তবু এই আহ্বানকে সে সম্ভবতঃ মনে করে ইহা তার গণ্ডী ছাড়িয়ে আর সে দুঃসাহসিক কাজটি বর্জন করে, বস্তুতঃ এই পরিবর্তন সম্ভব হয় একমাত্র যদি প্রথমে আমাদের চেতনার বর্তমান স্তরের উপর আধ্যাত্মিক বিকাশ হয় আর ইহা নিশ্চিন্তভাবে লওয়া যায় কেবল তখনই যখন মন অন্তঃস্থ মহত্তর আত্মা সম্বন্ধে সচেতন, অনন্তের প্রেমে মুগ্ধ, এবং ভগবান ও তাঁর মহাশক্তির সান্নিধ্য ও দেশনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'য়েছে।

এই রূপান্তরের দুরূহ কাজটির প্রথম পর্যায় হ'ল এক মধ্যবর্তী অবস্থার মধ্য দিয়ে গমন এবং তা হয় এমন এক শক্তির সাহায্যে যা মানবমনের মধ্যে পূর্ব থেকেই কর্মরত এবং যাকে আমরা বুঝতে পারি এমন কিছু ব'লে যা স্বরূপতঃ বা অন্ততঃ মূলতঃ অতিমানসিক অর্থাৎ বোধিশক্তি, এমন এক সামর্থ্য যার উপস্থিতি ও কার্যাবলী আমরা অনুভব করি এবং যখন ইহা কাজ করে তখন ইহার মহত্তর দক্ষতা, আলোক, প্রত্যক্ষ চিদাবেশ ও শক্তির দ্বারা মুগ্ধ হই, তবে আমাদের যুক্তিশক্তির কর্মধারাকে আমরা যেমন বুঝি বা বিশ্লেষণ করি এই বোধিকে তেমন বুঝতে বা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হই না। যুক্তিশক্তি নিজেকে বোঝে, কিন্তু ইহার উজানে যা তা বোঝে না--তার সম্বন্ধে ইহা শুধু এক সাধারণ আকার বা প্রতিরূপ গড়তে সক্ষম; একমাত্র অতিমানসই সক্ষম নিজের বিভিন্ন কাজের পদ্ধতি সম্যক্ জানতে। বর্তমানে বোধির শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করে বেশীর ভাগই গুহ্যভাবে, ইহার কাজ যুক্তিশক্তি ও সাধারণ বুদ্ধির ক্রিয়ার মধ্যে নিগূঢ় ও নিগূহিত থাকে অথবা বেশীর ভাগই তার দ্বারা আবৃত থাকে; যেখানে ইহা স্পষ্ট পৃথক ক্রিয়ারূপে আবির্ভূত হয় সেখানে ইহা তখনো সাময়িক, আংশিক, খণ্ডিত এবং সবিরাম প্রকৃতির। ইহা হঠাৎ এক আলো ফেলে, প্রদীপ্ত আভাসন দেয় অথবা একটিমাত্র উজ্জ্বল সন্ধান-সূত্র নিক্ষেপ করে অথবা অল্পসংখ্যক বিচ্ছিন্ন বা সম্বন্ধযুক্ত বোধি, ভাস্বর পার্থক্যজ্ঞান, চিদাবেশ বা দিব্য প্রকাশ বিকিরণ করে, আর যুক্তিশক্তি, সংকল্প, মানসিক বোধ বা বুদ্ধিকে সুযোগ দেয় যেন ইহাদের প্রত্যেকে আমাদের সত্তার অন্তঃস্থল বা শিখর থেকে এই যে সাহায্যের বীজ এসেছে তা নিয়ে যা পারে বা ইচ্ছা হয় তা করে। মানসিক

শক্তিগুলি তখনই অগ্রসর হয় এইসব বিষয়গুলি আয়ত্ত ক'রে সে সবকে আমাদের মানসিক বা প্রাণিক উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার ক'রতে ও কাজে লাগাতে, সেগুলিকে নিম্নজ্ঞানের বিভিন্ন রূপের উপযোগী ক'রতে, আর মানসিক উপাদান ও আভাসন দিয়ে তাদের উপর প্রলেপ দিতে অথবা ভিতর ভরিয়ে দিতে; এই প্রণালীতে ইহারা সে সব বিষয়ের সত্য প্রায়ই বিকৃত করে এবং এই সব বাহিরের জিনিস এনে এবং নিম্ন কার্য-সাধকের প্রয়োজনের অধীন ক'রে ইহারা সর্বদাই তাদের আলোক দেওয়া ভব্য শক্তিকে সীমিত করে; আবার প্রায় সর্বদাই ইহারা বিষয়গুলিকে একসাথে অত্যন্ত বেশী ছোট ও অত্যন্ত বেশী বড় করে—ছোট করে সেগুলিকে স্থিতিলাভের ও তাদের দীপ্তির পূর্ণ শক্তিকে প্রসার করার সময় না দিয়ে, আর বড় করে সেইগুলিকেই অথবা বরং মানসিকতা তাদের যেরূপের ছাঁচে ঢেলে গড়েছে সেইরূপের উপর জোর দিয়ে যার ফলে বোধিশক্তির আরো সঙ্গত ব্যবহার যা বৃহত্তর সত্য দিতে পারত তা বাদ পড়ে যায়। এই ভাবে বোধি সাধারণ মানসিক কার্যগুলির মধ্যে প্রবেশ ক'রে কাজ করে বিদ্যুৎ ঝলকে যা সত্যের কিছু স্থান উজ্জ্বল করে, কিন্তু ইহা এমন কোনো স্থির সূর্যালোক নয় যা আমাদের মনন ও সংকল্প ও বেদনা ও ক্রিয়ার সমগ্র ক্ষেত্র ও রাজ্য নিশ্চিতভাবে আলোকিত করে।

স্পষ্টতঃই, উন্নতির দুইটি আবশ্যকীয় পথ আছে যা আমাদের অনুসরণ করা চাই, আর প্রথমটি হ'ল বোধির ক্রিয়াকে প্রসারিত করা এবং ইহাকে আরো স্থির, আরো দীর্ঘস্থায়ী ও নিয়মিত ও সর্ব-গ্রাহী করা যতক্ষণ না ইহা আমাদের সত্তার এত অন্তরঙ্গ ও সাধারণ হয় যে এখন সাধারণ মন যে সব কাজ করে সেই সব কাজ নিয়ে সমগ্র আধারের মধ্যে তার স্থান নিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণভাবে করা যায় না যতদিন সাধারণ মন তার স্বাধীন ক্রিয়া ও হস্তক্ষেপের শক্তি জাহির করে চলে অথবা বোধির আলো ধ'রে ইহাকে তার নিজের সব উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করার অভ্যাস বজায় রাখে। উচ্চতর মানসিকতা সম্পূর্ণ বা দৃঢ় হ'তে পারে না যতদিন নিম্ন বুদ্ধি তাকে বিকৃত ক'রতে অথবা এমন কি নিজের মিশ্রণের কিছু তার মধ্যে আনতে সক্ষম হয়। আর তাহ'লে হয় আমাদের ধী ও বুদ্ধিগত সংকল্প ও অন্যান্য নিম্ন ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ নীরব করা চাই আর স্থান রাখা চাই শুধু বোধির ক্রিয়ার জন্য, আর না হয় আমাদের কর্তব্য নিম্ন ক্রিয়াকে আয়ত্ত ক'রে তাকে রূপান্তরিত করা

বোধির সতত চাপের দ্বারা। আর না হয় দুইটি পদ্ধতিকে একটির পর অন্যটি এইভাবে নিয়ে তাদের মিলিয়ে কাজ করা চাই, অবশ্য যদি ইহাই সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক পথ হয় অথবা তা করা আদৌ সম্ভব হয়। যোগের বাস্তব ক্রিয়াধারায় ও অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে অনেকগুলি পদ্ধতি বা সাধনধারা সম্ভব হ'লেও, কার্যতঃ ইহাদের কোনোটিই একলা সমগ্র ফল উৎপাদনে অক্ষম, অথচ প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে ন্যায়মতো প্রত্যেকটিই পর্যাপ্ত হওয়া উচিত বা হ'তে পারে। আর যখন আমরা কোনো বিশেষ পদ্ধতিকেই একমাত্র সঠিক পথ আর অন্যগুলিকে ভুল পথ ব'লে জোর না ক'রে সমগ্র সাধনধারাকেই ছেড়ে দিতে শিখি এক মহত্তর দেশনার নিকট, তখন আমরা দেখি যে যোগের দিব্য প্রভু তাঁর মহাশক্তিকে ভার দেন সত্তা ও প্রকৃতির প্রয়োজন ও প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে একটি বা অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করতে এবং সবগুলিকেই মিলিয়ে ব্যবহার করতে।

প্রথমে মনে হ'তে পারে যে সরল ও সঠিক পথ হ'ল মনকে সম্পূর্ণ নীরব করা, ধী, মানসিক ও ব্যক্তিগত সংকল্প, কামমানস এবং ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়-সংবিতের মন নীরব করা এবং সেই পূর্ণ নীরবতার মধ্যে পরম আত্মাকে পরম চিৎ-পুরুষকে, ভগবানকে সুযোগ দেওয়া নিজেকে প্রকট করতে এবং তাঁকেই ভার দিতে যেন তিনি সত্তাকে দীপ্ত করেন অতিমানসিক আলোক ও শক্তি ও আনন্দ দ্বারা। আর বস্তুতঃ ইহা এক বড় ও শক্তিশালী সাধনা। উত্তেজনা ও ক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত মন অপেক্ষা শান্ত ও নিশ্চল মনই আরো অনেক বেশী দ্রুত এবং আরো অনেক বেশী শুদ্ধতার সহিত অনন্তের নিকট উন্মুক্ত হয়, পরম চিৎ-পুরুষকে প্রতিফলিত করে, পরমাত্মার দ্বারা পরিপূর্ণ হয় এবং উৎসর্গ-করা ও পবিত্র-করা মন্দিরের মতো প্রতীক্ষা করে আমাদের সকল সত্তার ও প্রকৃতির প্রভুর অবগুণ্ঠন অপসরণের জন্য। ইহাও সত্য যে এই নীরবতার মুক্তিতে বোধিময় সত্তার বৃহত্তর লীলা সম্ভব হয় আর যেসব মহান বোধি, চিদাবেশ, দিব্য প্রকাশ ভিতর থেকে উদ্ভূত হয় বা উপর থেকে অবতরণ করে সে সব সহজে প্রবেশ করে কারণ মানসিক অন্ধ-অন্বেষণ ও আক্রমণের বাধা ও অশান্ততা কমে যায়। সুতরাং ইহা এক প্রভূত লাভ যদি আমরা এই সামর্থ্য অর্জন করতে পারি যাতে আমরা মানসিক ভাবনার অথবা গতিবৃত্তি ও সংক্ষোভের আবশ্যকতা থেকে মুক্ত মনের একান্ত শান্ত অবস্থা ও নীরবতা ইচ্ছামতো আনতে সর্বদাই সক্ষম হই আর এই নীরবতায়

প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ভাবনা, ও সংকল্প ও বেদনাকে আমাদের মধ্যে ঘটতে দিই কেবল তখনই যখন মহাশক্তি তা ইচ্ছা করেন ও দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য তা প্রয়োজনীয় হয়। তখন ভাবনা ও সংকল্প ও বেদনার ভঙ্গিমা ও স্বরূপ পরিবর্তিত করা আরো সহজ হ'য়ে ওঠে। তবু ইহা ঠিক নয় যে এই প্রক্রিয়ায় অতিমানসিক আলো অবিলম্বে এসে নিম্ন মন ও চিন্তাশীল যুক্তিশক্তির স্থলাভিষিক্ত হবে। নীরবতার পর যখন আন্তর ক্রিয়া শুরু হয় তখন তা প্রধানতঃ বোধিময় ভাবনা ও ক্রিয়া হ'লেও, পুরণো শক্তিগুলি তবু ব্যাঘাত ঘটাবে, আর তা ভিতর থেকে না হ'লেও, বাহির থেকে শত শত আভাসন দিয়ে, আর এক নিম্ন মানসিকতা মহত্তর ক্রিয়ার ভিতরে মিশ্রিত হবে, ইহাকে সন্দেহ করবে অথবা বাধা দেবে অথবা চেষ্টা করবে ইহাকে আয়ত্তে এনে এই ভাবে তাকে নিম্নে আনতে, বা মলিন বা বিকৃত বা খর্ব করতে। সুতরাং নিম্ন মানসিকতার উচ্ছেদ বা রূপান্তরের কাজ সর্বদা অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় অথবা হয়ত দুইটি কাজই একসঙ্গে প্রয়োজনীয়--অবর সত্তার যা সব স্বকীয় বস্তু সে সবের উচ্ছেদ অর্থাৎ ইহার বিরূপকারী উপসর্গগুলি, মূল্য সম্বন্ধে ইহার সব অবনয়ন ও ধাতু সম্বন্ধে ইহার বিভিন্ন বিকৃতি এবং বাকী সব যা মহত্তর সত্য আশ্রয় দিতে অক্ষম--এই সবের উচ্ছেদ; এবং অতিমানস ও চিৎ-পুরুষ থেকে আমাদের মন যে সব মূল জিনিস পায় কিন্তু মানসিক অজ্ঞানতার ধরণে তাদের প্রকাশ করে, সে সবের রূপান্তর।

অন্য এক পথ এমন কিছু যা তাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে আসে যারা যোগ শুরু করে ভক্তিমার্গের পক্ষে সঙ্গত প্রবর্তনা নিয়ে। তাদের পক্ষে স্বাভাবিক কাজ হ'ল ধীশক্তি ও ইহার ক্রিয়া বর্জন করা এবং বাণীর জন্য উৎকর্ণ থাকা, প্রবেগ বা আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করা, তাদের অন্তঃস্থ প্রভুর, প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত ভাগবত আত্মা ও পুরুষের, "ঈশ্বরঃ সর্ব-ভূতানাং হৃদ্দেশে" ভাবনা ও সংকল্প ও শক্তি পালন করা। ইহা এমন এক কাজ যার উত্তরোত্তর প্রবণতা হবে সমগ্র প্রকৃতিকে বোধিভাবাপন্ন করা, কারণ হৃদিস্থিত গূঢ় পুরুষ থেকে যে সব ভাবনা, সংকল্প, বিভিন্ন প্রবেগ ও অনুভব আসে সে সব সরাসরি বোধিমূলক প্রকৃতির। এই পদ্ধতি আমাদের প্রকৃতির এক বিশেষ সত্যের সহিত সঙ্গত। আমাদের মধ্যে গূঢ় আত্মা এক বোধিময় আত্মা, আর আমাদের সত্তার প্রতি কেন্দ্রে--শারীরিক, স্নায়বিক, ভাববিষয়ক, সংকল্পবিষয়ক, প্রত্যয়-বিষয়ক বা জ্ঞান-

বিষয়ক এবং উচ্চতর আরো সরাসরি আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে—এই বোধিময় আত্মা আসীন। আর আমাদের সত্তার প্রতি অংশে ইহা আমাদের ক্রিয়াবলীর এমন এক গূঢ় বোধিমূলক প্রবর্তনা সঞ্চার করে যা আমাদের বাহ্য মন নিয়ে অপূর্ণভাবে প্রকাশ করে এবং আমাদের প্রকৃতির এই সব অংশের বাহ্য ক্রিয়ার অজ্ঞানতার গতিবৃত্তিতে সে সবকে রূপান্তরিত করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে হৃদয় অর্থাৎ চিন্তাশীল কাম-মানসের ভাববিষয়ক কেন্দ্রই সব চেয়ে প্রবল, ইহাই চেতনার কাছে বিষয়সমূহ সংগ্রহ ক'রে উপস্থিত করে অথবা তাদের আসাকে প্রভাবান্বিত করে এবং ইহাই আধারের মুখ্য কেন্দ্র। সেখান থেকেই সর্বভূতের হৃদ্দেশে আসীন ঈশ্বর মানসিক অজ্ঞানতার মায়ার দ্বারা প্রকৃতি-যন্ত্রারূঢ় প্রাণীদের ঘোরান। সুতরাং এই যে গূঢ় বোধিময় আত্মা ও চিৎপুরুষ আমাদের অন্তরে সদা-বর্তমান পরমদেবতা তাঁর নিকট আমাদের সকল ক্রিয়ার প্রবর্তনার ভার দিয়ে এবং আমাদের ব্যক্তিগত ও মানসিক প্রকৃতির বিভিন্ন প্রবর্তনার স্থলে তাঁর সব প্রভাব এনে নিম্ন বাহ্য মনন ও ক্রিয়া থেকে অন্য এক অর্থাৎ আন্তর ও বোধিময় এবং অতীব আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন প্রকৃতির মনন ও ক্রিয়ায় পৌছান সম্ভব। কিন্তু তবু এই কার্যের ফল সম্পূর্ণ হ'তে পারে না, কারণ হৃদয় আমাদের সত্তার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র নয়, ইহা অতি-মানসিকও নয়, অথবা অতিমানসিক উৎস থেকেও সরাসরি চালিত হয় না। হৃদয় থেকে চালিত বোধিময় মনন ও ক্রিয়া অত্যন্ত দীপ্ত ও তীব্র হ'তে পারে, কিন্তু সম্ভবতঃ ইহা সীমিত হবে, এমন কি ইহার তীব্রতায় সংকীর্ণ হবে, নিম্ন ভাবময় ক্রিয়ায় মিশ্রিত হবে এবং উৎকৃষ্ট অবস্থাতেও ইহার ক্রিয়ায় বা অন্ততঃ ইহার সহচারী অনেক বিষয়ে অলৌকিক বা অস্বাভাবিক প্রকৃতির দ্বারা উত্তেজিত ও অশান্ত হবে এবং সমতাহীন বা অতিরঞ্জিত করা হবে, অথচ এই সব হ'ল সত্তার সুষম সিদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর। সিদ্ধির জন্য আমাদের সাধনার যা লক্ষ্য হওয়া চাই তা হ'ল আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক ক্রিয়াকে আর এক অলৌকিক ঘটনা না করা, এমনকি যদি তা ঘন ঘন বা সতত ব্যাপার হয় তবু নয় অথবা ইহাকে আমাদের প্রাকৃত শক্তির অপেক্ষা মহত্তর কোনো শক্তির শুধু এক জ্যোতির্ময় আগমন করা নয়, বরং ইহাকে সত্তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং ইহার সকল কর্মপ্রণালীর নিজস্ব স্বরূপ ও বিধান করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই।

আমাদের দেহবদ্ধ সত্তার এবং দেহের মধ্যে ইহার ক্রিয়ার সর্বোত্তম সংহত কেন্দ্র হ'ল সেই পরম মানসিক কেন্দ্র যাকে চিত্রিত করা হয় সহস্রদল কমলের যৌগিক প্রতীক দ্বারা, আর ইহার অগ্রভাবে ও সর্বোচ্চ শিখরেই অতিমানসিক স্তরগুলির সহিত সরাসরি যোগাযোগ হয়। তখন অন্য এক ও আরো সরাসরি পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হয় আর তা হ'ল আমাদের সকল মনন ও ক্রিয়াকে হৃৎ-কমলে নিগূঢ় ঈশ্বরের নিকট ভার না দিয়ে বরং মনের ঊর্ধ্বে ভগবানের প্রচ্ছন্ন সত্যের নিকট ভার দেওয়া এবং সকল কিছু গ্রহণ করা উপর থেকে এক প্রকার অবতরণের দ্বারা, আর ইহা এমন এক অবতরণ যার সম্বন্ধে আমরা যে শুধু আধ্যাত্মিক-ভাবে সচেতন হই তা নয়, ভৌতিক ভাবেও সচেতন হই। এই কার্যের সিদ্ধি অর্থাৎ পূর্ণ সফল সমাপন আসতে পারে কেবল তখনই যখন আমরা মনন ও সচেতন ক্রিয়ার কেন্দ্রকে স্থূল মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বে তুলতে সক্ষম হই আর সক্ষম হই এই অনুভব করতে যে ইহা সূক্ষ্মদেহে চলছে। যদি আমরা অনুভব করতে পারি যে আমরা মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করছি না বরং চিন্তা করছি মস্তকের ঊর্ধ্বে ও বাহিরে সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে, তা হ'লে তা হবে স্থূল মনের সংকীর্ণতা থেকে বিমুক্তির এক নিশ্চিত ভৌতিক নিদর্শন, আর যদিও ইহা তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ হবে না অথবা নিজে নিজে অতি-মানসিক ক্রিয়া আনবে না, কারণ সূক্ষ্মদেহ মানসিক ইহা অতিমানসিক নয়, তবু ইহা এক সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ মানসিকতা এবং অতিমানসিক কেন্দ্র-গুলির সহিত যোগাযোগ আরো সহজ করে। বিভিন্ন নিম্ন ক্রিয়া তখনো নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু তখন দেখা যায় যে আরো সহজেই এক ক্ষিপ্র ও সূক্ষ্ম পার্থক্য জ্ঞান পাওয়া যায় যা নিম্ন বুদ্ধিগত মিশ্রণ থেকে বোধিমূলক মননকে পৃথক ক'রে, ইহাকে তার সব মানসিক প্রলেপ থেকে মুক্ত ক'রে ও মনের যে সব ক্রিয়াগুলি শুধু দ্রুত ও বোধির রূপ অনুকরণ করে অথচ তাদের প্রকৃত ধাতুর হয় না সেগুলি বর্জন ক'রে আমাদের তৎক্ষণাৎ ব'লে দেবে কি প্রভেদ। আরো সহজেই আমরা প্রকৃত অতিমানসিক সত্তার উচ্চতর লোকগুলি দ্রুত বুঝতে পারব, এবং বাঞ্ছিত রূপান্তর সাধনের জন্য তাদের শক্তিকে নিম্নে আবাহন করতে পারব এবং সক্ষম হব সকল নিম্ন ক্রিয়াকে মহত্তর শক্তি ও আলোর কাছে দিতে যাতে ইহা বর্জন করতে ও বাদ দিতে পারে, শুদ্ধ ও রূপান্তর করতে পারে এবং যে সত্য আমাদের মধ্যে সংগঠন করা চাই তার জন্য সঠিক উপাদান নির্বাচন

করতে পারে। এক উচ্চতর স্তর এবং ইহার আরো উচ্চ ও উচ্চতর লোক উন্মুক্ত করা এবং তার পরিণাম স্বরূপ আমাদের সমগ্র চেতনা ও ইহার ক্রিয়াকে তাদের ছাঁচে ও তাদের শক্তি ও জ্যোতির্ময় ধাতুতে পুনর্গঠন করা——দেখা যাবে যে ইহাই কার্যতঃ ভাগবতী শক্তির দ্বারা ব্যবহৃত স্বাভাবিক পদ্ধতির অধিকাংশ।

এক চতুর্থ পদ্ধতি আছে যা বিকশিত বুদ্ধির কাছে স্বাভাবিক ভাবে নিজেই উদিত হয় এবং চিন্তাশীল মানবের উপযোগী। এই কাজটি হ'ল আমাদের ধীশক্তিকে বাদ না দিয়ে আরো বিকশিত করা, তবে ইহার সংকীর্ণতাগুলি পোষণ করার সংকল্প থাকবে না, বরং এই সংকল্প থাকবে যে আমরা ইহার ক্রিয়ার সামর্থ্য, আলো, তীব্রতা, মাত্রা ও শক্তি উন্নত করব যতক্ষণ না ইহা তার উজানে অবস্থিত বিষয়ের সীমায় পৌছে এবং ইহাকে সহজেই তুলে নিয়ে সেই উচ্চতর সচেতন ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা যায়। এই কাজটিও আমাদের প্রকৃতির সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ আত্ম-সিদ্ধি যোগের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও অগ্রসরতার অন্তর্গত। আমি যা পূর্বেই বলেছি,——ঐ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে আমাদের বিভিন্ন প্রাকৃত করণ ও শক্তিকে উন্নত ও মহৎ করা যতক্ষণ না ইহারা তাদের শুদ্ধতায় ও স্বরূপগত সম্পূর্ণতায় গড়ে তোলে আমাদের মধ্যে সক্রিয়া মহাশক্তির বতমান সাধারণ ক্রিয়ার প্রস্তুতিমূলক সিদ্ধি। এই সব শক্তি ও করণের মধ্যে যুক্তিশক্তি ও বুদ্ধিমূলক সংকল্প অর্থাৎ বুদ্ধিই মহত্তম, বিকশিত মানবের মাঝে অবশিষ্ট সবের স্বাভাবিক নেতা, অন্যগুলিতে বিকশিত করার কাজে সাহায্যদানে সর্বাপেক্ষা সমর্থ। আমাদের প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়াগুলির সকলেই আমাদের অভীপ্সিত মহত্তর সিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাদের উপাদানে পরিণত হওয়ার জন্যই ইহারা অভিপ্রেত এবং তাদের বিকাশ যতই অধিক হয়, অতিমানসিক ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি ততই সমৃদ্ধ হয়।

ইহা প্রয়োজনীয় যে যোগে মহাশক্তি বুদ্ধিগত সত্তাকেও নিয়ে তার পূর্ণতম ও সর্বাপেক্ষা উন্নত সব শক্তিতে উত্তোলিত করবেন। পরে ধী-শক্তির রূপান্তরসাধন সম্ভবপর কারণ ধীশক্তির সকল ক্রিয়াই গূঢ়ভাবে উৎপন্ন হয় অতিমানস থেকে, প্রতি মনন ও সংকল্পের মধ্যে ইহার কিছু সত্য আছে তা সে সত্য বুদ্ধির নিম্ন ক্রিয়ার দ্বারা যতই সীমিত ও পরি-বর্তিত হ'ক। এই সংকীর্ণতা দূর ক'রে এবং বিকৃতিকারী বা বিভ্রান্তকারী

উপাদান বাদ দিয়ে রূপান্তর সাধন করা যায়। কিন্তু শুধু বুদ্ধিগত ক্রিয়ার উন্নতি ও মহত্ত্বসাধনের দ্বারাই এই কাজ নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়; কারণ তা সর্বদাই সীমিত হবে মানসিক বুদ্ধির মূল স্বগত সব দোষের দ্বারা। যে অতিমানসিক শক্তি মনন ও সংকল্প ও বেদনা সম্বন্ধে ইহার উনতাগুলি আলোকিত ক'রে দূর করতে সক্ষম তার সক্রিয় আগমন প্রয়োজন। এই শক্তিপাতও সম্পূর্ণ কার্যকরী হ'তে পারে না যদি না অতিমানসিক লোক মনের উর্ধ্বে অভিব্যক্ত ও সক্রিয় হয়, তবে ইহা যেন আর কোনো ঢাকনা বা অবগুণ্ঠনের পিছন থেকে কাজ করে না, তা সে অবগুণ্ঠন যতই ক্ষীণ হ'য়ে পড়ুক, ইহার কাজ হবে আরো অবিরতভাবে উন্মুক্ত ও জ্যোতির্ময় ক্রিয়ার মধ্যে যতক্ষণ না দেখা যায় সত্যের পূর্ণ সূর্য, আর কোনো মেঘ না থাকে তার প্রভা হ্রাস করতে। তবে এই শক্তিপাতকে নিম্নে আবাহন করার অথবা ইহার দ্বারা অতিমানসিক স্তরগুলি উন্মুক্ত করার পূর্বে বুদ্ধিকে পৃথকভাবে সম্পূর্ণ বিকশিত করা আবশ্যক নয়। ইহাও সম্ভব যে ইহার পূর্বেই শক্তিপাত এসে তখনই বুদ্ধিগত ক্রিয়াকে বিকশিত করবে এবং বিকশিত করার সাথে সাথে ইহাকে পরিণত করবে পরতর বোধিময় রূপে ও ধাতুতে।

মহাশক্তির প্রশস্ততম স্বাভাবিক ক্রিয়া এই সকল পদ্ধতিগুলিকেই মিলিতভাবে ব্যবহার করে। ইহা কখন কখন প্রথমেই, কখন কখন কিছু পরবর্তী পর্যায়ে, হয়ত সর্বশেষ পর্যায়ে আধ্যাত্মিক নীরবতার মুক্তি সৃষ্টি করে। ইহা মনের মধ্যেই গূঢ় বোধিময় সত্তা উন্মীলিত করে এবং আমাদের অভ্যস্ত করে আমাদের সকল মনন ও আমাদের বেদনা ও সংকল্প ও ক্রিয়াকে জ্যোতিঃ ও শক্তিস্বরূপ ভগবানের প্রবর্তনার নিকট স্থাপন করতে যিনি এখন মনের নিভৃত প্রদেশের মর্মলোকে প্রচ্ছন্ন আছেন। যখন আমরা প্রস্তুত হই, তখন ইহা তার সব কার্যের কেন্দ্র উত্তোলন করে মানসিক শিখরে এবং অতিমানসিক স্তরগুলি উন্মীলিত ক'রে এগিয়ে চলে দুইটি ক্রিয়ার দ্বারা—একটি ক্রিয়া উপর থেকে নিম্নে এসে অপরা প্রকৃতিকে পরিপূর্ণ ও রূপান্তরিত করে, আর অন্যটি নিম্ন থেকে উপরে এসে সকল শক্তিকে উত্তোলন করে তাদের উর্ধ্বে অবস্থিত তত্ত্বের নিকট যতক্ষণ না অতিক্রমণ সম্পূর্ণ করা হয় এবং অখণ্ডভাবে সাধিত হয় সমগ্র আধারের পরিবর্তন। বুদ্ধি ও সংকল্প ও অন্যান্য প্রাকৃত শক্তিগুলিকে নিয়ে ইহা তাদের বিকশিত করে কিন্তু তাদের ক্রিয়াকে পরিবর্তিত ও

বৃহৎ করার জন্য অবিরত ভিতরে নিয়ে আসে বোধিমানস ও পরে প্রকৃত অতিমানসিক শক্তি। ন্যায়গত বুদ্ধির কঠোরতা যেমন চাইতে পারে তেমন কোনো নির্দিষ্ট ও যন্ত্রের মতো অপরিবর্তনীয় পরম্পরায় ইহা যে এই কাজ-গুলি করে তা নয়, ইহা সে সব করে স্বচ্ছন্দ ও নমনীয় ভাবে ইহার কর্মের প্রয়োজন এবং প্রকৃতির দাবী অনুযায়ী।

প্রথম ফলটি প্রকৃত অতিমানসের সৃষ্টি হবে না, ইহা হবে এক প্রধানতঃ অথবা এমন কি সম্পূর্ণ বোধিময় মানসিকতার সংগঠন এবং ইহা এত পর্যাপ্তভাবে বিকশিত হবে যে ইহা হবে বিকশিত মানবের সাধারণ মানসিকতা ও ন্যায়গত যুক্তিশীল বুদ্ধির স্থলাভিষিক্ত। সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট পরিবর্তন হবে মননের রূপান্তর যা প্রকৃত বোধিময় চিন্তার নিদর্শন যে ঘনীভূত আলোর ঘনীভূত শক্তি, আলো ও শক্তির ঘনীভূত আনন্দের ধাতু এবং সরাসরি নির্ভুলতা তাদের দ্বারা উন্নত ও পরিপূর্ণ হবে। এই মন যে বিভিন্ন প্রাথমিক আভাসন বা দ্রুত সিদ্ধান্ত দেবে তা নয়, বুদ্ধিগত যুক্তিশক্তি এখন যে সব সংযোগকারী ও বিকাশসাধক ক্রিয়াগুলি করে ইহা সেই সবও করবে ঐ একই আলো, শক্তি, নিশ্চয়তার আনন্দ এবং সত্যের সরাসরি স্বতঃস্ফূর্ত দৃষ্টির দ্বারা। সংকল্পও এই বোধিময় রূপে পরিবর্তিত হবে, আলো ও শক্তি সহ সোজা কর্তব্য কর্মে অগ্রসর হবে এবং বিভিন্ন সম্ভাবনা ও বাস্তবতার দ্রুত দৃষ্টি সহ নির্ধারণ করবে তার ক্রিয়ার ও তার উদ্দেশ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমবায়গুলি। বেদনাগুলিও বোধিময় হবে, সঠিক সম্বন্ধ ধরবে, কাজ করবে নতুন আলো ও শক্তি এবং প্রসন্ন নিশ্চয়তা সহ, রাখবে শুধু সঠিক ও স্বতঃস্ফূর্ত কামনা ও ভাবাবেগগুলি, তবে যতদিন এই সব স্থায়ী হয়; আর যখন তারা চলে যাবে সে সবের স্থলে নিয়ে আসবে এক জ্যোতির্ময় ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম এবং এমন এক আনন্দ যা তার বিষয়সমূহের যথার্থ রস জানে এবং তৎক্ষণাৎ অধিকার করে। অন্য সব মানসিক বৃত্তিগুলি এবং এমন কি প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়গত বৃত্তিগুলি ও দেহের চেতনাও ঐরূপ আলোকিত হবে। আর সাধারণতঃ আন্তর মন ও ইহার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সেইসব সূক্ষ্ম শক্তি, সামর্থ্য ও অনুভবের কিছু বিকাশ হবে যেগুলি বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং যুক্তি-শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। বোধিময় মানসিকতা যে শুধু এক আরো শক্তিশালী ও আরো জ্যোতির্ময় বিষয় হবে তা নয়, বরং যোগের এই বিকাশের পূর্বে এই ব্যক্তির সাধারণ মন যে ক্রিয়াসাধনে সমর্থ হ'ত, বোধি-

ময় মানসিকতা সাধারণতঃ তা অপেক্ষা আরো অনেক ব্যাপক ক্রিয়াসাধনে সমর্থ হবে।

যদি এই বোধিময় মানসিকতাকে তার প্রকৃতিতে সুষ্ঠু করা যেত, আর ইহা কোনো হীন পদার্থের সহিত মিশ্রিত না হ'ত অথচ নিজের সব সীমা সম্বন্ধে ও তার অতীতে অবস্থিত বিষয়টির মহত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকত তাহ'লে ইহা পশুর সহজ-প্রবৃত্তিমূলক মনের মতো অথবা মানবের যুক্তি-শীল মনের মতো হ'য়ে উঠত আর একটি সীমাবদ্ধ অবস্থা ও বিরতিস্থান। কিন্তু ইহার ঊর্ধ্বে অবস্থিত অতিমানসের উন্মীলন-করা শক্তির সাহায্য ছাড়া বোধিময় মানসিকতাকে দৃঢ়ভাবে সুষ্ঠু ও আত্ম-পর্যাপ্ত করা সম্ভব হয় না, আর ইহাতেই তার বিভিন্ন সংকীর্ণতাগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহা হ'য়ে ওঠে বুদ্ধিগত মন ও প্রকৃত অতিমানসিক প্রকৃতির মধ্যে সংক্রমণ অবস্থার এক গৌণ ক্রিয়া। বোধিময় মানসিকতা মনই থাকে, ইহা বিজ্ঞান নয়। অবশ্য ইহা অতিমানস থেকে আসা এক আলো কিন্তু যে মনের উপাদানের মধ্যে ইহা কাজ করে তার দ্বারা ইহা পরিবর্তিত ও ক্ষীণ হয়, আর মনের উপাদান বলতে সর্বদাই বোঝায় এক অজ্ঞানের ভিত্তি। বোধি-মানস এখনো সত্যের বিস্তীর্ণ সূর্যালোক নয় বরং ইহার ঝলকের অবিরত খেলা যা অজ্ঞানতার অথবা অর্ধ-জ্ঞান ও পরোক্ষজ্ঞানের এক ভিত্তিমূলক অবস্থা আলোকিত রাখে। যতদিন ইহা অপূর্ণ থাকে ততদিন ইহা আক্রান্ত হয় অজ্ঞানময় মানসিকতার মিশ্রণের দ্বারা যা ইহার সত্যের মধ্যে বপন করে প্রমাদের বীজ। এই অন্তর্মিশ্রণ থেকে আরো মুক্ত বিশালতর স্বকীয় ক্রিয়া লাভ করার পরও যতদিন ইহার কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ মনের উপাদান পুরাতন বুদ্ধিগত বা নিম্ন মানসিক অভ্যাসে সমর্থ থাকে, ততদিন নতুন প্রমাদ, আচ্ছন্নতা নানাপ্রকারের পতন আসার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, ব্যষ্টিমন একলা ও নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, ইহা বাস করে সমষ্টি মনের মধ্যে এবং যা কিছু ইহা বর্জন করে তা নিক্ষিপ্ত হয় ইহার চারিদিককার সমষ্টি মানস বাতাবরণে এবং এসব তার উপর ফিরে এসে তাকে আক্রমণ করতে চায় পুরণো সব আভাসন দিয়ে এবং পুরণো মানসিক স্বভাবের নানা প্রেরণা দিয়ে। বিকশিত হবার সময় বা বিকশিত হ'য়েও বোধিমানসের উচিত সর্বদা আক্রমণ ও নতুন অর্জনের বিরুদ্ধে সাবধান থাকা, অন্তর্মিশ্রণ বর্জন ও বাদ দেওয়া বিষয়ে সজাগ থাকা, মনের সমগ্র উপাদানকে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বোধিত করায় ব্যস্ত থাকা

আর এই কাজের যে একমাত্র পরিণতি সম্ভব তা এই যে ইহা নিজেই আলোকিত, রূপান্তরিত, উত্তোলিত হবে অতিমানসিক সত্তার পূর্ণ আলোকে।

উপরন্তু এই নতুন মানসিকতা হ'ল প্রত্যেক মানুষের মাঝে তার সত্তার বর্তমান শক্তির বিকাশ আর ইহার সব বিকাশ যতই নতুন ও বিস্ময়কর হ'ক, ইহার সংগঠন সামর্থ্যের এক বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য ইহা বর্তমান কাজের এবং চরিতার্থ সামর্থ্যের বর্তমান ক্ষেত্রের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, কিন্তু যে মন অনন্তের দিকে উন্মীলিত হ'য়েছে তার স্বভাব হ'ল অগ্রসর হওয়া, এবং পরিবর্তিত ও বৃহৎ হওয়া, কিন্তু ঐ সীমা ছাড়িয়ে যাবার দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হ'লে ইহা নতুন বোধিময় অভ্যাসের দ্বারা যতই পরিবর্তিত হ'য়ে থাকুক না কেন, ইহার প্রবণতা হয় অজ্ঞানতার মাঝে পুরণো বুদ্ধিগত অন্বেষণ ফিরে পেতে––যদি না এবং যতক্ষণ না এক পূর্ণতর অতিমানসিক জ্যোতির্ময় শক্তির অভিব্যক্ত ক্রিয়া ইহার ঊর্ধ্বে অবস্থিত হ'য়ে ইহাকে চালনা করে। বস্তুতঃ ইহার স্বরূপই এই যে ইহা বর্তমান মন ও অতিমানসের মধ্যে এক যোগসূত্র, ও সংক্রমণের অবস্থা এবং যতক্ষণ না সংক্রমণ সম্পূর্ণ হয়, ততক্ষণ কখনো কখনো নিম্নে যাবার প্রবৃত্তি হয়, কখনো কখনো উপরে যাবার প্রবৃত্তি হয়, ইহা এক দোলায়মান অবস্থা, নিম্ন থেকে আক্রমণ ও আকর্ষণ, উপর থেকে আক্রমণ ও আকর্ষণ এবং বড় জোর দুই মেরুর মধ্যে এক অনিশ্চিত ও সীমিত অবস্থা। যেমন মানবের উচ্চতর বুদ্ধির স্থান হ'ল তার নিম্নস্থ পাশবিক ও অভ্যস্ত মানবীয় মন এবং তার উপরিস্থ আধ্যাত্মিক মনের মধ্যে, তেমন এই প্রথম আধ্যাত্মিক মনের স্থান বুদ্ধিভাবাপন্ন মানবীয় মানসিকতা এবং মহত্তর অতিমানসিক জ্ঞানের মাঝে।

মনের স্বরূপ এই যে ইহা বাস করে অর্ধ-আলো ও অন্ধকারের মধ্যস্থলে, বিভিন্ন সম্ভাব্য ঘটনাও সম্ভাবনার মাঝে আংশিকভাবে আয়ত্ত দিকগুলির মাঝে, বিভিন্ন অনিশ্চিত ও অর্ধ-নিশ্চিত বিষয়ের মাঝে: ইহা এমন এক অজ্ঞানতা যা জ্ঞান ধরতে চায়, চেষ্টা করে নিজেকে প্রসারিত করতে এবং চাপ দেয় প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন দেহের বিরুদ্ধে। অতি-মানসিক বাস করে আধ্যাত্মিক নিশ্চিত বিষয়গুলির মধ্যে: মানবের কাছে ইহা সেই জ্ঞান যা তার নিজের স্বকীয় দীপ্তির বাস্তব দেহ উন্মুক্ত করে। বোধিমানস প্রথমে দেখা দেয় এমন এক বিষয় হিসাবে যা মনের অর্ধ-

আলোগুলিকে, ইহার বিভিন্ন সম্ভাব্য ঘটনা ও সম্ভাবনাকে, ইহার বিভিন্ন দিককে, ইহার বিভিন্ন অনিশ্চিত নিশ্চিত বিষয়গুলি, ইহার প্রতিরূপগুলি আলোকিত করে এবং এইসব বিষয়ের দ্বারা প্রচ্ছন্ন বা অর্ধ-প্রচ্ছন্ন ও অর্ধ-অভিব্যক্ত সত্যকে প্রকাশ করে, আর ইহার উচ্চতর ক্রিয়ায় ইহা অতিমানসিক সত্যের প্রথম আনয়ন—দৃষ্টির নিকটতর প্রত্যক্ষতার দ্বারা, চিৎ-পুরুষের জ্ঞানের দীপ্তিময় ইঙ্গিত বা স্মৃতির দ্বারা, সত্তার গূঢ় বিশ্বময় আত্ম-দর্শন ও জ্ঞানের দুয়ারের মধ্য দিয়ে বোধি বা অন্তর্দর্শন দ্বারা। ঐ মহত্তর আলো ও শক্তির এক প্রাথমিক অপূর্ণ সংগঠন ইহা—অপূর্ণ কেননা ঐ সংগঠন হয় মনের মধ্যে, ইহার নিজের চেতনার স্বকীয় ধাতুর উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত নয়, ইহা এক অবিরত যোগাযোগ কিন্তু কোনো সম্পূর্ণ অব্যবহিত ও সতত উপস্থিতি নয়। পূর্ণ সিদ্ধির স্থান উজানে অতিমানসিক স্তরগুলির উপর, ইহা প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই মানসিকতার ও আমাদের সমগ্র প্রকৃতির আরো নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ রূপান্তরের উপর।

২১ অধ্যায়

অতিমানসের বিভিন্ন পর্যায়

বোধিমানস হ'ল এক উজ্জ্বল অতিমানসিক ধাতুর দ্বারা অর্ধ-রূপান্তরিত সব মানসিক সংজ্ঞায় সত্যের এক অব্যবহিত রূপান্তর, এমন কোন অনন্ত আত্মজ্ঞানের রূপান্তর যা কাজ করে মনের উর্ধ্বে অতিচেতন চিৎ-পুরুষের মাঝে। ঐ চিৎ-পুরুষ আমাদের কাছে জ্ঞাত হন এমন এক মহত্তর আত্মারূপে যা যুগপৎ আমাদের উর্ধ্বে ও ভিতরে ও চারিদিকে বিদ্যমান, আর আমাদের বর্তমান আত্মা, আমাদের মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ব্যক্তিসত্ত্ব ও প্রকৃতি ইহার এক অপূর্ণ অংশ অথবা এক আংশিক উৎপন্ন বিষয় অথবা এক নিম্ন ও অপ্রচুর প্রতীক, এবং যতই আমাদের মধ্যে বোধিমানস বৃদ্ধি পায়, যতই আমাদের সমগ্র সত্তা আরো বেশী পরিমাণে গড়ে ওঠে বোধিময় ধাতুতে, ততই আমরা অনুভব করি *এই* মহত্তর আত্মা ও চিৎ-পুরুষের প্রকৃতিতে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের এক প্রকার অর্ধ-রূপান্তর। আমাদের সকল মনন, সংকল্প, সংবেগ, বেদনা, এমন কি অবশেষে আমাদের আরো বাহ্য প্রাণিক ও শারীরিক ইন্দ্রিয়-সংবিৎ-গুলি হ'য়ে ওঠে চিৎ-পুরুষ থেকে আসা উত্তরোত্তর প্রত্যক্ষ সব সঞ্চালন এবং ইহারা অন্য এক ও ক্রমশঃ আরো অধিক শুদ্ধ, অক্ষুব্ধ, শক্তিশালী ও দীপ্তিময় প্রকৃতির। ইহা হ'ল পরিবর্তনের এক দিক; অন্য দিকটি এই—যা কিছু তখনো আমাদের অবর সত্তার অন্তর্গত, যা কিছু তখনো আমাদের মনে হয় বাহির থেকে আসে, অথবা আমাদের পুরাতন নিম্ন ব্যক্তিসত্ত্বের ক্রিয়ার জীবিত অংশ সেসব পরিবর্তনের চাপ অনুভব করে এবং উত্তরোত্তর প্রবণ হয় নূতন ধাতু ও প্রকৃতিতে নিজেকে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করতে। পরতর সত্তা নিম্নে নেমে এসে অবর সত্তার স্থলাভিষিক্ত হয় ব্যাপকভাবে, কিন্তু অবর সত্তাটিও পরিবর্তিত হয়, এবং নিজেকে রূপান্তরিত করে পরতর সত্তার ক্রিয়ার উপাদানে ও হ'য়ে ওঠে তার ধাতুর অংশ।

মনের উর্ধ্বে অবস্থিত মহত্তর চিৎ-পুরুষ প্রথমে দেখা দেয় এক উপস্থিতি, আলোক, শক্তি, উৎস, অনন্তরূপে, কিন্তু ইহার মধ্যে যা সব

আমাদের কাছে জ্ঞানগম্য সে সব প্রথমে সত্তা, চেতনা, চিৎ-শক্তি, আনন্দের এক অনন্ত তাদাত্ম্য। বাকীসব ইহা থেকে আসে কিন্তু আমাদের ঊর্ধ্বে মনন, সংকল্প বা বেদনার কোনো সবিশেষ আকার নেয় না, ইহা সেই আকার নেয় শুধু বোধিমানসের ভিতর ও তার স্তরের উপর। অথবা আমাদের অনুভব হয় এবং আমরা নানাভাবে অবগত হই এক মহান ও অনন্ত পুরুষ সম্বন্ধে যিনি ঐ সত্তা ও উপস্থিতির এক চিরন্তন জীবন্ত সত্য, এক মহৎ ও অনন্ত জ্ঞান যা ঐ আলোক ও চেতনার বীর্য, এক মহৎ ও অনন্ত সংকল্প যা ঐ চিৎ-শক্তির বীর্য, এক মহৎ ও অনন্ত প্রেম যা ঐ আনন্দের বীর্য। কিন্তু এই সব বীর্যগুলি আমরা কোনো নির্দিষ্ট প্রকারে জানতে পারি শুধু সেইভাবে যেভাবে তারা রূপান্তরিত হয় আমাদের বোধিময় সত্তার কাছে এবং ইহার স্তরের উপর ও বিভিন্ন সীমার মধ্যে—অবশ্য তাদের স্বরূপগত উপস্থিতির প্রবল সত্যতা ও ফলের কথা না ধ'রে। কিন্তু যেমন আমরা অগ্রসর হই বা উপচিত হই ঐ চিৎ-পুরুষ বা পুরুষের আরো জ্যোতির্ময় ও স্ফুরন্ত মিলনের মধ্যে, তেমন জ্ঞান, সংকল্প ও আধ্যাত্মিক বেদনার এক মহত্তর ক্রিয়া ব্যক্ত হয় এবং মনে হয় নিজেকে সংগঠিত করে মনের ঊর্ধ্বে, আর ইহাকেই আমরা চিনি প্রকৃত অতিমানস ব'লে এবং অনন্ত জ্ঞান, সংকল্প ও আনন্দের আসল স্বকীয় লীলা ব'লে। তখন বোধিময় মানসিকতা হ'য়ে ওঠে এক গৌণ ও নিম্ন গতিবৃত্তি যা এই উচ্চতর শক্তির অনুবর্তী হয়, ইহার সকল দীপ্তি ও আদেশে সাড়া ও সম্মতি দেয়, সে সবকে সঞ্চালন করে নিম্ন অঙ্গগুলিতে এবং যখন তারা পৌঁছে না অথবা অব্যবহিতভাবে সুস্পষ্ট হয় না তখন ইহা চেষ্টা করে ঐ উচ্চতর শক্তির স্থান পূরণ করতে, ইহার ক্রিয়া অনুকরণ করতে এবং যথাসাধ্য সম্পাদন করতে অতিমানসিক প্রকৃতির বিভিন্ন কর্মগুলি। বস্তুতঃ ইহা তার সম্বন্ধে সেই একই স্থান ও সম্বন্ধ নেয় যা তার নিজের সম্বন্ধে সাধারণ বুদ্ধি নিয়েছিল যোগের এক পূর্বতন অবস্থায়।

আমাদের সত্তার দুই লোকের উপর এই দ্বিবিধ ক্রিয়া প্রথমে বোধিময় মানসিকতাকে সুদৃঢ় করে এক গৌণ ক্রিয়ারূপে এবং ইহাকে সাহায্য করে অজ্ঞানতার বিভিন্ন জীবিত অংশ বা আক্রমণ বা নতুন অর্জনকে আরো সম্পূর্ণভাবে বহিষ্ক্রান্ত বা রূপান্তরিত করতে। এবং উত্তরোত্তর ইহা বোধিময় মানসিকতাকেই তার জ্ঞানের আলোকে তীব্র করে এবং অবশেষে ইহাকে রূপান্তরিত করে স্বয়ং অতিমানসেরই প্রতিমূর্তিতে, তবে

প্রথমে তা সাধারণতঃ হয় বিজ্ঞানের আরো সীমিত ক্রিয়ায় যখন ইহা সেই রূপ নেয় যাকে আমরা বলতে পারি ভাস্বর অতিমানসিক বা দিব্য যুক্তিশক্তি। প্রথমে এই দিব্য যুক্তিশক্তিরূপেই অতিমানস নিজে তার ক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে এবং পরে যখন ইহা মনকে পরিবর্তিত ক'রেছে তার নিজের প্রতিমূর্তিতে ইহা নিম্নে নেমে এসে সাধারণ বুদ্ধির ও যুক্তিশক্তির স্থান নেয়। ইতিমধ্যে আরো বেশী মহৎ প্রকারের এক উচ্চতর অতিমানসিক শক্তি নিজেকে ঊর্ধ্বে প্রকট করতে থাকে আর ইহাই সত্তার মধ্যে দিব্য ক্রিয়ার পরম নেতৃত্ব নেয়। দিব্য যুক্তিশক্তি আরো সীমিত প্রকারের কারণ যদিও ইহা মানসিক প্রকারের নয় আর যদিও ইহা সরাসরি সত্য ও জ্ঞানের ক্রিয়া, তবু ইহা এমন বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্যের জন্য এক ন্যস্ত শক্তি যেগুলি আলোকে মহত্তর কিন্তু তবু কিছু পরিমাণে সাধারণ মানুষী সংকল্প ও যুক্তিশক্তির সব উদ্দেশ্যের অনুরূপ; আরো মহত্তর অতিমানস-স্তরেই মানবীয় সত্তার মধ্যে আবির্ভূত হয় ঈশ্বরের সরাসরি, সম্পূর্ণ প্রকট ও অব্যবহিত ক্রিয়া। বোধিমানস, দিব্য যুক্তিশক্তি ও মহত্তর অতিমানস, এবং এই সব পর্যায়ের মধ্যেই অন্য সব---ইহাদের মধ্যে এই সব পার্থক্য করা প্রয়োজন কারণ শেষে ইহারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। যা সব মনের উজান থেকে আসে সে সবকেই মন পার্থক্য না ক'রে গ্রহণ করে পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক দীপ্তি হিসাবে এবং এমন কি আদি অবস্থা-গুলিকে ও প্রথম আলোকপাতগুলিকেও ইহা স্বীকার করে অন্তিম অবস্থা ব'লে, কিন্তু পরে ইহা দেখে যে এখানে নিরস্ত হওয়ায় অর্থ এক আংশিক উপলব্ধিতে নিরস্ত হওয়া, আর সাধকের কর্তব্য উন্নত ও বৃহৎ করার কাজে প্রবৃত্ত থাকা যতক্ষণ না অন্ততঃ লাভ হয় দিব্য প্রশস্ততা ও পরিমাণের কিছু সম্পূর্ণতা।

ধীশক্তির পক্ষে এই সব অতিমানসিক পার্থক্যের অর্থ আদৌ আয়ত্ত করা দুরূহ: যে সব মানসিক সংজ্ঞায় তাদের প্রকাশ সম্ভব সে সবের অভাব অথবা সে সব যথেষ্ট নয়, আর তাদের অবধারণ সম্ভব কেবল কিছু দৃষ্টি বা অনুভূতিতে কিছু নিকটবর্তী বিষয় পাবার পর। বর্তমানে যা দিলে উপকার হয় তা কতকগুলি ইঙ্গিতমাত্র। প্রথমে চিন্তাশীল মন থেকেই কিছু সন্ধানসূত্র লওয়া যথেষ্ট; কারণ এখানেই পাওয়া যেতে পারে অতিমানসিক ক্রিয়ার নিকটতম চাবিকাঠি। সত্যের রূপ গঠন করে এমন চারি শক্তির দ্বারাই বোধিমানসের মনন সম্পূর্ণভাবে অগ্রসর

হয়––ইহার ভাবনার আভাসন দেয় এমন এক বোধি, বিবেচন করে এমন এক বোধি, এমন এক চিদাবেশ যা সত্যের বাক্ ও তার মহত্তর ধাতুর কিছু নিয়ে আসে এবং এক দিব্য প্রকাশ যা দৃষ্টির কাছে গঠন করে সত্যের নিজস্ব আসল মুখমণ্ডল ও দেহ। সাধারণ মানসিক বুদ্ধির যে কতকগুলি গতিবৃত্তি অনুরূপ দেখায় ও আমাদের প্রথম অনভিজ্ঞতায় সহজেই সত্যকার বোধি ব'লে ভুল করা হয়––সেগুলি আর পূর্বোক্ত বিষয়গুলি এক নয়। আভাসন–দেয় এমন বোধি ও ক্ষিপ্রবুদ্ধির বুদ্ধিগত অন্তর্দৃষ্টি এক নয়, অথবা বোধিময় বিবেক ও যুক্তিশীল ধীশক্তির দ্রুত বিচার এক নয়; বোধিময় চিদাবেশ ও কল্পনাপ্রবণ বুদ্ধির চিদাবেশযুক্ত ক্রিয়া এক নয়, আবার বোধিময় প্রকাশ এবং অবিমিশ্র মানসিক ঘনিষ্ঠ গ্রহণ ও অনুভূতির প্রবল আলোক এক নয়।

হয়ত এই কথা বলা সঠিক হবে যে এই সব শেষোক্ত ক্রিয়াগুলি উচ্চতর গতিবৃত্তির মানসিক প্রতিরূপ, ঐ একই বিষয় সম্পাদনের জন্য সাধারণ মনের প্রয়াস, অথবা উচ্চতর প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যাপ্রিয়া সম্বন্ধে ধী-শক্তি দিতে পারে এমন সব সম্ভবপর শ্রেষ্ঠ অনুকরণ। সত্যকার বোধি-গুলি তাদের আলোকের ধাতুতে, তাদের ক্রিয়াধারায়, তাদের জ্ঞানের পদ্ধতিতে এই সব কার্যকরী কিন্তু নকল বিষয় থেকে পৃথক। বুদ্ধিগত ক্ষিপ্র ক্রিয়াগুলি সত্যের এমন সব মানসিক আকার ও প্রতিরূপের প্রতি ভিত্তিমূলক মানসিক অজ্ঞানতার জাগরণের উপর নির্ভরশীল যা সব তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এবং তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যের জন্য সম্পূর্ণ সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সেইজন্যই যে তারা বিশ্বস্ত হবে তা নয়, আর তাদের যা প্রকৃতি তাতে তারা বিশ্বস্ত নয়ও। ইহারা তাদের আবির্ভাবের জন্য নির্ভর করে মানসিক ও ইন্দ্রিয়-গত তথ্যের দেওয়া বিভিন্ন আভাসনের উপর অথবা অতীত মানসিক জ্ঞানের সঞ্চয়ের উপর। ইহারা সত্যকে খোঁজে এক বাহিরের জিনিস হিসাবে, পাবার এক বিষয় হিসাবে, এবং দেখার ও সঞ্চয় করার এক অর্জন হিসাবে, আর যখন ইহা পাওয়া যায় তখন পরীক্ষা করা হয় ইহার বিভিন্ন উপরিভাগ, আভাসন বা দিক। এই পরীক্ষা কখনই সম্পূর্ণ সমগ্র ও পর্যাপ্ত সত্যভাবনা দিতে পারে না। সেসময় তারা যতই নিশ্চিত মনে হ'ক না কেন, তারা যে কোনো সময় অবহেলিত ও ত্যক্ত হ'তে পারে আর দেখা যেতে পারে যে নতুন জ্ঞানের সহিত তারা অসঙ্গত।

বিপরীত পক্ষে, বোধিময় জ্ঞান তার ক্ষেত্রে বা প্রয়োগে যতই সীমিত হ'ক না কেন, ইহা ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে অব্যবহিত, স্থায়ী ও বিশেষ ক'রে স্বপ্রতিষ্ঠ নিশ্চয়তা সহ নিঃসংশয়। ইহা সূত্রপাত হিসাবে, বরং আলোকিত করার এক বিষয় হিসাবে মন ও ইন্দ্রিয়ের দেওয়া তথ্যগুলি নিয়ে তাদের প্রকাশ করতে পারে তাদের প্রকৃত অর্থে, আর না হয় অতীত মনন ও জ্ঞানের এক পরম্পরাকে প্রদীপ্ত ক'রে দিতে পারে নতুন সব অর্থ ও পরিণাম, কিন্তু ইহা নিজ ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, এবং পূর্ববর্তী কোনো আভাসন বা তথ্যের অনধীন হ'য়ে হঠাৎ বাহির হ'তে পারে নিজের জ্যোতির ক্ষেত্র থেকে, আর এই প্রকার ক্রিয়া উত্তরোত্তর আরো ঘন ঘন আসে এবং জ্ঞানের নতুন গভীরতা ও প্রদেশ সৃষ্টি করার জন্য অন্যের সহিত যুক্ত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই সর্বদাই স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যের কিছু উপাদান এবং উৎপত্তির অনপেক্ষতার এক বোধ বর্তমান থাকে যা থেকে বোঝা যায় যে ইহার উৎস হ'ল চিৎ-পুরুষের তাদাত্ম্য-জ্ঞান। ইহা হ'ল এমন জ্ঞানের প্রকাশ যা গূঢ় কিন্তু পূর্ব থেকেই সত্তার মধ্যে বর্তমান: ইহা কোনো অর্জন নয়, বরং এমন কিছু যা সর্বদাই সেখানে বর্তমান ও প্রকাশযোগ্য ছিল। ইহা সত্যকে দেখে ভিতর থেকে এবং ঐ অন্তর্দর্শন দিয়ে বহিরংশগুলি প্রদীপ্ত করে, আর যদি আমরা বোধিময়-ভাবে জাগ্রত থাকি তাহ'লে ইহা যা কিছু নতুন সত্য আসতে বাকী আছে তার সঙ্গে দ্রুত সমন্বয়সাধনও করে। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি আরো সুস্পষ্ট ও তীব্র হয় পরতর ও সমুচিত অতিমানসিক প্রদেশসমূহেঃ বোধিমানসে এই সবকে সর্বদাই তাদের শুদ্ধতায় ও সম্পূর্ণতায় চেনা না যেতে পারে কারণ সেখানে থাকে মানসিক উপাদান ও ইহার নতুন সঞ্চয়ের মিশ্রণ, কিন্তু দিব্য যুক্তিশক্তিতে ও মহত্তর অতিমানসিক ক্রিয়ায় তারা হ'য়ে ওঠে স্বচ্ছন্দ ও অনপেক্ষ।

আভাসনদায়ক বোধি মানসিকস্তরে সক্রিয় হ'য়ে সত্যের এক সরাসরি ও আলো-করা আন্তর ভাবনার ব্যঞ্জনা দেয়, ইহা এমন ভাবনা যা সত্যের প্রতিমূর্তি ও সূচক, এখনো সম্পূর্ণ উপস্থিত ও সমগ্র দৃষ্টি নয়, বরং কোনো সত্যের উজ্জ্বল স্মৃতিস্বরূপ, আত্মার জ্ঞানের এক রহস্যের প্রত্যভিজ্ঞান। ইহা এক প্রতিরূপ, কিন্তু এক জীবন্ত প্রতিরূপ, কোনো ভাবনাসূচক প্রতীক নয়, ইহা এক প্রতিবিম্ব, তবে এমন প্রতিবিম্ব যা সত্যের আসল ধাতুর কিছু দিয়ে আলোকিত। বোধিময় বিবেক এমন এক গৌণ ক্রিয়া যা

সত্যের এই ভাবনাকে স্থাপন করে তার সঠিক স্থানে ও অন্য সব ভাবনার সহিত সম্পর্কের মধ্যে। আর যতক্ষণ মানসিক হস্তক্ষেপ ও নতুন সঞ্চয়ের অভ্যাস থাকে ততদিন ইহা আরো যে কাজ করে তা হ'ল উচ্চতর দেখা থেকে মানসিক দেখা পৃথক করা, যে অবর মানসিক উপাদান তার খাদ দিয়ে শুদ্ধ সত্যধাতুকে ক্লিষ্ট করে তাকে বিচ্ছিন্ন করা, এবং ইহা চেষ্টা করে অজ্ঞানতা ও জ্ঞানের, মিথ্যা ও প্রমাদের ব্যামিশ্র বিশৃঙ্খলকে উন্মোচন করতে। যেমন বোধি এক স্মৃতিস্বরূপ, এক স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যের ভাস্বর স্মরণস্বরূপ, তেমন চিদাবেশ হ'ল সত্যশ্রবণ স্বরূপ: ইহা সত্যের সাক্ষাৎ স্বরের অব্যবহিত গ্রহণ, ইহা তৎক্ষণাৎ সেই বাক্ নিয়ে আসে যা ইহাকে মূর্তিমন্ত করে সুষ্ঠুভাবে আর ইহা বহন করে তার ভাবনার আলো অপেক্ষা বেশী কিছু; তার আন্তর সদ্-বস্তুর কিছু ধারা ও তার ধাতুর সুস্পষ্ট আসন্নতা আয়ত্ত করা হয়। দিব্য প্রকাশ হ'ল প্রত্যক্ষ দৃষ্টিস্বরূপ, ইহা বর্তমান দর্শনের কাছে সেই বিষয়টির স্বরূপ সুস্পষ্ট করে যার প্রতিরূপ হ'ল তার ভাবনা। ইহা সত্যের মূল আন্তরভাব ও সত্তা ও সদ্-বস্তুকে বাহিরে নিয়ে আসে আর ইহাকে করে চেতনা ও অনুভূতির এক অঙ্গ।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে অতিমানসিক প্রকৃতির বিকাশ এক নিয়মিত ক্রম-পর্যায় অনুসরণ করে তাহ'লে দেখা যাবে যে এই বিকাশের বাস্তব ধারায় নিম্ন দুটি শক্তি প্রথম বাহিরে আসে—অবশ্য সেজন্য ইহাদের মধ্যে যে উচ্চতর দুটি শক্তির কোনো ক্রিয়া থাকবেই না তা নয়—আর যখন ঐ নিম্ন দুটি শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া হ'য়ে ওঠে, তখন ইহারা এক প্রকার নিম্ন বোধিজ বিজ্ঞান গঠন করে। ইহার সম্পূর্ণতার জন্য দুটির একত্র সমবায় প্রয়োজনীয়। যদি বোধিময় বিবেক নিজে নিজে কাজ করে তাহ'লে ইহা ধী-শক্তির বিভিন্ন ভাবনা ও বোধের উপর এক প্রকার সমালোচক দীপ্তি সৃজন করে এবং সে সবকে নিজেদের উপর এমন ভাবে ফেরায় যে মন তাদের প্রমাদ থেকে তাদের সত্য পৃথক করতে সক্ষম হয়। অবশেষে ইহা বুদ্ধিগত বিচারের স্থলে সৃষ্টি করে ভাস্বর বোধিময় বিচার, এক প্রকার সমালোচক বিজ্ঞান: তবে সম্ভবতঃ ইহার নতুন আলো-করা জ্ঞান কম হবে অথবা ইহা সত্যের মাত্র ততখানি বিস্তার সাধন করবে যা প্রমাদ বিচ্ছিন্ন করার স্বাভাবিক পরিণাম। অপর পক্ষে, যদি আভাসনদায়ক বোধি এই বিবেক বিনাই নিজে নিজে কাজ করে, তাহ'লে অবশ্য বিভিন্ন নতুন সত্য ও নতুন আলোর অবিরত

আগমন হয়, কিন্তু বিভিন্ন মানসিক নতুন সঞ্চয়ের দ্বারা তারা সহজেই বেষ্টিত ও ক্লিষ্ট হয় এবং হস্তক্ষেপের জন্য তাদের বিভিন্ন সংযোগ ও সম্বন্ধ অথবা পরস্পরের মধ্য থেকে সুসমঞ্জস বিকাশ আচ্ছন্ন ও ছিন্ন হয়। সক্রিয় বোধিময় অনুভবের এক স্বাভাবিক শক্তির সৃষ্টি হয়, কিন্তু বোধিজ বিজ্ঞানের কোনো সম্পূর্ণ ও সঙ্গত মনের সৃষ্টি হয় না। দুটি মিলে পরস্পরের একক ক্রিয়ার ঊনতা পূরণ করে এবং বোধিময় অনুভব ও বিবেকের এমন এক মন নির্মাণ করে যা স্খলনশীল মানসিক বুদ্ধির কাজ এবং ইহার চেয়ে আরো বেশী কিছু করতে সক্ষম হয়, আর তা করে আরো সাক্ষাৎ ও স্খলনহীন ভাবনা-কার্যের মহত্তর আলোক, নিশ্চিততা ও শক্তি নিয়ে।

এই একই প্রকারে দুটি উচ্চতর শক্তি তৈরী করে এক উচ্চতর বোধিজ বিজ্ঞান। মানসিকতার মাঝে পৃথক শক্তি হিসাবে কাজ করলে, ইহাবাও সহগামী সব ক্রিয়ার অভাবে নিজেরা পর্যাপ্ত হয় না। অবশ্য দিব্য প্রকাশ বিষয়টি স্বরূপে যা তার সত্যতা ও বিভিন্ন তাদাত্ম্যগুলি উপস্থিত করতে এবং চিন্ময় পুরুষের অনুভূতিতে মহৎ সামর্থ্যের কিছু যোগ করতে পারে, কিন্তু ইহাতে মূর্তিদাত্রী বাক্, বহিঃ-প্রকাশ করা ভাবনা, ইহার বিভিন্ন সম্বন্ধ ও পরিণামের অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা থাকে না, আর ইহা আত্মার মধ্যে এক প্রাপ্তি হ'য়ে থাকতে পারে, কিন্তু এমন বিষয় হয় না যা বিভিন্ন অঙ্গের ভিতর ও মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত করা হয়। সত্যের উপস্থিতি থাকতে পারে, কিন্তু ইহার পূর্ণ অভিব্যক্তি থাকে না। চিদাবেশ দিতে পারে সত্যের বাক্ এবং ইহার প্রবৃত্তি ও গতিবিধির চাঞ্চল্য কিন্তু নিজের মধ্যে ইহা যা সব বহন করে এবং দীপ্তিময় ভাবে যা সবের নির্দেশ দেয় সে সবের পূর্ণ প্রকাশ ও ইহার বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে ইহার সুবিন্যাস বিনা কোনো সম্পূর্ণ বিষয় হয় না এবং ফলেও নিশ্চিত হয় না। চিদাবেশযুক্ত বোধি-মানস বিদ্যুৎ ঝলকের এমন এক মন যা অন্ধকারময় অনেক বিষয়কে আলোকিত করে কিন্তু এই আলোককে প্রণালীবদ্ধ ক'রে স্থির প্রভার এমন এক ধারায় নিবিষ্ট করা চাই যা বিশদভাবে সুবিন্যস্ত জ্ঞানের এক সতত শক্তি হবে। উচ্চতর বিজ্ঞান নিজে নিজে তার দুই একক শক্তির মাঝে আধ্যাত্মিক জ্যোতির এমন এক মন হবে যা তার নিজের পৃথক রাজ্যে বড় বেশী বাস করে, হয়ত বাহিরের জগতের উপর ইহা অদৃশ্যভাবে তার ফল উৎপাদন করে কিন্তু ইহার আরো স্বাভাবিক সব গতিবৃত্তির সহিত

নিম্ন ভাবময় ক্রিয়ার দেওয়া কোনো আরো নিবিড় ও সাধারণ যোগাযোগের যোগসূত্র ইহাতে থাকে না। চারিশক্তির সংযুক্ত অথবা সম্মিশিত ও একীকৃত শক্তিই গঠন করে সম্পূর্ণ ও সুদৃঢ় ও সুসজ্জিত বোধিজ বিজ্ঞান।

চারিশক্তির কিছু যুগপৎ অভিব্যক্তি সত্ত্বেও, নিয়মিত বিকাশের ধারায় প্রথমে পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে সৃষ্টি হবে নিম্ন আভাসন-দেওয়া ও সমালোচক বোধিমানস ও তার পর ইহার উপর বিকশিত হবে চিদাবেশ-যুক্ত ও প্রকাশক বোধিময় মানসিকতা। ইহার পর নিম্ন দুটি শক্তিকেই চিদাবেশের শক্তি ও ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ে সকল ক্রিয়াকে করা হবে যেন এক সৌষম্য যা একসাথে তিনেরই সংযুক্ত ক্রিয়া করে---অথবা এক উচ্চতর তীব্রতায় সকল ক্রিয়াকে পার্থক্য করা যায় না এমন একমাত্র আলোক রূপে তিনের একীকৃত ক্রিয়া করা হয়। আর পরিশেষে অনুরূপ এক গতিবৃত্তির দ্বারা এই তিনটিকে বোধিজ বিজ্ঞানের প্রকাশিকা শক্তির মধ্যে নিয়ে ইহার সহিত সম্মিশিত করা হবে। বস্তুতঃ মানসিক অর্ধ-জ্ঞানের বর্তমান বিভিন্ন গতিবৃত্তির সতত মিশ্রণ ও হস্তক্ষেপের কারণে এবং মানসিক অজ্ঞানতার উপাদানের বাধার জন্য, মানবমনে বিকাশের স্পষ্ট ধারা সম্ভবতঃ সর্বদাই কমবেশী ব্যাহত, বিশৃঙ্খল হয়, ও ইহার গতিপথে অনিয়মিত হ'য়ে ওঠে আর তাতে থাকে পুনঃ পুনঃ পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি, অপূর্ণ অগ্রগতি, অসমাপ্ত বা অপূর্ণভাবে সমাপ্ত বিষয়ে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু পরিশেষে একটা সময় আসতে পারে যখন, মনের মধ্যে যতদূর সম্ভব ততদূর বিকাশের ধারা সম্পূর্ণ হয় এবং এমন এক পরিমিত অতিমানসিক আলোকের স্পষ্ট গঠন সম্ভব হয় যা এই সকল শক্তি নিয়েই নির্মিত, আর সর্বোচ্চ শক্তি নেতৃত্ব করে অথবা অন্য শক্তিগুলিকে আত্ম-সাৎ করে তার নিজের দেহের মধ্যে। এই ক্ষণেই অর্থাৎ যখন মনোময় পুরুষের মাঝে বোধিমানস পরিপূর্ণ-ভাবে গঠিত হ'য়েছে এবং তখনো বিবিধ মানসিক ক্রিয়াবলীকে সম্পূর্ণ দখল করতে সমর্থ না হ'লেও, ইহার উপর আধিপত্য করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতাবান হ'য়েছে তখন উন্নতির আর একটি পদক্ষেপ সম্ভবপর হয়, আর তা হ'ল মনের ঊর্ধ্বে ক্রিয়ার কেন্দ্র ও স্তরের উন্নয়ন এবং অতিমানসিক যুক্তিশক্তির আধিপত্য।

এই পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ হ'ল সমগ্র ক্রিয়াধারার সম্পূর্ণ পরাবর্তন

অর্থাৎ যাকে প্রায় বলা যায়, উবুড় হ'য়ে উল্টে যাওয়া। বর্তমানে আমরা বাস করি মনের ভিতর এবং বেশীর ভাগই তা শারীরিক (স্থূল) মনে; কিন্তু তবু পশুর মতো সম্পূর্ণভাবে শারীরিক, প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়বোধাত্মক কর্মসমূহে অভিভূত থাকি না। বরং আমরা এমন এক বিশেষ উন্নত স্তরে আরোহণ করেছি যা থেকে আমরা নিম্নে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহের ক্রিয়ার উপর দৃষ্টিপাত করতে পারি, ইহাদের উপর ফেরাতে পারি উচ্চতর মানসিক আলো, গভীরভাবে চিন্তা করতে, বিচার করতে পারি আর পারি আমাদের সংকল্পকে অবর প্রকৃতির ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করার কাজে ব্যবহার করতে। অপর পক্ষে, আমরা ঐ উচ্চতর থেকে কম বা বেশী সচেতন ভাবে উপর দিকেও তাকাতে পারি উপরিস্থ কিছুর দিকে এবং তা থেকে হয় সরাসরি, না হয় আমাদের অবচেতন বা অধিচেতন সত্তার মধ্য দিয়ে নিতে পারি আমাদের মনন ও সংকল্প ও অন্যান্য ক্রিয়াবলীর কিছু গূঢ় অতিচেতন প্রবেগ। এই যোগাযোগের প্রণালী প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট থাকে এবং কতকগুলি অত্যন্ত বিকশিত প্রকৃতিতে ছাড়া সাধারণতঃ ইহার কথা লোকে জানে না: কিন্তু যখন আমরা আত্ম-জ্ঞানে অগ্রসর হই তখন আমরা দেখি যে আমাদের সকল মনন ও সংকল্প উৎপন্ন হয় ঊর্ধ্ব থেকে, যদিও তারা গঠিত হয় মনে এবং সেখানেই প্রথম প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় হয়। যে স্থূল মন আমাদিগকে মস্তিষ্ক যন্ত্রের সহিত বদ্ধ রাখে এবং দৈহিক চেতনার সহিত আমাদের অভিন্ন করে তার গ্রন্থিগুলি যদি আমরা মোচন ক'রে শুদ্ধ মানসিকতার মধ্যে বিচরণ করতে সক্ষম হই, তাহ'লে এই ব্যাপারটি আমাদের অনুভবে সতত স্পষ্ট থাকে।

বোধিময় মানসিকতার বিকাশ এই যোগাযোগকে সরাসরি করে, ইহা আর তখন অবচেতন ও অস্পষ্ট থাকে না; কিন্তু তবু আমরা তখনো মনের মধ্যে থাকি এবং তখনো মন ঊর্ধ্বে তাকায় এবং অতিমানসিক দান গ্রহণ করে এবং তা প্রেরণ করে অন্যান্য অঙ্গগুলিতে। এরূপ করায়, ইহা আর তার কাছে নিম্নে–আসা মনন ও সংকল্পের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিজের রূপ সৃষ্টি করে না কিন্তু তবু ইহা সে সবকে পরিবর্তিত ও সংকীর্ণ ও সীমিত করে এবং তার নিজের পদ্ধতির কিছু আরোপ করে। তবু ইহা মনন ও সংকল্পের গ্রাহক ও সঞ্চালক––যদিও ইহা সূক্ষ্ম প্রভাবের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্যভাবে এখন তাদের গঠন করে না, কারণ ইহা তাদের প্রদান করে মানসিক উপাদান বা মানসিক সন্নিবেশ ও কাঠামো

ও বাতাবরণ। কিন্তু যখন অতিমানসিক যুক্তিশক্তি বিকশিত হয়, তখন পুরুষ মানসিক উচ্চস্তরের উর্ধ্বে ওঠে এবং তখন মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহের সমগ্র ক্রিয়াকে নিম্নে দেখে সম্পূর্ণ অন্য এক আলো ও বাতাবরণ থেকে, ইহাকে দেখে ও জানে সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন দর্শন নিয়ে আর মনের মধ্যে আর অভিভূত থাকে না ব'লে দেখে ও জানে স্বচ্ছন্দ ও সত্য জ্ঞানে। বর্তমানে মানব পাশবিক নিগূহন থেকে মাত্র আংশিক ভাবে মুক্ত--কারণ তার মন আংশিকভাবে উর্ধ্বে উত্তোলিত, প্রাণ ইন্দ্রিয় ও দেহের দ্বারা আংশিকভাবে নিমগ্ন ও নিয়ন্ত্রিত কিন্তু সে বিভিন্ন মানসিক রূপ ও সীমা থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু অতিমানসিক উচ্চস্তরে আরোহণ করার উপর সে নিম্ন নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়, আর হয় সমগ্র প্রকৃতির শাসন কর্তা-- প্রথমে হয় শুধু স্বরূপগত ও প্রাথমিকভাবে এবং তার সর্বোচ্চ চেতনায় কারণ বাকীসবের রূপান্তর তখনো অবশিষ্ট থাকে--কিন্তু যখন বা যে অনুপাতে ইহা করা হয় সে হ'য়ে ওঠে এক স্বাধীন সত্তা এবং তার মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর।

এই পরিবর্তনের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে মনন ও সংকল্পের গঠন এখন সম্পূর্ণভাবে ঘটতে পারে সম্পূর্ণ অতিমানসিক স্তরে এবং সেজন্য সেখানে প্রবর্তিত হয় এক সম্পূর্ণ জ্যোতির্ময় ও কার্যকরী সংকল্প ও জ্ঞান। প্রারম্ভে অবশ্য আলোক ও শক্তি সম্পূর্ণ হয় না, কারণ অতিমানসিক যুক্তিশক্তি হ'ল অতিমানসের শুধু এক প্রাথমিক ব্যাকৃতি আর এই কারণে যে মন ও অন্যান্য বিভিন্ন অঙ্গসমূহকে তখনো পরিবর্তিত করা দরকার অতি-মানসিক প্রকৃতির ছাঁচে। একথা সত্য যে মন এখন আর মনন ও সংকল্প বা অন্য কিছুর আপতিক উৎপাদক বা বিভাবনকারী বা বিচারকর্তারূপে কাজ করে না কিন্তু তবু ইহা কাজ করে সঞ্চালক প্রণালী হিসাবে এবং সেই অনুপাতে উপর থেকে আসা শক্তি ও আলোকের সঞ্চালনে গ্রাহক হিসাবে এবং কিছু পরিমাণে বাধাদায়ক ও সংকীর্ণতাজনক রূপে। যে অতিমানসিক চেতনায় পুরুষ এখন অবস্থান করে, চিন্তা ও সংকল্প করে এবং যে মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক চেতনার মধ্য দিয়ে তাকে তার আলো ও জ্ঞান কার্যকরী করতে হয়--এই দুয়ের মধ্যে এক বৈসাদৃশ্য থাকে। সে বাস করে ও দেখে এক আদর্শ চেতনা নিয়ে কিন্তু তবু তার অবর আত্মাতেই তার ইহাকে পুরোপুরি কার্যকরী ও সফল করা চাই। অন্যথায়, সে শুধু কাজ করতে পারে আধ্যাত্মিক স্তরে এবং ইহার দ্বারা

অতি সহজেই প্রভাবান্বিত হয় এমন উচ্চতর মানসিক স্তরে এবং তা অন্যদের সহিত আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মধ্য দিয়ে কম বা অধিক পরিমাণের সফলতা সহ কিন্তু সত্তার অখণ্ড লীলার হীনতা বা অভাবের দ্বারা এই ফল হ্রাস পায় এবং বিলম্বিত হয়। ইহার প্রতিবিধান করা সম্ভব একমাত্র যদি অতিমানস মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক চেতনাকে নিয়ে তাকে অতিমানসিক ভাবাপন্ন করে--অর্থাৎ রূপান্তরিত করে অতিমানসিক প্রকৃতির ছাঁচে। আমি পূর্বেই অপরা প্রকৃতির বিভিন্ন করণের যে যৌগিক প্রস্তুতির কথা বলেছি তা করা থাকলে ঐ কাজ আরো সহজেই করা যায়; তা না হ'লে, আদর্শ মানসিকতার এবং মানসিক সঞ্চালক করণগুলির অর্থাৎ মনঃপ্রণালী, হৃদয়, ইন্দ্রিয়, স্নায়বিক ও শারীরিক সত্তার মধ্যে বিরোধ বা অসঙ্গতি দূর করতে অনেক কণ্ট হয়। অতিমানসিক যুক্তিশক্তি এই রূপান্তরের প্রাথমিক কাজ বেশ যথেণ্ট পরিমাণে করতে সমর্থ, কিন্তু পুরোপুরি নয়।

অতিমানসিক যুক্তিশক্তি স্বরূপে এক আধ্যাত্মিক, সরাসরি, স্বয়ংদীপ্ত, স্বয়ং-সক্রিয় সংকল্প ও বুদ্ধি, ইহা "মানসবুদ্ধি" নয়, ইহা অতিমানসিক বুদ্ধি, "বিজ্ঞানবুদ্ধি"। বোধিমানসের মতো, ইহা সেই একই চার শক্তির দ্বারা কাজ করে কিন্তু এখানে এই শক্তিগুলি স্বরূপের এমন প্রাথমিক পরিপূর্ণতা সহ সক্রিয় যা বুদ্ধির মানসিক উপাদানের দ্বারা পরিমিত হয় না আর শুধু মনকে দীপ্ত করার কাজেই প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকে না, বরং তারা কাজ করে তাদের আপন উপযোগী প্রণালীতে এবং নিজেদের স্বকীয় উদ্দেশ্যের জন্য। আর এই চারশক্তির মধ্যে এখানে বিবেককে পৃথক এক শক্তি হিসাবে চিনতে পারা একরূপ অসম্ভব, কিন্তু ইহা অন্য তিনটিতে সর্বদাই নিহিত থাকে এবং তাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রের ও বিভিন্ন সম্পর্কের তাদের নিজেদের সবিশেষকরণ। এই যুক্তিশক্তির মধ্যে তিনটি উন্নত স্তর আছে--একটি স্তর আছে যাতে আমরা যাকে অতিমানসিক বোধি বলতে পারি তার ক্রিয়া রূপ ও প্রধান বৈশিণ্ট্য দেয়, একটি আছে যাতে দ্রুত অতিমানসিক চিদাবেশ এবং অন্য একটিতে বৃহৎ অতিমানসিক প্রকাশ অগ্রবর্তী হ'য়ে সাধারণ স্বভাব দান করে এবং ইহাদের প্রত্যেকেই আমাদের উত্তোলন করে সত্য-সংকল্প ও সত্য-জ্ঞানের আরো ঘনীভূত ধাতুতে ও উচ্চতর আলোক, প্রাচুর্য ও ক্ষেত্রে।

মানসিক যুক্তিশক্তি যা সব কাজ করে অতিমানসিক যুক্তিশক্তি সে

সবও করে এবং তার বেশী করে, তবে ইহার কাজ শুরু হয় অন্য প্রান্ত থেকে এবং কার্যপ্রণালী অনুরূপ। আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তির কাছে আত্মার ও চিৎ-পুরুষের ও বিষয়সমূহের তত্ত্বের মৌলিক সত্যগুলি এমন সব আচ্ছিন্ন ভাবনা বা সূক্ষ্ম অসার অনুভূতি নয় যাতে ইহা উপনীত হয় সব সীমার এক প্রকার উত্তরণের দ্বারা, এই সব ইহার কাছে এক নিত্য সদ্‌বস্তু, এবং ইহার সকল ভাবনা-কার্যের ও অনুভূতির স্বাভাবিক পট-ভূমিকা। মনের মতো, ইহা কষ্ট করে লাভ করে না, বরং অবিলম্বে প্রকাশ করে সত্তা ও চেতনার, আধ্যাত্মিক ও অন্যবিধ ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ও আনন্দের, শক্তির ও ক্রিয়ার সাধারণ ও সমগ্র ও বিশেষ সত্যগুলি——অর্থাৎ সদ্‌বস্তু ও প্রতিভাস ও প্রতীক, ভূতার্থ, ও সম্ভাবনা ও ধ্রুব পরিণতি, যা নির্ধারিত হয় ও যা নির্ধারণ করে, আর এসব করে স্বয়ং-প্রকাশ প্রমাণ সহ। মননের সহিত মননের, শক্তির সহিত শক্তির, ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়ার এবং পরস্পরের সহিত এই সকলের বিভিন্ন সম্বন্ধগুলি ইহা গঠিত ও বিন্যস্ত করে এবং সে সবকে নিক্ষেপ করে সংশয়হীন ও দীপ্তিময় সামঞ্জস্যের মধ্যে। ইন্দ্রিয়ের তথ্যগুলি ইহা অন্তর্গত করে কিন্তু ইহাদের পশ্চাতে যা আছে তার আলোকে ইহা তাদের অন্য অর্থ দেয় এবং তাদের গণ্য করে শুধু বাহ্যতম সংকেতরূপে: পূর্ব থেকেই ইহার যে মহত্তর ইন্দ্রিয় আছে তার কাছে আন্তর সত্য জানা। আর এমন কি বিষয়সমূহের ব্যাপারে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও ইহা শুধু তাদের উপর নির্ভরশীল নয় অথবা তাদের পরিসরের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ইহার নিজের এক আধ্যাত্মিক অর্থ ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ আছে এবং এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ আন্তর মনঃ-ইন্দ্রিয়ের তথ্যগুলি নিয়ে ইহা তার সহিত ইহাদের সম্পর্ক স্থাপন করে। আবার ইহা চৈত্য অনুভূতির কাছে পরিচিত বিভিন্ন দীপ্তি ও জীবন্ত প্রতীক ও মূর্তিগুলি নিয়ে সে সবকেও সম্পৃক্ত করে আত্মা ও চিৎ-পুরুষের বিভিন্ন সত্যের সহিত।

আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তি বিভিন্ন ভাবাবেগ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সংবিৎগুলিকেও নিয়ে তাদের সম্পৃক্ত করে তাদের আধ্যাত্মিক প্রতিরূপের সহিত এবং যে উচ্চতর চেতনা ও আনন্দ থেকে তাদের উৎপত্তি এবং এক নিম্নপ্রকৃতির মাঝে যার পরিবর্তিত রূপ ইহারা তার মূল্য ইহাদিগকে দেয় এবং তাদের বিকৃতিগুলি সংশোধন করে। অনুরূপভাবে ইহা প্রাণিক সত্তা ও চেতনার বিভিন্ন গতিবৃত্তি নিয়ে সেসবকে সম্পৃক্ত করে আত্মার ও ইহার তপঃ-

শক্তি'র আধ্যাত্মিক জীবনের গতিবৃত্তিগুলির সহিত এবং ইহাদিগকে দেয় এই জীবনের বিভিন্ন তাৎপর্য। ইহা শারীরিক চেতনাকেও নিয়ে ইহাকে মুক্ত করে ইহার অন্ধকার ও নিশ্চেষ্টতার তমঃ থেকে এবং ইহাকে ক'রে তোলে অতিমানসিক আলো ও শক্তি ও আনন্দের এক উত্তরদায়ী গ্রাহক ও সূক্ষ্মসংবেদনশীল যন্ত্র। মানসিক সংকল্প ও যুক্তিশক্তি'র মতো, ইহা প্রাণ ও ক্রিয়া ও জ্ঞানেরও সহিত কারবার করে তবে জড়, প্রাণ, ও ইন্দ্রিয় ও তাদের সব তথ্য থেকে শুরু না ক'রে এবং ইহাদের সহিত ভাবনার মাধ্যমে উচ্চতর বিষয়সমূহের সত্যকে সম্পৃক্ত না করে, বরং বিপরীত পক্ষে শুরু করে আত্মা ও চিৎ-পুরুষের সত্য থেকে এবং অন্য সকল অনুভূতিকে ইহার বিভিন্ন রূপ ও যন্ত্র হিসাবে গণ্য ক'রে সরাসরি আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাধ্যমে মন ও অন্তঃপুরুষ ও প্রাণ ও ইন্দ্রিয় ও জড়ের বিষয়-গুলিকে সম্পৃক্ত করে আত্মা ও চিৎ-পুরুষের সত্যের সহিত। বিভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়ের কারাগারে আবদ্ধ সাধারণ দেহবদ্ধ মন অপেক্ষা আরো অনেক বিশাল পরিসর ইহার আয়ত্তাধীন এবং এমন কি শুদ্ধ মানসিকতাও যখন তার নিজের সব পরিসরের মধ্যে মুক্ত ও সূক্ষ্ম মন ও আন্তর ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে কাজ করে তখনো তার যে পরিসর তার চেয়ে আরো বিশাল পরিসর আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তি'র আয়ত্তাধীন। আর মানসিক সংকল্প ও যুক্তিশক্তি প্রকৃতই আত্ম-নির্ধারিত এবং বিষয়সমূহের মূল নির্ধারক না হওয়ায় ইহারা যে শক্তি'র অধিকারী নয়, আধ্যাত্মিক যুক্তি-শক্তি সেই শক্তি'র অধিকারী অর্থাৎ সমগ্র সত্তাকে ইহার সকল অংশ সমেত চিৎপুরুষের সুসমঞ্জস যন্ত্রে ও অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত করার শক্তি'র অধিকারী ইহা।

সেই সঙ্গে, আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তি প্রধানতঃ কাজ করে চিৎ-পুরুষস্থ প্রতিনিধিমূলক ভাবনা ও সংকল্পের দ্বারা যদিও ইহা এমন এক মহত্তর ও আরো স্বরূপগত সত্যের অধিকারী যা ইহার নিরন্তর উৎস ও ধারক ও সহায়। তখন ইহা ঈশ্বরের এক আলোকের শক্তি, কিন্তু সত্তার মধ্যে তার অব্যবহিত উপস্থিতির সাক্ষাৎ আত্ম-শক্তি নয়। আধ্যাত্মিক যুক্তি-শক্তি'র মধ্যে যা কাজ করে তা তাঁর সূর্যশক্তি, ইহা তাঁর "আত্ম-শক্তি" বা "পরা স্বা প্রকৃতি" নয়। অব্যবহিত আত্ম-শক্তি তার সরাসরি কাজ শুরু করে মহত্তর অতিমানসে এবং দেহে, প্রাণে ও মনে ও বোধিময় সত্তায় ও আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তি'র দ্বারা এ পর্যন্ত যা সব উপলব্ধ হ'য়েছে

সে সবকে ইহা তুলে নেয় এবং মনোময় পুরুষের দ্বারা যা সব সৃষ্ট হ'য়েছে, যা সব সংগৃহীত হ'য়েছে, অনুভূতির উপাদানে পরিণত হ'য়েছে এবং চেতনা, ব্যক্তিভাবনা ও প্রকৃতির অংশ করা হয়েছে সে সবকে গঠিত করে চিৎ-পুরুষের উচ্চ অনন্ত ও বিশ্বময় প্রাণের সহিত সর্বোচ্চ সামঞ্জস্যে। মন অনন্ত ও বিশ্বভাবের স্পর্শ পেতে সক্ষম এবং তাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করতে ও এমন কি হারিয়ে ফেলতেও সক্ষম কিন্তু একমাত্র অতিমানসই সক্ষম জীবকে বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত চিৎ-পুরুষের সহিত ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ এক করতে।

এখানে যে একটি বিষয় সর্বদাই ও নিরন্তর উপস্থিত, যাতে সাধক উপচিত হ'য়েছে এবং যার মধ্যে সে সর্বদা বাস করে তা হ'ল অনন্ত সত্তা এবং যা কিছু আছে সে সবকে দেখা হয়, অনুভব করা হয়, জানা হয়, তাতে থাকা হয় সেই একমাত্র সত্তার শুধু ধাতু হিসাবে; ইহা অনন্ত চেতনা এবং যা কিছু সচেতন ও সক্রিয় ও বিচরণ করে সে সবকে দেখা হয়, অনুভব করা হয়, লওয়া হয়, জানা হয়, তাতে বাস করা হয় সেই একমাত্র সত্তার আত্ম-অনুভূতি ও ক্রিয়াশক্তি হিসাবে, ইহা অনন্ত আনন্দ এবং যা সব অনুভব করে ও অনুভব করা হয় সে সবকে দেখা হয়, ও অনুভব করা হয় ও জানা হয় গ্রহণ করা হয় ও তাতে বাস করা হয় সেই এক আনন্দের বিভিন্ন রূপ হিসাবে। অন্যসব কিছু হ'ল আমাদের অস্তিত্বের এই একমাত্র সত্যের শুধু অভিব্যক্তি ও পরিস্থিতি। ইহা আর শুধু সকলের মধ্যে আত্মার এবং আত্মার মধ্যে সকলের, সকলের মধ্যে ভগবানের এবং ভগবানের মধ্যে সকলের, এবং সকল কিছুকেই ভগবান ব'লে দেখার দৃষ্টি বা জ্ঞান নয়, বরং এসবের এক সাক্ষাৎ অবস্থা, আর এই অবস্থা এখন এমন কোনো বিষয় নয় যা প্রতিফলনকারী আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন মনের কাছে দেওয়া হয়, বরং অতিমানসিক প্রকৃতির মধ্যে এক অখণ্ড, সদা বর্তমান, সদা সক্রিয় উপলব্ধির দ্বারা এই অবস্থা ধরা হয় এবং জীবনে রূপায়িত করা হয়। এখানে মনন ও সংকল্প ও ইন্দ্রিয়-সংবিৎ এবং যা কিছু আমাদের প্রকৃতির অন্তর্গত সে সব আছে কিন্তু ইহাকে রূপান্তরিত ও উন্নীত করা হয় এক পরতর চেতনায়। এখানে সকল মননকে দেখা ও অনুভব করা হয় যেন ইহা সত্তার ধাতুর এক জ্যোতির্ময় দেহ, শক্তির এক জ্যোতির্ময় গতিবৃত্তি, আনন্দের এক জ্যোতির্ময় তরঙ্গ; ইহা মনের শূন্য বাতাসের মধ্যে এক ভাবনা নয়, বরং ইহাকে

অনুভব করা হয় অনন্ত সত্তার সদ্-বস্তুর মধ্যে এবং অনন্ত সত্তার এক সদ্-বস্তুর আলোক হিসাবে। অনুরূপভাবে সংকল্প ও প্রবেগসমূহকে অনুভব করা হয় ঈশ্বরের সৎ, চিৎ, আনন্দের যথার্থ শক্তি ও ধাতু রূপে। সকল আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ভাবাবেগকে অনুভব করা হয় চেতনা ও আনন্দের শুদ্ধ ছাঁচরূপে। এমনকি শারীরিক সত্তাকেও অনুভব করা হয় চিৎ-পুরুষের সচেতন রূপ হিসাবে এবং প্রাণিক সত্তাকে চিৎপুরুষের প্রাণের শক্তি ও সম্পদের বহির্বর্ষণ হিসাবে।

বিকাশসাধনে অতিমানসের ক্রিয়া হ'ল এই সর্বোচ্চ চেতনাকে অভিব্যক্ত ও সংগঠিত করা যাতে ইহা যে আর শুধু ঊর্ধ্বে অনন্তের মধ্যে থাকবে ও কাজ করবে এবং ব্যষ্টি সত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে কিছু কিছু সীমিত বা প্রচ্ছন্ন বা নিম্ন ও বিকৃত অভিব্যক্তি হবে তা নয়, বরং ইহা যেন ব্যষ্টির মধ্যে বৃহৎভাবে ও সমগ্রভাবে থাকে ও কাজ করে এক চিন্ময় ও আত্ম-বিৎ আধ্যাত্মিক সত্তা রূপে এবং অনন্ত ও বিরাট চিৎ-পুরুষের সজীব ও সক্রিয় শক্তিরূপে। এই ক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলা--অবশ্য যতদূর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব--আরো উপযোগী হবে যখন আমরা পরে ব্রাহ্মী চেতনা ও দর্শনের কথা বলব। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা শুধু ব্যষ্টি প্রকৃতির মধ্যে মনন, সংকল্প ও চৈত্য ও অন্যান্য অনুভূতি বিষয়ক কথা আলোচনা করব। বর্তমানে শুধু এই বলা প্রয়োজনীয় যে এখানেও মনন ও সংকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিবিধ ক্রিয়া বর্তমান। আধ্যাত্মিক যুক্তিশক্তিকে এমন এক মহত্তর প্রতিনিধিমূলক ক্রিয়ায় উন্নীত ও প্রশস্ত করা হয় যা আমাদের কাছে প্রধানতঃ ব্যাকৃত করে আমাদের ভিতরে ও চারিদিকে অবস্থিত আত্মার অস্তিত্বের বিভিন্ন ভূতার্থগুলি। তখন অতিমানসিক জ্ঞানের এক উচ্চতর ব্যাখ্যামূলক ক্রিয়া হয় যা ভূতার্থ সম্বন্ধে অনেক কম আগ্রহী এবং উন্মুক্ত করে কাল ও দেশের মধ্যে ও তার অতীতে আরো মহত্তর যোগ্যতাগুলি। এবং সর্বশেষে আছে তাদাত্ম্যের দ্বারা এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান যা ঈশ্বরের স্বরূপগত আত্ম-সংবিৎ ও সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার মধ্যে প্রবেশতোরণ।

কিন্তু এই একটির-উপর-একটি-অবস্থিত পর্যায়গুলি যে অনুভূতির ভিতর পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ তা মনে করা কখনই ঠিক হবে না। আমি যে তাদের উত্তরোত্তর বিকাশের এক নিয়মিত ধারা রূপে স্থাপন করেছি তার কারণ, এই ভাবে বুদ্ধিগত বিবরণে বোঝার সম্ভাবনা বেশী।

কিন্তু এমন কি সাধারণ মনেও অনন্ত তার নিজের সব আবরণ বিদীর্ণ ক'রে এবং অবরোহণ ও আরোহণের নিজের বিভাজক রেখাগুলি পার হ'য়ে প্রায়ই কোন না কোন প্রকারে নিজের সম্বন্ধে বিভিন্ন ইঙ্গিত দেয়। আর এমন কি যখন আমরা বোধিময় মানসিকতার মধ্যে থাকি তখনো উপরের বিষয়গুলি উন্মুক্ত হ'য়ে আমাদের কাছে অনিয়মিত ভাবে আসে এবং তারপর যেমন আমাদের বিকাশ বৃদ্ধি পায়, তেমন ইহারা ঐ মানসিকতার ঊর্ধ্বে আরো ঘন ঘন ও নিয়মিত ক্রিয়া গঠন করে। যে মুহূর্তে আমরা অতিমানসিক স্তরে প্রবেশ করি তখনই এই পূর্ব-ইঙ্গিতগুলি আরো ব্যাপক হয় ও ঘন ঘন আসে। বিশ্বময় ও অনন্ত চেতনা মনকে সর্বদাই ধ'রে বেষ্টন ক'রতে সমর্থ আর যখন ইহা তা করে কিছু অবিরামভাবে বারংবার বা দৃঢ়তাসহকারে তখনই মন নিজেকে অতি সহজেই রূপান্তরিত করতে পারে বোধিময় মানসিকতায় এবং ইহাকে আবার অতিমানসিক ক্রিয়ায়। কেবল যখন আমরা উত্তরণ করি, তখন আমরা অনন্ত চেতনার মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠভাবে ও অখণ্ডভাবে বিকশিত হই আর ইহা হ'য়ে ওঠে আরো পরিপূর্ণভাবে আমাদের আপন আত্মা ও প্রকৃতি। আবার অপর পক্ষে যা মনে হবে অস্তিত্বের নিম্ন দিক তা তখন যে শুধু আমাদের নিম্নে হবে তা নয়, তা আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির হবে––এমন কি যখন আমরা অতিমানসিক সত্তার মধ্যে বাস করি এবং এমন কি যখন সমগ্র প্রকৃতি ইহার ছাঁচে গঠিত হয়েছে তখনও––কিন্তু সেজন্য যে আমরা সাধারণ প্রকৃতির মধ্যে যারা বাস করে তাদের জ্ঞান ও অনুভব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব তার প্রয়োজন নেই। নিম্ন অথবা আরো সীমিত প্রকৃতির পক্ষে উচ্চতর প্রকৃতিকে বুঝতে ও অনুভব করতে কষ্ট হ'তে পারে কিন্তু যে প্রকৃতি আরো উচ্চ ও কম সীমিত তা ইচ্ছা ক'রলে সর্বদাই নিম্ন প্রকৃতিকে বুঝতে ও তার সহিত নিজেকে একাত্ম করতে সক্ষম। পরম ঈশ্বরও আমাদের থেকে তফাতে থাকেন না; তিনি সকল কিছু জানেন, তাদের মধ্যে বাস করেন, তাদের সহিত নিজেকে অভিন্ন করেন, কিন্তু তবু বিশ্বের মধ্যে মন ও প্রাণ ও শারীরিক সত্তার প্রতিক্রিয়াসমূহের অধীন হন না অথবা এসবের সীমার দ্বারা নিজের জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দে সীমিত হন না।

২২ অধ্যায়

অতিমানসিক ভাবনা ও জ্ঞান

মন থেকে অতিমানসের সংক্রমণের অর্থ যে শুধু মনের স্থানে ভাবনা ও জ্ঞানের এক মহত্তর করণের প্রতিষ্ঠা তা নয়, ইহার অর্থ সমগ্র চেতনার পরিবর্তন ও রূপান্তর। শুধু যে অতিমানসিক ভাবনা বিকশিত হয় তা নয়, অতিমানসিক সংকল্প, ইন্দ্রিয়, বেদনাও বিকশিত হয়, অর্থাৎ যেসব কাজগুলি এখন মন করে সেসবের স্থলে আসে অতিমানসিক ক্রিয়ারাজি। এই সব পরতর ক্রিয়াগুলি প্রথম মনেই অভিব্যক্ত হয় এক মহত্তর শক্তির অবতরণ, স্ফুটন, বার্তা বা অলৌকিক প্রকাশ রূপে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহারা মনের আরো সাধারণ ক্রিয়ার সহিত মিশ্রিত থাকে এবং সেজন্য তাদের মহত্তর আলোক ও শক্তি ও হর্ষের লক্ষণ ব্যতিরেকে আমাদের প্রথম অনভিজ্ঞতায় তাদের সহজে পৃথকভাবে জানা যায় না; আর এই পার্থক্য বোঝা আরো কঠিন হয় কারণ মন তাদের ঘন ঘন আগমনে মহৎ বা উদ্দীপ্ত হ'য়ে তার নিজের ক্রিয়া দ্রুত করে এবং অতিমানসিক ক্রিয়াধারার বাহ্য লক্ষণগুলি অনুকরণ করে; ইহার নিজস্ব ক্রিয়াধারা আরো ক্ষিপ্র, দীপ্তিময়, জোরালো ও নিশ্চিত করা হয়, আর এমন কি ইহা এমন এক প্রকার অনুকরণমূলক আর প্রায়ই মিথ্যা বোধিতে উপনীত হয় যা দীপ্তিময়, প্রত্যক্ষ ও স্বপ্রতিষ্ঠ সত্য না হ'লেও তা হবার চেষ্টা করে। পরবর্তী কাজ হ'ল বোধিময় অনুভূতি, ভাবনা, সংকল্প, বেদনা, ইন্দ্রিয়ের এমন এক দীপ্তিময় মন গঠন করা যা থেকে ক্ষুদ্রতর মন ও অনুকরণমূলক বোধির মিশ্রণ উত্তরোত্তর বাদ দেওয়া হয়: ইহা "শুদ্ধির" প্রক্রিয়া যা নতুন গঠন ও "সিদ্ধির" পক্ষে প্রয়োজনীয়। সেই সঙ্গে মনের ঊর্ধ্বে বোধিময় ক্রিয়ার উৎসের প্রকাশ হয় আর প্রকাশ হয় এমন এক সত্যকার অতিমানসিক চেতনার উত্তরোত্তর সংহত ব্যাপ্রিয়া যা মনের মধ্যে কাজ করে না, কাজ করে তার নিজের পরতর লোকে। যে বোধিময় মানসিকতাকে ইহা নিজের প্রতিনিধি হিসাবে সৃষ্টি করেছে তাকে ইহা পরিশেষে নিজের কাছে টেনে নেয় এবং চেতনার সমগ্র ক্রিয়াবলীর ভার গ্রহণ করে। এই কাজ উত্তরোত্তর করা হয় আর অনেকদিন

ধরে ব্যাহত হয় মিশ্রণের দ্বারা এবং এই কারণে যে নিম্ন গতিবৃত্তিগুলি সংশোধন ও রূপান্তর করার জন্য ইহাদের উপর ফিরে আসা প্রয়োজনীয় হয়। কখন কখন উচ্চ ও নিম্নশক্তি পালাক্রমে কাজ করে––যে শিখরে উঠেছিল সেখান থেকে চেতনা নিম্নে নেমে আসে তার আগের স্তরে তবে সর্বদাই কিছু পরিবর্তিত হ'য়ে––তবে কখন কখন এক সঙ্গে ও পরস্পরের মধ্যে লেনদেনের ভাব নিয়ে কাজ করে। শেষপর্যন্ত মন সম্পূর্ণ বোধিত হ'য়ে ওঠে এবং অবস্থান করে অতিমানসিক ক্রিয়ার শুধু এক নিষ্ক্রিয় প্রণালী হিসাবে; কিন্তু এই অবস্থাও আদর্শ নয়, আর তাছাড়া, তখনো এক বিশেষ বাধা উপস্থিত হয়, কারণ উচ্চতর ক্রিয়াকে তখনো যেতে হয় এমন এক চিন্ময় ধাতুর মধ্য দিয়ে যা বাধা দেয় ও হ্রাস করে অর্থাৎ শারীরিক চেতনার ধাতুর মধ্য দিয়ে। রূপান্তরের অন্তিম পর্যায় আসবে যখন অতিমানস সমগ্র সত্তাকে অধিকার ক'রে অতিমানসিকভাবাপন্ন করে এবং এমন কি প্রাণিক ও শারীরিক কোষগুলিকেও রূপান্তরিত করে তার নিজের আপন ছাঁচে যা উত্তরদায়ক, সূক্ষ্ম ও তার সব শক্তিতে ভরপুর। মানব তখন সম্পূর্ণভাবে হ'য়ে ওঠে অতিমানব। অন্ততঃ ইহাই স্বাভাবিক ও অখণ্ড প্রণালী।

অতিমানসের সমগ্র স্বরূপ সম্বন্ধে এক পর্যাপ্ত বিবরণের মতো কিছু দেওয়ার চেষ্টার অর্থ হবে বর্তমান সীমানার সম্পূর্ণ বাহিরে যাওয়া; আর কোনো সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভবও হবে না, কারণ অতিমানসের মধ্যে শুধু যে অনন্তের ঐক্য আছে তা নয়, ইহার মধ্যে অনন্তের বৃহত্ত্ব ও বিভিন্ন বহুত্বও বর্তমান; এখন যা করা প্রয়োজন তা হ'ল যোগে রূপান্তরের বাস্তব প্রণালীর দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু প্রধান লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া অর্থাৎ মনের ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কের কথা ও পরিবর্তনের কিছু ঘটনার তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা। মৌলিক সম্পর্ক এই যে মনের সকল ক্রিয়াই গূঢ় অতিমানস থেকে উৎপন্ন যদিও আমরা একথা জানি না যতক্ষণ না আমরা আমাদের পরতর আত্মাকে জানতে পারি, আর, এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে সত্য ও মূল্যের যা কিছু আছে তার সবখানিই নেওয়া হয় ঐ উৎস থেকে। আমাদের সকল ভাবনা, সংকল্প, বেদনা, ইন্দ্রিয়ছবির মধ্যে বা তাদের মূলে সত্যের এক উপাদান বর্তমান আর এই থেকেই তাদের সত্তার উৎপত্তি, ইহাই তাদের সত্তার পরিপোষক, যদিও বাস্তবে তারা বিকৃত বা মিথ্যা হ'তে পারে, আর তাদের পশ্চাতে এমন এক মহত্তর অনায়ত্ত

সত্য বর্তমান যাকে তারা আয়ত্ত করতে পারলে তা তাদের শীঘ্র করতে পারত একীভূত, সুসমঞ্জস এবং অন্ততঃ আপেক্ষিকভাবে সম্পূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে এই যা সত্য তাদের আছে তা পরিসরে সংকুচিত, অধঃপতিত হ'য়ে নিম্ন ক্রিয়ায় পর্যবসিত, খণ্ডতার দ্বারা বিভক্ত ও অসত্যে পরিণত, অসম্পূর্ণতায় ক্লিষ্ট, বিকৃতির দ্বারা দূষিত। মানসিক জ্ঞান অখণ্ড জ্ঞান নয়, ইহা সর্বদাই এক আংশিক জ্ঞান। ইহা নিরন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে যোগ করে, কিন্তু ইহাদিগকে সঠিক সম্পর্কে রাখতে কষ্টে পড়ে; ইহার সমগ্রগুলিও সত্য নয়, ইহারা অসম্পূর্ণ সমগ্র আর এইগুলিকেই ইহা আরো সত্য ও অখণ্ড জ্ঞানের স্থলে স্থাপন করতে প্রবণ হয়। আর যদি ইহা কোনো রকম অখণ্ড জ্ঞান পায়ও, তাহ'লেও তা হবে এক প্রকার একত্র স্থাপন, একটা মানসিক ও বুদ্ধিগত ব্যবস্থা, এক কৃত্রিম ঐক্য, কোনো স্বরূপগত ও প্রকৃত একত্ব নয়। আর এই সবই যদি শেষ কথা হ'ত তাহ'লে মন হয়ত অখণ্ড জ্ঞানের এক প্রকার অর্ধ-প্রতিফলন, অর্ধ-রূপান্তর পেতে পারত, কিন্তু তবু মূল দোষ হ'ত যে ইহা আসল জিনিস হ'ত না, বড় জোর হ'ত শুধু এক বুদ্ধিগত প্রতিরূপ। আর মানসিক সত্য সর্বদা তা-ই হ'তে বাধ্য--এক বুদ্ধিগত, ভাবগত ও ইন্দ্রিয়বোধাত্মক প্রতিরূপ, ইহা কোনো সাক্ষাৎ সত্য হ'ত না, ইহা তার দেহ ও স্বরূপে স্বয়ং সত্য হ'ত না।

মন যা করে অতিমানস সে সব করতে সক্ষম--ক্ষুদ্র বিষয়গুলিকে আর যা সবকে বলা যায় বিভাব বা অধীনস্থ সমগ্র সেগুলিকে উপস্থিত ক'রে সংযুক্ত করতে, কিন্তু ইহা তা করে অন্য প্রকারে এবং অন্য এক ভিত্তিতে। মনের মতো ইহা বিচ্যুতি, মিথ্যা বিস্তার ও আরোপিত প্রমাদের উপাদান আনে না, তবে এমনকি যখন ইহা আংশিক জ্ঞানও দেয় ইহা তা দেয় স্থির ও যথার্থ আলোকে, আর যে মূল সত্যের উপর খুঁটিনাটি বিষয়গুলি ও অধীনস্থ সমগ্রগুলি নির্ভরশীল সর্বদাই তার আভাসন পশ্চাতে থাকে অথবা সেই সত্য চেতনার নিকট উন্মুক্ত থাকে। অতিমানসেরও প্রতিরূপের শক্তি আছে, তবে ইহার প্রতিরূপগুলি বুদ্ধিগত প্রকারের নয়, ইহারা স্বরূপতঃ সত্যের আলোকের দেহ ও ধাতুতে পরিপূর্ণ থাকে, ইহারা সত্যের বাহন, ইহারা তাদের স্থলে স্থাপিত সংকেত নয়। অতিমানসের প্রতিরূপের এইরূপ এক অনন্ত শক্তি বর্তমান, ইহা সেই দিব্য শক্তি যার এক প্রকার অধঃপতিত প্রতিনিধি হ'ল মানসিক ক্রিয়া। এই প্রতিনিধি-

মূলক অতিমানসের এক নিম্ন ক্রিয়া ও এক উচ্চতর ক্রিয়া আছে—নিম্নক্রিয়া থাকে আমার কথিত সেই অতিমানসিক যুক্তিশক্তিতে যা মানসিক যুক্তিশক্তির অতীব নিকটস্থ এবং যার মধ্যে মানসিক যুক্তিশক্তিকে অতি সহজেই তুলে নেওয়া সম্ভব, আর উচ্চতর ক্রিয়া থাকে অখণ্ড অতিমানসের মধ্যে যা সকল বিষয়কে দেখে দিব্য চেতনা ও আত্ম-অস্তিত্বের ঐক্যে ও আনন্ত্যে। কিন্তু যে স্তরেরই হ'ক, ইহা অনুরূপ মানসিক ক্রিয়া থেকে এক ভিন্ন বিষয়—ইহা অপরোক্ষ, জ্যোতির্ময় ও সুনিশ্চিত। যখন অন্তঃপুরুষ নির্জ্ঞান ও অজ্ঞানতার মধ্যে পড়ার পর আত্মজ্ঞান ফিরে পেতে চেষ্টা করছে কিন্তু তবু তা করছে নির্জ্ঞান ও অজ্ঞানতার ভিত্তির উপর তখনকার অন্তঃপুরুষের ক্রিয়া হবার ফলেই মনের এই সব হীনতার উৎপত্তি। মন এমন এক অজ্ঞানতা যা জানতে চেষ্টা করছে অথবা ইহা সেই অজ্ঞানতা যা গৌণ জ্ঞান লাভ করেঃ ইহা অবিদ্যার ক্রিয়া। অতিমানস সর্বদাই এক স্বগত ও স্বপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানের প্রকাশ; ইহা বিদ্যার ক্রিয়া।

যে দ্বিতীয় প্রভেদ আমরা জানতে পারি তা হ'ল এক মহত্তর ও স্বতঃস্ফূর্ত সামঞ্জস্য ও ঐক্য। সকল চেতনা অবিভক্ত এক, কিন্তু ক্রিয়ায় ইহা বহু গতিবৃত্তি নেয় আর এই সব মূল গতিবৃত্তির প্রত্যেকটিরই নানা রূপ ও প্রণালী বর্তমান। মানস চেতনার বিভিন্ন রূপ ও প্রণালীর মধ্যে দেখা যায় মানসিক শক্তি ও গতিবৃত্তির এমন ক্লেশকর ও বিভ্রান্তিকর বিভাজন ও পার্থক্য যার মধ্যে সচেতন মনের আদি ঐক্য মোটেই প্রকট হয় না অথবা প্রকট হয় বিক্ষিপ্তভাবে। সর্বদাই আমরা আমাদের মানসিকতার মধ্যে দেখি বিভিন্ন ভাবনার মধ্যে সংঘর্ষ, আর না হয় বিশৃঙ্খলা এবং সমবায়ের অভাব অথবা এক জোড়াতালি দেওয়া সমবায় আর ঐ একই ব্যাপার ঘটে আমাদের সংকল্প ও কামনার বিভিন্ন গতিবৃত্তির বেলায় এবং আমাদের বিভিন্ন ভাবাবেগ ও বেদনার মধ্যে। আবার আমাদের ভাবনা, ও সংকল্প ও বেদনার পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ও একতানের অভাব, তারা কাজ করে তাদের পৃথক শক্তিতে, এমনকি যখন তাদের একত্র কাজ করতে হয় তখনো, এবং প্রায়শঃই তারা সংঘর্ষে লিপ্ত অথবা কিছু পরিমাণে প্রতিকূল। তাছাড়া, একটি ছেড়ে অন্য একটির অসম বিকাশ হয়। মন এক বিরোধের বিষয় যার মধ্যে কোনো সন্তোষজনক মিল না হ'য়ে বরং জীবনের কাজের জন্য এক

কাজচলা ব্যবস্থা হয়। যুক্তিশক্তির চেষ্টা হ'ল আরো এক ভালো ব্যবস্থা আনা, তার লক্ষ্য আরো ভালো এক নিয়ন্ত্রণ, প্রাপ্তি, এক যুক্তিসম্মত বা আদর্শ সামঞ্জস্য আর এই প্রয়াসে ইহা অতিমানসের প্রতিভূ বা স্থলা-ভিষিক্ত বিষয় আর অতিমানস যা তার নিজের অধিকারে করতে সক্ষম যুক্তিশক্তি তা শুধু করতে চেষ্টা করছে: কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহা সত্তার বাকী অংশগুলিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করতে অক্ষম এবং আমরা আমাদের মননে যে যুক্তিসম্মত বা আদর্শ সামঞ্জস্য সৃষ্টি করি তার সহিত ও জীবনের বিভিন্ন গতিবৃত্তির সহিত সাধারণতঃ প্রভূত প্রভেদ থাকে। এমন কি যুক্তিশক্তির তৈরী সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থাতেও সর্বদাই কৃত্রিমতা ও আরোপ করার কিছু থাকে কারণ শেষে শুধু দুটি স্বতঃস্ফূর্ত সুষম গতি-বিধি থাকে——একটি হ'ল নিশ্চেতন অথবা প্রধানতঃ অবচেতন প্রাণের,—— যে সামঞ্জস্য আমরা দেখি প্রাণিজগতে ও নিম্ন প্রকৃতিতে, এবং অপরটি হ'ল চিৎ-পুরুষের। মানবীয় অবস্থা হ'ল একটি থেকে অন্যটিতে, প্রাকৃত জীবন থেকে আদর্শ বা আধ্যাত্মিক জীবনে যাবার, চেষ্টার ও অসম্পূর্ণতার পর্যায় এবং ইহা অনিশ্চিত অন্বেষণ ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। মনোময় পুরুষ যে তার নিজের কোনো এক প্রকার আপেক্ষিক সামঞ্জস্য পেতে বা বরং গড়ে তুলতে পারে না তা নয়, তবে ইহা তাকে স্থায়ী করতে অক্ষম কারণ ইহা চিৎ-পুরুষের প্রেষণার অধীন। মানব তার অন্তঃস্থ এমন এক মহা-শক্তির দ্বারা অল্প বিস্তর সচেতন আত্ম-বিকাশের প্রয়াসী হ'তে বাধ্য যা তাকে নিঃসন্দেহে নিয়ে যাবে আত্ম-কর্তৃত্বে ও আত্ম-জ্ঞানে।

বিপরীত পক্ষে, অতিমানস তার ক্রিয়ায় ঐক্য ও সামঞ্জস্য ও স্বগত শৃঙ্খলার বিষয়। প্রথমে যখন মানসিকতার উপর ঊর্ধ্ব থেকে চাপ পড়ে তখন ইহা বোঝা যায় না, আর এমন কি কিছু সময়ের জন্য এক বিপরীত ঘটনাও দেখা দিতে পারে। নানা কারণে তা হ'তে পারে। প্রথমতঃ, এক মহত্তর অপরিমেয়-প্রায় শক্তির প্রভাব এক অবর চেতনার উপর পড়লে আর ঐ চেতনা সুস্থভাবে তাতে সাড়া দিতে অথবা হয়ত চাপ সহ্য করতে অসমর্থ হ'লে, এই প্রভাবের দ্বারা একটা চাঞ্চল্য বা এমন কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটতে পারে। দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শক্তির একসাথে অথচ সামঞ্জস্যহীন কার্যের ফলে, বিশেষতঃ যদি মন তার নিজের পথেই চলতে আগ্রহী হয়, যদি ইহা অতিমানস ও ইহার উদ্দেশ্যের নিকট নিজেকে সমর্পণ না ক'রে বরং তার কাছ থেকে লাভবান হ'তে দৃঢ়ভাবে বা উগ্র-

ভাবে চেষ্টা করে, যদি ইহা পরতর দেশনার নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্ক্রিয় ও অনুগত না হয়, তাহ'লে দেখা দিতে পারে শক্তির মহতী উদ্দীপনা কিন্তু তার সাথে আরো বেশী বিশৃঙ্খলা। এই জন্যই যোগের প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল পূর্ব প্রস্তুতি ও দীর্ঘ শুদ্ধি, আর ইহা যত সম্পূর্ণ হয় ততই ভাল, আর দরকার চিৎ-পুরুষের নিকট শান্তভাবে ও প্রবলভাবে উন্মুক্ত মনের প্রশান্ততা ও সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয়তা।

আবার সীমার মধ্যে কাজ করতে অভ্যস্ত মন চেষ্টা করতে পারে তার যে কোনো একটি শক্তির ধারা অনুযায়ী নিজেকে অতিমানসিক-ভাবাপন্ন করতে। হয়ত ইহা বোধিময় অর্ধ-অতিমানসিকভাবাপন্ন মনন ও জ্ঞানের প্রচুর শক্তি বিকশিত করে, কিন্তু সংকল্প রূপান্তরিত না হ'য়ে চিন্তাশীল মনের এই আংশিক অর্ধ-মানসিক বিকাশের সহিত সঙ্গতিশূন্য হ'য়ে থাকতে পারে, আর সত্তার অন্যান্য অংশও, যেমন ভাবময় ও স্নায়বিক অংশ, হয়ত সমানই বা আরো বেশী অসংস্কৃত অবস্থায় থেকে যায়। অথবা হয়ত বোধিময় বা প্রবলভাবে চিদাবেশযুক্ত সংকল্পের অত্যধিক বিকাশ হয় কিন্তু মনন মানসের বা ভাবময় ও চৈত্য সত্তার অনুরূপ কোনো উন্নয়ন হয় না, অথবা বড় জোর ততটুকু উন্নয়ন হয় যতটুকু সংকল্প-ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ ব্যাহত না করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। হয়ত বা ভাবময় অথবা চৈত্যমানস নিজেকে বোধিত ও অতিমানসিকভাবাপন্ন করতে চেষ্টা করে এবং অনেক পরিমাণে সফলও হয়, অথচ চিন্তাশীল মন সাধারণ রয়ে যেতে পারে––উপাদানে হীন ও তার আলোকে অস্পষ্ট। হয়ত নৈতিক বা সৌন্দর্যগ্রাহী সত্তায় বোধিমত্তার বিকাশ হয় কিন্তু অবশিষ্ট অংশ অনেকটা পূর্ববৎ থেকে যায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তি, কবি, শিল্পী, মনস্বী, সাধু বা রহস্যবাদীর মধ্যে আমরা যে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা বা একপেশে ভাব দেখি তার কারণ ইহাই। এক আংশিকভাবে বোধিত মানসিকতাকে তার বিশেষ ক্রিয়াধারার বাহিরে অতীব বিকশিত বুদ্ধিগত মন অপেক্ষা অনেক কম সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার বিষয় ব'লে দেখাতে পারে। প্রয়োজন হ'ল––এক অখণ্ড বিকাশ, মনের সম্পূর্ণ রূপান্তর; তা না হ'লে ক্রিয়া হবে সেই মনের ক্রিয়ার মতো যা অতিমানসিক অন্তঃপ্রবাহকে ব্যবহার করে তার নিজের লাভের জন্য এবং তার নিজের ছাঁচের ভিতর, আর এই অবস্থা দেওয়া হয় সত্তার মধ্যে ভগবানের অব্যবহিত উদ্দেশ্যের জন্য আর এমন কি মনে করা যেতে পারে যে এই একটি জীবনের মধ্যেই

জীবের জন্য ইহা এক পর্যাপ্ত অবস্থা: কিন্তু ইহা এক অপূর্ণতার অবস্থা, ইহা সত্তার সম্পূর্ণ ও সফল ক্রম-বিকাশ নয়। কিন্তু যদি বোধিমানসের অখণ্ড বিকাশ হয়, দেখা যাবে যে এক বিশাল সামঞ্জস্য তার নিজের ভিত্তি স্থাপন করতে শুরু করেছে। বুদ্ধিগত মনের সৃষ্ট সামঞ্জস্য থেকে অন্যবিধ এই সামঞ্জস্য যা বাস্তবক্ষেত্রে সহজে অনুভবগম্য না হ'তে পারে, অথবা যদি ইহাকে অনুভব করা যায় তাহ'লেও তর্কানুগ মানবের কাছে তবু বোধগম্য নয়, কারণ ইহা তার মানসিক প্রণালীর দ্বারা পাওয়া যায় নি অথবা এইভাবে বিশ্লেষণ-যোগ্য নয়। ইহা হবে চিৎ-পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের সামঞ্জস্য।

যখনই আমরা মনের ঊর্ধ্বে অতিমানসে উঠি, তখনই এই প্রাথমিক সামঞ্জস্যের স্থলে আসে এক মহত্তর ও আরো অখণ্ড ঐক্য। অতিমানসিক যুক্তিশক্তির বিভিন্ন ভাবনাগুলি এক সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরস্পরকে বোঝে এবং এক স্বাভাবিক ব্যবস্থার মধ্যে এসে পড়ে--এমন কি তখনও যখন তারা সম্পূর্ণ বিপরীত স্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছে।সংকল্পের যে সব গতিবৃত্তি মনের মধ্যে বিরোধপূর্ণ, অতিমানসের মধ্যে তারা তাদের সঠিক স্থানে এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্কে আসে। অতিমানসিক বেদনা-গুলিও তাদের আপন আপন সম্পর্ক খুঁজে পায় এবং এক স্বাভাবিক মিল ও সামঞ্জস্যের মধ্যে এসে পড়ে। আরো উচ্চ অবস্থায় এই সামঞ্জস্য ঐক্যের দিকে তীব্র হয়। জ্ঞান, সংকল্প, বেদনা ও বাকী সব কিছু হ'য়ে ওঠে একটি মাত্র গতিবৃত্তি। এই ঐক্য তার সম্পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে সর্বোচ্চ অতিমানসে। সামঞ্জস্য, ঐক্য অবশ্যম্ভাবী, কারণ অতি-মানসের মধ্যে ভিত্তি হ'ল জ্ঞান, এবং বিশিষ্টভাবে আত্ম-জ্ঞান অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান তার সকল বিভাবে। অতিমানসিক সংকল্প হ'ল এই আত্ম-জ্ঞানের স্ফুরন্ত প্রকাশ, অতিমানসিক বেদনা হ'ল আত্মার জ্যোতির্ময় হর্ষের প্রকাশ, আর অতিমানসের মধ্যে অন্য সব কিছু এই একমাত্র গতিবৃত্তির অংশ। ইহার সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে ইহা এমন কিছু হ'য়ে ওঠে যা আমরা যাকে জ্ঞান বলি তার চেয়ে মহত্তর; সেখানে ইহা আমাদের মধ্যে ভগবানের স্বরূপগত ও অখণ্ড আত্ম-সংবিৎ, তার সত্তা, চেতনা, তপঃ, আনন্দ, এবং সবকিছু ঐ একমাত্র অস্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ, একীভূত, জ্যোতির্ময় গতিবৃত্তি।

এই অতিমানসিক জ্ঞান মুখ্যতঃ বা স্বরূপতঃ কোনো ভাবনা জ্ঞান

নয়। ধী কোনো বিষয় জানে বলে মনে করে না যতক্ষণ না ইহার সম্বন্ধে তার সংবিৎকে ইহা ভাবনার সংজ্ঞায় পরিণত করে, অর্থাৎ যতক্ষণ না ইহা তাকে স্থাপন করে প্রতিনিধিমূলক মানসিক প্রত্যয়ের প্রণালীর মধ্যে, আর এই প্রকার জ্ঞান তার সর্বাপেক্ষা নিঃসংশয় সম্পূর্ণতা পায় যখন ইহাকে প্রকাশ করা যায় স্পষ্ট, সঠিক ও নিরূপক ভাষায়। অবশ্য, মন তার জ্ঞান পায় মুখ্যতঃ নানাবিধ ছাপ থেকে; এইসব ছাপ প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়গত ছাপ থেকে শুরু ক'রে বোধিময় ছাপ পর্যন্ত হতে পারে; কিন্তু বিকশিত বুদ্ধি এই সবকে নেয় শুধু তথ্য হিসাবে, এই সব নিজেরা তার কাছে অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট মনে হয় যতক্ষণ না ইহাদের বাধ্য করা হয় তাদের সকল আন্তর বস্তু বাহির করতে ভাবনার নিকট এবং ইহারা তাদের স্থান নেয় কোনো বুদ্ধিগত সম্পর্কের মধ্যে অথবা শৃঙ্খলাপূর্ণ ভাবনা-অন্বয়ের মধ্যে। আবার ইহাও সত্য যে এমন এক প্রকার ভাবনা ও ভাষা আছে যা নিরূপণাত্মক না হ'য়ে বরং আভাসনদায়ক এবং যা তাদের নিজেদের প্রকারে আন্তর বস্তুতে আরো বেশী শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ, আর এই প্রকার ভাবনা ও ভাষা প্রায় বোধির সীমানাবর্তী: কিন্তু তবু ধীশক্তির মধ্যে এই দাবী থাকে যে এই সব আভাসনের সঠিক বুদ্ধিগত আন্তর বস্তুকে স্পষ্ট অন্বয় ও সম্পর্কে বাহিরে আনা দরকার, আর যতক্ষণ না তা করা হয় ততক্ষণ ইহার জ্ঞান যে সম্পূর্ণ হ'য়েছে সে সম্বন্ধে ইহার তৃপ্তি হয় না। তর্কগত ধী-শক্তির মধ্যে কর্মরত ভাবনাকেই সাধারণতঃ মনে করা হয় মানসিক ক্রিয়া সংহত করার পক্ষে সর্বোপযোগী, ইহা মনকে তার জ্ঞানে ও তার জ্ঞানের ব্যবহারে নিশ্চিত নির্দিষ্টতা, দৃঢ়তা ও সম্পূর্ণতার ভাব দেয়। কিন্তু অতিমানসিক জ্ঞানের পক্ষে ইহার কিছুই মোটেই সত্য নয়।

অতিমানস অত্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ও দৃঢ়ভাবে জানে, কিন্তু ইহা ভাবনার দ্বারা জানে না, ইহা জানে তাদাত্ম্যের দ্বারা, আত্মার মধ্যে ও আত্মার দ্বারা বিষয়সমূহের আত্ম-সত্যের শুদ্ধ সংবিতের দ্বারা, "আত্মনি আত্মানম্ আত্মনা।" সত্যের সহিত এক হ'য়েই জ্ঞানের বিষয়ের সহিত এক হয়েই আমি অতিমানসিক জ্ঞান সবচেয়ে ভালোভাবে পাই; যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে আর কোনো বিভাজন থাকে না, তখনই সেখানে অতি-মানসিক তৃপ্তি ও অখণ্ড আলো সবচেয়ে বেশী থাকে। আমি জ্ঞেয় বিষয়টিকে আমার বাহিরের কোনো বিষয় হিসাবে দেখি না, আমি ইহাকে

দেখি যেন আমি স্বয়ং ইহা, অথবা ইহা যেন আমার বিশ্বাত্মার এমন এক অংশ যা আমার সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ চেতনার মধ্যে অবস্থিত। ইহাতেই পাওয়া যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ জ্ঞান; যেহেতু ভাবনা ও ভাষা প্রতিরূপ মাত্র, চেতনার মধ্যে এই প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি নয়, সেহেতু ইহারা অতিমানসের কাছে জ্ঞানের নিম্নতর রূপ আর যদি ভাবনাকে আধ্যাত্মিক সংবিৎ দ্বারা পূর্ণ করা না হয় ইহা বস্তুতঃ হ'য়ে পড়ে অপূর্ণ জ্ঞান। কারণ, ইহাকে অতিমানসিক ভাবনা ধরা হ'লেও ইহা এমন এক মহত্তর জ্ঞানের আংশিক প্রকাশ হবে যা আত্মার মধ্যে অবস্থিত কিন্তু অব্যবহিতভাবে সক্রিয় চেতনার কাছে সেসময় উপস্থিত নয়। অনন্তের সর্বোচ্চ স্তরে ভাবনার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই কারণ সবই অনুভব করা হবে আধ্যাত্মিকভাবে, ধারাবাহিক রূপে, নিত্যপ্রাপ্তি হিসাবে এবং একান্ত সরাসরি ও সম্পূর্ণভাবে। এই মহত্তর স্বপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানের মধ্যে যা লুকানো আছে তাকে আংশিকভাবে অভিব্যক্ত ও উপস্থিত করার শুধু এক উপায় হ'ল ভাবনা। অবশ্য এই পরম প্রকারের জানা তার পূর্ণ প্রসারে ও মাত্রায় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না যতক্ষণ না আমরা সক্ষম হই অতি-মানসের বহু পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আরোহণ করতে সেই অনন্তে। কিন্তু তবু অতিমানসিক শক্তি যতই বাহিরে এসে তার ক্রিয়া বিস্তৃত করে ততই জ্ঞানের এই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থার কিছু আবির্ভূত হয় ও বৃদ্ধি পায় এবং এমন কি মানসিক সত্তার বিভিন্ন অঙ্গগুলিও বোধিত ও অতিমানসিকভাবাপন্ন হবার সাথে সাথে তাদের আপন স্তরে উত্তরোত্তর অনুরূপ ক্রিয়া বিকশিত করে। যেসকল বিষয় ও সত্তা আমাদের চেতনার বিষয় তাদের সহিত এক দীপ্তিময়, প্রাণিক, চৈত্য, ভাবময়, স্ফুরন্ত ও অন্য প্রকারের অভিন্ন-তার শক্তি বৃদ্ধি পায়, আর বিভক্ত চেতনার এই সব উত্তরণ তাদের সাথে নিয়ে আসে এক সরাসরি জ্ঞানের বহু রূপ ও উপায়।

তাদাত্ম্যের দ্বারা অতিমানসিক জ্ঞান বা অনুভূতির সাথে তার ফল হিসাবে অথবা তার নিজের এক গৌণ অংশ হিসাবে এমন এক অতি-মানসিক দর্শন থাকে যার জন্য কোনো মূর্তির সমর্থনের প্রয়োজন হয় না, যা এক প্রকার দৃষ্টি যদিও তার বিষয় হ'তে পারে সাকার বিষয়ের অদৃশ্য সত্য অথবা নিরাকারের সত্য। কোনোরূপ তাদাত্ম্যের পূর্বেই এই দর্শন আসতে সক্ষম—ইহা থেকে আলোর এক প্রকার পূর্ববর্তী উদ্ভব হিসাবে অথবা এই দর্শন পৃথক শক্তি হিসাবে তা থেকে বিচ্ছিন্ন

হ'য়েও কাজ করতে সক্ষম। সত্য অথবা জানা বিষয়টি তখন সম্পূর্ণ-ভাবে আমার সহিত এক নয় অথবা তখনো আমার সহিত এক নয়, ইহা আমার জ্ঞানের এক বিষয়: কিন্তু তবু ইহা এমন এক বিষয় যা আত্মার মধ্যে দেখা হয় প্রত্যক্-বৃত্তভাবে অথবা এমন কি যদি ইহা তখনো জ্ঞাতার কাছে আরো বিচ্ছিন্ন ও পরাকবৃত্তভাবে উপস্থিত থাকে ইহাকে আত্মার দ্বারা দেখা হয়——কোনো মধ্যবর্তী প্রণালীর দ্বারা নয়, বরং সরা-সরি আন্তর গ্রহণের দ্বারা অথবা বিষয়ের সহিত আধ্যাত্মিক চেতনার এমন এক জ্যোতির্ময় সংস্পর্শের দ্বারা যা ভিতরে প্রবেশ করে ও চারিদিকে ঘিরে থাকে। এই জ্যোতির্ময় গ্রহণ ও সংস্পর্শই আধ্যাত্মিকদর্শন, "দৃষ্টি",——আধ্যাত্মিকজ্ঞান সম্বন্ধে উপনিষদ বারবার বলে "পশ্যতি", "সে দেখে"; সৃষ্টির ভাবনার ভাবুক আত্মা সম্বন্ধে আমরা মনে করি বলা হবে "তিনি ভেবেছিলেন" কিন্তু উপনিষদ তার বদলে বলে, "তিনি দেখে-ছিলেন।" স্থূল মনের কাছে চক্ষু যা, চিৎ-পুরুষের কাছে ঐ গ্রহণ ও সংস্পর্শ তা-ই, আর এরূপ বোধ হয় যে সূক্ষ্মভাবে অনুরূপ এক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হ'য়েছে। যে সব বিষয় সম্বন্ধে ভাবনা শুধু এক ইঙ্গিত বা মানসিক বিবরণ পেয়েছে, স্থূল দৃষ্টি আমাদের কাছে যেমন সে সবের বাস্তব দেহ উপস্থিত করতে সক্ষম আর বিষয়গুলি তখনই আমাদের কাছে বাস্তব ও সুস্পষ্ট, "প্রত্যক্ষ" হ'য়ে ওঠে, তেমন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভাবনার বিভিন্ন ইঙ্গিত বা প্রতিরূপ ছাড়িয়ে যায় এবং আমাদের কাছে সকল বিষয়ের আত্মা ও সত্যকে উপস্থিত ও তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট করতে, "প্রত্যক্ষ" করতে সক্ষম।

ইন্দ্রিয় আমাদের দিতে পারে বিষয়সমূহের শুধু বাহ্য প্রতিমূর্তি, কিন্তু ইহাকে পূরণ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য ভাবনার সাহায্য ইহার প্রয়োজন; কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আমাদের কাছে বিষয়টিকে তার স্বরূপে এবং ইহার সম্বন্ধে সকল সত্যকে উপস্থিত করতে সমর্থ। ঋষির কাছে এই আধ্যাত্মিকদৃষ্টির প্রণালীতে জ্ঞানের উপায় হিসাবে ভাবনার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই, ইহার প্রয়োজন শুধু প্রতিরূপ ও প্রকাশের উপায় হিসাবে——তার কাছে ভাবনা এক ক্ষুদ্রতর শক্তি আর ব্যবহার করা হয় এক গৌণ উদ্দেশ্যের জন্য। যদি জ্ঞানের আরো বিস্তার আবশ্যক হয় সে তা পেতে পারে নতুন ক'রে দেখে, যে অপেক্ষাকৃত মন্থর চিন্তাপ্রণালী সত্যের জন্য মানসিক অন্বেষণ ও অনুসন্ধিৎসার অবলম্বনদণ্ড তার প্রয়োজন হয়

না, যেমন আমরা চোখ দিয়ে সযত্নে নিরীক্ষণ করি আমাদের প্রথম পর্যবেক্ষণে কি বাদ পড়েছিল তা পাবার জন্য। বিভিন্ন অতিমানসিক-শক্তি'র সরাসরিভাব ও মহত্ত্ব বিষয়ে আধ্যাত্মিক দর্শনের দ্বারা এই অনুভূতি ও জ্ঞানের স্থান দ্বিতীয়। ইহা এমন কিছু যা মানসিক দর্শন অপেক্ষা আরো বেশী নিকটবর্তী, গভীর ও ব্যাপক, কারণ ইহা আসে সরাসরি তাদাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞান থেকে আর ইহার এই গুণ আছে যে আমরা তখনি যেতে পারি দর্শন থেকে তাদাত্ম্যে যেমন তাদাত্ম্য থেকে আসা যায় দর্শনে। এইরূপ, যখন আধ্যাত্মিকদর্শন ভগবান, আত্মা বা ব্রহ্মকে দেখেছে, তখন অন্তঃপুরুষ তারপরেই আত্মা, ভগবান, বা ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করে তার সহিত এক হ'তে পারে।

ইহা অখণ্ডভাবে করা সম্ভব শুধু অতিমানসিক স্তরে বা ইহার উপরে, তবে সেই সাথে আধ্যাত্মিক দর্শন তার নিজের এমন সব মানসিক রূপ নিতে পারে যেগুলির প্রতিটি নিজ নিজ ভাবে এই অভিন্নতার কাজে সহায় হয়। মানসিক বোধিময় দর্শন বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মানসিক দৃষ্টি, চৈত্যদর্শন, হৃদয়ের ভাবময় দর্শন, ইন্দ্রিয়মানসে দর্শন---এই সব যৌগিক অনুভূতির অংশ। যদি এই দেখাগুলি কেবলমাত্র মানসিক হয় তাহ'লে তারা সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সত্য যে হবেই তা নয়, কারণ মন সত্য ও প্রমাদ উভয়ই, সত্য ও মিথ্যা প্রতিরূপ উভয়ই পেতে সমর্থ। কিন্তু যখন মন বোধিত ও অতিমানসিকভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, তখন এই সব শক্তিগুলি অতিমানসের অপেক্ষাকৃত বেশী জ্যোতির্ময় ক্রিয়ার দ্বারা শুদ্ধ ও সংশোধিত হয় এবং নিজেরাই হ'য়ে ওঠে অতিমানসিক ও সত্যকার দেখার বিভিন্ন রূপ। ইহা বলা প্রয়োজন যে অতিমানসিক দর্শন তার সহিত নিয়ে আসে এমন এক পরিপূরক ও সম্পূর্ণ-করা অনুভূতি যাকে বলা যেতে পারে সত্যের---ইহার স্বরূপের এবং তার মাধ্যমে ইহার তাৎ-পর্যের আধ্যাত্মিক শ্রবণ ও স্পর্শ, অর্থাৎ ইহার গতি, স্পন্দন, ছন্দ গ্রহণ করা হয় আর গ্রহণ করা হয় ইহার নিবিড় সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ ও ধাতু। এই সব শক্তিগুলি আমাদের সেই তত্ত্বের সহিত এক হবার জন্য প্রস্তুত করে যা এইরূপে জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের সমীপবর্তী হয়েছে।

অতিমানসিক ভাবনা হ'ল অতিমানসিক দর্শনের কাছে আনা সত্যের তাদাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞানের এক রূপ এবং ভাবের মধ্যে তার বিকাশ। তাদাত্ম্য ও দর্শন এক দৃষ্টিতে দেয় সত্যের স্বরূপ, ইহার দেহ ও বিভিন্ন

অংশ: সত্যের এই সরাসরি চেতনা ও অব্যবহিত শক্তিকে ভাবনা রূপান্তরিত করে ভাব-জ্ঞান ও সংকল্পে। ইহা নতুন কিছু যোগ করে না অথবা কিছু যোগ করার প্রয়োজন ইহার থাকে না, ইহা শুধু জ্ঞানের দেহ পুনরায় রচনা করে, ইহাকে স্পষ্টভাবে কথার দ্বারা প্রকাশ করে, ইহার চারিদিকে ঘোরে। অবশ্য যেখানে তাদাত্ম্য ও দর্শন তখনো অসম্পূর্ণ; সেখানে অতিমানসিক ভাবনার আরো বড় কাজ থাকে, যা সব দেবার জন্য তারা এখনো তৈরী নয় সে সবকে ইহা প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে অথবা যেন অন্তঃপুরুষের স্মৃতিতে নিয়ে আসে। আর যেখানে এই মহত্তর অবস্থা ও শক্তিগুলি তখনো অবগুণ্ঠিত থাকে, ভাবনা সামনে এসে অবগুণ্ঠন বিদারণের প্রস্তুতির কাজ করে এবং কিছু পরিমাণে তা সাধনও করে অথবা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে ইহার অপসারণে। সুতরাং মানসিক অজ্ঞানতার মধ্য থেকে অতিমানসিক জ্ঞানের মধ্যে বিকাশের বিষয়ে, অতিমানসিক ভাবনা আমাদের কাছে প্রায়ই আসে, যদিও সর্বদাই প্রথম আসে না--যাতে ইহা দর্শনের পথ উন্মুক্ত করতে পারে অথবা না হয় যাতে ইহা তাদাত্ম্যের বর্ধিষ্ণু চেতনাকে ও ইহার মহত্তর জ্ঞানকে দিতে পারে প্রাথমিক অবলম্বন। এই ভাবনা যোগাযোগ ও প্রকাশেরও এক কার্যকরী উপায় এবং নিজের অথবা অপরের অবর মনে ও সত্তায় সত্যের ছাপ দিতে অথবা তা নিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। বুদ্ধিগত ভাবনা থেকে অতিমানসিক ভাবনা যে ভিন্ন তার কারণ শুধু এই নয় যে অতিমানসিক ভাবনা প্রত্যক্ষ সত্যভাব, ইহা অজ্ঞানতার কাছে সত্যের প্রতিরূপ নয়--ইহা চিৎপুরুষের এমন সত্যচেতনা যা সর্বদাই নিজের কাছে তার নিজস্ব সঠিক রূপগুলিকে, বেদের "সত্যম্ ঋতম্"কে উপস্থিত করে--তাদের প্রভেদের অন্য কারণ হ'ল অতিমানসিক ভাবনার আলো ও ধাতুর প্রবল সদ্‌বস্তু দেহ।

বুদ্ধিগত ভাবনা পরিশুদ্ধ ও ঊর্ধ্বায়িত করে এক বিরলীকৃত আচ্ছিন্নতায়; আর অতিমানসিকভাবনা যতই উন্নত হয়, ততই বৃদ্ধি পায় ইহার আধ্যাত্মিক মূর্ততার পরিমাণ। ধী-শক্তির ভাবনা আমাদের কাছে নিজেকে উপস্থিত করে যেন ইহা মনঃ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্ত-করা কোনো বিষয়ের এক আচ্ছিন্ন প্রত্যয় আর ইহাকে মনের শূন্য ও সূক্ষ্ম বাতাসে ধারণ করা হ'য়েছে বুদ্ধির এক স্পর্শাতীত শক্তির দ্বারা। যদি ইহার ইচ্ছা হয় যে ইহাকে আত্মিক ইন্দ্রিয় ও আত্মিক দর্শন আরো মূর্তভাবে অনুভব করুক

ও দেখুক তাহ'লে ইহাকে মনের প্রতিমূর্তি গঠনের শক্তির ব্যবহারের আশ্রয় নিতে হবে। বিপরীত পক্ষে, অতিমানসিক ভাবনা সর্বদাই ভাবকে উপস্থিত করে যেন ইহা সত্তার এমন এক জ্যোতির্ময় ধাতু, চেতনার এমন এক জ্যোতির্ময় উপাদান যা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবনারূপ গ্রহণ করে, আর সুতরাং আমরা যেমন মনের মধ্যে ভাব ও সৎএর মধ্যে এক ব্যবধান অনুভব করতে প্রবণ, অতিমানসিক ভাবনা তেমন কোনো ব্যবধানের বোধ সৃষ্টি করে না, বরং ইহা নিজেই এক সদ্-বস্তু, ইহা ভাব-সৎ এবং এক সদ্-বস্তুর দেহ। ফলে, যখন ইহা নিজের প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে, তখন ইহার সঙ্গে থাকে আধ্যাত্মিক আলোকের এমন এক ব্যাপার যা বুদ্ধিগত স্বচ্ছতা থেকে ভিন্ন, চরিতার্থ করার এক মহতীশক্তি, এবং এক জ্যোতির্ময় উল্লাস। ইহা সত্তা, চেতনা ও আনন্দের এমন এক স্পন্দন যা তীব্রভাবে অনুভবযোগ্য।

যেমন পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, অতিমানসিক ভাবনার তীব্রতার তিনটি উচ্চ স্তর আছে--একটি হ'ল সরাসরি ভাবনা-দর্শনের স্তর, অন্যটি হ'ল ব্যাখ্যামূলক দর্শনের স্তর যা নির্দেশ করে ও প্রস্তুত করে এক মহত্তর প্রকাশক ভাব-দৃষ্টি,---তৃতীয়টি হ'ল প্রতিনিধিমূলক দর্শনের স্তর যা চিৎ-পুরুষের জ্ঞানের কাছে যেন পুনরুত্থাপন করে সেই সত্য যা উচ্চতর শক্তিগুলির দ্বারা আরো শীঘ্র বাহিরে প্রকাশ করা হয়। মনের মধ্যে এই বিষয়গুলি বোধিময় মানসিকতার সাধারণ তিনটি শক্তির রূপ নেয়-- আভাসনদায়ক ও বিবেকী বোধি, চিদাবেশ, আর সেই ভাবনা যার স্বভাব হ'ল দিব্য প্রকাশ। ইহারা ঊর্ধ্বে অতিমানসিক সত্তা ও চেতনার তিনটি স্তরের অনুরূপ এবং যেমন আমরা আরোহণ করি, নিম্নতরটি প্রথমে উপরের শক্তি দুটিকে নিজের মধ্যে ডেকে আনে এবং তারপর উচ্চতর-গুলির মধ্যে তাদের উপরে নেওয়া হয় যাতে প্রতি স্তরেই তিনটি স্তরের সকলগুলিই পুনর্গঠিত হয় কিন্তু সেখানে সর্বদাই ভাবনা স্বরূপের মধ্যে সেই স্তরের চেতনা ও আধ্যাত্মিক ধাতুর উপযোগী রূপের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের আধিপত্য থাকে। একথা মনে রাখা প্রয়োজনীয়; কারণ তা না হ'লে যখন অতিমানসের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি নিজেদের প্রকাশিত করে তখন মানসিকতা তাদের দিকে তাকিয়ে মনে করতে পারে যে ইহা সর্বোচ্চ শিখরের দর্শন পেয়েছে, অথচ তখন তার অনুভূতিতে যা আনা হ'চ্ছে তা শুধু নিম্ন আরোহণের উচ্চতম ক্ষেত্র। প্রতি উচ্চতাতেই,

"সানোঃ সানুম্ আরুহৎ" বৃদ্ধি পায় অতিমানসের শক্তিগুলির তীব্রতা, ক্ষেত্র ও সম্পূর্ণতা।

তাছাড়া, এক ভাষা, অতিমানসিক বাক্ আছে যার বেশে উচ্চতর জ্ঞান, দর্শন বা ভাবনা আমাদের মধ্যে নিজেকে আবৃত করতে পারে প্রকাশের জন্য। প্রথমে ইহা নিম্নে আসতে পারে একটি কথা, বার্তা বা চিদাবেশ রূপে যা উর্ধ্ব থেকে আমাদের কাছে অবতরণ করে, অথবা এমন কি মনে হ'তে পারে ইহা আত্মার বা ঈশ্বরের স্বর, "বাণী, আদেশ"। পরে তার এই পৃথক লক্ষণ আর থাকে না, ইহা ভাবনার সাধারণ রূপ হ'য়ে ওঠে, তখন ইহা নিজেকে প্রকাশ করে এক আন্তর ভাষার রূপে। আভাসন দেয় বা বিকশিত করে এমন কোনো কথার সাহায্য ব্যতিরেকেই ভাবনা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে--তবু তা হয় পুরোপুরি সম্পূর্ণভাবে, স্পষ্টভাবে এবং সমগ্র আন্তর বস্তুসহ অতিমানসিক অনুভবের জ্যোতির্ময় ধাতুতে। যখন ইহা তত স্পষ্ট নয়, তখন ইহা এমন এক আভাসনদায়ক আন্তর ভাষার সাহায্য নিতে পারে যা ইহার সঙ্গে থাকে ইহার সমগ্র তাৎপর্য বাহিরে আনার জন্য। অথবা ভাবনাটি নীরব অনুভবরূপে না এসে আসতে পারে এমন এক ভাষারূপে যা সত্য থেকে স্বয়ং-জাত এবং নিজের অধি-কারেই সম্পূর্ণ এবং নিজের মধ্যে বহন করে তার আপন দর্শন ও জ্ঞান। তখন ইহা সেই বাক্ যা প্রকাশক, চিদাবেশযুক্ত বা বোধিময় অথবা এমন এক আরো মহত্তর প্রকারের যা উচ্চতর অতিমানস ও চিৎ-পুরুষের অনন্ত অভিপ্রায় বা আভাসন বহনে সমর্থ। ধীশক্তি ও ইন্দ্রিয়মানসের বিভিন্ন ভাব, অনুভব ও সংবেগ প্রকাশ করতে এখন যে ভাষা ব্যবহৃত হয় ইহা সেই ভাষাতেই নিজেকে গঠন করতে পারে, তবে ইহা তা ব্যবহার করে ভিন্ন ভাবে আর তার সহিত বাহিরে ফুটে ওঠে ভাষার সামর্থ্যমতো বোধিময় বা প্রকাশক তাৎপর্যগুলি। অতিমানসিক বাক্ এমন এক আলোক, শক্তি, ভাবনার ছন্দ ও আন্তর শব্দের ছন্দসহ অন্তরে প্রকাশিত হয় যা ইহাকে ক'রে তোলে অতিমানসিক ভাবনা ও দর্শনের স্বাভাবিক ও জীবন্ত দেহ আর যদিও ভাষা মানসিক কথোপকথনেরই ভাষা তবু তার মধ্যে এমন এক তাৎপর্য ঢেলে দেয় যা সীমিত বুদ্ধিগত, ভাবময় বা ইন্দ্রিয়বোধাত্মক তাৎপর্য থেকে ভিন্ন। বোধিমানস অথবা অতিমানসেই ইহা গঠিত ও শ্রুত হয় এবং বিশেষ কিছু অতীব ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া অন্যত্র প্রথমে কথায় ও লেখায় সহজে বাহিরে আসার ইহার প্রয়োজন

নেই, কিন্তু যখন শারীরিক চেতনা ও অঙ্গগুলি প্রস্তুত করা থাকে তখন তা-ও স্বচ্ছন্দে করা যায় এবং ইহা অখণ্ড সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণতা ও শক্তির এক অংশ।

অতিমানসিক ভাবনা, অনুভূতি ও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানের ক্ষেত্র শুধু যে পার্থিব লোকের উপর মানবীয় চেতনার নিকট উন্মুক্ত সব কিছুর সহিত সমতুল্য হবে তা নয়, অন্যান্য লোকের উপর ঐ সব বিষয়েরও সহিত সমতুল্য। তবে ইহা উত্তরোত্তর মানসিক চিন্তন ও অনুভূতির বিপরীত অর্থে কাজ করবে। মানসিক চিন্তনের কেন্দ্র হ'ল অহং, ব্যষ্টি চিন্তক স্বয়ং। বিপরীত পক্ষে অতিমানসিক মানব বেশী চিন্তা করবে বিশ্বমন নিয়ে, আর এমন কি ইহার ঊর্ধ্বেও উঠতে পারে, আর তার যে ব্যষ্টিত্ব তা কেন্দ্র অপেক্ষা বরং বিকিরণ ও যোগাযোগের এমন এক আধার হবে যাতে পরম চিৎ-পুরুষের বিশ্ব ভাবনা ও জ্ঞান একত্র মিলিত হবে। মানসিক মানবের চিন্তার ও কর্মের পরিধি নির্ধারিত হয় তার মানসিকতা ও অনুভূতির ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্বের দ্বারা। অতিমানসিক মানবের ক্ষেত্র হবে সকল পৃথিবী এবং সেই সব কিছু যা ইহার পিছনে অস্তিত্বের অন্যান্য লোকের উপর অবস্থিত। আর সর্বশেষ, মানসিক মানব চিন্তা করে ও দেখে বর্তমান জীবনের স্তরের উপর যদিও তা হ'তে পারে ঊর্ধ্বমুখী আস্পৃহাসহ আর তার দৃষ্টি সকল দিকেই ব্যাহত। তার জ্ঞানের ও কর্মের প্রধান ভিত্তি হ'ল বর্তমান, আর তার সহিত থাকে অতীতের একটু আভাস ও ইহার চাপ থেকে মন্দভাবে আয়ত্ত প্রভাব এবং ভবিষ্যতের দিকে অন্ধ দৃষ্টি। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পার্থিব অস্তিত্বের ভূতার্থ-গুলির উপর---প্রথমতঃ বাহ্য জগতের বিভিন্ন তথ্যের উপর যার সহিত সে তার আন্তর চিন্তন ও অনুভূতির সমগ্র না হ'লেও দশভাগের নয় ভাগকে সম্পর্কে আনে---আর তারপর প্রতিষ্ঠিত করে তার আন্তর সত্তার আরো বাহ্য অংশের সব পরিবর্তনশীল ভূতার্থের উপর। যেমন তার মন বিকশিত হয়, তেমন সে এই সব ছাড়িয়ে আরো স্বচ্ছন্দে যায় সে সব থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন যোগ্যতায় এবং সেসবও ছাড়িয়ে যায়; তার মন কাজ করে সম্ভাবনাসমূহের আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রের সহিতঃ কিন্তু এগুলির অধিকাংশই তার কাছে পূর্ণ সত্যতা পায় শুধু সেই অনুপাতে যে অনুপাতে তারা বাস্তবের সহিত সম্পর্কে আসে এবং এখন বা পরে তাদের এখানে বাস্তব করা সম্ভব হয়। যদি সে আদৌ বিষয়সমূহের স্বরূপ দেখতে প্রবণ

হয় তা শুধু তার বাস্তব বিষয়গুলির ফল হিসাবে, তাদের সহিত সম্পর্কে ও তাদের উপর ইহারা নির্ভরশীল এইভাবে এবং সেজন্য সে সর্বদাই তাদের দেখে মিথ্যা আলোকে অথবা সীমিত পরিমাণে। এই সব বিষয়েই, অতিমানসিক মানবকে অগ্রসর হতে হবে সত্যদর্শনের বিপরীত তত্ত্ব থেকে।

অতিমানসিক সত্তা বিষয়সমূহকে দেখে উপর থেকে বিশাল দেশের মধ্যে, আর তার সর্বোচ্চ অবস্থায় দেখে অনন্তের বিভিন্ন দেশের মধ্যে। তার দৃষ্টি বর্তমানের দৃষ্টিকোণের মধ্যে সীমিত থাকে না, ইহা দেখতে পায় কালের পরম্পরায় অথবা কালের ঊর্ধ্ব থেকে পরম চিৎ-পুরুষের অবিভক্ততার মধ্যে। সে সত্যকে দেখে তার সমুচিত ক্রমে,—প্রথমে স্বরূপে, দ্বিতীয়তঃ তা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন যোগ্যতায় এবং শুধু শেষে দেখে বাস্তবতার মধ্যে। তার দৃষ্টিতে স্বরূপগত সত্যগুলি আত্ম-প্রতিষ্ঠ, আত্ম-দৃষ্ট, তাদের প্রামাণিকতার জন্য এই বা অন্য বাস্তব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়; যোগ্য সত্যগুলি হ'ল সত্তা স্বরূপে ও বিষয়সমূহে যা তার শক্তির সত্য, শক্তির আনন্ত্যের বিভিন্ন সত্য এবং এই বা অন্য বাস্তবতার মধ্যে তাদের অতীত বা বর্তমান চরিতার্থতা ছাড়াই অথবা প্রকৃতির সমগ্রতার পরিবর্তে আমরা যে অভ্যাসগত উপরভাসা রূপগুলি গ্রহণ করি তা ছাড়াই উহারা সত্য; সে যে যোগ্য সত্যগুলি দেখে তা থেকে শুধু এক নির্বাচন হ'ল বাস্তববিষয়গুলি, এই বাস্তববিষয়গুলি ঐসব যোগ্য সত্যের উপর নির্ভরশীল, সীমিত ও পরিবর্তনশীল। তার ভাবনা ও সংকল্পের উপর বর্তমানের, বাস্তববিষয়ের, তথ্যসমূহের অব্যবহিত ক্ষেত্রের, ক্রিয়ার অব্যবহিত প্রেষণা ও দাবীর উৎপীড়নের কোনো শক্তি থাকে না, এবং সেজন্য সে বৃহত্তর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বৃহত্তর সংকল্প-শক্তি পেতে সমর্থ। বর্তমান তথ্য ও ঘটনা-সমূহের জঙ্গল দ্বারা বেষ্টিত সব স্তরের উপর অবস্থিত ব্যক্তির মতো সে বিষয়সমূহকে দেখে না, সে দেখে উপর থেকে, সে বাহির থেকে, ও উপরিভাগের দ্বারা বিচার ক'রে দেখে না, সে দেখে ভিতর থেকে, তাদের কেন্দ্রের সত্যের দৃষ্টির দ্বারা; সেজন্য সে দিব্য সর্বজ্ঞতার আরো নিকটবর্তী। সে সংকল্প ও কার্য করে এমন এক শিখর থেকে যেখান থেকে সে আধিপত্য করে এবং কালের মধ্যে আরো সুদীর্ঘ গতিবৃত্তি এবং বীর্যের আরো বৃহৎ ক্ষেত্র সহ; সুতরাং সে দিব্য সর্বশক্তিমত্তার আরো নিকটবর্তী। তার সত্তা ক্ষণসমূহের পরম্পরার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বরং অতীতের পূর্ণ শক্তি তার

আছে এবং ভবিষ্যতের মধ্যে বিচরণ করে দৃষ্টি নিয়েঃ সে সংকীর্ণ অহং ও ব্যক্তিগত মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না বরং বাস করে বিশ্ব-সত্তার স্বাধীনতার মধ্যে, ভগবানের মধ্যে এবং সকল সত্তা ও সকল বিষয়ের মধ্যে; সে স্থূল মনের নিষ্প্রভ ঘনত্বের মধ্যে বাস করে না, সে বাস করে আত্মার আলোকের মধ্যে, চিৎ-পুরুষের আনন্ত্যের মধ্যে। সে অন্তঃপুরুষ ও মনকে দেখে শুধু এক শক্তি ও গতি হিসাবে এবং জড়কে দেখে চিৎ-পুরুষের শুধু এক উৎপন্ন রূপ হিসাবে। তার সকল ভাবনা এমন এক প্রকারের হবে যার উৎপত্তি হয় জ্ঞান থেকে। প্রাতিভাসিক জীবনের বিষয়গুলিকে সে দেখে ও সাধন করে আধ্যাত্মিক সত্তার সদ্-বস্তুর এবং স্ফুরন্ত আধ্যাত্মিক স্বরূপের শক্তির আলোকে।

প্রথমে, এই মহত্তর পাদে রূপান্তরের প্রারম্ভে, ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিচরণ ক'রে চলবে অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী পরিমাণে মনের ধারায় তবে তাতে থাকবে অধিকতর আলোক এবং স্বাধীনতা ও অতিস্থিতির বিভিন্ন বর্ধিষ্ণু উড্ডয়ন ও দেশ ও গতি। পরে স্বাধীনতা ও অতিস্থিতির আধিপত্য আসতে শুরু হয়; ভাবনামানসের বিভিন্ন গতিতে এক এক করে আসবে ভাবনাদৃষ্টির বিপরীত ভাব ও ভাবনা-পদ্ধতির রূপান্তর, তবে বাধা ও পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তিও ঘটবে, আর এই রকম চলবে যতক্ষণ না মোটের উপর পাওয়া যায় ও সাধিত হয় সম্পূর্ণ রূপান্তর। সাধারণতঃ অতিমানসিক জ্ঞান প্রথমে ও সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দে সংহত হয় শুদ্ধ ভাবনা ও জ্ঞানের পদ্ধতিসমূহে কারণ এখানেই মানবমন পূর্বেই উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পেয়েছে এবং সর্বাপেক্ষা স্বাধীন। পরে ও কম সহজে ইহা সংহত হবে প্রযুক্ত ভাবনা ও জ্ঞানের পদ্ধতিসমূহে কারণ সেখানে মানবের মন যুগপৎ অতীব সক্রিয় এবং ইহার সব নিম্ন পদ্ধতিতে বদ্ধ ও আসক্ত। সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা দুষ্কর জয় হ'ল তিনটি কালের জ্ঞান, "ত্রিকালদৃষ্টি" কারণ এখন ইহা মনের কাছে কল্পনার বিষয় বা অবোধ্য। এই সব তিনটিতেই এই একই লক্ষণ থাকবে যে চিৎ-পুরুষ সরাসরি দেখছে ও সংকল্প করছে উপরে ও চারিদিকে, শুধু যে ইহার অধিকৃত দেহে তা নয়, আর থাকবে হয় পৃথকভাবে নয় যুক্ত গতিতে তাদাত্ম্যের দ্বারা অতিমানসিক জ্ঞান, অতিমানসিক দর্শন, অতিমানসিক ভাবনা ও অতিমানসিক কথা।

তাহ'লে ইহাই হবে অতিমানসিক ভাবনা ও জ্ঞানের সাধারণ লক্ষণ

এবং এইগুলিই তার বিভিন্ন প্রধান শক্তি ও ক্রিয়া। এখন বিবেচনা করার আছে---ইহার বিশেষ করণব্যবস্থা কি, বর্তমান মানবীয় মানসিকতার বিভিন্ন উপাদানে অতিমানস কি পরিবর্তন আনবে এবং সেই বিশেষ ক্রিয়াগুলি কি যা ভাবনাকে দেবে ইহার বিভিন্ন উপকরণ, প্রবর্তকশক্তি ও তথ্য।

২৩ অধ্যায়

অতিমানসের বিভিন্ন করণ ও ভাবনা-প্রণালী

অতিমানস, দিব্য বিজ্ঞান আমাদের বর্তমান চেতনার সম্পূর্ণ বিজাতীয় কিছু নয়ঃ ইহা চিৎ-পুরুষের এক শ্রেষ্ঠ করণ-ব্যবস্থা, আর আমাদের সাধারণ চেতনার সকল ক্রিয়াবলী হ'ল অতিমানসিক চেতনা থেকে সীমিত ও হীন উৎপন্ন বিষয়, কারণ এইগুলি হ'ল পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ও রচনা, আর উহা (অর্থাৎ অতিমানসিক চেতনা) হ'ল চিৎ-পুরুষের সুষ্ঠু, স্বতঃস্ফূর্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতি ও ক্রিয়া। সুতরাং যখন আমরা মন থেকে অতি-মানসে উত্তরণ করি, তখন চেতনার নতুন শক্তি আমাদের অন্তঃপুরুষ ও মন ও প্রাণের ক্রিয়াবলীকে বর্জন করে না বরং সে সবকে উন্নত, বৃহৎ ও রূপান্তরিত করে। ইহা তাদের উন্নীত করে এবং তাদের দেয় তাদের শক্তি ও কার্যের এক সদা মহত্তর সত্যতা। আবার ইহা মনের ও চৈত্য অংশসমূহের ও প্রাণের বাহ্য শক্তি ও ক্রিয়ার রূপান্তরেই ক্ষান্ত হয় না, বরং যে সব অপেক্ষাকৃত বিরল শক্তি ও বৃহত্তর শক্তি ও জ্ঞান আমাদের অধিচেতন আত্মার বিশিষ্ট বস্তু এবং এখন আমাদের কাছে মনে হয় গুহ্য, অদ্ভুতভাবে চৈত্য, অস্বাভাবিক সেগুলিকেও প্রকট ও রূপান্তরিত করে। অতিমানসিক প্রকৃতিতে এই সব মোটেই অস্বাভাবিক থাকে না বরং হ'য়ে ওঠে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সাধারণ, পৃথকভাবে চৈত্য নয় বরং আধ্যাত্মিক, গুহ্য ও অপরিচিত নয়, বরং এক সরাসরি, সরল, স্বগত ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া। চিৎ-পুরুষ জাগ্রত জড়গত চেতনার মতো সীমিত নয়, আর যখন অতিমানস জাগ্রত চেতনাকে অধিগত করে ইহা তার জড়ত্ব দূর করে, তার সব সংকীর্ণতা থেকে তাকে মুক্ত করে এবং জড়গত ও চৈত্য অংশকে রূপান্তরিত করে আধ্যাত্মিক সত্তার প্রকৃতিতে।

যেমন পূর্বেই বলা হ'য়েছে, যে মানসিক ক্রিয়াকে সব চেয়ে দ্রুত সংহত করা যায় তা হ'ল শুদ্ধ ভাবময় জ্ঞান। ইহাই উচ্চস্তরে রূপান্তরিত হয় প্রকৃত জ্ঞানে, অতিমানসিক ভাবনায়, অতিমানসিক দর্শনে, তাদাত্ম্যের দ্বারা অতিমানসিক জ্ঞানে। এই অতিমানসিক জ্ঞানের মূল ক্রিয়ার বর্ণনা পূর্ব অধ্যায়ে দেওয়া হ'য়েছে। তবে, কেমন করে এই জ্ঞান বাহ্য প্রয়োগে

কাজ করে এবং কেমন করে ইহা অস্তিত্বের সব তথ্যের সহিত কারবার করে তা-ও দেখা প্রয়োজনীয়। মনের ক্রিয়ার সহিত ইহার পার্থক্য প্রথমতঃ এই বিষয়ে যে ইহা স্বাভাবিকভাবে সেই সব কর্মাবলীর সহিত কাজ করে যেগুলি মনের কাছে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা দুষ্কর, ইহা ঐসবের মধ্যে বা উপরে কাজ করে উপর থেকে নিম্নদিকে, মন যেমন ব্যাহত চেষ্টার সহিত উপরদিকে কাজ করে অথবা তার নিজের ও নিম্ন স্তর-গুলির বাধা নিয়ে কাজ করে তেমনভাবে করে না। উচ্চতর ক্রিয়াগুলি নিম্ন সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং নিম্ন ক্রিয়াগুলি উচ্চতর ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, শুধু যে তাদের পথের নির্দেশের জন্য তা নয়, বরং তাদের অস্তিত্বেরও জন্য সুতরাং রূপান্তরের দ্বারা নিম্ন মানসিক ক্রিয়া-গুলির শুধু যে রূপ বদলায় তা নয়, ইহারা সম্পূর্ণ অধীন হয়। আর উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াগুলিরও রূপ পরিবর্তিত হয় কারণ অতিমানসিক-ভাবাপন্ন হ'য়ে তারা তাদের আলো পেতে শুরু করে সরাসরি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান থেকে, আত্ম-জ্ঞান বা অনন্ত জ্ঞান থেকে।

এই উদ্দেশ্যের জন্য, মনের সাধারণ ভাবনা-ক্রিয়াকে তিনটি গতির দ্বারা গঠিত ব'লে দেখা যেতে পারে। দেহস্থিত মনোময় পুরুষের পক্ষে প্রথম ও নিম্নতম ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হ'ল অভ্যাসগত ভাবনামানস যার বিভিন্ন ভাবনার প্রতিষ্ঠা হ'ল ইন্দ্রিয়-সমূহের দেওয়া এবং স্নায়বিক ও ভাবময় সত্তার বাহ্য অভিজ্ঞতার দেওয়া বিভিন্ন তথ্য এবং শিক্ষা ও বাহ্য জীবন ও পরিবেশের দ্বারা গঠিত চিরাচরিত বিভিন্ন ধারণা। এই অভ্যাসগত ভাবনার দুইটি ক্রিয়া—একটি হ'ল এক প্রকার নিম্নপ্রবাহ যাতে যন্ত্রের মতো পুনঃ-পুনঃ-আসা ভাবনা সর্বদাই আবর্তিত হয় একই শারীরিক, প্রাণিক, ভাবময়, ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত বুদ্ধিগত ভাবনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে; অন্যটিতে, মন যেসব নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয় সে সবে আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করা হয় এবং তাদের আনা হয় অভ্যাসগত চিন্তার সূত্রে। সাধারণ মানুষের মানসিকতা এই অভ্যাসগত মনের দ্বারাই সীমাবদ্ধ এবং ইহার গণ্ডীর বাহিরে বিচরণ করে অত্যন্ত অপূর্ণভাবে।

চিন্তা-ক্রিয়ার এক দ্বিতীয় পর্যায় হ'ল অর্থক্রিয়াকারী (pragmatic) ভাবনামানস যা নিজেকে জীবনের ঊর্ধ্বে তোলে এবং সৃজনশীলরূপে কাজ করে যেন ইহা ভাব ও প্রাণশক্তির মধ্যে, জীবনের সত্য এবং জীবনে

এখনো অভিব্যক্ত হয় নি এমন ভাবের সত্যের মধ্যবর্তী বিষয়। জীবন থেকেই ইহা উপাদান নেয় এবং তার মধ্যে থেকে ও তার উপর নির্মাণ করে এমন সব সৃজনশীল ভাব যা আরো প্রাণ বিকাশের জন্য স্ফুরন্ত হ'য়ে ওঠেঃ অন্যদিকে ইহা মনোময় লোক থেকে অথবা আরো মূলতঃ অনন্তের ভাবনাশক্তি থেকে নতুন মনন ও মানসিক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে এবং তৎক্ষণাৎ ইহাকে রূপান্তরিত করে মানসিক ভাবনাশক্তিতে এবং বাস্তব সত্তা ও জীবনধারণের শক্তিতে। এই অর্থক্রিয়াকারী (pragmatic) ভাবনামানসের সমগ্র ঝোঁক হ'ল আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার দিকে—আন্তর ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা নিজেকে বাহ্যের উপর নিক্ষেপ করে সদ্‌-বস্তুর আরো সম্পূর্ণ তৃপ্তির জন্য, আর বাহ্য ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতাকে ভিতরে নেওয়া হয় এবং নতুন গঠনের জন্য তা ইহার উপর ফিরে আসে অঙ্গীভূত ও পরিবর্তিত হ'য়ে। এই মানসিক স্তরের উপর অন্তঃপুরুষের কাছে মনন যে আগ্রহের বিষয় তা শুধু বা প্রধানতঃ এই কারণে যে ইহা কর্ম ও অভিজ্ঞতার এক বিশাল ক্ষেত্রের উপায়।

চিন্তার যে একটি তৃতীয় পর্যায় আমাদের মধ্যে উন্মুক্ত করে শুদ্ধ ভাবময় মানস যা ভাবনার সত্যের মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে বাস করে; কর্ম ও অভিজ্ঞতার জন্য তার মূল্যের উপর কোনো আবশ্যকীয় নির্ভরতার বিচার ইহা করে না। ইন্দ্রিয়সমূহের বিভিন্ন তথ্য এবং বিভিন্ন বাহ্য অনুভূতি ইহা দেখে, কিন্তু তা করে শুধু এই সব যে ভাবনার, যে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তা খুঁজে পাবার জন্য এবং সে সবকে জ্ঞানের সংজ্ঞায় পরিণত করার জন্য। জীবনের মধ্যে মনের সৃজনশীল ক্রিয়া ইহা পর্যবেক্ষণ করে সেই একই ভাবে ও সেই একই উদ্দেশ্যের জন্য। ইহার প্রধান কাজ জ্ঞান, ইহার সমগ্র উদ্দেশ্য হ'ল ভাবনা-ক্রিয়ার আনন্দ পাওয়া, সত্যের অন্বেষণ, নিজেকে ও জগৎকে এবং নিজের কর্মের ও জগৎকর্মের পিছনে যা সব থাকতে পারে সেসব জানার প্রয়াস। যে বুদ্ধিশক্তি নিজের জন্য, নিজের বৈশিষ্ট্যে, নিজের আপন শক্তিতে ও নিজের আপন উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে তার পরাকাষ্ঠা হ'ল এই ভাবময় মানস।

বুদ্ধির এই তিনটি গতিবৃত্তিকে সঠিকভাবে মিলিয়ে তাদের সুসমঞ্জস করা মানবমনের পক্ষে দুষ্কর। সাধারণ মানব প্রধানতঃ বাস করে অভ্যাসগত মনে, সৃজনশীল ও অর্থক্রিয়াকারী মনে তার কাজ অপেক্ষাকৃত দুর্বল, আর শুদ্ধ ভাবময় মানসিকতার গতিবৃত্তিকে আদৌ ব্যবহার করতে

অথবা তাতে প্রবেশ ক'রতে ইহা অতীব কষ্ট অনুভব করে। সৃজনশীল অর্থক্রিয়াকারী মন সাধারণতঃ নিজের গতিতেই এত ব্যস্ত থাকে যে ইহা শুদ্ধ ভাবময় লোকের বাতাবরণের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও নিঃস্বার্থভাবে বিচরণ করতে অক্ষম, আবার অপরপক্ষে অভ্যাসগত মানসিকতার দ্বারা আরোপিত সব বাস্তব ঘটনার উপর এবং ঐরূপ বিভিন্ন বাধার উপর এবং ইহা নিজে যা সব গঠন করতে আগ্রহী সেসব ছাড়া অন্য সব অর্থক্রিয়াকারী মনন ও ক্রিয়ার গতিবৃত্তির উপর ইহার অধিকার প্রায়শঃই কম। শুদ্ধ ভাবময় মানসিকতার ঝোঁক হ'ল সত্যের আচ্ছিন্ন ও মনগড়া দর্শন, বুদ্ধি-গত ভাগ, ও ভাবময় প্রাসাদ গঠন করা, আর হয় জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থক্রিয়াকারী গতিবৃত্তি হারিয়ে বাস করে শুধু বা প্রধানতঃ ভাবনার মধ্যে, আর না হয় জীবনক্ষেত্রে প্রচুর শক্তি নিয়ে সহজভাবে কাজ করতে অক্ষম হয় এবং আশঙ্কা থাকে যে ইহা ব্যবহারিক ও অভ্যাস-গত মানসিকতার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে অথবা তাতে দুর্বল হ'য়ে থাকবে। এক রকমের জোড়াতালি দেওয়া হয় কিন্তু প্রধান ঝোঁকের প্রাবল্যে চিন্তাশীল সত্তার সমগ্রতা ও ঐক্য ব্যাহত হয়। মন এমন কি তার নিজের সমগ্রতা বিষয়েও নিশ্চিত প্রভু হ'তে অক্ষম হয় কারণ ঐ সমগ্রতার রহস্য আছে তার উজানে আত্মার স্বচ্ছন্দ ঐক্যের মধ্যে—যে ঐক্য স্বচ্ছন্দ হওয়ায় অনন্ত বহুত্ব ও বৈচিত্র্য ধারণে সমর্থ; তাছাড়া ঐ রহস্য আছে অতিমানসিক শক্তিতে আর একমাত্র এই শক্তিই স্বাভাবিক সুষ্ঠুতায় বাহিরে প্রকট করতে পারে আত্মার ঐক্যের সংহত বহুময় গতিবিধি।

অতিমানস তার সম্পূর্ণ অবস্থায় মনের চিন্তার সমস্ত শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিপরীত করে দেয়। ইহা প্রাতিভাসিক বিষয়ের মধ্যে বাস করে না, ইহা বাস করে মূল বিষয়ের মধ্যে, আত্মার মধ্যে এবং সকল কিছুকে দেখে আত্মার সত্তা এবং ইহার শক্তি ও রূপ ও গতি হিসাবে, আর অতি-মানসের মধ্যে সকল মনন ও মনন-প্রণালীও ঐরূপ হ'তে বাধ্য। ইহার সকল মৌলিক ভাবনা-ক্রিয়া হল অতিমানসিক দর্শনের এবং সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রূপান্তর যা কাজ করে সর্বসত্তার সহিত তাদাত্ম্যের দ্বারা। অতএব ইহা মুখ্যতঃ বিচরণ করে আত্মার ও সত্তার ও চেতনার ও অনন্তশক্তির ও সত্তার আনন্দের (যা সব আমাদের বর্তমান চেতনায় অ-সত্তা বলে মনে হয় সে সবও বাদ পড়ে না) বিভিন্ন শাশ্বত, স্বরূপগত ও সার্বভৌম সত্যের মধ্যে, এবং ইহার সকল বিশেষ চিন্তার উৎস ও

অবলম্বন হ'ল এই সব শাশ্বত সত্যের শক্তি; কিন্তু গৌণতঃ ইহা সনাতনের সত্তায় বিভিন্ন সত্যের অনন্ত দিক ও প্রয়োগ ও অনুক্রম ও সামঞ্জস্যেরও সহিত সুসঙ্গত। সুতরাং ইহার পরাকাষ্ঠায় ইহা সেই সবের মধ্যে বাস করে যা পৌঁছতে ও আবিষ্কার করতে শুদ্ধ মনের কাজ হ'ল শুধু চেষ্টা করা, আর এমন কি ইহার সব নিম্ন স্তরেও এই সব বিষয়গুলি তার দীপ্তিময় গ্রহিষ্ণুতার কাছে উপস্থিত, সমীপবর্তী বা সুলব্ধ ও সুলভ।

ভাবময় মনের কাছে শ্রেষ্ঠ সত্যগুলি অথবা শুদ্ধ ভাবগুলি আচ্ছিন্ন প্রত্যয় কারণ মন বাস করে অংশতঃ প্রাতিভাসিক বিষয়ের মধ্যে এবং অংশতঃ বুদ্ধিগত রচনার মধ্যে এবং উচ্চতর সব সদ্‌বস্তু পেতে হ'লে তাকে বিযোজনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়, অথচ সে সময় অতিমানস বাস করে চিৎ-পুরুষের মধ্যে এবং সেজন্য এই সব ভাব ও সত্য যার প্রতিরূপ অথবা বরং মূলতঃ যা, তার স্বকীয় ধাতুর মধ্যে এবং ইহা সে সবকে সত্যই চরিতার্থ করে ইহা শুধু যে চিন্তা করে তা নয়, কিন্তু চিন্তার কাজে ইহা সেসবের সারপদার্থ অনুভব করে এবং তার সহিত নিজেকে এক করে এবং ইহার কাছে তারা সম্ভবপর সর্বাপেক্ষা সার পদার্থের অন্তর্গত। অতিমানসের কাছে চেতনার এবং স্বরূপগত সত্তার সত্যগুলি সদ্‌-বস্তুর প্রকৃত উপাদান, বাহ্যগতিবৃত্তি ও সত্তার রূপ অপেক্ষা এই সব সত্য আরো অন্তরঙ্গভাবে, এবং প্রায় বলা যায় আরো ঘনভাবে বাস্তব, যদিও ঐগুলিও তার কাছে সদ্‌-বস্তুর গতিবৃত্তি ও রূপ এবং আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন মনের এক বিশেষ ক্রিয়ার কাছে ইহার যেমন ভ্রমাত্মক, অতিমানসের কাছে ইহারা তেমন ভ্রমাত্মক নয়। ইহার কাছে ভাবও ভাবসৎ, চিন্ময় পুরুষের সদ্‌-বস্তুর উপাদান, সত্যের সার রূপান্তরের জন্য এবং সেজন্য সৃষ্টির জন্য শক্তিপূর্ণ।

আবার যে সময় শুদ্ধ ভাবময় মনের প্রবণতা হ'ল এমন সব মনগড়া দর্শন তৈরী করা যেগুলি সত্যের মানসিক ও আংশিক রচনা, অতিমানস কোনো প্রতিরূপ বা দর্শনের দ্বারা বদ্ধ নয়, যদিও অনন্তের অর্থক্রিয়াকারী বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য ইহারও সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে প্রতিরূপ গঠন করতে এবং সত্যের জীবন্ত ধাতুর মধ্যে ব্যবস্থা করতে ও গঠন করতে। যখন মন তার আত্যন্তিকতা, সুব্যবস্থাকরণ, নিজের রচনায় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, তখন ইহা অনন্তের অনন্ততার মধ্যে বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে, অনুভব

করে যে ইহা এক নির্ঝতি, এমন কি যদিও তা দীপ্তিভরা নির্ঝতি, আর কোন কিছু গঠন করতে এবং সেজন্য নিশ্চিতভাবে চিন্তা ও কর্ম করতে অসমর্থ হয়, কারণ সকল বিষয়ই, এমন কি সর্বাপেক্ষা বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী বস্তুগুলিও এই আনন্ত্যের মাঝে কোনো সত্য নির্দেশ করে, আর তবু যা কিছু ইহা ভাবতে পারে তা পুরোপুরি সত্য নয় এবং ইহার সকল রূপায়ণ ভেঙে যায় অনন্ত থেকে আসা নতুন আভাসনের পরীক্ষায়। ইহা জগৎকে দেখতে শুরু করে যেন ইহা এক ছায়াবাজি এবং মনন যেন জ্যোতির্ময় অনির্দিষ্টের স্ফুলিঙ্গের নির্ঝতি। অতিমানসিকের বৃহত্ত্ব ও মুক্তির দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে মন নিজেকে হারিয়ে ফেলে ও বৃহত্ত্বের মধ্যে কোনো দৃঢ় স্থান পায় না। বিপরীত পক্ষে, অতিমানস তার মুক্ত অবস্থায় সদ্-বস্তুর দৃঢ় ভূমির উপর রচনা করতে পারে ইহার মননের বিভিন্ন সামঞ্জস্য এবং সত্তার বহিঃপ্রকাশ অথচ তবু তার অনন্ত বৃহত্ত্বের আত্মার মধ্যে ইহা ধারণ করে থাকে তার অনন্ত স্বাধীনতা ও আনন্দ। যেমন ইহা যা সব হয়, ও কাজ করে ও চরিতার্থ করে, তেমন যা সব ইহা চিন্তা করে—সে সব "সত্যম্, ঋতম্, বৃহৎ"-এর অন্তর্গত।

এই সমগ্রতার ফল এই যে অতিমানসের যে স্বচ্ছন্দ স্বরূপগত ভাবনা-ক্রিয়া মনের শুদ্ধ স্বচ্ছন্দ, নিঃস্বার্থ অসীম ভাবনা ক্রিয়ার অনুরূপ তার সহিত অতিমানসের সৃজনশীল, অর্থক্রিয়াকারী উদ্দেশ্যপূর্ণ ও নির্ধারক ভাবনা-ক্রিয়ার কোনো বিভাজন বা অসঙ্গতি নেই। সত্তার আনন্ত্যের স্বাভাবিক ফল হ'ল সম্ভূতির বিভিন্ন সামঞ্জস্যের স্বাচ্ছন্দ্য। অতিমানস সর্বদাই ক্রিয়াকে দেখে পরমাত্মার এক অভিব্যক্তি ও বহিঃপ্রকাশ হিসাবে এবং সৃষ্টিকে দেখে অনন্তের দিব্য প্রকটন রূপে। ইহার সকল সৃজনশীল ও অর্থক্রিয়াকারী মনন হ'ল অনন্তের সম্ভূতির এক করণ, ঐ উদ্দেশ্যের জন্য দীপ্তির এক শক্তি এবং অসীম সত্তার শাশ্বত তাদাত্ম্য এবং ইহার অনন্ত অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন জগৎ ও জীবনের মধ্যে ইহার আত্মপ্রকাশের এক মধ্যস্থ তত্ত্ব। ইহাই অতিমানস সর্বদাই দেখে এবং মূর্ত করে আর ইহার ভাবময় দর্শন ও মনন ইহার কাছে অনন্তের অসীম ঐক্য ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে; এক চিরন্তন তাদাত্ম্যের দ্বারা ইহা তা-ই আর ইহার মধ্যেই ইহা বাস করে ইহার সত্তা ও সম্ভূতির সকল শক্তিতে; অথচ আবার সেই সময় ইহার সহিত সর্বদাই বিদ্যমান থাকে অনন্ত সংকল্পের এক ক্রিয়া, তপঃ, সত্তার শক্তি যা নির্ধারণ করে ইহা আনন্ত্যের

মধ্য থেকে কালের প্রবাহের মধ্যে কি উপস্থিত করবে, ব্যক্ত করবে বা সৃজন করবে, এবং আরো নির্ধারণ করে এখানে ও এখন বা কালের বা জগতের যে কোনো ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করবে বিশ্বের মধ্যে আত্মার চিরন্তন সম্ভূতিকে।

অতিমানস এই অর্থক্রিয়াকারী গতিবৃত্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, এবং ইহার মনন ও জীবনের মধ্যে ইহা ঐরূপে যা হয় ও সৃষ্টি করে তার আংশিক গতি বা সম্পূর্ণ ধারাকে ইহার আত্মার বা অনন্তের সমগ্র সত্য বলে গ্রহণ করে না। বর্তমানকালে বা সত্তার একটি লোকের উপর নির্বাচন অনুযায়ী ইহা যা হয় ও চিন্তা করে ও কাজ করে, শুধু তার মধ্যেই ইহা বাস করে না; শুধু বর্তমানের উপর বা মুহূর্তের যে অবিরাম পরম্পরার তালকে আমরা ঐ নাম দিই তার উপর ইহা তার অস্তিত্ব আহরণ করে না। ইহা যে শুধু কালের গতি অথবা কালের মধ্যে চেতনার গতি অথবা চিরন্তন সম্ভূতির একটি সৃষ্ট বিষয়—শুধু এই হিসাবে ইহা নিজেকে দেখে না। এমন এক কালাতীত সত্তা যা অভিব্যক্তির অতীত এবং সকল কিছুই যার অভিব্যক্তি তার কথা ইহা অবগত, কালের মধ্যে যা চিরন্তন তার কথাও ইহা অবগত, অস্তিত্বের বহু লোকের কথাও তার জানা, অভিব্যক্তির অতীত সত্যের এবং সত্তার যে অনেক সত্য এখনো ভবিষ্যতে অভিব্যক্ত হ'তে বাকী আছে অথচ যা সনাতনের আত্ম-দৃষ্টিতে ইতিপূর্বেই উপস্থিত তার সম্বন্ধেও ইহা অবগত। যে অর্থক্রিয়াকারী সদ্-বস্তু ক্রিয়ার ও পরিবর্তনের সত্য তাকেই ইহা একমাত্র সত্য ব'লে ভুল করে না, বরং তাকে দেখে যে যা শাশ্বত সৎ ইহা তার অবিরাম বাস্তবী-করণ। ইহা জানে যে জড় বা প্রাণ বা মন বা অতিমানসের লোকের উপর সকল সৃষ্টিই শুধু সনাতন সত্যের পূর্বনির্ধারিত আনয়ন, সনাতনের প্রকাশ, এবং সনাতনের মধ্যে সকল বিষয়ের পূর্বস্থিতির কথা ইহার অন্তরঙ্গভাবে জানা। এই দৃষ্টি তার সকল অর্থক্রিয়াকারী মনন এবং তার ফলস্বরূপ ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার অন্তঃস্থ নির্মাণশক্তি দ্রষ্টা ও মনস্বীর এক নির্বাচনী শক্তি, ইহার আত্ম-গঠনশক্তি আত্মদ্রষ্টার শক্তি, আত্ম-অভিব্যক্তিশীল অন্তঃপুরুষ অনন্ত চিৎ-পুরুষের শক্তি। অনন্ত আত্মা ও চিৎ-পুরুষের মধ্য থেকেই ইহা স্বচ্ছন্দভাবে সৃষ্টি করে এবং ঐ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই তার সৃষ্টি হয় নিশ্চিত ও সন্দেহশূন্য।

সুতরাং ইহা তার বিশেষ সম্ভূতির মধ্যে আবদ্ধ নয় অথবা তার

ক্রিয়ার পাক বা গতির মধ্যে আটক থাকে না। সৃজনশীল সম্ভূতির অন্যান্য সামঞ্জস্যসমূহের সত্যের দিকে ইহা এমন এক প্রকারে ও মাত্রায় উন্মুক্ত যা মনের অসাধ্য অথচ সে সময় ইহা নিজের দিক থেকে এক নিশ্চয়াত্মক সংকল্প ও মনন ও ক্রিয়া প্রয়োগ করে। যখন ইহা সংঘর্ষরূপী ক্রিয়ায় নিযুক্ত অর্থাৎ অতীত বা অপর মনন ও রূপ ও সম্ভূতির স্থানে যা ব্যক্ত করতে ইহা নিযুক্ত তাকে আনায় নিযুক্ত, তখন ইহা যা সরাচ্ছে তার সত্য জানে এবং সরাবার সময়ও তার সত্যকে তেমনই সার্থক করে যেমন ইহা সার্থক করে তার স্থলাভিষিক্ত বিষয়ের সত্যকে। ইহা তার ব্যক্ত করার, নির্বাচন করার, অর্থক্রিয়াকারী সচেতন ক্রিয়ার দ্বারা বদ্ধ নয়, বরং সে সময় এক বিশেষপ্রকারের সৃজনশীল মননের এবং ক্রিয়ার নির্বাচনমূলক যথার্থতার সকল আনন্দেরই, বিভিন্ন রূপ ও গতির আনন্দের সহিত সমান ভাবে নিজের ও অপরদের সম্ভূতির আনন্দেরও অধিকারী। তার জীবন ও ক্রিয়া ও সৃষ্টির সকল মনন ও সংকল্প যা সমৃদ্ধ, বহুবিধ ও অনেক লোকের সত্য একই কেন্দ্রে নিবদ্ধ করে---সে সকলই মুক্ত ও দীপ্ত হয় সনাতনের অপরিসীম সত্যে।

অতিমানসিক মনন ও চেতনার এই সৃজনশীল বা অর্থক্রিয়াকারী গতিবৃত্তি তার সহিত এমন এক ক্রিয়া আনে যা অভ্যাসগত বা যান্ত্রিক মানসিকতার ক্রিয়ার অনুরূপ, অথচ অতীব অন্যবিধ। যে বিষয় সৃষ্ট হয় তা এক সামঞ্জস্যের নির্ধারণ এবং সকল সামঞ্জস্য এগিয়ে চলে দেখা বা দেওয়া ধারায় এবং সঙ্গে রাখে অবিরত স্পন্দন ও ছন্দোময় পুনরাবৃত্তি। অতিমানসিক জীবের ব্যক্ত অস্তিত্বের সামঞ্জস্য সংগঠন ক'রে অতিমানসিক মনন তাকে প্রতিষ্ঠিত করে শাশ্বত তত্ত্বসমূহের উপর, ইহাকে নিক্ষেপ করে যে সত্য অভিব্যক্ত হবে তার সঠিক ধারায়, বিশিষ্ট সুর হিসাবে বাজাতে থাকে অনুভূতি ও ক্রিয়ার মধ্যে সেই সব সতত উপাদানের পুনরাবৃত্তি যা সব সামঞ্জস্য গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ঐ মননের একটা শৃঙ্খলা সংকল্পের এক নিয়মিত চক্র, গতিতে স্থিরতা আছে। সেই সঙ্গে ইহার স্বাধীনতার জন্য ইহা অভ্যস্ত ক্রিয়ার মতো চিন্তার সীমিত ভাণ্ডারের চারিদিকে সর্বদা যন্ত্রের মতো পুনঃ পুনঃ আসতে থাকে না। অভ্যাসগত মন যেমন চিন্তার কোনো একটি নির্দিষ্ট অভ্যস্ত ছাঁচকে ভিত্তি ক'রে তার উদ্দেশে সকল নতুন মনন ও অনুভূতিকে আত্মসাৎ করে ইহা তা করে না। যে ভিত্তি ইহার উদ্দেশ তা উর্ধ্বে, "উপরি বুধ্নে", আত্মার বৃহত্ত্বের

মধ্যে অতিমানসিক সত্যের পরম প্রতিষ্ঠার মধ্যে, "বুধ্নে ঋতস্য"। ইহার মননের শৃঙ্খলা, সংকল্পের নিয়মিত চক্র, গতির স্থির গতিবৃত্তি, যন্ত্রের বা প্রথার কাঠিন্যে পরিণত হয় না, পরন্তু ইহা সর্বদাই আন্তর ভাবে সজীব থাকে, অন্য সহবর্তী বা সম্ভবপর শৃঙ্খলা ও চক্রকে বাদ দিয়ে বা তাদের সহিত বিরোধ করে বাস করে না, বরং যা সবের সহিত ইহা সংস্পর্শে আসে তাদের কাছ থেকে পুষ্টি আহরণ করে এবং ইহার নিজস্ব তত্ত্বে আত্ম-সাৎ করে। এইরূপ আধ্যাত্মিক আত্তীকরণ সম্ভব হয় কারণ সকল কিছুই উদ্দেশ করা হয় আত্মার বৃহত্ত্ব ও উর্ধ্বে মুক্ত দৃষ্টির দিকে। অতি-মানসিক মনন ও সংকল্পের শৃঙ্খলা সর্বদাই উর্ধ্ব থেকে নতুন আলো ও শক্তি পাচ্ছে এবং তার গতির মধ্যে ইহাকে নিতে তার কোনো অসুবিধা থাকে নাঃ অনন্তের শৃঙ্খলার পক্ষে যেমন উপযুক্ত তেমন ইহা তার গতির স্থিরতার মধ্যে অবর্ণনীয় ভাবে সাবলীল ও নমনীয়, সকল বিষয়ের সম্বন্ধ একের মধ্যে দেখতে ও পরস্পরের সহিত যুক্ত করতে সমর্থ, আর সমর্থ অনন্তের স্বরূপ উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে প্রকাশ করতে, এবং পূর্ণতম অবস্থায় ইহা অনন্তের যা সব বাস্তবিকই প্রকাশযোগ্য তা সব নিজের প্রকারে প্রকাশ করতে সমর্থ।

সেজন্য, অতিমানসিক জটিল গতির মধ্যে কোনো বিরোধ, অসঙ্গতি বা সামঞ্জস্য স্থাপনের অসুবিধা থাকে না, বরং জটিলতার মধ্যে থাকে সরলতা, বহুমুখী প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে নিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্য, আর তা আসে চিৎ-পুরুষের আত্ম-জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত নিশ্চয়তা ও সমগ্রতা থেকে। মন থেকে অতিমানসে রূপান্তরের কাজে বাধা, অন্তর্সংঘর্ষ অসঙ্গতি, বিঘ্ন, বিভিন্ন অংশ ও গতিবৃত্তির বৈষম্য ততদিন বর্তমান থাকে যতদিন নির্মাণের নিজস্ব পদ্ধতির উপর আগ্রহী মনের ক্রিয়া, প্রভাব বা চাপ বর্তমান থাকে অথবা এক আদি অজ্ঞানতার ভিত্তির উপর জ্ঞান বা মনন ও ক্রিয়ার সংকল্প নির্মাণের ধারা অতিমানসের সেই বিপরীত ধারাকে বাধা দেয় যাতে সব কিছু সংগঠিত হয় আত্মা এবং ইহার স্বগত ও শাশ্বত আত্মজ্ঞানের মধ্য থেকে দীপ্তিময় অভিব্যক্তি হিসাবে। এইভাবে অতিমানস চিৎ-পুরুষের তাদাত্ম্যজ্ঞানের প্রতিনিধিমূলক, ব্যাখ্যাকারী প্রকাশময়ভাবে অলঙ্ঘ্য শক্তি হিসাবে কার্য ক'রে, অনন্ত চেতনার আলোককে স্বচ্ছন্দ ও নিঃসীমভাবে ভাবসৎ-এর ধাতু ও রূপে পরিণত ক'রে, চিন্ময় সত্তার শক্তি ও ভাব-সৎ-এর শক্তি থেকে সৃজন ক'রে, যে গতিবৃত্তি নিজের বিধান পালন করে

অথচ অনন্তের সাবলীল ও নমনীয় গতিবৃত্তি তাকে স্থির ক'রে প্রতি অতি-মানসিক জীবের মধ্যে তার নিজস্ব সঠিক ধারায় এক অদ্বিতীয় আত্মা ও চিৎ-পুরুষের অভিব্যক্তি সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে তার মনন ও জ্ঞানকে ও এমন এক সংকল্পকে ব্যবহার করে যা ধাতু ও আলোকে জ্ঞানের সহিত অভিন্ন।

এই ভাবে গঠিত অতিমানসিক জ্ঞানের ক্রিয়া স্পষ্টতঃই মানসিক যুক্তিশক্তির ক্রিয়া অতিক্রম করে, আর আমাদের দেখতে হবে অতিমানসিক রূপান্তরে যুক্তিশক্তির স্থলে কি আসে? মানুষের চিন্তাশীল মন যুক্তিবুদ্ধি ও তর্কবুদ্ধির মধ্যেই পায় তার সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও বিশিষ্ট তৃপ্তি এবং সংঘটনের বিষয়ে তার সর্বাপেক্ষা সঠিক ও কার্যকরী তত্ত্ব। একথা সত্য যে মানুষ তার মননে বা ক্রিয়ায় শুধু যুক্তিশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে চালিত হয় না এবং হ'তেও পারে না। তার মানসিকতা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্তিবুদ্ধি ও অন্য দুটি শক্তির সংযুক্ত, মিশ্রিত ও জটিল ক্রিয়ার অধীন; তন্মধ্যে একটি হ'ল বোধি যা মানবমানসিকতার মাঝে বাস্তবিকই শুধু অর্ধ-দীপ্ত এবং কাজ করে যুক্তিশক্তির আরো দৃশ্যমান ক্রিয়ার পশ্চাতে অথবা প্রচ্ছন্ন-ভাবে ও পরিবর্তিত আকারে সাধারণ বুদ্ধির ক্রিয়ায়: অন্যটি হ'ল ইন্দ্রিয়-সংবিৎ, সহজসংস্কার, সংবেগের প্রাণ-মানস যা তার প্রকৃতিতে এক প্রকার অস্পষ্ট অন্তর্গূঢ় বোধি এবং নিম্ন থেকে বুদ্ধিকে তার প্রাথমিক সামগ্রী ও তথ্য সরবরাহ করে। আর এই অন্য শক্তিগুলির প্রত্যেকটি নিজ নিজ প্রকারে মন ও প্রাণের ভিতর কর্মরত চিৎ-পুরুষের এক অন্তরঙ্গ ক্রিয়া এবং যুক্তিবুদ্ধি অপেক্ষা আরো প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতির এবং অনুভব ও ক্রিয়ার জন্য আরো অব্যবহিত শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু তবু এই শক্তিগুলির কোনোটিই মানুষের জন্য তার মানসিক জীবন গঠনে সমর্থ নয়।

নিম্নসৃষ্টির মধ্যে প্রাণমানস যেমন স্বয়ংপূর্ণ ও প্রবলতম, মানুষের প্রাণমানস---ইহার বিভিন্ন সহজসংস্কার ও সংবেগ---তেমন স্বয়ংপূর্ণ ও প্রবলতম নয় ও হ'তে পারে না। বুদ্ধি ইহাকে আয়ত্তে এনে গভীরভাবে পরিবর্তিত করেছে---এমন কি সেখানেও যেখানে বুদ্ধির বিকাশ অপূর্ণ এবং প্রাণমানস নিজেই তার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সবচেয়ে আগ্রহী। ইহার বোধিময় প্রকৃতির অধিকাংশই নষ্ট হ'য়েছে, এখন অবশ্য সামগ্রী ও তথ্যসমূহের জোগানদার হিসাবে বহুগুণ সমৃদ্ধ কিন্তু আর ইহা সম্পূর্ণ নিজ নয় বা তার

ক্রিয়ায় স্বচ্ছন্দময় নয় কারণ ইহা অর্ধ-যুক্তিগত, অন্ততঃপক্ষে যুক্তিবুদ্ধি বা বুদ্ধিগত ক্রিয়ার কিছু অন্তঃসঞ্চারিত উপাদানের উপর নির্ভরশীল—তা এই উপাদান যতই অস্পষ্ট হ'ক না কেন, এবং বুদ্ধির সাহায্য বিনা সফলভাবে কাজ করতে অসমর্থ। যে অবচেতনার মধ্য থেকে ইহার আবির্ভাব সেখানেই ইহার মূল ও সুষ্ঠুতার স্থান, আর মানুষের কাজ হ'ল উত্তরোত্তর আরো সচেতন জ্ঞান ও ক্রিয়ার অর্থে বৃদ্ধি পাওয়া। যদি মানুষ প্রাণমানসের দ্বারা তার সত্তার শাসনে ফিরে যায় তা হ'লে সে হয় অযৌক্তিক ও অব্যবস্থিত বা বুদ্ধিহীন ও অশক্ত হ'য়ে পড়ে এবং মানবত্বের বিশিষ্ট প্রকৃতি হারায়।

অপরপক্ষে বোধির মূল ও সুষ্ঠুতার স্থান হ'ল অতিমানসে যা এখন আমাদের কাছে অতিচেতন, আর মনে ইহার কোনো শুদ্ধ ও কোনো সুব্যবস্থিত ক্রিয়া থাকে না, বরং যুক্তিবুদ্ধির ক্রিয়ার সহিত অব্যবহিত ভাবে মিশে যায়, সম্পূর্ণভাবে নিজ নয়, বরং সীমিত, খণ্ডাত্মক, মিশ্রিত ও অশুদ্ধ এবং ইহার বিভিন্ন আভাসনের জন্য নির্ভর করে ন্যায়সম্মত যুক্তির উপর। মানব মন কখনই তার সব বোধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয় না যতদিন না সেগুলিকে যুক্তিবুদ্ধির বিচারে দেখা ও সমর্থন করা হয়: এইখানেই ইহা মনে করে যে ইহা সবচেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিশ্চিন্ত। মানব তার মনন ও প্রাণকে বোধিমানসের দ্বারা গঠন করার জন্য যুক্তিশক্তিকে অতিক্রম করার অর্থ সে ইতিমধ্যেই তার বিশিষ্ট মানবত্ব অতিক্রম ক'রে অতিমানবত্ব বিকাশের দিকে অগ্রসর হ'য়েছে। এই কাজ শুধু ঊর্ধ্বেই করা সম্ভবঃ কারণ তা নিম্নে করার প্রয়াসের অর্থ শুধু অপর এক প্রকার অপূর্ণতা সাধনঃ এখানে মানসিক যুক্তিশক্তি এক প্রয়োজনীয় বিষয়।

যুক্তিবুদ্ধি একটি মধ্যবর্তী কার্যসাধক, ইহার একদিকে প্রাণমানস ও অন্যদিকে অতিমানসিক বোধি যা এখনো অবিকশিত। ইহার কাজ মধ্যস্থের কাজ, একদিকে প্রাণমানসকে আলোকিত করা, চেতনাপূর্ণ করা এবং যতদূর সম্ভব ইহার কার্যকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করা যতদিন না প্রকৃতি সেই অতিমানসিক শক্তিকে বিকশিত করতে প্রস্তুত হয় যা প্রাণকে আয়ত্তে এনে তার কামনা, ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ক্রিয়ার সব বিভিন্ন অস্পষ্ট বোধিজ গতিকে আত্মা ও চিৎ-পুরুষের আধ্যাত্মিক ও প্রদীপ্তভাবে স্বতঃ-স্ফূর্ত প্রাণিক অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে তার সকল গতিবৃত্তিকে

দীপ্ত ও সুষ্ঠু করবে। অপর উচ্চদিকে ইহার ব্রত হ'ল উপর থেকে আসা আলোর রশ্মিগুলি নিয়ে সেগুলিকে বুদ্ধিময় মানসিকতার সংজ্ঞায় পরিণত করা এবং যে বোধিগুলি আগড় এড়িয়ে অতিচেতনা থেকে মনে অবতরণ করে সেগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা করা, বিকশিত করা, বুদ্ধিগত ভাবে কাজে লাগান। এই কাজ ইহা করে যতদিন না মানব নিজ ও তার পরিবেশ ও তার সত্তা সম্বন্ধে উত্তরোত্তর সচেতন হয়ে আরো বোঝে যে যুক্তিশক্তির দ্বারা সে এই সব বিষয় জানতে বাস্তবিকই অক্ষম, সে শুধু সক্ষম বুদ্ধির কাছে তাদের এক মানসিক প্রতিরূপ নির্মাণ করতে।

কিন্তু বুদ্ধিপ্রধান মানবের মাঝে যুক্তিশক্তির ঝোঁক হ'ল তার শক্তি ও বৃত্তিকে উপেক্ষা করা; ইহার চেষ্টা হ'ল করণ ও কার্যসাধক না হ'য়ে বরং আত্মা ও চিৎ-পুরুষের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। সাফল্য ও প্রাধান্য দ্বারা, তার নিজের আলোর অপেক্ষাকৃত মহত্ত্বের দ্বারা ইহা নিজেকে মনে করে যে ইহা এক প্রধান ও অনন্যনির্ভরশীল, নিজের সম্পূর্ণ সত্য ও পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে নিজে নিশ্চিত এবং মন ও প্রাণের একমাত্র প্রধান শাসক হবার প্রয়াসী। কিন্তু এই কাজে ইহা সম্পূর্ণ সফল হয় না কারণ ইহা তার নিজের প্রকৃত ধাতু ও অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে নিম্ন প্রাণ বোধির উপর এবং গূঢ় অতিমানস ও ইহার বোধিজ সব বার্তার উপর। ইহা শুধু পারে নিজের কাছে নিজে সফল দেখতে কারণ ইহা তার সব অভিজ্ঞতাকেই পরিণত করে যৌক্তিক সূত্রসমূহে এবং মনন ও ক্রিয়ার পশ্চাতে তাদের যে প্রকৃত স্বরূপ আছে তার অর্ধেকের দিকে ও সূত্রগুলির গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসা অনন্ত পরিমাণের তত্ত্বের দিকে চোখ বুজে থাকে। যুক্তিশক্তির আধিক্য জীবনকে শুধু ক'রে তোলে কৃত্রিম ও যুক্তি-সম্মতভাবে যান্ত্রিক, তার স্বতঃস্ফূর্তি ও জীবনীশক্তি নষ্ট করে এবং চিৎ-পুরুষের স্বাধীনতা ও প্রসার রোধ করে। সীমিত ও পরিসীমক যুক্তিশক্তির পক্ষে প্রয়োজন হ'ল নিজেকে গঠনযোগ্য ও নমনীয় করা, নিজের উৎসের দিকে নিজেকে উন্মুক্ত করা, উপর থেকে আলো নেওয়া, আর নিজেকে অতিক্রম ক'রে রূপান্তরের সহজ মরণ প্রণালীর দ্বারা অতিমানসিক যুক্তিশক্তির দেহে পরিণত হওয়া। ইতিমধ্যে ইহাকে সামর্থ্য ও নেতৃত্ব দেওয়া হয় যাতে ইহা বিশিষ্ট মানবীয় স্তরে মনন ও ক্রিয়া সংগঠন করতে পারে। এই মানবীয় স্তর একটি মধ্যবর্তী অবস্থা যার একদিকে আছে চিৎ-পুরুষের পশুজীবন নিয়ন্ত্রণকারী সামর্থ্য ও অন্যদিকে

আছে চিৎপুরুষের অতিচেতন সামর্থ্য যা সচেতন হ'য়ে সংগঠন করতে পারে আধ্যাত্মিক অতিমানবত্বের অস্তিত্ব ও জীবন।

পূর্ণ অবস্থায় যুক্তিশক্তির বিশিষ্ট শক্তি হ'ল এমন এক তর্কসম্মত ক্রিয়া যা পর্যবেক্ষণ ও বিন্যাসের দ্বারা সকল প্রাপ্য সামগ্রী ও তথ্য সম্বন্ধে প্রথমে নিজেকে নিশ্চিত করে, পরে এইভাবে লব্ধ জ্ঞানকে সব বিবেচনা-শক্তির প্রাথমিক ব্যবহার দ্বারা নিশ্চিত ও প্রসারিত করে এবং সর্বশেষ ইহার সব ফলের সঠিকতা সম্বন্ধে এমন এক আরো সযত্ন ও প্রণালী-সম্মত ক্রিয়ার দ্বারা নিজেকে নিশ্চিত করে যা আরো সাবধানী, সুচিন্তিত, কঠোরভাবে তর্কসম্মত এবং বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা বিকশিত কতকগুলি দৃঢ় মান ও প্রণালী অনুসারে সেগুলিকে পরীক্ষা, বর্জন বা সমর্থন করে। সুতরাং তর্কসম্মত যুক্তিশক্তির প্রথম কাজ হ'ল লভ্য সামগ্রী ও তথ্যগুলির সঠিক, সতর্ক ও সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ। আমাদের জ্ঞানের কাছে তথ্যসমূহের প্রথম ও সর্বাপেক্ষা সহজ ক্ষেত্র হ'ল প্রাকৃতিক জগৎ অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থের জগৎ যা মনের বিভক্ত ক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞানের বাহিরে করা হ'য়েছে; এই বিষয়গুলি আমরা নই, ও সুতরাং সেগুলি শুধু পরোক্ষভাবে জানা যায় আমাদের ইন্দ্রিয়-অনুভবের ব্যাখ্যার দ্বারা, পর্যবেক্ষণ, সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, অনুমান ও বিবেচনাপূর্ণ চিন্তার দ্বারা। অপর একটি ক্ষেত্র হ'ল আমাদের নিজেদের আন্তর সত্তা ও ইহার সব গতিবৃত্তি যেগুলি স্বাভাবিকভাবেই জানা যায় আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ারত মানসিক বোধের দ্বারা, বোধিময় অনুভব ও সতত অনুভূতির দ্বারা এবং আমাদের প্রকৃতির সব সাক্ষ্যের উপর বিবেচনাপূর্ণ মননের দ্বারা। এমন কি এই সব আন্তর গতিবৃত্তি সম্বন্ধেও যুক্তিশক্তি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ও সে সবকে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে ও পৃথক বস্তু হিসাবে বিবেচনা ক'রে সব চেয়ে ভাল কাজ করে ও তাদের সর্বাপেক্ষা সঠিক ভাবে জানে। জ্ঞানযোগে এই প্রক্রিয়ার পরিণামে আমরা আমাদের সক্রিয় সত্তাকেও অনাত্ম বলে দেখি, দেখি যে ইহা জগৎ-অস্তিত্বের অবশিষ্টাংশের মতো প্রকৃতির এক যন্ত্রবিশেষ। অন্যান্য চিন্তাশীল ও সচেতন সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু ইহাও পাওয়া যায় পরোক্ষভাবে—পর্যবেক্ষণ দ্বারা, অভিজ্ঞতার দ্বারা, যোগাযোগের নানাবিধ প্রণালীর দ্বারা এবং ইহাদের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের আপন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের সহিত সাদৃশ্যের উপর বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত বিবেচনা ও অনুমানের দ্বারা।

অন্য যে একটি তথ্যের ক্ষেত্র যুক্তিশক্তির পর্যবেক্ষণ করা দরকার তা হ'ল তার নিজের ক্রিয়া এবং সমস্ত মানবীয় বুদ্ধির ক্রিয়া, কারণ এইরূপ পর্যালোচনা ব্যতীত ইহা নিজের জ্ঞানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অথবা সঠিক পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে পারে না। সর্বশেষ, জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রও আছে যেগুলির জন্য তথ্যসমূহ তত সহজে পাওয়া যায় না এবং যেগুলির জন্য অসাধারণ সব শক্তির বিকাশ দরকার—(১) ভৌতিক জগতের অবভাসের পশ্চাতে বিভিন্ন বিষয়ের ও অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরের আবিষ্কার এবং (২) গূঢ় আত্মার অথবা মানবসত্তার ও প্রকৃতির তত্ত্বের আবিষ্কার। ঠিক যেমন ভৌতিক জগতের বেলায়, তেমন প্রথম কাজটির সম্বন্ধে তর্কগত যুক্তিশক্তি পরীক্ষা সাপেক্ষে সকল লভ্য তথ্য গ্রহণ ক'রে কাজটি করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা এই সব নিয়ে কারবার করতে অনিচ্ছুক, কারণ ইহা দেখে এইগুলিকে সন্দেহ ও অস্বীকার করাই আরো সহজ, আর এই ক্ষেত্রে ইহার কাজ কৃচিৎ নিশ্চিত বা সফল হয়। দ্বিতীয়টি আবিষ্কার করার প্রয়াসের জন্য সাধারণতঃ তার উপায় হ'ল গঠনমূলক দার্শনিক তর্ক যার প্রতিষ্ঠা হ'ল প্রাণ; মন ও জড়বিষয়ক ব্যাপারের বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক পর্যবেক্ষণ।

এই সকলগুলি তথ্যের ক্ষেত্রে তর্কগত যুক্তিশক্তির কার্যপ্রণালী একই। প্রথমে বুদ্ধি পর্যবেক্ষণ, সহচার, প্রত্যক্ষবোধ, স্বীকৃতভাব, প্রত্যয়ের একটি ভাণ্ডার সঞ্চয় করে, বিভিন্ন সম্বন্ধ ও বিষয়গুলিকে তাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য অনুসারে কমবেশী স্পষ্টভাবে সাজায় ও শ্রেণীবিভাগ করে এবং বিভিন্ন ভাব, স্মৃতি, কল্পনা, সিদ্ধান্তের সঞ্চয়মান ভাণ্ডার ও সতত বৃদ্ধির দ্বারা তাদের নিয়ে কাজ করে; মুখ্যতঃ এইগুলি নিয়েই আমাদের জ্ঞানের ক্রিয়ার স্বরূপ। নিজের বেগভারে অগ্রসরমান মনের এই বুদ্ধিগত ক্রিয়ার একপ্রকার স্বাভাবিক বিস্তার হয়; ইহা এমন এক বিকাশ যা সচেতন উৎকর্ষের উত্তরোত্তর সাহায্যে পুষ্ট, উৎকর্ষের দ্বারা লব্ধ বিভিন্ন শক্তির শক্তিবৃদ্ধি যা আবার ক্রমে আরো স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে স্বভাবের এক অঙ্গে পরিণত হয়; ইহার ফলে এক অগ্রসরতা আসে, তবে তা বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য ও মূল শক্তির নয়, ইহা তার শক্তির মাত্রার, নমনীয়তার, সামর্থ্যের বৈচিত্র্যের, সূক্ষ্মতার অগ্রসরতা। বিভিন্ন ভ্রমের সংশোধন হয়, নিশ্চিত ভাব ও সিদ্ধান্ত সঞ্চিত হয় আর গৃহীত বা গঠিত হয় নতুন জ্ঞান। সেই সাথে বুদ্ধির এমন এক আরো যথার্থ ও নিশ্চিত

ক্রিয়ার আবশ্যকতার উদয় হয় যা বুদ্ধির এই সাধারণ পদ্ধতির অগভীরতা থেকে মুক্ত হ'য়ে প্রতি পদক্ষেপ পরীক্ষা করবে, কঠোরভাবে প্রতি সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য বিচার করবে এবং মনের ক্রিয়াকে পরিণত করবে এক সু-প্রতিষ্ঠিত প্রণালী ও শৃঙ্খলাতে।

এই ক্রিয়ায় তর্কগত মনের বিকাশ হয় এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও শক্তি পরাকাষ্ঠায় ওঠে। অপেক্ষাকৃত স্থূল ও উপরভাসা পর্যবেক্ষণের স্থলে বা ইহার পরিপূরক হিসাবে আসে পদার্থের গঠনকারী বা ইহার বিষয়ক সকল প্রণালী, গুণ উপাদান, শক্তির পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ এবং সমগ্র-ভাবে ইহার এমন এক সংশ্লেষণাত্মক রচনা যা ইহার সম্বন্ধে মনের স্বাভাবিক প্রতীতির সহিত যুক্ত হয় বা অনেকাংশে ইহার স্থান নেয়। অন্য সব পদার্থ থেকে পদার্থটির পার্থক্য আরো সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয় এবং সেই সাথে অন্যদের সহিত ইহার বিভিন্ন সম্বন্ধ আরো সম্পূর্ণভাবে জানা যায়। তাদের মধ্যে একরূপত্ব বা সাদৃশ্য ও সজাতিত্ব, আবার বৈষম্য ও বিভেদগুলিও স্থির করা হয়, যার ফলে একদিকে আসে সত্তা ও বিশ্ব-প্রকৃতির মূলগত ঐক্যের এবং তাদের বিভিন্ন প্রণালীর সাদৃশ্য ও অনু-বৃত্তির অনুভব এবং অপরদিকে আসে প্রাণী ও পদার্থসমূহের বিভিন্ন শক্তি ও প্রকারের স্পষ্ট নির্ধারণ ও শ্রেণীভাগ। তর্কগত বুদ্ধির পক্ষে যতদূর সম্ভব ততদূর জ্ঞানের সামগ্রী ও তথ্যসমূহের সংগ্রহ ও বিন্যাসকে পরাকাষ্ঠায় আনা হয়।

মনের অতীত পর্যবেক্ষণগুলি রক্ষা করার জন্য স্মৃতি অপরিহার্য সহায়—শুধু ব্যষ্টির স্মৃতি নয়, জাতিরও স্মৃতি তা ইহা সঞ্চিত কাগজ-পত্রের মধ্যে কৃত্রিমরূপে থাকুক বা সাধারণ জাতিস্মৃতি হ'ক যা এক প্রকার সতত পুনরাবৃত্তি বা নবীকরণের মাধ্যমে তার ফলগুলি রক্ষা করে; এই জাতিস্মৃতির বিষয়টি তেমন সমাদৃত না হ'লেও ইহা এক সুপ্ত স্মৃতি যা নানাবিধ উদ্দীপকের চাপে সমৃদ্ধতর তথ্য ও বুদ্ধির দ্বারা বিচারের জন্য নতুন অবস্থার মধ্যে জ্ঞানের অতীত ক্রিয়াগুলি পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম। বিকশিত তর্কগত মন মানবস্মৃতির ক্রিয়া ও সম্পদগুলিকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ ক'রে তার সামগ্রীগুলিকে সবচেয়ে কাজে লাগাবার জন্য ইহাকে শিক্ষা দেয়। স্বভাবতঃই মানববিচার এই সামগ্রীগুলির উপর দুই প্রণালীতে কাজ করে, যথা, প্রথমতঃ নিরীক্ষণ, অনুমান, সৃজনমূলক বা সমালোচনা-মূলক সিদ্ধান্ত, অন্তর্দৃষ্টি, অব্যবহিত ভাবনার কমবেশী দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত

সমবায়ের দ্বারা—ইহা প্রধানতঃ মনের এক চেষ্টা যেন ইহা সোজাসুজি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়, কিন্তু এই সোজাসুজি কাজ শুধু বোধির উচ্চতর শক্তির দ্বারাই নিরাপদভাবে করা যায় কারণ এই প্রণালী মনের মধ্যে অনেক মিথ্যা বিশ্বাস ও নির্ভরতার অযোগ্য নিশ্চয়তা আনে; দ্বিতীয়তঃ আরো এক মন্থর প্রণালীতে যা পরিণামে বুদ্ধিগতভাবে আরো নিশ্চিত অর্থাৎ অন্বেষণ, বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের পরীক্ষার দ্বারা, এবং যা বিকশিত হয় সতর্ক বুদ্ধিগত ক্রিয়ায়।

স্মৃতি ও বিচারশক্তি—উভয়ই সাহায্য পায় কল্পনাশক্তি থেকে। কল্পনাশক্তি জ্ঞানের বৃত্তি হিসাবে এমন সব সম্ভাবনার আভাস দেয় যেগুলি অন্যান্য শক্তি উপস্থিত বা সমর্থন করে না; ইহা দৃষ্টির নতুন পথের দুয়ার উন্মুক্ত করে। বিকশিত তর্কগত বুদ্ধি কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করে নতুন আবিষ্কার ও প্রকল্পের আভাসনের জন্য কিন্তু ইহা সতর্ক থাকে যেন ইহার আভাসনগুলি নিরীক্ষণ ও সংশয়শীল বা অতি সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা পূর্ণভাবে পরীক্ষিত হয়। আবার ইহা চায় যেন বিচারেরও সকল কাজ যথাসম্ভব পরীক্ষা করা হ'ক; ইহা অতি দ্রুত অনুমান পরিত্যাগ ক'রে অবরোহ ও আরোহ ক্রমের সুব্যবস্থিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং ইহার সকল পদক্ষেপ সম্বন্ধে ও সিদ্ধান্তগুলির যুক্তিযুক্ততা, অনুবৃত্তি, সু-সঙ্গতি ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়। অতিমাত্রায় নিয়মনিষ্ঠ তর্কগতমন নিরুৎসাহ করলেও, তর্কগত বুদ্ধির সমগ্র ক্রিয়ার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে যে অব্যবহিত অন্তর্দৃষ্টি উচ্চতর বোধির দিকে মনের দৌড়ের সীমা তার কিছু ক্রিয়া বরং উন্নীত হয় কিন্তু ইহা তার উপর পুরোপুরি নির্ভর করে না। তর্কগত যুক্তিশক্তির চেষ্টা হ'ল সতত অনাসক্ত, নিঃস্বার্থ ও সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির দ্বারা প্রমাদ, পূর্বসিদ্ধান্ত ও মনের মিথ্যা বিশ্বাস থেকে মুক্ত হ'য়ে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

মনের এই যে বিস্তৃত পদ্ধতি যার জন্য এত শ্রম প্রয়োজনীয়, ইহা সত্যের জন্য যদি সত্যই পর্যাপ্ত হ'ত, তাহ'লে জ্ঞানের বিকাশের পথে অন্য কোনো উচ্চতর সোপানের আবশ্যকতা হ'ত না। বস্তুতঃ ইহাতে মনের নিজের উপর ও নিজের চারিদিককার জগতের উপর প্রভুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এমন অনেক মহৎ উপকার সাধিত হয় যা অস্বীকার করা যায় না: কিন্তু ইহা কখনই নিশ্চিত হ'তে পারে না যে ইহার তথ্যগুলি তাকে প্রকৃত জ্ঞানের আকার দেয় কি না, না শুধু এমন এক আকার দেয় যা

মানবমন ও সংকল্পের ক্রিয়ার বর্তমান রূপের পক্ষে উপকারী ও প্রয়োজনীয়। ইহা উত্তরোত্তর উপলব্ধি হয় যে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই ভ্রমসঙ্কুল পদ্ধতিতে সত্যের জ্ঞান আসে না। একটা সময় আসতে বাধ্য, ইতিমধ্যে আসছে,——যখন মন উপলব্ধি করে যে তার সাহায্যে বোধিকে এবং এই পদটি সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট প্রয়োগের ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে অনিশ্চিত উপলব্ধির পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন বিভিন্ন শক্তির বিস্তৃত স্তরকে ডাকার ও পূর্ণভাবে বিকশিত করার প্রয়োজন আছে। পরিশেষে ইহা জানতে বাধ্য যে এই শক্তিগুলি শুধু যে মনের বিশিষ্ট ক্রিয়াকে সাহায্য ও সম্পূর্ণ করে তা নয়, বরং এমন কি ইহার স্থলাভিষিক্ত হয়। তাহাই হ'বে চিৎ-পুরুষের অতিমানসিক শক্তি আবিষ্কারের প্রারম্ভ।

আমরা যেমন দেখেছি, অতিমানস মানসিক চেতনার ক্রিয়াকে বোধির দিকে ও ভিতরে উন্নীত ক'রে, এমন এক মধ্যবর্তী বোধিমানসিকতা সৃষ্টি করে যা নিজে অপর্যাপ্ত হ'লেও তর্কগত বুদ্ধি অপেক্ষা শক্তিতে বড় এবং তারপর ইহাকেও উন্নীত ও রূপান্তরিত করে প্রকৃত অতিমানসিক ক্রিয়ায়। আরোহক্রমে অতিমানসের প্রথম সুসংহত ক্রিয়া হ'ল অতিমানসিক যুক্তিশক্তি——যা উচ্চতর তর্কগত ধীশক্তি নয়, তবে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্‌বৃত্ত ও নিবিড়ভাবে পরাক্‌-বৃত্ত জ্ঞানের সোজাসুজি দীপ্ত সংগঠন, পরতরা "বুদ্ধি", তর্কগত অথবা বরং শব্দব্রহ্মাত্মক বিজ্ঞান। অতিমানসিক যুক্তিশক্তি যুক্তিবুদ্ধির সকল কাজই করে এবং আরো অনেক করে, তবে এ সবই করে মহত্তরা শক্তি নিয়ে ও অন্যবিধ প্রকারে। তারপর ইহাকেও লওয়া হয় জ্ঞানশক্তির উচ্চতর স্তরে, আর সেখানেও কিছু নষ্ট হয় না, বরং সব কিছুই আরো উন্নত হয়, তাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, কার্যের শক্তি রূপান্তরিত হয়।

বুদ্ধির সাধারণ ভাষা এই ক্রিয়ার বিবরণ দিতে পর্যাপ্ত নয়, কারণ একই শব্দ ব্যবহার করতে হবে, তাতে কিছু মিল বোঝাবে অথচ বাস্তবিকই সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়ের অর্থ অপূর্ণভাবে বোঝাবার জন্য। যেমন অতিমানস এক প্রকার ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ব্যবহার করে যা স্থূল অঙ্গ দ্বারা সীমিত না হ'য়ে এমন একটি বিষয় নিয়োগ করে যা স্বরূপতঃ রূপ-চেতনা ও স্পর্শচেতনা, কিন্তু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে মানসিক ভাবনা ও অনুভূতি এই অতিমানসিকভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়চেতনার মৌলিক ও বিশিষ্ট ক্রিয়ার কোনো প্রতীতি দিতে অক্ষম। অতিমানসিক ক্রিয়ার ভাবনা মানসিক

বুদ্ধির ভাবনা থেকে ভিন্ন এক বিষয়। অতিমানসিক চিন্তনকে মূলে অনুভব করা হয় যে ইহা জ্ঞাত বিষয়ের সত্তার ধাতুর সহিত জ্ঞাতার সত্তার ধাতুর সংস্পর্শ বা মিলন বা তাদাত্ম্যতা, আর ইহার ভাবনার আকার এমন যাতে মিলন বা একত্বের মাধ্যমে আত্মার জ্ঞানশক্তি বিষয়টির আধেয়, ক্রিয়া, তাৎপর্যের কিছু জ্ঞানরূপ প্রকাশ করে কারণ ইহা তার মধ্যেই এই সব বহন করে। সুতরাং অতিমানসের মধ্যে নিরীক্ষণ, স্মৃতি, বিচারেরও প্রত্যেকটির অর্থ মানসিক বুদ্ধির ধারায় ইহার যে অর্থ তা থেকে ভিন্ন।

বুদ্ধি যা নিরীক্ষণ করে অতিমানসিক যুক্তিশক্তি সেই সবই নিরীক্ষণ করে, এবং আরো বেশী নিরীক্ষণ করে; অর্থাৎ ইহা জ্ঞেয় বিষয়টিকে বোধ ক্রিয়ার ক্ষেত্র ক'রে, ইহাকে এক প্রকারে পরাক্‌বৃত্ত করে যাতে ইহার স্বরূপ, স্বভাব, গুণ ও ক্রিয়া বাহিরে আসে। কিন্তু ইহা সেই কৃত্রিম পরাক্‌-বৃত্ততা নয় যার দ্বারা যুক্তিশক্তি তার নিরীক্ষণের কাজে ব্যক্তিগত বা প্রত্যক্‌বৃত্ত প্রমাদ দূর করতে চেষ্টা করে। অতিমানস সব কিছু দেখে আত্মার মধ্যে, সুতরাং ইহার নিরীক্ষণ প্রত্যক্‌বৃত্ত ভাবে পরাক্‌বৃত্ত হ'তে বাধ্য; আমরা আমাদের আন্তর ক্রিয়াগুলি যেমন জ্ঞানের বিষয় বলে দেখি, এই নিরীক্ষণ ঠিক সেই রকম না হ'লেও অনেকটা তার কাছাকাছি। ইহা যে দেখে তা বিভক্তভাবে ব্যক্তিগত আত্মার বা তার শক্তির দ্বারা নয়, সুতরাং ইহাকে ব্যক্তিগত প্রমাদের বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক হ'তে হবে না: এই বিষয়টি ব্যাঘাত দেয় শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ মানসিক তল বা পরিবেষ্টন-কারী বাতাবরণ থাকে এবং তখনো তার প্রভাব ভিতরে ফেলতে পারে, অথবা ততক্ষণ যতক্ষণ অতিমানস মনের মধ্যে নেমে তাকে পরিবর্তন করার জন্য সক্রিয় রয়েছে। আর প্রমাদ সম্বন্ধে অতিমানসিক পদ্ধতি হ'ল ইহাকে বাদ দেওয়া তবে অন্য কোনো কৌশলে নয়, অতিমানসিক বিবেচনার বর্ধিষ্ণু স্বতঃস্ফূর্ততার দ্বারা ও নিজের শক্তির সতত উন্নয়নের দ্বারা। অতিমানসের চেতনা হ'ল বিশ্বচেতনা এবং যে বিশ্বচেতনার আত্মার মধ্যে ব্যষ্টি জ্ঞাতার বাস ও যার সহিত সে কম বেশী নিবিড়ভাবে যুক্ত, তার মধ্যেই ইহা জ্ঞানের বিষয়টিকে তার সম্মুখে ধরে।

নিরীক্ষণের ব্যাপারে জ্ঞাতা এক দ্রষ্টা, কিন্তু এই সম্পর্ক থেকে মনে হয় যেন একটি "অন্য"-ভাব ও প্রভেদ আছে কিন্তু আসল কথা এই যে বাহ্য বিষয়ের মানসিক দর্শনের মতো, ইহাতে সম্পূর্ণ বিভক্ত প্রভেদ থাকে

না এবং দৃষ্ট বিষয়টি সম্পূর্ণ অনাত্ম বলে কোন ব্যাবর্তক ভাবনা আসে না। জ্ঞাত বিষয়টির সহিত সর্বদাই একত্বের এক মৌলিক অনুভূতি থাকে কারণ এই একত্ব বিনা কোনো অতিমানসিক জ্ঞান সম্ভবপর নয়। জ্ঞাতা বিষয়টিকে তার চেতনার বিশ্বভাবাপন্ন আত্মার মধ্যে নেয় যেন ইহা তার সাক্ষী-দৃষ্টির কেন্দ্রস্থানের সম্মুখে ধৃত এক বিষয় এবং এইভাবে ইহাকে তার বৃহত্তর সত্তার অন্তর্ভুক্ত করে। অতিমানসিক নিরীক্ষণ হ'ল বিষয়সমূহের নিরীক্ষণ যাদের সহিত আমরা সত্তার ও চেতনার মধ্যে এক এবং যাদের আমরা ঐ একত্বের বলে জানতে সমর্থ হই যেমন আমরা আমাদের নিজেদের জানি: নিরীক্ষণের ক্রিয়া হ'ল এই সুপ্ত জ্ঞানকে বাহিরে আনার এক ক্রিয়া।

তাহ'লে, সর্বপ্রথম, চেতনার এক মৌলিক ঐক্য থাকে যার শক্তি সব অতিমানসিক স্তরের মধ্যে আমাদের জীবনধারণ, অনুভব ও দেখার প্রগতি, ও উচ্চতা ও গভীরতা অনুযায়ী কম বা বেশী এবং যা তদনুযায়ী কম বা বেশী সম্পূর্ণভাবে এবং অব্যবহিত ভাবে তার জ্ঞানসামগ্রীসমূহের প্রকাশক। এই মৌলিক ঐক্যের ফলে জ্ঞাতা ও বিজ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সচেতন সংযোগের এক স্রোতধারা বা সেতু স্থাপিত হয়——যতই অপূর্ণ হ'ক, এরূপ উপমার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী——এবং ইহার ফল এমন এক সংস্পর্শ বা সক্রিয় মিলন যাতে জ্ঞাতা বিষয়টির মধ্যে বা সম্বন্ধে যা কিছু জানতে হবে তা অতিমানসিকভাবে দেখতে, অনুভব করতে, ইন্দ্রিয়বোধ করতে সমর্থ হয়। কখন কখন সেই মুহূর্তে সংযোগের এই স্রোতধারা বা সেতু ইন্দ্রিয়গতভাবে অনুভূত হয় না, শুধু সংস্পর্শের ফলগুলি লক্ষ্য করা হয় কিন্তু ইহা সর্বদাই থাকে এবং এক পরবর্তী স্মৃতি আমাদের সর্বদাই জানাতে সমর্থ হয় যে ইহা সর্বসময় সত্যই উপস্থিত ছিল: যেমন আমরা অতিমানসিক অবস্থাতে উপচিত হই, তেমনি ইহা এক স্থায়ী অঙ্গে পরিণত হয়। যখন এই মৌলিক একত্ব সম্পূর্ণ সক্রিয় একত্ব হ'য়ে ওঠে, তখন আর সংযোগের এই স্রোতধারার বা সেতুর আবশ্যকতা থাকে না। যাহাকে পতঞ্জলি "সংযম" বলেন তার ভিত্তি এই ধারা। এই সংযম এক একাগ্রতা, চেতনার প্রেরণা বা অবস্থান, যার দ্বারা, পতঞ্জলি বলেন, জ্ঞাতা বিষয়ের মধ্যকার সব কিছু জানতে সমর্থ হয়। কিন্তু একাগ্রতার আবশ্যকতা কমে যায় বা থাকে না যখন সক্রিয় একত্বের উপচয় হয়; বিষয় ও তার সব আধেয়ের দীপ্ত চেতনা আরো স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক

ও সহজসাধ্য হ'য়ে ওঠে।

এই প্রকার অতিমানসিক নিরীক্ষণের তিনটি সম্ভবপর ক্রিয়া। প্রথমতঃ জ্ঞাতা চেতনায় নিজেকে বিষয়ের উপর প্রক্ষিপ্ত করতে পারে, অনুভব করতে পারে যে তার বোধ ইহাকে স্পর্শ বা আবৃত বা ভেদ ক'রেছে এবং সেইখানে, যেন বিষয়টিরই মধ্যে তার কি জানবার আছে তা জানতে পারে। অথবা স্পর্শের দ্বারাই সে ইহার মধ্যকার বা আয়ত্তাধীন তথ্য জানতে পারে, যেমন উদাহরণতঃ, অপরের ভাবনা বা বেদনা সেখান থেকে এসে সে যেখানে তার সাক্ষী কেন্দ্রে দণ্ডায়মান সেখানে তার মধ্যে প্রবেশ করছে। আর না হয়, সে এই রকম কোনো প্রক্ষেপ বা প্রবেশ বিনাই তার নিজের সাক্ষী-কেন্দ্রে এক প্রকার অতিমানসিকবোধ দ্বারা শুধু নিজের মধ্যে জানতে পারে। স্থূল বা অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বিষয়টির উপস্থিতি এরূপ নিরীক্ষণের আরম্ভ-বিন্দু বা ইহার আপতিক ভিত্তি হ'তে পারে কিন্তু অতি-মানসের কাছে ইহা অপরিহার্য নয়। বরং ইহার পরিবর্তে বিষয়টির কোনো আন্তর প্রতিরূপ বা শুধু তার ভাবনাই এইরূপ প্রারম্ভবিন্দু বা ভিত্তি হ'তে পারে। শুধু জানবার ইচ্ছাই অতিমানসিক চেতনার কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আনতে পারে অথবা না হয় জ্ঞাত হবার অথবা জ্ঞানের বিষয়টি সম্বন্ধে নিজে নিজে জানাবার ইচ্ছাতেই তা সম্ভব।

তর্কগত বুদ্ধি যে বিশ্লেষণাত্মক নিরীক্ষণ ও সংশ্লেষণাত্মক রচনার বিস্তারিত শ্রমসাধ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে তা অতিমানসের পদ্ধতি নয়, কিন্তু তবু অনুরূপ এক ক্রিয়া আছে। অতিমানস সরাসরি দৃষ্টির দ্বারাই, মানসিক পদ্ধতির মত টুকরা টুকরা না নিয়েই বিষয়টির বিভিন্ন বিশেষ তথ্য যেমন রূপ, শক্তি, ক্রিয়া, গুণ, মন, অন্তঃপুরুষ ইত্যাদি যাসব তার দৃষ্টিতে আসে তা পৃথক পৃথকভাবে জানে, আবার ইহা অনুরূপ সরাসরিভাবেই এবং রচনার কোনো পদ্ধতিই বিনা এই বিশেষগুলি যে তাৎপর্যপূর্ণ সমগ্রতার গৌণ অঙ্গ তা দেখে। আবার ইহা বিষয়টি স্বরূপে যা তার সেই স্বভাবও দেখে যার অভিব্যক্তি হ'ল সমগ্রতা ও বিভিন্ন বিশেষ। আবার ইহা স্বরূপ বা স্বভাব থেকে পৃথকভাবে অথবা তার মাধ্যমে ইহা যার মৌলিক অভিব্যক্তি,—অখণ্ড আত্মা, অখণ্ড সন্মাত্র, চিৎ, সামর্থ্য, শক্তি তা-ও দেখে। সেই সময়ে ইহা শুধু বিশেষগুলিই দেখতে পারে, কিন্তু সমগ্রতাও সূচিত হয়, আবার পাল্টাভাবে, সমগ্রতার দৃষ্টির সাথে বিশেষ সূচিত হয় যেমন উদাহরণস্বরূপ,—মনের সমগ্র অবস্থা যার থেকে কোনো ভাবনা

বা বেদনার উৎপত্তি হয়––আর বোধ যে কোনো একটি থেকে শুরু ক'রে অব্যবহিত আভাসনের দ্বারা তখনই যেতে পারে সূচিত জ্ঞানে। অনুরূপ-ভাবে স্বভাব সূচিত হয় সমগ্রের মধ্যে এবং প্রত্যেক বিশেষ বা সমগ্র বিশেষগুলির মধ্যে, আর সেই একই দ্রুত বা অব্যবহিত বিকল্প বা একান্তর পদ্ধতি থাকতে পারে। অতিমানসের তর্ক মনের তর্ক থেকে ভিন্ন: ইহা সর্বদাই আত্মাকে দেখে স্বরূপে, বিষয়টির স্বভাব দেখে আত্মার সত্তা ও শক্তির মৌলিক প্রকাশ হিসাবে এবং সমগ্র ও বিশেষকে দেখে এই শক্তি ও ইহার ফলস্বরূপ অভিব্যক্তি ও ইহার সক্রিয় প্রকাশ হিসাবে। অতি-মানসিক চেতনা ও বোধের পূর্ণতায় ইহাই স্থির বিধান। ঐক্য, সাদৃশ্য, প্রভেদ, জাতি, অনন্যতার যে সকল বোধ অতিমানসিক যুক্তিশক্তির দ্বারা পাওয়া যায় সে সকলই এই বিধানের অনুবর্তী ও ইহার উপর নির্ভরশীল।

অতিমানসের এই নিরীক্ষণের ক্রিয়া সকল পদার্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ভৌতিক বিষয় সম্বন্ধে ইহার যে দৃষ্টি তা শুধু উপর উপর বা বাহ্য দৃষ্টি নয় বা হ'তে পারে না––এমন কি যখন বাহিরের উপর তা একাগ্র হয় তখনো তা হয় না। ইহা রূপ, ক্রিয়া, বিভিন্ন উপাদান দেখে ও সেই সাথে গুণ বা শক্তি সম্বন্ধেও অবহিত থাকে যাদের এক রূপান্তর হ'ল রূপ; আর ইহা এইসব দেখে রূপ বা ক্রিয়া থেকে অনুমান বা উপপাদন হিসাবে নয়, বরং তাদের সরাসরি দেখে ও অনুভব করে বিষয়টির সত্তার মধ্যে এবং রূপ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়ার মতো ঐরূপ স্পষ্ট ভাবেই দেখে ও অনুভব করে––বলা যায় সূক্ষ্ম মূর্ততা ও সূক্ষ্ম সারবত্তা সহ। আবার যে চেতনা নিজেকে অভিব্যক্ত করে গুণ, শক্তি, রূপে সে সম্বন্ধেও ইহা অবহিত। যে সব বিষয়কে আমরা এখন দৃষ্টিগোচর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলি সেগুলিকে আমরা যেমন সরাসরি ও স্পষ্ট দেখি, তেমন বিভিন্ন শক্তি, প্রবণতা, সংবেগকে ও আমাদের কাছে অমূর্ত বিষয়সমূহকে ইহা সরাসরি ও স্পষ্ট অনুভব করতে, জানতে, নিরীক্ষণ করতে, দেখতে সমর্থ। ঠিক সেইভাবেই ইহা বিভিন্ন ব্যক্তি ও সত্তাকে নিরীক্ষণ করে। আরম্ভ-বিন্দু বা প্রথম ইঙ্গিত হিসাবে ইহা কথা, ক্রিয়া ও বাহ্য নিদর্শনকে নিতে পারে কিন্তু ইহা তাদের দ্বারা সীমিত বা তাদের উপর নির্ভরশীল নয়। ইহা অপরের স্বয়ং আত্মা ও চেতনাকে জানতে ও অনুভব ও নিরীক্ষণ করতে সমর্থ, ইহা হয় নিদর্শনের মাধ্যমে সরাসরি তার দিকে অগ্রসর হ'তে পারে আর না হয় তার আরো শক্তিশালী ক্রিয়ায় তাতেই তৎক্ষণাৎ

শুরু করতে পারে, আর বাহ্য প্রকাশের সাক্ষ্যের মাধ্যমে আন্তর সত্তাকে জানতে চাওয়া অপেক্ষা বরং আন্তর সত্তার আলোকে সকল বাহ্য প্রকাশকে বুঝতে সমর্থ। এই রকম সম্পূর্ণভাবেই অতিমানসিক জীব তার নিজের আন্তর সত্তা ও প্রকৃতি জানে। অতিমানসও সমান শক্তিতে কাজ করতে সমর্থ এবং সরাসরি অনুভূতিতে ভৌতিক ব্যবস্থার পিছনে কি আছে তা নিরীক্ষণ করতে সমর্থ; জড়বিশ্ব ছাড়া ইহা অন্যান্য লোকেও বিচরণ করতে সমর্থ। ইহা বিষয়সমূহের আত্মা ও সদ্‌বস্তু যে জানে তা জানে তাদাত্ম্যের দ্বারা, একত্বের অনুভূতির দ্বারা বা একত্বের সংস্পর্শের দ্বারা এবং এই সব জিনিষের উপর নির্ভরশীল বা সে সব থেকে প্রাপ্ত অন্ত-দর্শন, দৃষ্টি, উপলব্ধিজনক ভাবনা ও জ্ঞানের দ্বারা; এবং চিৎ-পুরুষের বিভিন্ন সত্য সম্বন্ধে ইহার ভাবনামূলক প্রতিপাদন এই প্রকার দৃষ্টি ও অনুভূতির এক প্রকাশ।

অতিমানসিক স্মৃতিশক্তি মানসিক স্মৃতিশক্তি থেকে ভিন্ন, ইহা অতীত জ্ঞান ও অনুভূতির সঞ্চয় নয়, বরং জ্ঞানের এক স্থায়ী উপস্থিতি আর এই জ্ঞান প্রয়োজনমতো সম্মুখে আনা যায় অথবা আরো বিশিষ্টভাবে নিজেই উপস্থিত হয়: ইহা মনোযোগ বা সচেতন গ্রহণের উপর নির্ভর-শীল নয়, কারণ অতীতের যে সব জিনিষ বাস্তবিকই জানা যায় নি বা নিরীক্ষণ করা হয় নি সে সবকে সুপ্ত অবস্থা থেকে ডেকে আনা যায় এমন এক ক্রিয়ার দ্বারা যা তবু মূলতঃ স্মৃতি। বিশেষতঃ একটা স্তরে সকল জ্ঞান নিজেকে উপস্থিত করে এক স্মরণ হিসাবে কারণ সকলই অতিমানসের আত্মার মধ্যে সুপ্ত বা স্বগত থাকে। অতিমানসের মধ্যে জ্ঞানের কাছে, ভবিষ্যৎ অতীতের মতোই পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতি হিসাবে নিজেই উপস্থিত হয়। অতিমানসের মধ্যে কল্পনাশক্তি রূপান্তরিত হ'য়ে একদিকে কাজ করে যথার্থ প্রতিরূপ ও প্রতীকের শক্তি হিসাবে——ইহা সর্বদাই সত্তার কোনো মূল্য বা তাৎপর্য্য বা অন্যসত্যের প্রতিরূপ বা নির্দেশক,——আবার অপরদিকে কাজ করে এমন সব সম্ভাবনা ও যোগ্যতার অন্তঃপ্রেরণা বা ব্যাখ্যামূলক দর্শন হিসাবে যেগুলি বাস্তব বা উপলব্ধ বিষয় অপেক্ষা কম সত্য নয়। এইগুলিকে যথাস্থানে স্থাপিত করা হয়——কোনো সমবর্তী বোধিময় বা ব্যাখ্যামূলক বিচারের দ্বারা, অথবা প্রতিরূপ, প্রতীক বা যোগ্যতার দর্শনের মধ্যে স্বগত কোনো বিচারের দ্বারা, আর না হয় এমন কোনো তত্ত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশের দ্বারা যা প্রতিরূপ

বা প্রতীকের পশ্চাতে অবস্থিত অথবা যা ভব্য এবং বাস্তবতা ও তাদের বিভিন্ন সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং হয়ত তাদের খণ্ডন ও অতিক্রম করে বিভিন্ন চরম সত্য ও পরম ধ্রুবতত্ত্ব আরোপ ক'রে।

অতিমানসিক বিচারশক্তি অতিমানসিক নিরীক্ষণ বা স্মৃতিশক্তি থেকে অচ্ছেদ্যভাবে কাজ করে, ইহা তার মধ্যে নিহিত থাকে বিভিন্ন মূল্য, তাৎপর্য, পূর্বগামী তত্ত্ব, পরিণাম সম্বন্ধ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ দৃষ্টি বা বোধ হিসাবে; অথবা ইহা নিরীক্ষণের উপর উপবিষ্ট হয় দীপ্তিময় প্রকাশক ভাবনা বা আভাসন হিসাবে; অথবা ইহা কোনো নিরীক্ষণের উপর নির্ভর না ক'রেই পূর্বেই যেতে পারে এবং তারপর বিষয়টি আহূত ও দৃষ্ট হ'য়ে ভাবনার সত্যকে দৃষ্টিগোচর হিসাবে দৃঢ় করে। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে ইহা নিজের উদ্দেশ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত, নিজেই নিজের প্রমাণ এবং নিজের সত্যের জন্য কোনো সহায় বা সমর্থনের জন্য বাস্তবিকই নির্ভর করে না। অতি-মানসিক যুক্তিশক্তির এক প্রকার তর্কবিধি আছে কিন্তু ইহার কাজ পরীক্ষা বা সমালোচনা করা নয়, সমর্থন ও প্রমাণ করা অথবা প্রমাদ বাহির করা ও বর্জন করা। ইহার কাজ শুধু জ্ঞানের সহিত জ্ঞান যুক্ত করা, বিভিন্ন সামঞ্জস্য, ও ব্যবস্থা ও সম্বন্ধ আবিষ্কার করে কাজে লাগান, অতি-মানসিক জ্ঞানের ক্রিয়া সংগঠন করা। ইহা তা করে তবে কোনো বাঁধা নিয়ম বা অনুমান রচনার দ্বারা নয়, ইহা তা করে সংযোগ ও সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ও অব্যবহিত ভাবে দেখে ও স্থাপন ক'রে। অতিমানসের মধ্যে সকল ভাবনা হ'ল বোধি, চিদাবেশ, বা দিব্য প্রকাশ স্বরূপ এবং জ্ঞানের সকল ন্যূনতা পূরণ করতে হবে এই সব শক্তির আরো ক্রিয়ার দ্বারা; প্রমাদ নিবারিত হয় এক স্বতঃস্ফূর্ত ও দীপ্তিময় বিবেকশক্তির ক্রিয়ার দ্বারা; সকল ক্রিয়া সর্বদাই হয় জ্ঞান থেকে জ্ঞানে। আমাদের অর্থে ইহা যৌক্তিক নয়, ইহা অতিযৌক্তিক,—মানসিক যুক্তিশক্তি যা খঞ্জের মতো অপূর্ণভাবে করতে চায়, ইহা তা করে অপ্রতিহত ভাবে।

অতিমানসিক যুক্তিশক্তির উপরের যে জ্ঞানের স্তরগুলি ইহাকে নেয় ও অতিক্রম করে সেগুলিকে ভালভাবে বর্ণনা করা যায় না, আর সে চেষ্টা করার প্রয়োজনও নেই। এই বলাই যথেষ্ট যে এখানে জ্ঞানের ধারা আলোকে আরো পর্যাপ্ত, প্রখর ও বৃহৎ, আবশ্যিক ও অচিরসিদ্ধ, সক্রিয় জ্ঞানের ক্ষেত্র আরো বিশাল, পদ্ধতি তাদাত্ম্য জ্ঞানের আরো সমীপবর্তী, ইহার যে ভাবনা তা আত্ম-সংবিৎ ও সর্বদৃষ্টির ভাস্বর ধাতুতে আরও

ভরাট, এবং ইহা আরো স্পষ্টতঃই অন্য কোনো অবর আশ্রয় বা সহায়তার অনধীন।

এই কথা স্মরণ রাখা চাই যে এই লক্ষণগুলি বোধিময় মানসিকতার প্রবলতম ক্রিয়াতেও প্রযুক্ত হয় না, সেখানে তাদের শুধু দেখা যায় তাদের প্রথম আভাসে। আবার যতক্ষণ অতিমানসিকতা মানসিক ক্রিয়ার নিম্ন-স্রোত, মিশ্রণ বা পরিবেশ সহ শুধু গঠিত হ'চ্ছে ততক্ষণ ঐগুলি সম্পূর্ণভাবে বা অমিশ্রিতভাবে স্পষ্ট হয় না। শুধু যখন মানসিকতা অতিক্রান্ত হয় এবং মগ্ন হয় নিষ্ক্রিয় নীরবতায় তখনই সম্ভব অতিমানসিক বিজ্ঞানেব পূর্ণ প্রকাশ এবং অপ্রতিহত ও অখণ্ড ক্রিয়া।

২৪ অধ্যায়

অতিমানসিক ইন্দ্রিয়

অতিমানসিক শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে মনের সকল করণের, সকল বৃত্তির অনুরূপ শক্তি আছে, সেখানে তারা উন্নীত ও রূপান্তরিত হয়, তবে সেখানে তাদের অগ্র-পশ্চাতের ক্রম ও প্রয়োজনীয় গুরুত্ব বিপরীত। যেমন অতিমানসিক ভাবনা ও মূল চেতনা আছে, তেমন সেখানে অতিমানসিক ইন্দ্রিয়ও আছে। ইন্দ্রিয় মূলতঃ কতকগুলি শারীরিক অঙ্গের ক্রিয়া নয়, বরং ইহা চেতনার বিষয়সমূহের সহিত চেতনার সংস্পর্শ, "সংজ্ঞান"।

যখন সত্তার চেতনা সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে প্রত্যাহার করা হয়, তখন ইহা জানে শুধু নিজেকে, নিজের আপন সত্তাকে, নিজের আপন চেতনাকে, নিজের আপন অস্তিত্বের আনন্দকে, নিজের সত্তার আপন একাগ্র-করা শক্তিকে, আর এসবকে জানে তাদের আকারে নয়, তাদের স্বরূপে। যখন ইহা এই আত্ম-নিমজ্জনের বাহিরে আসে তখন ইহা জানতে পারে বা ইহা মুক্ত বা বিকশিত করে সত্তার, চেতনার, আনন্দ ও শক্তির বিভিন্ন বৃত্তি ও আকার। তখনও অতিমানসিক লোকে ইহার এক প্রাথমিক সংবিৎ থাকে আর তা চিৎ-পুরুষের আত্ম-সংবিতের, এক ও অনন্তের আত্ম-জ্ঞানের স্বকীয় প্রকৃতির ও সম্পূর্ণ বিশিষ্টতামূলক; ইহা এমন এক জ্ঞান যা তার সকল বিষয়, আকার ও ক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে জানে আর তা জানে নিজের অনন্ত আত্মার মধ্যে তাদের সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে, ঘনিষ্ঠভাবে জানে তাদের আত্মারূপে তাদের মধ্যে তাদের সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে, একান্তভাবে জানে নিজের আপন সত্তার সহিত আত্মায় এক হিসাবে তাদের সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে। ইহার জ্ঞানের অন্য সকল পদ্ধতি এই জ্ঞান থেকে তাদাত্ম্যের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং তারা ইহার বিভিন্ন অংশ বা গতিবৃত্তি, আর নিম্ন পর্যায়ে তারা ইহার উপর নির্ভর করে তাদের সত্য ও আলোকের জন্য, তার স্পর্শ ও আশ্রয় পায় এমন কি তাদের নিজের ক্রিয়ার পৃথক পদ্ধতিতেও এবং ইহাকেই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাদের প্রমাণ ও উৎস হিসাবে উদ্দেশ করে।

যে বৃত্তি তাদাত্ম্যের দ্বারা এই মূল জ্ঞানের নিকটতম তা হ'ল সেই

বিশাল সর্বগ্রাহী চেতনা যা অতিমানসিক শক্তির বিশেষ লক্ষণ এবং যা নিজের মধ্যে সকল সত্য ও ভাবনা ও জ্ঞানের বিষয় গ্রহণ করে এবং সেসবকে তৎক্ষণাৎ দেখে তাদের স্বরূপে, সমগ্রতায় এবং বিভিন্ন অংশে-- "বিজ্ঞান"। ইহার ক্রিয়া হ'ল সমগ্র দর্শন ও ধারণ; ইহা জ্ঞানের আত্মার মধ্যে অবধারণ ও অধিকার; আর ইহা চেতনার বিষয়টিকে আত্মার অংশ হিসাবে অথবা ইহার সহিত এক ব'লে ধরে, আর এই ঐক্য জ্ঞানের ক্রিয়ার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সরাসরি উপলব্ধি করা হয়। অন্য একটি অতি-মানসিক বৃত্তিতে তাদাত্ম্য জ্ঞানকে অপেক্ষাকৃত বেশী পিছনে রাখা হয় এবং বেশী জোর দেওয়া হয় জ্ঞাত বিষয়টির পরাক্‌বৃত্ততার উপর। ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া মনের মধ্যে নেমে হ'য়ে ওঠে আমাদের মানসিক জ্ঞানের, বুদ্ধির বিশেষ প্রকৃতির উৎস, "প্রজ্ঞান"। মনে বুদ্ধির ক্রিয়ার প্রথমেই আছে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ও ভেদ; কিন্তু অতিমানসে ইহার যে ক্রিয়া হয় তা তখনো অনন্ত তাদাত্ম্যের মধ্যে বা অন্ততঃ বিশ্ব একত্বের মধ্যে। শুধু জ্ঞানের আত্মা চেতনার বিষয়কে আদি ও শাশ্বত ঐক্যের আরো অব্যবহিত সামীপ্য থেকে দূরে, তবে সর্বদাই নিজের মধ্যে, রেখে ইহাকে আবার অন্য একভাবে দেখার আনন্দ উপভোগ করে, আর ইহার উদ্দেশ্য হ'ল ইহার সহিত পারস্পরিক ক্রিয়ার নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করা; এই সম্বন্ধগুলি চেতনার বাদ্যের সমস্বরের মধ্যে কতিপয় গৌণ সুর (অতিমানসিক বুদ্ধির এই ক্রিয়া, "প্রজ্ঞান" অতিমানসের এমন এক গৌণ, তৃতীয় ক্রিয়া হ'য়ে দাঁড়ায় যার পূর্ণতার জন্য ভাবনা ও পদের প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক ক্রিয়া তাদাত্ম্য জ্ঞানের অথবা চেতনার মধ্যে সর্বগ্রাহী ধারণের প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় ইহা স্বয়ংপূর্ণ এবং ব্যাকৃতির এই সব উপায়ের প্রয়োজন থাকে না। অতিমানসিক বুদ্ধির স্বরূপ হ'ল সত্য-দর্শন, সত্য-শ্রবণ ও সত্য-স্মৃতি, আর যদিও এক প্রকারে ইহা স্বয়ং পর্যাপ্ত হ'তে সমর্থ, তবু ইহা অনুভব করে যে ভাবনা ও পদের দ্বারা-- যে ভাবনা ও পদ তাকে প্রকাশের রূপ দেয়--ইহা আরো সমৃদ্ধভাবে পূর্ণ হয়।

সর্বশেষ, অতিমানসিক চেতনার এক চতুর্থ ক্রিয়ায় অতিমানসিক জ্ঞানের নানাবিধ সম্ভাবনার শেষ হয়। ইহা জ্ঞেয় বিষয়টির পরাক্‌বৃত্ততা আরো বেশী স্পষ্ট করে, ইহাকে অনুভবকারী চেতনার কেন্দ্র থেকে দূরে রাখে, এবং আবার ইহাকে নিকটে আনে মিলনাত্মক সংযোগের দ্বারা আর

এই যে সংযোগ সাধিত হয় তা হয় সরাসরি সামীপ্যে, স্পর্শে, মিলনে বা আরো কম নিবিড়ভাবে—–ইতিপূর্বে কথিত সেতুর উপর দিয়ে বা সংযোগকারী চেতনার স্রোতের মধ্য দিয়ে। এই যে অস্তিত্বের, বিভিন্ন উপস্থিতির, বিষয়ের, রূপের, শক্তির, ক্রিয়ার সংযোগ, যে সংযোগ অবশ্য হয় অতিমানসিক সত্তা ও শক্তির উপাদানের মধ্যে, কিন্তু জড়ের বিভাজনের ও স্থূল করণের মধ্য দিয়ে নয়, তাহাই সৃষ্টি করে অতিমানসিক ইন্দ্রিয়, "সংজ্ঞান"।

যে মানসিকতা প্রসারিত অভিজ্ঞতার দ্বারা অতিমানসিক ইন্দ্রিয়ের সহিত এখনো পরিচিত নয় তাকে ইহার স্বরূপ বোঝান কিছু কষ্টকর, কারণ ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের যে ভাবনা তা নিয়ন্ত্রিত হয় স্থূল মনের সীমাকারী অভিজ্ঞতার দ্বারা আর আমরা মনে করি যে ইহার মধ্যে মূল জিনিস হ'ল দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদনের শারীরিক ইন্দ্রিয়স্থানের উপর বাহ্য বস্তু যে ছাপ দেয় তা-ই আর আমাদের চেতনার বর্তমান কেন্দ্রীয় অঙ্গ যে মন তার কাজ হ'ল এই শারীরিক ছাপ ও ইহার স্নায়বিক রূপান্তর লওয়া আর এই ভাবে বিষয়টি সম্বন্ধে বুদ্ধিগতভাবে সচেতন হওয়া। অতিমানস সংজ্ঞান বুঝতে হ'লে প্রথম এই উপলব্ধি করা দরকার যে মনই একমাত্র যথার্থ ইন্দ্রিয়, আর তা এমন কি শারীরিক ক্রিয়াধারাতেও ঃ স্থূল ছাপগুলির উপর ইহার যে নির্ভরতা তা হ'ল জড়ীয় বিবর্তনের অবস্থার ফল, ইহা কোনো মূল ও অপরিহার্য বিষয় নয়। মন এমন দৃষ্টিশক্তি পেতে সক্ষম যা স্থূল চক্ষুর অনধীন, এমন শ্রবণশক্তি পেতে সক্ষম যা স্থূল কর্ণের অনধীন, আর অন্য সব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার বেলাতেও তাই। তাছাড়া, শারীরিক অঙ্গ আনে না বা আভাস দেয় না এমন সব বিষয়ের বোধ পেতেও মন সমর্থ যদিও আমরা ভাবি ইহা তখন কাজ করে মানসিক ছাপ হিসাবে; ইহা এমন সব বিভিন্ন সম্বন্ধ, ঘটনা, এমন কি বিভিন্ন আকার ও শক্তির ক্রিয়ার নিকট উন্মুক্ত হয় যে সবে স্থূল অঙ্গগুলি কোনো সাক্ষ্য দিতে অপারক। তখন এই সব বিরল শক্তির কথা জেনে আমরা বলি যে মন এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়; কিন্তু বস্তুতঃ ইহাই একমাত্র প্রকৃত ইন্দ্রিয় অঙ্গ আর অন্যগুলি ইহার বাহ্য সুবিধাজনক করণ ও গৌণ সাধন ব্যতীত আর কিছু নয় যদিও ইহাদের উপর তার নির্ভরতার কারণে ইহারা হ'য়ে উঠেছে তার সীমাকারক, এবং তার অতিমাত্রায় অত্যাবশ্যক ও একমাত্র বাহন। আমাদের একথাও উপলব্ধি করা

দরকার---আর এই বিষয়ে আমাদের সাধারণ ভাবনার পক্ষে ইহা স্বীকার করা আরো কষ্টকর---যে মন নিজেই ইন্দ্রিয়ের একমাত্র বিশিষ্ট করণ কিন্তু মনকে ব্যবহার করে যে বিষয়টি তা স্বরূপে বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়, সংজ্ঞান মনের পশ্চাতে ও উজানে অবস্থিত; ইহা আত্মার এক গতিবৃত্তি, ইহার চেতনার অনন্ত শক্তির এক সরাসরি ও আদি ক্রিয়া। ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধ ক্রিয়া হ'ল আধ্যাত্মিক ক্রিয়া এবং বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় স্বরূপে চিৎ-পুরুষের এক শক্তি।

আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় সকল রকমের সকল বস্তুকেই---জড় বস্তু এবং আমাদের কাছে জড় নয় এমন বস্তু, রূপময় ও নীরূপ---সবকেই তার নিজের বিশিষ্ট পদ্ধতিতে জানতে সমর্থ; এই পদ্ধতি অতিমানসিক ভাবনার বা বুদ্ধির বা অতিমানসিক অবধারণের বিজ্ঞানের অথবা তাদাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞানের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। জানার কারণ এই যে সকলই সত্তার আধ্যাত্মিক ধাতু, চেতনা ও শক্তির ধাতু, আনন্দের ধাতু; আর আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়, সংজ্ঞান হ'ল চিন্ময় সত্তার আপন আত্মার প্রসারিত ধাতুর এবং ইহার মধ্যে যে সব অনন্ত বা বিশ্বজনীন ধাতু সে সবের স্পর্শমূলক সারভূত সংবিৎ। শুধু যে সচেতন তাদাত্ম্যের দ্বারা, আত্মার, বিভিন্ন তত্ত্ব ও বিভাবের, শক্তি, ক্রীড়া, ও ক্রিয়ার আধ্যাত্মিক অবধারণের দ্বারা, সরাসরি আধ্যাত্মিক, অতিমানসিক ও বোধিময় ভাবনাজ্ঞানের দ্বারা, হৃদয়ের আধ্যাত্মিকভাবে ও অতিমানসিকভাবে দীপ্ত বেদনা, প্রেম, আনন্দের দ্বারা আমাদের পক্ষে চিৎ-পুরুষকে, আত্মাকে, ভগবানকে, অনন্তকে জানা সম্ভব তা নয়, তাছাড়া আক্ষরিক অর্থে চিৎপুরুষ, আত্মা, ভগবান, অনন্ত সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়বোধও---ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়-সংবিৎ---পাওয়া সম্ভব। উপনিষদে বর্ণিত যে অবস্থায় সাধক ব্রহ্মকে ও শুধু ব্রহ্মকেই দেখে, শোনে, অনুভব করে, স্পর্শ করে, সকল প্রকারে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানে---কারণ চেতনার কাছে সকল বিষয়ই শুধু তা-ই হ'য়ে উঠেছে, ইহাদের আর অন্য কোনো পৃথক বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, সে অবস্থা শুধু কথার অলঙ্কার নয়, বরং বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের মূল ক্রিয়ার, শুদ্ধ সংজ্ঞানের আধ্যাত্মিক উদ্দিষ্টের যথাযথ বর্ণনা। আর এই আদি ক্রিয়ায়---যা আমাদের অনুভূতির কাছে ইন্দ্রিয়ের এক রূপান্তরিত মহিমান্বিত অনন্তভাবে আনন্দপূর্ণ ক্রিয়া, আমার এক সরাসরি চেষ্টা যাতে ইহা বাহিরে, ভিতরে, চারিদিকে, সর্বত্র তার বিশ্ব-সত্তার মধ্যে সব কিছুকে আলিঙ্গন ও স্পর্শ করতে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে

পারে——আমরা অনন্তকে ও ইহার মধ্যে সব কিছুকে জানতে পারি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আনন্দপূর্ণভাবে এবং সকল সত্তার সহিত আমাদের সত্তার ঘনিষ্ঠ সংযোগের দ্বারা বিশ্বের মধ্যে সকল কিছুর কথা অবগত থাকি।

অতিমানসিক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের এই আসল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা এই শুদ্ধ, আধ্যাত্মিক, অনন্ত, অনপেক্ষ সংজ্ঞানের সংগঠন। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অতিমানস কাজ ক'রে অনুভব করে যে সকল কিছু ভগবান, ভগবানের মধ্যে, সকল কিছুই অনন্তের ব্যক্ত স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, সৌরভ, সবই ইহার অনুভূত, দৃষ্ট,, সরাসরি উপলব্ধ ধাতু ও সামর্থ্য ও শক্তি ও গতি, লীলা, অনুপ্রবেশ, স্পন্দন, রূপ, সামীপ্য, চাপ, ধাতুগত আদানপ্রদান। ইহার ইন্দ্রিয়ের কাছে কোনো কিছুই অনধীন থাকে না, বরং সকল কিছুকেই অনুভব করা হয় এক সত্তা ও গতি হিসাবে আর প্রত্যেক বিষয়ই বাকী সব থেকে অবিভাজ্য এবং প্রত্যেকের মধ্যে আছে সমগ্র অনন্ত, সমগ্র ভগবান। অতিমানসিক ইন্দ্রিয় সরাসরি অনুভব ও উপলব্ধি পায়——শুধু যে বিভিন্ন রূপের তা নয়, বিভিন্ন শক্তির, বিষয়সমূহের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি ও গুণের, আর এক দিব্য ধাতু ও উপস্থিতির যা তাদের ভিতরে ও চারিদিকে বর্তমান এবং যার মধ্যে তারা তাদের গূঢ় সূক্ষ্ম আত্মা ও সব উপাদানে নিজেদের উন্মুক্ত ও প্রসারিত করে আর এই ভাবে নিজেদের বিস্তৃত করে অসীমের মাঝে একত্বে। অতিমানসিক ইন্দ্রিয়ের কাছে কিছুই বাস্তবিকই সান্ত নয়: ইহার প্রতিষ্ঠা হ'ল এই অনুভূতিতে যে প্রত্যেকের মধ্যে সব ও সবের মধ্যে প্রত্যেকে বিদ্যমান। যদিও ইহার ইন্দ্রিয়গত সীমাকরণ মানসিক সীমাকরণ অপেক্ষা আরো সঠিক ও সম্পূর্ণ তবু ইহা সংকীর্ণতার কোনো প্রাচীর তৈরী করে না; ইহা এক সাগরিক ও আকাশীয় ইন্দ্রিয় যার মধ্যে সকল বিশেষ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ এক তরঙ্গ বা গতি বা শীকর বা বিন্দু যা অথচ সমগ্র সাগরের এক ঘনীভূত আকার ও সাগর থেকে অচ্ছেদ্য। ইহার ক্রিয়া সত্তা ও চেতনার বিস্তার ও স্পন্দনের ফল, আর এই বিস্তার ও স্পন্দন হয় আলোকের আকাশাতীত আকাশে, শক্তির আকাশে, আনন্দের অর্থাৎ উপনিষদের আনন্দ আকাশে যা আত্মার বিশ্ব-অভিব্যক্তির গর্ভ ও আধার——যদিও দেহ ও মনে তা অনুভূত হয় শুধু সীমিত বিস্তারে ও স্পন্দনে——এবং যা ইহার সত্যকার অনুভূতির মাধ্যম। নিম্নতম শক্তিতেও এই ইন্দ্রিয় এমন এক প্রকাশক আলোকে দীপ্তিময় যা তার মধ্যে বহন

করে ইহার অনুভূত বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব এবং সেজন্য ইহা অতিমানসিক জ্ঞানের বাকী সবের অর্থাৎ অতিমানসিক ভাবনার, অতিমানসিক বুদ্ধি ও অবধারণের, সচেতন তাদাত্ম্যের আরম্ভ বিন্দু ও ভিত্তি হ'তে সমর্থ; আর ইহার সর্বোচ্চ ভূমিতে বা ক্রিয়ার পূর্ণতম প্রখরতায় ইহা এই সব বিষয়ের মধ্যে উন্মুক্ত হয় এবং তাদের ধারণ ও তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে। ইহা এমন এক দীপ্তিময় শক্তিতে শক্তিমান যার মধ্যে আছে আত্ম-উপলব্ধির শক্তি এবং প্রখর বা অনন্ত কার্যকারতিা; আর সেজন্য ইহা আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক সংকল্প ও জ্ঞানের সৃজনশীল বা সার্থককারী ক্রিয়ার জন্য প্রবেগের আরম্ভ বিন্দু হ'তে পারে। ইহা এমন এক শক্তিমান ও দীপ্তিময় আনন্দের উল্লাসে ভরা যা ইহাকে, সকল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সংবিৎকে ক'রে তোলে দিব্য ও অনন্ত আনন্দের চাবিকাঠি বা পাত্র।

অতিমানসিক ইন্দ্রিয় তার আপন শক্তিতে কাজ করতে সমর্থ এবং দেহ ও স্থূলপ্রাণ ও বহির্মনের অনধীন এবং ইহা আন্তর মন ও ইহার বিভিন্ন অনুভূতিরও উর্ধ্বে। ইহা সর্ববিষয় জানতে সমর্থ তা তারা যে কোনো জগতের, যে কোনো লোকের, বিশ্বচেতনার যে কোনো গঠনের অন্তর্ভুক্ত হ'ক না কেন। এমনকি সমাধির তন্ময় অবস্থাতেও ইহা জাগতিক বিশ্বের বিষয়সমূহ জানতে সমর্থ, স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছে তারা যেমন বা যেমন মনে হয় সেইভাবেই ইহা জানতে সমর্থ যেমন ইহা জানে অনুভূতির অন্যান্য অবস্থাকে অর্থাৎ বিষয়সমূহের শুদ্ধ প্রাণিক, মানসিক, চৈত্যিক, অতিমানসিক রূপকে। স্থূলচেতনার জাগ্রত অবস্থাতে ইহা আমাদের কাছে এমন সব বিষয় উপস্থিত করতে পারে যা সীমিত গ্রহণশীলতা থেকে প্রচ্ছন্ন থাকে অথবা শারীরিক সব অঙ্গের ক্ষেত্রের অতীত, দূরবর্তী রূপাবলী, দৃশ্যাবলী, ও ঘটনাপুঞ্জ, এমন সব বিষয় যেগুলি ভৌতিক অস্তিত্ব থেকে চলে গিয়েছে অথবা এখনো ভৌতিক অস্তিত্বে আসেনি, প্রাণিক, চৈত্যিক, মানসিক, অতিমানসিক, আধ্যাত্মিক জগৎসমূহের বিভিন্ন দৃশ্য, রূপ, ঘটনা, প্রতীক, আর এই সব উপস্থিত করে যেমন তাদের বাহ্যরূপে তেমন তাদের আসল বা তাৎপর্যপূর্ণ সত্যে। ইহা ইন্দ্রিয়চেতনার অন্যান্য অবস্থা-গুলিকে এবং তাদের উপযুক্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গগুলিকেও ব্যবহার করতে পারে, এবং তা পারে যা তাদের নেই তা তাদের দিয়ে, তাদের ভুল ঠিক ক'রে ও ন্যূনতা পূরণ ক'রে: কারণ অন্যগুলির উৎস ইহা এবং তারা শুধু এই পরতর ইন্দ্রিয়ের, এই প্রকৃত ও অসীম সংজ্ঞানের অবর উৎপন্ন

বিষয়।

মন থেকে অতিমানসের চেতনার স্তরের উন্নয়ন এবং তার পরিণাম স্বরূপ মনোময় পুরুষের অবস্থা থেকে সত্তার রূপান্তর—এই কাজ সম্পূর্ণ হ'তে হ'লে ইহার সহিত আসা চাই প্রকৃতির সকল অংশের ও সকল ক্রিয়ার রূপান্তর। সমগ্র মন শুধু যে অতিমানসিক ক্রিয়াবলীর এক নিষ্ক্রিয় প্রবাহপ্রণালীতে ও প্রাণ ও দেহের মধ্যে তাদের অধঃপ্রবাহের এবং তাদের বহিঃপ্রবাহের অর্থাৎ বহির্জগৎ, জাগতিক অস্তিত্বের সহিত যোগাযোগের নিষ্ক্রিয় প্রবাহপ্রণালীতে পরিণত হয় তা নয়—ইহা শুধু এই পরিণাম ধারার প্রাথমিক পর্যায়—ইহা আবার তার সকল করণসহ নিজেই অতিমানসিকভাবাপন্ন হয়। সেজন্য স্থূল ইন্দ্রিয়েও এক পরিবর্তন, এক গভীর রূপান্তর আসে শারীরিক দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ইত্যাদির অতিমানসিকভাবাপন্নতা সাধিত হয় এবং তার ফলে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি সৃষ্ট হয় বা আমাদের কাছে প্রকট হয় আর এই দৃষ্টি শুধু যে জীবন ও ইহার অর্থ সম্বন্ধে তা নয়, এমন কি জড় জগৎ ও ইহার সকল রূপ ও দিক সম্বন্ধেও এই দৃষ্টি পাওয়া যায়। অতিমানস শারীরিক অঙ্গগুলিকে ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রিয়ার পদ্ধতি দৃঢ় করে কিন্তু ইহা সেই সব আন্তর ও গভীরতর ইন্দ্রিয়গুলিও তাদের পশ্চাতে বিকশিত করে যেগুলি শারীরিক অঙ্গসমূহ থেকে প্রচ্ছন্ন তত্ত্বসমূহ দেখে; এবং তাছাড়া যে নতুন দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি সৃষ্ট হয়েছে সেগুলিকে নিজের ছাঁচে ও ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রণালীতে ফেলে তাদের রূপান্তরিত করে। এই পরিবর্তন এমন যা বিষয়টির ভৌতিক সত্য থেকে কিছু বাদ দেয় না বরং তাতে যোগ দেয় ইহার অতি-ভৌতিক সত্য এবং ভৌতিক সংকীর্ণতা দূর ক'রে অনুভূতির জাগতিক প্রণালীর মধ্যে মিথ্যার যে উপাদান থাকে তা অপনয়ন করে।

স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতিমানসীকরণের সহিত এমন এক ফল আসে যা এই ক্ষেত্রে ভাবনা ও চেতনার রূপান্তরে আমরা যে ফল ভোগ করি তার অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ, যখনই দৃষ্টিশক্তি অতিমানসিক দর্শনের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তখনই চোখ সব বিষয় ও আমাদের চারিদিককার জগৎ সম্বন্ধে এক নতুন ও রূপান্তরিত দর্শন পায়। ইহার দৃষ্টি এমন এক অসাধারণ সমগ্রতা ও অব্যবহিত ও সর্বগ্রাহী যথার্থতা লাভ করে যার মধ্যে সমগ্র ও প্রতি ক্ষুদ্র অংশ তখনই সেই সম্পূর্ণ সুষমা ও স্পষ্টতায়

প্রকট হয় যা প্রকৃতি বিষয়টির মধ্যে ও সারবান সত্তার বিজয়ে সাধিত রূপের মধ্যে তার ভাবনার উপলব্ধিতে অভিপ্রায় করে। এ যেন অস্পষ্ট বা তুচ্ছ না-দেখা সাধারণ দর্শনের স্থানে কবি ও শিল্পীর দৃষ্টি যা বরং অসামান্যভাবে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও মহিমময়—যেন আমরা পাই পরম দিব্য কবি ও শিল্পীর দৃষ্টি আর আমাদের দেওয়া হ'য়েছে বিশ্বের ও বিশ্বের মধ্যে প্রতি বিষয় সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনায় তাঁর সত্য ও অভিপ্রায়ের পূর্ণ দর্শন। এমন এক অসীম তীব্রতা আসে যা সকল দেখা বিষয়কে করে তোলে গুণ ও ভাবনা ও রূপ ও রঙের মহিমার প্রকাশ। তখন মনে হয় যে স্থূল চক্ষুর সাথে এমন এক চিৎ-পুরুষ ও চেতনা থাকে যা বিষয়টির শুধু ভৌতিক দিক দেখে না, যা আরো দেখে ইহার মধ্যকার গুণের অন্তঃ-পুরুষ, শক্তির স্পন্দন, ইহার উপাদানস্বরূপ আলোক, ও শক্তি ও আধ্যাত্মিক ধাতু। এইভাবে স্থূল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দর্শনের ভিতরে ও পশ্চাতে চেতনার সমগ্র ইন্দ্রিয়ে আসে দেখা বিষয়ের অন্তঃপুরুষের প্রকাশ ও যে বিরাট পুরুষ তার আপন চিন্ময় সত্তার এই পরাক্‌বৃত্তরূপে নিজেকে ব্যক্ত করছে তার প্রকাশ।

এই সাথে এমন এক সূক্ষ্ম পরিবর্তন আসে যা দৃষ্টিশক্তিকে একপ্রকার চতুর্থ আয়তনে দেখতে সমর্থ করে আর এই আয়তনের বিশেষ লক্ষণ হ'ল এক প্রকার অন্তর্মুখিতা, শুধু উপরিভাগ ও বাহ্য রূপ দেখা নয়, কিন্তু সে জিনিষটিরও দেখা যা ইহার ভিতরে অনুস্যূত এবং ইহার চারি-দিকে সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃত থাকে। এই দৃষ্টিশক্তির কাছে জড়বস্তু আমরা ইহাকে এখন যা দেখি তা থেকে ভিন্ন বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, ইহা প্রকৃতির অবশিষ্টাংশের পটভূমিকায় বা পরিবেশের মধ্যে কোনো পৃথক বস্তু নয়, বরং এক অবিভাজ্য অংশ, আর এমনকি, আমরা যা সব দেখি এক সূক্ষ্মভাবে তার ঐক্যের এক প্রকাশ। আর কেবল সূক্ষ্মতর চেতনায় নয়, শুধু ইন্দ্রিয়ের কাছেও, আর দীপ্ত স্থূল দৃষ্টিতেও এই আমাদের দেখা ঐক্য হ'য়ে ওঠে সনাতনের তাদাত্ম্য, ব্রহ্মের ঐক্য। কারণ অতি-মানসিকভাবাপন্ন দেখার কাছে জড় জগৎ ও দেশ ও জড়বস্তুসমূহ আর সে রকম জড় থাকে না যেরকমভাবে আমরা তাদের এখন আমাদের সীমিত শারীরিক সব অঙ্গের ও তাদের মধ্য দিয়ে শারীরিক চেতনার একমাত্র সাক্ষ্যের জোরে আমাদের স্থূল অনুভব ব'লে গ্রহণ করি এবং জড় সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা ব'লে বুঝি। ইহাকে এবং সেসবকে মনে

হয় ও দেখা যায় স্বয়ং চিৎ-পুরুষ ব'লে তার নিজেরই এক আকারে ও চিন্ময় বিস্তারে। সমগ্র এক ঐক্য; এই একত্ব বস্তুসমূহের ও সূক্ষ্ম অংশের বাহুল্যে ক্ষুণ্ণ হয় না; এই ঐক্যকে রাখা হয় চেতনার মধ্যে ও চেতনার দ্বারা আর তা থাকে আধ্যাত্মিক দেশে, এবং সেখানে সকল ধাতু চিন্ময় ধাতু। এই পরিবর্তনের ও দৃষ্টিভঙ্গীর সমগ্রতা আসে যখন আমাদের বর্তমান স্থূল ইন্দ্রিয়ের সংকীর্ণতা অতিক্রম করা হয় কারণ সূক্ষ্ম বা চৈত্যিক চক্ষুর শক্তি সঞ্চারিত হ'য়েছে স্থূল চক্ষুর মধ্যে আবার দৃষ্টির এই চৈত্য-ভৌতিক শক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়েছে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়, অতিমানসিক সংজ্ঞান।

অন্য ইন্দ্রিয়গুলিরও এই রকম রূপান্তর আসে। যা কিছু কর্ণ শোনে তা ইহার শব্দরূপী দেহের ও শব্দতাৎপর্যের সমগ্রতা ও ইহার স্পন্দনের সকল সুর প্রকট করে এবং তাছাড়া একমাত্র ও সম্পূর্ণ শ্রবণের কাছে প্রকট করে শব্দের গুণ, ছন্দোময় শক্তি, অন্তঃপুরুষ এবং অখণ্ড বিরাট পুরুষের প্রকাশ। সেই একই অন্তর্মুখিতা থাকে,---ইন্দ্রিয় যায় শব্দের গভীরতার মধ্যে এবং সেখানে দেখে যা ইহাকে অনুস্যূত করে এবং যা সকল শব্দের সুষমার সহিত এবং সেই পরিমাণে সকল নীরবতার সুষমার সহিত ঐক্যে ইহাকে বিস্তৃত করে যাতে কর্ণ সর্বদাই শুনতে থাকে অনন্তকে তার শ্রুত প্রকাশে ও তার নীরবতার স্বরে। অতিমানসিকভাবাপন্ন কর্ণের কাছে সকল শব্দ হ'য়ে ওঠে ভগবানের স্বর---যে ভগবান স্বয়ং জন্ম নিয়েছেন শব্দের মধ্যে আর হ'য়ে ওঠে বিশ্বএকতানতার সাম্যের ছন্দ। আর সেই একই সম্পূর্ণতা, স্পষ্টতা, তীব্রতা, শ্রুত বিষয়ের আত্মার প্রকাশ এবং শ্রবণে আত্মার আধ্যাত্মিক তৃপ্তি---এসবও আছে। অতিমানসিক-ভাবাপন্ন স্পর্শও ভগবানের স্পর্শের সংযোগে আসে বা তাঁর স্পর্শ পায় এবং সংযোগের মধ্যে চিন্ময় আত্মার মাধ্যমে সকল জিনিসকে জানে ভগবান ব'লে: এবং আরো থাকে সেই একই সমগ্রতা, তীব্রতা, অনুভব-কারী চেতনার কাছে স্পর্শের মধ্যে ও পশ্চাতে যা সব আছে তার প্রকাশ। অন্য ইন্দ্রিয়গুলিরও অনুরূপ রূপান্তর আসে।

সেই সাথে সকল ইন্দ্রিয়েরই বিভিন্ন নতুন শক্তির বিকাশ হয়---আর হয় ক্ষেত্রের বিস্তৃতি, শারীরিক চেতনার প্রসার, আর এসবের সামর্থ্য এত বেশী হয় যে তা স্বপ্নের অগোচর। তাছাড়া অতিমানসিক রূপান্তর শারীরিক চেতনাকে দেহের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর বিস্তৃত করে এবং

দূরবর্তী জিনিসের স্থূল সংযোগ সম্পূর্ণ নিরেটভাবে পেতে সমর্থ করে। আর শারীরিক অঙ্গগুলি সমর্থ হয় চৈত্য ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির প্রণালী হিসাবে কাজ করতে যাতে আমরা স্থূল জাগ্রত চক্ষু দিয়ে সেই সব জিনিস দেখতে পাই যা শুধু সাধারণতঃ প্রকট হয় অস্বাভাবিক অবস্থায় এবং চৈত্যিক দৃষ্টি, শ্রবণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কাছে। যা দেখে ও ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে তা আভ্যন্তরীণ অন্তঃপুরুষ, কিন্তু দেহ ও ইহার বিভিন্ন শক্তি নিজেরাই আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হ'য়ে সরাসরি অনুভূতির অংশীদার হয়। সমগ্র জড় ইন্দ্রিয়সংবিৎ অতিমানসিকভাবাপন্ন হয় এবং বিভিন্ন শক্তি ও গতি সম্বন্ধে এবং বিষয় ও সত্তাগুলির ভৌতিক, প্রাণিক, ভাবগত, মানসিক স্পন্দন সম্বন্ধে অবগত হয় আর তা হয় সরাসরি এবং তাতে স্থূলরূপে ভাগ নিয়ে এবং সর্বশেষে সূক্ষ্মতর করণব্যবস্থার সহিত ঐক্যে এবং ইহা তাদের সম্বন্ধে অনুভব করে—শুধু আধ্যাত্মিকভাবে বা মানসিক-ভাবে যে তা নয়, শারীরিকভাবেও, যে তারা আত্মার মধ্যে অবস্থিত ও এই সকল বহু দেহের মধ্যে তারা একই আত্মার বিভিন্ন গতি। দেহ ও ইহার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আমাদের চারিদিকে যে প্রাচীর নির্মাণ ক'রেছে তা লোপ পায়—এমনকি দেহ ও সব ইন্দ্রিয় থাকতেই—আর তার স্থানে আসে শাশ্বত একত্বের স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ। সকল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ ভরে যায় দিব্য আলোয়, অনুভূতির দিব্য শক্তি ও তীব্রতায়, দিব্য হর্ষে, ব্রহ্মের আনন্দে। আর এমন কি যা এখন আমাদের কাছে বেসুরো ও ইন্দ্রিয়ের নিকট কর্কশ তা-ও স্থান পায় বিশ্বগতির বিশ্বসাম্যের মধ্যে, প্রকট করে তার রস, অর্থ, পরিকল্পনা, এবং দিব্যচেতনার, ও ইহার বিধান ও ধর্মের বিকাশের মধ্যে ইহার অভিপ্রায়ে আনন্দের দ্বারা, সমগ্র আত্মার সহিত ইহার সামঞ্জস্যের দ্বারা, ভাগবতসত্তার অভিব্যক্তির মধ্যে ইহার স্থানের দ্বারা তা-ও অন্তঃপুরুষের অনুভূতির কাছে সুন্দর ও সুখী হ'য়ে ওঠে। সকল ইন্দ্রিয়সংবিৎই হ'য়ে ওঠে (দিব্য) আনন্দ।

আমাদের মধ্যে দেহস্থিত মন সাধারণতঃ জানে শুধু শারীরিক অঙ্গ-গুলির মাধ্যমে এবং তা শুধু তাদের বিষয় সম্বন্ধে ও প্রত্যক্বৃত্ত সব অনুভূতি সম্বন্ধে যেগুলি মনে হয় শুরু করে শারীরিক অনুভূতি থেকে আর তাদের আলাদাভাবে নিলে, যতই দূরবর্তী হ'ক, তাদের ভিত্তি ও গঠনের ছাঁচ ব'লে। বাকীসব, যা সব স্থূল তথ্যের সহিত সঙ্গত নয় বা ইহাদের অংশ নয় বা তাদের দ্বারা যাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়নি মনের কাছে

সেসব যেন বাস্তব অপেক্ষা কল্পনা এবং শুধু অস্বাভাবিক অবস্থাতেই ইহা উন্মুক্ত হয় অপর সব প্রকারের সচেতন অনুভূতিতে। কিন্তু বস্তুতঃ পশ্চাতে বিশাল সব ক্ষেত্র আছে যাদের সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি যদি আমরা আমাদের আন্তর সত্তার দুয়ার উন্মুক্ত করি। এই সব ক্ষেত্রগুলি ইতিপূর্বেই সক্রিয় রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে অধিচেতন আত্মার নিকট তারা জানা আর এমন কি আমাদের উপরিস্থ চেতনার অনেক কিছু জিনিসই তাদের থেকে সরাসরিভাবে প্রক্ষিপ্ত হয় আর আমাদের অজ্ঞাতেই সেস্‌ব জিনিস বিষয় সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্-বৃত্ত অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। প্রাণিকভাবাপন্ন শারীর চেতনার বাহ্য ক্রিয়ার পশ্চাতে ও অধি-চেতনভাবে ও ইহা থেকে ভিন্ন স্বতন্ত্র প্রাণিক অনুভূতির এক ক্ষেত্র বিদ্য-মান। আর যখন এই ক্ষেত্র নিজেকে উন্মুক্ত করে বা কোনো ভাবে সক্রিয় হয়, তখন জাগ্রত মনের কাছে ব্যক্ত হয় এক প্রাণিক চেতনার ঘটনাবলী, এক প্রাণিক বোধি, এক প্রাণিক ইন্দ্রিয় যা দেহ ও ইহার করণের অধীন নয় যদিও ইহা সে সবকে ব্যবহার করতে পারে গৌণ মাধ্যমে বা লিপিকার হিসাবে। এই ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করা সম্ভব আর যখন আমরা তা করি আমরা দেখি যে ইহার কার্য আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যষ্টি-ভাবাপন্ন সচেতন প্রাণশক্তির কার্য যার সহিত বিশ্বপ্রাণশক্তির ও বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা ও ব্যক্তির মধ্যে ইহার কার্যাবলীর সংযোগ আছে। সকল বিষয়ের মধ্যে প্রাণ চেতনার কথা মন জানতে পারে, আমাদের প্রাণ-চেতনার মধ্য দিয়ে ইহা এমন অব্যবহিত সরাসরি ভাবে সাড়া দেয় যে ইহা দেহ ও ইহার অঙ্গগুলির মাধ্যমে যোগাযোগের দ্বারা সীমিত হয় না; তাড়া মন ইহার বোধিগুলি লিপিবদ্ধ করে, আর অস্তিত্বকে অনুভব ক'রতে সমর্থ হয় বিশ্বপ্রাণের রূপান্তর হিসাবে। যে ক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রাণিক চেতনা ও প্রাণিক ইন্দ্রিয় মুখ্যতঃ অবগত তা রূপের ক্ষেত্র নয় বরং সরাসরিভাবে বিভিন্ন শক্তির ক্ষেত্রঃ ইহার জগৎ বিভিন্ন শক্তির ক্রীড়ার জগৎ, এবং রূপ ও ঘটনা সম্বন্ধে যে ইন্দ্রিয় বোধ হয় তা হয় শুধু গৌণতঃ বিভিন্ন শক্তির পরিণাম ও মূর্ততা হিসাবে। স্থূল ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে কর্মরত মন পারে শুধু এই ধরণের এক দৃষ্টি ও জ্ঞান নির্মাণ করতে বুদ্ধির মধ্যে ভাবনা হিসাবে কিন্তু ইহা শক্তিসমূহের ভৌতিক রূপান্তরের উজানে যেতে অক্ষম, আর সুতরাং প্রাণের আসল স্বভাব সম্বন্ধে ইহার কোনো সত্যকার বা সরাসরি অনুভূতি নেই, প্রাণশক্তি ও প্রাণ-চিৎ-পুরুষ সম্বন্ধে কোনো

বাস্তব উপলব্ধি নেই। অন্তরে এই অন্য স্তর বা গভীর প্রদেশ উন্মুক্ত করেই এবং প্রাণিক চেতনা ও প্রাণিক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করেই মন পেতে পারে সত্যকার ও সরাসরি অনুভূতি। তবু তখনো, যতদিন ইহা মানসিক স্তরে থাকে ততদিন অনুভূতি সীমিত থাকে প্রাণিক সব সংজ্ঞা ও তাদের মানসিক রূপান্তরের দ্বারা এবং এই বর্ধিত ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের মধ্যেও অস্পষ্টতা থাকে। অতিমানসিক রূপান্তর প্রাণকে অতিপ্রাণিক-ভাবাপন্ন করে, ইহাকে প্রকাশ করে চিৎ-পুরুষের প্রবৃত্তি হিসাবে এবং প্রাণ-শক্তি ও প্রাণ-চিৎ-পুরুষের পিছনে ও ভিতরে অবস্থিত সমগ্র আধ্যাত্মিক সদ্-বস্তুকে ও ইহার সকল আধ্যাত্মিক ও মানসিক ও শুদ্ধ প্রাণিক সত্য ও তাৎপর্যকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ক'রে প্রকৃত প্রকাশ করে।

অতিমানস শারীরিক সত্তার মধ্যে অবতরণ করার সময় আমাদের অধিকাংশের মধ্যে অবগুণ্ঠিত বা তমসাচ্ছন্ন চেতনাকে জাগ্রত করে যদিনা তা আগেই পূর্বের যৌগিক সাধনার দ্বারা জাগ্রত হ'য়ে থাকে আর এই চেতনা সেখানে প্রাণকোষ ধারণ ও গঠন করে। যখন ইহা জাগ্রত হয়, তখন আর আমরা শুধু স্থূল দেহের মধ্যে বাস করি না, আমরা আরো বাস করি এক প্রাণিক দেহের মধ্যে যা স্থূল শরীরের ভিতরে যায় ও ইহাকে ঘিরে রাখে, অন্য প্রকারের আঘাতে এবং যেসব প্রাণিক শক্তি আমাদের চারিদিকে থাকে ও বিশ্ব বা বিশেষ সব ব্যক্তি বা সমষ্টি জীবন থেকে অথবা বিভিন্ন বিষয় হ'তে আর না হয় জড়বিশ্বের পিছনে অবস্থিত সব প্রাণলোক ও জগৎ থেকে আসে তাদের ক্রীড়ায় সংবেদনশীল হয়। এই আঘাতগুলিকে আমরা এখনো অনুভব করি তবে তা করি তাদের পরিণামে ও কতকগুলি স্পর্শে ও ভাবে কিন্তু তাদের উৎসে বা আসার পথে তাদের মোটেই অনুভব করি না বা যৎসামান্যই অনুভব করি। প্রাণিক দেহের মধ্যে জাগ্রত চেতনা এসবকে তখনি অনুভব করে, ভৌতিক শক্তি ছাড়া অন্য এক ব্যাপক প্রাণিক শক্তির কথা অবগত হয়, প্রাণিক শক্তির বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ভৌতিক শক্তির ধারণের জন্য ইহাকে আহরণ করে, এই প্রাণিক অন্তঃপ্রবাহের সাহায্যে বা বিভিন্ন প্রাণধারা চালনা ক'রে স্বাস্থ্য ও রোগের বিষয় ও কারণগুলির সহিত সরাসরি মোকাবিলা করতে পারে আর জানতে পারে অপরজনের প্রাণিক ও প্রাণাবেগময় পরিমণ্ডল এবং সক্ষম হয় ইহার সব আদানপ্রদানের সহিত ও সেই সঙ্গে অন্য অনেক বিষয়ের সহিত যেগুলি আমাদের বাহ্য চেতনায় অনুভব করা হয় না বা অস্পষ্ট থাকে কিন্তু

এখানে সচেতন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। ইহা আমাদের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে প্রাণময় পুরুষ ও প্রাণ-শরীরের কথা তীব্রভাবে অবগত হয়। অতি-মানস এই প্রাণিক চেতনা ও প্রাণিক ইন্দ্রিয়কে নিয়ে তার সঠিক ভিত্তির উপর তাকে স্থাপন করে এবং ইহাকে রূপান্তরিত করে আর তা করা হয় সেই প্রাণশক্তিকে চিৎ-পুরুষের নিজ শক্তি হিসাবে এখানে প্রকাশ ক'রে যে প্রাণশক্তিকে স্ফুরন্ত করা হয়েছে সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়ের উপর নিকট ও সরাসরি ক্রিয়ার জন্য ও জড়বিশ্বে গঠন ও ক্রিয়ার জন্য।

প্রথম ফল এই যে আমাদের ব্যষ্টি জীবনের সংকীর্ণতাগুলি ভেঙে যায় এবং আমরা আর ব্যক্তিগত প্রাণশক্তি নিয়ে বাস করি না অথবা সাধারণতঃ তা নিয়ে বাস করি না, আমরা তখন বাস করি বিশ্ব প্রাণ-শক্তির ভিতরে ও ইহার দ্বারা। সকল বিশ্বপ্রাণই আমাদের ভিতরে ও মধ্য দিয়ে সচেতন ভাবে স্রোতের মতো আসে, সেখানে এক স্ফুরন্ত নিরন্তর আবর্ত, ইহার শক্তির এক অবিচ্ছিন্ন কেন্দ্র, সঞ্চয় ও আদানপ্রদানের এক স্পন্দনশীল স্থান রাখে, ইহাকে তার বিভিন্ন শক্তি দিয়ে সর্বদাই পূর্ণ করে এবং সক্রিয়তার মধ্যে তাদের বাহিরে ঢেলে দেয় আমাদের চারিদিকে জগতের উপর। আবার এই প্রাণশক্তিকে আমরা অনুভব করি শুধু এক প্রাণসমুদ্র ও বিভিন্ন স্রোতধারা হিসাবে নয়, আরো অনুভব করি যে ইহা এক প্রাণিক পথ ও আকার ও দেহ, এক চিন্ময়ী বিশ্বশক্তির বহির্বর্ষণ আর এই সচেতন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করে ভগবানের চিৎশক্তি ব'লে, সেই বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক আত্মা ও পুরুষের শক্তি হিসাবে যার, অথবা বরং যাঁর এক যন্ত্র ও প্রবাহপ্রণালী হ'ল আমাদের বিশ্বভাবাপন্ন ব্যষ্টিত্ব। ইহার ফলে আমরা বোধ করি যে আমরা অন্য সকলের সহিত প্রাণে এক এবং সমগ্র প্রকৃতির এবং বিশ্বের মধ্যে সকল বিষয়ের প্রাণের সহিত এক। আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দ ও সচেতন আদান প্রদান হয় বিশ্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল সেই একই শক্তির সহিত। আমরা অবগত হই যে তাদের জীবন আমাদেরই আপন জীবন অথবা অন্ততঃ তাদের উপর আমাদের এবং আমাদের উপর তাদের প্রাণসত্তার স্পর্শ, চাপ ও সঞ্চালিত গতি বুঝতে পারি। আমাদের মধ্যকার প্রাণিক ইন্দ্রিয় শক্তিশালী ও তীব্র হয়, ইহা তার সকল লোকেরই—ভৌতিক ও অতিভৌতিক, প্রাণিক ও অতিপ্রাণিক—সকল লোকেরই উপর এই প্রাণ জগতের ক্ষুদ্র বা বড়, সূক্ষ্ম বা বিশাল স্পন্দনগুলি সহ্য করতে সমর্থ হয়, ইহার সকল

গতি ও আনন্দে পুলকিত হয় এবং সকল শক্তিরই কথা জানে এবং তাদের দিকে উন্মুক্ত থাকে। অতিমানস অনুভূতির এই বিশাল ক্ষেত্রকে অধিকার করে, ইহার সমগ্রকে দীপ্তিময় ও সুসমঞ্জস করে, ইহাকে অনুভূত করায় তবে অস্পষ্ট বা আংশিকভাবে নয় অথবা মানসিক অজ্ঞানতার ক্রিয়ার ফল যেসব সংকীর্ণতা ও প্রমাদ তাদের অধীন না করে বরং ইহাকে অর্থাৎ--ইহাকে ও ইহার প্রতি গতিকে প্রকাশিত করে ইহার সত্যে এবং শক্তি ও আনন্দের সমগ্রতায় এবং প্রাণ-প্রবৃত্তির বিরাট ও এখন অসীম সব শক্তি ও সামর্থ্যকে ইহার সকল ক্ষেত্রের উপর চালনা করে আমাদের জীবনের মধ্যে ভগবানের সরল অথচ জটিল, নিছক ও স্বতঃস্ফূর্ত অথচ অভ্রান্তভাবে রহস্যপূর্ণ সংকল্প অনুযায়ী। যেমন স্থূল ইন্দ্রিয় ভৌতিক বিশ্বের বিভিন্ন রূপ ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ জানার এক উপায়, তেমন ইহা প্রাণিক ইন্দ্রিয়কে ক'রে তোলে আমাদের চারিদিকে বিভিন্ন প্রাণশক্তি জানার এক সুষ্ঠু উপায়, আবার যে সক্রিয় প্রাণশক্তি আমাদের মধ্য দিয়ে আত্ম-অভিব্যক্তির যন্ত্র হিসাবে কাজ করে ইহাকে তার সব প্রতিক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রবাহপ্রণালীতেও পরিণত করে।

এই প্রাণিক চেতনা ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি, ভৌতিক শক্তি ছাড়া অন্য সব সূক্ষ্মশক্তির ক্রীড়ার এই সরাসরি ইন্দ্রিয়সংবিৎ, ও বোধ ও তাতে সাড়া দেওয়া--এগুলিকে প্রায়ই কোনো পার্থক্য না ক'রেই "চৈত্যিক বিষয়াবলী" হিসাবে একই শ্রেণীর অন্তর্গত করা হয়। যে চৈত্যসত্তা, আভ্যন্তরীণ অন্তঃপুরুষ এখন প্রচ্ছন্ন যা স্থূল মন ও ইন্দ্রিয়গুলির বাহ্য ক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ বা আংশিকভাবে আবৃত---ইহা এক অর্থে তার জাগরণ, আর এই জাগরণ উপরে নিয়ে আসে নিমজ্জিত বা অধিচেতন আন্তর প্রাণিক চেতনা ও আরো নিয়ে আসে এক আন্তর বা অধিচেতন মানসিক চেতনা ও ইন্দ্রিয় যা শুধু সব প্রাণশক্তি ও তাদের ক্রীড়া ও সব ফল ও বিষয় নয়, যা বিভিন্ন মানসিক ও চৈত্য জগৎ, তারা যা কিছু ধারণ করে সে সব এবং এই জগতের বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া, স্পন্দন, বিষয়, রূপ ও প্রতিরূপও সরাসরিভাবে বোধ ও অনুভব করতে সমর্থ এবং যা তাছাড়া স্থূল অঙ্গগুলির সাহায্য বিনাই এবং ইহারা আমাদের চেতনার উপর যে সব সংকীর্ণতা আরোপ করে সেসব ব্যতিরেকেই এক মনের সহিত অন্য মনের সরাসরি আদান-প্রদান স্থাপনেও সমর্থ। কিন্তু চেতনার এই সব আন্তর ক্ষেত্রের দুই বিভিন্ন

প্রকারের ক্রিয়া আছে। প্রথম প্রকারের ক্রিয়া সেই জাগছে—এমন অধি-চেতন মন ও প্রাণের আরো বেশী বাহ্য ও বিশৃঙ্খল ক্রিয়া যা মন ও প্রাণ-সত্তার স্থূলতর সব কামনা ও ভ্রান্তির দ্বারা অবরুদ্ধ ও তাদের অধীন এবং যা তার অনুভূতি ও শক্তি ও বিভিন্ন সামর্থ্যের ব্যাপকতর ক্ষেত্র সত্ত্বেও সংকল্প ও জ্ঞানের বিপুল পরিমাণের প্রমাদ ও বিকৃতির দ্বারা দূষিত, মিথ্যা আভাসন ও প্রতিমূর্তিতে, মিথ্যা ও বিকৃত সব বোধি ও চিদাবেশ ও সংবেগে পূর্ণ: আবার এই শেষেরগুলি এমনকি প্রায়ই কলুষিত ও ভ্রষ্ট এবং স্থূল মন ও ইহার সব অস্পষ্টতার প্রভাবে দূষিত। ইহা এক নিকৃষ্ট স্তরের ক্রিয়া আর ইহার প্রতিই অতীন্দ্রিয়বাদী, সূক্ষ্মতত্ত্ব-বাদী, প্রেতাত্মবাদী, গুহ্যবাদী, শক্তি ও সিদ্ধি অন্বেষুরা বেশী প্রবণ, আর এই প্রকার অন্বেষণের বিপদ ও প্রমাদের সম্বন্ধে যে সব সতর্কবাণী দেওয়া হয় তা এই ক্রিয়ার প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই বিপজ্জনক এলাকা একেবারে এড়ান সম্ভব না হ'লে আধ্যাত্মিক সিদ্ধির সাধকের কর্তব্য হ'ল ইহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র অতিক্রম করা আর এখানে নিরাপদ বিধি হল এই সব জিনিসের কোনোতেই আসক্ত না হওয়া, বরং নিয়ম হ'ল আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য করা আর অন্য কোনো বিষয় নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস না করা যতক্ষণ না মন ও প্রাণপুরুষ শুদ্ধ হয়, আর চিৎ-পুরুষ ও অতিমানসের আলো বা অন্ততঃ আধ্যাত্মিক প্রভাস মন ও অন্তঃপুরুষের আলো এসে পড়ে অনুভূতির এই সব আন্তর ক্ষেত্রে। কারণ যখন মনকে শান্ত ও শুদ্ধ করা হয় ও শুদ্ধ চৈত্যসত্তা কামপুরুষের জেদ থেকে মুক্ত হয়, তখন এই সব অনুভূতির বড় বিপদ কেটে যায়—অবশ্য এই ছাড়া যে তারা যে সংকীর্ণতা ও কিছু পরিমাণ প্রমাদের বশে থাকে, সেগুলিকে সম্পূর্ণ দূর করা যায় না যতক্ষণ অন্তঃপুরুষ অনুভব ও কাজ করে মানসিক স্তরে। কারণ তখন আসে প্রকৃত চৈত্য চেতনা ও ইহার সব শক্তির শুদ্ধ ক্রিয়া, পাওয়া যায় এমন চৈত্য অনুভূতি যা প্রতিফলনকারী মনের সংকীর্ণতার অধীন হ'লেও নিকৃষ্ট বিকৃতি থেকে নিজে শুদ্ধ এবং উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকভাবাপন্নতা ও আলোকে সমর্থ। তবে সম্পূর্ণ শক্তি ও সত্য আসার একমাত্র উপায় হ'ল অতিমানসের উন্মুক্ততা এবং মানসিক ও চৈত্য অনুভূতির অতিমানসীকরণে।

চৈত্য চেতনা ও ইহার সব অনুভূতির ক্ষেত্র প্রায় অসীম এবং ইহার সব বিষয়ের বৈচিত্র্য ও জটিলতা প্রায় অনন্ত। এখানে কেবল উল্লেখ

করা যায় কতকগুলি স্থূল রেখা ও প্রধান লক্ষণ। প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া হ'ল চৈত্য ইন্দ্রিয়গুলির ; ইহাদের মধ্যে দৃষ্টিই সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা বিকশিত এবং যখন বাহ্য চেতনার মধ্যে তন্ময়তার যে আবরণ আন্তর দর্শন রোধ করে তা ছিন্ন হয় তখন ইহাই কিছু বিপুলভাবে প্রথম নিজেকে প্রকট করে। কিন্তু সব স্থূল ইন্দ্রিয়েরই অনুরূপ শক্তি থাকে চৈত্যসত্তার মধ্যে, চৈত্য শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আস্বাদন আছে ঃ বস্তুতঃ স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি নিজেরাই, প্রকৃতপক্ষে আন্তর ইন্দ্রিয়ের প্রক্ষেপ এমন সীমিত ও বহির্ভাবাপন্ন ক্রিয়ার মধ্যে যা থাকে স্থূল জড়ের সব বিষয়ের ভিতরে, মধ্যে ও উপরে। চৈত্য দৃষ্টি বিশিষ্টভাবে সেই সব প্রতিমূর্তি পায় যা সব গঠিত হয় মানসিক ও চৈত্য আকাশের, "চিত্তাকাশের" সূক্ষ্ম জড়ে। বিভিন্ন ভৌতিক বস্তু, ব্যক্তি, দৃশ্য, ঘটনা, স্থূল জগতে যা কিছু আছে, ছিল, হবে বা হ'তে পারে সে সবের অনুলিপি বা ছাপ ইহারা হ'তে পারে। এই প্রতিমূর্তিগুলি নানাভাবে ও সকলবিধ অবস্থার মধ্যেই দেখা যায়, সমাধিতে বা জাগ্রত অবস্থাতে দেখা যায় আর জাগ্রত অবস্থাতে শারীর চক্ষু বন্ধ ক'রে বা খুলে, কোনো স্থূল বিষয় বা মাধ্যমের উপরে বা ভিতরে প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে, অথবা দেখা যায় যেন তারা ভৌতিক বাতাবরণে জড়ভাবাপন্ন হ'য়েছে অথবা শুধু চিত্ত আকাশে যা নিজেকে প্রকাশ করে এই স্থূলতর ভৌতিক বাতা-বরণে ; অথবা তাদের দেখা যেতে পারে স্থূল চক্ষু দিয়েই গৌণ যন্ত্র হিসাবে যেন স্থূল দর্শনের অবস্থাতে অথবা শুধু চৈত্যদর্শন দিয়েই এবং দেশের সহিত আমাদের সাধারণ দৃষ্টির বিভিন্ন সম্বন্ধের অনধীন হ'য়ে। যা প্রকৃত কার্যসাধক তা সর্বদাই চৈত্য দৃষ্টি আর শক্তি এই সূচিত করে যে চৈত্য শরীরের মধ্যে চেতনা কম বেশী জাগ্রত থাকে—তবে তা মাঝে মাঝে, অথবা স্বাভাবিকভাবে এবং কম বেশী সুষ্ঠুভাবে। স্থূল দৃষ্টির সীমার বাহিরে যে কোন দূরত্বে এইভাবে বিষয়সমূহের অনুলিপি বা ছাপ অথবা অতীত বা ভবিষ্যতের প্রতিরূপ দেখা সম্ভব।

এই সব অনুলিপি বা ছাপ ছাড়া চৈত্য দর্শন সেই সব ভাবনা-প্রতিমূর্তি ও অন্যান্য রূপ পায় যা সব সৃষ্ট হয় আমাদের নিজেদের মধ্যে অথবা অপর মানুষের মধ্যে চেতনার নিরন্তর ক্রিয়ার দ্বারা, আর এইগুলি ক্রিয়ার চরিত্র অনুযায়ী সত্যের বা মিথ্যার অথবা মিশ্রিত বিষয়ের কিছু সত্য, কিছু মিথ্যার প্রতিমূর্তি হ'তে পারে, আবার ইহারা শুধু বাহিরের আবরণ ও প্রতিরূপ হ'তে পারে আর না হয় এমন প্রতিমূর্তি হ'তে পারে যেগুলি

অস্থায়ী প্রাণ ও চেতনায় অনুপ্রাণিত, আর সম্ভবতঃ তাদের সঙ্গে একভাবে বা অন্যভাবে কোনো প্রকার মঙ্গলজনক বা অমঙ্গলজনক ক্রিয়া অথবা আমাদের মন বা প্রাণিক সত্তার উপর অথবা তাদের মধ্য দিয়ে এমন কি দেহের উপর কোনো ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত প্রভাব আসে। এমনও সম্ভব যে চেতনার এই সব অনুলিপি, ছাপ, ভাবনা-প্রতিমূর্তি, প্রাণ-প্রতিমূর্তি, প্রক্ষেপ ভৌতিক জগতের প্রতিরূপ বা সৃষ্টি নয়, বরং ইহারা আমাদের অতীত বিভিন্ন প্রাণিক, চৈত্য বা মানসিক জগতের এমন প্রতিরূপ ও সৃষ্টি যা আমাদের নিজেদের মনে দেখা হ'য়েছে অথবা মানুষ ছাড়া অন্যাদের কাছ থেকে প্রক্ষিপ্ত হ'য়েছে। আর যেমন এই চৈত্য দর্শন আছে যার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বাহ্য ও সাধারণ অভিব্যক্তি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি নামে সুপরিচিত তেমন চৈত্য শ্রবণ ও চৈত্য স্পর্শ, আস্বাদন ও ঘ্রাণ আছে––যাদের অপেক্ষাকৃত বাহ্য অভিব্যক্তি হ'ল অতীন্দ্রিয় শ্রবণ, অতীন্দ্রিয় বোধ ; আর ইহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রকারের ঠিক সেই রকম পরিসর, এবং বিষয় সম্বন্ধে সেই একই ক্ষেত্র ও রীতি ও অবস্থা ও বৈচিত্র্য থাকে।

এই সব ও অন্য সব বিষয় চৈত্য অনুভূতির এক পরোক্ষ প্রতিনিধি-মূলক পরিসর সৃষ্টি করে; কিন্তু চৈত্য ইন্দ্রিয়েরও এমন শক্তি আছে যাতে ইহা আমাদের স্থাপন করে পার্থিব বা অতি-পার্থিব সত্তার সহিত তাদের চৈত্য আত্মার বা চৈত্য দেহের মাধ্যমে আরো সরাসরি যোগাযোগ, অথবা এমন কি বিভিন্ন বস্তুরও সহিত, কারণ বস্তুসমূহেরও চৈত্য সদ্‌বস্তু ও অন্তঃপুরুষ বা উপস্থিতি থাকে ; ইহারা তাদের আশ্রয়স্থল এবং আমাদের চৈত্য চেতনার সহিত যোগাযোগে সমর্থ। এইসব অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কিন্তু বিরল বিষয়ের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি এই সব শক্তির সহিত জড়িত––স্থূল দেহ ছাড়া অন্যত্র এবং অন্যভাবে নানাবিধ কার্যের জন্য আমাদের চেতনার বহির্গমন; চৈত্য দেহে, ইহার কোনো অংশ বিভূতি বা প্রতিমূর্তিতে যোগাযোগ আর তা সব সময় বাধ্যতামূলকভাবে না হ'লেও প্রায়ই হয় নিদ্রা বা সমাধির মধ্যে; এবং অস্তিত্বের অন্য কোনো লোকের অধিবাসীর সহিত নানা উপায়ে বিভিন্ন সম্বন্ধ বা যোগাযোগ স্থাপন।

কারণ চেতনার বিভিন্ন লোকের এক অবিচ্ছিন্ন পর্যায় আছে: ইহার আদিতে আছে পৃথ্বীলোকের সহিত সংযুক্ত ও ইহার উপর নির্ভরশীল চৈত্য ও অন্যান্য স্তর আর এইগুলি প্রকৃত স্বতন্ত্র প্রাণময় ও চৈত্য জগৎ-

সমূহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়েছে দেবতাদের জগতে এবং অস্তিত্বের সর্বোচ্চ অতিমানসিক ও আধ্যাত্মিক লোকে। আর এইগুলি বস্তুতঃ আমাদের জাগ্রত মনের অজ্ঞাতে সর্বদাই আমাদের অধিচেতন আত্মার উপর সক্রিয় এবং আমাদের জীবন ও প্রকৃতির উপর ইহার প্রভাব অত্যধিক। স্থূল মন আমাদের শুধু এক অতি অল্প অংশ, আর আমাদের সত্তার আরো অনেক বিশাল ক্ষেত্র আছে যাদের মধ্যে অন্যান্য লোকের উপস্থিতি, প্রভাব ও শক্তি আমাদের উপর সক্রিয় এবং আমাদের বাহ্য সত্তা ও ইহার ক্রিয়াবলী গঠনে সহায়কর। চৈত্যচেতনার জাগরণে আমাদের ভিতরে ও চারিদিকে এই সব শক্তি, উপস্থিতি ও প্রভাবের কথা আমরা অবগত হই; আর যদিও অশুদ্ধ বা এখনো অজ্ঞানময় ও অপূর্ণ মনের অবস্থায় এই অনাবৃত সংযোগের বিপদ আছে তবু আবার ঠিকমত ব্যবহৃত ও চালিত হ'লে এই সংযোগের প্রভাবে আমরা আর সে সবের অধীন থাকি না বরং তাদের প্রভু হই এবং আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন আন্তর রহস্যের সচেতন ও আত্ম-নিয়ন্ত্রিত অধিকারে আসি। চৈত্য চেতনা আন্তর ও বাহ্য লোকগুলির মধ্যে, এই জগৎ ও অন্যান্য জগতের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রকট করে--আর তা করে কিছুটা আমাদের আন্তর ভাবনা ও চিন্ময় সত্তার উপর তাদের অভিঘাত, আভাসন ও বার্তা সম্বন্ধে এবং সেখানে ইহাদের উপর প্রতিক্রিয়ার সামর্থ্য সম্বন্ধে এক সংবিতের দ্বারা যা সম্ভবতঃ অতিস্থির, বিশাল ও স্পষ্ট; আর কিছুটা করে বিভিন্ন চৈত্য ইন্দ্রিয়ের নিকট দেওয়া বহু রকমের প্রতীকমূলক, অনুলিপিমূলক বা প্রতিনিধি-মূলক প্রতিমূর্তির মাধ্যমে। কিন্তু আবার অন্যান্য জগৎ ও লোকের বিভিন্ন সামর্থ্য, শক্তি ও সত্তাদের সহিত এমন এক যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে যা আরো সরাসরি, মূর্তভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রায় জড়ীয়, কখনো কখনো সক্রিয়ভাবে জড়ীয়; আবার মনে হয় অস্থায়ী হ'লেও এক সম্পূর্ণ ভৌতিক জড়ভাবাপন্নতাও সম্ভব। এমনকি ভৌতিক চেতনা ও জড়ীয় অস্তিত্বের সীমাও সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হওয়া সম্ভব।

চৈত্য চেতনার জাগরণের ফলে আমাদের মধ্যে মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হিসাবে সরাসরি ব্যবহারের পথ খুলে যায় আর এই শক্তিকে সতত ও স্বাভাবিক করা সম্ভব। স্থূল চেতনা যে অপরের মনের সহিত যোগাযোগ করতে বা আমাদের চারিদিককার জগতের বিভিন্ন ঘটনা জানতে সমর্থ হয় তা একমাত্র বাহ্য উপায়, চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে, আর এই সীমিত

ক্রিয়ার বাহিরে মনের আরো সরাসরি সামর্থ্যগুলিকে ইহা খুব অস্পষ্ট ও এলোমেলোভাবে ব্যবহার করে আর ইহার যে সব সাময়িক প্রাগনুভব, বোধি ও বার্তার পরিসর তাও সংকীর্ণ। বস্তুতঃ আমাদের মন নিরন্তর অপরদের মনের উপর কাজ করছে আর তাদের মনও আমাদের উপর কাজ করছে আর তা হয় আমাদের অজ্ঞাত প্রচ্ছন্ন স্রোত-ধারার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই সব কাযসাধক সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই অথবা ইহাদের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। চৈত্য চেতনা বিকশিত হ'লে আমরা জানতে পারি যে সকল প্রকারের কি বিপুল পরিমাণ ভাবনা, বেদনা, আভাসন, সংকল্প, সংঘাত, প্রভাব আমরা অপরদের কাছ থেকে পাচ্ছি বা অপরদের নিকট পাঠাচ্ছি বা আমাদের চারিদিককার সাধারণ মনের পরিমণ্ডল থেকে ভিতরে গ্রহণ করছি বা তার মধ্যে নিক্ষেপ করছি। যতই ইহার শক্তি, যাথার্থ্য ও স্পষ্টতঃ বিকশিত হয় ততই আমরা সমর্থ হই তাদের উৎসের সন্ধান পেতে অথবা অবিলম্বে তাদের উৎপত্তি ও আমাদের নিকট তাদের সংক্রমণ অনুভব করতে এবং আরো সমর্থ হই সচেতনভাবে ও বুদ্ধিযুক্ত সংকল্পের সহিত আমাদের নিজেদের বার্তা প্রেরণ করতে। স্থূলভাবে আমাদের নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী সব মনের ক্রিয়াবলী কম বেশী সঠিকভাবে ও বিবেচনার সহিত জানা, তাদের ধাত, চরিত্র, বিভিন্ন ভাবনা, বেদনা, প্রতিক্রিয়া বোঝা, অনুভব করা বা তাদের সহিত একাত্ম হওয়া সম্ভব হ'য়ে ওঠে আর তা যে সম্ভব হয় তা কোনো চৈত্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অথবা কোনো সরাসরি মানসিক বোধের দ্বারা অথবা আমাদের মনের মধ্যে বা তার অঙ্কনকারী পৃষ্ঠের উপর অতীব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রায়ই প্রচণ্ড মূর্ত গ্রহণের দ্বারা। সেই একই সময় আমরা অপরদের আন্তর আত্মাকে এবং যদি তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে সংবেদনশীল হয় তাদের বাহ্য মনকেও আমাদের নিজেদের আন্তর মানসিক বা চৈত্য আত্মার কথা জানাতে এবং উহাদিগকে ইহার বিভিন্ন ভাবনা, আভাসন, প্রভাব সম্বন্ধেও নমনীয় করতে সচেতনভাবে সক্ষম হই, অথবা এমনকি সক্ষম হই ইহাকে বা ইহার সক্রিয় প্রতিমূর্তিকে প্রবলভাবে নিক্ষেপ করতে তাদের প্রত্যক্-বৃত্ত সত্তার মধ্যে, এমনকি তাদের প্রাণিক ও শারীরিক সত্তার মধ্যেও যেন ইহা সেখানে কাজ করতে পারে এক সহায়কর বা গঠনকারী বা প্রভাবশালী শক্তি ও উপস্থিতি হিসাবে।

চৈত্যচেতনার এই সব শক্তিগুলির মানসিক উপযোগিতা ও তাৎপর্য

ভিন্ন বেশী কিছু থাকার প্রয়োজন নেই আর প্রায়ই থাকেও না, তবে ইহাকে আধ্যাত্মিক ভাব, আলো ও অভিপ্রায় সহ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের জন্যও ব্যবহার করা যায়। অপরদের সহিত আমাদের চৈত্য আদানপ্রদানে আধ্যাত্মিক অর্থ ও ব্যবহার দ্বারা তা করা সম্ভব হয় আর প্রধানতঃ এই প্রকারের চৈত্য-আধ্যাত্মিক আদানপ্রদানের দ্বারাই যোগ-গুরু তাঁর শিষ্যকে সাহায্য করেন। আমাদের আন্তর অধিচেতন ও চৈত্য প্রকৃতির, সেখানকার বিভিন্ন শক্তি ও উপস্থিতি ও প্রভাবের জ্ঞানকে এবং অন্যান্য বিভিন্ন লোক ও তাদের সব শক্তি ও সত্তার সহিত যোগাযোগের ক্ষমতাকে মানসিক বা লৌকিক উদ্দেশ্য ছাড়া শ্রেয়তর অন্য সব উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে আর ব্যবহার করা যেতে পারে আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে অধিকার ও আয়ত্ত করার জন্য এবং সত্তার পরম আধ্যাত্মিক শিখরে যাবার পথে মধ্যবর্তী লোকগুলি অতিক্রম করার জন্য। কিন্তু চৈত্য চেতনার সর্বাপেক্ষা সরাসরি আধ্যাত্মিক ব্যবহার হ'ল ইহাকে ভগবানের সহিত সংযোগ, কথাবার্তা ও মিলনের যন্ত্র করা। প্রকাশক ও শক্তিশালী ও জীবন্ত রূপ ও যন্ত্র স্বরূপ বিভিন্ন চৈত্য-আধ্যাত্মিক প্রতীকের এক জগৎ সহজেই উন্মুক্ত হয় আর এইগুলিকে করা যায় আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের প্রকাশক, আমাদের আধ্যাত্মিক উপচয়ের এবং আধ্যাত্মিক সামর্থ্য ও অনুভূতির বিকাশের আশ্রয়, আধ্যাত্মিক শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দ প্রাপ্তির সাধন। এইরূপ এক চৈত্য-আধ্যাত্মিক সাধন হ'ল মন্ত্র যা দিব্য অভিব্যক্তির জন্য যুগপৎ একটি প্রতীক, যন্ত্র ও নাদ-শরীর, আর এইরকম হ'ল ভগবানের এবং তাঁর বিভিন্ন ব্যক্তিসত্ত্বের বা শক্তির প্রতিমূর্তি যেগুলি যোগে ব্যবহার করা হয় ধ্যান বা আরাধনার জন্য। ভগবানের বিভিন্ন মহান রূপ বা বিগ্রহ প্রকাশিত হয় আর ইহাদের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কাছে তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি প্রকাশ করেন এবং ইহাদের সাহায্যে আমরা আরো সহজেই তাঁকে নিবিড়ভাবে জানতে ও আরাধনা করতে এবং তাঁর নিকট নিজেদের নিবেদন করতে সমর্থ হই, আর প্রবেশ করতে পারি তাঁর আবাস ও উপস্থিতির বিভিন্ন লোকে, জগতে যেখানে আমরা বাস করতে পারি তাঁর সত্তার আলোকের মধ্যে। তাঁর বাণী, আদেশ, উপস্থিতি, স্পর্শ দেশনা আমাদের কাছে আসতে পারে আমাদের আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন চৈত্য চেতনার মধ্য দিয়ে, এবং চিৎ-পুরুষ থেকে সঞ্চারণের এক সূক্ষ্মভাবে মূর্ত সাধন হিসাবে ইহা আমাদের দিতে পারে আমাদের সকল চৈত্য ইন্দ্রিয়ের মধ্য

দিয়ে তাঁর সহিত এক নিবিড় সংসর্গ ও সান্নিধ্য। এইগুলি ও আরো অনেক হ'ল চৈত্য চেতনা ও ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিক ব্যবহার এবং যদিও তাদের সংকীর্ণতা ও বিকৃতি আসা সম্ভব—কারণ আমাদের মনের আত্যন্তিক আত্ম-সীমাকরণের ক্ষমতার দরুণ সকল গৌণ করণই আংশিক উপলব্ধির উপায় হ'তে পারে আবার সেই সঙ্গে আরো অখণ্ড উপলব্ধির বিঘ্নও হ'তে পারে—তারা আধ্যাত্মিক সিদ্ধির পথে অতীব উপযোগী এবং পরে আমাদের মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হ'লে এবং রূপান্তরিত ও অতিমানসভাবাপন্ন হ'য়ে তারা হয় আধ্যাত্মিক আনন্দের এক বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ উপাদান।

শারীরিক ও প্রাণিক চেতনা ও ইন্দ্রিয়ের মতো, চৈত্য চেতনা ও ইন্দ্রিয়ও অতিমানসিক রূপান্তরে সমর্থ ও ইহার দ্বারা তারা পায় তাদের আপন অখণ্ড পূর্ণতা ও তাৎপর্য। অতিমানস চৈত্যসত্তাকে অধিকারে এনে তার মধ্যে অবতরণ করে, ইহাকে নিজ প্রকৃতির ছাঁচে পরিবর্তিত করে এবং উত্তোলন করে যাতে ইহা হ'তে পারে অতিমানসিক ক্রিয়া ও অবস্থার এক অংশ, বিজ্ঞানপুরুষের অতি-চৈত্য সত্তা। এই পরিবর্তনের প্রথম ফল হ'ল চৈত্যচেতনার বিষয়গুলিকে তাদের সত্যকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা আর তা করার উপায় হ'ল অপরদের মন ও অন্তঃপুরুষের সহিত এবং বিশ্বপ্রকৃতির মন ও অন্তঃপুরুষের সহিত একত্বের স্থায়ী বোধ, সম্পূর্ণ উপলব্ধি ও দৃঢ় অধিকার আনা। কারণ সর্বদাই অতিমানসিক উপচয়ের ফল হ'ল ব্যষ্টি চেতনাকে বিশ্বভাবাপন্ন করা। যেমন ইহা এমনকি আমাদের ব্যষ্টি প্রাণিক ক্রিয়ায় ও আমাদের চারিদিককার সকলের সহিত ইহার বিভিন্ন সম্পর্ক বিষয়ে আমাদিগকে বিশ্বপ্রাণের সহিত জীবন ধারণ করতে সমর্থ করে, তেমন ইহা আমাদের সমর্থ করে বিশ্ব মন ও চৈত্য সত্তার সহিত চিন্তা ও অনুভব ও ইন্দ্রিয়বোধ করতে যদিও তা হয় এক ব্যষ্টিগত কেন্দ্র বা করণের মাধ্যমে। ইহার দুইটি ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ দূর হয় চৈত্য চেতনা ও মনের বিষয়গুলির খণ্ডতা ও অসঙ্গতি আর না হয় দুরূহ নিয়ন্ত্রণ ও প্রায়ই সম্পূর্ণ কৃত্রিম শৃঙ্খলা যে সব ত্রুটি আমাদের আরো স্বাভাবিক বাহ্য মানসিক ক্রিয়াবলী অপেক্ষা চৈত্য চেতনা ও মনের বিষয়গুলির আরো বেশী অনুবর্তী। এই সব ত্রুটি দূর হ'লে ঐ বিষয়গুলি হ'য়ে ওঠে আমাদের মধ্যকার বিশ্ব আন্তর মন ও অন্তঃপুরুষের সুসঙ্গত ক্রীড়া, তারা ধারণ করে তাদের সত্য বিধান এবং সঠিক

রূপ ও সম্পকগুলি এবং প্রকট করে তাদের যথার্থ তাৎপর্য। এমনকি মানসিক স্তরেও সাধক মনের আধ্যাত্মীকরণের দ্বারা অন্তঃপুরুষ একত্বের কিছু উপলব্ধি পেতে পারে, কিন্তু ইহা কখনই সত্যকারের সম্পূর্ণ নয়,--অন্ততঃ প্রয়োগে সম্পূর্ণ নয় এবং এই প্রকৃত ও সমগ্র বিধান, রূপ, সম্পর্ক, ইহার বিভিন্ন তাৎপর্যেব সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত সত্য ও যাথার্থ্য অর্জন করে না। আর দ্বিতীয়তঃ চৈত্য চেতনার ক্রিয়াবলী থেকে অস্বাভাবিকতার, অসামান্য, অনিয়মিত ও এমনকি বিপজ্জনক অতি-স্বাভাবিক ক্রিয়ার সকল লক্ষণ লোপ পায় আর তাতে প্রায়ই আসে জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং সত্তার অন্যান্য অংশে বিক্ষোভ বা ক্ষতি। ইহা যে শুধু তার নিজের মধ্যে ইহার আপন সঠিক সম্পর্ক লাভ করে তা নয়, ইহা একদিকে ভৌতিক জীবনের সহিত ইহার সঠিক সম্বন্ধ লাভ করে আর অন্যদিকে লাভ করে সত্তার আধ্যাত্মিক সত্যের সহিত সঠিক সম্বন্ধ আর সমগ্র হ'য়ে ওঠে দেহধারী চিৎ-পুরুষের এক সুসঙ্গত অভিব্যক্তি। উৎপাদক অতি-মানসের মধ্যেই আছে আমাদের সত্তার অন্যান্য অংশের প্রকৃত সব মূল্য, তাৎপর্য ও সম্পক এবং একমাত্র ইহার প্রকাশেই সম্ভব হয় আমাদের আত্মা ও প্রকৃতির অখণ্ড অধিকার।

আমরা সম্পূর্ণ রূপান্তর পাই একটা বিশেষ পরিবর্তনের দ্বারা--শুধু আমাদের সাক্ষী চিন্ময় আত্মার স্থিতিভঙ্গী বা স্তরের পরিবর্তনের দ্বারা নয়, অথবা এমন কি ইহার ধম ও চরিত্রের পরিবর্তনের দ্বারা নয়, আমরা তা পাই আমাদের চিন্ময়সত্তার সমগ্র ধাতুর পরিবর্তনের দ্বারা। যতদিন তা না করা হয়, ততদিন অতিমানসিক চেতনা ব্যক্ত হয় মানসিক ও চৈত্য পরিমণ্ডলের উপরে--যার মধ্যে ভৌতিক চেতনা ইতিপূর্বেই হ'য়ে উঠেছে আমাদের আত্মার প্রকাশের জন্য এক গৌণ এবং অনেক পরিমাণে অধীন পদ্ধতি--আর ইহা নিম্নে ইহার শক্তি, আলো ও প্রভাব পাঠিয়ে দেয় ইহাকে ভাস্বর ও রূপান্তরিত করতে। তবে একমাত্র যখন নিম্ন চেতনার ধাতু পরিবর্তিত হ'য়েছে, শক্তিশালীভাবে পূর্ণ, আশ্চর্যজনকভাবে রূপান্তরিত হ'য়েছে এবং যেন গ্রাস করা হ'য়েছে সত্তার মহত্তর শক্তি ও ইন্দ্রিয়ে, "মহান্, বৃহৎ"এ যার উৎপন্ন দ্রব্য ও প্রক্ষেপ ইহা, কেবল তখনই আমরা পাই সিদ্ধ, সম্পূর্ণ ও সতত অতিমানসিক চেতনা। সত্তার যে ধাতুর, যে চিন্ময় আকাশের মধ্যে মানসিক বা চৈত্য চেতনা ও ইন্দ্রিয় বাস করে ও দেখে ও বোধ করে ও অনুভূতি পায় তা স্থূল মন ও ইন্দ্রিয়ের

ধাতু বা চিন্ময় আকাশ অপেক্ষা আরো বেশী সূক্ষ্ম, স্বচ্ছন্দ ও নমনীয়। যতদিন আমরা স্থূলমন ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে থাকি ততদিন চৈত্য বিষয়গুলি মনে হ'তে পারে কম বাস্তব ও এমন কি কুহকপূর্ণ কিন্তু যতই আমরা চৈত্য চেতনার সহিত ও সত্তার যে আকাশ ইহার আবাস তার সহিত নিজেদের উপযোগী করি ততই আমরা সকল বিষয়ের সেই মহত্তর সত্য দেখতে ও আরো বেশী আধ্যাত্মিকভাবে মূর্ত ধাতু অনুভব করতে শুরু করি যার সাক্ষ্য হ'ল ইহার অনুভূতির বৃহত্তর ও স্বচ্ছন্দতর প্রণালী। এমন কি ভৌতিক সত্তাও নিজের কাছে মনে হ'তে পারে অবাস্তব ও কুহক-পূর্ণ--কিন্তু কেন্দ্রের স্থানান্তরের জন্য এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার পরি-বর্তনের জন্য ইহা এক অতিরঞ্জন ও নতুন ভ্রান্তিকর আত্যন্তিকতা--আর না হয় অন্ততঃ মনে হ'তে পারে ইহার বাস্তবতা আরো কম জোরালো। কিন্তু যখন চৈত্য ও ভৌতিক অনুভূতিগুলি তাদের সঠিক পরিমাপে সুষ্ঠুভাবে সংযুক্ত হয়, তখন আমরা আমাদের সত্তার দুই অনুপূরক জগতে একই সাথে বাস করি; ইহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বাস্তবতা থাকে কিন্তু চৈত্য জগৎ প্রকাশ করে ভৌতিক জগতের পিছনে অবস্থিত সব কিছুকে, অন্তঃপুরুষের দৃষ্টি ও অনুভূতি প্রাধান্য পায় এবং ভৌতিক দৃষ্টি ও অনুভূতিকে আলোকিত ও ব্যাখ্যা করে। আবার অতিমানসিক রূপান্তর আমাদের চেতনার সমগ্র ধাতু পরিবর্তিত করে; ইহা নিয়ে আসে এক মহত্তর সত্তা, চেতনা, ইন্দ্রিয়, প্রাণের আকাশ যাতে প্রমাণিত হয় যে চৈত্য আকাশও অপ্রচুর আর দেখায় যে নিজে নিজে ইহা এক অপূর্ণ সদ্‌বস্তু এবং আমরা যা সব আছি ও হ'য়ে উঠি ও দেখি সে সবের শুধু এক আংশিক সত্য।

অবশ্য, চৈত্যচেতনার সব অনুভূতিকেই অতিমানসিক চেতনা ও শক্তির মধ্যে গ্রহণ ক'রে ধ'রে রাখা হয় কিন্তু তারা ভরে যায় এক মহত্তর সত্যের আলোকে, এক মহত্তর চিৎ-পুরুষের ধাতুতে। চৈত্যচেতনা প্রথম ধৃত ও আলোকিত হয়, পরে পূর্ণ ও অধিকৃত হয় অতিমানসিক আলোক ও শক্তিতে এবং ইহার সব স্পন্দনের প্রকাশক তীব্রতায়। যা কিছু অতিরঞ্জন, বিচ্ছিন্নতা-জাত প্রমাদ, অপ্রচুরভাবে দীপ্ত সংস্কার, ব্যক্তিগত আভাসন, ভ্রান্তিকর প্রভাব ও অভিপ্রায় অথবা সংকীর্ণতার বা বিকৃতির অন্য কারণ মানসিক ও চৈত্য অনুভূতি ও জ্ঞানের সত্যে হস্তক্ষেপ করে সে সব প্রকাশিত হ'য়ে সংশোধিত বা বিলুপ্ত হয় কারণ তারা সত্যম্ ঋতম্-এর মহত্তর

বৃহত্ত্বের উপযোগী সব বিষয়, ব্যক্তি, ঘটনা, ইঙ্গিত, প্রতিরূপের আত্ম-সত্যের (সত্যম্ ঋতম্-এর) আলোকের মধ্যে থাকতে অক্ষম হয়। সমস্ত চৈত্য বার্তা, অনুলিপি, ছাপ, প্রতীক, প্রতিমূর্তি তাদের সত্যকার মূল্য পায়, তাদের সঠিক স্থান গ্রহণ করে, সে সবকে তাদের উপযুক্ত সম্পর্কে রাখা হয়। চৈত্যবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ আলোকিত হয় অতিমানসিক ইন্দ্রিয়বোধ ও জ্ঞানে আর তাদের বিষয়গুলি––যেগুলি আধ্যাত্মিক ও জড় জগতের মধ্যবর্তী––শুরু করে স্বতঃই তাদের নিজেদের সত্য ও অর্থ এবং তাদের সত্য ও তাৎপর্যের সংকীর্ণতাও প্রকাশ করতে। আন্তর দর্শন, শ্রবণ ও সকল প্রকারের ইন্দ্রিয়সংবিতের নিকট যে প্রতিমূর্তিগুলি উপস্থাপিত হয় সেগুলি এক বিপুল পরিমাণের আরো বৃহৎ ও দীপ্ত স্পন্দনের দ্বারা, আলোক ও তীব্রতার এক মহত্তর ধাতুর দ্বারা অধিকৃত হয় অথবা সে সবের মধ্যে তারা ধৃত হয় আর ইহার ফলে তাদের মধ্যে আসে সেই একই পরিবর্তন যা আসে স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতে অর্থাৎ এক মহত্তর সমগ্রতা, যথার্থতা, প্রতিমূর্তিতে উপস্থিত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের প্রকাশক শক্তি। আর সর্বশেষে সকল কিছুকেই তুলে নিয়ে গ্রহণ করা হয় অতিমানসের মধ্যে আর করা হয় বিজ্ঞানময় পুরুষের অনন্তগুণ দীপ্ত চেতনা, জ্ঞান ও অনুভূতির অঙ্গ।

এই অতিমানসিক রূপান্তরের পর সত্তার যে অবস্থা হবে তা তার চেতনার ও জ্ঞানের সকল অংশে বিশ্বভাবাপন্ন ব্যষ্টি পুরুষের মধ্য দিয়ে সক্রিয় এক অনন্ত ও বিশ্বচেতনার অবস্থা। মূল শক্তি হবে তাদাত্ম্যের সংবিৎ, তাদাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞান––সত্তার, চেতনার, সত্তা ও চেতনার শক্তির, সত্তার আনন্দের তাদাত্ম্য, অনন্তের সহিত, ভগবানের সহিত, এবং যাসব অনন্তের মধ্যে আছে সে সবের সহিত, যাসব ভগবানের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি সে সবের সহিত তাদাত্ম্য। এই সংবিৎ ও জ্ঞান তার সাধন ও করণরূপে ব্যবহার করবে তাদাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞান যা সব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ সে সবের আধ্যাত্মিক দর্শন, এক অতিমানসিক ভাব-সৎ ও ভাবনা যার স্বরূপ হ'ল সাক্ষাৎ ভাবনা-দর্শন, ভাবনা-শ্রবণ, ভাবনা-স্মৃতি যা সংবিতের নিকট প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে সকল বিষয়ের সত্য বা এই সত্যের প্রতিরূপ আনে, এবং এক আন্তর সত্য কথন যা ইহা প্রকাশ করে এবং সর্বশেষ এক অতিমানসিক ইন্দ্রিয় যা অস্তিত্বের সকল লোকের মধ্যে সকল বিষয় ও ব্যক্তি ও সামর্থ্য ও শক্তির সহিত দেয় সত্তার ধাতুতে সংস্পর্শের এক

সম্পর্ক।

অতিমানস করণব্যবস্থার উপর নির্ভর করবে না; উদাহরণস্বরূপ স্থূল মন যেমন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, ইহা ইন্দ্রিয়ের করণব্যবস্থার উপর তেমন নয়, যদিও ইহা জ্ঞানের উচ্চতর রূপের জন্য ইহাদিগকে আরম্ভ-বিন্দু করতে সমর্থ কারণ ইহা এই সব রূপের মধ্য দিয়ে সরাসরি যেতেও সমর্থ হবে আর সমর্থ হবে ইন্দ্রিয়কে রূপায়ণ ও পরাক্-বৃত্ত প্রকাশের শুধু এক সাধন করতে। সেই সাথে বিজ্ঞানময় সত্তা রূপান্তরিত করবে ও নিজের মধ্যে নেবে মনের বর্তমান চিন্তন যা রূপান্তরিত হ'য়েছে তাদাত্ম্যের দ্বারা জাত এক বিশাল বৃহত্তর জ্ঞানে, সমগ্র অবধারণের দ্বারা জাত জ্ঞানে, ক্ষুদ্র অংশ ও সম্পর্কের নিবিড় বোধের দ্বারা জাত জ্ঞানে, আর এসবই সরাসরি, অব্যবহিত, স্বতঃস্ফূর্ত, সকলই আত্মার পূর্বস্থিত শাশ্বত জ্ঞানের প্রকাশ। স্থূল ইন্দ্রিয়কে, মনের সব ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়-ক্ষমতাকে, এবং চৈত্য চেতনা ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ইহা গ্রহণ ক'রে রূপান্তরিত ও অতিমানসিকভাবাপন্ন করবে এবং তাদের ব্যবহার করবে অনুভূতির এক চরম আন্তর পরাক্-বৃত্ততার সাধন হিসাবে। ইহার কাছে কোন কিছুই প্রকৃতভাবে বাহ্য হবে না, কারণ ইহা সকল কিছু অনুভব করবে বিশ্বচেতনার ঐক্যের মধ্যে যা হবে তার নিজের চেতনা, অনন্তের সত্তার ঐক্যের মধ্যে যা হবে তার নিজের সত্তা। ইহা জড়কে অনুভব করবে---শুধু স্থূল জড়কে নয়, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম জড়কেও---চিৎ-পুরুষের ধাতু ও রূপ হিসাবে, প্রাণ ও সকল প্রকার শক্তিকে অনুভব করবে চিৎ-পুরুষের প্রবৃত্তি হিসাবে, অতিমানসিকভাবাপন্ন মনকে অনুভব করবে চিৎ-পুরুষের জ্ঞানের এক সাধন বা প্রণালী হিসাবে, অতিমানসকে অনুভব করবে চিৎ-পুরুষের জ্ঞানের অনন্ত আত্মারূপে তার জ্ঞানের শক্তিরূপে ও তার জ্ঞানের আনন্দরূপে।

২৫ অধ্যায়

অতিমানসিক কালদষ্টির দিকে

সকল সত্তা, চেতনা ও জ্ঞানের গতি হ'ল অস্তিত্বের দুইটি অবস্থা ও শক্তির মধ্যে--একটি হ'ল কালাতীত অনন্তের অবস্থা আর অন্যটি হল নিজের মধ্যে অনন্তের লীলায়িত হওয়ার ও কালের মধ্যে সকল বিষয়ের সংগঠন করার অবস্থা। আমাদের বর্তমান বাহ্য সংবিতের পক্ষে এই গতির কাজ চলে গুপ্ত ভাবে, আর ইহা ছাড়িয়ে যখন আমরা আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক স্তরে আরোহণ করি তখন তা চলে প্রকাশ্যভাবে। এই দুটি অবস্থা শুধু আমাদের মানসিক তর্কে শক্তির পক্ষে পরস্পরবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত কারণ এই তর্ক সর্বদাই বিব্রত হ'য়ে খঞ্জের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে চিরন্তন বিপরীতের বিরোধ ও বৈষম্যের ভ্রান্ত ধারণাব চারিধারে। বস্তুতঃ, এই দুটি হ'ল অনন্তের একই সত্যের শুধু সমবর্তী ও সমগামী অবস্থা ও গতিবৃত্তি আর তা আমরা জানতে পারি যখন আমরা বিষয়সমূহকে দেখি সেই জ্ঞান নিয়ে যার প্রতিষ্ঠা হ'ল অতিমানসিক তাদাত্ম্য ও দর্শন এবং চিন্তা করি এই জ্ঞানের উপযোগী মহান্, গভীর ও নমনীয় তর্কশক্তি নিয়ে। কালাতীত অনন্ত এই অভিব্যক্তির অতীতে তার সত্তার শাশ্বত সত্যে নিজের মধ্যে সেই সব ধারণ করে যা ইহা ব্যক্ত করে কালের মধ্যে। ইহার কাল চেতনাও নিজে অনন্ত আর ইহা নিজের মধ্যে যুগপৎ ধারণ করে যা আমাদের কাছে মনে হয় বিষয়সমূহের অতীত, তাদের বর্তমান ও তাদের ভবিষ্যৎ আর এসব তা ধারণ করে সমগ্রতার ও বিশিষ্টতার, সচল পরম্পরার বা ক্ষণদৃষ্টির দর্শনে এবং সমগ্র স্থির-করা দর্শনের বা স্থায়ী সমগ্র দৃষ্টির অন্তশ্চক্ষুতে।

কালাতীত অনন্তের চেতনা আমাদের বোধগম্য করা যায় নানাভাবে, কিন্তু অতি সাধারণতঃ ইহা আমাদের মানসিকতার উপর আরোপিত হয় ইহার প্রতিফলনের এবং জোরালো ছাপের দ্বারা, আর না হয় ইহাকে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হয় মনের ঊর্ধ্বে কিছু হিসাবে, তার জানা কিছু হিসাবে যার দিকে ইহা ওঠে কিন্তু যার মধ্যে ইহা প্রবেশ করতে অক্ষম কারণ ইহা বাস করে শুধু কাল-বোধের মাঝে ও ক্ষণ-পরম্পরায়।

যদি আমাদের বর্তমান মন অতিমানসিক প্রভাবের দ্বারা রূপান্তরিত না হয়ে কালাতীতের মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তা হ'লে হয় ইহা সমাধির তন্ময়তার মধ্যে অন্তর্হিত হ'য়ে বিলুপ্ত হয়, আর না হয় জাগ্রত থেকে অনুভব করে যে ইহা অনন্তের মধ্যে বিকীর্ণ হ'য়েছে যেখানে হয়ত অতিভৌতিক দেশের, বিশালতার, চেতনার অসীম প্রসারতার বোধ বর্তমান কিন্তু কোন কাল-আত্মা, কালগতি বা কাল-ক্রম নেই। আর তখনো যদি মনোময় পুরুষ কালের মধ্যে বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যন্ত্রবৎ সচেতন থাকে, তবু সে সেসবের সহিত নিজের ভাবে কাজ করতে অক্ষম আর অক্ষম কালাতীত তত্ত্ব ও কালগত বিষয়সমূহের মধ্যে সত্য সম্পর্কে স্থাপন করতে এবং নিজের অনির্দিষ্ট অনন্তের মধ্য থেকে কাজ ও সংকল্প করতে। তখন মনোময় পুরুষের পক্ষে যে কাজ সম্ভব তা হ'ল প্রকৃতির করণগুলির যান্ত্রিক ক্রিয়া যা চলতে থাকে পুরণো প্রবেগ ও অভ্যাসের জোরে অথবা অতীত শক্তির, "প্রারব্ধের" চলতে-থাকা প্রবর্তনার জোরে আর না হয় তা এক বিশৃঙ্খল, অনিয়ন্ত্রিত, অসম্বন্ধ ক্রিয়া, এমন এক শক্তির এলো-মেলো বিবেচনাহীন ক্রিয়া যার আর কোনো সচেতন কেন্দ্র নেই।

অপর পক্ষে অতিমানসিক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হ'ল কালাতীত অনন্তের পরম চেতনার উপর, আবার কালের মধ্যে অনন্তশক্তির লীলায়নের রহস্যও ইহার আছে। ইহা হয় কালচেতনায় স্থিত হ'য়ে কালাতীত অনন্তকে রাখতে পারে তার সেই পরম ও আদি সত্তার পটভূমিকা হিসাবে যা থেকে ইহা তার সকল সংগঠনকারী জ্ঞান, সংকল্প ও ক্রিয়া লাভ করে, আর না হয় মূল সত্তায় কেন্দ্রগত হ'য়ে ইহা বাস করতে পারে কালাতীতের মধ্যে, কিন্তু আবার বাস করতে পারে কালের মধ্যে, অভিব্যক্তিরও মধ্যে যাকে সে অনুভব করে ও দেখে অনন্ত ব'লে ও সেই একই অনন্ত ব'লে এবং একটির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে, পোষণ ও বিকাশ করতে পারে যা সে ধারণ করে দিব্যভাবে অন্যটির মাঝে। সুতরাং ইহার কালচেতনা মনোময় পুরুষের কালচেতনা থেকে ভিন্ন হবে ক্ষণপ্রবাহের উপর অসহায়ভাবে বাহিত হবে না, আর প্রতি ক্ষণকেই এক আশ্রয় ও দ্রুত বিলীয়মান স্থিতিভূমি হিসাবে আঁকড়ে থাকবে না, বরং ইহা প্রতিষ্ঠিত হবে প্রথমতঃ কালপরিবর্তনের অতীত তার শাশ্বত তাদাত্ম্যের উপর এবং দ্বিতীয়তঃ কালের এককালীন নিত্যতার উপর যার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিত্য একত্র থাকে সনাতনের আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-শক্তিতে; তৃতীয়তঃ ইহা প্রতিষ্ঠিত হবে

তিনটি কালেরই এক সমগ্র দৃষ্টির উপর যেন ইহা এমন একমাত্র গতি যা ঐ তিন কালের পর্যায়, বিভাগ, যুগচক্রের মধ্যে দেখা হয় এক ও অবিভাজ্য হিসাবে; সর্বশেষ ইহা প্রতিষ্ঠিত হবে——আর তা-ও শুধু করণগত চেতনায়——ক্ষণগুলির ক্রমিক বিবর্তনের উপর। সুতরাং ইহার তিনটি কালেরই দৃষ্টি থাকবে, "ত্রিকালদৃষ্টি" যা প্রাচীনকালে দ্রষ্টা ও ঋষিদের সর্বোচ্চ চিহ্ন ব'লে গণ্য করা হ'ত ইহার এই ত্রিকালদৃষ্টি কোনো অস্বাভাবিক শক্তি হবে না, ইহা হবে তার কালজ্ঞানের স্বাভাবিক শক্তি।

এই একীকৃত ও অনন্ত কালচেতনা এবং এই দর্শন ও জ্ঞান অতিমানসিক পুরুষের ঐশ্বর্য তার নিজের পরম জ্যোতির্লোকে এবং ইহা সম্পূর্ণ হয় শুধু অতিমানসিক প্রকৃতির সর্বোচ্চ স্তরে। কিন্তু উন্নয়নকারী ও রূপান্তরকারী বিবর্তনমূলক যোগ-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে——অর্থাৎ আত্ম-মোচনকারী, আত্ম-বিকাশক, উত্তরোত্তর আত্ম-সিদ্ধিকারী যোগপদ্ধতির মধ্য দিয়ে মানবচেতনার উত্তরণে আমাদের তিনটি ক্রমিক অবস্থার কথা বিবেচনা করতে হবে; ইহাদের সবগুলিকেই অতিক্রম করতে হবে তবে যদি আমরা পরে সমর্থ হই সর্বোচ্চ স্তরগুলির উপর বিচরণ করতে। আমাদের চেতনার যে প্রথম অবস্থা অর্থাৎ যে চেতনার মধ্যে আমরা এখন বিচরণ করি তা হ'ল অজ্ঞানতার এই মন যার উদ্ভব হ'য়েছে জড় প্রকৃতির অচিতি ও নির্জ্ঞান থেকে ; এই মন অজ্ঞ কিন্তু তবে জ্ঞান-অন্বেষণে সমর্থ এবং তা ইহা পায় অনেকগুলি মানসিক প্রতিরূপে যেগুলিকে প্রকৃত সত্যের সন্ধানসূত্র করা যায় ; উপর থেকে আলোকের প্রভাব, অন্তঃপ্রবেশ ও অবতরণের দ্বারা মন উত্তরোত্তর আরো সংস্কৃত ও দীপ্ত ও স্বচ্ছ হ'য়ে বুদ্ধিকে প্রস্তুত করে প্রকৃত জ্ঞানের সামর্থ্য উন্মেষের জন্য। এই মনের কাছে সকল সত্য এমন এক জিনিস যা তার গোড়ায় ছিল না আর যা তাকে অর্জন ক'রতে হ'য়েছে অথবা এখনো অর্জন ক'রতে হবে, এমন জিনিস যা তাকে আহরণ করতে হবে অভিজ্ঞতার দ্বারা অথবা অনুসন্ধান, গণনা, আবিষ্কৃত বিধানের প্রয়োগ, চিহ্ন ও সংকেতসমূহের ব্যাখ্যা প্রভৃতির কতকগুলি নিরূপিত পদ্ধতি ও বিধির দ্বারা। ইহার যে জ্ঞান তাতেই সূচিত হয় যে ইহার পূর্বাবস্থা ছিল নির্জ্ঞান; ইহা অবিদ্যার এক করণ।

চেতনার দ্বিতীয় অবস্থা শুধু মানবের পক্ষেই ভব্য এবং তা পাওয়া যায় অজ্ঞানতার মনকে আন্তরভাবে আলোকিত ও রূপান্তরিত ক'রে;

ইহা সেই অবস্থা যার মধ্যে মন বাহির অপেক্ষা বরং ভিতরেই খোঁজে তার জ্ঞানের উৎসের জন্য আর যে কোনো উপায়েই হ'ক ইহা তার নিজের অনুভব ও আত্ম-অনুভূতির কাছে এমন মন হ'য়ে ওঠে যা মূলতঃ অজ্ঞান-তার নয়, বরং তা হ'ল আত্ম-বিস্মৃতিপূর্ণ জ্ঞানের। এই মন জানে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান লুক্কায়িত আছে তার মধ্যে অথবা অন্ততঃ সত্তার মধ্যে কোনো এক জায়গায়, তবে তা যেন আবৃত ও বিস্মৃত অবস্থায় এবং তার কাছে জ্ঞান আসে বাহির থেকে অর্জিত কোনো বিষয় হিসাবে নয়, তা আসে এমন বিষয় হিসাবে যা সর্বদাই সেখানে গূঢ় ভাবে ছিল ও এখন স্মরণে এসেছে এবং যাকে তখনই জানা যায় সত্য ব'লে—ইহাতে প্রতি বিষয়টি থাকে তার নিজের স্থানে, মাত্রায়, প্রকারে ও পরিমাপে। এমন কি যখন জ্ঞানের উপলক্ষ হ'ল কোনো বাহ্য অনুভূতি, চিহ্ন বা সংকেত, তখনো জ্ঞানের প্রতি ইহাই তার ভাব, কারণ তার কাছে ইহা উপলক্ষ মাত্র আর জ্ঞানের সত্যের জন্য সে বাহ্য সংকেতের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আন্তর সমর্থনকারী সাক্ষীর উপর। সত্যকার মন হ'ল আমাদের মধ্যে বিশ্ব মন, আর ব্যষ্টি মন হ'ল এক উপরভাসা প্রক্ষেপ; সুতরাং চেতনার দ্বিতীয় অবস্থা আমরা সেই সময় পাই যে সময় হয় ব্যষ্টি মন ক্রমশঃ আরো অন্তরাভিমুখে যায় এবং সর্বদাই সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে বিশ্বমানসিকতার সব স্পর্শের সমীপে থাকে ও তাদের প্রতি সংবেদনশীল হয় যে বিশ্বমানসিকতার মধ্যেই সকল কিছু নিহিত থাকে, গৃহীত হয় এবং যা ব্যক্ত করায় সমর্থ; আর না হয়, আরো বেশী প্রবলভাবে আমরা তা পাই যখন আমরা বিশ্বমনের চেতনায় বাস করি আর ব্যক্তিগত মানসিকতা হয় শুধু উপরভাগে এক প্রক্ষেপ, চিহ্ন দেওয়ার কাষ্ঠখণ্ড অথবা কার্যারম্ভের যন্ত্র (Switch)।

চেতনার তৃতীয় অবস্থা হ'ল জ্ঞানের সেই মন যার মধ্যে সকল বিষয় ও সকল সত্য দেখা ও অনুভূত হয় এই ব'লে যে তারা ইতিপূর্বেই উপস্থিত ও জানা ও অবিলম্বে লভ্য শুধু তাদের উপর আন্তর আলো নিক্ষেপ ক'রে যেমন কোনো ব্যক্তি ঘরের মধ্যে জানা ও পরিচিত সব জিনিসের উপর নেত্রপাত করে—যদিও জিনিসগুলি সর্বদাই তার দৃষ্টিতে থাকে না কারণ দৃষ্টি মনোযোগী হয় না—আর সে সবকে মন লক্ষ্য করে পূর্ব-অবস্থিত জ্ঞানের বিষয় ব'লে। চেতনার দ্বিতীয় আত্ম-বিস্মৃতিপূর্ণ অবস্থা থেকে এই অবস্থার পার্থক্য এই যে এখানে কোনো প্রয়াস বা অন্বেষণের প্রয়োজন

হয় না, শুধু প্রয়োজন হ'ল যে কোনো জ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর আলোকে ঘুরিয়ে ফেলা অথবা খুলে দেওয়া, আর সুতরাং ইহা বিস্মৃত ও মন থেকে আত্ম-লুক্কায়িত বিষয়সমূহের স্মরণ নয়, বরং যে সব বিষয় পূর্ব থেকেই উপস্থিত, প্রস্তুত ও লভ্য তাদের দীপ্ত উপস্থাপনা। এই সর্বশেষ অবস্থা সম্ভব হবার একমাত্র উপায় হ'ল বোধিমানসিকতাকে আংশিকভাবে অতি-মানসভাবাপন্ন করা ও অতিমানসিক স্তর সমূহ থেকে আসা সব বার্তার প্রতিটির দিকে তাকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা। জ্ঞানের এই মন স্বরূপে ভব্য সর্বশক্তিমত্তার সামর্থ্য, কিন্তু মনের স্তরে বাস্তব ক্রিয়ায় ইহা পরিসর ও ক্ষেত্রে সীমিত। যখন অতিমানস মানসিক স্তরে নেমে এসে মানসিকতার আরো অল্প ধাতুর মধ্যে কাজ করে তখন তা নিজের ভাবে এবং শক্তি ও আলোর দেহে কাজ করলেও ঐ সংকীর্ণতার লক্ষণ তাতে বর্তায় এবং তা চলতে থাকে এমন কি অতিমানসিক যুক্তিশক্তির ক্রিয়াতেও। নিজের সব ক্ষেত্রে সক্রিয় একমাত্র পরতর অতিমানসিক শক্তিরই সংকল্প ও জ্ঞান সর্বদা কাজ করে সীমাহীন আলোর মধ্যে অথবা জ্ঞানের অপরিমেয় বিস্তারের স্বচ্ছন্দ সামর্থ্যের সহিত, তবে শুধু সেই সব সংকীর্ণতা থাকে যেগুলি চিৎ-পুরুষ নিজের উপর স্বেচ্ছায় আরোপ করে তার নিজের সব উদ্দেশ্যের জন্য।

অতিমানসে বিকশিত হবার সময় মানবমনকে যেতে হবে এই সকল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এবং ইহার উত্তরণে ও বিস্তারে ইহা তার কালচেতনা ও কালজ্ঞানের বিভিন্ন শক্তির ও সম্ভাবনার অনেক পরিবর্তন ও নানাবিধ বিন্যাস অনুভব করতে পারে। প্রথমে মানুষ অজ্ঞানতার মনে অনন্ত কালচেতনাতেও বাস করতে অক্ষম আবার ত্রিকালজ্ঞানের কোনো সরাসরি বাস্তবশক্তি আয়ত্তও করতে অক্ষম। অজ্ঞানতার মন কালের অবিভাজ্য অনুবৃত্তির মধ্যে বাস করে না, ইহা বাস করে পর পর প্রতি ক্ষণের মধ্যে। আত্মার নিত্যতা এবং অনুভূতির স্বরূপগত অনুবৃত্তি সম্বন্ধে ইহার এক অস্পষ্ট বোধ আছে, কিন্তু ইহা সেই আত্মার মধ্যে বাস করে না, আবার কোনো সত্যকার কাল অনুবৃত্তির মধ্যেও বাস করে না, তবে এই অস্পষ্ট কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রবল সংবিৎকে ব্যবহার করে এক পটভূমিকা, আশ্রয়, আশ্বাস হিসাবে এমন কিছুর মধ্যে যা অন্যথায় হবে তার সত্তার এক সতত ভিত্তিহীন প্রবাহ। ইহার ব্যবহারিক ক্রিয়ায় ইহার একমাত্র অবলম্বন হ'ল বর্তমানের মধ্যে তার স্থিতিভূমি ছাড়া সেই রেখা যা অতীত পিছনে

ফেলে গিয়েছে এবং স্মৃতিতে রাখা হ'য়েছে, আর পূর্বের সব অভিজ্ঞতার দ্বারা সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ সংস্কার, এবং ভবিষ্যতের জন্য অভিজ্ঞতার নিয়মিত ভাব সম্বন্ধে আশ্বাস এবং এমন এক অনিশ্চিত পূর্বাভাসের শক্তি যার ভিত্তি হ'ল কিছুটা পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত অনুমান এবং কিছুটা হ'ল কল্পনামূলক রচনা ও আন্দাজ। অজ্ঞানতার মন নির্ভর করে বিভিন্ন আপেক্ষিক বা নৈতিক নিশ্চিততার নিশ্চিত ভিত্তি বা উপাদানের উপর কিন্তু বাকী সবের জন্য সম্ভবপর ও সম্ভাবনার সহিত কারবারই তার প্রধান সম্বল।

ইহার কারণ এই যে অবিদ্যার মধ্যে মন বাস করে মুহূর্তের মধ্যে এবং চলে এক ঘন্টা থেকে অন্য ঘন্টায় এমন এক পথিকের মতো যে শুধু তা-ই দেখে যা তার অব্যবহিত অবস্থানভূমির নিকটে থাকে এবং চারিদিকে দেখা যায় এবং যে অপূর্ণভাবে তাই স্মরণ করে যার মধ্য দিয়ে সে পূর্বে চলে এসেছে কিন্তু তার অব্যবহিত দৃষ্টি ছাড়িয়ে সম্মুখে যা কিছু আছে সে সকল অ-দেখা ও অ-জানা যার সম্বন্ধে তার এখনো অভিজ্ঞতা পেতে হবে। সুতরাং যেমন বৌদ্ধরা দেখেছিল, আত্ম-অজ্ঞানতায় কালের মধ্যে বিচরণশীল মানুষ বাস করে শুধু বিভিন্ন ভাবনা ও ইন্দ্রিয়-সংবিতের মধ্যে এবং তার ভাবনা ও ইন্দ্রিয়ের নিকট উপস্থিত সব বাহ্য রূপের পরম্পরার মধ্যে। তার কাছে শুধু তার বর্তমান ক্ষণিক আত্মা সত্য, তার দ্বিতীয় আত্মা মৃত বা বিলীয়মান অথবা রাখা হয় শুধু স্মৃতিতে, পরিণামে ও সংস্কারে, তার ভবিষ্যৎ আত্মা সম্পূর্ণ অস্তিত্ব-হীন অথবা থাকে শুধু সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বা তৈরী হচ্ছে জন্মের জন্য। আর তার চারিদিকের যে জগৎ তা অনুভবের একই বিধির অধীন। শুধু তার বাস্তব রূপ এবং বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের সমষ্টি তার কাছে উপস্থিত ও সম্পূর্ণ সত্য, ইহার অতীতের আর কোনো অস্তিত্ব নেই অথবা থাকে শুধু স্মৃতিতে ও লেখায় আর শুধু সেইটুকু থাকে যা তার মৃত স্মারক ছেড়েছে অথবা বর্তমানের মধ্যে জীবিত থাকে, ভবিষ্যৎ এখনো আদৌ অস্তিত্বে নেই।

কিন্তু ইহা মনে রাখা চাই যে বর্তমান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যদি স্থূল মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর আমাদের নির্ভরতার দ্বারা সীমিত না হ'ত তাহ'লে এই পরিণাম সম্পূর্ণ অনিবার্য হ'ত না। যদি আমরা সমস্ত বর্তমান, বর্তমান মুহূর্তের বিভিন্ন ভৌতিক, প্রাণিক, মানসিক শক্তির সকল

ক্রিয়া জানতে পারতাম, তাহ'লে মনে করা যেতে পারে যে আমরা তাদের ভিতর সংবৃত্ত অতীতও দেখতে পারতাম এবং দেখতে পারতাম তাদের সুপ্ত ভবিষ্যৎ, অথবা অন্ততঃ সক্ষম হ'তাম বর্তমান থেকে অতীত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানে যেতে। আর কতকগুলি বিশেষ অবস্থার মধ্যে ইহা তৈরী করতে পারে এক বাস্তব ও নিত্য-উপস্থিত অবিচ্ছিন্ন কালধারার বোধ ও বর্তমানের মতো পশ্চাতে ও সম্মুখে জীবনধারণ, আর এক পা অগ্রসর হ'লে আমরা পেতে পারি অনন্ত কালের মধ্যে ও আমাদের কালাতীত আত্মার মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের এক নিত্য-উপস্থিত বোধ আর তখন শাশ্বতকালে এই আত্মার অভিব্যক্তি আমাদের কাছে সত্য হ'য়ে উঠতে পারে ; তাছাড়া আমরা অনুভব করতে পারি বিভিন্ন জগতের পিছনে কালাতীত পরমাত্মাকে এবং তাঁর চিরন্তন জগদ্ অভিব্যক্তির সত্যতাকে। যাই হ'ক, বর্তমানে আমাদের যে কালচেতনা সে ছাড়া অন্য একপ্রকারের কালচেতনা ও ত্রিকাল জ্ঞান সম্ভব হয় যদি আমরা সমর্থ হই স্থূল মন ও ইন্দ্রিয়ের উপযোগী চেতনা ছাড়া অন্য চেতনা বিকাশ করতে এবং ক্ষণের মধ্যে ও ইন্দ্রিয়সংবিৎ, স্মৃতি, অনুমান, ও আন্দাজের সংকীর্ণতাসহ অজ্ঞান-ময় মনের মধ্যে কারাবন্ধন ভেঙে ফেলতে।

বাস্তবক্ষেত্রে, মানব শুধু বর্তমানেই বাস ক'রে সন্তুষ্ট থাকে না, যদিও ইহাই সে করে অতি প্রবল সুস্পষ্টতা ও আগ্রহের সহিত। তার প্রবৃত্তি হ'ল সামনে ও পিছনে তাকান, অতীতের যত বেশী সম্ভব তত জানা ও ভবিষ্যতের মধ্যে যতদূর সম্ভব, তা যতই অস্পষ্টভাবে হ'ক প্রবেশ করতে চেষ্টা করা। আর এই প্রয়াসবিষয়ে তার কতকগুলি সহায়ক আছে যাদের কতকগুলি নির্ভর করে তার উপরভাসা মনের উপর, আর অপরগুলি উন্মুক্ত থাকে মহত্তর, সূক্ষ্মতর ও আরো নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী অন্য এক অধিচেতন বা অতিচেতন আত্মার বার্তার দিকে। তার প্রথম সহায়ক হ'ল যুক্তিবুদ্ধি যা সামনে চলে কারণ থেকে কার্যে ও পিছনে চলে কার্য থেকে কারণে, বিভিন্ন শক্তির ও তাদের নিশ্চিত যান্ত্রিক ধারা আবিষ্কার করে, ধরে নেয় যে প্রকৃতির গতিবৃত্তি চিরকাল একইরূপ থাকবে, প্রকৃতির কালের পরিমাপ নির্দিষ্ট করে এবং এইভাবে সাধারণ ক্রিয়াধারার ও নিশ্চিতফলের প্রাকৃত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নির্ণয় করে অতীত ও ভবিষ্যৎ। এই পদ্ধতির দ্বারা ভৌতিক জগতের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ সীমিত কিন্তু যথেষ্ট চমৎকার সাফল্য পাওয়া গেছে, আর

মনে হ'তে পারে যে মন ও প্রাণের ক্রিয়াতে শেষপর্যন্ত এই একই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে, আর যাই হ'ক না কেন, যে কোনো ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পিছনে ও সামনে তাকাবার পক্ষে মানবের একমাত্র নির্ভর-যোগ্য উপায় ইহাই। কিন্তু বস্তুতঃ ভৌতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত বিধান থেকে অনুমান ও গণনার যে উপায় প্রয়োগ করা হয় তা প্রাণিক প্রকৃতি ও আরো বেশী পরিমাণে মানসিক প্রকৃতির ব্যাপারসমূহে প্রয়োগ করা যায় না: ইহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করা যেতে পারে শুধু নিয়মিত ব্যাপার ও বিষয়ের সীমিত ক্ষেত্রে আর বাকী সবের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকি অর্থাৎ বিভিন্ন আপেক্ষিক নিশ্চিত, অনিশ্চিত সম্ভবপর ও অনির্ণেয় সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয়সমূহের মিশ্রিত স্তূপের মধ্যে।

ইহার কারণ এই যে মন ও প্রাণ ক্রিয়াকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ক'রে তোলে, প্রতি সংসিদ্ধ ক্রিয়াতে থাকে বিভিন্ন শক্তির জটিল সমবায়, আর এমনকি যদি আমরা এই সবগুলিকে পৃথক করতেও পারি—অর্থাৎ সেইসব যেগুলি উপরিভাগে বা তার কাছাকাছি শুধু বাস্তব হ'য়ে উঠেছে, তা হ'লেও আমরা তখনো বাকী যে সব শক্তি অস্পষ্ট বা সুপ্ত আছে তাদের দ্বারা বিফল হব; এই সব শক্তি হ'ল—প্রচ্ছন্ন কিন্তু তবু শক্তিশালী সহায়ক কারণ, গুপ্ত গতি ও প্রবর্তক শক্তি, অপ্রকাশিত সব সম্ভাবনা, পরিবর্তনের অনির্ণীত ও অনির্ণেয় সম্ভাবনাগুলি। ভৌতিক ক্ষেত্রের মতো নির্দিষ্ট কারণ থেকে নির্দিষ্ট ফল অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার এক লব্ধ দৃষ্টিগোচর সমবায় থেকে পরবর্তী অবস্থার এক অনিবার্য পরিণাম অথবা পরবর্তী অবস্থার এক আবশ্যিক পূর্বাবস্থা সঠিক ও নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা আমাদের সীমিত বুদ্ধির পক্ষে এ ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে সম্ভব হয় না। এই কারণেই মানববুদ্ধির ভবিষ্যদ্-বাণী ও পূর্বদৃষ্টি—এমনকি যখন তথ্যগুলি দেখা হয় তাদের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ও সম্ভবপর পরিণাম সম্বন্ধে তাদের পর্যালোচনা করা হয় অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তখনও—সর্বদাই বাস্তব ঘটনার দ্বারা বিফল ও খণ্ডিত হয়। প্রাণ ও মন হ'ল চিৎ-পুরুষ ও জড়ের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সম্ভাবনার সতত প্রবাহ ও প্রতি পদে তারা অনন্ত না হ'লেও অন্ততঃ অনির্দিষ্ট পরিমাণের সম্ভাবনা নিয়ে আসে আর ইহাই সকল তার্কিক নির্ণয়কে অনিশ্চিত ও আপেক্ষিক করতে যথেষ্ট। কিন্তু ইহার উপর তাদের পশ্চাতে বিরাজিত আছে মানবমনের অনির্ণেয় এক পরম প্রভাবশালী বিষয়—অন্তঃপুরুষ ও গূঢ়

চিৎ-পুরুষের সংকল্প; প্রথমটি অনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তনীয় তরল ও পলায়নপর, দ্বিতীয়টি অনন্ত ও অচিন্ত্যভাবে বিধায়ক, আর ইহা যদি আদৌ বদ্ধ হয় তা হবে শুধু নিজের দ্বারা ও অনন্তের মধ্যকার সংকল্প দ্বারা। সুতরাং উপরভাসা স্থূল মন থেকে পিছনে চৈত্য ও আধ্যাত্মিক চেতনায় গেলেই সম্পূর্ণ সম্ভব হতে পারে ত্রিকালের দৃষ্টি ও জ্ঞান, ক্ষণের মধ্যে অবস্থান ও দৃষ্টির পরিসরের যে আমাদের সীমাবদ্ধতা তার অতি-ক্রমণ।

ইতিমধ্যে আন্তর চেতনা থেকে বহিশ্চেতনায় আসার এমন কতকগুলি দুয়ার আছে যা দিয়ে এমন কি স্থূল মনেও অতীতের পশ্চাৎ-দর্শন, বর্ত-মানের পরিদর্শন, ভবিষ্যতের পূর্বদর্শন লাভের শক্তি মাঝে মাঝে তবে অপ্রচুরভাবে আসার সম্ভাবনা সহজ হয়। প্রথমতঃ মন-ইন্দ্রিয় ও প্রাণিক চেতনার এমন কতকগুলি গতিবৃত্তি আছে যেগুলি এই প্রকারের—ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীকে বলা হয় প্রাগ্-অনুভব আর ইহা আমাদের বোধকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। এই সব গতিবৃত্তি হ'ল ইন্দ্রিয়মানস ও প্রাণিক-সত্তার সহজ বোধ, অস্পষ্ট বোধি যেগুলিকে মানসিকবুদ্ধির সর্বগ্রাসী ক্রিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য ব'লে চেপে রেখেছে, বিরল অথবা হেয় ক'রেছে। যদি এগুলিকে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহ'লে তারা এমন সব সামগ্রী বিকশিত ও সরবরাহ করতে পারে যেগুলি সাধারণ যুক্তিবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য। কিন্তু তবু তারা নিজে নিজে সম্পূর্ণ উপযোগী অথবা বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশক হ'বে না যদি না তাদের অস্পষ্টতা আলোকিত করা হয় এমন ব্যাখ্যা ও দেশনার দ্বারা যা সাধারণ বুদ্ধি দিতে অক্ষম তবে এক উচ্চতর বোধি দিতে সক্ষম। তাহ'লে বোধি হ'ল আমাদের লভ্য দ্বিতীয় ও আরো গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবপর উপায়, আর বাস্তবিকই ইহা এই দুরূহ ক্ষেত্রে কখন কখন সাময়িক আলো ও দেশনা দিতে পারে ও দেয়ও। কিন্তু আমাদের বর্তমান মানসিকতার মধ্যে কাজ করার সময় ইহা এই অসুবিধার অধীন যে ইহা ক্রিয়ায় অনিশ্চিত, ব্যাপ্রিয়ায় অপূর্ণ, কল্পনা ও ভ্রমের অধীন, মানসিক বিচারের মিথ্যা অনুকরণাত্মক গতি-বৃত্তির দ্বারা তমসাচ্ছন্ন এবং সর্বদা ভ্রান্তিপ্রবণ মনের সাধারণ ক্রিয়ার আয়ত্তাধীন এবং ইহার দ্বারা দূষিত ও বিকৃত। উচ্চতর দীপ্ত বুদ্ধির ব্যাপ্রিয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হবে এই সব ত্রুটি থেকে শুদ্ধ-করা এক সংহত বোধিমূলক মানসিকতার গঠন।

মানুষ বাধা পায় বুদ্ধির এই অক্ষমতায় আবার তবু ভবিষ্যতের জ্ঞান সম্বন্ধে ব্যগ্র; সেজন্য সে অতীত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানের জন্য অপর ও বাহ্য উপায়ের আশ্রয় নিয়েছে যেমন শকুন, নির্বাচনমূলকপ্রক্রিয়া, স্বপ্ন, ফলিত জ্যোতিষ এবং অন্য অনেক তথাকথিত তথ্য যেগুলি আরো কম সংশয়বাদী যুগে নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞান হিসাবে রচিত হয়েছিল। সংশয়াত্মক যুক্তিশক্তির দ্বারা অভিযুক্ত ও নিন্দিত হ'য়েও তারা এখনো আমাদের মন আকর্ষণ করতে থাকে এবং নিজের অধিকার বজায় রাখে, আর তাদের সমর্থন করে কামনা ও বিশ্বাসপ্রবণতা ও কুসংস্কার ; কিন্তু তাদের দাবীর কিছু পরিমাণ সত্য সম্বন্ধে আমরা অপূর্ণ হ'লেও যে সাক্ষ্য প্রায়ই পাই তা-ও ঐগুলিকে সমর্থন করে। এক উচ্চতর চৈত্যজ্ঞান আমাদের দেখায় যে বস্তুতঃ জগৎ নানাবিধ বার্তাবিনিময় ও নির্দেশক শ্রেণীতে পূর্ণ আর এই সব বিষয়কে মানববুদ্ধি যতই অপব্যবহার করুক না কেন, ইহারা তাদের উপযুক্ত স্থানে ও সঠিক অবস্থার মধ্যে অতি-ভৌতিক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের সঠিক তথ্য দিতে সক্ষম। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে একমাত্র বোধিমূলক জ্ঞানই সক্ষম এই সবকে আবিষ্কার ও সুষ্ঠুভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে---যেমন বস্তুতঃ চৈত্য ও বোধিমানসই গোড়ায় নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের এই সব প্রণালীকে ভাষায় ব্যক্ত করেছিল---আর কার্যতঃ ইহা দেখা যাবে যে একমাত্র বোধিমূলক জ্ঞানই এই সব সংকেতের যথাযথ প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম,---শুধু ঐতিহ্যগত বা অনিয়মিত ব্যাখ্যার অথবা যান্ত্রিক বিধি বা সূত্রের ব্যবহার তা করতে অক্ষম। তা না হ'লে উপর-ভাসা বুদ্ধির হাতে, এইসব সম্ভবতঃ পরিণত হবে প্রমাদের ঘন জঙ্গলে।

চৈত্যচেতনা ও বিভিন্ন চৈত্যশক্তির উন্মেষের সাথে সাথেই শুরু হয় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা দর্শন। চৈত্য চেতনা হ'ল তা-ই যাকে অধুনা প্রায়শঃই বলা হয় অধিচেতন আত্মা, ভারতীয় মনোবিদ্যার সূক্ষ্ম বা স্বপ্ন আত্মা, আর ইহার ভব্য জ্ঞানের যে ক্ষেত্র প্রায় অনন্ত---আর একথা পূর্ব অধ্যায়েই বলা হ'য়েছে---তার মধ্যে আছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও নির্দিষ্ট বাস্তব তথ্যের ভিতর এমন অন্তর্দৃষ্টি যার শক্তি অতীব বিশাল ও রূপ বহুবিধ। ইহার প্রথম শক্তি হ'ল---আর ইহা অতি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে---চৈত্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কাল ও দেশের মধ্যে সকল বিষয়ের প্রতি-মূর্তি দেখার শক্তি। এই যে শক্তিকে অতীন্দ্রিয়-দর্শী, অতিভৌতিক বার্তাবহ

ও অন্যান্যেরা ব্যবহার করে তা প্রায়ই এবং বাস্তবিকই সাধারণতঃ এক বিশেষ শক্তি যা ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ হ'লেও যথাযথ ও সঠিক আর ইহাতে বোঝায় না যে আন্তর পুরুষ বা আধ্যাত্মিক সত্তা বা উচ্চতর বুদ্ধির কোনো বিকাশ হ'য়েছে। ইহা এমন এক দুয়ার যা জাগ্রত মন ও অধি-চেতন মনের মধ্যে হঠাৎ বা কোনো সহজাত প্রতিভা বা কোনোরূপ চাপের দ্বারা খুলে গেছে আর এইভাবে প্রবেশ করা হ'য়েছে অধিচেতন মনের শুধু উপরিভাগে বা প্রান্তে। গূঢ় বিশ্বমনের এক বিশেষ শক্তি ও ক্রিয়ায় সকল বিষয়ই প্রতিমূর্তির দ্বারা চিত্রিত করা হয় আর এই সব প্রতিমূর্তি শুধু চাক্ষুষ নয়, ইহারা—অবশ্য এই পদ ব্যবহার যোগ্য হ'লে—শ্রোতব্য ও অন্যবিধ প্রতিমূর্তি; আর যদি সূক্ষ্ম বা চৈত্য ইন্দ্রিয়গুলির এক বিশেষ প্রকার বিকাশ হয়, যদি রচনাকারী মনের ও ইহার সব কল্পনার কোনো হস্তক্ষেপ না থাকে অর্থাৎ যদি কৃত্রিম বা মিথ্যাকারী মানসিক প্রতিমূর্তি মধ্যে না আসে আর যদি চৈত্য ইন্দ্রিয় মুক্ত, অকৃত্রিম ও নিষ্ক্রিয় হয় তাহ'লে এই সব প্রতিরূপ বা প্রতিলিখনকে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে লওয়া সম্ভব হয়; আর স্থূল ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাহিরে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্-বাণী করা অপেক্ষা বরং ইহাদিগকে তাদের সঠিক সব প্রতিমূর্তিতে দেখাও সম্ভব হয়। এই প্রকার দেখা সঠিক হয় যদি ইহা দৃষ্ট বিষয়ের বিবরণেই সীমিত থাকে, আর অনুমান, ব্যাখ্যা বা অন্যপ্রকারে চাক্ষুষ জ্ঞান ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে, অনেক প্রমাদ আসা সম্ভব—অবশ্য যদি না ইহার সহিত থাকে এক প্রবল, নির্মল, সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ চৈত্য বোধি অথবা প্রদীপ্ত বোধিময় বুদ্ধির উন্নত বিকাশ।

চৈত্য চেতনার আরো সম্পূর্ণ উন্মেষে আমরা প্রতিমূর্তির দ্বারা দর্শনের এই শক্তি ছাড়িয়ে অনেক দূর যাই আর তাতে অবশ্য আমরা যে কোনো নতুন কালচেতনা পাই তা নয়, তবে ত্রিকালজ্ঞানের অনেক প্রণালী জানা যায়। অধিচেতন বা চৈত্য আত্মা চেতনা ও অনুভূতির অতীত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে অথবা নিজেকে তাদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করতে সক্ষম আর এমনকি—যদিও ইহা সাধারণতঃ কম হয়—চেতনা ও অনুভূতির ভবিষ্যৎ অবস্থার মধ্যেও ইহা নিজেকে প্রবলভাবে প্রক্ষিপ্ত করতে সক্ষম। ইহা যে তা করে তার উপায় হ'ল অতীত ও ভবিষ্যতের যে সব নিত্য অবস্থা বা প্রতিমূর্তি আমাদের মানসিকতার পশ্চাতে শাশ্বত কালচেতনায় রাখা হয় অথবা অতিমানসের নিত্যতার দ্বারা কালদৃষ্টির অবিভাজ্য

অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে উপরে নিক্ষিপ্ত হয় তাদের মধ্যে সাময়িকভাবে প্রবেশ করা অথবা তাদের সহিত তার সত্তার বা জ্ঞানানুভবের শক্তির একাত্মতা লাভ। অথবা ইহা এই সব বিষয়ের ছাপ গ্রহণ ক'রে তাদের এক প্রতিলেখনাত্মক অনুভূতি রচনা করতে পারে চৈত্য সত্তার সূক্ষ্ম আকাশে। আর না হয়, ইহা অতীতকে অবচেতন স্মৃতি থেকে--যেখানে ইহা সর্বদা সুপ্ত থাকে--উপরে তুলে এনে নিজের মধ্যে ইহাকে দিতে পারে এক জীবন্ত রূপ অথবা নতুন স্মৃতিমূলক অস্তিত্ব; আর ঠিক সমানভাবেই ইহা ভবিষ্যৎকে সুপ্তির গহন থেকে--যেখানে পূর্বেই ইহার সত্তা নির্মিত হ'য়েছে--তুলে এনে অনুরূপভাবে নিজের কাছে ইহাকে গঠন ও অনুভব করতে পারে। একপ্রকার চৈত্য ভাবনা দর্শন বা অন্তঃপুরুষের বোধির দ্বারা--যা প্রদীপ্ত বোধিময় বুদ্ধির সূক্ষ্মতর ও কম মূর্ত ভাবনা-দর্শনের সহিত এক নয়--ভবিষ্যৎকে পূর্বেই দেখা বা জানাও ইহার পক্ষে সম্ভব; অথবা যে অতীত আবরণের পশ্চাতে চলে গেছে তার মধ্যে এই অন্তঃপুরুষের বোধির প্রভা নিক্ষেপ ক'রে ইহাকে বর্তমান জ্ঞানের জন্য পুনর্লাভ করাও ইহার পক্ষে সম্ভব। ইহা এক প্রতীকাত্মক দেখা বিকশিত করতে সক্ষম যা এমন সব শক্তি ও তাৎপর্যের মাধ্যমে অতীত ও ভবিষ্যৎ-কে আনে যা সব বিভিন্ন অতিভৌতিক লোকের অন্তর্গত কিন্তু জড়জগতে সৃজনে শক্তিশালী। ভগবানের অভিপ্রায়, দেবতাদের মন, সেই সব বিষয় ও তাদের চিহ্ন ও সংকেত যেগুলি অন্তঃপুরুষের উপর অবতরণ করে ও বিভিন্ন শক্তির জটিল গতিবৃত্তি নির্ধারণ করে--এই সব ইহা অনুভব করতে সক্ষম। আবার ইহা সেইসব বিভিন্ন শক্তিরও গতিবৃত্তি অনুভব করতে সক্ষম যেগুলি আমাদের জীবনের সহিত নিজেদের জড়িত করে ও মানসিক, প্রাণিক ও অন্যান্য জগতের অন্তর্গত এমন সত্তাদের প্রতিনিধি বা তাদের চাপে সাড়া দেয়--যেমন ইহা জানতে সক্ষম তাদের উপস্থিতি ও ক্রিয়া। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার সকল প্রকার সংকেত--ইহা সকল দিক থেকে আহরণ করতে সক্ষম। ইহা তার দৃষ্টির সম্মুখে সেই "আকাশ লিপি"ও গ্রহণ করতে সক্ষম যা সকল অতীতের সকল বিষয় অঙ্কিত রাখে, বর্তমানে যা ঘটছে সে সবের প্রতি-লিখন করে, ভবিষ্যৎকে লিপিবদ্ধ করে।

এইসব ও বহুবিধ অন্যান্য বিভিন্ন শক্তি আমাদের অধিচেতন সত্তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং সে সবকে উপরিভাগে আনা যায় চৈত্য চেতনার

জাগরণের সহিত। আমাদের অতীত জীবনসমূহের জ্ঞান—অন্তঃপুরুষ অবস্থার, বিভিন্ন ব্যক্তিসত্ত্বের, দৃশ্যের, ঘটনার, অন্যদের সহিত সম্বন্ধের—এ সকল কিছুরই জ্ঞান—অন্যদের অতীত জীবনসমূহের জ্ঞান, জগতের অতীতের, ভবিষ্যতের, আমাদের স্থূলদৃষ্টির সীমার বাহিরে অথবা বাহ্য বুদ্ধির নিকট উন্মুক্ত জ্ঞানের বিভিন্ন উপায়ের নাগালের অতীত বর্তমান বিষয়ের জ্ঞান, শুধু ভৌতিক বিষয়ের নয়, আমাদের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে অতীত ও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মন ও প্রাণ ও অন্তঃপুরুষের ক্রিয়া-ধারারও বোধি ও বিভিন্ন ছাপ শুধু এই জগতের জ্ঞান নয়, অন্যান্য সব জগৎ বা চেতনার লোকের ও কালের মধ্যে তাদের অভিব্যক্তির এবং পৃথিবীর উপর ও ইহার সব দেহবদ্ধ পুরুষ ও তাদের নীতির উপর তাদের শক্তিপাত ও ক্রিয়া ও ফলেরও জ্ঞান—এই সব আমাদের চৈত্যসত্তার নিকট উন্মুক্ত থাকে কারণ ইহা বিশ্বসত্তার বার্তার সমীপবর্তী, শুধু বা প্রধানতঃ অব্যবহিত বর্তমানেই নিবিষ্ট থাকে না এবং নিছক ব্যক্তিগত ও ভৌতিক অনুভূতির সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নয়।

সেই সাথে এই শক্তিগুলির এই অসুবিধা যে তারা বিশৃঙ্খলা ও প্রমাদের সম্ভাবনা থেকে কোন ক্রমেই মুক্ত নয় আর বিশেষ করে চৈত্য চেতনার নিম্নস্তরগুলি ও আরো বাহ্য সব ক্রিয়াধাবা বিভিন্ন বিপজ্জনক প্রভাবের প্রবল ভ্রমের, ও এমন সব আভাসন ও প্রতিমূর্তির অধীন হয় যেগুলি ভুলপথে নিয়ে যায়, দূষিত ও বিকৃত করে। কলুষ ও প্রমাদ থেকে রক্ষা করার বিষয়ে শুদ্ধ-করা মন ও হৃদয় এবং প্রবল ও সূক্ষ্ম চৈত্য বোধি অনেক সাহায্য করতে পারে কিন্তু সর্বাপেক্ষা উন্নতভাবে বিকশিত চৈত্য চেতনাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় যদি না তার চেয়ে উচ্চতর কোনো শক্তি ইহাকে প্রদীপ্ত ও উত্তোলন করে আর ভাস্বর বোধিমানস ইহাকে স্পর্শ ও জোরালো করে এবং যদি না আবার এই বোধিমানসও উত্তোলিত হয় চিৎ-পুরুষের অতিমানসিক শক্তির দিকে। চৈত্য চেতনার যে কাল-জ্ঞান তা ইহা চিৎ-পুরুষের অবিভাজ্য অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রত্যক্ষ নিবাস থেকে পায় না, আর তাকে চালনা করার জন্য কোনো সুষ্ঠু বোধিময় বিবেচনাশক্তি বা উচ্চতর ঋতচেতনার কোনো অনপেক্ষ আলো তার নেই। মনের মতো, ইহা তার কালবোধ পায় শুধু আংশিকভাবে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে, সকল প্রকার আভাসনের কাছে উন্মুক্ত থাকে এবং যেহেতু তার সত্যের ক্ষেত্র ঐ কারণে আরো প্রশস্ত, সেহেতু তার প্রমাদের সব উৎসও

বহুবিধ। আর তার কাছে অতীত থেকে যা আসে তা যে শুধু যা ঘটেছিল তা নয়, বরং যা সব হ'তে পারত অথবা হবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি সেগুলিও আসে, বর্তমান থেকে শুধু যে যা ঘটছে তা নয়, বরং যা সব হ'তে পারে বা হ'তে ইচ্ছা করে সে সবও ভীড় করে আসে, ভবিষ্যৎ থেকে শুধু যে যা হবে তা নয় বরং নানাপ্রকার সম্ভাবনার আভাসন, বোধি, দর্শন ও প্রতিমূর্তিও তার কাছে আসে। আর সর্বদা এ সম্ভাবনাও থাকে যে চৈত্য অনুভূতির উপহারের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক রচনা ও মানসিক প্রতিমূর্তি এসে বিষয়সমূহের প্রকৃত সত্যে হস্তক্ষেপ করবে।

অধিচেতনা আত্মার বিভিন্ন বার্তার উপরিভাগে আগমন এবং চৈত্য চেতনার ক্রিয়া সাহায্য করে আমরা যে অজ্ঞানতার মন নিয়ে শুরু করি তাকে উত্তরোত্তর, যদিও সম্পূর্ণভাবে নয়, পরিণত হ'তে এমন এক আত্ম-বিস্মৃতিপূর্ণ জ্ঞানের মনে যা সর্বদাই প্রদীপ্ত হয় অন্তরাত্মা-থেকে-আসা বিভিন্ন বার্তা ও উৎসবন দ্বারা এবং তাছাড়া এমন সব রশ্মি দ্বারা যেগুলি আসে তার সমগ্র আত্মা ও অনন্ত আধেয়ের এখনো প্রচ্ছন্ন সংবিৎ থেকে আর আসে সনাতন চিৎ-পুরুষের দ্বারা নিজের মধ্যে সর্বদা-রাখা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বগত ও স্থায়ী কিন্তু গুপ্ত জ্ঞানের সংবিৎ থেকে—যা নিজেকে এখানে প্রতিভাত করে একপ্রকার স্মৃতি, পুনরুদ্‌ঘাটন বা বাহিরে আনয়ন ব'লে। কিন্তু যেহেতু আমরা দেহবদ্ধ ও স্থূল চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত সেহেতু অজ্ঞানতার মন তখনও রয়ে যায় এক প্রভাবশালী পরিবেশ ব'লে, বাহির-থেকে-আসা সামর্থ্য ও সীমাকারী অভ্যাসগত শক্তি হিসাবে যা নতুন গঠনে বাধা দেয় ও তার সহিত মিশে যায় অথবা এমন কি ব্যাপক দীপ্তির সময়েও ইহা এক সীমানা-প্রাচীর এবং দৃঢ় আধার রূপে কাজ করে এবং আরোপ করে তার বিভিন্ন অসামর্থ্য ও প্রমাদ। আর এই জের থাকার প্রতীকার কল্পে, মনে হয় প্রথম আবশ্যক হ'বে এমন এক ভাস্বর বোধিময় বুদ্ধি শক্তির বিকাশ যা অন্য সব সত্যের মতো কালের ও ইহার বিভিন্ন ঘটনার সত্যকে দেখে বোধিময় ভাবনা, ইন্দ্রিয় ও দর্শনের দ্বারা এবং তাছাড়া তার স্বকীয় বিবেকের আলোর দ্বারা মূল্য বোধের অক্ষমতা ও প্রমাদের সব আক্রমণ খুঁজে বার ক'রে দূরে নিক্ষেপ করে।

সকল বোধিময় জ্ঞান কম বেশী সরাসরি আসে আত্ম-সংবিৎ সম্পন্ন চিৎ-পুরুষের আলো থেকে যা মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; এই চিৎ-পুরুষ

মনের পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং নিজের স্বরূপের মধ্যে ও তার সকল আত্মার মধ্যে "সকল কিছু" সম্বন্ধে সচেতন, ইহা সর্বজ্ঞ এবং তার "সর্বজ্ঞতার" মধ্য থেকে বিরল বা সতত দীপ্তির দ্বারা অথবা অবিচলিত অন্তঃ প্রবহমাণ আলোর দ্বারা অজ্ঞানময় বা আত্ম-বিস্মৃতিপূর্ণ মনকে দীপ্ত ক'রতে সমর্থ। এই "সকল কিছুর" মধ্যে আছে সেই সব যা কালের ভিতর ছিল, আছে বা হবে আর এই "সর্বজ্ঞতা" ত্রিকাল সম্বন্ধে আমাদের মানসিক বিভাজনের দ্বারা সীমিত, ব্যাহত ও নিষ্ফল হয় না, আবার এক মৃত ও এখন অবিদ্যমান ও অল্প মনে-আসা বা বিস্মৃত অতীতের ও এখনো অস্তিত্বশূন্য ও সেজন্য অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের যে ভাবনা ও অনুভূতি অজ্ঞানতার মাঝে অবস্থিত মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক তা-ও ঐ সর্বজ্ঞতাকে সীমিত, ব্যাহত বা নিষ্ফল করে না। সেই রকম এক বোধিমানসের উপচয় তার সহিত আনতে পারে এমন এক কালজ্ঞানের সামর্থ্য যা তার কাছে বাহিরের সংকেত থেকে আসে না বরং আসে বিষয়সমূহের বিশ্ব-পুরুষের মধ্য থেকে, অতীত সম্বন্ধে ইহার চিরন্তন স্মৃতি থেকে, বর্তমান বিষয়সমূহের অসীম ভাণ্ডার থেকে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইহার পূর্ব-দৃষ্টি থেকে অথবা যেমন কূটভাবে কিন্তু অর্থ-সূচকভাবে বলা হ'য়েছে, ইহার ভবিষ্যতের স্মৃতি থেকে। কিন্তু এই সামর্থ্য প্রথমে কাজ করে অনিয়মিত ও অনিশ্চিতভাবে, কোনো সংহতভাবে নয়। যেমন বোধিময় জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তেমন এই সামর্থ্যের ব্যবহারকে আয়ত্তে আনা এবং ইহার ব্যাপ্রিয়া ও নানাবিধ গতিবৃত্তিকে কিছু পরিমাণে নিয়মিত করা আরো সম্ভব হয়। ত্রিকালের মধ্যে বিষয়সমূহের বিভিন্ন উপাদান এবং প্রধান বা সবিস্তার জ্ঞান আয়ত্ত করার এক অর্জিত শক্তি স্থাপন করা যায় কিন্তু সাধারণতঃ ইহা নিজেকে গঠন করে এক বিশেষ বা অস্বাভাবিক শক্তি ব'লে আর মানসিকতার স্বাভাবিক ক্রিয়া বা ইহার অধিকাংশ তখনো রয়ে যায় অজ্ঞানময় মনের ক্রিয়া ব'লে। স্পষ্টতঃই ইহা এক অপূর্ণতা ও সীমিতভাব, আর একমাত্র যখন এই শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সম্পূর্ণভাবে বোধিত মনের সাধারণ ও স্বাভাবিক ক্রিয়া হিসাবে, কেবল তখনই বলা যায় যে ত্রিকালজ্ঞানের সামর্থ্যের পূর্ণতা এসেছে—অবশ্য যতদূর তা মনোময় সত্তায় সম্ভব।

বুদ্ধির সাধারণ ক্রিয়ার উত্তরোত্তর বহিষ্কার, বোধিময় আত্মার উপর সম্পূর্ণ ও সমগ্র নির্ভরতা অর্জন এবং পরিণামস্বরূপ মনোময় সত্তার সকল

অংশের বোধিতকরণ--এই সব উপায়ের দ্বারাই অজ্ঞানময় মনের স্থলে তখনও সম্পূর্ণভাবে না হ'লেও, আরো সাফল্যের সহিত প্রতিষ্ঠা করা যায় আত্ম-নিহিত জ্ঞানের মন। কিন্তু--আর বিশেষতঃ এই প্রকার জ্ঞানের জন্য যা প্রয়োজনীয় তা হ'ল অজ্ঞানময় মনের ভিত্তির উপর নির্মিত সব মানসিক রচনার অবসান। সাধারণ মন ও বোধি মানসের মধ্যে পার্থক্য এই যে পূর্বেরটি অন্ধকারের মধ্যে অথবা বড় জোর নিজের চঞ্চল বর্তিকা-লোকের দ্বারা খুঁজে প্রথমতঃ বিষয়সমূহকে তেমন দেখে যেমন সেই আলোকে তাদের দেখান হয় শুধু সেই ভাবে; আর দ্বিতীয়তঃ যেখানে ইহা জানে না, সেখানে ইহা কল্পনা, অনিশ্চিত অনুমান, অন্যান্য সহায় ও সাময়িক উপায়ের দ্বারা এমন সব বিষয় রচনা করে যেগুলিকে ইহা তখনই সত্য ব'লে গ্রহণ করে অর্থাৎ বিভিন্ন ছায়াময় প্রক্ষেপ, মেঘ-সৌধ, অবাস্তব বিস্তার, ভ্রান্তিকর পূর্ববোধ, সম্ভাবনা ও সম্ভবপর বিষয়, আর এসব কাজ করে নিশ্চিত বিষয় হিসাবে। বোধিমানস এরূপ কৃত্রিমভাবে কিছু রচনা করে না বরং নিজেকে আলোকের গ্রহীতা করে আর সত্যকে দেয় তার মধ্যে ব্যক্ত হ'য়ে তার নিজের রচনা সংগঠিত করতে। কিন্তু যতদিন কোনো মিশ্র ক্রিয়া থাকে এবং সব মানসিক রচনা ও অনমানকে কাজ করতে দেওয়া হয় ততদিন উচ্চতর আলোকের নিকট অর্থাৎ সত্য জ্যোতির নিকট বোধিমানসের এই নিষ্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ বা দৃঢ়ভাবে প্রভাবশালী হ'তে পারে না এবং সেজন্য ত্রিকালজ্ঞানের কোনো সুদৃঢ় সংগঠন সম্ভব হয় না। এই বাধা ও মিশ্রণের জন্যই কালদর্শন, পশ্চাৎ-দৃষ্টি ও পরিদৃষ্টি ও পুরোদৃষ্টির শক্তি যা কখনো কখনো প্রভাস মানসের বিশিষ্টতা মানসিক ক্রিয়ার গঠনের অংশ অপেক্ষা বরং যে শুধু এক অন্যতম অস্বাভাবিক শক্তি তা নয়, ইহা আবার অনিয়ত, অত্যন্ত আংশিক এবং প্রায়ই দূষিত হয় প্রমাদের অনাবিষ্কৃত অন্তর্মিশ্রণের দ্বারা অথবা প্রমাদের এমন কার্যের দ্বারা যা স্বয়ং ঐ দৃষ্টিশক্তির স্থান অধিকার করে।

যে মানসিক রচনাগুলি হস্তক্ষেপ করে তারা প্রধানতঃ দুই প্রকারের, প্রথম ও সর্বাপেক্ষা প্রবল বিকৃতিকারী রচনাগুলি হ'ল সেই সব যা উৎপন্ন হয় সংকল্পের চাপ থেকে; এই সংকল্প দাবী করে যে ইহাই দেখবে ও নির্ধারণ করবে, ইহা জ্ঞানে ব্যাঘাত ঘটায় এবং বোধিকে সত্য জ্যোতির নিকট নিষ্ক্রিয় হ'তে এবং ইহার নিরপেক্ষ ও বিশুদ্ধ প্রবাহপ্রণালী হ'তে দেয় না। ব্যক্তিগত সংকল্প তা ইহা যাই রূপ লউক--ভাবাবেগ ও হৃদয়ের

ইচ্ছার অথবা প্রাণিক কামনার অথবা প্রবল স্ফুরন্ত অভিলাষের অথবা বুদ্ধির স্বেচ্ছাকৃত অভিরুচি--বিকৃতির এক সুস্পষ্ট উৎস হ'য়ে ওঠে যখন তারা চেষ্ট করে--যেমন তারা সত্যই সাধারণতঃ সফলতার সহিত চেষ্টা করে--জ্ঞানের উপর নিজেদের আরোপ করতে এবং যা জিনিস ছিল, আছে বা হ'তে বাধ্য তার বদলে যা আমরা কামনা বা সংকল্প করি তা-ই নিতে। কারণ তারা হয় সংকল্পকে কাজ করতে দেয় না, নয় ইহা যদি আদৌ নিজে উপস্থিত হয় ইহাকে কবলিত ক'রে বেঁকিয়ে বিকৃত করে এবং এই উদ্ভূত বিকৃতিকে করে রাশি রাশি সংকল্প-সৃষ্ট মিথ্যার সমর্থনে এক ভিত্তি। ব্যক্তিগত সংকল্পকে হয় ত্যাগ করতে হবে, না হয় ইহার সব আভাসনকে তাদের স্থানে রাখা চাই যতদিন না উচ্চতর নৈর্ব্যক্তিক আলোর নিকট পরম নির্দেশ চাওয়া হয়, এবং তারপর ইহাকে অনুমোদন বা বর্জন করতে হবে সেই সত্য অনুযায়ী যা মনের চেয়ে বরং অন্তরে আরো গভীর প্রদেশ থেকে আসে অথবা আসে ঊর্ধ্বের উচ্চতর প্রদেশ থেকে। তবে ব্যক্তিগত সংকল্পকে কার্যকরী না করা হ'লেও ও মনকে গ্রহণের জন্য নিষ্ক্রিয় করা হ'লেও, নানাবিধ শক্তি ও সম্ভাবনা থেকে বিভিন্ন আভাসন এসে ইহাকে আক্রমণ ক'রে ইহার উপর চেপে বসতে পারে; এই সব শক্তি ও সম্ভাবনা চেষ্টা করে জগতের মধ্যে নিজেদের চরিতার্থ করার জন্য আর ইহারা সেই সব বিষয়ের প্রতিনিধি হ'য়ে আসে যা সব তারা নিক্ষেপ করেছে তাদের প্রকট হবার ইচ্ছার প্রবাহের উপর অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের সত্য হিসাবে। আর যদি মন এই সব প্রতারক আভাসনকে প্রশ্রয় দেয়, তাদের আত্ম-মূল্যায়ন গ্রহণ করে এবং তাদের ত্যাগও করে না অথবা সত্য-জ্যোতির নির্দেশ নেয় না, তাহ'লে সেই একই ফল--সত্যের নিবারণ বা বিকৃতি অনিবার্য। একটা সম্ভাবনা থাকে যে সংকল্পের উপাদানটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হবে আর মনকে করা হবে উচ্চতর দীপ্তিময় জ্ঞানের এক নীরব ও নিষ্ক্রিয় লিপি, আর তাহ'লে কাল বোধিসমূহের আরো অনেক বেশী সঠিক গ্রহণ সম্ভব হ'য়ে ওঠে কিন্তু সত্তার অখণ্ডতার দাবী হ'ল সংকল্প ক্রিয়া, শুধু নিষ্ক্রিয় জানা নয়, আর সুতরাং আরো ব্যাপক ও সুষ্ঠু প্রতীকার হবে ব্যক্তিগত সংকল্পকে উত্তরোত্তর সরিয়ে তার স্থানে এক বিশ্বভাবাপন্ন সংকল্প আনা; এই বিশ্বভাবাপন্ন সংকল্প তেমন কিছু চায় না যাকে ইহা দৃঢ়ভাবে অনুভব করে না এমন বোধি, চিদাবেশ বা অলৌকিক প্রকাশ ব'লে যা

আসা চাই সেই উচ্চতর আলো থেকে যেখানে সংকল্প জ্ঞানের সহিত এক।

দ্বিতীয় প্রকারের মানসিক রচনার কারণ হ'ল আমাদের মন ও বুদ্ধির স্বরূপ এবং কালের মধ্যে বিষয়সমূহের সহিত ইহার ব্যবহার। মন এখানে সব কিছুকে দেখে এমন এক সমষ্টি ব'লে যাতে আছে বিভিন্ন সংসিদ্ধ বাস্তব ঘটনা ও তাদের পূর্ববর্তী ঘটনা ও স্বাভাবিক পরিণাম, বিভিন্ন সম্ভাবনার অনির্দিষ্টতা আর মনে হয়, যদিও ইহার সম্বন্ধে মন নিশ্চিত নয়, পশ্চাতে নির্ধারক কিছু––এক সংকল্প, নিয়তি বা শক্তি যা অনেক সম্ভবপর বিষয় থেকে কিছু বর্জন করে এবং অন্যদের অনুমোদন করে অথবা তাদের বাধ্য করে প্রকট হ'তে। সুতরাং ইহার সব রচনায় কিছু আছে অতীত ও বর্তমানে––উভয়েরই বাস্তব ঘটনা থেকে অনুমান, কিছু আছে বিভিন্ন সম্ভাবনার এক অভিলাষমূলক বা কল্পনামূলক ও আন্দাজ-মতো নির্বাচন ও সমবায় এবং কিছু আছে নিশ্চয়াত্মক যুক্তি বা অভিরুচি-অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অথবা আগ্রহপূর্ণ সৃজনশীল সংকল্প-বুদ্ধি যা চেষ্টা করে বাস্তব ও সম্ভবপর বিষয় থেকে সেই সুনিশ্চিত সত্য নির্দিষ্ট করতে যা আবিষ্কার বা নির্ধারণ করার জন্য মনের প্রয়াস। মনের মধ্যে আমাদের ভাবনা ও ক্রিয়ার জন্য এই যে সব অপরিহার্য সে সব পূর্বেই বর্জন বা রূপান্তরিত করা চাই তবে যদি বোধিময় জ্ঞান সুযোগ পায় নিজেকে সংহত করতে দৃঢ় ভিত্তির উপর। রূপান্তর সম্ভব কেন না বোধিমানসকে সেই একই কাজ করতে হয় আর তাদের কর্মক্ষেত্রও একই তবে ইহা উপাদান-গুলিকে ব্যবহার করে অন্যভাবে এবং তাদের তাৎপর্যের উপর অন্য আলো দেয়। বর্জন সম্ভব কেননা বাস্তবিকই সকল কিছুই নিহিত আছে উর্ধ্বের সত্যচেতনার মধ্যে আর অজ্ঞানময় মনকে নীরব করা ও এক সম্ভাবনাময় গ্রহিষ্ণুতা আমাদের সামর্থ্যের বাহিরে নয়; যে বোধিগুলি সত্যচেতনা থেকে নেমে আসে তাদের ইহার মধ্যে লওয়া সম্ভব সূক্ষ্ম বা তীব্র যথার্থতার সহিত আর জ্ঞানের সকল উপাদানকে দেখা সম্ভব তাদের সঠিক স্থানে ও সত্যকার অনুপাতে। কার্যতঃ দেখা যাবে যে একপ্রকার মানসিকতা থেকে অন্যপ্রকারে সংক্রমণ সাধনের জন্য দুইটি পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয় পর পর অথবা একত্র।

ত্রিকালগতিবৃত্তির সহিত ব্যবহারে বোধিমানসের পক্ষে প্রয়োজনীয় হ'ল ভাবনামূলক ইন্দ্রিয় ও দর্শনে তিনটি বিষয়কে সঠিকভাবে দেখা––বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা, সম্ভাবনা ও অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। প্রথম, এক প্রাথমিক বোধি-

ময় ক্রিয়া বিকশিত হয় যা সাধারণ মনের মতোই মুখ্যতঃ কালের মধ্যে ক্রমায়াত বাস্তব ঘটনার প্রবাহ দেখে তবে সত্যের এক অব্যবহিত প্রত্যক্ষতা ও স্বতঃস্ফূত সঠিকতার সহিত যা সাধারণ মন পেতে অসমর্থ। প্রথম ইহা সে সব দেখে এক বোধের দ্বারা, ভাবনামূলক ক্রিয়া, ভাবনামূলক ইন্দ্রিয়, ভাবনামূলক দর্শনের দ্বারা যা তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিষয়ের উপর ক্রিয়ারত শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করে, আর আবিষ্কার করে তাদের ভিতরকার ও চারিদিককার বিভিন্ন ভাবনা, অভিপ্রায়, প্রবেগ, শক্তি, প্রভাব, যেগুলি তাদের মধ্যে পূর্বেই রূপায়িত হ'য়েছে এবং যেগুলি রূপায়ণের ধারার মধ্যে রয়েছে আর সেগুলিও আবিষ্কার করে যেগুলি পরিবেশ থেকে অথবা সাধারণ মনের অদৃশ্য সব গূঢ় উৎস থেকে তাদের মধ্যে বা উপরে আসছে বা আসতে উদ্যত; ঐ বোধ, ক্রিয়া, ইন্দ্রিয় ও দর্শন অন্বেষণ বা আয়াসরহিত দ্রুত বোধিময় বিশ্লেষণ দ্বারা অথবা সমন্বয়ী সমগ্র দৃষ্টির দ্বারা এই সব শক্তির সংঘাতকে পৃথক করে নিষ্ফল বা অংশতঃ ফলপ্রদ শক্তিসমূহ থেকে ফলপ্রসূ শক্তিসমূহকে পৃথকভাবে নির্ণয় করে আর ভাবী ফলকেও দেখে। বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে বোধিময় দর্শনের অখণ্ড পদ্ধতি ইহাই তবে অন্য সব পদ্ধতিও আছে যারা স্বরূপতঃ কম সম্পূর্ণ। কারণ এমন এক শক্তি বিকশিত হ'তে পারে যাতে ক্রিয়ারত শক্তিগুলির কোনো পূর্ববর্তী বা সমকালীন বোধ বিনাই পরিণাম দেখা যায় অথবা শক্তিগুলি দেখা যায় শুধু পরে, আর একমাত্র পরিণামই তৎক্ষণাৎ ও সর্বপ্রথম জ্ঞানের মধ্যে লাফিয়ে এসে পড়ে। অপর পক্ষে, শক্তিগুলির সংঘাত সম্বন্ধে এক আংশিক বা সম্পূর্ণ বোধ হ'তে পারে কিন্তু চরম ফল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে অথবা এমন নিশ্চয়তা থাকে যা ধীরে ধীরে আসে অথবা আপেক্ষিক হয়। বাস্তব ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে এক সমগ্র ও একীকৃত দর্শনের সামর্থ্য বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় এইগুলি।

এই প্রকার বোধিময় জ্ঞান কালজ্ঞানের সম্পূর্ণ সুষ্ঠু যন্ত্র নয়। ইহা বর্তমানের প্রবাহে চলে সাধারণভাবে এবং এক এক ক্ষণে সঠিকভাবে দেখে শুধু বর্তমান, অব্যবহিত অতীত ও অব্যবহিত ভবিষ্যৎ। একথা সত্য যে ইহা নিজেকে পিছনে প্রক্ষিপ্ত ক'রে সেই একই শক্তি ও পদ্ধতির দ্বারা কোনো অতীত ক্রিয়াকে সঠিকভাবে পুনর্গঠন করতে পারে অথবা নিজেকে সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত ক'রে সঠিকভাবে পুনর্গঠন করতে পারে আরো দূরবর্তী ভবিষ্যতের কোনো বিষয়। কিন্তু ভাবনামূলক দর্শনের সাধারণ

শক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষাকৃত বেশী বিরল ও দুরূহ প্রয়াস এবং সাধারণতঃ এই আত্ম-প্রক্ষেপের আরো স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের জন্য চৈত্যদর্শনের সহায় ও আশ্রয়ের প্রয়োজন। উপরন্তু, ইহা দেখতে সক্ষম শুধু সেইটুকু যা বাস্তবঘটনাসমূহের অবিক্ষুব্ধ ধারার মধ্যে উপনীত হবে আর ইহার দর্শন আর কার্যকরী হয় না যদি কিছু অদৃষ্টপূর্ব শক্তির প্রবলধারা বা হস্তক্ষেপ-কারী শক্তি কোনো বিশালতর যোগ্যতার প্রদেশ থেকে নীচে নেমে এসে অবস্থাসমূহের সংঘাতকে পরিবর্তিত করে, আর ইহা এমন এক বিষয় যা কাল-গতির মধ্যে শক্তিসমূহের ক্রিয়ায় অনবরতই ঘটে। ইহা তার নিজের সাহায্যের জন্য সেই সব চিদাবেশ গ্রহণ করে যে সব তার কাছে ঐ যোগ্যতাগুলি আলোকিত করে আর গ্রহণ করে সেই সব অবশ্যম্ভাবী দিব্যপ্রকাশ যা তাদের নির্ণায়ক তত্ত্ব ও ইহার সব অনুক্রম প্রকাশ করে, আর এই দুই শক্তির দ্বারা বাস্তব ঘটনার বোধিমানসের বিভিন্ন সংকীর্ণতা সংশোধন করে। তবে দর্শনের এই সব মহত্তর উৎসের সহিত কারবার করার জন্য এই প্রাথমিক বোধিময় ক্রিয়ার সামর্থ্য কখনই সম্পূর্ণ সুষ্ঠু নয় আর এরূপ সর্বদাই হ'তে বাধ্য যখন কোনো নিম্নতর শক্তি কাজ করে কোনো মহত্তর শক্তি থেকে তাকে দেওয়া উপাদান নিয়ে। ইহার স্বভাব সর্বদাই এই হ'তে বাধ্য যে ইহা অব্যবহিত বাস্তব ঘটনার প্রবাহের উপর জোর দেবে আর তার ফল হ'বে দর্শনের প্রভূত সংকীর্ণতা।

কিন্তু এমন এক জ্যোতির্ময় চিদাবেশের মন বিকশিত করা সম্ভব যা কালগতির সব মহত্তর যোগ্যতার মধ্যে আরো স্বচ্ছন্দ হবে, আরো সহজে দেখবে দূরবর্তী বিষয়সমূহ এবং সেই সাথে নিজের মধ্যে, তার আরো উজ্জ্বল, ব্যাপক ও শক্তিশালী আলোর মধ্যে গ্রহণ করবে বাস্তব ঘটনাসমূহের বোধিময় জ্ঞান। এই চিদাবিষ্ট মন বিষয়সমূহকে দেখবে জগতের বৃহত্তর যোগ্যতাসমূহের আলোকে, আর বাস্তবতার প্রবাহকে লক্ষ্য করবে বিভিন্ন শক্তিশালী সম্ভাব্য ঘটনার স্তূপ থেকে এক নির্বাচন ও পরিণামরূপে। কিন্তু যদি ইহার সাথে অবশ্যম্ভাবী সব তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর প্রকাশক জ্ঞান না থাকে, তাহ'লে কালগতির বিবিধ ভব্য ধারার মধ্যে নির্ধারক দৃষ্টি সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করার বা স্থগিত রাখার প্রবণতা থাকে অথবা এমন কি এই প্রবণতাও থাকে যে ইহা অন্তিম বাস্তবতার ধারা থেকে সরে এসে অন্য এমন এক অনুক্রম অনুসরণ করবে যা তখনো প্রযোজ্য নয়। এই সংকীর্ণতা হ্রাস করার জন্য অবশ্যম্ভাবী দিব্য প্রকাশের

সাহায্য উপকারে আসবে কিন্তু এখানেও আবার সেই অসুবিধা যে এক নিম্নতর শক্তি কাজ করবে এমন সব উপাদান নিয়ে যা তাকে দেওয়া হ'য়েছে এক উচ্চতর আলোক ও শক্তির কোষাগার থেকে। কিন্তু জ্যোতির্ময় দিব্য প্রকাশের মনও বিকশিত করা সম্ভব; ইহা নিজের মধ্যে দুই নিম্নতর গতিবৃত্তি নিয়ে দেখে বিভিন্ন ভব্য ও বাস্তব ঘটনাসমূহের ক্রীড়ার পশ্চাতে কি নির্ধারিত রয়েছে আর এই শেষোক্ত বাস্তব ঘটনাগুলিকে দেখে তার অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত প্রকট করার উপায় রূপে। এই ভাবে গঠিত বোধি-মানস সক্রিয় চৈত্য চেতনার সাহায্য পেলে কালজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য শক্তিকে আয়ত্তে আনতে পারে।

সেই সাথে ইহা দেখা যাবে যে তথাপি ইহা এক সীমিত যন্ত্র। প্রথমতঃ ইহা এমন এক মহত্তর জ্ঞান প্রতিভাত করবে যা মনের উপাদানের মধ্যে কর্মরত, বিভিন্ন মানসিক রূপের ছাঁচে নির্মিত এবং তখনো মানসিক অবস্থা ও সংকীর্ণতাসমূহের অধীন। ইহা পশ্চাতে ও সম্মুখে যতদূরই বিচরণ করুক না কেন তার জ্ঞানের ক্রম ও পরম্পরার ভিত্তি হিসাবে সর্বদাই মুখ্যতঃ নির্ভর করবে বর্তমান ক্ষণসমূহের পরম্পরার উপর—এমন কি তার উচ্চতর প্রকাশক ক্রিয়াতেও ইহা বিচরণ করবে কালের প্রবাহের মধ্যে এবং গতিকে উর্ধ্ব থেকে বা শাশ্বত কালের সেই সব স্থির-তার মধ্যে দেখবে না যাদের দর্শনের পরিসর বিশাল এবং সেজন্য ইহা সর্বদাই আবদ্ধ থাকবে এক গৌণ ও সীমিত ক্রিয়ার মধ্যে এবং তার ক্রিয়াবলীতে কিছু মিশ্রণ, ব্যতিক্রম ও আপেক্ষিকতার মধ্যে। তাছাড়া, ইহার জানা নিজের মধ্যকার সম্পত্তি হবে না, তা হবে জ্ঞানের গ্রহণ, বড় জোর ইহা অজ্ঞানময় মনের স্থলে সৃষ্টি করবে এক আত্ম-বিস্মৃতিপূর্ণ মন যাকে অবিরতই মনে করান হয় ও আলোকিত করা হয় এক সুপ্ত আত্ম-সংবিৎ ও সর্ব-সংবিৎ থেকে। জ্ঞানের ক্রিয়ার ক্ষেত্র, ব্যাপ্তি, বিভিন্ন সাধারণ ধারা বিকাশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু ইহা কখনই অতীব প্রবল সব সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হবে না। আর এই সংকীর্ণতার দরুণ, যে অজ্ঞানময় মন এখনো চারিদিকে ঘিরে আছে অথবা অবচেতনভাবে বেঁচে আছে তা প্রবণ হবে নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে, ভিতরে বা উপরে ছুটে আসতে, যেখানে বোধিময় জ্ঞান কাজ করতে অস্বীকার করে অথবা অসমর্থ হয় সেখানে সক্রিয় হবে এবং আবার তার সঙ্গে নিয়ে আসবে তার বিশৃঙ্খলা, মিশ্রণ ও প্রমাদ। একমাত্র নিরাপত্তা হ'ল যতক্ষণ

না অথবা যদি না উচ্চতর আলো নীচে নেমে এসে তার ক্রিয়া বিস্তার করে ততক্ষণ জানবার চেষ্টা করতে অস্বীকার করা অথবা অন্ততঃ জ্ঞানের প্রয়াস স্থগিত রাখা। এই আত্মসংযম মনের পক্ষে দুরূহ, আর যদি তা অত্যন্ত সন্তুষ্টভাবে পালন করা হয়, তাহ'লে অন্বেষু সাধকের বিকাশ সীমাবদ্ধ হতে পারে। অপর পক্ষে যদি আবার অজ্ঞানময় মনকে উপরে এসে নিজের স্খলনশীল অপূর্ণ শক্তিতে অন্বেষণ করতে দেওয়া হয় তাহ'লে আপেক্ষিক হ'লেও এক নির্দিষ্ট সিদ্ধির স্থলে আসতে পারে দুটি অবস্থার মধ্যে এক অবিরত দোলায়মান অবস্থা অথবা দুটি শক্তির মিশ্রিত ক্রিয়া।

এই সঙ্কট থেকে বার হবার উপায় হ'ল এক মহত্তর সিদ্ধিলাভ; বোধিমানস, চিদাবিষ্টমানস ও সত্য-প্রকাশক মানসের গঠন হ'ল ইহার জন্য শুধু এক প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, আর ইহা লাভের উপায় হ'ল সমগ্র মানসিক সত্তার মধ্যে অতিমানসিক আলো ও শক্তির উত্তরোত্তর অবিরত অন্তঃপ্রবাহ ও অবতরণ এবং বোধি ও ইহার সব শক্তির নিরন্তর উত্তোলন অতিমানসিক প্রকৃতির উন্মুক্ত মহিমার মধ্যস্থিত তাদের উৎসের দিকে। তখন দুইটি ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়——একটি হ'ল বোধিমানসের যা তার ঊর্ধ্বস্থিত আলো সম্বন্ধে সচেতন, ইহার দিকে উন্মীলিত এবং সর্বদাই ইহার কাছে তার জ্ঞান নিবেদন করে সমর্থন ও অনুমোদনের জন্য; আর একটি হ'ল ঐ আলোর নিজেরই ক্রিয়া যা এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানময় মন সৃষ্টি করে——আর ইহা বাস্তবিক এক অতিমানসিক ক্রিয়াই যা চলে মনের এক উত্তরোত্তর রূপান্তরিত উপাদানের মধ্যে এবং মানসিক অবস্থার নিকট বশ্যতা ক্রমশঃ কম প্রবল হওয়ার অবস্থার ভিতর। এইভাবে গঠিত হয় এক ক্ষুদ্র অতিমানসিক ক্রিয়া, এক জ্ঞানময় মন যার সতত প্রবণতা হ'ল জ্ঞানের সত্যকার অতিমানসে রূপান্তরিত হওয়া। অজ্ঞানময় মন উত্তরোত্তর সুনিশ্চিতভাবে নিষ্কাশিত হয়, ইহার স্থান নেয় এমন এক আত্ম-বিস্মৃতিপূর্ণ জ্ঞানের মন যা প্রদীপ্ত হয় বোধির দ্বারা, আর বোধি নিজেই আরো সুষ্ঠুভাবে সংহত হ'য়ে সমর্থ হ'য়ে ওঠে তার উপর ক্রমশঃ বৃহৎ আহ্বানে উত্তর দানে। বর্ধিষ্ণু জ্ঞানময় মন কাজ করে এক মধ্যস্থ শক্তি হিসাবে এবং যখন ইহা নিজেকে গঠন করে তখন ইহা অন্যটির উপর কাজ করে, ইহাকে রূপান্তরিত করে বা ইহার স্থান অধিকার করে, আর, যে আরো অধিক পরিবর্তন মন থেকে অতিমানসে সংক্রমণ সাধন করে তা আসতে বাধ্য করে। এইখানেই কালচেতনা ও কালজ্ঞানের মধ্যে

এক পরিবর্তন আসতে শুরু করে, আর এই কালচেতনা ও কালজ্ঞান তার ভিত্তি ও সম্পূর্ণ সত্যতা ও তাৎপর্য পায় শুধু অতিমানসিক স্তর-সমূহেরই উপর। সুতরাং অতিমানসের সত্যের সম্পর্কেই ইহার সব কর্ম-ধারাকে আরো ফলপ্রদভাবে বিশদ করা যায়: কারণ জ্ঞানের মন হ'ল শুধু এক প্রক্ষেপ এবং অতিমানসিক প্রকৃতির দিকে উত্তরণের এক অন্তিম সোপান।

* * * * * * * * * *